সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১
২।	বাঙ্গালা শব্দকোষ [সমালোচনা]	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৫
৩।	সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ	৫৯
৪।	বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার	৬৯
৫।	রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ	শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ	৭৫
৬।	আলোচনা	শ্রীযুক্ত অমূল্যাক্ষ সরকার	৭৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

আগামী দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়

লিখিয়াছেন,—

I have great pleasure in bringing to your notice the very valuable publication of the Bengali work সমসাময়িক ভারত by Professor Jogindra Nath Samaddar It purports to cover a wide range of an interesting period of Indian History. It is a gigantic literary undertaking (to be completed in 25 volumes of which 5 are already out), written in a fascinating style which never makes the book a dull study, though it relates to dry historical facts. Rare and varied works have been requisitioned in the compilation of the work and the author's undertaking places before the Bengali-readers the results of laborious researches which it is not possible for a man or even for a library to command. I am sincerely of opinion that the work is destined to move an era in the field of Bengali literature and lift it to a higher level. Every Bengali who can afford to encourage the author in his stupendous task involving a great outlay of cost should gladly seize this opportunity to do a patriotic duty. I strongly recommend it to any support you can give to the laudable efforts of the author and thus help in the completion of the work which is in every respect an unique and admirable production in the Bengali language.

প্রথম খণ্ড ১।।০, দ্বিতীয় খণ্ড ১।।০, তৃতীয় খণ্ড ১৸৵০,

অষ্টম খণ্ড ৩৲, ঊনবিংশ খণ্ড ৩৲।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরাখালরাজ রায় বি. এ.

মোরাদপুর (পাটনা)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২॥০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিনটী আবশ্যকীয় কথা।

প্রথম।—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধে অতুলনীয়। একবার "কেশরঞ্জন" মাখিয়া স্না করিলে বোধ হইবে, মাথায় কে যেন পারি জাতের সুবাস সিক্ত করিয়া, সুগন্ধি-সম্ভারে দিক্ সমূহকে আকুল করিতেছে! প্রত্যহ ইহ ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্য্যক্ষ হয়, মাথাঘোরা, মাথাধরা পভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়।—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও সুগন্ধির জন্য, কেশবর্দ্ধক শক্তির জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য আর দ্বিতীয় উপকরণ নাই। এই জন্য বঙ্গীয় মহিলাকুল "কেশরঞ্জনকে" স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় যুবতীগণ, কোনও সমাজে নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে,—বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম হইলে "কেশরঞ্জন" না মাখিলে তৃপ্ত হন না।

তৃতীয়।—যাঁহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র, যাঁহারা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার—তাঁহারা বিনা বিচারে "কেশরঞ্জনের" পক্ষপাতী। কেন না—তাঁহারা ক্রমাগত পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা পরিপুষ্ট করিতে—গভীর মস্তিষ্ক চালনা-ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ॥৶০ এগাব আনা। ডজন ৯৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশ্বগন্ধার—অশেষ গুণ।

অশ্বগন্ধার গুণ।—শাস্ত্রে অশ্বগন্ধার যেরূপ গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই সকল রোগে তদ্ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে যে অধিক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানা দিক্ দেখিয়া, আমবা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রভূত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। যাঁহাদের শরীর ধাতুগত পীড়ায় ক্ষীণ; যাঁহারা শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির হ্রস্বতা এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রস্তুত "অশ্বগন্ধারিষ্ট" হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রভূমি করিয়া রাখেন? আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফল প্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

ঢাকার ইতিহাস

প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাব্বিশখানি মনোরম চিত্র-সম্বলিত

এবং

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। "সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" ও "প্রাচীন বঙ্গের শাসন-তন্ত্র" এই দুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২॥০ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড অতি অল্প সংখ্যক মাত্র

অবশিষ্ট আছে।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, অতুল লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

অশ্বপ্রান

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১।৹ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্সার পেপেয়িন্"

যাঁহাদের পেপ্সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ কলিকাতা

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

মূল্যে সুলভ,
গুণে, সৌরভে
ও
স্থায়িত্বে
অতুলনীয়

—•—

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১৷০
বকুল	"	"	...	৷৵০
জেসমিন (যূঁই)	"	"	...	৷৵০
খস	"	"	...	৷৵০
গোলাপ	"	"	...	৷৴০

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—"কৌস্তভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re, 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

কবিসম্রাট স্যার রবীন্দ্রনাথের

অভিমত

"——অক্ষয় হউক——"

কবিবর দক্ষিণারঞ্জন-প্রণীত

বঙ্গগৌরব

"বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উপহার"

(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)

"বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ"

(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)

দেশবিখ্যাত অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ রাজসংস্করণ ২৲, সাধারণ বাঁধাই ১৸৹

—প্রকাশিত হইয়াছে—

শিশুসাহিত্যসম্রাটপ্রণীত—"ছেলেমেয়েদের সচিত্র পুরস্কার-গ্রন্থাবলী"র

কচি কথার ভোরের উৎসব	কিশোর-পাঠ্য সোণার বই
শিশুরাজ্যের	পরমসুন্দর
'আমাল্-বই'	'সোণার শৈশব'

এই দুই বইয়ের লেখা ও ছবি বর্ডারে ছাপার বা রঙিন্ হইবার অপেক্ষা করে নাই নূতনত্বে, মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে আপনার গুণে চিত্ত কাড়িয়া নিতেছে।

খোকাখুকুদের ৮ খানি ছবি সহ মূল্য ।৹ অভিনব সুন্দর বিস্তর ছবি সহ মূল্য ॥৹

—প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির ও আমাদের স্পেশিয়াল এজেণ্টদের নিকট

মেঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্	দি প্রেসিডেন্সী এডুকেশন্যাল ষ্টোরস্
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—প্রকাশিত হইতেছে—

"ইতিহাস-কথা" "পৃথিবীর দেশ-বিদেশের কথা" "ইতিহাসের গল্প"

"আর্য্য-বালক" ইত্যাদি "ভারতবর্ষ"

——বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির—কলিকাতা।——

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য অধিকাংশ স্থলে 'অর্দ্ধেক' ও 'সিকি' করিয়া দেওয়া হইল।

		সাধারণপক্ষে পূর্ব্বমূল্য	সাধারণপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য	সদস্যপক্ষে বর্ত্তমান মূল্য
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১৲	॥০	।০
২।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	১॥০	৸০	।৵০
৩।	ছুটিখানের মহাভারত	১৲	॥০	।০
৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	।৵০	৶০	৴১০
৫।	কাশীপরিক্রমা	৸০	।৵০	৶০
৬।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৶০	৵০	৴০
৭।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	।০	৵০	৴০
৮।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৲	॥০	।০
৯।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৵০	৴০	৩১০
১০।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৲	৩৲	২॥০
১১।	শতপথ-ব্রাহ্মণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৫॥০	২৸০	১।৵০
১২।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৩।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (সচিত্র)	।০	৵০	৴০
১৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (সচিত্র)	।৴০	৶০	৴১০
১৫।	বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)	৪৭'০	২৸৵০	১॥০
১৬।	বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ)	১।০	॥৵০	।৴০
১৭।	বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২, ৩, ৪ খণ্ড) শব্দকোষ	৫॥০	৩।০	১৸০
১৮।	মহিলা-ব্রতকথা	।৶০	৶০	৵০
১৯।	কল্কিপুরাণ	১।০	॥৵০	।৴০
২০।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৲	॥০	।০

নিম্নোক্ত গ্রন্থের মূল্য কমান হইল না।

১। **কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

২। মুসলমান-সংবাদ—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত প্রাচীন বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য সাধারণপক্ষে ।০ আনা, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৶১০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ৶০ আনা।

৩। সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

৪। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে যথাক্রমে ।৵০ পাঁচ আনা ও ।০ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ॥৵০ আনা ও ॥০ আনা।

৫। সত্যনারায়ণের পুঁথি—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল-করিম সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৵০, সাধা-সভার সদস্যপক্ষে ৵১০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৬। মৃগ-লুব্ধ—দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম-সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৶০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০ আনা।

৭। জ্যোতিষ-দর্পণ—শ্রীহট্ট, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০ আনা।

৮। দুর্গামঙ্গল—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲ টাকা।

৯। তীর্থ-ভ্রমণ—সদস্য পক্ষে ১৲, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১।০, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

১০। তীর্থ-মঙ্গল—সদস্য পক্ষে ।৵০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ॥৵০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩৷১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গত এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী মত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মূল্য—১ম খণ্ড ২॥০, ২য় খণ্ড ৩।৵০, ৩য় খণ্ড ৩৲, ৪র্থ খণ্ড ২॥০, ৫ম খণ্ড ২।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রয়োবিংশ

ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ*

ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন।

স্বতঃসিদ্ধ

১। যাহারা কোন একটির সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।

৫। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদয় বৃহত্তর।

স্বীকার্য্য

১। যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

২। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরল ভাবে যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৩। যে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যথেচ্ছা দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

৪। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ পাটীগণিতে ভগ্নাংশ শব্দ যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য ইহাকে ব্যঞ্জনা অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

৫। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটি সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্বে সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে পরস্পর মিলিত হইবে।

পরবর্ত্তী জ্যামিতিকারগণ আরও পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্যকে স্বতঃসিদ্ধমধ্যে সংশ্লিষ্ট করতঃ স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। নিম্নে পর্য্যায়ক্রমে তাহা সন্নিবেশিত হইল ;—

১। ইউক্লিডের ১ম স্বতঃসিদ্ধ।

২। " ২য় "

৩। " ৩য় "

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে, অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ।

৯। " ৫ম "

১০। দুই সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বীকার্য্য।

১২। " ৫ম "

ইহাদের মধ্যে আটটি (১ম—৭ম ও ৯ম) সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ ও অপর চারিটি (৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ) জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ স্বতঃসিদ্ধের অর্থ যাহা, কি জ্যামিতিক, কি অপরাপর যে কোন গণিতশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ মাত্র জ্যামিতিতেই প্রযুজ্য।

ইউক্লিডের ৫ম স্বতঃসিদ্ধ (আধুনিক ৯ম) স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইহাকে সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই "বৃহত্তর" শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত করা যাইতে পারে। যথা ;—

সমুদয়কে, যাহা তাহার ভগ্নাংশ, কি ভগ্নাংশের সমান, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বলে।

নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও (৪র্থ—৭ম) স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত নয়, ইহা ইউ-

ক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়টির সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। যদিও এই প্রমাণে অপর দুইটি সত্যের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা এত দুর যে, স্বভাবআয়ত্ব জ্যামিতিকারগণ তাহাদিগকে সূত্রাকারে গঠিত করা আবশ্যকই বোধ করেন নাই। অথচ জ্যামিতিক প্রমাণে সর্ব্বদাই তাহাদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। সত্য দুইটি এই ;—

(ক) দুইটি বস্তু পরস্পর সমান হইবে, অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

(খ) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

ক ও **খ** দুইটি অসমান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত **ক** বৃহত্তর এবং **গ** ও **ঘ** সমান সমান বস্তু ; **ক** ও **গ** এর সমষ্টি[১] **খ** ও **ঘ** এর সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক, **খ** অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব **ক** এর এরূপ একটি ভগ্নাংশ আছে, যাহা **খ** এর সমান।

মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ **চ**।

অতএব **ক** ; **চ**, **ছ** প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি।

অতএব **ক** ও **গ** এর সমষ্টি **চ**, **ছ** প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু ও **গ** এর সমষ্টি।

কিন্তু **খ**, **চ** এর এবং **ঘ**, **গ** এর সমান।

অতএব **খ** ও **ঘ** এর সমষ্টি **গ** ও **চ** এর সমষ্টির সমান। [১ম স্বঃ

কিন্তু **গ** ও **চ** এর সমষ্টি **গ**, **চ**, **ছ** প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ।

অতএব **খ** ও **ঘ** এর সমষ্টি অপেক্ষা **ক** ও **গ** এর সমষ্টি বৃহত্তর।

৫ম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়।

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ

খ ও **গ** এর প্রত্যেকে **ক** এর দ্বিগুণ ; **খ** ও **গ** পরস্পর সমান হইবে।

খ ও **গ** এর প্রত্যেকে **ক** এর দ্বিগুণ।

---

১ সংজ্ঞা—একটি বস্তু অপর কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি হইলে উক্ত অপর কয়েকটি বস্তুর যে কোনটিকে উক্ত একটি বস্তুর ভগ্নাংশ বলে।

অর্থাৎ **খ** ও **গ** এর প্রত্যেকটি এর সমান দুটি বস্তুর সমষ্টি।

মনে কর, **ক** এর সমান **ঘ** ও **ঙ** এই দুটি বস্তুর সমষ্টি **খ** এবং উক্ত **ক** এর সমান **চ** ও **ছ** এই দুটি বস্তুর সমষ্টি **গ**।

ঘ, **ঙ**, **চ** ও **ছ** প্রত্যেকে **ক** এর সমান।

অতএব **ঘ** ও **ঙ** এর সমষ্টি **চ** ও **ছ** এর সমষ্টির সমান। [২য় স্বঃ

ঘ ও **ঙ** এর সমষ্টি **খ** এবং **চ** ও **ছ** এর সমষ্টি **গ**।

অতএব **খ** ও **গ** পরস্পর সমান।

আমরা নিম্নে উক্ত স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ আর একটি সত্য সন্নিবেশিত করিতেছি ;—

ক। যে যে বস্তু প্রত্যেকে অসমান বস্তুর দ্বিগুণ, তাহারা পরস্পর অসমান হইবে এবং বৃহত্তর বস্তুর দ্বিগুণ বৃহত্তর হইবে।

[প্রমাণ ৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের অনুরূপ]

৭ম স্বতঃসিদ্ধ

খ ও **গ** প্রত্যেকে কএর অর্দ্ধ ; **খ** ও **গ** পরস্পর সমান হইবে।

খ ও **গ** প্রত্যেকে **ক**এর অর্দ্ধ।

অর্থাৎ **ক** ইহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণ।

যদি **খ** ও **গ** পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। [খ সত্য

কিন্তু তাহা অসম্ভব।

অতএব **খ** ও **গ** পরস্পর সমান।

ইউক্লিডের ৩য় স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইতে পারে। যথা ;—

ক ও **খ** দুইটি সমান সমান বস্তু এবং **গ** ও **ঘ** দুই সমান সমান বস্তু।

ক ও **গ** এর বিয়োগ-ফল **খ** ও **ঘ** এর বিয়োগ-ফলের সমান হইবে।

যদি **ক** ও **গ** এর বিয়োগ-ফল **খ** ও **ঘ** এর বিয়োগ ফলের সমান না হয়; তবে মনে কর, তাহারা অসমান।

মনে কর, **ক** ও **গ** এর বিয়োগ-ফল **ঙ** এবং **খ** ও **ঘ** এর বিয়োগ-ফল **চ**।

অতএব **ঙ** ও **চ** অসমান।

গ ও **ঘ** পরস্পর সমান।

অতএব **গ** ও **ঙ** এর সমষ্টি এবং **ঘ** ও **চ** এর সমষ্টি অসমান। [৪র্থ স্বঃ

ক হইতে **গ** বিয়োগ করিলে **ঙ** অবশিষ্ট থাকে।

অতএব ক ; গ ও ঙ এর সমষ্টি।

খ হইতে ঘ বিয়োগ করিলে চ অবশিষ্ট থাকে।

অতএব খ ; ঘ ও চ এর সমষ্টি।

অতএব ক ও খ পরস্পর অসমান।

কিন্তু তাহা অসম্ভব।

অতএব ক ও গ এর বিয়োগ-ফল খ ও ঘ এর বিয়োগ-ফলের সমান।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রথম দুইটি ব্যতীত আর কোন সাধারণ স্বতঃসিদ্ধই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এই স্বতঃসিদ্ধ দুইটির উদ্দেশ্য সমানতা নিরূপণ। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ সাধারণত্ব-ধর্ম্ম-বহির্ভূত হইলেও সমানতা নিরূপণে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় ও পঞ্চম স্বতঃ-সিদ্ধকে স্বতঃসিদ্ধ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধত্রয়ে কি কি তত্ত্ব নিহিত আছে, সংপ্রতি তাহাই আলোচ্য।

স্বতঃসিদ্ধত্রয়ের উদ্দেশ্য—সমানতা নিরূপণের প্রয়োগস্থল পরিমাণ-ঘটিত বস্তু। স্থান-বাচক, কালবাচক প্রভৃতি ভেদে পরিমাণ বহুবিধ। জ্যামিতি শাস্ত্র মাত্র স্থান (portion of space) সম্বন্ধে আলোচিত। সুতরাং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম স্বতঃসিদ্ধকে শুদ্ধ জ্যামিতিক না বলিয়া সাধারণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত "মিলিয়া যায়" এই কথায় স্থানঘটিত ভাব লুক্কায়িত থাকায় ইহা জ্যামিতিক নামে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত অবশিষ্ট তিনটি স্বতঃসিদ্ধের বিষয়ে চর্চ্চা করিতে হইলে, সমান শব্দের অর্থ পূর্ব্বে অবগত হওয়া প্রয়োজন। সমানের অর্থের অনুসন্ধানে প্রত্যেক প্রকারের পরিমাণে ইহার প্রয়োগ বিশ্লেষ করা হউক।

প্রথমতঃ সময়বাচক পরিমাণ—এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল জ্ঞান দিবারাত্র দ্বারা উপলব্ধি হয়। দিবারাত্র পৃথিবীর আহ্নিক গতি হইতে উৎপন্ন। পৃথিবী স্বীয় কক্ষ সর্ব্বদাই সম (uniform) বেগে আবর্ত্তন করে। সেই আবর্ত্তন একবার পূর্ণ হইলে এক অহোরাত্র হয়।

এই অহোরাত্রিকেই আমরা সময়ের মৌলিক একক (unit) ভাবে গ্রহণ করি। অর্থাৎ অহোরাত্রকেই পরস্পর সমান ধরিয়া তদ্দ্বারা অপরাপর সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করি। তবেই পৃথিবীর বেষ্টনরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থানের সমান পথ আমরা যে যে সময়ে সমবেগে অতিক্রম করি, তাহাদিগকেই পরস্পর সমান ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে।

ঘটিকাযন্ত্র সাহায্যে সময়ের পরিমাণ অহোরাত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্রের কাটাদ্বয়ও মোটামোটি সমবেগে আবর্ত্তিত হয়। সুতরাং ঘটিকাযন্ত্র সাহায্যে যে যে সমানতা নিরূপিত হয়, তাহাও সমবেগে সমান সমান স্থান অতিক্রম করার

সময় বই কিছুই নয়। ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও মোটের উপর পূর্ণ আবর্ত্তনের তুলনায় কাটার বেগ সম, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে, কাটাদ্বয়ের প্রত্যেক দাগ অতিক্রম করার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তথায় বেগের বৈষম্য পূর্ণ মাত্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এই দাগ অতিক্রম দোলকযন্ত্রের (pendulum) গতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দোলকযন্ত্র সমবেগে চালিত হয় না। তাহার গতিতে বৃদ্ধি (acceleration) আছে। তবে এই বৃদ্ধ গতির সময় নির্ণয় করিতে বল-বিজ্ঞানের (dynamics) যে যে প্রতিজ্ঞার আবশ্যক, তাহাদের সত্যতা সমবেগের ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত। অধিকন্তু অন্য কোন প্রকারে স্থানঘটিত সমানতা নির্দ্ধারণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। অতএব আমরা স্থানঘটিত সমানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করিব ;—

কোন দ্রব্য (material body) সমবেগে চালিত হইয়া সমান সমান স্থান যে যে সময়ে অতিক্রম করে, তাহাদিগকে সমান সমান সময় বলে।

বল বিজ্ঞানে সমবেগের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা আছে ;—

একটি কণিকা (particle) যদি এই প্রকারে গতিপ্রাপ্ত হয় যে, যত ক্ষুদ্র সময়ই ধরা হউক, সমান সমান সময়ে সর্ব্বদাই সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তবে উক্ত কণিকার বেগকে সমবেগ বলে।

সমবেগের এই সংজ্ঞা স্বীকার করিতে হইলে, সমান সময়ের উপরোক্ত সংজ্ঞা টিকিতে পারে না। কারণ, সমবেগের সংজ্ঞায় সময়ের সমানতা প্রয়োজন হওয়ায়, সমান সময়ের সংজ্ঞায় সমবেগের বিদ্যমানতা যুক্তিবিগর্হিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বেগের সমতা সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যতীত সময়ের সমানতাঘটিত ধারণা অসম্ভব। অতএব সমবেগের উক্ত প্রকারের সংজ্ঞা অযৌক্তিক। এমতাবস্থায় সমবেগ কাহাকে বলে, দেখা কর্ত্তব্য।

সার আইজাক নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম বিধি এই ;—

"বহিঃস্থিত বলদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য হয় স্থির ভাবে অবস্থিত থাকিবে, না হয় সমবেগে সরলরৈখিক পথে চালিত হইবে।"

সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম ও বহিঃস্থিত বল প্রয়োগের অভাব—মাত্র এই দুইটি বিষয়ই সমবেগ সম্বন্ধে জানা যায়। বল বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সমবেগ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা মাত্রই উক্ত সত্যদ্বয় হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রথম সত্যের অক্ষমতা হেতু, সংজ্ঞা গ্রহণে দ্বিতীয় সত্যই গ্রহণ করিতে হইবে। গঠিত সংজ্ঞা এই ;—

কোন গতিপ্রাপ্ত দ্রব্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বহিঃস্থিত বল প্রযুক্ত না হয়, তবে উক্ত সময়ে উক্ত দ্রব্য সমবেগে চালিত হইতেছে, এরূপ বলা হয়।

নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় ১ম বিধিতে আর একটি বিষয় গুপ্তভাবে নিহিত আছে। তিনি সময়ের সমানতা সাহায্যে বেগের সমতা ধরিয়াছেন। সুতরাং "সমবেগে চালিত হইবে",

ইহা হইতে ক সময়ে সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ পথ অতিক্রম করিলে, ক এর সমান খ সময়েও চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবে। কিন্তু আমরা যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তাহা দ্বারা খ সময়ে চ ও ছ দ্রব্য ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। চ দ্রব্য ক সময়ে ট পথ অতিক্রম করে ও খ সময়ে ট এর সমান আর একটি পথ অতিক্রম করে। এমতাবস্থায় ক সময় খ সময়ের সমান হইবে। কিন্তু ছ দ্রব্য ক সময়ে ঠ পথ অতিক্রম করে বলিয়া, উক্ত খ সময়েও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই; এই সিদ্ধান্ত উক্ত সংজ্ঞাদ্বয় হইতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞাদ্বয় রাখিতে হইলে, উক্ত প্রথম বিধিকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে;—

(১) বহিঃস্থিত বল প্রয়োগ ব্যতীত কোন স্থির দ্রব্য গতিপ্রাপ্ত ও গতিশীল দ্রব্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

(২) সমবেগে চালিত দ্রব্যের পথ মাত্রেই সরলরৈখিক।

(৩) সমবেগে চালিত বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সময়ের পথের দৈর্ঘ্য সামানুপাতিক।

সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ক সময়ে ট ও ঠ পথ এবং গ সময়ে ড ও ঢ পথ অতিক্রম করিলে, ট : ঠ : : ড : ঢ হইবে।

নিউটনের বিধিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিধি নহে। তাহাও (১) বহিঃস্থিত বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্থির ও গতিবিশিষ্ট অবস্থা পরিবর্ত্তনে অক্ষমতা, (২) সরলরৈখিক গতি ও (৩) সমবেগে চালিত —এই তিনটি সত্যের সমবায়। সুতরাং ইহাদের মিশ্রণে একটি বিধি উৎপন্ন না করিয়া তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বিধি রাখাই সঙ্গত।

এখন দেখিতেছি, সময়-ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে।

বল বিজ্ঞানে বল ও গুরুত্বের সমানতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে;—

একই দ্রব্য যে যে বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহাদিগকে সমান্ বল বলে।

যে যে দ্রব্য সমান সমান বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের গুরুত্বকে সমান বলে।

এই প্রকারে দেখান যায়, যাবতীয় প্রকার পরিমাণের সমানতার সংজ্ঞায় স্থানঘটিত সমানতার প্রয়োজন। সুতরাং যাহারা সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কথিত, তাহাদের সাধারণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন প্রকার পরিমাণের সমানতা সম্বন্ধে কোন সাধারণ সংজ্ঞা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা একই জিনিষ বলিয়া অভিহিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। মাত্র স্থানঘটিত সমানতার উপর তথাকথিত অপরাপর সমানতা নির্ভর করায়

উক্ত স্বতঃসিদ্ধগুলিও উক্ত তথাকথিত সমানতায় প্রযোজ্য হইতে পারে। এক্ষণে তথাকথিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিণত হইল এবং যাহাকে এতক্ষণ স্থানঘটিত সমান বলিয়া আসিয়াছি, তাহার সংজ্ঞাই সমান শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত হইবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সমানতানিরূপণকারী যত প্রতিজ্ঞা আছে, সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণিত। এই প্রতিজ্ঞাদ্বয়ে একটি ত্রিভুজ অপর ত্রিভুজের উপর পাতিত করায় তাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, এইরূপ দেখাইয়া ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে তাহাদের সমানতা নিরূপণ করা হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধই যাবতীয় সমানতা নিরূপণ করার ভিত্তি। অর্থাৎ উহাতেই সম্পূর্ণরূপে সমানতা ধর্ম্ম নিহিত আছে। জ্যামিতিক ত্রিভুজাদি যাবতীয় চিত্র স্থানঘটিত। একটি স্থানকে অপর স্থানের উপর পাতিত করা অসম্ভব। স্থান চালিত হইতে পারে না। দৃশ্যমান জগতে চালিত হইতে মাত্র দ্রব্যই সমর্থ। কিন্তু জ্যামিতিক চিত্র দ্রব্যঘটিত হইলে, সরল রেখাকে যথেচ্ছা বর্দ্ধিত করা (২য় স্বীঃ) কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, দ্রব্য মাত্রই সীমাবদ্ধ। তবে একটি দ্রব্যকে এক স্থান হইতে অপসারিত করিয়া অপর স্থানের উপর পাতিত করা যায় এবং তদবস্থায় আমরা উক্ত স্থানদ্বয়কে পরস্পর সমান বলিয়া থাকি। এইরূপে একটি রেখার উপর কোন দ্রব্য পাতিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের যে যে কণিকা উক্ত রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পাতিত হয়, দ্রব্যটি অপসারিত হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, তথায় উক্ত কণিকাগুলির অবস্থিতি বিন্দুরাশি দ্বারা নূতন একটি রেখা উৎপন্ন হইবে। ইহাকে প্রথমোক্ত রেখার উপরিপাতনরূপে ব্যবহার করিয়া ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা যায়। তবে এরূপ সান্তরতা-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত দ্রব্য এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে একটি জ্যামিতিক রেখা স্থাপিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, অসম্ভব হইলেও উক্তরূপ একটি কাল্পনিক দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত দুইটি রেখার সমানতা নিরূপণ অসম্ভব। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংজ্ঞা পাইতেছি ;—

একই দ্রব্য যে যে স্থান অধিকার করে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

১ম স্বতঃসিদ্ধের বিশেষ কথন এই ;—

ক ও **খ** প্রত্যেকে **গ** এর সমান **ক** ও **খ** পরস্পর সমান হইবে।

সংজ্ঞানুসারে **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য যদি **গ** স্থানে অবস্থিতি করে এবং **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্যও যদি **গ** স্থানে অবস্থিতি করে, তবে **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **খ** স্থানে এবং **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **ক** স্থানে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ **ক** ও **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **গ** স্থানে অবস্থিতি করাতে এমন একটি সময় আসিবে যে, তখন **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য, চালিত হইয়া **খ** স্থানে উপস্থিত হইতে হইবেই। কিন্তু এরূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্তে পদার্থ-বিজ্ঞানের উপর একটি খামখেয়ালী জবরদস্তী আসিয়া পরে। আমাদের মাত্র এইটুকু বলিবার ক্ষমতা আছে যে, **ক** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **খ** স্থানে ও **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্য **ক** স্থানে অবস্থিতি

করিতে সমর্থ। অতএব ১ম স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইলে উপরোক্ত সমান শব্দের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইবে।

একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

এই সংজ্ঞা হইতে এরূপ দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইতে পারে, যাহাদের উভয় স্থানে কোন একটি দ্রব্যই অবস্থিতি করে নাই। সুতরাং দ্রব্যের অবস্থিতি সমানতার কারণ নহে। একটি স্থান অপরস্থানের সমান বলিয়াই তাহাতে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অর্থাৎ আমরা সমান শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহা সংজ্ঞা-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আমরা ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধকে সংজ্ঞাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র জানা গেল যে, ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ নহে।

"যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা সমান।"

শুধু এই কথায় জ্যামিতিক সত্য প্রকাশ পায় না। ইহার আভ্যন্তরিক অর্থ নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায়,—

একই দ্রব্য যে যে স্থান অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

কিন্তু ইহাকেও স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। কারণ, স্থান অধিকার করার পূর্ব্বেই অধিকার করিবার সমর্থতা স্বীকৃত হইয়াছে। এমতাবস্থায় একটি দ্রব্য কোন স্থানে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বেই উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ, এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ইহা স্বীকার করা হইতেছে। সুতরাং উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কোন বস্তুর কোন স্থানে অবস্থিতির কারণরূপে যে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের উপরেই উক্ত ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর করিবে।

১ম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে **ক** ও **খ** স্থানে অবস্থিত দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যেকে **গ** স্থানে অবস্থিত করিতে পারিলে, **ক** স্থানের অবস্থিত দ্রব্য **খ** স্থানে ও **খ** স্থানের অবস্থিত দ্রব্য **ক** স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তন করা যায়।

একই স্থানে দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি অবস্থিতি করিতে পারিলে তাহাদের একটি যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, অপরটিও সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় একই কারণে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই সত্য হইতে দেখা যায়, দ্রব্য-ভেদে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন ইতর-বিশেষ হয় না।

২য় স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে দেখা যায়, কোন একটি স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর একটি স্থানে অবস্থিতি না করিতে পারিলেও তাহারা পরস্পর সমান হইতে পারে। সমান সমান স্থানের সমষ্টিই সমানতার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ পরিষ্কারই প্রকাশ করে যে, স্থানের সমানতা দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত

স্থানের সমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই। এমন কি, স্থানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানও দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত উপায়ে উক্ত তাত্ত্বিক (theoritical) ও ব্যবহারিক (practical) জ্ঞানের বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে।

একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায় ;—

(গ) যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ* যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

যদিও ইহা কোন প্রচলিত সত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহা এত দূর স্বভাবআয়ত্ত যে, তাহাতে কাহারও আপত্তি আসিতে পারে না।

প্রচলিত নয় অথচ স্বভাবআয়ত্ত আর একটি সত্য গঠিত হইতে পারে।

(ঘ) একটি বস্তু কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

এই দুইটি সত্য হইতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণিত হয়।

খ। যে কোন একটি দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা **চ** স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, **ক** দ্রব্যের উক্ত অংশ **ক**$_{১}$ ও **চ** স্থানের উক্ত অংশ **চ**$_{১}$।

ক$_{১}$ দ্রব্যের এরূপ অংশ আছে, যাহা **ছ** স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর **ক**$_{১}$ দ্রব্যের উক্ত অংশ **ক**$_{২}$।

ক$_{১}$ দ্রব্য **ক** দ্রব্যের অংশ।

এবং **ক**$_{২}$ দ্রব্য **ক**$_{১}$ দ্রব্যের অংশ।

অতএব **ক**$_{২}$ দ্রব্য **ক** দ্রব্যের অংশ।

ক$_{১}$ দ্রব্য **চ**$_{১}$ স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব **ক**$_{১}$ দ্রব্যের **ক**$_{২}$ অংশ **চ**$_{১}$ স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, উক্ত অংশ **চ**$_{২}$।

চ$_{১}$ স্থান **চ** স্থানের অংশ।

* অংশ বলিতে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝাইবে

এবং $চ_{২}$ স্থান $চ_{১}$ স্থানের অংশ।

অতএব $চ_{২}$ স্থান চ স্থানের অংশ।

অতএব ক দ্রব্যের $ক_{২}$ অংশ চ স্থানের $চ_{২}$ অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ক দ্রব্যের এরূপ অংশ আছে, যাহা চ স্থানের কোন অংশে ও ছ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

এই প্রকারে দেখান যায়, ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।*

সাময়িক সংজ্ঞা

(ক) একটি দ্রব্যের যে অংশ যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে কণিকা বলে।

(খ) কণিকা যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে বিন্দু বলে।

কোন স্থানে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত স্থানের ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং যে কোন বিন্দুর ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা তাহার লঘুতর কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে না।

এবং কণিকারও কোন ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, ভগ্নাংশ থাকিলে, তাহা উক্ত কণিকার অবস্থান-বিন্দুর ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিবে। কিন্তু বিন্দুর ভগ্নাংশ না থাকায় তাহা অসম্ভব।

অতএব যে কোন বিন্দুতে যে কোন কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

ঘ সত্য এবং ১ ও ২ সং।]

সংজ্ঞানুসারে দ্রব্যের যে কোন অংশে কণিকা ও স্থানের যে কোন অংশে বিন্দু আছে এবং দ্রব্য ও স্থানঘটিত সত্যগুলি বিন্দু ও কণিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত ক ও খ সংজ্ঞাকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত করা যায় ;—

সংজ্ঞা

(১) কণিকার সমষ্টিকে দ্রব্য বলে।

(২) বিন্দুর সমষ্টিকে স্থান বলে।

* কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ক বস্তুর $ক_{১}$, $ক_{২}$ প্রভৃতি অংশসমূহ এবং চ স্থানের $চ_{১}$, $চ_{২}$ প্রভৃতি অংশসমূহকে ক্রমশঃই ভগ্নাংশে বিভাগ করা যাইতে পারিবে। এইরূপ অংশশ্রেণীর শেষ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই ;—উক্ত অংশশ্রেণীর চরম কল্পনার যুক্তি আমরা শেষ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করিব

দ্রব্যবিজ্ঞানে (Physics) নিম্নলিখিত সত্য দুইটি আছে ;

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে অবস্থিতি করে।

অতএব ;—

১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

সংজ্ঞা

(৩) একটি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত কণিকাগুলি যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহাদের সমষ্টি যে স্থান, তাহাতে উক্ত দ্রব্য অবস্থিতি করে, এরূপ বলা হয়।

একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকা, কি একটি কণিকা একাধিক বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হওয়ায় একটি দ্রব্যে যত সংখ্যক কণিকা আছে, উক্ত বস্তু মাত্র তত সংখ্যক বিন্দুবিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে।

আমরা নিম্নস্থিত দুইটি সত্য হইতে সমান শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

১। একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

তাহাতে দেখিয়াছি, বস্তুর অবস্থিতি স্থানের সমানতার কারণ নহে ; স্থানের সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ। এমন কি, এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইলেও মাত্র বিভিন্ন অংশসমূহের সমানতা দ্বারা (২ স্বঃ) তাহারা সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথচ দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত স্থানের সমানতা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব।

এখন দেখিতেছি ;—

১। দ্রব্য ও স্থান, কণিকা ও বিন্দু নামক সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশে বিভক্ত।

২। যে কোন কণিকা যে কোন বিন্দুতে অবস্থিত হইতে পারে।

৩। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দুর সমষ্টি।

ইহা হইতে আমরা সমান শব্দের এই সংজ্ঞা প্রদান করিতেছি।

সংজ্ঞা

(৪) যে যে স্থান একই সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি, তাহাদিগকে সমান বলে।

এই সংজ্ঞায় প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ কণিকার অবস্থিতি হইতেই স্থানের সমানতা পাইতেছি ; অথচ সর্ব্বতোভাবে সমান দুইটি স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দু হওয়ায় তাহাদের

এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ।

সমান সমান স্থানে সমান সমান স্থান যোগ করিলে প্রথমোক্ত সমান সমান স্থানের একই সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সমান সমান স্থানেরও একই সংখ্যা হওয়ায়, তাহাদের সমষ্টিদ্বয়ের সংখ্যা এক হইবে। সুতরাং সমষ্টিদ্বয় পরস্পর সমান হইবে।

সমান শব্দের এই সংজ্ঞার সাহায্যে স্থান ও দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশের বর্ত্তমানতা ও তৎসঙ্গে উক্ত দ্বিবিধ অবিভাজ্য অংশের মধ্যে মাত্র দুইটি সম্পর্ক স্বীকার করিয়া তদ্দারা পরস্পর স্বতন্ত্র নয়টি সত্য প্রমাণিত হয়

বিন্দু ও কণিকার সম্পর্কনিরূপক সত্য

১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ের একটি কণিকা মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

পরস্পর স্বতন্ত্র সত্য নয়টিও তাহার প্রমাণ

১। যাহারা কোন একটির সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

ক স্থান ও **খ** স্থান **গ** স্থানের সমান।

মনে কর, **ক** স্থান **স** সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব **গ** স্থানও **স** সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

খ স্থান **গ** স্থানের সমান।

অতএব **খ** স্থানও **স** সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

কিন্তু **ক** স্থান **স** সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব **ক** স্থান **খ** স্থানের সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

[সমান শব্দের সংজ্ঞার যুক্তি প্রদর্শন সময়ে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।]

৩। দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

ক ও **খ** দুইটি স্থান।

যদি **ক** স্থানের বিন্দু ও স্থানের বিন্দু একই সংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারা পরস্পর সমান।

নচেৎ **ক** ও **খ** স্থানের মধ্যে যাহার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর সংখ্যা বৃহত্তর, সেটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

৪। বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

৫। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

৬। যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

৭। একটি দ্রব্য যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

[উপরোক্ত সত্য চারিটি সংজ্ঞা হইতে এত সহজে প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।]

ক দ্রব্য চ স্থানে অবস্থিতি করে; ক দ্রব্যের $ক_১$ অংশ চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

ক দ্রব্যের $ক_১$ অংশ।

অতএব $ক_১$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা $ক_১$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব $ক_১$ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহারা চ স্থানের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব $ক_১$ দ্রব্য চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করে।

৮। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

ট সময়ে চ স্থানে ক দ্রব্য অবস্থিতি করে।

চ স্থান $চ_১$, $চ_২$ প্রভৃতি বিন্দুর এবং ক দ্রব্য $ক_১$, $ক_২$ প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি।

ট সময়ে $চ_১$, $চ_২$ প্রভৃতি বিন্দুতে $ক_১$, $ক_২$ প্রভৃতি কণিকা মাত্র এক একটি অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ট সময়ে $চ_১$, $চ_২$ প্রভৃতি বিন্দুর সমষ্টি চ স্থানে, $ক_১$, $ক_২$ প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি ক দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে না।

৯। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে থাকিবে।

[প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যের অনুরূপ।]

এই নয়টি সত্যকে স্বতঃসিদ্ধরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা বিন্দু ও কণিকার উক্ত তত্ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক মাত্র দুইটি মৌলিক সত্য দ্বারা তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং সমান শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত নয়টি সত্যের প্রমাণ সাধন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ*

[সমালোচনা]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত "বাঙ্গালা শব্দ-কোষ" বঙ্গ-সাহিত্যে একটি অভিনব ও অমূল্য সামগ্রী। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা স্থল আমাদিগের দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু গ্রন্থের সূচনায় লিখিয়াছেন,—"একবারে সমগ্র বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রকাশে কালবিলম্ব দেখিয়া চারি খণ্ডে প্রচার করা যাইতেছে। ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে এবং সমালোচক মহাশয়ের অনুগ্রহে কোষ-পরিশিষ্টে দোষ প্রতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে। শব্দ-সংগ্রহ, অর্থান্তর-প্রকাশ কিংবা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এক জনের পক্ষে দুরূহ। আশা আছে, দশ জনের ভার স্কন্ধে লইয়া কোষকার সমাপ্তি-স্থানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা আনুকূল্য দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।" যোগেশ বাবুর এই উক্তি নিতান্ত সত্য; এইরূপ একটি কার্য্য বহু বিশেষজ্ঞের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না; যোগেশ বাবু দশ জনের ভার একাকী স্কন্ধে লইয়া যদিও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কার্য্যে যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অনিবার্য্য এবং তাহা বিদূরিত করার জন্য সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য,—তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা অনেক দিন হইতেই যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষের কয়েকটি ত্রুটি ও কতকগুলি শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে ভ্রম লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু নানা কারণে আজ পর্য্যন্ত লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার সাদর আহ্বান সত্ত্বেও এখন তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির পরে উহার আলোচনা করিলে, উহা দোষদর্শীর কার্য্য হইবে এবং তদ্দ্বারা যোগেশ বাবুর কোনই সাহায্য হইবে না বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের শত শত প্রশংসনীয় বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহার ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদগুলির সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ২য় খণ্ড অর্থাৎ প-কারাদি শব্দের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোচনা করার অবসর পাইয়াছি, সুতরাং অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অবশিষ্ট অংশের আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

প্রথমেই বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু অনেক সন্দিগ্ধ শব্দার্থের প্রয়োগ স্থলে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

প্রযোজ্য গ্রন্থের অধ্যায় কিংবা পৃষ্ঠাদির উল্লেখ না করিয়া, এমন কি, দৃষ্টান্ত স্থলে আলোচ্য-শব্দযুক্ত গ্রন্থের পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থের নাম লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ইত্যাদির উল্লেখ না করিলে, অন্ততঃ প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য-শব্দযুক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত না করিলে পাঠকের পক্ষে প্রয়োগ-স্থলটি খুঁজিয়া বাহির করা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত যোগেশ বাবু অনেক অপ্রচলিত ও সন্দিগ্ধার্থ শব্দের প্রয়োগ আদৌ প্রদর্শিত করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঐছন' শব্দটি দেখুন। বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'ঐছন' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—"ঐছন…(হিং। সং ক্ষণ—ছন; ক্ষণ—সময়, উৎসব)। ঐক্ষণ, ঐ সময়; এমন; ঐ উৎসব। (অপ্রচঃ)" আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, 'এমন' বা 'এইরূপ' অর্থ ব্যতীত 'ঐ সময়' কিংবা 'ঐ উৎসব' অর্থে 'ঐছন' শব্দের প্রয়োগ কোথায়ও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; যোগেশ বাবু ঐরূপ প্রয়োগ পাইয়া থাকিলে, উহার প্রয়োগস্থল উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; সেইরূপ না করায় সুপ্রচলিত 'ঐছন' শব্দের এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অর্থ যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। যোগেশ বাবু 'ঐছন' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না; সংস্কৃত 'অদস্' কিংবা 'ইদম্'+'ক্ষণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'এখন' (পূর্ব্ববাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায়—'অখন') শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহা হইতে 'এইরূপ' অর্থবিশিষ্ট 'ঐছন' শব্দের উৎপত্তি দুর্ব্বোধ্য; 'ঐছন' শব্দটি সংস্কৃত 'ঈদৃশ' প্রাকৃত—'এরিসো' শব্দ হইতে হিন্দী 'ইস্‌সা', 'ঐসা', 'ঐসি', 'ঐসে' ও মৈথিল 'ঐসন', 'এসন', 'এহন', 'এহেন' ও বাঙ্গালা 'এহেন', 'হেন' শব্দের ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা হয়; মৈথিল ভাষার ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালাতেও 'ঐসন' অর্থাৎ 'ঐছন' শব্দই আগে বহুল ব্যবহৃত হইত, আধুনিক বাঙ্গালায় 'স' স্থানে 'হ' হইয়া 'এহেন' ও উহার অপভ্রংশ 'হেন' শব্দই ব্যবহৃত হইতেছে। যোগেশ বাবু 'এ হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখেন নাই; 'হেন' শব্দের লিখিয়াছেন কি না, জানি না; 'এহেন' ও 'হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে উহা যে 'ঐসন' বা 'ঐছন' শব্দেরই রূপান্তর এবং সংস্কৃত 'ঈদৃশ' শব্দ হইতে জাত, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের প্রধান একটি ত্রুটি এই যে, উহাতে পদাবলী-সাহিত্যের ব্যবহৃত শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই। বৈষ্ণব-কবিদিগের তথাকথিত 'ব্রজ-বুলি' প্রাচীন মৈথিল ভাষার অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছু নহে,—সুতরাং 'ব্রজবুলি' শব্দসমূহকে স্থান না দেওয়া বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না,—তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি মানিয়া লইলেও চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের খাঁটি বাঙ্গালা পদাবলীর ব্যবহৃত বহুতর শব্দও শব্দ-কোষ হইতে বাদ পড়িয়াছে; আমরা পরে ঐরূপ কতকগুলি শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) 'অবধাত' (দেবতা কর্তৃক আবেশ বা উপদ্রব অর্থে) যথা,—

"নয়নে গগনে গণিছ তারা।

দেব-অবধাত হৈয়াছে পারা॥"—পদকল্পতরু, ২২৩ সংখ্যক পদ*।

পূর্ববঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর লোকে 'ভীতি' কিংবা 'উপদ্রব' অর্থে 'আওধা' শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে; এই 'আওধা' শব্দটি 'অবধাত' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়; যোগেশ বাবু এইরূপ বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, সুতরাং সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

(২) 'অবধি' (প্রবাসীর গৃহে আগমনের নির্দ্দিষ্ট দিন অর্থে) যথা,—

"আমা সভাকার না মরে সাথী।

তুমি অবধি উঠল রাতি॥"—প-ক-ত, ২৬২১ সংখ্যক পদ।

(৩) 'আকুতি' ('অভিপ্রায়' অর্থে) যথা,—

"মনের আকুতি বেকত করিতে

কত না সন্ধান জানে।"

—রায়শেখর; প-ক-ত, ৬৭৮ সংখ্যক পদ।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'আকুতি-ব্যাকুতি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ কোন শব্দ আমরা পদাবলী-সাহিত্যে পাই নাই। উদ্ধৃত বাক্যের 'আকুতি' ও 'বেকত' শব্দ দুইটিই কোন গ্রন্থে ছাপার ভুলে মিশ্রিত হইয়া 'আকুতি ব্যাকুতি' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে কি?

(৪) 'আগর' ও 'আগরি' ('পরিপূর্ণ' ও 'পরিপূর্ণা' অর্থে) যথা,—

"নব নাগর রসের সাগর

আগর সকল গুণে।"

—প-ক-ত, ৯৩৫ পদ।

"নদীয়া-নাগরী সোহাগ-আগরি

পাইল রসের নিধি।"

—প-ক-ত, ৯৩৩ পদ।

(৫) 'আগিলা' ('অগ্রবর্ত্তী' অর্থে) যথা,—

"রাতি দিন সিনাও আগিলা ঘাটে

পিছিলা ঘাটে সে নায়।"

—প-ক-ত, ৬৭৮ পদ।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'আগালী' শব্দের অর্থ 'সম্মুখবর্ত্তী' লিখিয়াছেন, 'আগালী' শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

* প্রবন্ধলেখক কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণ।

(৬) 'আদলি' ('ঘৃতকুমারীর গাছ' অর্থে) যথা,—

"আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল রে
ঐ ন দেখি উরুযুগ।"
—চণ্ডীদাস ; (রমণী বাবুর ৩য় সংস্করণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(৭) 'আরতি' (সং—'আর্ত্তি' শব্দজাত = কাতরতা) যথা,—

"একে কুলবতী চিতের আরতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।"
—জ্ঞানদাস, প-ক-ত, ৯৩৮ পদ।

(৮) 'আরতি' (সং—'আরতি'—'অনুরাগ' অর্থে) যথা,—

"একে দেখি অতি চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥"
—জ্ঞানদাস, প-ক-ত, ৯৪১ পদ।

(৯) 'আরোপ'—('অধ্যাস' অর্থে) যথা,—

"ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।"
—চণ্ডীদাস (রমণী বাবুর সংস্করণ) ৪৪২ পৃষ্ঠা।

(১০) 'উতরোল' (সং—'উৎ+তরল' শব্দ-জাত—'উৎকণ্ঠিত' অর্থে) যথা,—

"গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল।"
—প-ক-ত, ২৮৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে উৎকণ্ঠা বা চাঞ্চল্যের জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' অর্থেও 'উতরোল' শব্দের ব্যবহার আছে; উহা যোগেশ বাবু সং—'উচ্চ-রোল' শব্দ হইতে জাত বলিয়া শব্দ-কোষে লিখিয়াছেন। 'শব্দ' বা 'ধ্বনি' অর্থে 'রোল' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না; অমর-কোষে 'রোল' শব্দই নাই; শব্দ-কল্পদ্রুমে 'রোল' শব্দের একমাত্র অর্থ 'পানি-আম্‌লা' লিখিত হইয়াছে; সুতরাং 'উচ্চ-রোল'—এই কল্পিত শব্দের অস্তিত্ব ও অর্থ-সঙ্গতি উভয়ই নিরাকৃত হওয়ায়, 'উৎ+তরল' শব্দ হইতে প্রথমে 'চঞ্চল' বা 'উৎকণ্ঠিত' অর্থ ও পরে চাঞ্চল্য বা উৎকণ্ঠার জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' আসিয়াছে, ইহাই বিবেচনা হয়। হিন্দীতে 'শব্দ' অর্থে 'রোলা' শব্দের এবং পদাবলী-সাহিত্যে 'রোল' শব্দের ব্যবহার আছে। ডাক্তার ক্যালন 'রোলা' শব্দটি সংস্কৃত 'রুত' শব্দ হইতে জাত অনুমান করিয়াছেন।

(১১) 'উদাম' (সং—'উৎ+দাম' শব্দ-জাত 'উচ্ছৃঙ্খল' অর্থে) যথা,—

"নন্দরাজ-ঘরে   নবনী খাইয়া

হৈয়াছ উদাম ষাঁড়া। —প-ক-ত, ১৩৮৩ পদ।

(১২) 'একেশ্বর' (সং—'এক-সর' শব্দ-জাত, 'একাকী' অর্থে) যথা,—

"বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।

বাসকসজ্জার ভাব করে॥"

—প-ক-ত, ৩১৫ পদ।

সেইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে 'একাকিনী' অর্থে 'একেশ্বরী' যথা,—

"কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।

সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী॥"

—প-ক-ত, ৮৩৪ পদ।

(১৩) 'এহেন' (ব্যুৎপত্তি ও অর্থ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) যথা,—

এহেন রজনী   কেমনে গোঙাব

বন্ধুর দরশ বিনে।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৩৪৪ পদ।

(১৪) 'কড়ছ' (সং—'কক্ষ-তট'; প্রাং—'কচ্ছ-তড' অপভ্রংশ,—'কোছড় 'কোড়ছ'—কড়ছ; 'কটি-স্থল' অর্থে) যথা,—

"বসন খসয়ে   অঙ্গুলি চাপয়ে

কর সে কড়ছে থুইয়া।"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ২০৩ পদ।

(১৫) 'কপিনাস' (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ; 'এক প্রকার বাদ্য-যন্ত্র' অর্থে) যথা,—

"বীণ রবাব মুরজ কপিনাস।

বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ১৪৩১ পদ।

বটতলার মুদ্রিত পুথিতে 'কপিনাস' স্থলে ছন্দোভঙ্গ-দুষ্ট 'পিনাস' পাঠ দৃষ্টি করিয়া বিদ্যাপতির 'বীণ রবাব মহতী কপিনাস' পংক্তির 'বীণ রবাব মহতীক পিনাস॥' পাঠ কল্পনা করিয়া, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিদ্যাপতির কোন সম্পাদকের প্রতি 'কপিনাস' শব্দের 'বাদ্যযন্ত্রবিশেষ' অর্থ লিখায় অসঙ্গত বিদ্রূপ-উক্তি করিয়া গিয়াছেন; বস্তুতঃ 'পিনাক' ব্যতীত পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাস' নামক কোন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ নাই এবং 'কপিনাস' শব্দটি 'পিনাক' শব্দের সংযোগে পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে;— ইহা আমরা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত "জ্ঞানদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত করিয়াছি।

(১৬) 'কবজ' (আরবী 'কব্‌জহ্‌' শব্দ-জাত; বিক্রেতা কর্ত্তৃক ক্রেতার বরাবরে প্রদত্ত দখল্‌নামা' অর্থে) যথা,—

"কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান্‌।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫০৪ পদ।

পদাবলীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকগণ হস্তলিখিত পুঁথির 'ব' ও 'র'-কারের গোলযোগে 'কবজ' স্থলে 'করজ' পাঠ গ্রহণ করায়, কিরূপ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত "জ্ঞানদাসের পদাবলী" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(১৭) 'করুণা' (সং—'করুণ' শব্দ-জাত; 'কাতরোক্তি' অর্থে) যথা,—

"করে ধরইতে কত করুণা কোটি"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৬৬ পদ।

এই অর্থে ভারতচন্দ্রও ব্যবহার করিয়াছেন যথা,—

"বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥"

—বিদ্যাসুন্দর।

(১৮) 'কান্ধার' (সং 'স্কন্ধ' শব্দ-জাত, 'কিনারা' বা 'ধার' অর্থে) যথা,—

"জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোর।"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ২০৩ পদ।

(১৯) 'কিঞ্চন' (সং 'কিঞ্চন'—"কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ' ইতি ধরণিঃ, 'ধনী' অর্থে) যথা,—

"বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।"

—প-ক-ত, ২৬৪৩ পদ।

(২০) 'অকিঞ্চন' ('কিঞ্চন' শব্দ দ্রষ্টব্য; 'নির্ধন' অর্থে) 'কিঞ্চন' শব্দের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

(২১) 'কোঁড়া (সং—'কুড্মল' শব্দ-জাত 'কুঁড়ি' অর্থে) যথা,—

"কি খেনে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে॥"

—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

(২২) 'কহিল' ('কহিবার যোগ্য' অর্থে বাঙ্গালা 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৭৩৪ পদ।

(২৩) 'খেদিল' ('বিতাড়িত' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"খেদিল হরিণী যেন   ঐছন রমণীগণ
চকিত-নয়নে ঘন চায়।"

—প-ক-ত, ২৪২৫ পদ।

(২৪) 'খেপিল' ('নিক্ষিপ্ত' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ) যথা,—

"খেপিল বাণ যথা রাখিল নয়।"

—প-ক-ত, ৮৯৫ পদ।

(২৫) 'গাত' (সং—'গাত্র' শব্দজাত 'শরীর' অর্থে) যথা,—

"শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৯৪ পদ।

(২৬) 'গাথা' (সং 'গাথা',—'কবিতা' অর্থে) যথা,—

"ভাট-মুখে যার গুণ-গাথা।
দূতী-মুখে শুনি যার কথা॥"

—প-ক-ত, ৩৬ পদ।

(২৭) 'গুটিক' (ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ; 'অনেক' অর্থে) যথা,—

'হৃদয় মুখেতে   এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই।"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৪৯৩ পদ।

(২৮) 'ঘোঙ্গট' (সং—'(অব) গুণ্ঠিকা' শব্দ-জাত, 'ঘোম্‌টা' অর্থে) যথা,—

"ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ   নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঁই॥"

—প-ক-ত, ১৯১ পদ।

(২৯) 'চঞ্চরী' (সং—'চঞ্চরীক' শব্দ-জাত, 'ভ্রমর' অর্থে) যথা,—

"চারু চন্দ্রিক   চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ-আবৃতে।"

—প-ক-ত, ৭৮১ পদ।

(৩০) 'চতুরী' (সং—'চতুরা' শব্দ-জাত; 'চতুরা' অর্থে) যথা,—

"এ ধনি চতুরি   না কর চাতুরী
আমায় শপথি তোরে।"

—প-ক-ত, ২৫১০ পদ।

(৩১) 'চাপলী' (সং—'চাপল্য' শব্দ-জাত, 'চাঞ্চল্য' অর্থে) যথা,—

(৩২) 'চোরী' (সং—'চোর' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে, 'চৌর্য্য-কারিণী' অর্থে) যথা,—

"হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভালি নাপিতানী পরাণ-চোরী॥"

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত ৬৩৭ পদ।

(৩৩) 'ছলিয়া'—(সং 'ছল'+অস্ত্যর্থে 'ইন্'=ছলিন্ (ছলী) শব্দ-জাত,—'শঠ' অর্থে) যথা,—

"চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে।"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ১২৩ পদ।

(৩৪) 'ছৈল'—('ছলিয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য, 'শঠ' অর্থে) যথা,—

"সজনি কানু সে ছৈল সোনার।"

—প-ক-ত, ৭০৫ পদ।

(৩৫) 'জনি'—(সং—'যন্ন', (যৎ+ন) শব্দের অপভ্রংশ—হিন্দী 'জিন্', বাঙ্গালা 'জনি', 'জানি', নিষেধার্থক অব্যয় শব্দ) 'জনি' যথা,—

"মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলু পরাণ॥"

—প-ক-ত, ৪৪২ পদ।

'জানি' যথা,—

"কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জানি হয়॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫৯৬ পদ।

'কুলবতী হৈয়া' ইত্যাদি বাক্যের একমাত্র সঙ্গত অর্থ—"কুলবতী হইয়া আর' কাহারো যেন রসের প্রাণ অর্থাৎ রসপূর্ণ প্রাণ না হয়।" পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও নিষেধার্থে 'জানি' শব্দের ব্যবহার আছে।

(৩৬) 'জপু'—(সং—'জাপক' শব্দজাত; 'জপকারী' অর্থে) যথা,—

"চলমল্যাকে চতুর বলি হেটমুড্যাকে জপু।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেপু॥"

—লোচনদাস; প-ক-ত, ৯৫২ পদ।

যোগেশ বাবু 'চল-বুলিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন; 'চলমল্যা' শব্দের অর্থ লিখেন নাই;

(৩৭) 'ডিগর'—(ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত ; 'দুষ্ট বালক' অর্থে) যথা,—

"ডিগর লইয়া যাবী   বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল।"

—প-ক-ত, ১৩৮৫ পদ।

(৩৮) 'তাজনি'—(সং 'তর্জ্জন' শব্দ-জাত, 'তর্জ্জন' অর্থে) যথা,—

"কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৭৪০ পদ।

(৩৯) 'তাজে'—(সং—'তর্জ্জ' ধাতু হইতে জাত 'তর্জ্জন করে' অর্থে) যথা,—

"শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি-ঠারে তাজে।"

— প-ক-ত, ২৫০৪ পদ।

(৪০) 'তকল্লবী'—(আরবী 'তকল্লুফ' শব্দ-জাত, 'আড়ম্বরপূর্ণ' অর্থে) যথা,—

"তকল্লবী ছান্দে   বসন পিন্ধে"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৬৪৪ পদ।

(৪১) 'থেহ'—(সং 'স্থিত' শব্দ-জাত কি ? 'স্থিরতা' অর্থে) যথা,—

"কি কহিতে কি কহয়ে নাহিক থেহ।"

—প-ক-ত, ১০০৩ পদ।

(৪২) 'থেহা'—('থেহ' দ্রষ্টব্য ; 'স্থিত দ্রব্য', অর্থাৎ কোন অস্থির (তরল) বস্তুর থিতানি—অর্থে) যথা,—

"সুধা ছানিয়া কেবা   ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা   খঞ্জন আনিল রে
চান্দ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা   মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।"

—চণ্ডীদাস, (রমণী বাবুর সংস্করণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(৪৩) 'দাপুনি'—(সং—'দর্পণ' শব্দ-জাত ; 'দর্পণবৎ উজ্জ্বলতা' অর্থে) যথা,—

"শ্যাম চিকণিয়া সে   রসে নিরমিল কে
প্রতি-অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।"

—জ্ঞানদাস (রমণীবাবুর সংস্করণ), ১৪ পৃষ্ঠা।

(৪৪) 'দশবান'—(হিন্দী—'দশবান্নি'; আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে 'দশবান্নি' সোনার বিবরণ দ্রষ্টব্য; উপর্য্যুপরি দশ বার বহ্নিতে দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত—অর্থে) যথা,—

"বরণ কাঞ্চন এ দশবান।
জানরি সোঙরি তোহারি নাম ॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫১ পদ।

(৪৫) 'ধাউড়'—(সং—'ধূর্ত্ত' প্রা—'ধূট্ট' শব্দ-জাত, 'ধূর্ত্ত' অর্থে) যথা,—

"কুটিলা কুমতি বিষের মুরতি
সেহ সে ধাউড় বড়।"

—প-ক-ত, ২৪৮৬ পদ।

(৪৬) 'নাস-বেশ'—('পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা ও সংস্কৃত-টীকাকার রাধা-মোহন ঠাকুর 'নাস-বেশ' শব্দের "ন্যাস অলঙ্কারবিন্যাসঃ বেশ চন্দনসিন্দুরাদিনা" অর্থ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে ইহা সংস্কৃত 'ন্যাস-বেশ' শব্দ-জাত; 'লাস্য-বেশ' অর্থাৎ লাস্যের (নৃত্যের) উপযুক্ত বেশ—এইরূপেও 'লাস-বেশ' কিংবা 'নাস-বেশ' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে)। যথা,—

"নাস-বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী"

—প-ক-ত, ৬৮৫ পদ।

"করি নাস-বেশ"—ধর্ম্মমঙ্গল, ১২।২৩।

(৪৭) 'নিন্দ'—(সং—'নিদ্রা' শব্দ-জাত; হিন্দী, মৈথিল—'নীঁদ'; 'নিদ্রা' অর্থে) যথা,—

"কহে বঁধু রামানন্দে আনন্দে আছিনু নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়।"

—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে 'নিদ্রা' অর্থে 'নিন্দ' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বাবু 'নিন্দ' শব্দের অর্থ না লিখিয়া 'নিদ্রা' এবং 'নিন্দা' ও 'নিদ' গ্রাম্য শব্দ-দ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন ও দৃষ্টান্তস্থলে—

"দিবা গেল বৃথা কর্ম্মে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে ॥"

শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'নিন্দা' কিংবা 'নিদ' শব্দের ব্যবহার আছে কি না, জানি না; পূর্ব্ববঙ্গে নীচ জাতীয় হিন্দুরা 'নিদ্রা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ঘুম' ও মুসলমানগণ বোধ হয়, হিন্দীর প্রভাব হেতু 'নিন্দ' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগেশ বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটি প্রাচীন ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের নিত্য পাঠ্য বাঙ্গালা স্তোত্র-বিশেষের একাংশ; উহার

নিম্নলিখিত পাঠই আমরা জ্ঞাত আছি ; যথা,—

"দিবা গেল বৃথা কর্ম্মে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণের পদারবিন্দে ॥"

(৪৮) 'না'—(পাদ-পূরণার্থক অব্যয় শব্দ) ডাঃ গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার Maithil Chrestomathy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের শব্দ-কোষে 'না' (১) শব্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—A word without significance, frequently used at the end of a verse, to fill out the metre e. g. Vid XXVI"। তিনি বিদ্যাপতির যে পদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ; যথা,—

"সুন্দরি চললহি পহু ঘর না।
চহু দিশি সখি সভ কর ধরি না ॥"—ইত্যাদি।

বৈষ্ণব কবির 'এ না প্রেম যে না জানে সে না আছে ভাল' বাক্যের প্রথম ও তৃতীয় 'না' শব্দটি এইরূপ পদ-পূরণার্থক বলিয়াই বোধ হয় ; এ স্থলে যোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাত 'বিকল্প' কিংবা 'সংশয়' অর্থ খাটে না ; "এ না প্রেম" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—"এই প্রেম যে ব্যক্তি জানে না, সে-ই ভাল আছে।" যোগেশ বাবু 'বিকল্প' বা 'সংশয়' অর্থে 'না' শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"করিতে না করিতে, বলিতে না বলিতে, না করিবে করিও না, একজন না একজন করিবে" ; দৃষ্টান্তগুলির শেষটি ব্যতীত অন্যগুলিতে সংশয় অর্থ বুঝা যায় না ; সংশয় অর্থে 'না' শব্দের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য ; যথা,—

"কে না পিরিতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে ॥" —প-ক-ত, ৯০৬ পদ।

"কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে।"

—প-ক-ত, ১১৭ পদ।

(৪৯) 'নিবার'—(সং—'নিবার, নিবারণ' ; 'নিবারণ করা' অর্থে) যথা,—

"যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে ॥"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮৩৫ পদ।

চণ্ডীদাসের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে 'পায়' স্থলে 'তায়' পাঠ গৃহীত হওয়ায়, পংক্তি দুইটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

(৫০) 'নাহা' ধাতু—(সং—'স্না', প্রা—'হ্না' ধাতু হইতে অপভ্রংশ—'নহা', 'নাহা' 'স্নান করা' অর্থে) যথা,—

"পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।

নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥"
—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৮৭০ পদ।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'নাহি', 'নাহিয়া', 'নাহিতে', 'নাহলি', ('স্নাতা' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত) প্রভৃতি শব্দ কিংবা উহার অপভ্রংশ 'নাইয়া', 'নাইতে' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইল না। যদি যোগেশ বাবু ঐ শব্দগুলি 'স্নান' শব্দের অন্তর্গত করার ইচ্ছায় ন-কারাদি শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সেইরূপ শব্দবিন্যাস ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও তদ্দ্বারা শব্দ-কোষের অপর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হইয়াছে; যোগেশ বাবু অনেক স্থলে অপভ্রংশ শব্দ যথাস্থানে না লিখিয়া মৌলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

এক পদাবলি-সাহিত্য হইতেই আমরা বর্জ্জিত শব্দের এই দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিলাম; প্রাদেশিক সাহিত্য কিংবা প্রাদেশিক ভাষা (যোগেশ বাবুর মতে 'ভাখা') হইতে আমরা কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলাম না। আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে যোগেশ বাবু প্রাদেশিক ভাষা কিংবা 'ভাখা' শব্দের অর্থ বাঙ্গালা শব্দ-কোষের অন্তর্গত করিয়া উহার স্থায়িত্ব-বিধান করা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করেন নাই; কিন্তু যখন প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলি অদ্যাপি অধীত ও কথিত হইতেছে এবং ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সেগুলি একান্ত আবশ্যক, তখন এইরূপ কল্পিত কারণে ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে বর্জ্জিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ-কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে কিংবা একক যোগেশ বাবুর পক্ষে বঙ্গের সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও প্রাদেশিক ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া, যদি তিনি সেইরূপ চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তিনি কোন কোন সমালোচকের প্রদর্শিত বর্জ্জিত শব্দ-সমূহের প্রাদেশিকতার উল্লেখ করিয়া, বর্জ্জনের কারণ নির্দ্দেশ করায়, এ সম্বন্ধে আমাদিগের মনে দ্বিধা জন্মিয়াছে।* যোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-কোষে রাঢ়-দেশের প্রচলিত অনেক গ্রাম্য শব্দ, এমন কি, অনেক অশিষ্ট ও অশ্লীল শব্দ পর্য্যন্তও সন্নিবেশিত করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে, উহা কোনও কালে বঙ্গের জন-সাধারণের আদর্শ ভাষা বলিয়া গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।* যোগেশ বাবু বৈজ্ঞানিক ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করিয়া উল্লিখিত শব্দ-সমূহ তাঁহার শব্দ-কোষে স্থান দিয়া বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলির সম্বন্ধে সেইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে কি জন্য কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ যে কারণেই ঐ সকল শব্দ বর্জ্জিত হইয়া থাকুক না কেন, ইহা যে তাঁহার উৎকৃষ্ট কোষ-গ্রন্থের উপাদেয়তার যথেষ্ট হানি করিয়াছে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা শব্দ-কোষের এই অঙ্গ-হীনতা হেতু বৈষ্ণব পদাবলী ও প্রাদেশিক সাহিত্যের জন্য পূর্ব্বেও যেরূপ উৎকৃষ্ট শব্দ-কোষের অভাব অনুভূত হইতেছিল, এখনও সেইরূপ অভাবই রহিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া আমাদিগের সত্যই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি　　কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিপাসা॥"

এখনও শব্দ-কোষ সম্পূর্ণ হয় নাই; বহুদর্শী শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের অনেক ত্রুটির আশঙ্কা করিয়াই শব্দ-কোষের পরিশিষ্টে সেই ত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়াছেন; তাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন, তিনি যেন উল্লিখিত ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং পরিশিষ্টে উহা সংশোধিত করিয়া, তাঁহার শব্দ-কোষটির সম্পূর্ণতা সাধন করেন।

এখন আমরা বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা অভিধানে তথাকথিত 'দেশজ' শব্দ-সমূহের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের রীতিমত চেষ্টা যোগেশ বাবুর পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না; যোগেশ বাবু এ ক্ষেত্রে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এরূপ দুরূহ কার্য্য যে, যোগেশ বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমরা বহু সন্দিগ্ধ অর্থ ও ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া, যে সকল স্থল আমাদিগের নিকট নিশ্চিতই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে, উহা হইতেই কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) 'অঝর' 'অঝোর'। যোগেশ বাবু 'অঝর ঝরয়ে আঁখি', 'অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন' ইত্যাদি প্রাচীন কবির রচনায় 'অঝর' ও 'অঝোর' শব্দ দুইটি সংস্কৃত 'অশ্রু' 'অস্র' শব্দ হইতে জাত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; উহাদের কোন অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে 'অশ্রু' অর্থ কোনরূপেই সংলগ্ন হয় না; উহাদিগের সুস্পষ্ট অর্থ—"নয়ন অবিশ্রান্তভাবে ঝরিতেছে।" 'নঞ' উপসর্গটির নানাবিধ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে 'অভাব' অর্থ গ্রহণ করিলে 'ঝর', 'ঝর' বা 'ঝোর' অর্থাৎ 'ঝরিয়া যাইয়া নিঃশেষ হওয়ার অভাব' কি না 'অবিশ্রান্ত ঝরা' অর্থ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। "বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধের * লেখক শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুও 'অঝর' ও 'অঝোর' শব্দের "অবিশ্রান্ত" অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে "অটালে ঢালা" বাক্যও ব্যবহৃত হয়।

* ১৩২১ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ২য় সংখ্যা।

(২) 'অবগুণ'। যোগেশ বাবু 'অবগুণ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপগুণ' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া উহার অর্থ 'অনিষ্ট' লিখিয়াছেন। 'অবগুণ' শব্দ দ্বারা গুণের অভাব কিংবা 'দোষ'ই বুঝাইয়া থাকে,—উহা অনিষ্টের উৎপাদক হইলেও 'অবগুণ' শব্দের অভিধেয় 'দোষ';—অনিষ্ট নহে; পদাবলী-সাহিত্যে 'দোষ' অর্থেই 'অবগুণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—

"পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানী।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী"

—প-ক-ত, ৪৮০ পদ।

(৩) 'আকিঞ্চন'। যোগেশ বাবু ইহাকে সংস্কৃত 'আকিঞ্চন' শব্দ স্থির করিয়া 'দীনতা; অনুনয় বিনয়' অর্থ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ 'নিঃস্ব' বা 'দরিদ্র'; 'ভাব' অর্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় দ্বারা 'আকিঞ্চন' শব্দের 'দারিদ্র্য' বা 'দীনতা' অর্থ সিদ্ধ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে দারিদ্র্যজনিত 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'অভিলাষ' অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'অনুনয়-বিনয়' প্রায়শঃ আকাঙ্ক্ষা-জনিত প্রার্থনার জ্ঞাপক হইলেও 'আকিঞ্চন' শব্দে ঠিক 'অনুনয়-বিনয়' বুঝা যায় না। যথা—"বহু দিন হইতে আমার কাশীধামে যাওয়ার আকিঞ্চন আছে।" ইত্যাদি।

(৪) 'আড়া'। যোগেশ বাবু 'আড়া ঠেকা' তালের 'আড়া' শব্দটি সংস্কৃত 'অর্দ্ধ' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'অর্দ্ধ পরিমিত'—'ঠেকা বা কাওয়ালী তালের এক পদ দুই অর্দ্ধে বিভক্ত বলিয়া'—অর্থ লিখিয়াছেন। 'ঠেকা' শব্দে 'কাওয়ালী' তাল বুঝায় না এবং 'আড়া' তালের এই ব্যাখ্যাও সঙ্গীতবিদ্‌গণের অনুমোদিত নহে। 'আড়া ঠেকা' কাওয়ালী তালের অর্দ্ধ-পরিমিত নহে, ইহা কাওয়ালীর ন্যায় পূর্ণ আট মাত্রার তাল। কাওয়ালীর ন্যায় আড়ার প্রত্যেক তালের পূর্ব্বে 'প্রস্বন' না পড়িয়া, আড় অর্থাৎ বক্রভাবে 'প্রস্বন' পতিত হওয়ায় সমমাত্রাত্মক হইলেও কাওয়ালী হইতে আড়া ঠেকার রূপ বিভিন্ন হইয়াছে। (অধ্যাপক স্বর্গীয় মুরারিমোহন গুপ্তের "সঙ্গীতপ্রবেশিকা" ১ম খণ্ড ও কৃষ্ণধন বাবুর "গীতসূত্রসার" ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য) 'আড়া' শব্দের এই অর্থের সহিত যোগেশ বাবুর গৃহীত সংস্কৃত 'অরাল' শব্দ-জাত 'আড়' শব্দটির সাদৃশ্য হেতু আমরা 'আড়', 'আড়া' ও 'আড়ি' (যথা—'আড়ি বোল' 'কুআড়ি রোল') শব্দগুলি 'অরাল' শব্দজাত বলিয়াই বিবেচনা করি। যোগেশ বাবু 'আড়া খেমটা' শব্দের যে 'খেমটা তালের এক পদ দুই অসম মাত্রায় বিভক্ত বলিয়া'—ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাও বিশুদ্ধ নহে, 'আড়-খেমটা' তালের এক একটি তাল খেমটা তালের ন্যায়ই দুই সমান অংশে বিভক্ত; ছন্দের গতির বক্রতা হেতুই আড়-খেমটাকে খেমটা তাল হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু 'আড়'-

খেমটাকে 'আড়া খেমটা' হইতে বিভিন্ন মনে করিয়া 'আড় খেমটা' স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়া, উহার অর্থ "অর্দ্ধ খেমটা তাল" লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত বটে। 'আড়-খেমটা' নামক 'অর্দ্ধ খেমটা' কোন তাল নাই; 'আড় খেমটা', 'আড়া খেমটা' একই তালের নামান্তর। ইহা খেমটার সম-মাত্রাত্মক, কেবল ছন্দের গতির বক্রতা হেতু 'আড় খেমটা' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'আদ্ধা খেমটা', 'কাশ্মিরী খেমটা' কিংবা 'দাদ্‌রা' নামে আর একটি তাল আছে;—যোগেশ বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই আদ্ধা তালে খেমটা তালের দেড় মাত্রাত্মক চারিটি তালের বা পদের স্থলে, দেড় মাত্রাত্মক দুইটি তাল বা পদ থাকায়, উহার নাম 'আদ্ধা' অর্থাৎ 'অর্দ্ধ তাল' হইয়াছে। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, যোগেশ বাবু 'তাল' শব্দের অর্থ স্থলে 'ছেপ্‌কা', 'আড়া ঠেকা', 'মধ্যমান', 'আড়-খেমটা', 'পোস্তা', 'ধামার' তালের যে মাত্রা-প্রস্তাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এ সম্বন্ধে এথায় আলোচনা করা অসম্ভব; ভরসা করি, যোগেশ বাবু শব্দ-কোষের এই স্থলটি ঔপপত্তিক (Theoratical) ও 'ক্রিয়াসিদ্ধ' (Practical) সঙ্গীতে পারদর্শী কোন ব্যক্তির দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবেন।

(৫) 'আয়েষ'। যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'আয়েষ' শব্দটির অর্থ 'ইন্দ্রিয়-সেবা' লিখিয়াছেন। 'আয়েশ' শব্দের (পারশী-অক্ষর অনুসরণে 'শ' ব্যবহার করাই রীতিসিদ্ধ বটে) মৌলিক অর্থ 'ইন্দ্রিয়সেবা' হইলেও বাঙ্গালায় উহা 'আরাম' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'ইন্দ্রিয়-সেবা' অর্থ সঙ্গত নহে।

(৬) 'আস্কারা'। যোগেশ বাবু 'আস্কারা' শব্দের অর্থ 'অত্যাদর', 'নেই (স্নেহ)' লিখিয়া উহার মূলীভূত ফারসী 'আশকারা' শব্দের পরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা 'আস্কারা' শব্দটি 'প্রকাশিত' কিম্বা 'নিরূপিত' অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি; যেমন—'চুরি ডাকাতির আস্কারা করা', 'গোলমেলো হিসাবের আস্কারা করা' ইত্যাদি। 'অত্যাদর' অর্থে 'আস্কারা' শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহার অন্য ব্যুৎপত্তি খুঁজিতে হইবে।

(৭) 'ওত'। যোগেশ বাবু 'ওত' শব্দটি সংস্কৃত 'ওক' কিংবা 'ওতু' শব্দ হইতে ব্যুৎপাদন করার চেষ্টা করিয়া, নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ইহা সংস্কৃত (প্র)+উত=প্রোত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ওতু' ও এই 'উত' শব্দের মূল এক বলিয়াই বিবেচনা হয়।

(৮) 'ওলাহন'। যোগেশ বাবু 'আলম্বন' শব্দ হইতে 'ওলাহন' শব্দের উৎপত্তি প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। 'আলম্বন' শব্দ ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কিছুতেই 'ওলাহন' শব্দে পরিণত হইতে পারে না। উভয় শব্দের অর্থের মধ্যেও কোন সংযোগ-সূত্র পাওয়া যায় না। সংস্কৃত—'উপালম্ভন' শব্দই 'উআলম্ভন—উআলভন'—এই বিলুপ্ত রূপদ্বয়ের মধ্য দিয়া অবশেষে 'ওলাহন' শব্দে পরিণত হইয়াছে। অর্থও অভিন্ন রহিয়াছে। শব্দ-কোষে নারী-

আথার খোঁটা দেওয়ার সহিত 'খোঁটা বা খুঁটা' দেওয়ার মৌলিক অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা দ্বারা নিন্দার্থক 'খোঁটা' ও বেড়ার 'খোঁটা'—এই 'খোঁটা' শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিকে অদ্ভুতমসাচ্ছন্ন করা হইয়াছে; কারণ, যোগেশ বাবু ঐ দুইটি শব্দ যথাক্রমে সংস্কৃত 'কূট' ও 'কুট'—দুইটি বিভিন্ন শব্দ হইতে জাত বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ইহা দ্বারা তাহাই খণ্ডিত হইতেছে।

(৯) 'কানড়'। যোগেশ বাবু 'কানড়' শব্দটি সং 'কনক করবীর', হিন্দী—'কনের', 'কনিয়র' শব্দের অপভ্রংশ স্থির করিয়া, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া 'কানড় কুসুম' শব্দের অর্থ 'পীতবর্ণ কণিকা ফুল' লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের নীল বর্ণের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই 'কানড়-কুসুম' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং এ স্থলে 'পীতবর্ণ পুষ্প' অর্থ যে একেবারেই অসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য। "কানড় কুসুম' যথা,—

"কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥"

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত, ১৯৩ পদ।

পদামৃতসমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুর 'কানড়' শব্দটিকে 'কন্দলী পুষ্প' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'কন্দলী' শব্দ হইতে 'কণ্ডলী', 'কণ্ডল' 'কানড়' ও 'কানড়' শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের ২৯ সংখ্যক শ্লোকের—

"আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্যত্র বিভিন্নকোষৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥"

বর্ণনা ও মল্লিনাথের "নবকন্দলৈঃ কন্দলীপুষ্পৈঃ অরুণবর্ণৈঃ" ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, রাধামোহন ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা শব্দরত্নাবলীর প্রমাণানুসারে শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত 'নীলোৎপল'-বাচক 'কন্দোট' শব্দ হইতেই 'করোট' শব্দের মধ্য দিয়া 'কানড়' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বৈষ্ণব-কবিগণের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ও বর্ণের সহিত নীলোৎপলের উপমার অসংখ্য উদাহরণ আছে; যথা,—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।" —জয়দেব।

"নব কুবলয়দল কিয়ে অতসি ফুল
নীল মুকুর মণি-আভা।"

—জ্ঞানদাস (রমণীবাবুর সংস্করণ) ৪০ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ স্বর্ণবর্ণ পুষ্প-বিশেষকে 'অতসী ফুল' বলা হয়; "অতসীপুষ্প-বর্ণাভাং" ইত্যাদি দুর্গার ধ্যানেও 'অতসী' শব্দে পীতবর্ণ ফুলই বুঝায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "অতসী" 'তিসীর গাছ'; উহার পুষ্পের বর্ণ নীলাভ; সুতরাং বৈষ্ণব-কবির এই প্রয়োগই শুদ্ধ। যোগেশ বাবু অতসী পুষ্পের এই অপ্রচলিত, কিন্তু সমীচীন অর্থ "অতসী" শব্দে না লিখিয়া, 'তিসি' শব্দের মধ্যে লিখিয়াছেন, সুতরাং অনভিজ্ঞের ঐ অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা সুসাধ্য নহে।

(১০) 'কুঁজ'—(স্ত্রী) 'কুঁজড়ানী'। যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'কুব্জ' শব্দ হইতে 'কুব্জ-পৃষ্ঠ মানুষ' অর্থে 'কুজ' (গ্রা—কুঁজ) ও (স্ত্রী-লিঙ্গে) 'কুঁজড়ানী' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে এবং ভারতচন্দ্রে 'কুঁজড়ানী' শব্দের প্রয়োগ আছে লিখিয়াছেন। প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায়, আমরা ঐ উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিতে পারিলাম না। 'কুব্জ' হইতে 'কুজা' (পূর্ব্ব-বাঙ্গালার 'গুজা') সিদ্ধ হইলেও উহার স্ত্রীলিঙ্গে 'কুজী' বা 'গুজী' ব্যতীত 'কুজড়ানী' শব্দ সিদ্ধ হয় না। 'কুজড়ানী' শব্দটি ফল-মূলাদি বিক্রেতা অর্থবাচক 'কুজড়া' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ বটে। যোগেশ বাবু যে 'কুব্জ'-বাচক 'কুবড়া' শব্দ ও 'ফল-মূলাদি বিক্রেতা' অর্থ-বাচক 'কুজড়া' শব্দ ভুলে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ফ্যালন সাহেবের হিন্দুস্থানি ইংরেজি অভিধানে 'কুঁজড়া' ও 'কুবড়া' শব্দের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দেখিলেই প্রতীত হইবে। ভারতচন্দ্রে আমরা 'ফলমূল ইত্যাদি বিক্রেত্রী' অর্থেই 'কুজড়ানী' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। নিকটে বহি না থাকায় প্রয়োগটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১১) 'কোক'। সংস্কৃত অভিধানে 'বৃক' অর্থাৎ 'নেকড়া বাঘ', 'চক্রবাক' ইত্যাদি 'কোক' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও ঋক্‌বেদ ব্যতীত কাব্য-সাহিত্যে 'বৃক' অর্থে 'কোক' শব্দের প্রয়োগ নাই; ইহা সংস্কৃত কাব্যে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বত্র 'চক্রবাক' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যোগেশ বাবু এই প্রসিদ্ধ 'চক্রবাক' অর্থ না লিখিয়া 'কোক' শব্দের অর্থ 'বন্য কুকুর, নেকড়া বাঘ' লিখিয়াছেন এবং জ্ঞানদাসের "যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত পংক্তিতেও 'কোক' শব্দ 'চক্রবাক' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কামিনীর স্তনদ্বয়ের সহিত চক্রবাক-মিথুনের উপমা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তুলনা করুন,—

"কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং"

—শৃঙ্গারতিলক।

"কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥"

—বিদ্যাপতি।

যোগেশ বাবু প্রচলিত কথার 'এ জনার প্রাণপতিক' বাক্যের

'গতিক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ'। বস্তুতঃ এই 'গতিক' শব্দের অর্থ উহা নহে। 'এ জনার প্রাণগতিক' বাক্যটি 'এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল' বাক্যের সংক্ষেপ হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পত্রাদিতে অদ্যাপি 'প্রাণগতিক মঙ্গল' বাক্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার অর্থ—'প্রাণ ধারণের উপযোগী মঙ্গল' অর্থাৎ যতটুকু মঙ্গল হইলে প্রাণে বাঁচিয়া থাকা যায়, ততটুকু মঙ্গল,—উহার অতিরিক্ত নহে; নিজে নিজের অধিক মঙ্গল খ্যাপন করা শিষ্টাচার সঙ্গত নহে, বোধ হয় এই ভাব হইতেই এই বাক্যের উদ্ভব হইয়াছে। এই স্থলে 'প্রাণ-গতিক' শব্দের অর্থ 'প্রাণ-বিষয়ক'; সুতরাং 'জীবনযাত্রা' কিংবা 'নির্ব্বাহ' অর্থ সঙ্গত নহে।

(১৩) 'জওজ'। যোগেশ বাবু আদালতী ভাষার 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া, উহার অর্থ লিখিয়াছেন—'শ্রীহরিদাস যার স্বামী।' আরবী 'জওজ' শব্দে 'স্বামী' কিংবা 'স্ত্রী' উভয়কেই বুঝাইতে পারে; 'জওজে শ্রীহরিদাস' অর্থাৎ 'জওজ-এ-শ্রীহরিদাস' বাক্যের প্রকৃত অর্থ 'শ্রীহরিদাসের স্ত্রী'; ফারসী বিভক্তি 'এ' দ্বারা সংযুক্ত পরবর্ত্তী শব্দটি ষষ্ঠ্যন্ত-পদের অর্থ-জ্ঞাপক হইয়া থাকে; সুতরাং 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যের 'জওজ' শব্দটি 'স্ত্রী' ব্যতীত 'স্বামী' অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যোগেশ বাবুর লিখিত 'শ্রীহরিদাস যার স্বামী' বাক্যে যে 'যার' শব্দটি আছে, উহার জ্ঞাপক কোন শব্দ বা বিভক্তি 'জওজে শ্রীহরিদাস' বাক্যে নাই, সুতরাং উভয় বাক্যের ফলতার্থ এক হইলেও 'শ্রীহরিদাস যার স্বামী' এইরূপ অর্থ অব্যুৎপন্ন ও অসঙ্গত।

(১৪) 'ঢামালী'। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, 'ঢামালী প্রাচীন বাঙ্গালা' শব্দ,—উহার অর্থ 'অহঙ্কার, দর্প'। 'ঢামালী' ও 'ধামালী' শব্দ দুইটি একার্থক; উহার প্রকৃত অর্থ 'অহঙ্কার' কিংবা 'দর্প' নহে,—উহার অর্থ 'উৎকট আনন্দের সূচক অঙ্গ-ভঙ্গী বা লম্ফ-ঝম্প'। এই অর্থেই 'ঢামালী' শব্দটি প্রাচীন পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"সখী সব মেলি করিয়া ঢামালী
তোলয়ে বিবিধ ফুল।"

এই অর্থের সহিত তাল-বাচক 'ধামাল' বা 'ধামার' শব্দের অর্থের সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীতের ধ্রুপদ-অঙ্গের 'ধামাল' বা 'ধামার' তালটি প্রায়শই উৎকট আনন্দ-সূচক হোরির গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উহার বিচিত্র মাত্রা-ভঙ্গী গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত নৃত্য-কলার উপযোগী বলিয়া সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। 'ধামাল' বা 'ধামালী' শব্দ সংস্কৃত 'দম্ভ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। হিন্দী 'ধুম' শব্দের সহিতই ইহার অর্থগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(১৫) 'তসরূপ'। আরবী 'তসরুফ' শব্দ হইতে জাত সর্ব্বত্র প্রচলিত 'তসরূপ' শব্দের অর্থ যোগেশ বাবু 'ক্ষতি' লিখিয়াছেন। ক্যালনের অভিধানে আরবী 'তসরুফ' শব্দের 'ব্যয়', 'ব্যবহার', 'ভোগ' প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু

'ক্ষতি' অর্থ দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত 'তহবিল তস্রূপ করা' ইত্যাদি বাক্যে 'নিজে ব্যবহার করা' অর্থই বুঝা যায়; উহার ফলে তহবিলের মালিকের ক্ষতি হইলেও 'তস্রূপ' শব্দের 'ব্যয়' কিংবা 'ব্যবহার' অর্থ না লিখিয়া 'ক্ষতি' অর্থ লেখা সঙ্গত নহে।

(১৬) 'দুলাল'। যোগেশ বাবু 'দুলাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের স্থলে লিখিয়াছেন—'দুল ধাতু হইতে। দুল+আল—দোলে যে; হিং দুলার—স্নেহ) পিতামাতার আদরে কোলে যে দোল খায়।" এইরূপ ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'আবদারে' অর্থে 'দুর্ল্ললিত' শব্দের প্রয়োগ আছে; 'দুর্ল্ললিত' হইতে প্রাকৃত 'দুল্ললিঅ' ও তাহা হইতে অপভ্রংশে 'দুল্লালা', 'দুলালা' ও 'দুলাল' শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর বটে। 'দুলাল' শব্দের 'আবদারে' অর্থ হইতেই 'নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল' ইত্যাদি বাক্যের 'আবদারে ছেলে' অর্থ আসিয়াছে। পিতা-মাতার কোলে দোল খাওয়া সকল ছেলের পক্ষেই এত স্বাভাবিক যে, তাহা হইতে 'দুলাল' ছেলে বলিয়া আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-নির্দেশের কোন আবশ্যকতা বুঝা যায় না।

(১৭) 'আতাই'। যোগেশ বাবু 'আতাই' শব্দটি সংস্কৃত 'আততায়ী' হইতে জাত স্থির করিয়া ঐ শব্দের অর্থ 'বিভীষিকা' লিখিয়াছেন এবং 'আতাই দেখা' বাক্যটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক মুরারিমোহন গুপ্তের সঙ্গীত-প্রবেশিকার উপক্রমণিকায় কালোয়াতদিগের শ্রেণী-বিশেষের নাম 'আতাই' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এই শব্দটি ক্যানেরর অভিধানে দৃষ্ট হইল না। পূর্ব্ববঙ্গে ইহা 'অদ্ভুত' অর্থে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়; যথা,—'আতাই খেলোয়াড়' অর্থাৎ 'অদ্ভুত খেলোয়াড়'। এই 'অদ্ভুত' অর্থ হইতে ইহা বাঙ্গালার কোনও অঞ্চলে 'ভয়ঙ্কর' অর্থে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। 'ভয়ঙ্কর' বা 'ভয়ানক' শব্দটিও অনেক স্থলে গ্রাম্য ভাষায় 'অদ্ভুত' অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যথা,—'ভয়ঙ্কর পণ্ডিত,' 'ভয়ঙ্কর লোকের ভিড়' ইত্যাদি।

(১৮) 'কিরা'। যোগেশ বাবু 'শপথ'-বাচক 'কিরা' শব্দটি সংস্কৃত 'গিরা—বাক্য' কিংবা 'ক্রিয়া' শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত করার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিন্দুস্থানী ভাষায়—"আল্লাকি রাহ্ পর" "খোদাকি রাহ্ পর," প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার আছে, উহার অর্থ 'ঈশ্বরের নামে'। প্রয়োগ যথা—"ঈশ্বরের নামে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।" এই সকল বাক্যের ষষ্ঠী-বিভক্তি-সূচক 'কি' ও 'রাহ্' শব্দের 'রা' সংযুক্ত হইয়া, অতি অদ্ভুত বাক্-সাদৃশ্য হেতু বাঙ্গালা ভাষায় 'মাথার কিরা' প্রভৃতি বাক্যের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এইরূপ অনুমানের প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন পদাবলি-সাহিত্যে কুত্রাপি 'কিরা' শব্দের প্রয়োগ নাই; হিন্দী অভিধানেও 'কিরা' শব্দ দৃষ্ট হয় না। হিন্দীর প্রভাবান্বিত দুই একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থে ও চলিত ভাষায়ই কেবল 'কিরা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(১৯) 'কীল'। যোগেশ বাবু 'কীল' শব্দের ব্যুৎপত্তি-স্থলে লিখিয়াছেন—'সং কীল—

কনুই, বাহুবাতে মুষ্ট্যাঘাত। শব্দটি অল্প দিন এই অর্থ পাইয়াছে।" বস্তুতঃ 'মুষ্ট্যাঘাত' অর্থে 'কীল' শব্দের প্রয়োগ আধুনিক নহে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (মতান্তরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে) রচিত বাৎস্যায়ন-কৃত "কাম-সূত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের "সাম্প্রযোগিক" নামক দ্বিতীয় অধিকরণের "প্রহনন-যোগ" শীর্ষক অধ্যায়ে 'কীলা' শব্দটি 'মুষ্টি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা হইতেই বাঙ্গালা 'কীল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; 'কনুই' অর্থের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

(২০) 'দাস্যা'। যোগেশ বাবু 'দাস্যা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থস্থলে লিখিয়াছেন—(সংস্কৃত) "দাসী শব্দের ষষ্ঠীর রূপ দাস্যাঃ। বোধ হয় দাস্যাঃ সদৃশী হইতে। বিধবা শূদ্রার নামের পরে বসে। (সধবা কিংবা অবিবাহিতা শূদ্রা নারী—দাসী)।" বস্তুতঃ 'দাস্যার সদৃশী' এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'দাস্যা' সিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন রীতি অনুসারে পত্র-আদিতে কিংবা স্বাক্ষরে নামের পরে উপাধি-বাচক শব্দটি ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত হইয়াই ব্যবহৃত হইত। যথা—"অমুক শর্ম্মণঃ," "অমুক দেব্যাঃ", 'অমুক দাসস্য", 'অমুক দাস্যাঃ" ইত্যাদি। সংস্কৃত-ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাবে সাধারণ লোকের লেখায় বিসর্গ-চিহ্ন পরিত্যক্ত হওয়ায়, পরে ঐ শব্দগুলি "শর্ম্মণ," "দেব্যা", "দাস্যা" ইত্যাদি আকার ধারণ করে। পতি-যুক্তা নারীর পত্রাদি লেখা কিংবা নাম স্বাক্ষর করার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না,—বিধবা নারীকে বাধ্য হইয়াই উহা করিতে হয় এবং তাঁহার নামের পরে যথাসম্ভব 'দেব্যা', 'দাস্যা' ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐ 'দেব্যা', 'দাস্যা' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল বিধবাগণেরই ব্যবহার্য্য, এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিতা বিধবা মহিলা নামের পরে 'দেব্যা', 'দাস্যা' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'দেবী', 'দাসী' প্রভৃতি শব্দটি লিখিয়া থাকেন এবং উহাই শুদ্ধ প্রয়োগ বটে। আমাদিগের যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পূর্ব্বোক্ত রীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের নামের পরে "দেবশর্ম্মণঃ" কিংবা "শর্ম্মণঃ" না লিখিয়া "শর্ম্মা" লিখেন। "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" এই প্রমাণ অনুসারে শুধু 'দেব' শব্দ ব্রাহ্মণের উপাধিবাচক হইলেও ইদানীং "বর্ণ-শর্ম্মা" অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতি-সমূহের যাজনাদি-কার্য্য দ্বারা পতিত ব্রাহ্মণগণ নামের শেষে 'শর্ম্মা' লিখায়, পার্থক্যের জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ "দেবশর্ম্মা" লিখিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহার সুবিধাজনক হইলেও শুদ্ধ নহে; বোধ হয়, ইহা মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'দেবশর্ম্মা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শর্ম্মা' লিখিতেন। যোগেশ বাবু 'দাস্যা' শব্দের ন্যায় 'দেব্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়েও এই ভুল করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত 'শ্রীমত্যা' শব্দের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, 'শ্রীমতী' বিশেষণ-শব্দ বলিয়া 'দাস্যাঃ', 'দেব্যাঃ' প্রভৃতির ন্যায় ষষ্ঠ্যন্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে বিসর্গ-হীন হইয়া, পরে বিধবার পক্ষে প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(২১) 'ননী'। যোগেশ বাবু 'ননী' শব্দের অর্থ-স্থলে লিখিয়াছেন—"দধি হইতে জাত স্নেহ-পদার্থ। (দুগ্ধ হইতে জাত—মাখন)।" পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে কিন্তু ঠিক ইহার

বিপরীত অর্থ দেখা যায় অর্থাৎ দুগ্ধ-জাত স্নেহকে 'ননী' ও দধি-জাত স্নেহকে 'মাখন' বলা হয়। ক্যারনের অভিধানে 'মক্ষণ' শব্দের অর্থ—"butter" লিখিত হইয়াছে। 'butter' সাধারণতঃ দধি হইতেই তোলা হইয়া থাকে।

(২২) 'নিজ্ঞাশ, নিজ্ঞাশ'। যোগেশ বাবু 'নিজ্ঞশ' কিংবা 'নিজ্ঞাশ' শব্দটি সংস্কৃত 'নিশ্চয়' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'নিশ্চয়' লিখিয়াছেন এবং প্রয়োগ-স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের "এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ।" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'নিশ্চয়' হইতে 'নির্যাস' কিংবা 'নিজ্ঞাশ' কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্ধৃত উদাহরণের 'নির্যাস' শব্দটি সংস্কৃত 'নির্য্যাস' শব্দ ও উহার অর্থ 'ক্ষরণ' অর্থাৎ 'যাহা নির্গলিত হয়'—এইরূপই সঙ্গত বোধ হয়। এই 'ক্ষরিত' বা 'নির্গলিত' অর্থ হইতেই 'সার' অর্থ আসিয়াছে, যথা—"তুমি নির্য্যাস জানিও, আমি বিবাহ করিব না।" "আমি নির্য্যাস কহিলাম, সে ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবে না" ইত্যাদি। এরূপ স্থলে 'নির্যাস' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়' বলিয়া সহজেই ভ্রম হইতে পারে এবং বোধ হয়, সেই কারণে 'নির্যাস' শব্দ কোন স্থলে 'নিশ্চিত' অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা,—"আমি নির্যাস যাইব" ইত্যাদি; কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমরা দেখি নাই; এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও—ঐ 'নিশ্চিত' অর্থ যে 'নির্য্যাস' শব্দের পূর্ব্বোক্ত 'সার' অর্থ হইতেই আসিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(২৩) 'না-হক'। যোগেশ বাবু ফারসী 'না-হক' শব্দের অর্থ 'মিথ্যা', 'মিথ্যামিথ্যি' লিখিয়া, উহার প্রয়োগ-স্থলে জ্ঞানদাসের "নাহক আদর অধিক বাঢ়য়" পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফারসী 'না-হক' শব্দের অর্থ 'মিছামিছি' হইলেও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির 'নাহক' শব্দটির অর্থ উহা নহে। 'মিছামিছি আদর অধিক বৃদ্ধি হয়' এই অর্থ এখানে মোটেই সংলগ্ন হয় না। জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির বিশুদ্ধ পাঠ—

"নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না যুয়ায়॥"

এ স্থলে 'নাহক' শব্দের অর্থ—"নাথের" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের; সুতরাং বাক্যটির অর্থ হইতেছে যে—(শ্রীরাধা) পূর্ব্ব-বর্ণিত বামতা প্রদর্শন দ্বারা নাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের আদর অধিক বাড়াইতেছেন; (প্রিয়তমের সহিত এরূপ কৌশল অসঙ্গত বলিয়া) জ্ঞানদাস কহিতেছেন—ইহা উচিত নহে।

(২৪) 'ধনি'। যোগেশ বাবু 'ধনি' শব্দটি সংস্কৃত 'ধনিকা' শব্দ হইতে জাত স্থির করিয়া, উহার অর্থ 'ধনবতী নারী, ভামিনী' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'ধনিকা' বা 'ধনীকা' শব্দের অর্থ, শব্দরত্নাবলীর প্রমাণ অনুসারে শব্দকল্পদ্রুমে 'যুবতী' লিখিত হইয়াছে। উহার অর্থ 'ধনবতী' কিংবা 'ভামিনী' নহে। বাঙ্গালা স্ত্রী-বাচক 'ধনি' বা 'ধনী' শব্দের অর্থও "যুবতী" বটে। প্রভৃতির সংস্কৃত 'ধন্ত' শব্দ হইতেও অপভ্রংশ 'ধনি' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে; উহার অর্থ 'ধন্ত'; যথা,—

"ধনি-ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥"—বিদ্যাপতি।

যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'ধনি' শব্দের এই শেষোক্ত অর্থও দৃষ্ট হইল না।

(২৫) 'তাফ্‌তা'। যোগেশ বাবু 'তাফতা' শব্দের অর্থ 'এক প্রকার পট্টবস্ত্র' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ 'তাফতা' শব্দে ধূপ-ছায়া রঙ্গের কাপড় বুঝায়; যথা,—

"ছুটী ন সিসুতাকী ঝলক
ঝলকিয়ো জোবন অঙ্গ।
দীপতি দেহ দুহন মিলি
দিপতি তাফতা রঙ্গ॥"

—বিহারীলালের "সত-সঈ" কাব্য।

অর্থাৎ—

এখনো ঘুচে নি বালা-ভাবের ঝলক,—
অঙ্গে আসি ঝলকে যৌবন।
দোঁহে মিলি তার দেহে দিছে কি চটক,—
যেন ধূপ-ছায়ার বসন॥

এই 'তাফতা' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; চেষ্টা করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে। শব্দ-ছাড় পড়া অপেক্ষা শব্দের অসদর্থ দেওয়া অভিধানের পক্ষে অধিক দূষণীয়; সুতরাং ভরসা করি যোগেশ বাবু সন্দিগ্ধ ও দুরূহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ-সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা শব্দকোষের কতকগুলি ত্রুটি ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিলাম দেখিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ গ্রন্থখানা ত্রুটি ভ্রম দ্বারা পরিপূর্ণ। যোগেশ বাবু একাকী বাঙ্গালা শব্দ-কোষ সঙ্কলিত করিয়া যেরূপ অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করিতে উহাতে নানা ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ থাকা একান্ত স্বাভাবিক। যোগেশ বাবু তাঁহার এই কোষ-সংগ্রহকার্য্যে সাহিত্য-সেবিগণের সমালোচনা প্রার্থনা করিয়া, যথেষ্ট সৌজন্য ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্পসংখ্যক লোকেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভরসা করি, ভাষা-তত্ত্ববিৎ সাহিত্যসেবিগণ যোগেশ বাবুর এই মহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া, আজ পর্য্যন্ত একখানা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অভিধান নাই—এই কলঙ্ক বিদূরিত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষের উপাদেয়তা ও ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি ; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ৩য় ৪র্থ খণ্ড হইতে (ক) কতকগুলি বর্জ্জিত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের উদাহরণ এবং (খ) কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(ক) বর্জ্জিত শব্দাবলি

আমরা প্রথম প্রবন্ধে বর্জ্জিত প্রাদেশিক শব্দ প্রদর্শন না করিয়া কেবল প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত বর্জ্জিত শব্দেরই উল্লেখ করিয়াছি ; এ স্থলেও প্রধানতঃ তাহাই করিব, তবে আরবী ও ফারসী হইতে গৃহীত যে সকল শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ কয়েকটি শব্দেরও উল্লেখ করিব।

(১) 'পদউধ'—(সং, 'কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ' অমর-কোষ) কুক্কুট ; যথা,—

"পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিয়ে যামিনী শেষ।"

—চণ্ডীদাস, ৯০ সংখ্যক পদ*।

চণ্ডীদাসের সম্পাদক স্বর্গীয় রমণী বাবু 'পদউধ' শব্দের অর্থ 'দৈয়াল' লিখায়, আমরা ঐ অর্থের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিয়া 'কুক্কুট' অর্থ লিখিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবু আমাদিগের প্রতিপাদিত অর্থের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহার গ্রন্থের 'দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা'য় লিখিয়াছেন—'পক্ষী বটে ; কি পক্ষী বলা যায় না ; কুক্কুট কি হয় ? ময়ূর হইতে পারে ; কেন পদায়ুধ ? অনেক পক্ষীরই তীক্ষ্ণ নখ আছে ; সুতরাং তীক্ষ্ণ নখ দেখিয়া 'পদায়ুধ' নাম দিলে অনেক পক্ষীকেই 'পদায়ুধ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। অভিধানে কিন্তু 'পদায়ুধ' বা 'চরণায়ুধ' শব্দে কুক্কুট ব্যতীত অন্য পক্ষীকে বুঝায় না। 'কুক্কুট' অর্থ করার পক্ষে কি বাধা আছে, নীলরতন বাবু বলেন নাই ; কুক্কুট-শব্দে বৃন্দাবনের পবিত্রতা নষ্ট হয় কি ? ময়ূর কি কাক ও কুক্কুটের ন্যায় শব্দ দ্বারা প্রভাতের সূচনা করিয়া থাকে ? যে স্থলে অভিধান ও স্বভাব উভয়ই কুক্কুটের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে, সে স্থলে কি জন্য যে কুক্কুট

* সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাস হইতে গৃহীত দেওয়া হইয়াছে।

বেচারাকে তাড়াইয়া তাহার স্থলে অজ্ঞাত-নামা কাল্পনিক একটি পক্ষীকে খাড়া করিতে হইবে, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

(২) 'পাউষ'—(সং 'প্রাবৃষ' শব্দ-জাত) বর্ষা; যথা,—

'নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে'।

—চণ্ডীদাস, ৩৫৫ সং পদ।

নীলরতন বাবু 'পাউসের' লিখিয়াছেন এবং 'পাউস' শব্দের 'বর্ষার নূতন ঢল' অর্থ করিয়াছেন; বস্তুতঃ 'পাউষ' বা 'পাউখ' বর্ষা অর্থেই পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) 'পাগা'—(সং 'পক্ক' শব্দ-জাত) পক্ক; যথা,—

"প্রিয় সঙ্গে রস রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা"

উদ্ধৃত পংক্তিটি কোথায় পাইয়াছি, বহু অনুসন্ধানেও এখন তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

(৪) 'পাটা'—(সং 'পট্টক' শব্দ-জাত) শিল; যথা,—

"কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা॥"

—গৌরপদ-তরঙ্গিণী, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

(৫) 'পাটাবুকী'—যে স্ত্রীলোকের বুক শিলের ন্যায় কঠিন; যথা,—

"মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর"

—পদকল্পতরু, ২৫১৭ সংখ্যক পদ।

(৬) 'পার্য্যমাণে'—(সং পার ধাতু কর্ম্ম-বাচ্যে 'শানচ্' প্রত্যয়) পারত্‌পক্ষে; যথা,— 'আমি পার্য্যমাণে আপনার নিকট যাইতে ত্রুটি করিব না'। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ প্রয়োগ দেখিয়াছি স্মরণ হয়, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, বলিতে পারিব না।

(৭) 'পিয়ল'—(সং—'পীত' শব্দ-জাত) পীত-বর্ণবিশিষ্ট; যথা,—

"পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে।"

—চণ্ডীদাস, ১৮৯ সং পদ।

নীলরতন বাবুর সংস্করণে 'পিয়ল' শব্দের স্থলে অশুদ্ধ ও অপ্রামাণিক 'পিঙ্গল' পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'পিউলী' শব্দটির সহিত তুলনীয়।

(৮) 'পুনি'—(সং—'পূর্ণিমা', মৈথিল 'পুনিম') পূর্ণিমা;—

"রমণী মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী॥" —চণ্ডীদাস, ৬৯৩ সং পদ।

"অমার প পুনির ভি।
বাপের ঘরে না যায় ঝি॥"—ডাকের উক্তি।

অর্থাৎ অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপৎ ও পূর্ণিমার পরবর্ত্তী তৃতীয়ার স্ত্রীলোকের পিত্রালয়ে যাত্রা নিষিদ্ধ। (তুলনা করুন,—'কৃষ্ণা তৃতীয়া প্রতিপচ্চ শুক্লা' ইত্যাদি জ্যোতির্ব্বচন)।

নীলরতন বাবু 'পুনি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পুনর্ব্বার, পূর্ণিমা অর্থ হয় না'। আমাদের বক্তব্য এই যে, শারদীয় পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত প্রথম রাস-কেলি করেন বলিয়া ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে আর ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত তাঁহার বিলাস সঙ্ঘটিত হয় নাই। চণ্ডীদাসকে এই রাস-লীলার পদে ভাগবতীয় বর্ণনারই অনুসরণ করিতে দেখা যায়; এরূপ অবস্থায় 'পুনি' শব্দের 'পুনর্ব্বার' অর্থে এ স্থলে সঙ্গত হয় কি? চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত 'পুনি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু ডাকের প্রাচীন উক্তিতে 'পুনি' শব্দের 'পুনর্ব্বার' বা অন্য কোন অর্থ হয় কি? উভয় স্থল তুলনা করিয়া চণ্ডীদাসের 'পুনি' শব্দের অর্থ 'পূর্ণিমা' করাই কি সঙ্গত নহে?

(৯) 'পুয়া'—(সং 'পূপ' শব্দ-জাত) পিষ্টক-বিশেষ; যথা,—

"পুরি পুয়া খাজা পেড়া সরভাজা
রাধিকা করিয়াছিলা।"

—পদকল্পতরু, ২৫১৬ সং পদ।

তুলনা করুন—'মালপুয়া', 'পুয়া পিঠা'।

(১০) 'পোক পাড়া'—পোকার ন্যায় ভিন্ন উৎপাদন করা অর্থাৎ অবিকৃত বস্তুকে বিকৃত করা; যথা,—

"এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক করে ক্ষেমা।"

—পদকল্পতরু, ২৫০১ পদ।

(১১) 'বন্ধন', 'বন্ধান'—(সং 'বন্ধ') ভঙ্গী (Posture); যথা,—

"শ্রীবাস-অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে
নাচত গৌরাঙ্গ রায়।"—প-ক-ত, ২৬৬ পদ।

"বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান"

—ভারতচন্দ্র; বিদ্যাসুন্দর।

(১২) 'বান'—(সং 'বর্ণ' শব্দ-জাত; হিং—'বান'; ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) কান্তি, ঔজ্জ্বল্য; যথা,—

"গোবিন্দ দাস কহ আপন পরখ দেহ
হেম ধরউ নিজ বান।"—পদকল্পতরু, ৩১০ সং পদ।

(১৩) 'বারাসত', 'বারাসিয়া' বা 'বারা'সে'—(সং-'দ্বাদশমাসিক' শব্দ-জাত ;) বার মাসিয়া অর্থাৎ অকাল-জাত ; প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত "কাশী-পরিক্রমা" ২১৭।১২ দ্রষ্টব্য।

(১৪) 'বিগান'—(সং—'বি-গীতম্') নিন্দা ; যথা,—

"গুরুজন পরিজন কেহ নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।"

—পদকল্পতরু, ২৬৩ পদ।

(১৫) 'বিতথা'—(সং) দুরবস্থা ; যথা,—

"এ মোর বিতথা সে বন-দেবতা
শুনি চমকয়ে চিতে।"

—জ্ঞানদাস ; প-ক-ত, ৭১২ পদ।

(১৬) 'বেদনী'—(সং 'বেদনা' শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'ঈ' প্রত্যয়) সমবেদনা-কারিণী ; যথা,—

"কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী সই।"

—প-ক-ত, ৬৮৯ পদ।

(১৭) 'বেয়াজ'—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'বেয়াজ...ষ্য, (সং ব্যাজ)। ব্যাজ, প্রঃ—(জ্ঞানদাস)।' বস্তুতঃ 'বেয়াজ' শব্দের অর্থ 'ব্যাজ' লিখিলে অর্থ প্রকাশ পায় না। জ্ঞানদাসের প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায় তিনি কোন্ অর্থে 'বেয়াজ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বুঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে 'ছল' বা 'কৈতব' অর্থেই 'ব্যাজ' শব্দ প্রসিদ্ধ বটে ; বোধ হয়, যোগেশ বাবুর সেই অর্থই অভিপ্রেত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিলম্ব' ও 'টাকার সুদ' অর্থেও 'বেয়াজ' শব্দের ব্যবহার আছে। যোগেশ বাবু উহার উল্লেখ করেন নাই। 'বেয়াজ'—বিলম্ব ; যথা,—

"শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনি যদি দেখবি না কর বেয়াজ॥"—প-ক-ত, ৩১০ পদ।

'বেয়াজ'—টাকার সুদ ; যথা,—

"শুন সজনি ও নাগর শ্যাম-রাজ।
মূল বিনু পর-ধন মাগয়ে বেয়াজ॥"

—বিদ্যাপতি ; প-ক-ত, ২৩৮ পদ।

বোধ হয়, 'ব্যাজ' শব্দের 'ছল' অর্থ হইতেই 'অশুভস্য কাল-হরণম্' এই নীতি অনুসারে 'ছল করিয়া কাল-হরণ করা' অর্থ ; উহা হইতে 'বিলম্ব' অর্থ ও সেই অর্থ হইতে 'বিলম্ব-জনিত ক্ষতিপূরণ' বা 'টাকার সুদ' অর্থ আসিয়াছে।

(১৮) 'বৈদগধি'—(সং—'বৈদগ্ধী') রসজ্ঞতা ; যথা,—

"আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা সুগধী ॥"—প-ক-ত, ৭৮২ পদ।

(১৯) 'ভাজ…ধাতু'—(সং—ভঞ্জ ধাতু-জাত) 'ভাজে'—ভঙ্গ দেয়, পলায়ন করে; যথা,—

"রতি-পতি ভয়ে ভাজে।"—প-ক-ত, ৬৫৬ পদ।

(২০) 'ভায়ই'—(সং—ভ্রাতৃজায়া ; হিং 'ভাবজ', 'ভাবি') ভ্রাতৃ-জায়া ; যথা,—

"লোক-চরচাতে ভাসুর-ভায়ই
এমতি থাকিব আমি।"

—প-ক-ত, ৭৫৫ পদ।

(২১) 'ভালে ভালে'—(বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 'ভাল' শব্দ দ্রষ্টব্য) ভালয় ভালয়, যথা,—

"বিষম কপট তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি।"

—প-ক-ত, ৫৫৩ পদ।

(২২) 'ভুক্'—(সং—'বুভুক্ষা' শব্দ-জাত) ক্ষুধা ; যথা,—

"খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক্।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮০৮ পদ।

(২৩) 'মহতী'—(সং) বীণা-বিশেষ ; যথা,—

"বাজত বীণ মহতী কপিনাস।"—বিদ্যাপতি।

(২৪) 'মহাভাব'—(সং) রাগাত্মক প্রেম-ভক্তির চরম অবস্থা ; যথা—

"দেখ দেখ প্রেম-সিন্ধু অবতার।
তহিঁ পুন নিমগন নাহি জানে রাতি-দিন
বুঝি সে মহাভাব-সার ॥"—প-ক-ত, ৩৫১ পদ।

(২৫) 'মাতা'—ণ, (সং—'মত্ত' শব্দজাত) মত্ত ; যথা,—

"চলে যেন গজরাজ মাতা"—প-ক-ত।

(২৬) 'মাধাই'—(সং—'মাধব' শব্দ-জাত) শ্রীকৃষ্ণ ; 'মাধব' নামের অপভ্রংশ, যথা,—

"হাসি মুখ মোড়ই চাট মাধাই"—প-ক-ত।
"জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল।"—প-ক-ত।

(২৭) 'মিরিতি'—(সং—'মৃতি' শব্দ-জাত) মৃত্যু ; যথা,—

"পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইয়া
পিরিতি গুরুয়া তায়।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৯১৭ পদ।

(২৮) 'মুগধী'—(সং 'মুগ্ধা' শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ) মুগ্ধ-স্বভাবা ; 'বৈদগধি' শব্দে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

(২৯) 'মুদামী'—(বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'মুদাম' শব্দ দ্রষ্টব্য) চির-স্থায়ী ; যথা—'মুদামী বন্দোবস্ত'। 'সর্ব্বদা' অর্থ-বাচক আরবী 'মুদাম' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালায় দেখি নাই। আদালতী ভাষায় 'মুদামী' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

(৩০) 'মোহ মোহ কৃ...ধাতু' (প্রাকৃত 'মহ মহ' ধাতু—'মহমহই মলয়বাও' হাল-সপ্তশতী ৫।৯১ ;) মোহিত করে ; আমোদিত করে ; যথা,—

'যতনে সাজানু ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।"—প-ক-ত, ৩৪৭ পদ।

চলিত কথায় 'গন্ধে ম-ম করিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩১) 'যছু'—(সং—'যস্য' ; প্রা—'জস্স') যাহার ; যথা,—

"অনুখন নব নব যছু অভিলাষ।"—প-ক-ত, ৪৮৬ পদ।

(৩২) 'যক্ষ'– কৃপণ ; (বহু কালের সঞ্চিত ও অব্যবহৃত ধনাদি যক্ষে অধিকার করে, এই লৌকিক বিশ্বাস হইতেই প্রথমে 'কৃপণের ধন' ও 'যক্ষের ধন' সমার্থক ও পরে কৃপণের নামান্তর 'যক্ষ' হইয়াছে বিবেচনা হয়।

(৩৩) 'যোধ-পতি'—(সং 'যোদ্ধৃ-পতি' শব্দ-জাত) সেনাপতি ; যথা,—

"সোই যোধপতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ।"—প-ক-ত, ৮৫৮ পদ।

(৩৪) 'রসাভাস'—(সং 'রসাভাস' শব্দের 'অনুচিতার্থক বাক্য' হইতে 'অশ্লীল' অর্থ আসিয়াছে) অশ্লীল-বাক্য ; যথা,—

'রসাভাসে যে বোল বোলে শুন্যা লাজে মরি।"—প-ক ত, ৯৫১ পদ।

(৩৫) 'রসিয়া'—(সং—'রসিক' শব্দ-জাত ;)

'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া'
বিদ্যাপতি ;—প-ক-ত, ১৯০৪ পদ।

'কোথায় রহিলে রসিয়া নাগর শ্যাম।'
বাঙ্গালা গান।

(৩৬) 'রাজি'—(সং—'রাজ্য' ; হিং—'রাজ্', বাং—'রাজি') রাজ্য ; যথা,—

'হেদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।
কালা-মাণিকের বাতাসে এ বুঝি
মজিল গোকুল-রাজি ॥"
—প-ক-ত, ৬৯৮ পদ।

(৩৭) 'রে'—বিভক্তি। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বনাম পদে এবং কদাচিৎ

বিশেষ্য পদে 'কে' স্থানে, প্রায়ই পড়ে, এবং তাহার, প্রঃ—যারে—যাহাকে, তাহারে—তাহাকে।" 'কে' স্থানে ব্যবহার্য্য রহে, এরূপ 'রে' বিভক্তিও প্রাচীন বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়; যথা,—

"বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হৈয়া
শুতিয়া রহিলুঁ মুঞি দিনে।"

—প-ক-ত, ১৪৮ পদ।

এ স্থলে 'বন্ধুরে' শব্দের অর্থ 'বন্ধুর জন্য'; সুতরাং 'রে' চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এ স্থলে ইহার পরিবর্ত্তে 'কে' বসিতে পারে না। 'কি ক্ষণে জলেরে গেলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'নিমিত্তার্থে চতুর্থীই' বুঝিতে হইবে।

(৩৮) 'লখিল'—(সং—'লক্ষ' ধাতুর উত্তর বাঙ্গালা কৃৎপ্রত্যয় 'ল'-যোগে সিদ্ধ) লক্ষিত; লক্ষ্য করার যোগ্য; যথা,—

"লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥"

—প-ক-ত, ৭৯০ পদ।

অতীত কালের অর্থে ও যোগ্যার্থে বাঙ্গালা কৃৎপ্রত্যয় 'ল' প্রযুক্ত হয়; সুতরাং উদ্ধৃত পংক্তি পুনরুক্তি-দুষ্ট মনে করিলে উহার প্রথম 'লখিল' শব্দের অর্থ 'লক্ষিত' ও দ্বিতীয় 'লখিল' শব্দের অর্থ 'লক্ষ্য করার যোগ্য' করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে,—"(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ (মৎকর্তৃক) লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হইল না; (উহা) লক্ষ্য করিবার যোগ্য নহে; (কেন না), যে অঙ্গে পড়ে দিঠি ইত্যাদি।'

(৩৯) 'লগে'—(সং—'লগ' ধাতু-জাত) সঙ্গে; যথা,—

"আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই
চণ্ডীদাস যায় লগে।"

চণ্ডীদাস;—সা-প সংস্করণ, ৩৩ পদ।

নীলরতন বাবু 'লগে' স্থলে 'নগে' পাঠ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'নগে...৩৩ (অর্থবোধ হইল না)।' বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে 'লগে' শব্দের অধুনা ব্যবহার নাই; পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে ইহা চলিত কথায় বহুল ব্যবহৃত হয়। আমরা চণ্ডীদাসের পদে অন্যত্র 'লগে' বা 'নগে' শব্দ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের এই প্রয়োগটি প্রণিধান-যোগ্য।

(৪০) 'লাখবান'—(বাং—'দশবান' ও 'শতবান' শব্দের সহিত তুলনীয়) লক্ষ বার দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত; ('আইন্-ই-আক্‌বরি' গ্রন্থে আক্‌বরের রাজত্বকালের 'দশ-বান্নি' স্বর্ণের বর্ণনা দ্রষ্টব্য; ঐ স্বর্ণ ক্রমে দশ বার বহ্নি-দাহ দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইত। এ জন্যই 'আকবরি' মোহরের অত আদর হইয়াছিল কি? 'শত-বান' ও 'লাখ-বান' স্বর্ণ কষি-

কল্পনা-মূলক অতিশয়োক্তি)। 'লাখবান' যথা,—

"লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে চরচর গোরা অঙ্গের মু জাও নিছনি॥"

—প-ক-ত, ২৬১ পদ।

(৪১) 'শূধবূধ'—(ফারসী 'শুধ্‌বুদ'; ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) সামান্ত জ্ঞান বা অনুভূতি; যথা,—

'শূধ বূধ সব খোয়'—প্রাচীন পদাবলী।

(৪২) 'শতবান'—('লাখবান' শব্দ দ্রষ্টব্য) শত বার দাহ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত স্বর্ণ (অতিশয়োক্তি)। যথা,—

"অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোনা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥"

—জ্ঞানদাস; প-ক-ত, ৫১৩ পদ।

(৪৩) 'সঞে'—(সং—'স্মাৎ' বিভক্তির অপভ্রংশ, যথা—'সর্ব্বস্মাৎ', 'পূর্ব্বস্মাৎ'; হিং—'সেঁ') পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন=হইতে; যথা,—

"কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহিঁ তেজল সগরি॥"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ২১২ পদ।

(৪৪) 'সঙ্গাত'—(সং—'সংযত' (ভাবে 'ক্ত')=সংযম) ক্ষমা; যথা,—

"এ-খনি মানিনি করহু সঙ্গাত।"

—বিদ্যাপতি; প-ক-ত, ৩৮৬ পদ।

(৪৫) 'সন্দেশ'—('সন্দেশ' শব্দের 'উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন' অর্থ হইতেই 'দুর্লভ বস্তু' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে;) 'সন্দেশ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচার সা-প-পত্রিকা, ১৩২০ সালের ৩য় সংখ্যার "প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য; দুর্লভ বস্তু; যথা,—

"এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥"—প-ক-ত, ১৯১ পদ।

(৪৬) 'সবে'—(সং 'সাকল্যে' শব্দের সাদৃশ্যে 'সবে' হইয়াছে) শুধু, কেবল; যথা—"সবে ধন নীলমণি।' প্রাচীন সাহিত্যে 'সভে' ও 'সবে' শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য আছে। "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে সর্ব্বাগ্রে সেই পার্থক্যটি উপস্থাপিত করেন। প্রাচীন সাহিত্যে 'সকল লোকে' অর্থে 'সভে' ও 'কেবল' অর্থে 'সবে' শব্দ ব্যবহৃত হইত। যোগেশ বাবু মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গল' হইতে 'সভে' শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন,—

"সভে দোষ সীমন্তিনী সবে শ্বশুরা।'

এ স্থলে 'সভে' শব্দের 'সকল লোকে' অর্থ সুসঙ্গত হয় না ; আমাদিগের বিশ্বাস, এ স্থলে লিপিকর-ভ্রমে 'সবে' স্থলে 'সভে' এবং 'সভে' স্থলে 'সবে' হইয়াছে ; প্রকৃত পাঠ হইবে,—'সবে দোষ সীমন্তিনী সভে স্বতন্তরা'। অর্থাৎ সর্ব্বগুণসম্পন্না নারীদিগের কেবল এইমাত্র দোষ যে, তাহারা সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী।'

(৪৭) 'সমতি'—(সং—'সম্মতি' হিং—'সুমৃতী') সম্মতি ; উত্তর ; যথা,—

"শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥"

—জ্ঞানদাস ; প-ক-ত, ৪১ পদ।

(৪৮) 'সাটোপ'—(সং—'সাটোপ') আড়ম্বরের সহিত ; যথা,—

'বিশাখা সাটোপে বলে'—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

এই 'সাটোপ' হইতেই সমানার্থক 'আটব-সাটব' যুক্ত শব্দের উদ্ভব হইয়াছে ; যথা,—

"সে সব আটব- সাটব দেখিতে
রাধিকা ডরলি ডরে।"

—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

(৪৯) 'সিঙ্গিড়া'—(ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) রোমাঞ্চ ; যথা—

'কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড়
শুনিতে সিঙ্গিড়া পড়ে গায়।'

—প-ক-ত, ২৪৮৭ পদ।

(৫০) 'সুগড়', 'সুঘড়'—(সং—'সুঘটিত' শব্দ-জাত ; হিং—'সুঘড়') সুন্দর ; 'সুগড়' যথা,—

'যে পহুঁ নাগর সুগড় মূরতি।'

—চণ্ডীদাস, ৩৯ পদ।

'সুঘড়' যথা,— 'নাচে রে নাগর-শিরোমণি।
যুথে যুথে পাটোয়ার সুঘড় রমণী॥"

—প-ক-ত, ১২৭৫ পদ।

(৫১) 'সুজান'—(সং—'সুজন') সজ্জন ; যথা,—

"তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥"

—প-ক-ত, ১৭০ পদ।

(৫২) 'হাজত'—(আ—ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) প্রয়োজন ; যথা,—

'হাজত্ ইরসাল' অর্থাৎ মালিকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় দ্বারা যে মুনাফা ইরসাল করা হয় (জমিদারী সেরেস্তায় বহুল ব্যবহৃত)।

(৫৩) 'হামিল'—(আ°—'হামিলা') গর্ভবতী যথা,—'এই স্ত্রীলোক হামিল হইয়াছে' (আদালতী ভাষা)।

(৫৪) 'হেট-মুড়্যা'—(বা° শব্দ-কোষ 'হেট' ও 'মুড়া' শব্দ দ্রষ্টব্য) অবনত-মস্তক; যথা,—

'চলমল্যাকে চতুর বলি হেট-মুড়্যাকে জপু।'

—প-ক-ত, ৯৫২ পদ।

(৫৫) 'হোর'—(ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত) প্রায়ই 'দেখ' ধাতুর যোগে ব্যবহৃত হয়; যথা,—

"হোর দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।"

—প-ক-ত, ১৩২৬ পদ।

'হোর দেখ' বাক্যটি লিপিকর-প্রমাদবশতঃ অনেক স্থলে 'হের দেখ' পাঠে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত 'হের দেখ' পাঠ পুনরুক্তি-দুষ্ট। 'হোর দেখ' বাক্যের 'হোর' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত উহার নিশ্চিত অর্থ বলা কঠিন; তবে প্রয়োগ দৃষ্টে 'এই দেখ' বা 'সম্মুখে দেখ' অর্থই প্রতীত হয়।

(৫৬) 'মুশখ্খসী'—(আ° 'মুশখ্খস'; ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য) কায়েমী, চিরস্থায়ী; যথা,—মুশখ্খসী পাট্টা' (আদালতী ভাষা)।

(খ) ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি

আমরা এখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিব।

(১) 'পনা'—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'পনা' প্রত্যয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রত্যয় (সং পণ—ব্যবহার)। ব্যবহারে, প্রঃ—গিন্নী-পনা।'

এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, অমর-কোষে পাঁচটি স্থলে 'পণ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 'ব্যবহার' অর্থ কোথায়ও পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'ব্যবহার' অর্থে 'পণ' শব্দের প্রয়োগ পাই নাই; সুতরাং অন্য কোন অভিধানে ঐরূপ অপ্রসিদ্ধ অর্থ লিখিত থাকিলেও সেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ-গ্রহণে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের 'পন', 'পনা', 'পা' প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যাপক প্রত্যয় প্রচলিত হইবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ 'পণ' শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, উহা প্রত্যয় নহে; উহার সহিত অন্য শব্দের সমাস হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রত্যয়-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না; সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যে কোন শব্দকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তৃতীয়তঃ 'পণা' প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশের জন্য সংস্কৃতে 'ত্ব' ও 'তা' প্রত্যয় আছে; ভাষা-সাহিত্যে সেই 'ত্ব' বা 'তা' গৃহীত

না হইয়া যে অপ্রসিদ্ধার্থ 'পণ্' শব্দযোগে 'ত্ব' প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনা হয়, 'পন্', 'পনা' ও 'পা' প্রত্যয়গুলি 'ত্ব' প্রত্যয়েরই অপভ্রংশ। সংস্কৃতে 'ত্ব' প্রত্যয়ান্ত শব্দমাত্রেই ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'ত্ব' প্রত্যয় 'ত্বং' রূপে পরিণত হয়; 'ত্বং' প্রত্যয়ের প্রকৃত উচ্চারণে 'ত' অক্ষর মৃদু-ভাবে ও 'ব্‌ম্' সবলে উচ্চারিত হয়; অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে প্রস্বন-হীন 'ত্' অংশ লুপ্ত হইয়া 'ব্‌ম্' অংশ অবশিষ্ট থাকা ও পরে তাহা 'পন্' রূপে পরিণত হওয়া খুব স্বাভাবিক। 'পন্' হইতে 'পনা' এবং পরে 'ন'-কার লোপে হিন্দী প্রত্যয় 'পা' সিদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নহে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার না করিলে সং স্কৃতের গুণ-বাচক সর্ব্ব-ব্যাপক 'ত্ব' প্রত্যয়টি কি জন্য যে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে বর্জ্জিত হইল, ইহা প্রকৃতই একটি গভীর রহস্য বটে।

(২) 'পয়', 'পয়মন্ত'—যোগেশ বাবু 'পয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং—ভগ—সৌভাগ্য। ভগ—ভয়—পয়। তু° মং পায়গুণ—ভাগগুণ)।' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত; আমাদিগের বিবেচনা হয়, সংস্কৃত 'পদ' ও 'পদবান্' শব্দ হইতেই 'পয়' ও 'পয়মন্ত' উদ্ভূত হইয়াছে। 'পদ' শব্দের 'স্থান' অর্থ হইতে 'সৌভাগ্য' অর্থ সহজেই আসিতে পারে। 'পদ' শব্দ-জাত 'পায়া' যথা,—'খাটের পায়া', 'রাজ-পায়া', 'বড় পায়া' চলিত ভাষায় যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

(৩) 'পানা…ধাতু'—যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন,—"(হি° পন্‌হা ম° পান্‌হ ধাতু)"। ইহা দ্বারা 'হি' পন্‌হা' ধাতুর উৎপত্তি বুঝা যায় না; সংস্কৃত 'প্র+ণিজন্ত 'স্নু' ধাতু হইতে প্রাকৃত 'পহ্না' ধাতু ও উহা হইতে হিন্দি 'পন্‌হা' ও বাঙ্গালা 'পানা' ধাতু উদ্ভূত হইয়াছে। হালসপ্তশতী গ্রন্থে 'পহ্না' ধাতুর প্রয়োগ আছে।

(৪) 'পাপিয়া'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(হি° পপীহা। সং পিক হইতে। *পিক+ইয়া—পিকিয়া—পপীহা ?)' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত ও অসম্ভব বোধ* হয়। পাপিয়ার সহিত পিকের আকার কিংবা স্বরগত এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই, যাহাতে 'পিক' হইতেই 'পাপিয়া' উদ্ভূত করিতে হইবে। পাপিয়া পাখী 'পিউ পিউ' শব্দে ডাকে; যেমন কোকিলের 'কুঃ কুঃ' শব্দ হইতে উহার ইংরেজি নাম 'কুক্কু' হইয়াছে, সেইরূপ 'পিউ পিউ' বা 'পিহু পিহু' হইতে 'পাপিয়া' বা 'পপীহা' নামের সহজেই উৎপত্তি হইতে পারে।

(৫) *'পুড়…ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—(সং পুট ধাতু হইতে। হি° ম°তে সং জ্বল ধাতু হইতে। বা°তেও জ্বল ধাতু আছে)।" সংস্কৃত 'পুট' ধাতুর 'সংযোগ' অর্থই প্রসিদ্ধ; তবে 'পুট' ধাতুর 'চূর্ণীকরণ' অর্থও গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইল। দাহ ব্যতীতও 'চূর্ণীকরণ'* সিদ্ধ হয়, সুতরাং 'পুট' ধাতুর চূর্ণীকরণ অর্থ হইতে 'দাহ' অর্থ সিদ্ধ করা কষ্টকল্পনা মনে হয়। সংস্কৃত 'প্লুষ্' ধাতুর 'দাহ' বা 'ভস্মীকরণ' অর্থ খুব প্রসিদ্ধ। 'প্লুষ্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'প্লুষ্ট' পদ সিদ্ধ হয়; উহার অর্থ 'দগ্ধ'; যথা,—

"পটুতরদবদাহাৎ প্লুষ্ট-শষ্প-প্ররোহাঃ।"—ঋতুসংহার।

'প্লুষ্ট' হইতে 'প্লুট্ঠ'—'পুঠ্ঠ'—'পুড়া' সিদ্ধ হইতে পারে। ভাব-বাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'দাহ' অর্থে 'প্লুষ্ট' পদ সিদ্ধ হয়; সুতরাং তদুৎপন্ন 'পুড়া' শব্দ 'ধূমায়তে' প্রভৃতির ন্যায় নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৬) 'পুয়া', 'পোয়া'—যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'পোতক' বা 'পুত্রক' হইতে গাছের চারা অর্থে 'পুয়া' বা 'পোয়া' শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। বাল আম্র-বৃক্ষ অর্থে 'চূত-পোতক' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ থাকিলেও, তদ্দ্বারা 'পোয়ার' ন্যায় স্থানান্তরিত করার যোগ্য গাছের চারা বুঝায় না; সুতরাং আমরা 'পোয়া' বা 'পুয়া' সংস্কৃত 'প্ররোহ' শব্দ হইতে জাত বলিয়াই বিবেচনা করি। 'প্ররোহ' হইতে 'পরোহ'—'পওহ'—'পোহা'—'পোয়া' সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৭) 'পোষ্টাবর'—যোগেশ বাবু পত্র-ব্যবহারে 'পোষ্টাবর' শব্দ প্রযুক্ত হয় লিখিয়াছেন; কিন্তু আমরা 'পোষ্টৃবর' পাঠেরই ব্যবহার দেখিতেছি; 'মহিমাবর' শব্দের ন্যায় 'পোষ্টাবর' অশুদ্ধ প্রয়োগ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'মহিমবর', 'পোষ্টৃবর'ই লিখিয়া থাকেন।

(৮) 'প্রতুল'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—"(সং? সং প্রচুর হইতে। চ—ত, র—ল)। প্রচুর, পর্য্যাপ্ত, প্রঃ—এ বৎসর বর্ষা না হইলে প্রতুল হবে। (সং প্রতিকূল হইতে?)।" যোগেশ বাবুর প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও 'প্রচুর' ও 'প্রতিকূল' শব্দের ন্যায় দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধার্থক শব্দ দ্বারা 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপাদন-চেষ্টা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজেও এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, উহার 'প্রচুর' বা 'পর্য্যাপ্ত' অর্থ আমরা দেখি নাই। আমরা 'প্রতুল' শব্দ 'অনুকূল-নিষ্পত্তি' অর্থেই ব্যবহৃত দেখিয়াছি। যথা—'মোকদ্দমা প্রতুল হইয়াছে', 'কালী প্রতুল-কর্ত্রী' ইত্যাদি। যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত উদাহরণেও 'প্রচুর' অর্থ অপেক্ষা এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। 'প্রতুল' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকৃত পক্ষেই দুর্জ্ঞেয়। যোগেশ বাবুর ন্যায় আমরাও একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি দিতে চাই। প্রাচীন সাহিত্যে 'তুমুল' বা 'হুল-স্থূল' অর্থে 'তুল' শব্দের প্রয়োগ আছে; যথা,—

"বাশুলি-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
আন্ধকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল॥"

—পদরসসার, ১৮১৮ পদ।

এই 'তুল' শব্দের আগে প্রকর্ষার্থক 'প্র' উপসর্গ-যোগে 'প্রতুল' শব্দ ও উহার 'হুলস্থূল' অর্থ হইতে উৎসব উপলক্ষে 'ধূমধাম' ও উহা হইতে 'মঙ্গল' অর্থ আসিতে পারে না কি?

(৯) 'কেলসাজি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—'কেলসাজি—ক (আ' কেল—কর্ম,

সান্নি—দ্বিতীয়। ইহা হইতে)। ব্যভিচার হেতু গর্ত। (আদাঃ)' বস্তুতঃ এইরূপ অর্থে 'ফেলসানি' শব্দের ব্যবহার আমরা দেখি নাই। আদালতী ভাষায় ও চলিত কথায় 'ব্যভিচার' অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। ফ্যালন 'ফেল্-ই-শানিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"Evil deeds; prostitution : adultery; unnatural offence।" সুতরাং কদাচিৎ কেহ অজ্ঞতা-বশতঃ 'ফেলশানি' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার করিলেও তাহা সমর্থন-যোগ্য নহে।

(১০) 'বগলা'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—'(সং বক হইতে। বক+লা—সাদৃশ্যে। বোধ হয় সং বলাকা শব্দসাদৃশ্যে। কিন্তু বলাকা—বক, না সারস? হিং বগলা)।' সংস্কৃত 'বলাকা' শব্দের শেষ দুইটি অক্ষরের বিপর্য্যাস দ্বারা 'বকালা' ও উহা হইতে 'বকলা' 'বগলা' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। এ স্থলে সাদৃশ্যে 'লা' আগম অপ্রামাণিক ও অসম্ভব বটে। 'বলাকা' যে বক ব্যতীত অন্য পক্ষী নহে, তাহা নিম্নলিখিত প্রয়োগ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়,—

"উরসি মুরারেরুপহিত-হারে
ঘন ইব তরল-বলাকে।"
—গীতগোবিন্দ, ৫ম সর্গ।

গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধ-মালাঃ।
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥"
—মেঘদূত।

(১১) 'বলন'—যোগেশ বাবু 'বলন', 'বলনি' ও 'বলনী' শব্দত্রয় সংস্কৃত জীবনার্থক 'বল' ধাতু হইতে উদ্ভূত স্থির করিয়া 'বলন' ও 'বলনি' শব্দের অর্থ 'পুষ্টি, স্থূলতা' ও 'বলনী' শব্দের অর্থ 'বলন-বিশিষ্ট' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত-স্থলে "মৃণাকে জিনিয়া মোটা দন্তের বলন", "ভুরুর বলনি কাম-ধেনু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা" (চণ্ডীদাস) ও "সুবলনি মধ্যখানি কি বাখানি তার" বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বাক্যের 'কামধেনু' বোধ হয়, কামধনুর স্থলে ছাপার ভুল; নতুবা অর্থ অত্যন্ত অদ্ভুত ও হাস্যজনক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভুরু ও মধ্য-দেশের কৃশতাই সৌন্দর্য্যের সূচক বলিয়া কবিরা বর্ণন করেন, উহাদিগের স্থূলতা কোনরূপেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। সুতরাং শেষের দুইটি দৃষ্টান্তে 'বলনি' শব্দের 'স্থূলতা' অর্থও সমর্থনযোগ্য নহে। 'মৃণাকে জিনিয়া মোটা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'বলন' অর্থ 'স্থূলতা' সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু অন্য দুই স্থলে ঐ অর্থ অপ্রযোজ্য বলিয়া 'স্থূলতা' অর্থ স্বীকার করা যায় না। সংস্কৃতে আর একটি অন্ত্যস্থ ব-কারাদি 'বল' ধাতু আছে; 'সম্বরণ', 'মিশ্রণ' প্রভৃতি অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়। 'মিশ্রণ' অর্থ হইতে 'গঠন' অর্থ আসা অসঙ্গত নহে। 'বলন' ও 'বলনি' প্রাচীন সাহিত্যে 'গঠন' অর্থেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে; ঐ অর্থ উদ্ধৃত উদাহরণগুলির সর্ব্বত্রই সুসঙ্গত; সুতরাং

'বলন্ত' ও 'বলনি' শব্দের 'স্থূলতা' বা 'আধিক্য' অর্থ সমর্থন-যোগ্য নহে। বর্গীয় ব-কারাদি জীবনার্থক 'বল' ধাতুজাত 'বলন্ত' শব্দ 'বাড়ন্ত' অর্থে চলিত কথায় ব্যবহার আছে; যোগেশ বাবু তাহা শব্দ-কোষে সন্নিবেশিত করেন নাই।

(১২) 'বাজ...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(সং বাজ শব্দ হইতে। ব্রজ ধাতু গতি হইতে সং বাজ। বাজো নিস্বনপক্ষয়োঃ—মেঃ। অপ্র অর্থ যুদ্ধ)। বাজি—আঘাত করি, প্রঃ—চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে শ্যামের পিরীতিবাণ (চণ্ডীঃ)' ইত্যাদি। 'গতি' অর্থবিশিষ্ট 'ব্রজ' ধাতু হইতে 'আঘাত করা' অর্থ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব না হইলেও আমরা উহা সংস্কৃত 'বাধ' ধাতু হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করি,—কারণ, সংস্কৃত ও ভাষা-সাহিত্যে এরূপ অর্থে 'বাধ' ও 'বাজ' ধাতুরই বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 'সন্ধ্যা' শব্দ হইতে 'সঞ্ঝা' ও 'সাঁজ', 'মধ্য' হইতে 'মাঝ' ও 'মাজা' শব্দের ন্যায় 'বাধ' হইতে 'বাঝ' ও 'বাজ' শব্দের উৎপত্তি সহজেই সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত পীড়নার্থক 'বাধ' ধাতু যথা,—

'ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম
স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
তথা ন বাধতে স্কন্ধো
যথা বাধতি বাধতে॥'—উদ্ভট শ্লোক।
'ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে।'

– রঘুবংশ ২।১৪।

পদাবলি-সাহিত্যে যথা,—

'সো তনু পরশে পুলক অনু-বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।'

—প-ক-ত, ৩০৯ পদ।

'যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥'

—প-ক-ত, ২২৩ পদ।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে সংস্কৃত পীড়নার্থক 'বাধ' ধাতুই যে 'বাজ' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে কি?

যোগেশ বাবু যে পূর্ব্বোক্ত ব্রজ ধাতু হইতে 'বাজ' অর্থ-বিশিষ্ট 'বাজ' ধাতু উদ্ভূত করিয়াছেন, তাহাও সমর্থন-যোগ্য নহে। সংস্কৃতে ণিজন্ত বদ ধাতুর—'বাদয়তি' ইত্যাদি পদ প্রসিদ্ধ বটে। উহা হইতে বাদনার্থক 'বাজ' ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে।

(১৩) 'বাজভংস (গ্রা')'—যোগেশ বাবু গ্রাম্য—কিন্তু বহু-প্রচলিত 'বাজভংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং ব্যসনং—বজসনং—'বাজনংস—বাজভংস)।' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্টকল্পিত ও অপ্রামাণিক বটে। সংস্কৃত 'ব্যসন' শব্দের কোন অপভ্রংশ

ভাষা-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ভাষাসাহিত্যে 'ব্যসন' বুঝাইতে 'বায়ু', 'বাই' বা 'বাতিক' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়। 'ব্যসন' শব্দের য-ফলা অপভ্রংশে 'বীজন', 'বেজন', 'বেধা' প্রভৃতির ন্যায় ঈ-কার কিংবা এ-কারে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু উহা অ-কারে পরিণত হওয়া অসম্ভব; তার পর ক্লীবলিঙ্গসূচক অনুস্বার অপভ্রংশে রক্ষিত হওয়া ও 'ন'-কার 'শ-কারে' পরিণত হওয়া—ইহার প্রত্যেকটিই অপ্রামাণিক বটে; সুতরাং আমরা এতগুলি কষ্ট-কল্পনার মালাকে বিশুদ্ধ ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। আমরা ভাষাতত্ত্ববিৎ-গণের আলোচনার জন্য একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি নিম্নে লিখিতেছি। আমাদিগের বোধ হয়, 'বায়ু+অংশ' অর্থাৎ 'বায়ু' ও 'অংশ' দুইটি শব্দ কৌতুক-প্রকাশের জন্য (facetiously) সন্ধি করিয়া 'বায়্বংশ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'য্' অক্ষর 'জ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া 'বায়্বংশ' 'বাজ্জংসে' পরিণত হইয়াছে। 'বায়্বংশ' শব্দের অর্থ সুতরাং বায়ু অর্থাৎ বায়ুরোগের অংশ কিংবা ছিট্ বুঝাইবে। তুলনা করুন,—'লোকটির একটু ছিট্ আছে' অর্থাৎ বায়ু-রোগের বা পাগ্‌লামির ক্ষুদ্রাংশ বা প্রক্ষেপ আছে।

(১৪) 'বাথান'—যোগেশ বাবু 'বাথান' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—'(সং প্রস্থ—সানু—মেঃ। ইহা হইতে প্রস্থান)। মাঠ, প্রঃ—বাথানে রহিল গাই' ইত্যাদি। 'প্রস্থ' শব্দের সহিত 'বাথান' শব্দের অর্থ-গত কি সাদৃশ্য আছে, বুঝা যায় না। 'প্রস্থ' শব্দই বা 'প্রস্থান' হইবে কি করিয়া? ডাক্তার ফ্যালন 'অবস্থান' শব্দ হইতে 'বাথান' শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহা বরং কিঞ্চিৎ সঙ্গত বোধ হয়; কেন না, এরূপ আদ্য অ-কার-লোপের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'অবস্থান' প্রাণি-মাত্রের পক্ষে সাধারণ হইলেও কেবল গবাদির অবস্থান-স্থলীই 'বাথান' শব্দ-বাচ্য হয় কি করিয়া? আমাদিগের বোধ হয়, গো+অবস্থান='গবস্থান' শব্দের আদ্য বর্ণ লুপ্ত হইয়াই 'বস্থান'—'বথান'—'বাথান' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'গোস্বামী'—'গোসাঁই'—'সাঁই' প্রভৃতি আদ্য বর্ণলোপের দৃষ্টান্ত বটে।

(১৫) 'বিক, বিগ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং বিদিক্—বিক্)। দিক্, প্রঃ—যাইছ যমুনা বিকে (জ্ঞানদাস)'। 'বিক' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি বা অর্থ কিছুই সমর্থন-যোগ্য নহে। পদাবলি-সাহিত্যে দান-লীলা প্রসঙ্গে বহু স্থলে 'মথুরার বিকে', 'যমুনার বিকে' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ সর্ব্বত্রই 'বিক্রয়-স্থানে'। 'বিক্রয়' হইতে সহজেই 'বিক্রী' বা 'বিকি' সিদ্ধ হয়। পদাবলির ব্যাকরণ অনুসারে সপ্তমী বিভক্তিতে 'বিকিতে' না হইয়া 'বিকে' হয়; সুতরাং 'বিকে' শব্দের অর্থ 'বিক্রয়ে'। 'যমুনার বিকে' বলিলে লক্ষণা দ্বারা যমুনার অব্যবহিত তীর-বর্ত্তী বিক্রয়-স্থল বুঝা যায়।

(১৬) 'ভাঙ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং ভ্রূভঙ্গ)। ভ্রূভঙ্গ, প্রঃ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদ, বৈষ্ণবপদ।' পদাবলি-সাহিত্যে 'ভাঙ' বা 'ভাঙু' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; উহার অর্থ কুত্রাপি 'ভ্রূভঙ্গ' নহে; সর্ব্বত্রই 'ভ্রূ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত 'ভ্রূ' শব্দের অপভ্রংশ 'ভরু'—'ভউঁ' হইতেই হিন্দী—'ভোঁ', ও প্রাঃ বাঃ 'ভাঙ' বা 'ভাঙু' উদ্ভূত

হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার 'ও' অক্ষরটি 'আও্র' প্রভৃতির মৃদু 'ব' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত না হইয়া 'উ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হইত; পদাবলি-সাহিত্যের 'হও', 'ভাও', 'যাও' প্রভৃতি শব্দে সেই উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং পদাবলির 'ভাও' বা 'ভাঙু' শব্দের সহিত হিন্দী 'ভৌঁ' শব্দের উচ্চারণ-গত বিশেষ পার্থক্য নাই। 'ভাও' যথা,—

'উন্নত ভাওর ভঙ্গী'—প-ক-ত, ১৮৬ পদ।

'না জানিয়ে কোন কলাবতি বাহল
ভাও-ভুজঙ্গিনি-পাশে।'

—প-ক-ত, ৩৪৬ পদ।

'ভাও ধনুয়া ভেল লোচন বাণ'

—প-ক-ত, ৩১৫ পদ।

বলা বাহুল্য যে, ইহার কোন স্থলেই 'ভাও' শব্দের 'ভ্রূ' ব্যতীত 'ভ্রূ-ভঙ্গ' অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না।

(১৭) 'মস্ত' স্ত্রী° 'মস্তানী'। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ফা°)। ঈশ্বরভক্তিতে বিহ্বল। স্ত্রী°—মস্তানী। প্রঃ—কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী। (ভাঃ)—এখানে ভণ্ড-তপস্বিনী।' বস্তুতঃ ফারসী 'মস্ত' শব্দের অর্থ 'মত্ত'; ঈশ্বর-ভক্তিতে মত্ত হওয়া অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ইহা প্রায় সর্ব্বত্র 'সুরা-মত্ত' বা 'কাম-মত্ত' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (ফ্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃত উদাহরণে 'মস্তানী' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ধরিয়া 'ভণ্ড তপস্বিনী' করার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহার সাধারণ অর্থ দ্বারাই 'কাম-মত্তা' বুঝা যাইতেছে। 'মস্তানী' শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও বাঙ্গালা-সাহিত্যে 'মত্ত' অর্থে 'মস্ত' শব্দের প্রয়োগ নাই। 'বৃহৎ' অর্থে 'মস্ত' শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ 'মস্ত' শব্দ যোগেশ বাবুর মতে 'মস্তক' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে উহার সমর্থক প্রমাণ নাই। ফারসী 'মস্ত' শব্দের 'মত্ত' অর্থ হইতে 'দুর্দ্ধর্ষ' ও উহা হইতে 'প্রকাণ্ড' অর্থ আসিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয়; 'মস্ত-রাম' শব্দটি এই অনুমানের সমর্থন করিতেছে। 'মস্ত-রাম' কি না 'মত্ত বলরাম' অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ বলরাম। সুতরাং 'তিনি মস্ত-রাম বীর' বলিলে—'তিনি বলরামের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর' এইরূপ অর্থ হইবে। প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় এখন 'মস্তরাম' পশু ও বৃক্ষাদিরও বিশেষণ হইতেছে। আমাদিগের অনুমান ব্যক্ত করিলাম,—উহার দোষ-গুণ সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

(১৮) 'মাখন'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'কাঁচা দুধ হইতে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থ। (ননী—দই হইতে জাত)'। আমাদিগের প্রথম প্রবন্ধে আমরা যোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাত 'মাখন' ও 'ননী'র পার্থক্য স্বীকার করিয়াও পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে দধি-জাত স্নেহ-পদার্থ 'মাখন' নামে ও কাঁচা দুগ্ধজাত স্নেহ 'ননী' নামে অভিহিত হয় বলিয়া লিখিয়াছি। সম্প্রতি

আমাদিগের উক্তির পোষকতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত প্রাপ্ত হওয়ায়, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। গত বর্ষের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি এল্ মহাশয় 'দুগ্ধজাত খাদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"দুগ্ধ মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে 'দুধের মাখম' বা নবনীত (ননী) এবং দধি মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে "ঘোলের মাখন" বা মাখন বলে।" বিপিন বাবু বৈদ্যক হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

"নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।"
"দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।"
"নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎকষায়াম্লমীষৎ তক্রাংশ-সংক্রমাৎ॥"

ভারতবর্ষ; ৭৬৫।৭৬৬ পৃষ্ঠা।

তাহা হইলেই জানা গেল যে, শুধু 'নবনীত' বা 'মাখন' বলিলে দধি-জাত মাখনই বুঝা যায়। দুগ্ধ-জাত মাখন বুঝাইতে হইলে 'দুধের মাখন' বলা আবশ্যক। 'দুধের নবনীত' শব্দের সংক্ষেপের জন্য শুধু 'ননী' শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যকোক্ত 'নবনীত' মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘোলের অংশ সংক্রমিত হওয়ায় উহা কিঞ্চিৎ 'কষায়াম্ল' হইয়া থাকে—এই উক্তি হইতে উহা যে দধি-জাত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বৈদ্যকের 'নবনীত' শব্দের পরিবর্ত্তে এখন 'মাখন' শব্দ ও 'দুগ্ধোত্থ নবনীত' শব্দের পরিবর্ত্তে এখন 'দুধের মাখন' বা 'ননী' শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

(১৯) 'মানিয়া, মেন্তে, মেনে'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(মান+ইয়া)। মান্য, মানী, প্রঃ—সে মেনে নাগর কে (চণ্ডীঃ)—নারী ভাবায়।' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু স্থলে 'মেন' বা 'মেনে' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আমরা কুত্রাপি 'মানিয়া' বা 'মেন্তে' শব্দ পাই নাই। 'মেন্তে' লিপিকরের প্রমাদ-জনিত পাঠ-ভেদ বলিয়াই বিবেচনা হয়। এই 'মেনে' শব্দের সহিত 'মান' শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সংস্কৃত 'মন্যে' শব্দের অপভ্রংশ-জাত। সংস্কৃত 'মন্যে' উৎপ্রেক্ষা-সূচক অব্যয়। ইহার অর্থ—'না জানি'। 'সে মেনে নাগর কে?' বাক্যের অর্থ 'সেই মান্য নাগর কে?' এইরূপ নহে; ইহার অর্থ—'না জানি সেই নাগর কে?' পদাবলি-সাহিত্যে এই অর্থ হইতে ক্রমে ইহার অন্য অর্থ লুপ্ত হইয়া অনেক স্থলে ইহা কথার মাত্রায় পরিণত হইয়াছে। 'মেনে' হইতেই 'মেন' ও পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রী-ভাবায় ব্যবহৃত 'বেন্' হইয়াছে। 'বেন্' যথা—'আমি বেন্ স্ত্রীলোক, তুমি পুরুষ মানুষ যাও না কেন?' 'আমি বেন্'—'আমি যেন'।

(২০) 'মিঞা…ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মৃত হইতে) মিআই—মৃদু হই, স্ফূর্ত্তিহীন হই, প্রঃ—পান মিআইয়া যায়; আর্দ্র হই, প্রঃ—বর্ষাকালে মুড়ি শীঘ্র মিআয়।'

'মৃত' হইতে 'মিআ' ধাতুর উৎপত্তি দুর্ব্বোধ্য; 'মৃ' ধাতু হইতে বাঙ্গালা 'মর্' ধাতু হইয়াছে; উহার রূপ ও অর্থের সহিত এই 'মিআ' ধাতুর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় 'গান মিআইয়া যায়' বাক্যের 'মিআ' ধাতু 'মৃদ্' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'মৃদ্' ধাতুর উত্তর 'কু' প্রত্যয় দ্বারা 'মৃদু' শব্দটিও সিদ্ধ হইয়াছে। 'মৃদ্' ধাতুর অর্থ 'চূর্ণ করা'; ঐ অর্থ হইতে 'ক্ষীণ করা' অর্থ সহজেই আসে। 'বর্ষাকালে রুটি মিআইয়া যায়' বাক্যের 'মিআ' ধাতু 'স্নিগ্ধীভাব' অর্থে 'মিদ্' ধাতু হইতে জাত হইয়াছে।

(২১) 'মিছরী, মিছরি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মিশ্র-দেশ হইতে ? আ° । হি° মিশ্রী, ম° মিশ্রী মিসরী)। খণ্ড গুড়, প্রঃ—চৈঃ চঃ।'

ইক্ষুজাত রসের চরম পরিণতি 'সিতোপল' অর্থাৎ মিছরীর প্রয়োগ অতি প্রাচীন চরক-সংহিতায় দৃষ্ট হয়; 'মিছরী' যে মিশ্র-দেশ হইতে ভারতে আনীত হইত, তাহার প্রমাণাভাব। চরকে 'মৎস্যণ্ডিকা' নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। অভিজ্ঞ কবিরাজদিগের নিকট শুনিয়াছি, 'মৎস্যণ্ডিকা' ঠিক মিশ্রী অর্থাৎ 'সিতোপল' নহে, তবে মিশ্রীর ন্যায়ই পরিষ্কৃত গুড়-বিকার বটে। কোন কোন কবিরাজ মৎস্যণ্ডিকার পরিবর্ত্তে মিছরী, কেহ বা সাদা চিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'মৎস্যণ্ডী' শব্দ হইতেই যে 'মিছরি' শব্দের উৎপত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগেশ বাবুর লিখিত 'মিছরি' শব্দের 'খণ্ড গুড়' অর্থও সমর্থন-যোগ্য নহে। 'খণ্ড গুড়' দানা-দার গুড় বলিয়াই বোধ হয়; 'মাৎ গুড়' বা তরল গুড় হইতে পৃথক্ করার জন্যই 'খণ্ড' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। শুধু 'খণ্ড' শব্দেও 'গুড়' বুঝায়; যথা,—

'চারি দণ্ড দিবে জাল পরে দিবে খণ্ড'—ডাকের উক্তি।

(২২) 'মিড়'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং মিল—মিলন। স° মর্দন ?) বস্তুতঃ 'মিল' ধাতু হইতে 'মিড়' হয় নাই। 'মর্দন' শব্দের মূল (root) পীড়নার্থক 'মৃদ্' ধাতু হইতে 'মিড়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২৩) 'মিনতি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং বিনতি। ও° মিনতি; মং মিনৎ, মিনতী; হি° বিনতি। তুঃ আঃ মিন্নৎ)। বিনতি, প্রার্থনা'। ইহা দ্বারা 'মিনতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভাল বুঝা যায় না। সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' হইতে প্রাকৃত 'বিণ্ণত্তি' ও উহা হইতে হিন্দি ও বাঙ্গালা 'বিনতি' ও বাঙ্গালা 'মিনতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং 'মিনতি' শব্দের অর্থ ঠিক 'প্রার্থনা' নহে,—ইহার অর্থ 'নিবেদন'।

(২৪) 'মুচকি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'বোধ হয় মূলে স° মুচ মুষ ধাতু শাঠ্য চৌর্য্য হইতে) শঠের ঈষৎ হাস্য; ঈষৎ হাস্য।' বস্তুতঃ 'মুচকি হাসির' সহিত শাঠ্য কিংবা চৌর্য্যের কোনই সম্পর্ক নাই; ডাঃ ক্যালন হিন্দী 'মুসকুরাণা' ধাতু সংস্কৃত 'স্মর+কৃ to smile' ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় 'মুসকি' বা 'মুচকি' সংস্কৃত 'স্মি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'স্মি' ধাতুর অর্থ 'ঈষৎ হসন'। 'স্মি' ধাতুর অপভ্রংশে 'সিমি', 'সুমি' ও বর্ণ-বিপর্য্যাস দ্বারা 'মিসি', 'মুসি' হওয়া খুব স্বাভাবিক।

(২৫) 'মৌরুসি'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(আ° মৌরুসী)। পৈতৃক বাপতি।' বস্তুতঃ 'মৌরুসি' শব্দ আদালতী ভাষায় 'কায়েমী' অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যথা—'মৌরুসি তালুক' অর্থাৎ দান-বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারযুক্ত স্থায়ী তালুক।

(২৬) 'যৈছন'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(বোধ হয় স° যস্মিন্ হইতে হিন্দী যৈস্যা। কিন্তু ছন—ন আসে কেন? যেমন সাদৃশ্যে?)।'

সংস্কৃত 'যস্মিন্' হইতে 'যৈছন' হয় নাই; সংস্কৃত 'যাদৃশ' শব্দ হইতে প্রাকৃত 'জারিস' ও উহার অপভ্রংশ হইতে হিন্দী 'জৈসা' ও বা° 'যৈছে' ও 'যৈছন' উদ্ভূত হইয়াছে। অন্ত্য 'ন'-কারের আগম সম্বন্ধে যোগেশ বাবুর অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়। 'এমন', 'তেমন', 'যেমন' ও 'কেমন' শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্য হইতেই বোধ হয়, 'ঐছন', 'তৈছন', 'যৈছন' ও 'কৈছন' শব্দের অন্ত্য ন-কারাগম হইয়াছে। সংস্কৃত 'ঈদৃশ', 'তাদৃশ', 'যাদৃশ' ও 'কীদৃশ' শব্দগুলিই যথাক্রমে 'ঐছন' প্রভৃতি শব্দের মূল বটে। যোগেশ বাবু 'যৈছন' শব্দের অপর অর্থ লিখিয়াছেন—'যে ক্ষণে (প্রাচীন পদে)।' তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না করায় তাঁহার উক্তির যথার্থতা পরীক্ষা করা গেল না। আমরা পদাবলি-সাহিত্যে 'যৈছন' শব্দের 'যে ক্ষণে' বা 'যে ক্ষণ' অর্থে প্রয়োগ পাই নাই।

(২৭) 'রড়'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(স° রণ ধাতু গতি, শব্দে। স° রণ হইতে পলায়ন, গতি (স° শব্দরত্নাবলী)। দৌড়, প্রঃ—বরযাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড় (ভাঃ)' এই ব্যুৎপত্তির আমরা সমর্থন করিতে, পারি না। সংস্কৃত 'রণ' ধাতু শব্দ-অর্থেই প্রসিদ্ধ; উহার 'গতি' অর্থ গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইলেও উহা হইতে 'রড়' সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় 'র' ও 'ল'য়ের অভেদ হেতু 'রড়' ও 'লড়' শব্দ—উভয়ই উৎক্ষিপ্তীভাব-অর্থ-বিশিষ্ট সংস্কৃত 'লড়' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(২৮) 'সফা'—যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'সফা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পৃষ্ঠা; জমিজমার সমষ্টি-পৃষ্ঠা (জমিঃ)।' বস্তুতঃ জমিদারী সেরেস্তায় 'সফা' শব্দ 'সমষ্টি-পৃষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—'এক পৃষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়; সে জন্যই জমি-জমার কাগজের সমষ্টিতে (total.) '১ সফা', '২ সফা' ইত্যাদি রূপে সফার জমিজমার পরিমাণ লিখিয়া ঠিক দিতে দেখা যায়। '(ডাঃ ক্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য)।

(২৯) 'সমাজ'—যোগেশ বাবু 'সমাজ' শব্দের 'সভা' অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু 'সমাধি-স্থল' অর্থ লিখেন নাই। বৈষ্ণব বা সাধু-মহান্তদিগের সমাধি 'সমাজ' নামেই অভিহিত হয়। এই 'সমাজ' শব্দটি বোধ হয়, 'সমাধি' শব্দ-জাত; 'সমাধি' হইতে 'সমাধ্' ও উহা হইতে 'সমাজ' উদ্ভূত হইয়াছে।

(৩০) 'সহল'—যোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত 'সহল' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'শিথিল, প্রতি-শিথিল'। ডাঃ ক্যালন বিশেষণ 'সহল্' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—Easy (āsān)'। বস্তুতঃ বিশেষণ 'সহল্' শব্দের প্রয়োগ আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাই নাই।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে ও কথ্য ভাষায় 'সহজে সহজে' ক্রিয়া-বিশেষণটির প্রয়োগ দেখা যায়; উহার অর্থ সুতরাং হইবে—'যাহাতে ক্লেশ না হয়, এ ভাবে'; যথা,—

'বলিয়া ছলিয়া সহজে সহজে।
রসিয়া ভমরা পশিলা কমলে॥'
ভারতচন্দ্র;—বিদ্যাসুন্দর।

(৩১) 'সামাই'—যোগেশ বাবু 'সামাই' বিশেষ্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন;— '(স° সংবর হইতে। হি° সামাঈ, সমাব)। সম্বর, প্রঃ—লোভ সামাই করা; এ ঘরে এত লোক সামাই হবে না—এত লোকের স্থান হবে না।'

আমাদিগের বিবেচনা হয়, উভয় দৃষ্টান্তের 'সামাই' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি এক নহে। 'লোভ সামাই করা' বাক্যের 'সামাই' শব্দ 'সংবর' হইতে উদ্ভূত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত উদাহরণের 'সামাই' শব্দ সংস্কৃত সং+পরিমাণার্থক 'মা' ধাতু+অনট্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'সংমান' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'মা' ধাতু যথা,—

'তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভদ্বিষ-
স্তপোধনাভ্যাগম-সম্ভবা মুদঃ।'—মাঘ।

ডাঃ ফ্যালন সংস্কৃত 'সং+মা' ধাতু হইতেই হিন্দী—'সমানা' ধাতুর ব্যুৎপাদন করিয়াছেন এবং 'এ ঘরে এত লোক সামাই হবে না' বাক্যের সদৃশ কতকগুলি হিন্দী প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা উহা হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিব,—

'কাজল তজুঁ কিরকিরা ঔর সুর্মা দিয়া ন জায়ে।
ইন্ নৈনন্‌মেঁ পি বসে দুজা কৌন্ সমায়ে॥

Lamp-black doth prick my eyes, for
eye-paint there's no space,
My love dwells in my eyes, for
aught else there is no place.

আমরা পদাবলি-সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু এখন ব্যস্ততা-বশতঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

ডাক্তার ফ্যালন Endurance; patience অর্থ-বিশিষ্ট 'সমাঈ' শব্দটি সংস্কৃত 'শাম্য' শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উহা 'সংবর' শব্দ হইতে উদ্ভূত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে।

(৩২) 'সিকমি'—যোগেশ বাবু 'সিকমি মহাল' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'যে মহালের খাজনা তালুকদারের মতন একেবারে সরকারকে দিতে হয়।' এই অর্থ প্রকৃত নহে; অধীন মহাল বা তালুককে সিকমি মহাল বা সিকমি তালুক বলে। যে স্থলে তালুকদারগণ খারিজা মহালের খাজানা একেবারে সরকারে অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের ট্রেজারিতে দিয়া থাকেন,

সেই স্থলে সিকমি-দার বা অধীন তালুকদারকে ঊর্দ্ধতন জমিদার বা তালুকদারের সরকারে সিকমি তালুকের খাজানা দিতে হয়।

(৩৩) 'সিধা...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং সম্—ধা ধাতু হইতে। সাঁধ ধাতু দেখ)। সিধাই—প্রবেশ করি, প্রঃ—মলয়ানিল হিমশিখরে সিধায়ল (বিদ্যাপতি), কানু কুশলে পরবেশ সিধায়ল-(জ্ঞানদাস)'। বর্ত্তমান রীতিতে সিধাইল হইত। (অপ্রচলঃ)।' বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণের 'সিধায়ল' স্থলে অনেক প্রাচীন পুঁথিতে 'সিধারল' পাঠ দেখা যায়। 'চম্পতিপতি অব, রাই মানাইতে, আপে সিধারহ কান।' (প-ক-ত, ৪৮২ পদ) ইত্যাদি প্রয়োগ দর্শনে 'সিধারল' পাঠই প্রামাণিক বোধ হয়; তথাপি 'র' অক্ষরের অপভ্রংশে 'য়' হইয়াছে বিবেচনায় যদি 'সিধায়ল' শুদ্ধ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও সংস্কৃত 'সম্—ধা' ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 'সিধায়ল' বা 'সিধারল' সংস্কৃত গমনার্থক 'সিধ্' ধাতু বা 'সাধি' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শব্দ-দর্পণকার লিখিয়াছেন—'প্রবেশ গমনঃ সাধির্গমি স্থানে প্রযুজ্যতে'। সংস্কৃত দূত-কাব্যে 'তবে এখন আসি' এই অর্থে 'সাধয়ামস্তাবৎ' বাক্যের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষায় গমনার্থক 'সিধারনা' ধাতুর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আমরা ফ্যালনের অভিধান হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি,—

'বরসত্ নৈন্ হমারে, সো নিস্ দিন্ বরসত্ নৈন্ হমারে।
সদা রহত্ বর্খা রাতু হাম্ পর্ জব্ সে শ্যাম্ সিধারে॥'—সুরদাস।

পদাবলি-সাহিত্যেও 'সিধারল', 'সিধারহ' ইত্যাদির যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

(৩৪) 'হও'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'হ ধাতুর প্রাচীন ক্রিয়া-পদ। হইতাম, প্রঃ—চণ্ডীঃ।' যোগেশ বাবু প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায় পরীক্ষা করা গেল না। আমরা পদাবলি ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'হও' শব্দের 'হই' অর্থেই ব্যবহার পাইয়াছি। সেইরূপ 'যাও'=যাই, 'পাও'=পাই, 'খাও'=খাই ইত্যাদি।

(৩৫) 'হাবিস'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ই॰ to heave) উত্তোলন; জাহাজের হাইল ঘোরাইয়া জাহাজ থামানা।' 'উত্তোলন'-অর্থক heave হইতে 'হাবিস্' হয় কিরূপে? 'হাইল ঘুরানকে' ইংরেজিতে heaving বলে কি? 'হাবিস্' বা 'হাবিজ্' শব্দটি খালাসী-দিগের ভাষার ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের একটি বন্ধু জাহাজের ইংরেজি-জানা একজন কেরাণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, 'হাবিজ্' শব্দটি ইংরেজি Half ease বাক্যের রূপান্তর। আমাদিগের নিকটে Nautical Dictionary না থাকায় আমরা ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

(৩৬) 'হারামদ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ফা° হরমুজদ্)। দস্যু, সমুদ্র-দস্যু, প্রঃ—কবিকঃ।' শব্দটি 'হারামদ' না 'হার্মাদ্'? পূর্ব্ববঙ্গে 'দস্যু' অর্থে 'হার্মাদ্' শব্দের খুব ব্যবহার নাই। প্রাচীন পারসিকদিগের মঙ্গলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা 'হরমুজদ্'

হইতে অমঙ্গলের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হারমাদের উৎপত্তি কি একান্ত অসম্ভব ও হাস্য-জনক নহে ?* আমাদিগের অনুমান হয় যে, স্পেন-দেশীয় 'Armada' বা যুদ্ধ-জাহাজের বহর হইতে প্রথমে স্পেন-দেশীয় ও পর্ত্তুগিজ জল-দস্যুগণ 'হার্‌মাদ্' শব্দে অভিহিত হইত ; পরে জল-দস্যু মাত্রেই এবং মৌলিক অর্থের বিস্মৃতিবশতঃ ইদানীং দস্যুমাত্রেই 'হার্‌মাদ্' শব্দে অভিহিত হইতেছে। তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের উপকূলে স্পেনদেশীয় ও পর্ত্তুগিজ জলদস্যুর যে নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বটে।

(৩৭) 'হোড়'—যোগেশ বাবু 'হোড়' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মিশ্রণ, প্রঃ—স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি (চৈঃ চঃ)' উদ্ধৃত বাক্যে 'হোড়' শব্দটি 'মিশ্রণ' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই,—'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' (competition) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; উহার পরবর্ত্তী পংক্তিটি দৃষ্টি করিলেই ইহা প্রতীত হইবে ; যথা,—

'স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥' চৈঃ চঃ, আদি-লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সংস্করণেও 'হোড় করি—বাজি রাখিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া' অর্থ লিখিত হইয়াছে ; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাৎপর্য্য কি, তাহা উক্ত সংস্করণের টীকায় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের প্রদর্শিত শব্দ ব্যতীত বাঙ্গালা-শব্দ-কোষে এরূপ আরও অনেক শব্দ আছে, যাহার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত সন্দিগ্ধ। কোনরূপ ব্যুৎপত্তি না দেওয়া অপেক্ষা সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি উপস্থাপিত করিয়াও সুধীবর্গের আলোচনার সৌকর্য্য সাধন করা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়, যোগেশ বাবু ঐ সকল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। যোগেশ বাবু কোন কোন ব্যুৎপত্তির পরে সন্দেহ-সূচক প্রশ্ন-বোধক চিহ্নের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে করেন নাই। সে যাহা হউক, সাধারণ পাঠকগণ অনেকেই অবিচারে সেই সকল সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করার আশঙ্কা আছে বলিয়া, পরিশিষ্টে ঐরূপ সন্দিগ্ধ-ব্যুৎপত্তি-যুক্ত শব্দগুলির একটি তালিকা প্রদান করিতে আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে অনুরোধ করি। কোন্ কোন্ ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ, তাহা বুঝা যোগেশ বাবুর ন্যায় সুবিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ব-বিদের পক্ষে কিছুই কঠিন হইবে না। ঐরূপ একটি তালিকা সংযোজিত হইলে উহা সন্দিগ্ধ শব্দগুলির আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে।

আমরা পুনরায় বলিতেছি, যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষের এই সকল ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে,—তিনি অশেষ পরিশ্রমে অপূর্ব্ব শব্দ-কোষ সঙ্কলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করার পক্ষে যে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যদি যোগেশ বাবুর কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বাঙ্গালা শব্দ-কোষের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্থায় দোষজ্ঞেরই যোগ্য হইয়াছে। তিনি সমালোচনাটি পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমায় দেখিতে দিয়া পরিশিষ্টে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দিয়াছেন। তিনি জানেন, এক জনের দ্বারা শব্দকোষ ভ্রমশূন্য ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, দুই একজন মাত্র সমালোচনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। কোষের দোষ আমার যত অনুভূত হইতেছে, বোধ হয়, অন্যের তত হইতেছে না। কিংবা আলস্য বলবত্তর হইয়াছে।

সতীশ বাবুর অধিকাংশ সমালোচনা ঠিক মনে করিয়া কোষ-পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিলাম। কয়েক স্থানে সন্দেহ আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। তিনি চারি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, (১) কোষে সন্দিগ্ধ শব্দার্থের প্রয়োগ উদ্ধার করা হয় নাই, (২) "অনেক অপ্রচলিত ও সন্দিগ্ধার্থ শব্দের প্রয়োগ" দেওয়া হয় নাই, (৩) প্রাচীন "পদাবলী-সাহিত্যের শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই।" (৪) কোষে যাবতীয় "প্রাদেশিক" শব্দ প্রদত্ত হয় নাই।

প্রথম দুই ত্রুটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ কত বৃহৎ হইলে এই দুই ত্রুটির কথঞ্চিৎ অবসান হইতে পারিত? দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অপ্রামাণিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমাণ-উদ্ধার সময়ে নির্ভয়ে উদ্ধার করিবার জো নাই। প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশকগণ অনেক শব্দ যদৃষ্টং তন্মুদ্রিতং করিয়াছেন। এ বিষয় পরে লিখিতেছি। প্রাচীন পদাবলী দূরে থাক, সে দিন-কার ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ নির্ভুল দেখিতে পাই নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতচন্দ্রের দুইখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, "গজল করিলা তুমি আজব কথায়"; গজল শব্দ ঠিক মনে করিয়া একটা সঙ্গত অর্থ নিরূপণ করিলাম। পরে এক সমালোচক দেখাইয়াছেন, শব্দটা গজল নহে, **গজব**। গজব অর্থে আশ্চর্য্য। যিনিই কোষ করুন, যদি তাঁহাকে মুদ্রাকর ও সম্পাদকের অনবধানতা ও অজ্ঞতা সারিয়া লইয়া শব্দ সংগ্রহ ও শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বিমুগ্ধ হইতে হইবে, কোষ-সঙ্কলন চলিবে না। একখানা যৎসামান্য পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতে হইলে লেখকের যে কি পরিশ্রম ও কালব্যয় হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার উপর, যদি তাঁহাকে প্রমাণগ্রন্থের প্রমাণ ও সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে কোষসঙ্কলন ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে কোষের শব্দ সংগ্রহ করা যাইবে কি না, সে বিষয়ে প্রথমে

আমি স্থিরসংকল্প হইতে পারি নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি দেখিয়া ও তাহার সহিত অন্যের প্রকাশিত বিদ্যাপতি তুলনা করিয়া কোন্‌খানা প্রামাণিক, বুঝিতে পারিলাম না। কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতিতে বাঙ্গালা পদ আছে, মৈথিল শব্দের রূপান্তর হইয়াছে। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিদ্যাপতি হইতে প্রমাণ তুলিয়াছি, কিন্তু সে প্রমাণে এক এক শব্দের রূপ নির্ণীত হইতে পারে না। রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস পড়িলাম। বুঝিলাম, তিনি চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সংশোধক হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় এক নাম "সম্পাদক" জুটিয়াছে, যে নামের অভিধান কিংবা উপলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই অনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার অন্তরালে থাকিয়া যাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রাচীন গ্রন্থের "সম্পাদক" হইতেছেন। বঙ্গের বাহিরে গ্রন্থের "সংশোধক" পাওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষায় "সম্পাদক" আছেন, সংশোধক দেখিতে পাই না।

অত কথায় কাজ কি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এবং "শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ. কর্ত্তৃক সম্পাদিত" চণ্ডীদাসের পদাবলী দেখুন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, [কোন্ পদ চণ্ডীদাসের কোন্‌টা নহে তাহা] বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যে একজন খুব ভাল জহরী, এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্টি-পাথরে কসিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না। * * * আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এখন আপনাদের দশ জনের সমক্ষে তাহা দেখাইতেছি, আপনারা চিনিয়া লউন, কোন্‌টা মণি, আর কোন্‌টা কাঁচ।"

কিন্তু চণ্ডীদাস-মণি চিনিবার আয়োজন তাঁহার যত ছিল, অন্যের তত নাই। তাঁহার যে সুযোগ জুটিয়াছিল, অন্যের তাহা জুটিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি কোথায় কোন্ মণি পাইয়াছেন, সে আকরের কি কি লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাসলীলার তিনখানি পুথী পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি মূল করিয়াছেন। কেন মূল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদক-মহাশয় বলেন নাই। তিনি ৮৩০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূল পুথীতে প্রায় ৬০০ পদ ছিল। তিনি অবশিষ্ট ২৩০টি পদ কোথায় পাইয়াছিলেন?

তা ছাড়া, পুথীতে যাহা যেমন ছিল, সম্পাদক মহাশয় তাহা তেমন দেন নাই। তিনি পুথীর বানান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, পদের পৌর্ব্বাপর্য পুথীর মতন রাখেন নাই। অর্থাৎ তিনি "সংশোধক" হইয়াছেন; অথচ পাঠককে তাঁহার সংশোধক হইতে বলিতেছেন, অন্যের দ্বারা মণি-নির্ণয় কঠিন করিয়া দিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই, মণির সহিত পদের তুলনা করি। মহানদীর বালুকা-গর্ভে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ মণি পাওয়া যায়। অনেকে তাহা

হীরাভ্রমে সযত্নে সংগ্রহ করেন, জোহরীকে দেখান, সময়ে সময়ে আমার নিকটেও আনেন। দেখিবার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কবে পাইয়াছেন, কয়টা পাইয়াছেন। এক একজন মণির এমন সুন্দর ইতিহাস দেন যে, তাহাতে আকরসম্বন্ধীয় পরীক্ষা বৃথা হইয়া পড়ে। কিন্তু মণি দেখিবামাত্র স্বাভাবিক আকারের অন্যথা দেখিয়া স্ফটিক বলিতে দ্বিধা হয় না। কেহ কেহ হীরার-আকারে কাটাইয়া সংগৃহীত মণি দেখাইতে আনেন। প্রাপ্তির ইতিহাসও সাজাইয়া আনেন, মণিপরীক্ষায় সময় যায়। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, লোকের রত্নপ্রাপ্তির লোভ বড় অল্প নহে।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস-লুব্ধ হইয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, পদ-প্রাপ্তির ইতিহাস দিয়াছেন, পুথীখানি "রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও সারদা বাবুকে" দেখাইয়াছেন, পদের ভাষা কাটিয়া-কুটিয়া ঘষিয়া মাজিয়াছেন, ভূষণে খচিত করিয়া পাঠককে জোহরী হইতে বলিতেছেন। আমি জোহরী নই, ধাঁদায় পড়িয়াছি।

ইহার উপর, সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাষার ন্যায়। * * * চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সচরাচর গীত হইয়া থাকে, তাহাদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তবে যে সকল পদ এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলি গীত হইতে কখনও কেহ শুনিয়াছেন কি? সেগুলি ত অবিকৃত রহিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাসলীলার কোন কোন পদের ভাষার চমৎকারিত্বে আধুনিক কবিগণকেও বিস্মিত হইতে হইবে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের পদের ভাষা এখন যাহা দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের আমলে প্রায় তাহাই ছিল।"

এই সিদ্ধান্ত আমার সমালোচক সতীশ বাবু স্বীকার করিবেন কি? যদি চণ্ডীদাস মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, তখন কি বহুবচনের **তারা** [তাহারা] (৯৭ পদ), **আমরা** (৪০০ পদ), **বল** ধাতু (বোল ধাতু স্থানে), **তাঁর** [তাহাঁর] (৪০৭ পদ), ঐখানে বসিয়া নাগর **আছেন** (৪০৮ পদ), আর কি **জেতের** [জাতের] ডর (৪১২ পদ), কালার পীরিতি **লেঠা** (৪১৫ পদ), **কোন কোন দিন সেই** বাদিয়ারে দংশয়ে আপন রোষে (৪২০ পদ), **বড়ই** দুঃখিত (৪২৪ পদ), বাড়ল [বাঢ়ল] (৪৩২ পদ), তাহে যে গোপিনী **গেছিল** সেখানে (৪৩৪ পদ), **এখনি** চলিয়া যাহ (৪৩৫ পদ), কালার **জ্বালাচি** বড় উপজল **বেশ** কথা কিছু কয়া (৪৪৫ পদ), ইত্যাদি শব্দ ও ভাষা চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বলিতে পারা যায় কি? দৃষ্টান্তগুলি রাসলীলা অংশ হইতে তুলিয়াছি; ইচ্ছা করিলে আরও তুলিতে পারি। বীরভূমের, বিশেষতঃ প্রাচীন কালের ইঞা অনুনাসিক পদ কোথায় গেল? জানি না, সম্পাদক মহাশয় অনুনাসিক কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন কি না। সাহিত্য-পরিষদ্ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মুদ্রিত করাইতেছেন। সে পুথীর ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দ, আর পদাবলীর প্রকাশিত ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দের যে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বড়ু চণ্ডীদাসের হয়, তাহা হইলে নীলরতন বাবুর

চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কার হাতে পড়িয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস আধুনিক হইয়া পড়িয়াছেন, কবে পড়িয়াছেন, কে জানে। চণ্ডীদাসের নামে কাহার পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বা কে জানে।

সতীশ বাবু বলিতে পারেন না, কোষকারের এত বিচারে কাজ কি। তিনি নিজেই দেখাইয়াছেন, পদউধ (পদায়ুধ)—কুক্কুট অর্থ নীলরতন বাবু গ্রহণ করেন নাই। কোষকার কার অর্থ লইবেন? যদিও আমি পদউধ কুক্কুট স্বীকার করিয়া কোষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তথাপি প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশক কিংবা সংশোধকদিগের প্রদত্ত অর্থের উপর অধিক নির্ভর করিবার কথা। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি পদাবলী হইতে অল্প শব্দ লইয়াছি। শব্দের রূপ ও শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে জানা না গেলে কি লিখিতে কি লেখা হইয়া যাইবে। নীলরতন বাবু যে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন, তাহার অনেক আমি স্বীকার করিতে পারি না। যথা, অঝর অজস্র, অথাই অগাধ, আউদড় পাগলিনী, উছর উচ্ছৃঙ্খল, কেরয়াল যাথি, ঝামরু ঝামার ন্যায় কৃষ্ণ, ঠাম অঙ্গার কাজ, ইত্যাদি একটাও ঠিক বোধ হইল না।

পদাবলীর সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কোষসঙ্কলনে অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশে কত বিঘ্ন, তাহা সতীশবাবু জানিয়াও অনুযোগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কোষ আরম্ভ-সময়ে তাঁহার উপদেশ পাই নাই। তাঁহার সাধনার ফল পদকল্পতরুও দেখিতে পাই নাই। তথাপি কোষে পদাবলীর শব্দ অনেক আছে। পরিশিষ্টে আরও শব্দ যোগ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এইরূপ, প্রাদেশিক শব্দ বর্জ্জনের একটা কারণ আমার অজ্ঞতা। আরও কারণ আছে, সে সম্বন্ধে কোষ-ভূমিকায় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে দুই এক কথা জানাইতেছি। অনেকে "প্রাদেশিক শব্দ", "গ্রাম্য শব্দ" স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করিতেছেন, যেন দুই শ্রেণীর লক্ষণ সকলের জানা আছে। আমি আমার দুই তিন সমালোচক মহাশয়কে লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু জানিতে পারি নাই। লক্ষণের অভাবে আমি বাঙ্গালা শব্দ-কোষ রচনার প্রয়াস করিয়াছি। কোষে অনেক শব্দের গ্রাম্য রূপ প্রদর্শন করিয়াছি। দেখিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্যরূপ অপর কিছু নহে, সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ, কিংবা আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপ। সে রূপ কোথাও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু বিকৃত হইলেও প্রাকৃতই আছে। যথা, রাত্তি, ধম্ম, কম্ম, সুজ্জ, পচ্ছিমা। প্রচলিত বানানের শৃঙ্খল মানিতে হইয়াছে; নতুবা দুখ্‌খ, বিষ্টু, বাজ্‌ঝ, খেমা প্রভৃতি বানান করিতে পারিলে প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দকোষ রচিত হইত। একটা কথা প্রণিধান করিতে বলি। আমরা যে রাইত বা রাৎ বলি, তাহা রাত্রি শব্দ হইতে নহে, রাত্তি হইতে আসিয়াছে। এই রাত্তি শব্দ হইতে কবির রাত্তি। সংস্কৃত-ভাবাভিমানী কেহ কেহ কোন্ কোন অঞ্চলে রাত্তির্ বলেন বটে; কিন্তু সেটা নূতন শব্দ, আমার মতে ভাখা। চন্দ্র শব্দ হইতে চন্দ, চান্দ, চাঁদ জানি, চন্দর্ জানি না। যদি রাত্তির্, চন্দর্ প্রভৃতি শব্দ "প্রাদেশিক" বলেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক-শব্দকোষ রচনা করুন; বেঁকা, ওপর, ভেতর প্রভৃতি শব্দ সংগ্রহ করুন। দি ধাতুর রূপে দ্যান, গি ধাতুর রূপে গেছেন;

কালো ভালো বিশেষণ ; রঙ, রঙীন, রঙীল, এবং বাঙলা, কাঙলা, প্রভৃতি শব্দবিন্যাসে শব্দকোষ পূর্ণ করুন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অনেক জেলার, কেহ বা গ্রাম্য শব্দ, কেহ বা প্রাদেশিক শব্দ নাম দিয়া, শব্দের তালিকা, কোনটা বা অর্থ ও প্রয়োগ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। কত জেলায় বাঙ্গালা ভাষা চলিত আছে, তাহা সম্প্রতি জানিয়া ফল নাই। যদি ন্যূনকল্পে ত্রিশ জেলা হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ এক শত ভাষা পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা-ভাষা-কোষ শব্দ-তত্ত্বান্বেষীর কাজে লাগিতে পারে ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শব্দ জানিবার পক্ষে লাগিবে না। বাঙ্গালা শব্দের প্রকৃত রূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে নানা ভাষা জানা আবশ্যক, কোষের শব্দ বাড়াইবার নিমিত্ত নহে।

ভাষা ও ভাষার প্রভেদ আমার "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিব না। বাঙ্গালা শব্দকোষে কোন্ কোন্ শ্রেণীর শব্দ থাকা চাই, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি। শ্রেণীবিভাগ কঠিন ; এক শব্দ দুই তিন শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মাদি চিরন্তন ভাগেরও প্রয়োজন নাই। "প্রাদেশিক" শব্দের দুই ভাগ করিতে পারা যায়। (১) একই শব্দ স্থানভেদে রূপান্তর পাইয়াছে, যেমন বেরাল বিরাল বিড়াল বেড়াল। (২) একই দ্রব্য গুণ কর্ম্মাদি অর্থে স্থানভেদে শব্দান্তর প্রচলিত আছে, যেমন মেকুর বিলাই বিল্লি বিড়াল। এই দুই শ্রেণীর শব্দ নির্ব্বাচনে নানা জনের নানা স্পৃহা ও পক্ষপাতিত্ব থাকিবার কথা। এই দুই ছাড়া আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, যাহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অভিধান পূর্ণ হইতে পারে, এবং যাহা ভাষা নহে, ভাষার শব্দ, অতএব যাবতীয় বাঙ্গালা শব্দকোষে গ্রহণীয় এবং লেখককুলের শিক্ষণীয়। যেমন, বালাম চাউল। বঙ্গের সকল স্থানে বালাম শব্দ প্রচলিত নাই। নাই বলিয়া উহা প্রাদেশিক কিংবা গ্রাম্য নহে। কারণ, বালাম বলিলে যে চাউল বুঝায়, অন্য কোন শব্দে সে চাউল বুঝায় না। অতএব উহা বাঙ্গালা ভাষার শব্দ। এইরূপ, যে দেশে নদী খাল বিল আছে, যেখানে নানাবিধ নৌকা বা জলযান আছে, যেখানে বন পাথর আছে, সমুদ্র আছে, নূতন শস্যের কৃষি আছে, কৃষিকর্ম্মের বিশেষ আছে, যেখানে বস্ত্রাদি কলা প্রচলিত আছে, সেখানে তত্তৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম জাতিবাচক শব্দও আছে। এ সকল শব্দ প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা। একই দ্রব্য গুণ কর্ম্ম জাতি বুঝাইবার অনেক শব্দ থাকিলে যে শব্দ মূলের নিকটবর্ত্তী, তাহা গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধি-হেতু মূল হইতে বহু-বিকৃত শব্দও গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দ থাকিলে তাহাও গ্রাহ্য করিতে হইবে। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিলে চলিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যে-শব্দের স্থায়িত্ব কামনা করেন, অভিলাষ নহে, অপক্ষপাতিত্বে যে শব্দ দ্বারা ভাষা পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিবেন, কোষকারকে সে শব্দ লইতে হইবে। এক অর্থে বহু শব্দের কিংবা বহু রূপান্তরে ভাষার পুষ্টি হয় না। নানা অর্থে নানা শব্দের দ্বারা হয়। যে শব্দ দ্বারা ভাষাপুষ্টি হয়, সে শব্দের প্রতি বর্ত্তমান কোষকারের বিরাগ নাই।

এরূপ শব্দ অর্থ ও প্রয়োগ সহিত পাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, ব্যুৎপত্তি পাইলে বানানের রূপনির্ণয়ে সুবিধা হইবে। কোষ-পরিশিষ্ট পরিষৎ-পত্রিকা হইতে ভিন্ন [illegible] যাইবে।

এখন সতীশ বাবুর আলোচিত কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে যাইতেছি। তিনি বহু কাল যাবৎ বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার সম্যক্ আলোচনা অধিকাংশ স্থলে ঠিক বোধ হইয়াছে। কয়েক স্থানে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

ঐছন ...কোষে একটু ভুল হইয়াছে, দুই অর্থ মিশিয়া গিয়াছে। প্রথমে, বিদ্যাপতি (কাব্যবিশারদের) হইতে কয়েকটা প্রয়োগ তুলি। নিতি নিতি ঐছন নহ [illegible], শুনইতে ঐছন রাইক বাণী,—ঐছন=এমন। ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ, ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ, ঐছন সময়ে আওল বনদেবী,—ঐছন=এমন, ঐছনে=এমনে, এরূপে হইতে পারে, এই ক্ষণে—সময়ে অর্থও হইতে পারে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে ঐছন শব্দ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। "এমন" অর্থ বহু স্থলে স্পষ্ট। কিন্তু, ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী (২০৪ পদ), কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে চুলাতে রাখি বেশালি। ত্যজি আবর্ত্তন বই, [illegible] ঐছন সে গেল চলি (৩৯৩ পদ), ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া আকুল হইয়া চিতে (৪০৫ পদ), ঐছন চলল বরজ রমণী ধৈরজ নাহিক মানে (৪০৫ পদ), ঐছন মনের [illegible], আপনি যে ধনী কিশোরী রাই (৪২৭ পদ), ইত্যাদি প্রয়োগে ঐছন অর্থে "এমন" হইতে পারে, "এই ক্ষণে" হইতেও পারে। বিদ্যাপতির, কৈছনে মিলব মাধবসঙ্গ, কৈছনে রাখব [illegible], কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি, কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী, কৈছনে [illegible],—কৈছনে=কেমনে, কি প্রকারে। পদাবলীর ঐছন কৈছন যৈছন তৈছন, মৈথিলীতে ঐসন কৈসন জৈসন তৈসন, ওড়িয়া এসন কেসন যেসন তেসন শব্দে প্রকার বুঝায়। ঈদৃশ কীদৃশ যাদৃশ তাদৃশ অর্থে হিন্দীতে ঐসা কৈসা জৈসা তৈসা, পদাবলীতে ঐছা কৈছা যৈছা তৈছা, মরাঠীতে অসা কসা জসা তসা। মরাঠীতে অসা=ঈদৃশ, অসলা—এতৎপ্রকার। বিদ্যাপতির, কৈছে সুরতবিহার, দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে, তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়। যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি কুমুদ কমল কোর, তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল, সিকতা জল যৈছে ক্ষণ হি শুখায়ল। আওব ঐছে হামারি মন মান, শুনহ ঐছে নহ [illegible] বিলাস, ঐছে কেলি রস না পাওব আর, শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব। ইত্যাদি। অতএব ঐছন ঐছা কৈছন কৈছা প্রভৃতি শব্দের অর্থ এক নহে। নকারান্ত ঐছন কৈছন প্রভৃতি শব্দের মূল কি? বোধ হয়, এতস্মিন্ কস্মিন্ প্রভৃতি মূল ছিল। বাঙ্গালাতেও যেমন তেমন প্রভৃতি শব্দের অর্থ যৈসা তৈসা ব্যতীত যস্মিন্ তস্মিন্ সময়ে আছে। যথা, যেমন আসিয়াছে তেমনি গিয়াছে—যে প্রকার, এবং যে সময়ে। এই দুই অর্থ ব্যতীত যাদৃশ তাদৃশ অর্থও আছে। যথা, যেমন রূপ তেমন গুণ। তুলসীদাসের রামায়ণে ইমি কিমি জিমি তিমি—ঐছন কৈছন যৈছন তৈছন। এখানে ম আসিয়াছিল কেন? ঐছনের ন, ইমির মি

আকস্মিক বলিতে পারি না। এক একটি বর্ণের মধ্যে শব্দের মূল লুক্কায়িত থাকে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারিলে অর্থ যেমন সুস্পষ্ট হয়, প্রয়োগে তেমন হয় না। হিন্দী ঐসা ঈদৃশ= এবং এই প্রকার বুঝায়। তা বলিয়া ঐছন এবং ঐছা মূলে কিংবা প্রয়োগে এক বলিতে পারি না। বর্ত্তমান মৈথিলীতে এহন জেহন প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে। বাঙ্গালায়ও এমন কেমন প্রভৃতি শব্দের মূল মিশিয়া গিয়াছে। কেবল এ-মন্ত কে-মন্ত নহে। ব্যাকরণে ও কোষে দেখিতেছি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

আদলি...বোধ হয় আর্দ্রক। ঘৃতকুমারী শব্দ কিংবা ইহার পর্য্যায়ভুক্ত এমন শব্দ পাই না, যাহা হইতে "আদলি" এই রূপ আসিতে পারে।

আরতি...রতি, অনুরাগ। সতীশ বাবুর উদ্ধৃত প্রয়োগে স্পষ্ট।

উতরোল...এই শব্দের দুই অর্থ আছে, চঞ্চল ও উচ্চ শব্দ। বোধ হয়, উৎ-লোল, এবং উৎরুত—এই দুই শব্দ হইতে। লোল চঞ্চলে (মেঃ); রুত হইতে রোল। তরল হইতে রোল (ওকারান্ত র) আসে না।

এহেন...শব্দকোষে হেন, এনা দেখুন।

ওত...বোধ হয় সং রতু হইতে। রতু—বর্ত্মনি (মেঃ)। অন্য কোষে পাই না। মৈথিলীতে ওত শব্দ চলিত আছে, অর্থ স্থান; যথা, অগস্তিক ওতে—অগস্তির স্থানে।

কড়ছ...কটি-সূত্র হইতে বোধ হয়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে করচ আকার ধরিয়াছে।

গুটিক...এক গোটা=একটা। ব্যাকরণে গোটা দেখুন।

ডিগর...শব্দকোষে ডেকরা দেখুন।

না...ব্যাকরণ দেখুন।

নাহ...ধাতু। কোষে না ধাতু আছে। নাহ পৃথক্ লেখা উচিত ছিল।

কানড়...নীলবর্ণ পুষ্পবিশেষ। কোষে ভুল হইয়াছে। কন্দলী হইতে পারে না। কন্দট হওয়াই সম্ভব। শব্দকল্পদ্রুমে কন্দট শ্বেতোৎপল, কন্দোট নীলোৎপল ও শ্বেতোৎপল। পরে দুই অভিন্ন হইয়া থাকিবে।

কোক...চক্রবাক ঠিক।

চামারী...শব্দের ব্যুৎপত্তি দম্ভ বলিয়াই মনে হয়। দম্ভ কৈতবে কল্কে (মেঃ)।

কিরা...সতীশ বাবুর ব্যুৎপত্তি ঠিক নহে। সং ক্রিয়া—সত্যক্রিয়া হইতে। পালি জাতক গ্রন্থে কিরিআ আছে।

কীল...অমরকোষ, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, মেদিনী প্রভৃতি কোন কোষে কীল কিংবা কীলা অর্থে মুষ্ট্যাঘাত নাই। অমর-কোষের কীল শঙ্কু অর্থস্থলে ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, কীল বন্ধে। রতৌ প্রহরণবিশেষে কীলা। যদ্বাৎস্যায়নঃ কীলা উরসি কর্ত্তরী শিরসি বিদ্ধা কপোলয়োঃ। কিন্তু প্রহরণবিশেষ পাইলাম। এই অর্থ কীল=শঙ্কু হইতে। বাৎস্যায়ন আমি দেখি নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় কীল অর্থে মুথটি (মুষ্টি) শব্দ ছিল।

ননী⋯এই শব্দ লইয়া সতীশ বাবু অনেক বিচার করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গে দহির স্নেহকে মাখন বলে। পশ্চিমবঙ্গে দহির স্নেহ ননী। নবনীত দধি হইতে জাত। যথা, অমরকোষে ক্ষীরস্বামী,—দধ্নো মথিতাদ্ধবং তৎকালং নীতমুদ্ধৃতং নবনীতম্। মহেশ্বরও তাহাই লিখিয়াছেন। হেমচন্দ্রে,—দধিসারং তক্রসারং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্। চরকে,—(দধি ও তক্র বলিয়াই) হৃদ্যং নবনীতং নবোদ্ধৃতম্। সুশ্রুতে,—নবনীতং পুনঃ সদ্যস্কং লঘু সুকুমারং কষায়মীষদম্লং * *। কিন্তু পরে আছে, ক্ষীরোত্থং পুনর্নবনীতমুৎকৃষ্টস্নেহং মাধুর্য্যযুক্তং। অর্থাৎ নবনীত অর্থে দধিজাত স্নেহ। ইহাই নবনীত। দুগ্ধ হইতে জাত স্নেহের নাম পৃথক ছিল না। আমার অনুমান হয়, সে কালে দুধের মাখন প্রসিদ্ধ ছিল না। ভাবপ্রকাশে, মৃক্ষণ নবনীতের নাম হইয়াছে। কিন্তু কেবল নবনীত বলিলে দধির ননী বুঝায়। যথা, নবনীতন্তু সদ্যস্কং * * * কিঞ্চিৎ কষায়ম্ল মীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ। তক্রসংযোগ হেতু নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্ল। দুধের নবনীত বলিতে হইলে দুগ্ধোত্থ বিশেষণ যোগ করিতে হইত। যথা, ভাবপ্রকাশে,—দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু * * * মধুরং। মৃক্ষণ ম্রক্ষণ অর্থে তেল মাখা। হেমচন্দ্রে, ম্রক্ষণং তৈলং স্নেহোঽভ্যঞ্জনঞ্চ। অতএব দুগ্ধজাত নবনীত অর্থে ম্রক্ষণ শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শ্রীকৃষ্ণ ননী-গোপাল ছিলেন; মাখন পাইতেন না। এ দেশের সাহেবরা মাখন পান না, ননী খান, কিন্তু মকৃখন বলেন। কারণ, উর্দু বলিতে হয়।

ধনি⋯সং ধনিকা। ধনিকা সাধু নারী (মেঃ), বধূ (হেমঃ)। বাঙ্গালা প্রয়োগে ধনি শ্রেষ্ঠা নারী, প্রায়ই ভামিনী। আদরে কামিনীকে ভামিনী বলা হয়। ধনি ধনবতী নারী নহে। যুবতী হইলেও যৌবন দেখিয়া ধনি সম্বোধন বোধ হয় না।

পনা⋯সং পণ হইতে বাঙ্গালা হিন্দী ওড়িয়া মরাঠী ভাষায় প্রত্যয়স্বরূপ হইয়াছে। পণ ব্যবহারে (business, transaction) প্রভৃতি নানা অর্থ মেদিনীতে আছে। অধুনা বাঙ্গালাতে ব্যবহার শব্দের অপ-ব্যবহার হইতেছে। পনা, পন, পণা, পণ প্রত্যয়ের অর্থ সং ত্ব প্রত্যয়ের তুল্য বটে, কিন্তু সং প্রত্যয় ঠিক এক আকারে চারি ভাষায় অপভ্রষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত বিরল। তা ছাড়া, ত্বম্—ম্ স্থানে না ণ ণা হইবার দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে না।

পুনি⋯পুনর্ব্বার। খনার সংক্ষেপ প্রমাণ হইতে পারে না। সতীশ বাবুর উদাহৃত প্রয়োগে পূর্ণিমা অর্থ আসে না।

পাউষ⋯সং প্রাবৃষ সন্দেহ নাই। চলিত বাঙ্গালায় বর্ষার নূতন জলও বটে। কোষে (মাছের) পাউশ, পাউষ হইবে। বর্ষারম্ভে মাছের পাউষ ঘটে।

বেয়াজ⋯সং ব্যাজ। ব্যাজ কৈতবে, ব্যাজ অপদেশে। এই অপদেশ অর্থ হইতে বিলম্ব, প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। ব্যাজ টাকার সুদ নহে, সুদ প্রাপ্য; সুদ ব্যতীত কিছু লইলে তাহা ব্যাজ। এই কারণে সুদ-ব্যাজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে "ব্যাজী" শঠতার দৃষ্টান্ত। যেমন, কোন দ্রব্য মাপিয়া দিলে ষোড়শ ভাগ অতিরিক্ত দিতে হইত। এটা মান-ব্যাজী।

পুড়...ধাতু। স° প্লুষ ধাতু হইতে ষ লোপে প্লু স্থানে পুল হইলে ঠিক হয়। প্লুষ্ট শব্দ হইতে পুড় হইতে না পারে এমন নহে। কিন্তু পোড়া অর্থে যেন পুটে দগ্ধ, এমনও আছে। পোড়ের ভাত গোময়পুটে সিদ্ধ। পোড়া কাঠ ভস্মীভূত নহে, আ-দগ্ধ। যাহা হউক, প্লুষ হইতে পুড় মনে হইতেছে।

পুয়া, পোয়া...স° পুত্রক, পোতক।

বাজ্‌অংশ...বায়ু+অংশ ঠিক মনে হইতেছে।

বিক...বিদিক হইতে। গ্রাম্য বিগ। প্রয়োগে বিক, বিগ=দিক বুঝায়। বিক্রয় হইতে বিক্রয়ার্থে বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে, চলিত বাঙ্গালায় নাই।

ভাঙ...ভ্রূ বটে, ভ্রূভঙ্গ নহে।

মুচকি...স° স্মি ধাতু হইতে কিরূপে সিদ্ধ হয়? স্ময়+ক দেখিয়াছিলাম। মুচকি হাসিতে শাঠ্য নাই কি?

সিধা...ধাতু। প্রবেশ অর্থে। গমন অর্থ নহে।

হোড়...স° হুড ধাতু সংঘাত হইতে মনে করি। উদ্ধৃত "স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি" বাক্যে ৺জগদীশ্বর গুপ্তের ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু লক্ষণায় যাহাই হউক, মূলার্থ মিশ্রণ, সংঘাত মনে করি।

আরও অনেক শব্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পুথী বাড়িয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক [Theodore Bloch, Ph. D.] প্রত্নতত্ত্ববিভাগের [১৯০৮-৯ সালের] কার্য্যবিবরণীতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। উক্ত প্রবন্ধেই সর্ব্বপ্রথম দুইখানি অপূর্ব্বপ্রকাশিত শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ দৃষ্ট হয়।[১] বুদ্ধগয়ার মহাবোধি-মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথের সোপানে একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে, উহারই পাদদেশে এবং অংসদেশে দুইখানি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতার নাম বীর্য্যেন্দ্রভদ্র। উহার পাদদেশে এই বার্ত্তা খোদিত আছে। খোদিত-লিপিতে বীর্য্যেন্দ্রভদ্র 'সামতটিক' অর্থাৎ সমতটদেশাগত এই বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন। সমতট প্রদেশের একজন তীর্থযাত্রী বুদ্ধগয়ায় পুণ্যসঞ্চয়ে আসিয়াও তাঁহার স্বভাবজ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় কঠোর শিলাগাত্রে অক্ষয়-অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই কৌতূহল-জনক তথ্যের সন্ধান পাইয়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের সুযোগ্য সহকারী পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম। অভাব জানাইবামাত্র তিনি উক্ত বুদ্ধগয়া-লিপিদ্বয়ের প্রতিলিপি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন। তদবলম্বনে ব্লকের উদ্ধৃত-পাঠের সহিত মূল শিলালিপির [প্রতিলিপির] পাঠ মিলাইবার অবসর হয়। আলোচ্য শিলালেখদ্বয় ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে [১৫৭-৮ পৃষ্ঠায়] প্রকাশিত হয়। অধুনা প্রাচীন সমতটরাজ্যের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু উক্ত দুইখানি লিপি অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। †

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশে নিম্নোদ্ধৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—

১। **শ্রীসামতটিকঃ**[২]। প্রবরম

২। হাযানযায়িনঃ **শ্রীমৎসোমপুর**=মহা=

৩। বিহারীয়=বিনয়বিৎ=স্থবির=**বীর্য্যেন্দ্রভদ্র[স্য]**

৪। যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২২, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Annual Report of the Archæological Survey of India, 1908-9, PP. 157-8.

† সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তদীয় "ঢাকার ইতিহাসে"র ২য় খণ্ডে উল্লিখিত লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ব্লকের পাঠই রক্ষিত হইয়াছে।—ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭।

২ 'সামতটিকস্য' বা 'সামতটিক' না পাঠ করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না।

ডাক্তার ব্লক মাত্র 'বীর্য্যেন্দ্রস্য' এই চারিটি অক্ষর পাঠ করেন।—A. S. R, 1908-9, P, 158.

৫। =[ধ্যায়]=মাতাপিতৃপূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকল=

৬। =[সত্ত্বরাশে] রনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয় ইতি।

—সমতটদেশীয়, প্রবরমহাযানমতাবলম্বী, ঋদ্ধিশালী সোমপুরের মহাবিহারবাসী, বিনয়শাস্ত্র-পারদর্শী ও স্থবিরসম্প্রদায়ভুক্ত বীর্য্যেন্দ্রভদ্রনামা তীর্থযাত্রীর এই [দান]; ইহাতে যে পুণ্য হইবে, তাহা আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং মাতাপিতা প্রভৃতি সকল জনের 'অনুত্তর' জ্ঞানপ্রাপ্তি-কল্পে প্রযুক্ত হউক্।

বুদ্ধপ্রতিমার অংসদেশের উৎকীর্ণ-লিপি এইরূপ—

১। ওঁ অনেন শুভমাগ্‌র্গেণ প্রবিষ্টো লো

২। কনায়কঃ অতশ্চ বোধিমাগ্‌র্গো

৩। য়ং মোক্ষমাগ্‌র্গপ্রকাশকঃ॥

এই শুভমার্গে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব পরম জ্ঞান লাভের এই পন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। মোক্ষমার্গে অধিরূঢ় হইতে হইলে এই [বুদ্ধার্পিতপদ] মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে।

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশস্থ খোদিত লিপির পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া ডাক্তার ব্লক স্থির মত প্রকাশ করেন যে, লিপিতে উক্ত সোমপুর সমতট প্রদেশে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের কোনও স্থানে বর্ত্তমান ছিল।[১] ব্লক আপনার প্রস্তাবের নাম দেন—"A Pilgrim from Lower Bengal," অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ হইতে অভ্যাগত একজন তীর্থযাত্রী।

আবিষ্কৃত বুদ্ধপ্রতিমার কুত্রাপি রাজ্যাঙ্ক বা কোনও কালনিরূপক শব্দের উল্লেখ নাই। প্রত্নলিপিবিৎ ব্লক ইহার অক্ষর বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য শিলালেখে প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।[২] কিন্তু আমাদের নিকট উহা আরও আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ্ লিখিয়াছিলেন, বীরদেবের [ঘোষরাঁবা গ্রামে আবিষ্কৃত] প্রশস্তি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কোনও সময় উৎকীর্ণ হয়[৩]। বুদ্ধগয়ার সমালোচ্য লিপির ও ঘোষরাঁবা লিপির 'শ' ও 'ণ' এই দুই অক্ষরের তুলনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধগয়ালিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঘোষরাঁবালিপির 'শ'এর শিরোভাগস্থ বৃত্তটি একটি রেখা দ্বারা যুক্ত, কিন্তু বুদ্ধগয়ালিপির 'শ'এ এই রেখাটি দৃষ্ট হয় না। ঘোষরাঁবালিপির ন্যায় ধর্ম্মপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ কেশবপ্রশস্তির[৪] 'শ'কারেও এই লক্ষণটি বিদ্যমান আছে। প্রথম মহীপালদেবের

১ A. S. R, 1908-9, P. 158.

২ Ibid., P. 157.

৩ Indian Antiquary, Vol. XVII, P. 309.

৪ গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৯, চিত্র।

[১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ] সারনাথলিপির১ সহিত বুদ্ধগয়ালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত লিপির অক্ষর প্রাচীনতর। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান হয়, বুদ্ধগয়ার লিপি, ৮৭৫ হইতে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাচীনলিপি-পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত খোদিত লিপির অক্ষর দেখিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সমতট প্রদেশের অন্তর্গত সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল?—ডাক্তার ব্লক লিখিতেছেন, —"I am unable to identify Somapura, a village or town in Lower Bengal (*Samatata*), where the "great monastery" (*Mahavihara*) was situated." (p. 158) বাস্তবিকই বিস্তীর্ণ সমতট প্রদেশের কোথায় সোমপুর-মহাবিহার ছিল, তাহা নির্ণয় করা [উপযুক্ত প্রমাণের অভাববশতঃ] অতীব দুরূহ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর মহকুমার মধ্যে বজ্রযোগিনী নামে একটি সুপ্রাচীন গ্রাম আছে। বজ্রযোগিনী একটি প্রকাণ্ড গ্রাম—ইহা বর্ত্তমানে ২৭টি পাড়ায় বা উপগ্রামে বিভক্ত। বজ্রযোগিনীর একটি পাড়ার নাম সোমপাড়া। রেনেল সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের যে মানচিত্র অঙ্কণ করেন, তাহাতে বজ্রযোগিনীর নাম নাই, উহার স্থানে সোমপুরের [Somaupur] নাম আছে২। সুতরাং বর্ত্তমান বজ্রযোগিনীর পূর্ব্বনাম সোমপুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। এখনকার সোমপাড়া পূর্ব্বতন পল্লী সোমপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম হইতে একটি অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সোমপাড়ার নিকট সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা সাধারণ্যে 'দেউল'-নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'দেবকুল'-শব্দের অর্থ মন্দির। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, এই শব্দ হইতেই দেউলশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে৩। সোমপাড়ার 'দেউলবাড়ী' হইতে ষোড়শ-মহাস্থবিরের৪ অন্যতম বজ্রযানিপুত্রের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতেও দুইটি তারামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। এই তিনটি মূর্ত্তির বিবরণ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন৫। উল্লিখিত তারামূর্ত্তিদ্বয়ের একটির পাদদেশে একখানি খোদিত লিপি আছে। ভট্টশালী মহাশয় আমাকে পত্রে জানাইয়াছেন, উহার অক্ষর খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর। মূর্ত্তিটি শীঘ্রই ঢাকা চিত্রশালায় আনীত হইবে শুনিয়াছি। এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যাইতেছে. বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামে

---

১ A. S. R. 1903-4, p. 222; pl. LXIV, fig. 4.

২ Bengal Atlas, sheet no. XII.

৩ গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৫, পাদটীকা।

৪ Memoirs A. S. B., Vol I. No. 1.

৫ প্রবাসী, ১৩২২ বৈশাখ, পৃঃ ৩৯১-২।

অর্থাৎ প্রাচীন সোমপুরে খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে একটি তারামূর্ত্তি-বিরাজিত মন্দির শোভা পাইত। বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপের মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং এই স্তূপের সন্নিকটেই আরও দুইটি তারামূর্ত্তির আবিষ্কারে এই ধারণা স্বভাবতঃই বদ্ধমূল হয় যে, এখানে পূর্ব্বকালে একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। কানিংহামের মতে বিক্রমপুর পরগণা প্রাচীন সমতটের অন্তর্গত[১]; সুতরাং সোমপুর বা বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী গ্রাম সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধগয়ালিপি হইতেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে সমতটের অন্তর্গত সোমপুরে একটি 'মহাবিহার' বিরাজমান ছিল। বুদ্ধগয়ালিপির সোমপুর এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোমপুর [বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী] অভিন্ন কি না, বিশেষজ্ঞ তাহার বিচার করিবেন।

দুই জন তিব্বতীয় গ্রন্থকার সোমপুরের বৌদ্ধমন্দির ও সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসপ্রণেতা তারানাথ বলেন—দেবপাল সোমপুরে এক বৌদ্ধদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন[২]। *Pag-Sam-Jon-Zang* নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে, দেবপাল বরেন্দ্রাধিকারের পর 'সোমপুরী' নামক স্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৩]। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিব্বতীয় গ্রন্থোক্ত সোমপুর বঙ্গদেশেই বর্ত্তমান ছিল।

বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্র কে, তাহা অবগত হওয়া যায় না। বিক্রমপুরের [বজ্রযোগিনীনিবাসী] মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের এক ভ্রাতার নাম বীর্য্যচন্দ্র[৪]। বীর্য্যেন্দ্রভদ্র প্রায় বীর্য্যচন্দ্রের সমসাময়িক। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দীপঙ্কর বজ্রযোগিনীর সোমপাড়ায় বাস করিতেন[৫]। ইহা সত্য কি না জানি না; যদি সত্য হয় এবং যদি সোমপুর বজ্রযোগিনীর পূর্ব্বনাম হয়, তবে সম্ভবতঃ বীর্য্যেন্দ্রভদ্র ও বীর্য্যচন্দ্র একজনের নাম এবং তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভ্রাতা। বীর্য্যচন্দ্র ও বীর্য্যভদ্র নামক এক অথবা বিভিন্ন লেখকের লিখিত বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত *Cordier* এর সঙ্কলিত 'ক্যাটালগে' এই সকল পুথির নাম দেওয়া আছে। বীর্য্যচন্দ্র সংস্কৃতভাষায় 'শ্রীবজ্রপাণিস্তোত্র' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা দীপঙ্করকর্ত্তৃক তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়[৬]। বীর্য্যভদ্র এবং বিভাকর

---

১ A. S. R., Vol. XV, p. 146.

২ Ind. Ant., Vol. IV, p. 366.

৩ Pag-Sam-Jon-Zang, Edited by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., pp. 111-16.

৪ Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 68, 69, 74.

৫ প্রবাসী, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩১১-৩১২।

৬ Catalogue du Fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale, II partie, p. 327.

বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 'শ্রীগুহ্যসমাজমণ্ডলবিধি'র টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন[১]। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামধেয় বৌদ্ধগ্রন্থের প্রাথমিক শ্লোকমালা হইতে আমরা জানিতে পারি, গ্রন্থকর্ত্তা ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধ-পণ্ডিত আচার্য্য বীর্য্যভদ্রের সহায়তায় পুস্তক রচনা করেন[২]। কিন্তু উহা ক্ষেমেন্দ্র সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ক্ষেমেন্দ্র-তনয় সোমেন্দ্রকর্তৃক উক্ত গ্রন্থ ১০৫২ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল[৩]। সুতরাং ক্ষেমেন্দ্র বীর্য্যভদ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৪] অতএব দেখা যাইতেছে, এই বীর্য্যভদ্রও বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্রের সমকালবর্ত্তী—অভিন্ন কি না, বলিতে পারি না।

বুদ্ধগয়ালিপির 'বীর্য্যেন্দ্রভদ্র'কে এক স্থানে (A. S. R., 1908-4, p. 52) ডাক্তার ব্লক ভ্রমক্রমে 'ইন্দ্রভদ্র'রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, "(Another native of Samatata), Indra Bhadra, perhaps a spiritual descendant of Silabhadra, put up a fine life-sized image of Buddha at Bodh-Gaya." বীর্য্যেন্দ্রভদ্রের সহিত সমতটের রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে রাজবংশোদ্ভূত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বিক্রমপুর নগরের 'সুবর্ণধ্বজ' নামক প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন[৪]। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্ররাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চন্দ্রদ্বীপে ইঁহাদের রাজধানী ছিল; বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের তদ্বংশজাত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তিব্বতীয় পুথি-সকলের স্থানে স্থানে দীপঙ্করের 'ভদ্র' উপাধিও দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রের উপাধিও ছিল 'ভদ্র'। সমতটের রাজবংশধরগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তির এই উপাধি ছিল—ইঁহারা শীলভদ্র এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্র। যুয়ন-চোয়াং ইঁহাদের নাম করিয়াছেন[৫]। এই সকল দেখিয়া, বীর্য্যেন্দ্রভদ্র ও দীপঙ্করভদ্র সমতটের রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই সন্দেহ জন্মে। ইচিঙ্ বলেন,—সমতটের রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী[৬]। দীপঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতাও বৌদ্ধ ছিলেন। সোমপুর সমতট প্রদেশের একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। রেবার তটদেশ হইতে হিমগিরির উপান্ত পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসাগরোপকূল হইতে পশ্চিম-সাগরের বেলাভূমি

১ Ibid. pp. 148-50.

২ Bodhisatvavadana Kalpalata [Bibliotheca Indica] Vol. I, pp. XXVII-XXIX.

৩ Bendall's Catalogue of Bud. Sans. Mss. in the University Library of Cambridge, p. 20.

৪ Journal of the Bud. Text Society, Vol. I. p. 8, note.

৫ Watter's Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 109, 168, 227—Beal's Life of Hiuen Tsiang, p. 107

৬ Chavannes, Memoire, pp. 128-9.

পর্য্যন্ত যাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল১, সেই কীর্ত্তিশালী নরপতি দেবপালদেব যে সোমপুরে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সে সোমপুর কখনই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দীপঙ্কর বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর পক্ষে তিনি সোমপুর বা বর্ত্তমান বজ্রযোগিনীতে উদ্ভূত হন, ইহাও সকলে বলিয়া থাকেন। ইহা সত্য হইলে সোমপুর ও বিক্রমপুর নগর অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের রাজকীয় প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দীপঙ্কর যদি সমতট-রাজবংশোদ্ভব হন এবং বিক্রমপুর নগর ও সোমপুর অভিন্ন হয়, তবে উক্ত রাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর নগরে অর্থাৎ সোমপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাও নির্দ্দেশ করা হয়ত অসঙ্গত হয় না। বুদ্ধগয়ালিপির বীর্য্যেন্দ্রভদ্র 'স্থবির' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়। যুয়ন-চোয়াং সমতটের রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, সমতটের রাজধানীর বিহার-নিচয়ের পুরোহিতগণও 'স্থবির'সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন২। বিক্রমপুর নগরে একটি বৌদ্ধ-বিহার অবস্থিত ছিল, ইহা একখানি তিব্বতীয় পুথি হইতে অবগত হওয়া যায়। পুথিখানির নাম অতি দীর্ঘ—"কৃষ্ণযমারিতন্ত্রস্য পঞ্জিকা রত্নাবলী নাম"। ইহার লেখক অবধূত কুমারচন্দ্র বিক্রমপুরবিহারে বসিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, এ কথা উক্ত পুথির পুষ্পিকায় লিখিত আছে৩।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

১ Epigraphia Indica, Vol. II, p. 162.

২ Watters' Yuan-Chwang, Vol. II. p. 188.

৩ Cordier's Catalogue, p. 160.

রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ

যখন বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের উন্নতির দিন ছিল, তখন মালদহ, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু রেশম-সূত্র ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এক কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর গ্রামে অবস্থিত ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে ৪টি ইংরাজের কুঠী ছিল। সেই কুঠীগুলির মধ্যে ২টিতে এখন কাছারী ও ১টিতে স্কুল হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও একজন ইংরাজ একটি নূতন কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে এক কালে রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী ও বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর বহু কুঠী ছিল। এখন সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিন প্রকারের গুটি-পোকার তন্তু বস্ত্রের সূত্ররূপে ব্যবহৃত হয়,—রেশম, তসর ও এণ্ডি। যে গুটিপোকা তুঁতপাতা খায়, তাহা হইতে রেশম, যেগুলি কুল, কুসুম প্রভৃতি পাতা খায়, সেগুলি হইতে তসর ও যে গুটিপোকা এরণ্ড বা ভেরাণ্ডা-পাতা খায়, সেগুলি হইতে এণ্ডি হয়।

জঙ্গিপুর অঞ্চলে যাহারা রেশমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, আমি তাহাদের নিকট হইতে রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি।

যাহারা রেশমের কোষ বা "কোয়া" উৎপাদন করিত, তাহারা "বন্দ"এর কিছু পূর্ব্বে বা সমসময়ে "ছঁচ বা সঞ্চ" অর্থাৎ সঞ্চিত কোষ কিনিতে বরিন্দে (বরেন্দ্রে) বা পদ্মা-পারে যাইত। বৎসরে সাধারণতঃ ৪টি "বন্দ" বা কীটপালনের সময় ছিল। ছঁচ আনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে আট দিনের মধ্যে কোষ বা "কোআ" কাটিয়া "চোক্‌রি" (প্রজাপতি) বাহির হয়। একখানি বৃহৎ বাঁশের দরমা বা চাটাইয়ের চারি পার্শ্বে বাখারি বাঁধিয়া, তদুপরি চোক্‌রি বা প্রজাপতিগুলিকে রাখা হয়। এগুলিকে "ডালা" বলে। বাখারি বা "বাত্তি" চারি পার্শ্বে বাঁধিলে ডালাগুলি সহজেই দুই জন লোকে ধরিয়া স্থানান্তর করিতে পারে।

এই প্রজাপতিগুলির মধ্যে পুং ও স্ত্রী দুই প্রকারের কীট থাকে। স্ত্রী কীটগুলি কিছু দিন পরে ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এই ডিম্বগুলি তখন সযত্নে রাখা হয়। উত্তাপ লাগিলেই ফুটিবার পূর্ব্বে ডিম্বগুলিতে "শাঁওয়া পড়ে" অর্থাৎ ডিম্বগুলি কিঞ্চিৎ শ্যামবর্ণ বা কাল রঙ্গের হয়। ফুটিলেই ডিম্ব হইতে শোঁয়া পোকার ন্যায় ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। ইহাকেই "পোলু" বলে। পোলুকে প্রথমাবস্থায় "পাত" (তুঁতপাতা) কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া খাইতে দেওয়া হয়। পোলু প্রথমাবস্থায় পাতার আঠা মাত্র খায়।

এইখানে পাতের বা তুঁতপাতের বিষয় কিছু বলিব। বাজারে যে তুঁতফল বিক্রয় হয়, তাহা দুই রঙ্গের;—সাদা ও কাল। সাদাগুলি মিষ্ট, কালগুলি অম্লমিষ্ট। উভয়েরই ফল প্রায় ১।০ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু যে তুঁতগাছের পাতা পোলুকে খাওয়ান হয়, তাহার ফল ॥০ ইঞ্চির

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২২, ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অধিক লম্বা হয় না। ফল খাইতেও পানসে। এই তুঁতপাতা বা পাতের চাষ করিতে হইলে পাতলা ডালগুলি ১ ফুট আন্দাজ লম্বা করিয়া কাটিয়া ক্ষেত্রে লাগান হয়। না কাটিলে বড় তুঁতফলের গাছের ন্যায় এগুলিও বড় গাছ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ ২৷৷০।৩ হাত লম্বা ডাল হইলেই কাটিয়া পোলুর খাদ্যরূপে বিক্রয় করা হয়। বৎসরে সাধারণতঃ ৪ বন্দে ৪ বার বিক্রয় করা হয়। এক বার পাতের "মুঢ্যা" লাগাইলে ২০।২৫ বৎসর চলে। কেবল মাঝে মাঝে চাষ দিতে হয়। এ অঞ্চলে বর্ষার প্লাবনের পলিতে সারের কার্য্য হইত। পাতের জমীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হইত। এখন পোলুপোষা ব্যবসায় কমিয়া যাওয়ায় পাতের জমীও কম হইয়াছে।

পোলু প্রথম হইতে পাত খাইতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিন পরে ১ দিন আহার বন্ধ করিয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে "মেট্যা কলপ" বলে। আবার দিন কয়েক পাত খাইয়া ২ দিন অনাহারে থাকে; তাহাকে "দোকলপ" বলে। তৎপরে "তেকলপ", সর্ব্বশেষে "শোধে রহে"। দোকলপের পরে গোটা গোটা পাত খায়; তখন আর কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হয় না। পোলু মোট আট দশ দিন পাত খায়। এই সময়ে পোলুগুলিকে বায়ু চলাচল করিতে পারে, এরূপ একটি ঘরে রাখা হয়। ঘরের দুয়ার ও জানালায় চিক টাঙ্গান থাকে, যেন কোন প্রকারে মাছি প্রবেশ করিতে না পায়। পরে যখন পোলু পাকিতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ পোলুর রং সাদা হইতে ক্রমে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, তখন সেইগুলিকে বাছিয়া "চঁধর্কিতে" রাখা হয়। একখানি বড় দরমার চারি পাশে বাখারি বাঁধিয়া প্রায় ৪ আঙ্গুল খাড়াইএর চ্যাচারির জালিযুক্ত বেড় প্রায় ৩ আঙ্গুল ব্যবধানে চক্রাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সমস্ত দরমাখানিতে বাঁধা হয়। ইহারই নাম চঁধর্কি। এই চঁধর্কি বাহিরে রৌদ্রে রাখিয়া তাহাতে পাকা পোলুগুলি রাখিয়া দিলে বেড়ের মধ্যস্থ জালি বা ছিদ্রে অথবা দুই বেড়ের মধ্যস্থ স্থানে বসিয়া পোলু মুখ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিয়া কোষ বা কোআ প্রস্তুত করিতে থাকে। রৌদ্র কমিয়া আসিলে গৃহে লইয়া গিয়া আগুন জ্বালাইয়া গৃহের উত্তাপ বাড়াইতে হয়। কোআ প্রস্তুত হইয়া গেলেও কোআগুলিকে উপর্য্যুপরি কয়েক দিন রৌদ্রে দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পোলু পুষিয়া কোআ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে "বসিনা" বলে। জলিপুর অঞ্চলে পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো ও মুসলমানেরাই সাধারণতঃ পোলু পুষিত। কেহ বা সমস্ত খরচ নিজেই দিত। কেহ বা কোন গৃহস্থের ব্যয়ে পোলু পুষিত; তজ্জন্য উৎপন্ন কোআর ভাগ পাইত। কোআ সাধারণতঃ দুই রঙ্গের হয়;—সাদা ও হলদে। সাদা কোআগুলিকে ধোলি (ধবল) কোআ বলে। এগুলি এ অঞ্চলে বড় কম হয়। ধোলি কোআর রেশম-সূত্র কিছু অধিক দরে বিক্রয় হয়।

যাহারা রেশমের সূত্র প্রস্তুত করে, তাহারা এই বার কোআ খরিদ করিয়া আনে। কোআ কাটিতে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিতে বিলম্ব হইলে পাছে কোআর মধ্যস্থ কীট কোআর মুখ কাটিয়া বাহির হয়, সেই জন্য কোআগুলিকে তন্দুরে ভাপাইতে হয় অর্থাৎ উত্তাপ দিতে হয়। তাহা হইলে কোআর মধ্যস্থ কীট মরিয়া যায়। পাউরুটির তন্দুর অনেকেই

হয় ত দেখিয়াছেন। কোআর তন্দুর কিছু বৃহদাকারের। সমস্তটা ইট, চুণ-সুরকী দিয়া গড়া। তন্দুরের মধ্যে কাঠ জ্বালাইয়া প্রথমে খুব গরম করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে আগুন বাহির করিয়া তন্মধ্যে জল ছিটান হয়। শেষে ১।২॥০ হাত লম্বা গোলাকার বাঁশের চ্যাচারির তৈরি "কুপি"র মধ্যে কোআ ভরিয়া, কুপিগুলি তন্দুরের মধ্যে ফেলিয়া, তন্দুরের মুখ বন্ধ করা হয়। তন্দুরের মধ্যে কিছু ক্ষণ রাখিলেই গুটিপোকা কোআর মধ্যে মরিয়া যায়। এখন যত দিন ইচ্ছা, কোআ না কাটিয়া রাখা যায়।

"ঘাই"এ কোআ কাটে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম বাহির করে। যেখানে রেশম-সূত্র বাহির করা হয়, তাহাকে "ঘাই" বলে। একটি ২ হাত উচ্চ বেদীর উপরে একখানি স্বল্পগভীর মাটির তাওয়া বসান থাকে। নীচে কাঠের জ্বাল দিয়া এই তাওয়ায় জল গরম করা হয়। পার্শ্বে একটা পাতনা বা নাদে ঠাণ্ডা জল রাখা হয়। সম্মুখে রেশম-সূত্র জড়াইবার জন্য একটি তোহোবিল বা বড় লাটাই থাকে। রেশম-সূত্র বাহির করিবার বা কোআ কাটিবার এইরূপ স্থানকে ঘাই বলে। দুইটি ঘাইএর মধ্যে একটি "ধুঁয়া ঘরা" বা চিমনী থাকে। কতকগুলি ঘাইএর সমষ্টিতে একটি "বানক" হয়। বানকের সহিত কর্ম্মচারিবর্গের কার্য্যালয় থাকিলে সমস্ত স্থানটিকে রেশম-কুঠী বলে।

কোআ কাটিতে দুই জন লোকের প্রয়োজন হয়। একজন কতকগুলি কোআ লইয়া গরম জলের তাওয়ায় ফেলিয়া প্রথমে কুঁচি দিয়া কোআগুলি নাড়িতে থাকে। (এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ কতকগুলি সরু কাঠি একত্রে বাঁধিলেই কুঁচি হয়)। নাড়িতে নাড়িতে কোআর উপরিভাগের একটা কঠিন আবরণ খুলিয়া যায়। তখন প্রত্যেক কোআর সূত্রের ১টা করিয়া প্রান্ত পাওয়া যায়। এইরূপ ৩।৪টি সূত্র এক সঙ্গে মিলাইয়া অপেক্ষাকৃত একটি স্থূল সূত্র করিয়া লাটাইয়ের বা তোহোবিলের দুই স্থানে ২টি স্থূল সূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন কোআর সূত্র ফুরাইয়া গেলে অন্য কোআর সূত্র আবার জোগান দিতে হয়। যে এইরূপ কার্য্য করে, সে "কাটানি"। আর যে লোকটি তোহোবিল ঘুরাইয়া সূত্র জড়ায়, তাহার নাম "পাকদার"।

পাকদার একমনে তোহোবিল ঘুরাইয়া যায়। কাটানির আদেশ-মত সময়ে সময়ে তাহাকে ঘুরাম বন্ধ করিতে হয়। সে সর্ব্বদাই দাঁড়াইয়া থাকে। পাকদারকে গরম জলের তাওয়ার সম্মুখে বসিয়া কোআর সূত্র জোগাইতে হয়। গরম জলের তাওয়ায় হাত ডুবাইতে কষ্ট হয় বলিয়া সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ নাদের ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাইয়া লয়। তাওয়ার জল কমিয়া গেলে নাদ হইতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেয়। পাকদারের বেতন কাটানির বেতন অপেক্ষা কম। রেশম খারাপ হইলে বা ওজনে কম হইলে কাটানি দায়ী হয়।

বড় বড় বানকে এক স্থানে জল গরম করিয়া গরম ও ঠাণ্ডা জল পাম্প ও নল-যোগে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। তোহোবিলও এঞ্জিন-যোগে চালিত হয়, সুতরাং পাকদারের প্রয়োজন থাকে না। বর্ষাকালে জল ঘোলা হইলে রেশম খারাপ হয়, তজ্জন্য আগে ফট্‌কিরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া রেশম-কার্য্যে ব্যবহার করে।

রেশম-সূত্র তোহোবিলে এক স্থানে জড়াইলে সমস্ত রেশম ভাল দেখা যাইবে না বলিয়া, রেশম-সূত্র তোহোবিলে জড়াইবার পূর্ব্বে দুইটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া আইসে। প্রথমটির নাম "বৌটিকল"। একটি কাঠের বাঁটের অগ্রভাগে একটি লৌহদণ্ড সংলগ্ন থাকে। এই দণ্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের অগ্রভাগে দুইটি ছিদ্রযুক্ত কাচখণ্ড থাকে। রেশম-সূত্র প্রথমে এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। সূত্র মোটা হইলে বা কোআর কোন মোটা অংশ সূত্রের সহিত আসিলে এই ছিদ্রে বাধিয়া যায়। ইহারই নাম বৌটিকল। ২য়টির নাম "খেলনা"। একখানি বাখারির গায়ে খাড়া ভাবে দুইটি তার লাগান থাকে। এই তার দুইটির প্রান্ত গোলাকার। বঁটি-কলের ছিদ্রের মধ্য দিয়া আসিয়া রেশম-সূত্র এই তারের মধ্য দিয়া গিয়া তোহোবিলে জড়াইতে থাকে। তোহোবিল ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে খেলনাটি ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া দুই পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। রেশম-সূত্রও তোহোবিলের গায়ে ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া জড়ান হয়।

তোহোবিল ঘুরাইবার ফ্রেমকে (অর্থাৎ যাহাতে তোহোবিল রাখিয়া ঘুরান হয় ও যাহাতে খেলনা সংযুক্ত থাকে) আড়া বলে। তোহোবিল ও আড়া উভয়ই কাঠ-নির্ম্মিত। তোহো-বিলের উভয় পার্শ্বে লৌহদণ্ড থাকে। এক পার্শ্বের লৌহদণ্ড সরল, অন্য পার্শ্বে "দ"এর আকারে বক্র। ইহা ধরিয়া ঘুরাইতে হয়।

কোআ কাটা শেষ হইলে রেশম-সূত্রের গুচ্ছ দুইটি খুলিয়া লইয়া "ফুণকি" বাছে অর্থাৎ কোথাও কোআর পরিত্যক্ত অংশ লাগিয়া বা অন্য কারণে কোথাও সূতা মোটা হইলে তাহা বাছিয়া ফেলে। তাহার পর প্রত্যেক ফেটি মোড়া বাঁধিয়া কুঠীর কর্ম্মচারীর নিকট জমা দেয়। কর্ম্মচারী রেশম ওজন করিয়া ও সূতা মোটা হইল, কি সরু হইল, রং খারাপ হইল কি না—পরীক্ষা করিয়া লয়। খারাপ হইলে কাটানি সাজা পায়।

কোআ যখন প্রথমে কুঁচি দিয়া নাড়াচড়া করে, তখন কোআর উপরিভাগের আবরণ ও মোটা সূতা কোআ হইতে বাহির হইয়া এক সঙ্গে জড়াইয়া লম্বা আকারের হয়। এগুলি তখন চিমনির গায়ে লাগাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। এগুলিকে ঝুঁট বা ঝুট বলে। (হিন্দী ঝুট = মিথ্যা)। এই ঝুট শুকাইলে পরিষ্কার করিয়া কেবল মোটা সূতাগুলি রাখা হয়। ইহার নাম চশম। ইহা অন্যত্র চালান হইত। জঙ্গিপুর অঞ্চলে চশমের ব্যবহার বড় ছিল না। কেবল কোমরের ঘুন্‌সীর জন্য ও অলঙ্কার গাঁথিতে ম্যাজেণ্টা রঙ্গে রঙ্গাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

রেশম-সূত্র হইতে এ অঞ্চলে ধুতি, উড়ানী, সাড়ী, গম্পেসের থান (Gown piece) রুমাল প্রভৃতি সাধারণ ভাবে বোনা হইত। এখন বোম্বাই সিল্কের ন্যায় ফুল তোলা বুনন হইতেছে। বালুচরে অন্য রঙ্গের সূতা দিয়া নানারূপ ফুল তুলিয়া সাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন সে শিল্প লুপ্তপ্রায়। সূতা পাক দিয়া লইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহা পাকোয়ান, নতুবা থান নামে অভিহিত হয়। পাকোয়ানে কিঞ্চিৎ মজুরী বেশী পড়ে, কিন্তু স্থায়ী হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়

আলোচনা

I PER CENTএর প্রতিশব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে* শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয় 1 Per cent. 2 Per-cent এর প্রতিশব্দরূপে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত 'একোত্তর', 'দুয়োত্তর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি-গুলি উত্থাপিত হইতে পারে।

(১) পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে একোত্তর প্রভৃতি শব্দের ঐরূপ ব্যবহার থাকিলেও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ঐ সকল শব্দের এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সেখানের লোককে এই শব্দগুলি নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

(২) 'শতকরা এক' বলিলে যে ব্যক্তি উহার অর্থ না জানে, তাহার পক্ষেও উহার অর্থ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'একোত্তর' বলিলে যে ব্যক্তি ইহার বিশেষ অর্থ না জানে, তাহার পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। শব্দশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে শতকরা শব্দটি যৌগিক এবং প্রস্তাবিত একোত্তর প্রভৃতি শব্দ রূঢ়।

(৩) ইংরাজীতে যেরূপ স্থানে 'per' শব্দ ব্যবহৃত হয়, উত্তর-শব্দ '—করা' প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালাতেও আমরা অনেক স্থলে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারি, যথা,—

Per Mille—হাজার করা।

Per Maund—মণ করা।

Per Seer—সেরকরা ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে হাজারকরা প্রভৃতি শব্দের অবস্থা কি হইবে? 40 per Mille 'হাজারকরা ৪০' এর স্থানে শতকরার পরিবর্ত্তন করিয়া 'চারোত্তরা' বলা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকিবে না। ইহাতে অসুবিধা অনেক।

(৪) শতকরা শব্দটি মূলতঃ যে খাঁটি বাঙ্গালা নহে, ইংরেজী per cent শব্দ হইতে অনুবাদিত, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই। শুভঙ্করের আর্য্যায় শতকরা শব্দের ব্যবহার আছে; যথা,—

শতকরা তঙ্কার বাটা বুঝহ সুশীল।
তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥

(৫) শতকরা শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই শব্দটিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত করা সহজ হইবে না।

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার

* ২২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

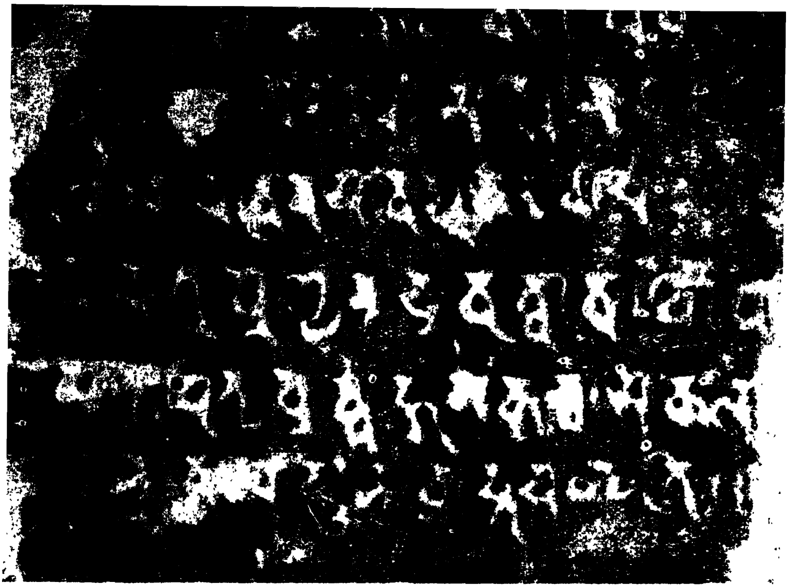

বুদ্ধ-প্রতিমার পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি—৬৯ পৃঃ।

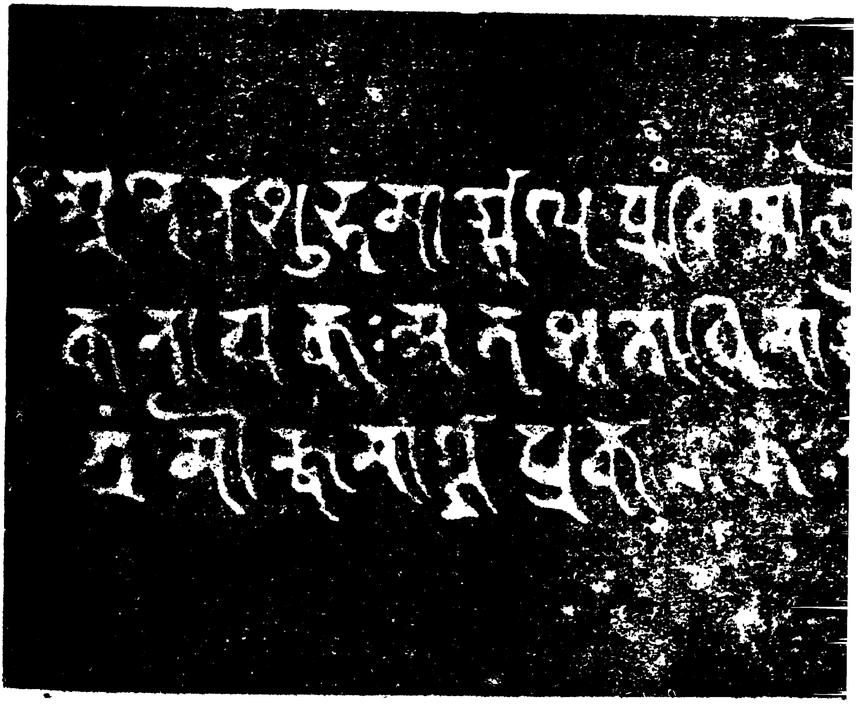

বুদ্ধ-প্রতিমার অংসদেশে উৎকীর্ণ লিপি—৭০ পৃঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ— দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ, পি এচ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্‌ এ	৮১
২।	মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৯৫
৩।	ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১২৩
৪।	মহাভারতের সময়	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]   [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

মফঃস্বলে ৩৷৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) **চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়,** (২) **সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ,** (৩) **কাহ্নপাদের দোহাকোষ** এবং (৪) **ডাকার্ণব** এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এতদিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।** মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২৷৷৹, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সম্বোধন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা সকলই বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। আমি দেখাইয়াছি যে, অন্ততঃ ৯০০ খৃঃ অঃ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে এক প্রবল বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের ৩৩ জন লেখকের নাম করিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের সঙ্কীর্ত্তনের পদ, গীতি ও গাথার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই যে বাঙ্গালী, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও দেখাইয়াছি যে, এই কালের বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকসকল মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে আরও অনেক পদকর্ত্তা এবং তাঁহাদের পদ, গীতি, গাথা, দোঁহা পাওয়া যাইতে পারে। আরও দেখাইয়াছি যে, শৈব যোগিসম্প্রদায়ও বাঙ্গালায় লিখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের লেখা এখনও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পড়িবারও সুবিধা হয় নাই। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতের পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালায়ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। শৈব যোগীদিগকে সিদ্ধ বলিত। খৃঃ ১৩০০ সালে মিথিলায় হরিসিংহ নামে একজন বড় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন রাজত্ব করেন। তিনি একবার নেপাল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া হরিসিংহের বংশধরগণ জয়সূত্রে ও বিবাহসূত্রে সমস্ত নেপাল দখল করিয়াছিলেন। রাজা হরিসিংহ মুসলমানদিগের সহিত অনেক বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার মুসলমান-যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজ-কবি জ্যোতিরীশ্বর কবিকঙ্কণাচার্য্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য "ধূর্ত্তসমাগম" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন ও অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই রাজকবি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন; পুস্তকখানির নাম 'বর্ণনরত্নাকর', উহাতে কবি হইতে হইলে কোন্ বিষয় কি রকম বর্ণন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে। রাজার কি কি গুণ থাকা উচিত, মন্ত্রীর কি কি গুণ থাকা উচিত, রাণীর কি কি গুণ থাকা উচিত ও বেশ্যার কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, কুট্টিনীর কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, এইরূপ অনেক কথা আছে। এক জায়গায় কিরূপে সিদ্ধ পুরুষের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারও বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম দিয়াছেন। আমরা বর্ণনরত্নাকর যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহাতে কিন্তু ৮৪ জন সিদ্ধের নাম নাই, ৭৬ জনের নাম আছে। সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে মীননাথের নাম প্রথম; বাকী ৭৫ জনের নাম সম্বোধনের শেষে দেওয়া গেল। আপনারা এই নামগুলি পড়িলে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বহুসংখ্যক শৈব যোগীর নাম আছে, কয়েক জন বৌদ্ধ যোগীরও নাম আছে। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ পূর্ব্বে তুলিয়াছিলাম; সেটী যে খাঁটী বাঙ্গালা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সিদ্ধ পুরুষেরা এক সময় বাঙ্গালা দেশে খুব প্রবল

হইয়াছিলেন। গোবিন্দচাঁদের গীত, মাণিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া ইত্যাদিতে তাহা খুব প্রকাশ। দুঃখের কথা, এই সকল ছড়ার খুব পুরাণ পুথি পাওয়া যাইতেছে না। যাহাই পাওয়া যায়, তাহাই অল্প দিনের লেখা এবং নূতন রচনা। চেষ্টা করিলে খাস সিদ্ধ পুরুষদের সময়ের ছড়া পাওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না, চেষ্টা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। বৌদ্ধ যোগীদের সিদ্ধাচার্য্য বলিত—লুই তাঁহাদের প্রথম। লুইয়ের বংশেও কয়েক জন সিদ্ধাচার্য্য হন। কৃষ্ণাচার্য্য বা কানু একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারও বংশে অনেকে সিদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন। লুইয়ের চেলা চামটির মধ্যেও অনেক সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যদের কথা অনেক বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে এক কথা বলা যায় যে, শৈব যোগীরা যখন সিদ্ধ—শুধু সিদ্ধ, আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য, তখন যেন সিদ্ধেরা আগে ও সিদ্ধাচার্য্যেরা পরে। সিদ্ধাচার্য্য লুই রাঢ়দেশীয় লোক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার বিক্রমণীপুরের রাজার ছেলে। তিনি ও লুই দুই জনে একখানি তন্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বত দেশে দীপঙ্করের যে জীবন-চরিত আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি খৃঃ ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে তিব্বতযাত্রা করেন; তথায় তিব্বতীদিগকে মহাযান ও সিদ্ধযানে দীক্ষিত করেন এবং ১৪ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে খৃঃ ১০৫২ সালে দেহ রক্ষা করেন। সুতরাং লুই ও দীপঙ্কর যে বইখানি লিখেন, তাহা ১০৩৮ খৃঃ সালের অনেক পূর্ব্বে লেখা। এ জীবনচরিতে আরও লেখা আছে যে, দীপঙ্কর নাড় পণ্ডিতের নিকট যোগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং নাড় পণ্ডিত লুইএর আগে, কি পরে, সে কথা স্থির বলা যায় না। তবে নাড় পণ্ডিত যে খুব একজন বড় লোক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় অনেক বই লেখেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যদের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গান, গীতি বা গাথা ছিল কি না, বলা যায় না। মহাযান গ্রন্থকার শান্তিদেব ও সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আগেও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমি যত দূর প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে এই দুই জন যেন এক ব্যক্তি নয়! অন্য কেহ যদি পরিশ্রম করিয়া এই দুই জন এক কি না, প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এ কথাটার চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য কত পুরাণ, তাহাও স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি প্রথম বাঙ্গালা-লেখক হন, তাহা হইলে মুসলমান-বিজয়ের ২৫০।৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ বলিতে হইবে।

আপনারা ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিষদ্ নন—বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিষদ্। বাঙ্গালা দেশে যত রকম সাহিত্য আছে, সকলেরই পরিষদ্। ইহার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যই খুব প্রবল। এই সাহিত্যে বাঙ্গালা দেশের লোক শত শত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধেরা যে সকল পুস্তক লেখেন, বাঙ্গালী তাহার কথা বড়ই কম জানে। মুসলমান-বিজয়ের পরে যে সকল পুস্তক লেখা হয়, তাহার বিষয়ে মোটামুটী কতক জানা থাকিলেও ভাল

করিয়া জানা নাই। সেই জন্য এবারকার সম্বোধনে আমি এই দুই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। সব কথা যে নিঃশেষ করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বলিতে পারিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। বাৎসরিক সম্বোধন যে সেরূপ প্রকৃষ্ট অবসর, তাহাও মনে করি না। তবে এমন কথা বলিব, যাহাতে এ বিষয়ে সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা এ বিষয়ের আরও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে কোথায় যে আরম্ভ করিব, সেইটী খুঁজিতে অনেক সময় যায়, কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাম নাই। তবে আমাদের পক্ষে, বাঙ্গালীর লেখা সংস্কৃত-সাহিত্যের পক্ষে, বোধ হয়, পাল-রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিলেই ঠিক হইবে। খৃঃ অষ্টম শতকের শেষে ও সমস্ত নবম শতক ধরিয়া গৌড়ের পালেরা একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় যে বাঙ্গালার সংস্কৃত সাহিত্য, তাহা আরম্ভ করিব। এই সাহিত্যের দুই ভাগ ;—মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে ও মুসলমান-বিজয়ের পরে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের সাহিত্য আবার দুই ভাগ ;—হিন্দু ও বৌদ্ধ। সুতরাং আমরা এই তিন ভাগে এই সাহিত্যের আলোচনা করিব।

প্রথম বৌদ্ধ-সাহিত্য, ধর্ম্মপাল রাজার সময়। তাঁহারই উৎসাহে ত্রৈকূটক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার এক টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক'। এই টীকাখানির মাহাত্ম্য বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝা চাই। প্রথম প্রজ্ঞাপারমিতা কাহাকে বলে? দ্বিতীয় অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা কি? উহার নাম অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা হইল কেন? অষ্টসাহস্রিকা ও অন্য সাহস্রিকায় প্রভেদ কি? টীকার নাম অভিসময়ালঙ্কারাবলোক হইল কেন? অভিসময় কাহাকে বলে? অলঙ্কার কাহাকে বলে? অবলোক কাহাকে বলে? এতগুলি কথা বুঝিলে তবে লোকে এই টীকার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং ধর্ম্মপাল কেন এই হরিভদ্রকে এত উৎসাহ দিয়া এই টীকা লেখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। নাগার্জ্জুন ইংরেজি দ্বিতীয় শতকের লোক। তিনি ঘোর শূন্যবাদী ছিলেন। তিনি বলিয়া যান, ভাব ও অভাব সবই শূন্য, সুতরাং নির্ব্বাণও শূন্য। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সবই অনিত্য। তিনি আপনার মত লোকে প্রচার করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করেন,—তাহার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার পরিমাণ ৮ হইতে ১০ হাজার শ্লোক, এই পুস্তক গদ্যে লেখা। পুথি নকল করিতে হইলে ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক হয়, এক হাজার শ্লোকে একটা দাম হয়, যত হাজার শ্লোক থাকে, তত গুণ সেই দাম দিতে হয়, শেষে হাজারের পর যদি কিছু বেশী থাকে, তাহাকেও হাজার ধরিয়া লইতে হয়। এইরূপে নাগার্জ্জুনের যে পুথি হয়, তাহার পরিমাণ দশ হাজার হয়। উহার নাম হয় 'দশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। উহা বুদ্ধের বচন ও এই ভাবে লেখা যে, বুদ্ধ যেন নিজেই তাঁহার শিষ্যদিগকে নাগার্জ্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। শিষ্যেরা প্রশ্ন

করিতেছে, আর তিনি নিজের অর্থাৎ নাগার্জ্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। নাগার্জ্জুন গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিলে উহা ত আর বুদ্ধের বচনের মত প্রামাণিক হইবে না? তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, নাগার্জ্জুন পাতাল হইতে পারমিতা উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি সহজ সংস্কৃতে লেখা, কঠিন জিনিষ বুঝাইতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, এক এক কথা বার বার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহাতে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয়, সেইরূপ করিয়া লেখা। এই জন্য রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থখানি Verbose বলিয়া গালি দিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন—কেবল কথার ঝুড়ি মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; বিষয় অত্যন্ত কঠিন, সে জন্য এক কথা অনেক বার বলিতে হইয়াছে। চীনের পণ্ডিতেরা বলে, এই দশসাহস্রিকা কাট-ছাঁট করিয়া অষ্টসাহস্রিকায় দাঁড়ায়। এখন আর দশসাহস্রিকার পুথি পাওয়া যায় না। যেখানে যাও, কেবল অষ্টসাহস্রিকা।

নাগার্জ্জুনের কিছু দিন পরে মৈত্রেয়নাথ বলিয়া একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত কারিকা আকারে ৮ অধ্যায়ে একখানি ছোট পুথি লেখেন। সে পুথিখানির নাম 'অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্র'। যে সকল পুস্তকে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা থাকে, তাহার সাধারণ নাম হীনযানে অভিধর্ম্ম, মহাযানে অভিসময়। অলঙ্কার শব্দের অর্থ বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। সুতরাং 'অভিসময়ালঙ্কার' শব্দের মানে বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। এই অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্রের মৈত্রেয়নাথ একটী নূতন কথা তুলেন; সেই কথাটীর নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে নাগার্জ্জুন বলিতেন শূন্য, ইনি সেখানে বলেন —বিজ্ঞান। নাগার্জ্জুন বলিতেন—নির্ব্বাণ হইলে সব শূন্যে মিশাইয়া যায়, সেই শূন্যই পরমার্থ, সত্য, আর সকলই অলীক, ব্যবহারিক, অনিত্য, ক্ষণিক ও দুঃখময়। মৈত্রেয়রাজ বলিলেন— শূন্যের মধ্যে কেবল বিজ্ঞান থাকে, সে বিজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম, তাহা ধারণাই করা যায় না, অথচ সেটি আছে। নাগার্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে, পরমার্থ সৎও নয়, অসৎও নয়, দুইএর মেশামিশিও নয়, ছাড়াছাড়িও নয়। নাগার্জ্জুন বলিয়াছিলেন—পরমার্থ অনির্ব্বচনীয় সৎ। উনি বলিলেন— সে কথা ত বটেই, উহার সঙ্গে অনির্ব্বচনীয় চিৎও আছে। মৈত্রেয়নাথের এই যে কারিকাগুলি, এগুলি ত তাঁহারই লেখা; সুতরাং ইহারই প্রমাণস্বরূপ একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা ত চাই, যেটা সাক্ষাৎ বুদ্ধের বচন হইবে এবং যাহাতে মৈত্রেয়নাথের মতকে লোকে বুদ্ধের মত বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাই একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা তৈয়ারি হইল। এখানি ২৫ হাজার শ্লোকে। ইহার নাম 'পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'। অষ্টসাহস্রিকায় অধ্যায় ছিল ৩২টী, মৈত্রেয়নাথের কারিকা অনুসারে ইহার অধ্যায় হইয়াছে ৮টি। এই গ্রন্থ খৃঃ ২৬৫ হইতে ৩১৬ মধ্যে ২।৩ বার চীনভাষায় তরজমা হইয়াছে। খৃঃ পঞ্চম শতকে অসঙ্গ অযোধ্যায় বসিয়া মৈত্রেয়নাথকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধমৈত্রেয়ের অবতার মনে করিয়া তাঁহারই প্রত্যাদেশে যোগাচার মতের সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতেই বুদ্ধদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌ হইবার পথে উঠিয়া দাঁড়ান। অসঙ্গের পর হইতেই লোকে আর নির্ব্বাণের জন্য তত চেষ্টা করিত না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিত। নির্ব্বাণ হইতে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি যেন একটু তফাত জিনিষ হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল দেখিলেন, দুই দলে—শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বড়ই বিরোধ, সেই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য

তিনি হরিভদ্রকে দিয়া অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামে এক টীকা লেখাইলেন। অষ্টসাহস্রিকা শূন্যবাদীর বই। অভিসময়ালঙ্কার বিজ্ঞানবাদীর বই। হরিভদ্র বলিলেন—আমি বিজ্ঞানবাদীর বই দেখিয়া শূন্যবাদীর বইয়ের টীকা করিলাম। অর্থাৎ দুইএর সামঞ্জস্য করিয়া দিলাম। ধর্ম্মপাল এইরূপে মহাযান মতটাকে আবার এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটা মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটি মহাসুখবাদ। এই মতে অনেক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্ব্বচনীয়, সৎ ও অনির্ব্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়। অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎ-চিদানন্দ। টঙ্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ ধর্ম্মপালের সময় এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি; সুতরাং এখানে তাহা দেখাইয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না।

ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান নামে আর এক মত প্রবেশ করিয়াছিল; মণ্ডল আঁকা, মন্ত্র পড়া প্রভৃতি হইতেই লোকে নির্ব্বাণ পাইতে পারে; ধ্যান, ধারণা, যোগ, দর্শনশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদির ফল ঐ দুই কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাহাই মন্ত্রযানের মত। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই চারিটীর সাধারণ নাম তন্ত্র। তান্ত্রিকদিগের শত শত গ্রন্থ পাল রাজাদিগের সময়ে লেখা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা মহাযানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রকরণ ও টীকা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তন্ত্রেরও পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন, তন্ত্রদ্বারা নিকৃষ্ট অধিকারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, আর উৎকৃষ্ট অধিকারীর জন্য মহাযানের গ্রন্থ থাকিবে।

যে সকল পণ্ডিত এইরূপ দুই মতেরই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকর গুপ্ত একজন। তিনি অত্যন্ত বিচারমল্ল ছিলেন। সতীশ বাবু বলেন, তিনি বিক্রমশীল বিহারে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম প্রজ্ঞাকর গুপ্ত। তিনি শুভাকরের মত প্রচার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাকর শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম অংশটা আমরা পাইয়াছি। উহার নাম আদিকর্ম্মরচনা। কাহাকে বৌদ্ধ বলে, সাধারণ বৌদ্ধের কি কর্ত্তব্য, কোন্ বৌদ্ধকে পঞ্চ শিক্ষা দেওয়া যায়, কোন্ বৌদ্ধকে দেওয়া যায় না, কাহাকে বোধিসত্ত্বযান বলে, বোধিসত্ত্ব হইলে কি কি করিতে হয়, কাহাকে মন্ত্রযান বলে, কাহাকে বজ্রব্রত বলে, শিক্ষাপদ লইলে কি কি কার্য্য করিতে হয়, কি কি কার্য্য করিতে নাই, বৌদ্ধেরা স্নান করিবার সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, বৌদ্ধেরা মুখ ধুইবার সময়, আহারের সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, কাহার কাহার বাড়ী ভিক্ষা করিবে, কাহার বাড়ী যাইবে, কাহার বাড়ী খাইতে নাই, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আদিকর্ম্মরচনায় আছে।

রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৌদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অকারাদিক্রমে যে বৌদ্ধ-গ্রন্থকারের সূচী লেখা হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার একখানি গ্রন্থ রামপাল রাজার রাজত্বের ২৫ বৎসরে লেখা হইয়াছিল। উহার নাম বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়িকা। কেমন করিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়, কত রকম মণ্ডল আছে, কোন্ মণ্ডলে কি সিদ্ধি লাভ করা যায়, সে সকল কথা এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকে নিজের মত রক্ষার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের মত ও অনেক পুস্তকের মত উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল মতের অধিকাংশ সংস্কৃতে লেখা, অনেক বাঙ্গালায়ও লেখা। তিনি যে সকল গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। খৃঃ এগার শতকের শেষ অর্দ্ধে অভয়াকর গুপ্ত বাঙ্গালায় মহাপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ শতকের প্রথম অর্দ্ধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীল বিহারের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তখন বিক্রমশীলের মহা জাঁক। শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রভৃতি বড় বড় লোকে সেখানে বাস করিতেন। দীপঙ্কর তাঁহাদের সকলের উপর। তিনি পূর্ব্ব উপদ্বীপে মহাযান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নাড় পণ্ডিত তাঁহার গুরু। লুই তাঁহার সহিত বসিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উপাধি; পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য্য, মহাচার্য্য, ভিক্ষু ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সে সব তীর্থস্থান; তিব্বতে দীপঙ্করও সেইরূপ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সেখানে তীর্থস্থান। তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বেশী। তিনি যে যে বিহারে বাস করিয়াছিলেন, লোকে আজিও সে সকল বিহার দেখাইয়া দেয়। তিনিও সংস্কৃতে অনেক বই লিখিয়াছেন এবং অনেকগুলি বই তিব্বতী ভাষায় তরজমাও করিয়াছেন। ইঁহার বাড়ী খাস বাঙ্গালায়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালীর একটী প্রধান গৌরবস্থল।

কুলদত্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা লিখিয়াছেন। ঐ বইএর চলিত নাম কুলতত্ত্বপঞ্জিকা। উহাতে বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া লেখা আছে। উহাতে বিহারের জমি কি করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপে শোধন করিতে হয়, কিরূপে সূত্রপাত করিতে হয়, কিরূপে গাঁথিতে হয়, কোথায় কোন্ দিকে কোন্ গাছ পুঁতিতে হয়, কিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সে কথা বলা আছে। এই পুস্তক অনুসারে নেপালের বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম এখনও হইয়া থাকে। পঞ্জিকা বলিয়া কেহ ইহাকে মনে না করেন, ইহা একখানি পাঁজি। পঞ্জিকা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। সে কালে তিন রকম ব্যাখ্যা ছিল,—টীকা, মহাটীকা ও পঞ্জিকা। পঞ্জিকায় সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়।

বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল বিহারের প্রধান পণ্ডিত; কালচক্রযানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনেক বই তরজমাও করিয়াছেন।

অনেক দেবদেবীর উপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন। জগদ্দল বিহার রামাবতীর কাছে ছিল। রামাবতী রামপালদেবের রাজধানী। উহা কোথায় ছিল, আজও স্থির হয় নাই। কিন্তু উহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বইএর ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করিবার প্রধান আড্ডা ছিল। ওখানে অনেক তিব্বতী পণ্ডিত আসিতেন, সংস্কৃত শিখিতেন এবং ভিক্ষুদের সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় বই তরজমা করিতেন। জগদ্দলের ভিক্ষুরাও বই তরজমা করিয়া দিতেন, তাঁহারাও ভুটিয়া ভাষা শিখিতেন। বিভূতিচন্দ্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা একখানি শিক্ষাসমুচ্চয়ের পুঁথি এখনও কেম্ব্রিজে আছে। বইখানি জগদ্দলে লেখা হয়। বেণ্ডল সাহেব বলেন, বইখানি খৃঃ ১৪ শতকে লেখা, কিন্তু আমার তাহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ১২ শতকে লেখা। কারণ, ১৪ শতকে জগদ্দলই বা কোথায়, বিভূতিচন্দ্রই বা কোথায়। বিভূতিচন্দ্রের অনেক বই ভুটিয়া ভাষায় তরজমা হইয়া টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে। টেঙ্গুর খৃঃ ১৩ শতকে সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং বিভূতিচন্দ্র ১৩ শতকের পূর্ব্বেই আসিবেন, পরে যাইতে পারেন না।

দানশীলও জগদ্দল বিহারের লোক, ভুটিয়া ভাষায় অনেক পুস্তক তরজমা করিয়াছেন। অনেক বইএর তরজমায় তিনি যে ভুটিয়া লোচবার সাহায্য লইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না। সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নয়; তিনি তিব্বতীয় ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাকরমতি, শান্তিদেব-লিখিত বোধিচর্য্যাবতার নামে যে মহাযানের উৎকৃষ্ট পুঁথি আছে, তাহার পঞ্জিকা-টীকা লেখেন। বোধিচর্য্যাবতার এই টীকার সঙ্গে পড়িলে মহাযানমতের হাট-হর্দ্দ সব টের পাওয়া যায়। বইখানিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে, যথেষ্ট সহৃদয়তা আছে। পুস্তকখানি প্রায় ১১ শতকে লেখা। ১০৭৮ সালে নকল করা একখানি পুঁথি কলিকাতায় আছে। যিনি নকল করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—প্রজ্ঞাকরমতিপাদানাম্। তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রজ্ঞাকরমতির শিষ্য ছিলেন, সুতরাং প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার কিছু দিনের পূর্ব্বের লোক।

কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ। বাঙ্গালায় ইঁহার অনেক গান আছে, একখানি দোঁহাকোষ আছে, সংস্কৃতে ইঁহার বহুসংখ্যক বই আছে। তাহার মধ্যে প্রধান বই যোগরত্নমালা, হেবজ্র-তন্ত্রের টীকা। হেবজ্রতন্ত্র একখানি মূল তন্ত্র, এখানি বজ্রযানের বই। বুদ্ধদেব তখন ভগবান্ বজ্রসত্ব হইয়াছেন, তিনি হাতে এক বজ্র লইয়া থাকেন এবং অনেক যোগিনী ও ডাকিনী প্রভৃতির সহিত বিহার করেন। তিনি কোন ডাকিনীর প্রশ্নে যে উত্তর দেন, সে-ই তন্ত্র। হেবজ্র-ঠাকুর জোড়া মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহাকে বজ্রযোগিনী পূর্ণমাত্রায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই দেবতার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সমস্তই কৃষ্ণাচার্য্যের লেখা। কৃষ্ণাচার্য্য আরও অনেক পূজাপদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন। হেরুকতন্ত্রের টীকাও তাঁহার লেখা। হেরুকও হেবজ্রের মত জোড়ামূর্ত্তি, শক্তির আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ। তবে হেরুক ও হেবজ্রে প্রভেদ কি, জানি না। হেরুক কিন্তু পুরাণ দেবতা। তাহার নাম তৃতীয় শতকে আর্য্যদেবের চিত্তবিশুদ্ধির প্রকরণে পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয়, মহাযানের দেবতা, আর হেবজ্র বজ্রযানের দেবতা।

কৃষ্ণাচার্য্যের বংশে আরও অনেক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে।

সরোরুহবজ্র বা শরহ একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁহার বাঙ্গালা দোঁহাকোষের কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাঁহার দোঁহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কিরূপে সরোরুহবজ্রের ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। তাঁহার লেখা কয়েকখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি, আর কয়েকখানির নাম টেঙ্গুরে লেখা আছে।

বাঙ্গালী না হইলেও উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির নাম আমরা এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহার গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া অত্যন্ত মান্য করেন। তিনি বজ্রযোগিনীর পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বজ্রযোগিনী দেবী কে, কি বৃত্তান্ত, কাহার শক্তি, কেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে, তাঁহার পূজায় কি ফল, তাঁহার পূজায় কি কি করিতে হইবে, তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ, এ সকল ব্যাপারের মূল প্রমাণ রাজা ইন্দ্রভূতি। ইহাঁর ৮।৯ খানি পুস্তক ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে আছে।

বজ্রযোগিনীর আর এক উপাসিকা লক্ষ্মীঙ্করা। তিনি রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি বিচারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বজ্রযোগিনীর পূজা সম্বন্ধে পিতা যাহা বাকী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী লক্ষ্মীঙ্করা সে কালের লোকের আদর্শ ধার্ম্মিকা রমণী।

অজপালিপাদ

অজপালিপাদের উপাধি—কখন সিদ্ধ, কখন আচার্য্য, কখন মহাচার্য্য, কখন সিদ্ধাচার্য্য, কখন ভট্টারক। তিনি নীলাম্বরধরবজ্রপাণি নামে মহাযক্ষ সেনাপতির পূজা প্রচার করেন। তিনি ঐ বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেন।

অদ্বয়গুপ্ত আর্য্য মঞ্জুশ্রীর পূজা প্রচার করেন, নামসংগীতির টীকা করেন, কিরূপে মঞ্জুশ্রীর মণ্ডল করিতে হয়, মঞ্জুশ্রীর সাধন করিতে হয় এবং আর্য্য মঞ্জুশ্রী কাহাকে বলে, তাঁহার পূজা করিলে কি ফল হয়, এই সকল বিষয়েও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

অদ্বয়বজ্র

ইহাঁর আর এক নাম আচার্য্য অবধূতপাদ। ইনি হেবজ্র, বারাহী, যোগিনী, মহামায়া, একজটা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচার করেন, মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধেও অনেক বই লিখেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম মহাসুখপ্রকাশ।

কুমারশ্রী

কুমারশ্রী রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য। রাজকুমারী প্রদীপোদ্দ্যোতন নামে হেবজ্রতন্ত্রের

টীকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার টিপ্পনী করেন। সে কালে সকল উপাধির শ্রেষ্ঠ উপাধি যে মহোপাধ্যায়, তাহাই তিনি পাইয়াছিলেন।

কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্র

কুমারচন্দ্র আচার্য্যও অবধূত ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী, মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা দেশে বিক্রমপুরী বিহারে বসিয়া কৃষ্ণযমারিতন্ত্রের ও বজ্রভৈরবতন্ত্রের টীকা লিখিয়া যান। আরও একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমারবজ্র চক্রসম্বরের উপর পুস্তক লিখেন ও চক্রসম্বরের উপর আরও কয়েকখানি পুস্তক তর্জ্জমা করেন এবং একখানি পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা শোধন করিয়া দেন।

চন্দ্রগোমিন্

চন্দ্রগোমীর নিবাস পূর্ব্বভারতে বরেন্দ্রদেশে, ইঁহার উপাধি আচার্য্য, মহাপণ্ডিত। ইনি নামসংগীতির টীকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাভট্টারিকা, সিংহনাদলোকেশ্বর, হয়গ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণ-নিবারণ, বিঘ্ননিবারণ, পরসৈন্যধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুষ্ঠচিকিৎসা, জ্বররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রভৃতি শান্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্ম্মের পুস্তক লিখেন।

চন্দ্রশ্রী

পূর্ব্বভারতনিবাসী ভিক্ষু চন্দ্রশ্রী আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তাহার ভুটিয়া তর্জ্জমা লিখেন।

ডোম্বী হেরুক

ইনি একজন মগধের রাজা, সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য্য, পরে মহাচার্য্য, পরে সিদ্ধ-মহাচার্য্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজের বৃত্তি লিখেন, একবীর, নৈরাত্ম্যযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের উপদেশ দেন।

তথাগত রক্ষিত

উড়িষ্যা দেশে ভজ্জমা নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কায়স্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিতহারা, নীলতারা, পীততারা, রক্তভারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করেন।

তৈলিকপাদ বা তেলিপ

ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী সিদ্ধমহাচার্য্য, একখানি দোঁহাকোষ লিখেন, তত্ত্বচতুরোপদেশের প্রসন্নদীপ নামে টীকা লিখেন।

দিবাকরচন্দ্র

দিবাকরচন্দ্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সহস্রভুজনেত্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা করেন।

ধর্ম্মশ্রীমিত্র

উড়িয়ানিবাসী মহোপাধ্যায় ধর্ম্মশ্রীমিত্র অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে *বজ্রভৈরবসাধন, কালযমারিসাধন, আর্য্যাচলসাধন ও জ্ঞানসত্বসাধনপূজাবিধি পুস্তক।*

নাড়পাদ

ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু। তিব্বত দেশে ইহাঁর নাম নারো। ইহাঁর স্ত্রীর নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। ইহাঁরা স্ত্রীপুরুষেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন এবং হেবজ্রসাধনের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তূপ মহা-বিহারের ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্রের অনুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তকের এক নকল বাঙ্গালা দেশের রাজা হরিবর্ম্মদেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের উপাধি আর্য্য, শ্রী, আচার্য্য, মহাচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন্। বজ্রগীতি নামে তাঁহার দুইখানি গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুইএর সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুইএর দল ছিল সিদ্ধাচার্য্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের এক উপাধি আছে আর্য্য। এ উপাধির অর্থ কি? বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া যাঁহারা বিবাহ করিতেন, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, অথচ পণ্ডিত বা যোগী হইতেন, তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিত। এ কথা তত্তকরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অনার্য্যৈরার্য্যা ন নম্যন্তে"। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষু যতই বড় হউন, অন্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে পারিবে না। নাড় পণ্ডিতের গৃহিণী ছিলেন নিগু, তাঁহার উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী, তাঁহার আর এক উপাধি ছিল কর্ম্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া নাড় পণ্ডিতের উপাধি ছিল 'আর্য্য'।

নীলকণ্ঠ

ইহাঁর উপাধি আচার্য্য। ইনি কৃষ্ণের বংশধর। ইনি 'অদ্বয়নাড়িকাভাবনাক্রম' নামে এক-খানি বই লিখেন; ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহ্যদ্বার হইতে দুই দিকে দুই নাড়ী উপরে গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর একটি কালি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ; তিনি এই দুইটি নাড়ীই যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এক-করা দুই নাড়ী, ইহাই বজ্রসত্বের আসন; কারণ, শাস্ত্রে বলে—"আলিকালি-সমাযোগো বজ্রসত্বস্য বিষ্টরং"।

পঙ্কজ

ইহাঁর এক উপাধি আচার্য্য, আর এক উপাধি বঙ্গজসিদ্ধ। তাঁহার একখানি পুস্তকের নাম অনুত্তরসর্ব্বশুদ্ধিক্রম অর্থাৎ কিরূপে সকল বিষয়ে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়, তিনি তাহার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রজ্ঞাবর্ম্মন্

ইনি বাঙ্গালা দেশের লোক; বিশেষস্তব নামে যে বুদ্ধের স্তব আছে, ইনি তাহার এক টীকা লিখেন।

ভৈরবদেব

ইনি সুম্ভ বা সুহ্মপুরীর রাজার পুত্র। ইনি শম্বরের পূজা-প্রণালী সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। শম্বর জোড়া মূর্ত্তি। ইহাঁর পুস্তকে শম্বরের সেবাবিধি, স্থাপনবিধি, মণ্ডলবিধি ও অভিষেকবিধি আছে। তিনি পুস্তকখানি নিজে সংস্কৃতে রচনা করেন ও একজন ভুটিয়া লোচোবার সাহায্যে ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দেন। সুম্ভপুরী বা সুহ্মপুরী রাঢ়দেশের প্রাচীন নাম, তাম্রলিপ্ত সুহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

রত্নাকরশান্তি

ইনি বিক্রমশীল বিহারের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা লইয়া ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তন্ত্র সম্বন্ধেও ইহাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি কৃষ্ণযমারি, বজ্রভৈরব, বজ্রতারা, মহামায়া প্রভৃতি দেবতার পূজাবিধি লিখিয়াছেন; সহজিয়াদিগের ৩৪ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন; গুহ্যসমাজ, হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতির টীকা লিখিয়াছেন, পঞ্চরক্ষার উপরও ইহাঁর পুস্তক আছে। ইহাঁর একটী উপাধি কলিকালসর্ব্বজ্ঞ।

স্থগন

ইনি উড়িষ্যাদেশবাসী, ব্রাহ্মণ, মহাচার্য্য। রত্নাকরশান্তির লিখিত সহজসম্ভোগবৃত্তির টীকা লিখেন।

পুণ্ডরীক

ইহাঁর অপর নাম জ্ঞানবজ্র। লোকে ইহাঁকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিত। ইনি কালচক্রতন্ত্রের লঘুটীকা লিখেন। কালচক্রতন্ত্র বজ্রযানের পুঁথি, কিন্তু ক্রমে কালচক্র একটি স্বতন্ত্র যান হইয়া উঠে এবং বজ্রযানের মত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কালচক্রতন্ত্রখানি সংগীতি আকারে লেখা নয় অর্থাৎ উহার গোড়ায় "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে" এ ভাবে কিছু লেখা নাই, সমস্তটাই বড় বড় ছন্দে লেখা। যখন এই পুস্তক উদ্ধার হয়, তখন বুদ্ধগণের উপর একজন আদিবুদ্ধ আছেন, এই মত অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার নাম পরমাদিবুদ্ধ। তিনি গুহ্যাধিপের নিকট কালচক্রতন্ত্র প্রকাশ করেন, দশবলবুদ্ধ

তাহার ব্যাখ্যা করেন, মঞ্জুশ্রী মুনিগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দেন ; সুচন্দ্র ষাট হাজার শ্লোকে উহার টীকা লিখেন ; তাহাতে সকল যানেরই অর্থ সূচনা করা থাকে ; পুণ্ডরীক মূলতন্ত্র অনুসারে সেই বড় টীকার সার বার হাজার শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। মূল তন্ত্রখানির এক নকল কেম্ব্রিজে আছে। সেখানি বাঙ্গালা অক্ষরে খ্রীঃ অঃ ১৪৪৬ বৎসরে লেখা ; লেখকের নাম জয়রাম দত্ত, তিনি জাতিতে করণকায়স্থ, নিবাস মগধের ঝাড়গ্রাম শাসন।

ইঁহার—পুণ্ডরীকের টীকা বিমলপ্রভা কলিকাতায় আছে। উহা বঙ্গদেশের রাজা হরিবর্ম্ম-দেবের সময়ের লেখা। হরিবর্ম্মদেব খ্রীঃ ৯৫০—১০০০ এর মধ্যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৩৯ বৎসরে এই পুথি লেখা হয়। পুথি লেখার পর ৭ বৎসরের মধ্যে এই পুথি অনেক বার পাঠ করা হয়। পুণ্ডরীক বলিতেছেন,—তাঁহার পিতার নাম যশঃ। তাঁহাদের দেশের রাজা কল্কী ও তাঁহার পিতা যশ—এই দুই জনের বিশেষ আগ্রহে তিনি এই টীকা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। *তিনি বলিতেছেন,—মগধ ভাষায় ত্রিপিটক প্রচারিত হয়, সিন্ধু ভাষায় সূত্রান্ত, সংস্কৃত ভাষায় পারমিতা প্রচারিত হয়। মন্ত্রযান ও তন্ত্র সংস্কৃত ভাষায়, প্রাকৃত ভাষায়, অপভ্রংশ ভাষায় ও অসংস্কৃত শবরাদি ম্লেচ্ছভাষায় প্রচারিত হয়। তিন যানের পুথি ভোটদেশে ভোটভাষায় লেখা* হয়, চীনদেশে চীনভাষায় লেখা হয়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে পারস্যভাষায়, সীতা নদীর উত্তরে চম্পকভাষায়, বানরভাষায়, সুবর্ণাঙ্গ ভাষায়, নীলা নদীর উত্তরে রুক্ষদেশে রুক্ষ-ভাষায়, হিমবন্তের উত্তরে সুরথ ভাষায় এবং আরও ৯৬টি দেশে ৯৬টি ভাষায় লেখা হয়। এইরূপ দ্বাদশ খণ্ডে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে, সর্প ও অন্যান্য জন্তুর স্বরে তিন যানেরই পুথি লেখা হয়। শ্রাবকেরা শ্রাবকযান ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেকবুদ্ধেরা প্রত্যেকযান ব্যবহার করিতেন, বোধিসত্ত্বেরা পারমিতাযান ও সঙ্গীতিকারেরা সর্ব্বসত্ত্বের শিক্ষার জন্য 'হেতুকলাত্মক' মন্ত্রমহাযান ব্যবহার করিতেন। এইরূপে সংগীতিকারেরা যখন নানা ভাষায় লিখিত বুদ্ধের মত বিচার করিতেন, তখন দেখা যাইত যে, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ভাষায়ই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, এ কার্য্য হরি, হর প্রভৃতি কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি আর এক জায়গায় বলিতেছেন যে, ত্রিরত্নশরণ করার পরই লৌকিক ও লোকত্রয়সিদ্ধির জন্য কালচক্রের সাধনমার্গে অভিষেক করিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায়, হীনযানে যে 'পঞ্চশিক্ষা', 'অষ্টশিক্ষা' ও 'দশশিক্ষা' আছে, কালচক্রবাদীরা তাহার কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। দিন কতক "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিয়াই একেবারে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন এবং পুণ্ডরীক বলিতেছেন, এই জন্মেই তাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিতেন।

পুণ্ডরীক বলেন যে, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের মত সুশব্দবাদী নহেন। অর্থই তাঁহাদের প্রয়োজন, কোনরূপে অর্থবোধ হইলেই হইল। ছন্দ লিখিতে তাঁহারা অপশব্দ ব্যবহার করেন, যতিভঙ্গ হইলে তাঁহাদের দোষ হয় না। তাঁহারা বিভক্তিশূন্য পদ ব্যবহার করেন, বর্ণ ও স্বরের লোপ করেন, ছন্দে হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব করেন, কোথায় পঞ্চমীর অর্থে

সপ্তমী করেন, চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী করেন, পরস্মৈপদীকে আত্মনেপদী ও আত্মনেপদীকে পরস্মৈপদী করেন, একবচনে বহুবচন ও বহুবচনে একবচন করেন, পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন, স-কার ন-কারের ভেদ মানেন না। তাঁহার পুস্তক পড়িলে জানা যায়, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

এই পুস্তকে যেরূপ সাধনপ্রণালী আছে, তাহা আমাদের সাধনপ্রণালী হইতে অনেক ভিন্ন, অন্যান্য বৌদ্ধতন্ত্র হইতেও ভিন্ন। গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—লোকধাতুপটল, অধ্যাত্মধাতুপটল, সেকপটল, সাধনপটল ও জ্ঞানপটল।

এইরূপ দেখা যায়, মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল এক প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, তাহা নয়, উহাঁদের এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত-সাহিত্যও ছিল। সে সাহিত্যে যেমন এক দিকে অতিসূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্রের মত-সকল ব্যাখ্যা হইত, তেমনই আর এক দিকে ভৈরব-ভৈরবী, ডাক-ডাকিনী প্রভৃতির পূজারও ব্যবস্থা ছিল, নানারূপ ভেল্কী ও বুজরুকীর ব্যবস্থা ছিল। তখন বাঙ্গালার বৌদ্ধেরা নানা দেশে গমনাগমন করিতেন, নানা দেশের ভাষা শিখিতেন, নানা দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতেন এবং নানা ভাষায় পুস্তক রচনা ও তর্জ্জমা করিতেন। ভুটিয়া ভাষা জানার দরুণ আমরা এখন শরচ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্রকে কত বাহবা দিই, কত খাতির করি; কিন্তু সে কালে বিহারে বিহারে অনেক ভুটিয়া-জানা লোক থাকিতেন এবং তাঁহাদের অনেকে ভুটিয়া ভাষায় বই লিখিতে ও তর্জ্জমা করিতে পারিতেন। গোড়ায় ত্রিবিধ সাহিত্যের আলোচনা করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সম্বোধন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া আসিল, আপনাদের ধৈর্য্য না থাকে, তাই আমি মাত্র বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিয়াই অদ্য বিরত হইলাম।*

সিদ্ধপুরুষগণের নাম,—

১ গোরক্ষনাথ। ২ চৌরঙ্গীনাথ। ৩ চামরীনাথ। ৪ তন্তিপা। ৫ হালিপা। ৬ কেদারিপা। ৭ ধোঙ্গপা। ৮ দারিপা। ৯ বিরূপা। ১০ কপালী। ১১ কমারী। ১২ কাহ্ন। ১৩ কনখল। ১৪ মেখল। ১৫ উন্মন। ১৬ কাণ্ডলি। ১৭ ধোবী। ১৮ জালন্ধর। ১৯ টোঙ্গী। ২০ মবহ। ২১ নাগার্জ্জুন। ২২ দৌলী। ২৩ ভিশাল। ২৪। অচিতি। ২৫ চম্পক। ২৬ ঢেণ্টস। ২৭ ভুম্বরী। ২৮ বাকলি। ২৯ তুজী। ৩০ চর্পটী। ৩১ ভাদে। ৩২ চান্দন। ৩৩ কামরী। ৩৪ করবৎ। ৩৫ ধর্ম্মপাপতঙ্গ। ৩৬ ভদ্র। ৩৭ পাতলিভদ্র। ৩৮ পলিহিহ। ৩৯ ভানু। ৪০ মীন। ৪১ নির্দ্দয়। ৪২ সবর। ৪৩ সান্তি। ৪৪ ভর্ত্তৃহরি। ৪৫ ভীষণ। ৪৬ ভটী। ৪৭ গগনপা। ৪৮ গমার। ৪৯ মেণুরা। ৫০ কুমারী। ৫১ জীবন। ৫২ অঘোসাধব। ৫৩ গিরিবর। ৫৪ সিয়ারী। ৫৫ নাগবালি। ৫৬ বিভৎস। ৫৭ সারঙ্গ। ৫৮ বিবিকিধজ। ৫৯ মগরধজ। ৬০ অচিত। ৬১ বিচিত। ৬২ নেচক।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

৬৩ চাটল। ৬৪ নাচন। ৬৫ ভীলো। ৬৬ পালিহ। ৬৭ পাসল। ৬৮ কমল-কঙ্কারি। ৬৯ চিপিল। ৭০ গোবিন্দ। ৭১ ভীম। ৭২ ভৈরব। ৭৩ ভদ্র। ৭৪ ভমরী। ৭৫

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, উর্দ্দূ। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক; সুতরাং তাহাদের মাতৃভাষাও এক। তাঁহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার্থ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসিগণের মাতৃভাষা উর্দ্দূ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের যথাযথ উত্তর বহু বার বিভিন্ন উপায়ে দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাণে† অথবা হাদিসে‡ মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা কি ভাসিয়া যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,—ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মানুসারে ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তিরা সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা পৃথিবীর এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন?—তাহারাই বা আত্মসম্মান ভুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থরক্ষা ও একতা বৃদ্ধি অথবা একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য যদি তাঁহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে, তবে অল্পসংখ্যক তাঁহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানকে কষ্ট না দিয়া যাঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাঁহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন?

আর এক দল বলিতেছেন,—বাঙ্গালী মুসলমানেরা বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সেই জন্য তাহারা বঙ্গভাষার সেবায় এত উদাসীন। হিন্দুদিগের সহিত একযোগে যখন তাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বঙ্গ-জননীর সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-জননীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

---

* নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

† মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস মতে কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য।

‡ ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই হাদিস।

তৃতীয় দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার সেবা ও তাহার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকদিগের তীব্র কষাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুদিগের তুলনায় বঙ্গভাষার চর্চ্চায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার অনুশীলনে পূর্ব্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ ঔদাসীন্য ভাব বর্ত্তমান নাই। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে।

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা করিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রায় ততটা পরিমাণে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। *কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জন-সাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিম্নে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।*

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা ধারণা জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে।—একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন দুই চারি জন মুসলমান, মুসলমানদিগকে "ভাষা-জননীর সেবক নহে" বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই কারণের উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা হিন্দু-ভ্রাতারা আসল বাঙ্গালা ভাষাকে একপ্রকার বর্জ্জন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শব্দ বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়া তৎস্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্য্যে যে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য্য হইতেছেন, অথবা কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গভাষার সহিত আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দু শব্দের

ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না ; তাঁহারা আবশ্যকীয় আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শব্দকে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উর্দ্দুও কতকটা বটে। সুতরাং আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে, ধর্ম্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করত ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে না কি ? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শীভাষায় আলেম (পণ্ডিত) হওয়া ত সম্ভব নহে ? তবে যদি তাঁহারা (বাঙ্গালী মুসলমানেরা) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অনুবাদ করাইয়া লন, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনূদিত পুস্তকের সাহায্যে তাঁহারা নিজে নিজেই স্বীয় ধর্ম্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাখিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে এমনও আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত দুই চারিটি আরবী, পার্শী শব্দ ব্যতীত অপ্রচলিত আরবী, পার্শী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী বা পার্শী ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কখনও সৃষ্টি হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিগকে কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আল্লাহ" বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া বুঝাইতে হয় না ; কিন্তু ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। "রওজা" বলিলে পীর, ওলি ও পয়গম্বরদিগের কবরকেই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত "রওজার" আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায় ? "ইমাম", "পয়গম্বর", "গওস্", "কোতব্" বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুরুদিগকে বুঝায়, "মহাপুরুষ", "মহাত্মা" বলিলে কি তাহা বুঝিতে পারা যায় ? "আলেম," "ওলামা", "মওলানা" বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া থাকে ? "আলেম" ও "ওলামা" বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু "পণ্ডিত" ও "পণ্ডিতমণ্ডলী" বলিলে কি আরবী, পার্শীর নামোল্লেখ করিয়া বুঝাইতে হয় না ? আবশ্যক হইলে মুসলমানদিগের নিত্যাবশ্যকীয় এরূপ বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবশ্যকীয়

অপ্রচলিত আরবী ও পার্শী শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বাদ দিলে কিম্বা আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় বাধা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেবল তাহাই নহে—আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিব না। আমার আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কলেবর এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষা হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ। কেবল নাটক, নভেল, উপন্যাস লিখিবার অথবা তাহা পাঠ করিবার জন্যই বঙ্গভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাহার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার সাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা। কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্যকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার অধিকার হইতে বে-দখল করা হইতেছে।

অতঃপর সংস্কৃতভাষার কথা। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিবার অধিকার "ম্লেচ্ছ" মুসলমানদিগের নাই। আজকাল যদিও দুই চারি জন মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে "কট-মট" শিক্ষা, প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দ্বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেবা করিবার জন্য দলে দলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দুভ্রাতাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কিরূপ নীরব সাধনাদ্বারা ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহা হিন্দুভ্রাতারা দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসলমানেরা আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূর "মোহ" ধর্ম্মসঙ্গত কারণে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং বর্ত্তমান সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁহারা বাণী-মন্দিরে* প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহারা আপনাপন পর্ণকুটীরে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে মাতা বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোন সংবাদই রাখি না। তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য উৎসাহপ্রদান এবং ধন্যবাদ করার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার এবং ঘৃণা-ভাবই তাঁহারা তাঁহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানায়, এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা কি তাহার কোন খবর রাখি? শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, সেই সমস্ত পুস্তকের "বটতলার পুঁথি" এই নাম দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছি। "বটতলার পুঁথি" পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, নামটি শুনিলেই যেন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—গায়ে জ্বর আইসে। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখার ন্যায়, আমরা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কু-রুচিপূর্ণ ও কু-কথার ভাণ্ডারের ছায়া দেখিতে পাই। তাই "বটতলার পুঁথি" হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি।

যে সমস্ত পুস্তক ("বটতলার পুঁথি") সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তন্মধ্য হইতে দুই চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিই যে পদ্যাকারে লিখিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনার ক্ষমতা, তাঁহাদের কাব্যে ভাষার লালিত্য, স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান যে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ দেশে না জন্মিয়া যদি তাঁহারা অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারিত।

হিন্দুভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা "রামায়ণ" ও "মহাভারত" যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমান-দিগের "বটতলার পুঁথি", "আমীর হামজা" এবং "দাস্তান আমীর হামজাও" সেইপ্রকার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে "রামায়ণ" ও "মহাভারত"কে যেমন মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, "আমীর হামজা" ও "দাস্তান আমীর হামজা" নামক গ্রন্থ দুইখানিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। "রামায়ণ" ও "মহাভারতের" সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল্লা ও সৈয়েদ হামজার রচিত "আমীর হাম্জা" এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্দুলমজিদ ভুঞা-রচিত "দাস্তান আমীর হামজা"। কিন্তু "দাস্তান আমীর হামজার" ভণিতায় রচয়িতা স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নামও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্যতম "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" কালিদাস। কিন্তু "দাস্তান আমীর হাম্জা" গ্রন্থ যে মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত নহে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বর্দ্ধমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকার কালে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে, যখন আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্য্যের জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু হায়! আজ তিনি কোথায়? আমার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিরশান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অনুসন্ধানের জন্য সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্য্যে সময় ব্যয় করিতে পারি নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, পূর্ব্বকথিত "বটতলার পুথি" নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনমাত্র ৪৪৪৬ খানি কাব্য ছাপা হয় ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি কাব্যের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ্যে আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাদুর আইন অনুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। যথা,—

১। অভয় দুলভ
২। অষ্টখণ্ড
৩। আশকে রসুল
৪। আশকে মোহাম্মাদী
৫। আজায়েব চা'র ইয়ার
৬। আলাওদ্দিন
৭। আহমকনামা
৮। আকুল ক্রন্দন
৯। আবেদা বিবি
১০। আজায়েব সোলেমানী
১১। আহকাম শরিয়ৎ
১২। আদম ও হাওয়া
১৩। আকেবত-খায়ের
১৪। আবুশামা
১৫। আসমান সিংহ
১৬। আরবা আরবাইন হাদিস
১৭। আমীর হামজা
১৮। আলেফ লায়লা
১৯। আহকামল জবেহ
২০। আহকামল জুমা
২১। আখবারল ওজুদ
২২। আম্বিয়ার বাণী

২৩। আদম আশক
২৪। আজায়েবল ওজুদ
২৫। আলী ও দিলবাহার
২৬। আখ্বারস্ সালাত
২৭। আদম ওজুদতত্ব
২৮। আশকনামা
২৯। আস্রারস্ সালাত
৩০। আজায়েবল কবর
৩১। আলম স্বামী বাহারজান
৩২। আহকামল মোস্লেমিন্
৩৩। আহকামল হেদায়েৎ
৩৪। আখ্লাকাল আউলিয়া
৩৫। আজকারে তরিকায়ে কাদেরিয়া
৩৬। আহকামল ইস্লাম
৩৭। আফতাব দাস্তান
৩৮। আব্দুল্লার হাজার সওয়াল
৩৯। ইউসুফ জেলেখা
৪০। ইব্লিসনামা
৪১। ইন্দ্রসভা
৪২। ইমাম যাত্রা
৪৩। ইব্রাহিম আদ্হাম
৪৪। ইস্লামে দিন
৪৫। ইমাম চুরী
৪৬। ইমামবধ নাটক
৪৭। ইসলামোয়েকা
৪৮। ইস্লামিয়া মন্ত্র
৪৯। এস্কে জহর ও জাহান্ আরা
৫০। একদিল শাহ
৫১। এলাজে বাঙ্গালা প্রথম ভাগ
৫২। „ „ দ্বিতীয় ভাগ
৫৩। „ „ তৃতীয় ভাগ
৫৪। এলাজে গাও
৫৫। একশত ত্রিশ ফরজ
৫৬। এসরারল ওজুদ
৫৭। এলাজ-উল্ কোকরা
৫৮। ওস্মর উস্মিয়ার নকল ও ভোজের বাজী
৫৯। ওস্মর আলী ইরাবতী
৬০। ওজুদনামা
৬১। ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া
৬২। ওফাতনামা
৬৩। ওসিয়াতুস্ সালেহীন
৬৪। কালর নসিহত
৬৫। কওলেল আরেফিন
৬৬। কালু গাজী ও চম্পাবতী
৬৭। কটুর মিঞা
৬৮। কালু গাজী হামিদিয়া
৬৯। কাঞ্চনমালা
৭০। কাসাসোল আম্বিয়া
৭১। কলির চরিত্র
৭২। কালন্নবী
৭৩। কেয়ামতনামা
৭৪। কাশফল মারফত
৭৫। কলি জমানা
৭৬। কল্মা মোনাজাত
৭৭। কাশফল এস্রার
৭৮। কাজী হয়রান
৭৯। কুঞ্জবিহারী
৮০। কাজীনামা
৮১। কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী
৮২। খানে নিয়ামত
৮৩। খাবনামা
৮৪। খায়রে দো-জাহান
৮৫। খোলা সাতল্ মসায়েল

৮৬। খোলাসাতয়েকা
৮৭। খোলাসাতল আম্বিয়া
৮৮। খত্‌নামা
৮৯। খোষগল্প ১ম ও ২য় ভাগ
৯০। খোতবা (বাঙ্গালা)
৯১। খোলাসাতল হায়েজ
৯২। খায়ের উল্‌বশর
৯৩। গোলে আরজান্
৯৪। গোলে আন্দাম
৯৫। গরক্‌নামা
৯৬। গোলে নওবাহার
৯৭। গোলে বকাওলী
৯৮। গোলে হরমুজ
৯৯। গোলজারে আতশ
১০০। গোল্‌বা বাহরাম
১০১। গোল্ সনুবর
১০২। গোল্‌শানে মোহাব্বাত
১০৩। গোল্‌শানে রুম
১০৪। গোলজাদি বিবি
১০৫। গোলশানে আজায়েব
১০৬। গোলে বেখেজাম
১০৭। গোল্‌বা সানুওয়ার
১০৮। গোলে নুর রওশন জামাল
১০৯। গাজী কালু চম্পাবতী
১১০। গেন্দে গোল হররোজ
১১১। গঞ্জে মারফৎ
১১২। গোলজারে ইব্রাহিম
১১৩। গমের দরিয়া
১১৪। গোল কামরোজ
১১৫। গোলে কোহিনুর
১১৬। গঞ্জে নুর ইস্‌লামেদিন
১১৭। গোলজারে আকরম
১১৮। গাঞ্জল আরস (বাঙ্গালা)
১১৯। গোলে নওনেহার
১২০। ঘৃণিনামা
১২১। চৌত্রিশ অক্ষরের কল্লিলত
১২২। চোরচক্রবর্ত্তী
১২৩। চেমন বাহার
১২৪। চন্দ্রাবলী
১২৫। চাহার দরবেশ
১২৬। চৌদ্দ উজির
১২৭। চন্দ্রাওলি বিশ্বকেতু
১২৮। ছিন্নচত্র রাজার জঙ্গ
১২৯। ছম্‌ছমল মওয়াহেদিন
১৩০। ছমির জালাল
১৩১। জেবল মুলুক শামারোক
১৩২। জঙ্গে হয়দার
১৩৩। জান রওশন
১৩৪। জঙ্গে খয়বর
১৩৫। জুগী কাছের (যোগী কাছের)
১৩৬। জৈগুণ
১৩৭। জামাই শশুরের ঝগড়া
১৩৮। জঙ্গে নওশাদ
১৩৯। জঙ্গে জামাল
১৪০। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী
১৪১। জঙ্গে বল্‌কান
১৪২। জাহরা বিবির কেস্‌সা
১৪৩। জঙ্গনামা
১৪৪। জঙ্গে সোহরাব
১৪৫। জঙ্গে কারবালা
১৪৬। জাওয়াকল ইমান
১৪৭। জকিনামা
১৪৮। জমজমার কেস্‌সা

১৪৯। জেয়ারতে কবর
১৫০। জঙ্গে হয়দার
১৫১। জোল্‌মাতনামা
১৫২। জরা-সুরা
১৫৩। জেয়ারতে মক্কা
১৫৪। জবেহ্ আহকাম
১৫৫। জোবেদা খাতুন
১৫৬। জামিনী ভান্
১৫৭। জল্‌সা নামা
১৫৮। জমানল ফেরদওস
১৫৯। যোগী কাচ বড়
১৬০। জাদু তেলেস্‌মাত
১৬১। জেয়াফতে আম্
১৬২। ঝগড়ানামা
১৬৩। নূরজাহান
১৬৪। নেক্‌বিবি
১৬৫। নসিহতে করিমী
১৬৬। নূরল বসর
১৬৭। নব চিকিৎসাবোধ
১৬৮। নওখরিদ পাহালওয়ান
১৬৯। নারিকেলবেড়ের লড়াই
১৭০। নিয়েতনামা-হেদায়েৎ উল্ ইসলাম
১৭১। নারীপুরুষ
১৭২। নাজাৎতোল ইসলাম
১৭৩। নবীন্ মঙ্গল বিষহরা
১৭৪। নসিহতস্‌সালাত
১৭৫। নকশে সোলেমানী, প্রথম খণ্ড
১৭৬। " " দ্বিতীয় খণ্ড
১৭৭। " " তৃতীয় খণ্ড
১৭৮। " " চতুর্থ খণ্ড
১৭৯। নদেরচাঁদ কুম্ভীর (!)
১৮০। নেজাম পাগলা
১৮১। নূরল ইমান
১৮২। নসিহতনামা
১৮৩। নসিহতে জানানা
১৮৪। নূরনামা
১৮৫। নজমন্নিসা
১৮৬। নবী-নামা
১৮৭। নাজাতলওবা
১৮৮। নসিহতন্নেসা
১৮৯। নজ্জুমী কালাম
১৯০। নসিহতল ফোস্‌সাক
১৯১। নূর বখ্‌ত নওবাহার
১৯২। নাজাতল আরওয়াহ
১৯৩। নেক বখ্‌ত খসম পিয়ারী
১৯৪। নসিহতে আহলে কলি
১৯৫। নসিহতে ঘোর কলি
১৯৬। নসিহতে আম
১৯৭। নসিহতল ইমান
১৯৮। তকরার দাফে জোল্‌মাত
১৯৯। তিলিস্ সমে হোসরোবা
২০০। তমিমগোলাল
২০১। তক্‌বিয়েতল ইমান
২০২। তিলিসমাত সোলেমানী
২০৩। তালেনামা
২০৪। তুতিনামা
২০৫। তেব্বেনবী
২০৬। তাজকেরাতুল আউলিয়া
২০৭। তাজকিরাতুন্নেসা
২০৮। তাজ-উল্ আলম
২০৯। তম্বিহল্ জাহেলীন
২১০। তফসির বিস্‌মিল্লাহ
২১১। তুষ্টনামা
২১২। তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু

২১৩। তোহফাতন্ নসিহত
২১৪। তাজল আলম্ মাহিগীর
২১৫। তোহফাতল মোস্‌লেমিন্
২১৬। তফসির ফজায়েলে বিস্‌মিল্লাহ
২১৭। তেলাওতল ওজুদ
২১৮। তম্বিয়াতন্নেসা
২১৯। তোহফাতল্ মোবতাদী
২২০। তব্‌লিগুল ইসলাম
২২১। তারিখে আবুহানিফা
২২২। দাকাএকল হেকাএক
২২৩। দেলরোবা চারচমন
২২৪। দেলারাম
২২৫। দলিল-উল্ আহকাম
২২৬। দারা সেকান্দারনামা
২২৭। দেলপসন্দ
২২৮। দিনকানা শ্বশুর
২২৯। দেলবাহার গোলেস্তান
২৩০। দেলফেরেব পিয়ারজাহান
২৩১। দিদার ইলাহী
২৩২। দরবেশনামা
২৩৩। দেলদিওয়ানা
২৩৪। দোরয়াতল মোমেনিন
২৩৫। দেলবাহার
২৩৬। দুইসতীনের ঝগড়া
২৩৭। দেলদার কুমার
২৩৮। দেলরওশন হাদিস
২৩৯। দাওয়াতে মোহাম্মাদী
২৪০। দেওনামা ভালেনামা
২৪১। দিওয়ান বোরহান
২৪২। দেল্‌খোষ
২৪৩। দাল্লালা মোক্কালা
২৪৪। দুলাদুলহীনের খেলা
২৪৫। দুইশত উপদেশ
২৪৬। প্রেমতরঙ্গ
২৪৭। পদ্মাবতী
২৪৮। পবনকুমারী
২৪৯। পীর গোরাচাঁদ ১ম
২৫০। পীর গোরাচাঁদ ২য়
২৫১। পীর ফরিদ
২৫২। পরিবানু শাহাজাদী
২৫৩। পাকপঞ্জতনের নক্‌শা
২৫৪। প্রেমচোরা
২৫৫। ফেসানায়ে আজায়েব
২৫৬। ফাতেমার জহুরানামা
২৫৭। ফজিলাতেহজ্জ
২৫৮। ফজায়েলে হরমায়েন
২৫৯। ফেসানা বেদার বকৃত
২৬০। ফাজিলাতে দরুদ
২৬১। ফুলভোমরা
২৬২। ফতুহশাম, ১ম খণ্ড
২৬৩। ঐ ২য় খণ্ড
২৬৪। ঐ ৩য় খণ্ড
২৬৫। ঐ ৪র্থ খণ্ড
২৬৬। ফতুহল্ এরাক
২৬৭। ফতুহল মেসের
২৬৮। ফকির বিলাস
২৬৯। ফয়সালে আহকাম ২য়;
২৭০। ফাজিলাতে বারচান্দ
২৭১। ফজায়েলে সাহরে সিয়াম
২৭২। ফরায়েজ বাঙ্গালা
২৭৩। বাহার দানেশ
২৭৪। বিধবা-বিচ্ছেদ
২৭৫। বিবি জোবেদাখাতুন
২৭৬। বড় তুতিনামা

২৭৭। বে-নজির বদ্‌রেমুনির
২৭৮। বারমাস
২৭৯। বাগ্‌ বাহার
২৮০। ব-কারবালা মাতমহোসেন
২৮১। বে-নমাজী নারী
২৮২। বত্রিশধার লালকুমার
২৮৩। বদিওজ্জমান্‌
২৮৪। বন্‌ বিবির জহুরা
২৮৫। বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী
২৮৬। বেদারুল গাফেলিন
২৮৭। বাপ-বেটার লড়াই
২৮৮। বে-নমাজীর নসিহত
২৮৯। বেভাবনামা
২৯০। বড়পীর গুণাবলী
২৯১। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী
২৯২। বেলালনামা
২৯৩। বেহেস্তনামা
২৯৪। ভানুবতীর লড়াই
২৯৫। ভেলুওয়া সুন্দরী
২৯৬। ভূমিকম্প
২৯৭। ভাষানযাত্রা
২৯৮। মধুমালা
২৯৯। মৌলুদ বাহারিয়া
৩০০। মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া
৩০১। মৌলুদ গোলজারে আকরম
৩০২। মৌলুদ আহ্যাল কুলুব
৩০৩। মৌলুদ তওয়াল্লাদনামা
৩০৪। মৌলুদ জিন্নাতলবাগ
৩০৫। মৌলুদ গোলশানে বাহার
৩০৬। মৌলুদ মোস্তাফা
৩০৭। মৌলুদ গোলশানে আরব
৩০৮। মৌতনামা
৩০৯। মফিদল ইসলাম
৩১০। মফিদল হোজ্জাজ
৩১১। মল্লিকার হাজার সওয়াল
৩১২। মফিদুল খালায়েক
৩১৩। মাল্‌কা জোহরা
৩১৪। মোনাইযাত্রা
৩১৫। মোকসুদ-উল্‌ মোহসেনিন
৩১৬। মেপ্তাহল জিন্নাত
৩১৭। মল্লিকা আকার
৩১৮। মনোরায় জাহানারা
৩১৯। মালতীকুসুমমালা
৩২০। মালঞ্চকন্যা
৩২১। মোবারক গাজীশাহ
৩২২। মেপ্তাহল ইসলাম
৩২৩। মারফতেজঙ্গ
৩২৪। মস্‌নবী
৩২৫। মাদায়েনেল ওলুম
৩২৬। মোহব্বাতে গুলশান
৩২৭। মাহতাববালা
৩২৮। মাণিকপীর
৩২৯। মাজারে ফেরদওস
৩৩০। মন্‌সুরহাল্লাজ
৩৩১। মফিদল মোমেনিন
৩৩২। মজ্‌মুওয়া মোনাজাত
৩৩৩। মারফতেহক্কানী
৩৩৪। মসায়েলে মউতা
৩৩৫। মারফতনামা
৩৩৬। মারফতে মওলা
৩৩৭। মেয়ারাজনামা
৩৩৮। মেস্‌বাহল ইস্‌লাম
৩৩৯। মোহাম্মাদী বেদ ১ম খণ্ড
৩৪০। ঐ ২য় খণ্ড

৩৪১। মুর্শিদনামা
৩৪২। মোহসেন্-উল্ ইসলাম
৩৪৩। মোনহর্মালতী
৩৪৪। মাহেরমজানের কেস্সা
৩৪৫। মোহরে সোলেমানী
৩৪৬। মোনাব্বেহাত তাম্বিহলজাহেলিন
৩৪৭। রাতকানা জামাই
৩৪৮। রাজকন্যা মধুমালা
৩৪৯। রঙ্গিনবাহার কলির অবতার
৩৫০। রঙ্গবাহার
৩৫১। রাঁড়ের মকর, ১ম ভাগ
৩৫২। ঐ ২য় ভাগ
৩৫৩। রুসনেসা-কন্যা
৩৫৪। রংবেলাল রঙ্গিনী
৩৫৫। রহমতেহক
৩৫৬। রৌশনল মোমিনীন
৩৫৭। রূপবান্-রূপবতী
৩৫৮। রাগমালা শতময়না
৩৫৯। রেজওয়ানসাহা
৩৬০। রাহেনাজাত
৩৬১। রওশনল ইমান
৩৬২। রোকমনিপরি
৩৬৩। রসের খনি
৩৬৪। লালবানু শাহাজামাল
৩৬৫। লালমতি সয়ফলমুলুক
৩৬৬। লাইলীমজনু
৩৬৭। লালমিঞা শিবতারা
৩৬৮। লালমোন
৩৬৯। লজ্জাবতী
৩৭০। লজ্জতন্নেসা
৩৭১। লালকুমার ভানুবতী
৩৭২। লক্ষ্মী-শনির ঝগড়া
৩৭৩। লোকমান হাকিমের উপদেশ
৩৭৪। সয়ফলমুলুক (বড়)
৩৭৫। সয়ফলমুলুক (ছোট)
৩৭৬। সোলতান্ জমজমা
৩৭৭। সুরতলাল বিবি
৩৭৮। সেকান্দারনামা
৩৭৯। সায়েতনামা
৩৮০। সাখাওয়াৎনামা
৩৮১। সেরাজ-উল্ ইসলাম
৩৮২। সালাতেনুর
৩৮৩। সোলেমানী তালেনামা
৩৮৪। সুরতজামাল
৩৮৫। সুরতনামা
৩৮৬। সেরাতলমোমেনিন
৩৮৭। সিদ্দিকল্ওয়ায়েজিন
৩৮৮। সত্যপীর
৩৮৯। সোলতানবলখী
৩৯০। সোণাভান
৩৯১। সূর্য্যউজাল
৩৯২। সমুতভান
৩৯৩। সখিসোণা
৩৯৪। স্বাশুড়ী বৌ'র ঝগড়া
৩৯৫। সতীবিবি
৩৯৬। সহীদে কারবালা
৩৯৭। সের আলী
৩৯৮। সাদ্দাদেব নকল বেহেস্ত
৩৯৯। সুন্দরকলি বারমাসী
৪০০। সংসারচরিত্র
৪০১। সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না
৪০২। সপ্তপয়কর
৪০৩। সাপের মন্ত্র
৪০৪। শাহীতখতে সোলেমানী

৪০৫। শরাহবেকায়া
৪০৬। শশীমুক্তা
৪০৭। শাহ এত্রাণ চন্দ্রবান
৪০৮। শেখ ফরিদ
৪০৯। শাহাদাৎনামা
৪১০। শাহমাদারের কেস্‌সা
৪১১। শাহরুম
৪১২। শিরিফরহাদ
৪১৩। শাহ জালাল জমিলাখাতুন
৪১৪। শাহ ঠাকুরবর
৪১৫। শাহকামাল সূর্য্যভানু
৪১৬। শাহদোলা
৪১৭। শাফাতুলবালা
৪১৮। শাহকলন্দর
৪১৯। শ্যামসোহাগীর কেস্‌সা
৪২০। শ্যামসুন্দর পরিমালা
৪২১। শামছুরিমান
৪২২। শীতবসন্ত
৪২৩। শাহনামা
৪২৪। শাহসুফি সোল্‌তান
৪২৫। শামসুল আহকার
৪২৬। শরাহমোহাম্মাদী
৪২৭। হদ্দ মজার শ্বশুরবাড়ী
৪২৮। হয়রাতালফেকা
৪২৯। হুজ্জতল ইসলাম
৪৩০। হায়জানামা
৪৩১। হেদায়েতুলইসলাম (বাঙ্গালা)
৪৩২। হাসেল মকসুদ
৪৩৩। হুরনুরবিবির কেস্‌সা
৪৩৪। হায়েজনেফাস
৪৩৫। হাতেমতাই
৪৩৬। হাকিকতল আম্বিয়া
৪৩৭। হাজার মসলা
৪৩৮। হাদিস আরবাইন
৪৩৯। হায় বাতুল মোমিনীস
৪৪০। হেদায়েতুল মোবতাদী
৪৪১। হেদায়েতুল ফোস্‌সাক
৪৪২। হাবিল কাবিলের কেস্‌সা
৪৪৩। হাদিস দেলরওশন
৪৪৪। হকিকতস্‌সালাত
৪৪৫। হালাতন্নবী
৪৪৬। হাসেন হোসেন
৪৪৭। হাসিনাবানু
৪৪৮। হেকায়েত চারইয়ার
৪৪৯। হৃদয়ের প্রেম-লহরী
৪৫০। হপ্ত আকুলিমের বাদশাহ

"বটতলার পুথি" বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই শ্রেণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি "বটতলার পুথির" মধ্যে, এ পর্য্যন্ত ৪৫০ খানি পুস্তকই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতার নাম, ঠিকানা এবং রচনার সাল নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

অভয়দুর্লভ—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামনিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা কর্ত্তৃক বিরচিত।

আখ্‌বার-উল্‌ওজুদ—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আম্বিয়ার বাণী—১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ঝাড়বিশিলা গ্রামনিবাসী কাজী হায়াতমোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আখ্‌বারস্‌ সালাত—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

আসরারস্‌সালাত—১২৯৬ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্‌শী আব্দুল ওহ্বাব এই পুস্তক রচনা করেন।

আরবা-আরবাইন হাদিস—১৩০৯সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাদ্বারা বিরচিত।

আবুসামা—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্ত্তৃক এই পুস্তিকা বিরচিত।

আজায়েব সোলেমানী—১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

আলাওদ্দিন—১৩০৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিন্নত আলী দ্বারা এই পুস্তক বিরচিত।

আহকামল শরিয়ত—১২৮৮ সালে আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

আজায়েব চা'র ইয়ার—১২০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওস্তাগার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইব্‌লিসনামা—১১৭৮ সালে মুন্‌শী শাহ গরিবুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

আসমানসিং—১৩০১ সালে বরিশাল জেলার সলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ইমামচুরী—১২৫০ সালে বক্কার খাঁ কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

ইমামযাত্রা—১৩০৯ সালে বগুড়া জেলার গৈনারীকান্দি নিবাসী দুর্গতীয়া সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইউসুফ জেলেখা—১২৪০ সালে ফকির মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

একশত ত্রিশ ফরজ—১২৪৬ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

এলাজে বাঙ্গালা—১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক্‌ এই পুস্তক রচনা করেন। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

এশ্‌কে জহর—১৩২২ সালে ফরিদপুর জেলার সুন্দরদিনিবাসী আব্দুল হাকিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "এশ্‌কে জহর বা জাহান্‌ আরার কেস্‌সা"।

একদিলশাহ—১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পীর গোরাচাঁদ—১২৭৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার খেজুরহাটী-বাহাদুরপুরনিবাসী খোদা-নওয়াজ সাহেব এই পুস্তক রচনা করেন।

তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম—১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন।"

তারিখে-আবুহানিফা—১৩১৮ সালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মৌলবী ইয়ার মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

দরবেশনামা—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুল্‌ফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জেমারফৎ—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

শশীমুক্তা—১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আফতাবউদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দিল্‌দিওয়ানা—১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

শহীদেকারবালা—১২৮৯ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট-কানুপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরআলী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরলইমান—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

নক্‌শে সোলেমানী—এই পুস্তক চারি খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড ১২৬৮, ২য় খণ্ড ১২৬৯, ৩য় খণ্ড ১২৭০ এবং ৪র্থ খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নেজাম পাগ্‌লা—১১৭৩ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

নুরনামা—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

ঝগড়ানামা—১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্তখোলা মোহনপুরনিবাসী আসিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ওজুদ্‌নামা—১৩০৩ সালে কলিকাতানিবাসী আব্দল অহ্বাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

কল্‌মা মোনাজাত—ঢাকা জেলার মফিজদ্দিন আহমদ্‌ গত ১২৯৮ সালে এই পুস্তক রচনা করেন।

চৌদ্দ উজির—১৩০৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই পুস্তক রচনা করেন।

গমের দরিয়া—১২৯০ সালে ঢাকা জেলার শরাফৎগঞ্জনিবাসী আব্দর রহমান এই পুস্তক রচনা করেন।

চাহার দরবেশ—বিগত ১১৭৮ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

কেয়ামতনামা—১২৪১ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটনিবাসী উর্দ্দু হেদায়েৎ ইস্‌লাম রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমানত-উল্লা সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সায়েতনামা—১২৯২ সালে ঢাকা জেলার মুন্‌শী মফিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেসোহরাব—১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিব-উল-হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলেমানী তালেনামা—১২৯৮ সালে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনা করেন।

নাজাতুল আরওয়াহ—১৩১০ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্‌শী আব্দুল ওহ্বাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

গেন্দেগোলহরয়োজ—১২৮৪ সালে হুগলী জেলানিবাসী মোহাম্মাদ তাহের এই পুস্তক রচনা করেন।

তুষ্টনামা—১২৮৬ সালে শ্রীরত্নেশ্বর দাস এই পুস্তক রচনা করেন।

বেদারল গাফেলিন—১২৬৮ সালে হুগলী জেলার বালিয়া বামনপাড়ানিবাসী সমির-উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফয়সালে আহকাম—১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজিলাতে বারচাঁদ—১২৯৩ সালে হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফকিরবিলাস—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতলপাড়ীনিবাসী মুন্‌শী এনায়েতুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাজার মসলা—১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জান এই পুস্তক রচনা করেন।

দিদার ইলাহী—১২৭২ সালে বর্দ্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধশাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

সপ্ত পয়কার—১১৬০ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

সতী ময়না—১১৪১ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত কাজী দৌলত ও পণ্ডিত সৈয়েদ আলাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "সতী ময়না, প্রকাশ সৈয়েদ ময়না ওরফে লোরচন্দ্রানী।"

খায়রে দো জাহান্—১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্‌শী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌বা সানুওয়ার—১২৯০ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহে এরাণ চন্দ্রবান্—১২৮৭ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ দ্বারা বিরচিত।

মন্‌সুরহাল্লাজ—১২৮২ সালে ২৪ পরগণা জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

শেখ ফরিদ—১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

নাসিহাতে আহলেকলি—১৩১৫ সালে হাওড়া জেলার আদমপুরনিবাসী মোহাম্মাদ আইনদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

তুতিনামা—১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরবখ্‌ত নওবাহার—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্দল-গফ্‌ফার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাতেমতাই—১১১০ সালে হাওড়া জেলার বসন্তপুরনিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরাতল মোমেনিন—১২৯৬ সালে মুন্‌শী মালেমোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু—১২৬৭ সালে যশোহর জেলার মধুভোগনিবাসী মুন্‌শী মণিরদ্দিন্ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাসাসোল আম্বিয়া—১৩০২ সালে কলিকাতানিবাসী মৌলবী রহমতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গনামা—১১০১ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচনা করেন।

বোনবিবির জহুরানামা—১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশালে আজায়েব—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার মণ্ডলঘাটনিবাসী শাহাদাৎ-উল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

দিলফেরের পিয়ারজাহান—১২৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসী সৈয়েদ মোহাম্মাদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

সতীবিবির কেসসা—১৩০৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালঞ্চকন্যা—১৩০৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্ বাহার গোলেস্তা—১৩০০ সালে ২৪ পরগণা জেলার কোময়দ্দিন কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হয়।

জহুরা বিবির কেস্সা—১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী মুন্শী তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালতীকুসুমমালা—১৩০২ সালে মোহাম্মদ মুন্শী এই পুস্তক রচনা করেন।

দিন্‌কাণা শ্বশুর—১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

সমির জ্বালাল—১৩২০ সালে ঢাকা জেলার কোমরদ্দিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

চন্দ্রাবলী—১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোহাম্মাদ আবেদ এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্বাশুড়ী বৌর ঝগড়া—১৩১০ সালে ২৪ পরগণানিবাসী মোহাম্মাদ মাহমুদ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারীপুরুষের রঙ্গ রসের ঝগড়া—১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে চল্ কান্—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

বদিওজ্জমার লড়াই—১৩১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কলির চরিত্র—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনসুন্দর ভরদ্বাজহাটনিবাসী হাফেজ হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুন্শী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সূর্য্য উজাল—১২৪৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার বক্কার খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ বা বাহরাম—১২৮৪ সালে মোহরদ্দিন মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পবনকুমারী—১২৯৫ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার গোলাম ইস্মাইল এই পুস্তক রচনা করেন।

রসনেসা কন্যা—১৩০৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদা নিবাসী মোকাম্মেল খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

সোনাভান—১১৫৫ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লালমোন্—১১১১ সালে মোহাম্মাদ আরিফ এই পুস্তক রচনা করেন।

সামুতভান্—১২৯৬ সালে হাবিবুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

হুরনূর বিবি—১৩০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদ নিবাসী দেরাজতুল্লা ওরফে আব্দুল সাত্তার এই পুস্তক রচনা করেন।

জামাই শ্বশুরের ঝগড়া—১৩১০ সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শামসোহাগীর কেস্সা—১৩২১ সালে রাজসাহীর বাহাদুরপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বয় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশানে মোহাব্বাত—১২৮৬ সালে মুনশী তমিজ উদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

গোলশানে রুম—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী আব্দুল জব্বার এই পুস্তক রচনা করেন।

শাম নূরিমান—১২৯০ সালে ২৪ পরগণার মুনশী মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ সনুবর—(গদ্য) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাল শীল এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে নওশাদ—১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মস্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

যামিনী ভান্—১২৯৮ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্যামসুন্দর পরিমালা—১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইদ্রিস এই পুস্তক রচনা করেন।

মল্লিকা আকার—১২৭২ সালে আমিরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্জাদী বিবি—১৩২০ সালে জলপাইগুড়ির হায়হায়পাথারনিবাসী তমিজুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লজ্জাবতীর পুথি—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার হাত-হেড়ে নিবাসী আজহার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্ পসন্দ—১২৯৯ সালে হুগলী তালপুরনিবাসী আয়জুদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

শীতবসন্ত—১৩২০ সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতজামাল—১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খয়রুল্লা মোহাম্মাদ ও জোনাব আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

মনোরায় জাহান্ আরা—১৩১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার চাঁদগাঁওনিবাসী মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাশুড়ীজামাই'র ঝগড়া—১৩২১ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

সখীসোণা—১৩১৮ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বত্রিশধার লালকুমার—১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হায়হায়পাথার নিবাসী ইদ্রিস মোহাম্মাদ কর্ত্তৃক বিরচিত।

জঙ্গে জামাল—১৩২১ সালে হাওড়া জেলার খল্‌সানীনিবাসী মৌলবী শেখ আজহার এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতলাল বিবি—১৩২০ সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিয়াগড়নিবাসী মোহাম্মাদ বাবন এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে রসুল—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার খল্‌সানিনিবাসী মৌলবী আজহার আলী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী"।

সমসামল মোয়াহেদিন—১২৯৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাঁদঘরনিবাসী ফসিহদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

রাশিনামা—১২৯৬ সালে এই "রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্নাবলী" নামক পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন।

লালমিঞা শিবতারা—১৩১২ সালে নোয়াখালী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী আব্দুল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

শাফাতোলবালা—১২৯৯ সালে দিনাজপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী হাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহাদোলা—১৩১০ সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকামাল সূর্য্যভানু—১২৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলানিবাসী আব্দুল গণী এই "শাহকামাল সূর্য্যভানু বিবি" নামক পুস্তক রচনা করেন।

শাহঠাকুরব—১৩১০ সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলতান বল্‌খী—১২৮৬ সালে আব্দুল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাসেল মক্‌সুদ্—১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

হেদায়েৎ ইসলাম্—১২৯৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা, এই পুস্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সুবিধার জন্য, উর্দ্দূ-ভাষায় লিখিত মূল "হেদায়েৎ-উল্ ইসলামের" বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

হায়জানামা—১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা ও প্রকাশ করেন।

তুজ্জতল ইস্‌লাম—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বাগড়নিবাসী রহিম বক্‌শ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাঞ্চনমালা—১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকলন্দর—১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমামুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ঘুণিনামা—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রাম নিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা এই পুস্তক রচনা করেন।

মোনাই যাত্রা—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক রচনা করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন করেন। পুস্তকের ভণিতায় উভয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মালকা জোহরা-বিবি—১২৯৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমতরঙ্গ—১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশায়াটক নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর উম্মিয়ার নকল—১৩০০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কটুর মিঞা—১২৯৪ সালে কুমিল্লা জেলার সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কালুগাজী ও চম্পাবতী—১২৮৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার খোন্দকার আহমদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কওলেল আরেফিন—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

খানে নিয়ামত—১২৯২ সালে বর্দ্ধমান জেলার বামনিয়া নিবাসী মুনশী গোলাম মওলা ওরফে ফেলু মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর আলী ইরাবতী—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার ওসিমদ্দিন শাহ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

নূরল্‌ বসর—১২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহতে করিমী—১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিমুলিয়া নিবাসী ও মক্কা-প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জল আরশ—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক আরবী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

শাহজলাল জমিলা খাতুন—১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বক্শ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

মফিদল হোজ্জাজ—১৩০০ সালে দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী নিবাসী হাজী হেদায়েৎউল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

তেলেসমাত সোলেমানী—১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম "আজারের সোলেমানী দ্বিতীয় ভাগ"।

ভানুবতীর লড়াই—১৩০১ সালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পুস্তক রচনা করেন।

ব-কারবালা মাতম হোসেন—১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌলবী আব্দুল-কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

বাগবাহার—১৩০২ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ভেলুওয়া সুন্দরী—১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী মৌলবী হামিদুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

লালবানু শাহজামাল—১৩০০ সালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বাহার দানেশ—১৩০২ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলেআরজান—১২৮২ সালে কাজী রয়হান্-উদ্দীন আহমদ্ ও সাদুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রন্থকারদ্বয়কে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া বোধ হয়।

জঙ্গে হয়দার—১৩২২ সালে মুনশী কোবাদ আলী এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শাহআলম নূরজাহান—১২৯১ সালে শেখ মেহেরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তুতিনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

রাজকন্যা মধুমালা—১৩০৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়েদ জোবেদআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

রাতকাণা জামাই—১৩১৫ সালে মোহাম্মাদ দেরাছতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জোবেদা খাতুন—১২৯২ সালে হুগলী জেলার মুনশী জোনাব আলী ইহার রচনা করেন।

শিরিঁ ফরহাদ—১২৮৫ সালে হুগলী জেলার কাজী রয়হানউদ্দিন আহমদ ও তমিজদ্দিন খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলআন্দাম—১২৯০ সালে হুগলী জেলার হরিপালনিবাসী মুনশী আয়জদ্দিন দ্বারা বিরচিত।

হুদ্দমজ্জার শ্বশুরবাড়ী—১৩১১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

বেনজীর বদ্‌রেমুণির—১২৭৯ সালে হাওড়া জেলার করিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

খয়বরের জঙ্গনামা—১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দোস্তমোহাম্মাদ চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন।

মেফতাহল জেন্নাত—১২৮০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

মকসুদল্ মোর্হাসনিন—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলঢাকানিবাসী মৌলবী জহিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা বেদার বখ্‌ত—১৩১৪ সালে ফরিদপুর জেলার পালংনিবাসী কাজী আব্দুল ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "ফেসানা বেদার বখ্‌ত ও পরিমাহেলাকা"।

জৈগুণ—১২০৪ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট নিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

দারা সেকান্দারনামা—১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলজারে আতশ—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী আবদুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

দলিল উল্‌আহকাম—১২৯৫ সালে ফরিদপুর জেলার বহুরা কোটালীপাড়ানিবাসী মৌলুবী দলিলউদ্দিন আহম্মদ দ্বারা বিরচিত।

পদ্মাবতী—এই পুস্তকের রচনার সাল তারিখ আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশকের যে নামের মোহর পুস্তকে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখা আছে।

হয়রাতাল ফেকা—১২৭৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলামমওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

নিয়েতনামা—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎহোসেন, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত "হেদায়েৎ-উস্ ইসলাম" নামক উর্দ্দু পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

মল্লিকার হাজার সওয়াল—১২৭৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারিকেল বেড়ের লড়াই—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার সাজনগাজী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা-আজায়েব—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজায়েলে হরমায়েল—১২৮৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁর আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলায়।

ফজিলাতে হজ্ব—১২৯৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

ফাতেমার জহুরানামা—১৩০০ সালে বগুড়া নিবাসী আস্‌মতুল্লা খোন্দাকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বে-নমাজী নারীর পুথি—১৩০০ সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মফিদল খালায়েক—১২৯০ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

যুগী কাছের—১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেজুল্লা খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

রং বাহার—১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তর্কাবিয়েতুল ইমান—১২৭০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাট্টা-ধুলিহারী নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্‌রোবা টার চমন্—১২৯৬ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা ইহা রচনা করেন।

রঙ্গিন বাহার—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার কুজাইল নিবাসী মোহাম্মাদ আরিফ ইহা রচনা করেন।

খাব্‌নামা—১৩০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

গোলে বকাওলি—১৩০০ সালে পাবনা জেলার দুলাই নিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা ইহা রচনা করেন।

গোলশানে নওবাহার—১৩০৪ সালে পাবনা জেলার দুলাইনিবাসী মুন্‌শী আব্দুল শুকুর ইহা রচনা করেন।

গারকৃনামা—১২৮৩ সালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিমগর নিবাসী শেখ মেন্দহা-জদ্দিন ইহা রচনা করেন।

চোরচক্রবর্ত্তী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

চৌত্রিশ অক্ষর—১৩০০ সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহাম্মদ খোন্দকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত"।

বারমাস—১২৮৩ সালে মোহাম্মদ আকবর ইহা রচনা করেন।

মফিদল ইসলাম—১৩০১ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম ইহা রচনা করেন।

মউতনামা—১২৮৩ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ গোলাজারে বাহারিয়া—১২৯৪ সালে রংপুর জেলার মুনশী রসুল মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ বাহারিয়া—১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

নওর্খারিদ পাহাল্‌ওয়ান—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণার মুনশী মোহাম্মদ ইস্‌হাক ইহা রচনা করেন।

নবচিকিৎসা বোধ—১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ শ্রীনবকুমার নাথ ইহা রচনা করেন।

কালুগাজী-চম্পাবতী—১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুনশী ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জমাল—১২৮৪ সালে মুনশী আব্দুল আজিজ ইহা রচনা করেন।

লাইলীমজনু—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী আব্দুল অহ্বাব ইহা রচনা করেন।

রাঁড়ের মক্করনামা—১৩১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন ইহা রচনা করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

গোলেহরমুজ—১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহা রচনা করেন।

সোলতানজমজমা—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মধুমালা—১২৫৮ সালে কুমিল্লার মুনশী সৈয়েদ জিন্নাতআলী ইহা রচনা করেন।

চেমনবাহার—চট্টগ্রামের পণ্ডিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইহা রচনা করেন।

ছিলছত্ররাজার জঙ্গ—১২৪৬ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতাসু সরকার ইহা রচনা করেন।

দেলারাম—১৩১৮ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন খাঁ ইহা রচনা করেন।

লালমতি—১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আব্দুল হাকিম ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম, "লালমতি সয়ফল মুল্লুক"।

কলির নসিহত—১২৭০ সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রমজানউল্লা ইহা রচনা করেন।

জানুরওশন—১২৯০ সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহম্মদ ইহা রচনা করেন।

বিধবা বিচ্ছেদ—১৩০৩ সালে বরিশাল চাঁদপাশা নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহা রচনা করেন।

নেকবিবি—১২৯২ সালে ঢাকা রহমাগঞ্জ নিবাসী মুনশী গরীবউল্লা ইহা রচনা করেন।

সত্যপীর—১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচনা করেন।

তমিম গোলাল—১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ মোহাম্মদ রাজা ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করেন। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

দাকায়েক-উল্‌হেকায়েক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ মৌলবী নুরুদ্দিন ইহা রচনা করেন। ইহার অপর দুইটী নাম, "রুহনামা ও মউতনামা"।

জেবল-মুল্লুক সামারোক—ইহা চট্টগ্রামের সৈয়েদ আকবর আলী দ্বারা বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

উপরে যে সমস্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। তালিকায় লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) আরবী ও পার্শী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ। (ক) শরিয়ৎ—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, (খ) মারফৎ—সন্ন্যাসধর্ম্ম।

(২) জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার। গণনা-প্রণালী। স্বপ্ন-বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক। কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা।

(৩) পশু ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) আয়ুর্ব্বেদ, (খ) পেঁতে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অবধৌতিক।

(৪) দোওয়া, এসেম ও কবচ (তাবিজ) ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক।

(৫) দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৬) সাধনা-প্রণালী এবং সিদ্ধি লাভের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৭) মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক উপন্যাস (প্রেম-কাব্য)।

(৮) নাটক (প্রহসন ও গীতাভিনয়)।

(৯) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র—চাবুক।

(১০) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছায়া।

(১১) জীবন-চরিত।

(১২) বিবিধ উপদেশ।

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অগত্যা এইখানেই ইহার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের রচনা-শক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ভ্রাতারা ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই তাঁহারা অনেক সময়, ইসলাম ধর্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত "বটতলার পুঁথি"গুলিকে ঘৃণা না করিয়া, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে, মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণাগুলি দূর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি যে, "আমার অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুসংখ্যক পুস্তক এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" সকল পুস্তকগুলি সংগৃহীত এবং অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইলে উহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তক-ভাণ্ডারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য

ইউক্লিডের স্বীকার্য্য পাঁচটি সরল রেখা, সমতল, বৃত্ত ও কোণ নিয়া। তিনি রেখা, তল, সরল রেখা, বৃত্ত, সমতল ও কোণের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। স্বীকার্য্য পাঁচটি ইহাদের ধর্ম্ম কতকটা পরিস্ফুট করিয়া জ্যামিতিক প্রমাণে প্রয়োগের উপযোগী করিয়াছে। জ্যামিতিকারগণ সরল রেখা ও সমতলের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার রেখা ও তল সম্বন্ধীয় সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধীয় স্বীকার্য্য কয়টিই যাবতীয় রেখা ও তল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি। স্বীকার্য্য কয়টির উপরে সুবিস্তৃত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসাহায্যেই জ্যামিতির কলেবর উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যদিও জ্যামিতি প্রকৃতির পরিমাণঘটিত যাবতীয় জটিলতার নিখুঁত সমাধান সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহার মূল উপাদান রেখা ও তলের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা কি? অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ, তাহা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। উক্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জ্যামিতি শাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ স্বীকার্য্য কয়টির আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ইহাদের একাদিক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমশঃ উক্ত মৌলিক ধর্ম্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথম স্বীকার্য্য সম্বন্ধে চর্চ্চা হইবে। স্বীকার্য্যটী এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা অঙ্কিত হইতে পারে।

রেখা মাত্রেরই সমাধান সরল রেখার উপর নির্ভর করায় জ্যামিতিকারগণ ১ম স্বীকার্য্যকে অঙ্কনের মূল ভিত্তি ধরিয়া লক্ষকের (Locus) সিদ্ধান্তের সাহায্যে অপরাপর প্রকারের রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন সময় সাধারণ জাতি রেখার অঙ্কনে সমর্থ না হইলে বিশেষ জাতি সরল রেখার অঙ্কন সম্ভবে না। অতএব সরল রেখার সঙ্গে রেখার বিষয়ও দেখিতে হইবে। রেখা ও সরল রেখার সংজ্ঞা এই ;—

যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বিস্তার নাই, তাহাকে রেখা বলে।

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

একটি স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয়ের দূরত্বই উক্ত স্থানের দৈর্ঘ্য। দূরত্ব রৈখিক পরিমাণ দ্বারা নির্ণীত হয়। সুতরাং রেখার সংজ্ঞায় দৈর্ঘ্য শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।*

---

* তলের সংজ্ঞা এই ;—

যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু বেধ নাই, তাহাকে তল বলে।

জ্যামিতির আরম্ভেই রেখা ও তল শব্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে। এমতাবস্থায় রেখা ও তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বিস্তার শব্দ এবং তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বেধ শব্দের অর্থ জ্যামিতির আরম্ভে জানা প্রয়োজন। দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক রেখার লম্বভাবে অবস্থিত রেখার মাপ প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, এই উভয়ের মাপ যে যে রেখায় দ্বারা জ্ঞাপিত হয়, বেধের

সরল রেখার সংজ্ঞায় এরূপ কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রকাশ করে না, যাহা অপরাপর রেখা হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে। কারণ, উক্ত বিশেষ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে "সোজাভাবে অবস্থিত" এই কথার অন্তর্নিহিত। সুতরাং ইহা সরল শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। অর্থাৎ ইহাকে সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে না।

বিস্তারবিহীন রৈখিক মাপ সাধারণতঃ পথ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যদিও পথের বিস্তার আছে, কিন্তু পরিমাণ নির্দ্ধারণ সময়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানে স্থূল হিসাবে বস্তুর গতি-পথকে রেখা বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। সূক্ষ্ম হিসাবে কণিকার পথকে রেখা বলা হইয়া থাকে। বিন্দুর অংশ না থাকায় তাহার বিভিন্ন পার্শ্ব নাই। সুতরাং দূরবর্ত্তী পার্শ্বদ্বয়ের দূরত্ব-জ্ঞাপক দৈর্ঘ্যও বিন্দুতে সম্ভবে না। এ প্রকারে কণিকার গতিপথে যে যে বিন্দু অবস্থিতি করে, তাহাদের যে কোনটি হইতেই গতিপথের উপর লম্ব উত্তোলন করা হউক, লম্বস্থিত আদিবিন্দু ব্যতীত যে কোন বিন্দু উক্ত পথের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ কণিকার গতিপথের কোন বিস্তার থাকিতে পারে না।

হাতকাটী ফুটকাটী প্রভৃতি দ্বারা রৈখিক মাপ হইয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি সরল। মাপের প্রথম শিক্ষা সরলরৈখিক মাপ। বক্র রেখার মাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানের ন্যায় সরল রেখার সাহায্যেই নিষ্পন্ন। বৃহৎ বক্র রেখাকে আমরা সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নেই। উহাতে খণ্ডগুলির আকৃতি অনেকটা সরল রেখার মত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাকে সরল রেখা দিয়া মাপিবার সুবিধা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রেখা সরল কাটী ঘুরাইয়া মাপ হইয়া থাকে, শিকল কি ফিতা দ্বারা রৈখিক মাপ সাধিত হয়। কিন্তু উহাদের দৈর্ঘ্যও সরল কাটী হইতেই প্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় প্রকারের রৈখিক মাপ

মাপ-জ্ঞাপক রেখা প্রত্যেকের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। অবশ্য জ্যামিতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের নিকটও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ শব্দ পরিচিত। কিন্তু তাহারা লম্ব শব্দ না জানিতে পারে, কি লম্বের সংজ্ঞা না বুঝিতে পারে। তথাপি লম্ব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে মোটামুটী ধারণা তাহাদের আছে। তাহারা যখন বিস্তার ও বেধ শব্দ উল্লেখ করে, তখন তাহাতে উক্ত ধারণা নিহিত থাকে। সুতরাং প্রস্থ ও বেধ শব্দের উপর তলের সংজ্ঞা নির্ভর করিলে লম্বের সংজ্ঞা তল সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক। কিন্তু লম্বের সংজ্ঞায় কোণ শব্দের ব্যবহার আছে এবং কোণের সংজ্ঞায় তল শব্দ প্রযুক্ত না হইলেও উহ্য আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, কোণের সমষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইহার সমতলে অবস্থিতির ধারণা হইতে উৎপন্ন। অথচ জ্যামিতিক প্রয়োগে দৃষ্ট হয়, কোণের সমষ্টি নির্দ্ধারণের বিধান সংজ্ঞায়ই লিখিত আছে।

উদাহরণ। ক খ গ ও গ খ ঘ কোণ একই সমতলে অবস্থিত না হইলে তাহাদের সমষ্টি ক খ ঘ কোণ হইতে পারে না। সমষ্টির কারণ "একই সমতলে অবস্থিতি" হওয়ায় কোণ সমতলের সঙ্গে সংশ্রবান্বিত। আমরা সংজ্ঞার সাহায্যে এই সংশ্রব ধরিতে পারি না। সুতরাং উক্ত সংশ্রব কোণের অপরিস্ফুট সংজ্ঞায় লুক্কায়িত আছে। অতএব রেখার সংজ্ঞায় বিস্তার এবং তলের সংজ্ঞায় বিস্তারও বেধ শব্দ থাকিতে পারে না।

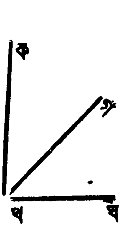

সরলরৈখিক মাপের সাহায্যেই নিষ্পন্ন। রেখাসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান দৃষ্টিশক্তির উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। তজ্জন্যই জ্যামিতিক প্রমাণে চিত্রাঙ্কন আবশ্যক। এমন কি, প্রমাণের অনেক স্থলেই দৃষ্টি-শক্তির সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় বৃত্তদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দুর অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিত্ব, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় বৃত্তের পরিধি পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক সরল রেখার পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি-শক্তির বিষয়ীভূত। ইহাদের সমর্থনোপযোগী অপর কোন যুক্তি নাই।

সোজা মাপ দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। সোজা ও বাঁকা ঠিক করিবার দৃষ্টিশক্তিই প্রধান অবলম্বন। যদি কোন এক ব্যক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া এক-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ মস্তক ও চক্ষুর তারকা পরিবর্ত্তন না করিয়া) ক্রমাগত ঐ দ্রব্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তবে সে সোজাভাবে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয়। সাধারণতঃ ঐ ব্যক্তি দ্রব্যটির দিকে যাইতেছে বলা গিয়া থাকে। আমরা এইরূপে দিক্‌ শব্দ পাইয়াছি। এক স্থানে থাকিয়াও দিক্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিতে পারে। যদি কোন দ্রব্য ক্রমাগত এইরূপে চলিতে থাকে যে, দর্শকের একদৃষ্টি অবস্থায় সর্ব্বদা তাহার মাত্র একই অংশ দেখিতে পায়, তবে উক্ত বস্তু একই দিকে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয় এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রকার গতির নামই সরলরৈখিক গতি। তজ্জন্যই ইদানীং সরলরেখার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিন্দু ক্রমাগত একই দিকে অবস্থিত, তাহাকে সরল-রেখা বলে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে মাত্র আলোকরশ্মি ও সমবেগে চলিত দ্রব্যেই সরলরৈখিক গতির প্রয়োগ আছে। একাধিক বল প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের পথে চালিত হয়। কিন্তু সরল-রেখা ভিন্ন অপর কোন রেখার সঙ্গে আলোকরশ্মির সম্পর্ক এক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সাধারণ রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব একমাত্র দ্রব্যের গতিপথ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ সমবেগে চালিত দ্রব্য জগতে দুর্লভ। পক্ষান্তরে আলোকরশ্মি একমাত্র সরলরৈখিক পথে চালিত। অধিকন্তু দ্রব্যের গতিপথ এই আলোকরশ্মির সাহায্যেই নির্ণীত হয়। তজ্জন্যই সরল-রেখার প্রথম জ্ঞান আলোকরশ্মির পথ—দিক্‌ হইতে প্রাপ্ত হই।

নিম্নলিখিত সত্য দুইটি কি স্থির, কি গতিশীল, বস্তুর উভয়বিধ অবস্থাতেই বর্ত্তমান।

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

তজ্জন্যই একটী দ্রব্যের গতিপথে কোন বস্তু অবস্থিতি করিলে উক্ত দ্রব্য বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব গতিবিশিষ্ট দ্রব্যেরও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম্ম বিদ্যমান ; তবে গতিসময়ে ক্রমাগত স্থান-পরিবর্ত্তন করে, এই মাত্র। পথের অন্তর্ভুক্ত উক্ত পরিবর্ত্তিত স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং গতিবিশিষ্ট দ্রব্য গতিসময়ে যে যে স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের সমাহারই উক্ত দ্রব্যের পথ।

সরল কাটী দিয়া কোন পথ মাপিতে হইলে কাটিটী প্রথমতঃ উক্ত পথের এক প্রান্তে রাখিতে হয়। পরে কাটী উঠাইয়া যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, সে স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পুনরায় রাখা হয়। এইরূপে পর পর সংযুক্ত স্থানে রাখিয়া ক্রমে পথটীর অপর প্রান্তে যাইতে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ যত বার কাটী রাখা হইল, তাহাই অর্থাৎ ফুট-কাটী হইলে তত ফুট, গজ-কাটী হইলে তত গজ উক্ত পথের দৈর্ঘ্য। এইরূপ ক্রিয়াকেই মাপ বলে। রৈখিক পরিমাণ স্থির করিবার এই কৌশল গতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতেই প্রাপ্ত। কারণ, সরল কাটিটি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চালিত করিলে কাটী যতগুলি স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের মধ্যে যে যে স্থানের সাধারণ অংশ নাই, মাত্র সেইগুলির দ্বারা সমস্ত পথ ব্যাপ্ত হইলেই উক্ত পথটি তাহাদের সমষ্টি হইতে পারে। সে স্থানগুলি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর সংযুক্ত স্থান বই কিছুই নয়। কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত কাটী চালিত না করিয়া উঠাইয়া ফেলা হয়, এই মাত্র। রৈখিক মাপ মাত্রই কাটীর মাপ অথবা কাটীর মাপ হইতে প্রাপ্ত শিকল প্রভৃতির মাপ। অতএব রৈখিক মাপ মাত্রই পথের মাপ। এইরূপে জমির পার্শ্ব, কি বস্ত্রাদি পথ না হইলেও ইহাদের মাপ পথের মাপ। সুতরাং একমাত্র পথই রেখা। পুনরায় পথের অন্তর্ভুক্ত মাত্র কণিকার পথে বিস্তার না থাকায় আমরা কণিকার পথকেই রেখা বলিব।

সুদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত জ্যামিতিক প্রয়োগের বিষয়ীভূত পদার্থ এবং সভ্য-জগতের জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে এই প্রয়োগের প্রসার ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই বিরাট চিত্রের অনুকৃতি ক্ষমতানুযায়ী ক্ষুদ্র পটে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কর্ত্তব্যসাধনে বাধ্য হইতে হয়। পটের উপরে পেন্সিলাদি চালিত হইলে গতিপথে চিহ্ন রাখিয়া যায়, ইহাকে সাধারণতঃ অঙ্কন বলে। কিন্তু জ্যামিতিক স্বীকার্য্যে উক্ত অঙ্কন অর্থে শুধু এইরূপ চিহ্ন প্রদান ইউক্লিডের উদ্দেশ্য নহে। কণিকা গমনকালে গতিপথে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু পেন্সিলাদির সাহায্যে উক্ত পথের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং ইহাই জ্যামিতিক অঙ্কন। অতএব স্বীকার্য্যটির অর্থ—দেশের (the whole of space) অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সমবেগে একটি কণিকা চালিত হইতে পারে।

এই স্বীকার্য্যমধ্যে নিম্নলিখিত সত্য প্রচ্ছন্ন আছে,—

যে কোন বিন্দু হইতে যে কোন দিকে কণিকা সমবেগে চালিত হইতে পারে।

অর্থাৎ স্থানবিশেষে কণিকার চালিত হওয়ার কোন ইতর-বিশেষ নাই।

আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত জগতে যাহা কিছু হইয়া থাকে, সমস্তই কণিকার সমষ্টি। আমি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, আমার মুখে কতকগুলি কণিকার ঘাতপ্রতিঘাতে বায়ুমণ্ডলে কণিকাসমূহ গতিবিশিষ্ট হইয়া শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। উহা শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরস্থিত কণিকা চালিত করায় আঘাত মস্তিষ্কে উপস্থিত হইতেছে। বিভিন্ন সভ্যের মস্তিষ্ক কণিকারাশির বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলায় গঠিত হওয়ায় বিভিন্ন মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত

কণিকাগুলির বিভিন্ন প্রকারের গতিদ্বারা বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাব জন্মিতেছে। সুতরাং বিভিন্ন সভ্যের নিকট বিভিন্ন প্রকারে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছি। সেই নিন্দা ও প্রশংসার প্রতিফলিত আঘাত মস্তিষ্কস্থিত কণিকা চালিত করিয়া চক্ষু ও মুখের কণিকায় আসিয়া পঁহুছিতেছে এবং তাহাদের চালনাতেই আমরা সভ্যবৃন্দের অভিমতের আভাস পাইতেছি। কণিকার পথ রেখা। সুতরাং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই রাশি রাশি রেখা উৎপন্ন করিয়া।

কণিকাগুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে কার্য্য হইতে পারে না। এই ঘাত-প্রতিঘাতে কণিকার গতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন সুশৃঙ্খলিত থাকিলেই তাহাদের সমষ্টি কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কণিকার গতিপথে অপর একটি কণিকা পতিত হইলে উক্ত কণিকার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কথা ছিল, তন্মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কণিকা যে বিন্দুতে উপস্থিত হইত, সেই বিন্দুতে অপর একটি কণিকা থাকায়, একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকার অবস্থিতি অসম্ভব হেতু গতিবিশিষ্ট কণিকা সেই সময়ে অপর একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে গতিপথও পরিবর্ত্তন করে। যে বিন্দুতে যাওয়ার পরে পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপস্থিত হইতে না পারায় কণিকাটির গতি পরিবর্ত্তিত হয়, উক্ত পরবর্ত্তী বিন্দুকে সেই বিন্দুর সংযুক্ত বিন্দু বলে। যে কোন বিন্দুর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি বিন্দু সংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ বিন্দুই অসংযুক্ত। কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংযুক্ত অপর এক বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলির পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পর্য্যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পরিচয় পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাদের পরস্পরে নিম্নলিখিত তিনটি সম্পর্ক আছে :—

১। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত মাত্র যে কোন একটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

২। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইতে অন্যটি

৩। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ থাকিলে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তীটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটি পরবর্ত্তী।

অনুমান। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ কয়টির সংখ্যা তিন ভিন্ন অপেক্ষা লঘুতর নয়।

১ম প্রতিজ্ঞা

কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি উক্ত কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন হয়, ক, খ ও গ তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ক ও খ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটি পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও খ পদার্থ পরবর্ত্তী।

ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটী পরবর্ত্তী।

যদি ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী হয়, তবে ক পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি গ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

* * * * * *

২য় প্রতিজ্ঞা

কয়েকটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী।

প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

সংজ্ঞা

যে কোন পদার্থকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ বলে।

৩য় প্রতিজ্ঞা

তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অন্য দুইটির মধ্যবর্ত্তী হইবে। ক, খ ও গ তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক, খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্যটীর পরবর্ত্তী।

মনে কর, গ পদার্থ খ পদার্থের পরবর্ত্তী।

ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব খ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা

দুইটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটী ক্রমে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী খ পদার্থ; ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ যথাক্রমে খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

খ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ক পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পরবর্ত্তী।

অতএব খ পদার্থের গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থের পরবর্ত্তী নয়।

অতএব খ পদার্থের ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

৫ম প্রতিজ্ঞা

দুইটী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ, তাহারা যে পদার্থদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী এবং খ ও গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থের খ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

খ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব ঘ ও ঙ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত, খ পদার্থের একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী পরবর্ত্তী।

মনে কর, খ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

খ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব ক পদার্থ খ পদার্থের পরবর্ত্তী।

খ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী।

গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী।

গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্ত্তী।

অতএব ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

ঘ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

সংজ্ঞা

৩।৪ দুইটী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ না থাকিলে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থকে যথাক্রমে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলে।

৫। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি বলে।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরব্ধি ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরব্ধি হইতে অন্য খ পদার্থের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

খ পদার্থ আরব্ধি হইতে অন্য।

অতএব ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ আছে।

মনে কর, খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী গ কয়েকটী পদার্থ। মনে কর, গ কয়েকটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী।

অতএব খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ পদার্থ নাই, যাহা ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ খ পদার্থের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী।

সংজ্ঞা

৬। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের সমাপ্তি বলে।

৭ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সমাপ্তি হইতে অন্য যে কোন পদার্থের একটী অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থ থাকিবে।

[প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

সংজ্ঞা

৭। পর্য্যায়ের সম্বন্ধে যে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ ক্রমে অন্য

পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত অন্য পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায় বলে।

অনু :—যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন অপেক্ষা লঘুতর না হইলে, তাহাকে উক্ত পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়-রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

৮ম প্রতিজ্ঞা

তিনটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথমটীর দ্বিতীয়টী এবং দ্বিতীয়টীর তৃতীয়টী অভ্যন্তরস্থ হইলে তৃতীয়টী প্রথমটীর অভ্যন্তরস্থ হইবে।

ক পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **খ** পর্য্যায় এবং **খ** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **গ** পর্য্যায়; **গ** পর্য্যায় **ক** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ হইবে।

অর্থাৎ **গ** পর্য্যায়ের সম্বন্ধে যে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ **ক** পর্য্যায় সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

মনে কর, **গ** পর্য্যায় সম্বন্ধে **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ। ইহারা ক্রমে **ক** পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইবে।

গ পর্য্যায়ের সম্বন্ধে **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

খ পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ **গ** পর্য্যায়।

অতএব **খ** পর্য্যায়ের সম্বন্ধেও **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

খ পর্য্যায় **ক** পর্য্যায়ের অভ্যন্তরস্থ।

অতএব **ক** পর্য্যায় সম্বন্ধেও **ঘ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **ঙ** পরবর্ত্তী পদার্থ।

সংজ্ঞা

৮।৯ দুইটী অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের একটীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটীর অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্ত্তী হইলে উক্ত "একটী" পর্য্যায়কে পূর্ব্ববর্ত্তী ও উক্ত "অন্য" পর্য্যায়কে পরবর্ত্তী পর্য্যায় বলে।

৯ম প্রতিজ্ঞা

একটী পর্য্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পর্য্যায় থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তীটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটী পরবর্ত্তী হইবে।

ক পর্য্যায় হইতে **খ** পর্য্যায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পর্য্যায়ের পরবর্ত্তী; **খ** ও **গ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত **খ** পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পরবর্ত্তী হইবে।

অর্থাৎ **খ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও **গ** পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চ একটী পদার্থ।

ক পর্য্যায় হইতে খ পর্য্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব ক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক পদার্থ হইতে খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী।

এই প্রকারে ক পদার্থ হইতে ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্ত্তী।

সংজ্ঞা

১০। একটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তাহার অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দুইটী পর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহাকে উক্ত অভ্যন্তরস্থ পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থ বলে।

১১।১২। একটী পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে কোন পদার্থ উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত পর্য্যায়কে, উক্ত পর্য্যায় যাহার অভ্যন্তরস্থ, তাহার খণ্ড পর্য্যায় ও অপর পর্য্যায়টীকে উক্ত খণ্ড পর্য্যায়ের পূর্ণ পর্য্যায় বলে।

অনুমান

১। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নয়, এরূপ যে কোন দুইটী পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তীটীকে আরব্ধি ও পরবর্ত্তীটীকে সমাপ্তি করিয়া একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

২। একটী খণ্ড পর্য্যায় ও তাহার আরব্ধির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ একই কারণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৩। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ আরব্ধি এবং প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

৪। একটী খণ্ড পর্য্যায় ও তাহার সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের একীকরণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৫। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থ সমাপ্তি এবং প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি আরব্ধি হইবে।

৬। একটী খণ্ড পর্য্যায়ের সমাপ্তি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপর একটী খণ্ড পর্য্যায়ের আরব্ধি অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইলে তাহাদের একীকরণে একটী খণ্ড পর্য্যায় করা যাইতে পারে।

৭। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্য্যায়ের প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের আরব্ধি আরব্ধি ও অপর পর্য্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

১০ম প্রতিজ্ঞা

কোন পূর্ণ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায় উক্ত পূর্ণ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায় হইবে।

[প্রমাণ ৮ম প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

দুইটী খণ্ড পর্য্যায়ের নিম্নলিখিত কয়েকটী সম্পর্ক থাকিতে পারে ;—

১।	ক	খ	গ	ঘ
২।	ক	খ্গ	ঘ	
৩।	ক	গ	খ	ঘ
৪।	ক	গ	খ্ঘ	
৫।	ক	গ	ঘ	খ
৬।	ক্গ	ঘ	খ	
৭।	ক্গ	খ্ঘ		
৮।	ক্গ	খ	ঘ	
৯।	গ	ক	খ	ঘ
১০।	গ	ক	খ্ঘ	
১১।	গ	ক	ঘ	খ
১২।	গ	ক্ঘ	খ	
১৩।	গ	ঘ	ক	খ

ক খ এবং গ ঘ দুইটী খণ্ড পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক খ পর্য্যায়ের ক আরব্ধি ও খ সমাপ্তি এবং গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরব্ধি ও ঘ সমাপ্তি।

ক পদার্থ হয় গ পদার্থ হইবে অথবা গ পদার্থের অন্যতর হইবে।

যদি ক পদার্থ গ পদার্থের অন্যতর হয়, তবে হয় ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থ পরবর্ত্তী অথবা গ পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও ক পদার্থ পরবর্ত্তী হইবে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী এই তিনটী অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা গ পদার্থ হইলে গ পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী

হওয়ায়, ক পদার্থও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। ক পদার্থ গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইলে ক পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, ঘ পদার্থ, ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী—এই তিনটী অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী; গ পদার্থ গ ও ঘ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী, ঘ পদার্থ এবং ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী এই পাঁচ অবস্থায় আসিতে পারে।

শেষ দুই অবস্থায় (১২, ১৩) ক পদার্থ ঘ পদার্থ, অথবা ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হওয়ায় খ পদার্থও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। সুতরাং খ পদার্থ গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে বলা বাহুল্য।

অপর তিন অবস্থার প্রত্যেক অবস্থায় খ পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, ঘ পদার্থ ও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী, এই তিনটী অবস্থায় অর্থাৎ ৩×৩ বা ৯টী অবস্থা হইতে পারে।

এই নয়টী অবস্থার মধ্যে খ পদার্থ ঘ পদার্থ ও ঘ পদার্থের পরবর্ত্তী যে যে অবস্থায় আছে, সেই সেই অবস্থায় অর্থাৎ ৩+২ বা ৬টী অবস্থায় (৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১) গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে।

অবশিষ্ট তিনটী অবস্থার মধ্যে যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থ অথবা গ পদার্থের পরবর্ত্তী, সেই দুইটী অবস্থায় (৮, ৯) খ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী হইবে। মাত্র যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই অবস্থায় খ পদার্থ গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী এই তিনটী অবস্থা (১, ২, ৩) হইবে।

১ম ও ১৩শ, ২য় ও ১২শ, ৩য় ও ১১শ, ৪র্থ ও ১০ম, ৫ম ও ৯ম এবং ৬ষ্ঠ ও ৮ম, এই ছয়টী যুগ্মের প্রত্যেক যুগ্মের অন্তর্ভুক্ত পরস্পর কোন পার্থক্য নাই। মাত্র ক খ এর সঙ্গে গ ঘ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭মটীতে ক খ ও গ ঘ পর্য্যায় একই পর্য্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে।

অতএব দুইটী পর্য্যায়ের মধ্যে মাত্র ছয় প্রকারের সম্পর্ক থাকিতে পারে।

নিম্নে সম্পর্ক কয়টী বিশদরূপে বিবৃত হইল ;—

১। ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভি 'পরবর্ত্তী' হওয়ায় ক খ পর্য্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী' ও গ ঘ পর্য্যায় পরবর্ত্তী'।

২। ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি ও খ' গ পর্য্যায়ের গ আরম্ভি একই পদার্থ হওয়ায় মাত্র উক্ত পদার্থ ক খ ও গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ।

৩। গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভি ক খ পর্য্যায়ের, এবং ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তি গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী' অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত।

পুনরায় ক খ পর্য্যায়ের ক আরম্ভি গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভির পূর্ব্ববর্ত্তী' এবং গ ঘ পর্য্যায়ের ঘ সমাপ্তি ক খ পর্য্যায়ের খ সমাপ্তির পরবর্ত্তী'।

অতএব ক খ ও গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত কয়েকটী

পদার্থ অপরটীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত অপর কয়েকটী পদার্থ অপরটীর অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়।

২। ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ খ সমাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ গ আরব্ধির পরবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ পদার্থ গ ও খ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

৩। উক্ত সাধারণ পদার্থ কয়টী দ্বারা উভয়ের এইরূপ একটী সাধারণ খণ্ড পর্য্যায় হইতে পারে, যাহার গ আরব্ধি ও খ সমাপ্তি।

৪,৫,৬। গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরব্ধি ও ঘ সমাপ্তি ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ ঘ পর্য্যায় ক খ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায়।

সংজ্ঞা

৩। যে পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, তাহাকে শৃঙ্খল বলে।

যথা।—পুস্তক, সংখ্যাশ্রেণী, শ্রেঢ়ী প্রভৃতি।

পর্য্যায়ের আরব্ধকে প্রথম, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থকে দ্বিতীয়, এইরূপে অপরাপর পদার্থ ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

৮ম প্রতিজ্ঞা অনুসারে দেখিতে পাই, একটী পর্য্যায় কয়েকটী খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত হইলে উক্ত খণ্ড পর্য্যায়গুলিকে এক একটি পদার্থরূপে ধরিয়া পূর্ণ পর্য্যায়টিকে নবগঠিত পদার্থ কয়েকটি দ্বারা উৎপন্ন পর্য্যায়ে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক বৎসরকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া কালকে একটি পর্য্যায়ে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনরায় প্রত্যেক দিবসকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া বৎসরকে খণ্ড পর্য্যায় ও কালকে পূর্ণ পর্য্যায়রূপে ধরা যায়। এইরূপে ঘণ্টা পদার্থ হইলে দিবস খণ্ড পর্য্যায় হইয়া পড়ে। পুনশ্চ কাল একটি শৃঙ্খল। কারণ, কি বৎসর, কি দিন, কি ঘণ্টা, ইহাদের যে কোন একটি পদার্থের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থরূপে মাত্র বিশেষ এক একটিকেই ধরিয়া থাকি। অতএব ইহাদের সঙ্গে অব্যবহিত পরবর্ত্তী পদার্থের একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সম্পর্ক, তাহা ধরিতে পারি না। আমরা কার্য্য দ্বারা সময় উপলব্ধি করি। এ পর্য্যন্ত অন্য কিছু দ্বারা সময় উপলব্ধি হয় নাই, সুতরাং উক্ত সম্পর্ক অনুসন্ধানে কার্য্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা দেখাইয়াছি, কার্য্য মাত্রই গতির সমবায়ে উৎপন্ন, অতএব কণিকার গতি পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্ক নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"গতিবিশিষ্ট দ্রব্য ও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম্ম বর্ত্তমান"। অতএব কণিকাও বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে করিতে গমন করে। গতিবিশিষ্ট কণিকা গতিপথে কোন একটী বিন্দুতে যে সময় অবস্থিতি করে, তাহাকে ক্ষণ (instant) বলিব।

কণিকার গতির সমবায় কার্য্য এবং কার্য্যদ্বারা সময় উপলব্ধি হয়। অতএব সময়ঘটিত যাবতীয় পরিমাণ কণিকার গতিরাশি হইতেই নির্দ্ধারিত। বিশেষতঃ "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে সময়-ঘটিত মৌলিক একক (unit) স্থানঘটিত সমানতা হইতে প্রাপ্ত দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।* এই স্থানঘটিত সমানতা রৈখিক পরিমাণ। অতএব বিন্দু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ না থাকায় ক্ষণ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং সময়ঘটিত যাবতীয় মৌলিক একক এই ক্ষণসমূহের সমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন কালের খণ্ডপর্য্যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংযুক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হয়।" অর্থাৎ গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহার সংযুক্ত অপর একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব একটী গতিশীল কণিকা পরস্পর সংযুক্ত দুইটী বিন্দুতে যে যে ক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহাদের একটী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী অব্যবহিত পরবর্ত্তী হওয়ায় উক্ত ক্ষণদ্বয়ের মধ্যে একটী বিশেষ সম্পর্ক পাওয়া গেল। সুতরাং কাল একটী শৃঙ্খল।

এই প্রকারে রেখাও একটী শৃঙ্খল। কারণ, ইহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুর সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বিন্দুর সংযোগ নামে বিশেষ একটী সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল ও রেখার মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ এই,—রেখার অন্তর্ভুক্ত দুইটী বিন্দুর যে কোনটীকে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু সময়ের অন্তর্ভুক্ত ক্ষণে তাহা সম্ভবে না। সাধারণতঃ সময়ঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্যানুযায়ী অপরাপর পর্য্যায়ঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্য ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং একটী রেখার অন্তর্ভুক্ত যে বিন্দুতে কণিকা পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দু এবং যে বিন্দুতে পরক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহা পরবর্ত্তী বিন্দু। দুইটী বিন্দুর অন্তর্ভুক্ত যে কোনটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীরূপে ধরিয়া নেওয়ার সমর্থতাহেতু যে কোন বিন্দু তাহার সংযুক্ত বিন্দুর সংযুক্ত। অতএব কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী কণিকা কোন একটী বিন্দু হইতে অপর একটী বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য একটী সময়ে সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দু করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় "কণিকাটী যে পথে গমন করিয়াছিল,

---

* "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সময়ঘটিত সমানতা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, স্বতন্ত্র ভাবেই সময়ঘটিত সমানতা সঙ্ঘটিত হয়। উভয়েই স্বীয় স্বীয় অবিভাজ্য অংশের সংখ্যার একত্ব হইতে উৎপন্ন। তবে সময়ঘটিত সমানতার এই তাত্ত্বিক জ্ঞানও স্থানঘটিত সমানতা হইতে পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ সময়ঘটিত সমানতার কি ব্যবহারিক, কি তাত্ত্বিক, উভয়বিধ জ্ঞানই স্থানঘটিত সমানতা হইতে আসিয়াছে। অবশ্য প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উভয়ের সমানতাই স্বতন্ত্র। কিন্তু কার্য্যদ্বারা সময় উপলব্ধি হয় এবং কণিকার গতিদ্বারা (স্থানপরিবর্ত্তন দ্বারা) কার্য্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দ্রব্য ও স্থান হইতেই সময়ের জ্ঞান জন্মে। কাজে কাজেই মূলতঃ স্বতন্ত্র হইলেও কালের সমানতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্থানের সমানতার উপর নির্ভর না করিয়া পারে না।

সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে," এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কণিকার গতিদ্বারাই সময়ের উপলব্ধি হয়। এখন দেখিতেছি, কণিকার গতিপথের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুতে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা মাত্র একটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটীকে পরবর্ত্তিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সময়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণে যদি এরূপ কোন বিশেষত্ব থাকেও, তাহা আমাদের অবগত হওয়ার কি সুবিধা থাকিতে পারে ? প্রকৃত পক্ষে আমরা যে প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ করি, তাহা সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম হইতে পাই নাই, তাহা স্মৃতির বিষয়। স্মৃতির ধারণা হইতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন ভাগে কাল বিভক্ত হইয়াছে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দ্বারা আমরা কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করি।

যে কোন সময়কে সেই সময়ে বর্ত্তমান কাল বলে, বর্ত্তমান কালকে মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায় ধরিয়া সমগ্র কালকে পূর্ব্ববর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তিনটী খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। অপর দুইটীর অন্তর্ভুক্ত যে সময়ের কোন কোন ঘটনা বর্ত্তমান কালে স্মরণ হয়, তাহা অতীত কাল এবং অবশিষ্ট সময়টী ভবিষ্যৎ কাল। এই অতীত কালকেই বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কালের পরবর্ত্তী বলা হইয়া থাকে।

উপসংহার

১ম স্বীকার্য্যে "সরলরেখা" শব্দটীর ব্যবহার আছে। ইউক্লিড রেখা অথবা সরলরেখার কোন নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। আমরা রেখার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, কণিকার গতিপথই রেখা। আলোকরশ্মি ও সমবেগে চালিত গতির পথ হইতেই আমরা সরলরেখার জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি।

দেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটী কণিকা সমবেগে (সরলরৈখিক পথে) চালিত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অনুকৃতি ক্ষমতানুযায়ী ক্ষুদ্র পটে অঙ্কিত করাই ১ম স্বীকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন একটী কিছু প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদের যাবতীয় প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য রেখার প্রত্যঙ্গগুলি বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি ;—

কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাদের সমষ্টিই রেখা। কণিকা-সমষ্টি শৃঙ্খলরূপে পরিণত হইয়া রেখা উৎপন্ন করে। রেখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কণিকাগুলির পরস্পরের সম্পর্কসূচক রেখার শৃঙ্খলত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপর এক জাতীয় শৃঙ্খলের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত। এই শৃঙ্খলের নাম কাল। কাল শৃঙ্খলিত ক্ষণের সমষ্টি। কার্য্যদ্বারা কালের উপলব্ধি হয়। জগতের যাবতীয় কার্য্য কণিকার গতিসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন। অতএব কালসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, কণিকার গতিপথরেখার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যাইতে পারে, স্থানসম্বন্ধীয় সমানতা হইতে সময়-সম্বন্ধীয় সমানতা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্থানীয় সমানতা ব্যতীত সময়ের সমানতা উপলব্ধি করিতে মানব অক্ষম। তজ্জন্যই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে "সময়ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে," এইরূপ বলা হইয়াছে।

গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষণে উক্ত বিন্দুর সংযুক্ত অপর একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব কণিকার গতির জ্ঞান হইতে কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের জ্ঞান পাওয়া গেল। পুনরায় এই পৌর্ব্বাপর্য্য হইতে রেখার পৌর্ব্বাপর্য্য উপলব্ধি হইয়া থাকে (১৩৬ পৃঃ)। সুতরাং রেখা ও কালের পৌর্ব্বাপর্য্য-জ্ঞান অন্যোন্য-সাপেক্ষ। সংজ্ঞানুসারে আমরা যে কোন ক্ষণকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু ব্যবহারতঃ সর্ব্বদাই দুইটী ক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটীকেই মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে ধরিয়া নেই। ইহা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম নহে। এই জ্ঞান স্মৃতি হইতে প্রাপ্ত (১৩৭ পৃঃ)। তাত্ত্বিক হিসাবে স্থান ও কালঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্যে কোন বিশেষত্ব নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

মহাভারতের সময়

এইরূপ ঐতিহ্য ও হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, ভগবান্ ব্যাসদেব ভারত নামে ঐতিহাসিক কাব্য প্রণয়ন করেন। তাহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের রচিত ঘটনাগুলি সংযুক্ত হইয়া কাব্যটী মহাভারত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রত্নরাজির অগাধ সমুদ্র। যিনি যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়া ইহাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে অভীপ্সিত রত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে ইহার অনেক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা ভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই।* মহাভারত ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।† বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ গুণবিশিষ্ট গ্রন্থকে লোকে ইতিহাস বলিতে শিক্ষিত হইয়াছে, মহাভারত সেরূপ না হইলেও ঘটনার বর্ণন ও চরিতের উল্লেখ থাকায় প্রাচীন নিয়ম-মতে ইহাও ইতিহাসপদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। সুতরাং আমাদের ঋষিগণ ইহাকে ইতিহাস ও কাব্য উভয়ই বলিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তি আছে। একই ঘটনা দুই তিন চারি বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্বতঃ মনে এই ভাব উদয় হয় যে, ইহা একজনের লেখনীপ্রসূত নহে—ইহাতে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। যদৃচ্ছভাবে পাঠ করিলে ত ইহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, তন্ন তন্ন ভাবে পাঠ করিলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া সময় নির্দ্ধারণেও সহায়তা করে।

কৃষ্ণচরিত্রে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্থূলতঃ মহাভারতে তিন প্রকার রচনা আছে। প্রথম মূল ঘটনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রচনা। দ্বিতীয় ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অবান্তর রচনা। তৃতীয় ঘটনার সহিত সম্বন্ধহীন অবান্তর রচনা। প্রথমটী তাঁহার মতে ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা, দ্বিতীয়টী ধার্ম্মিক কবিগণের রচনা, তৃতীয়টী কুকবিগণের রচনা। শেষটী তাঁহার মতে মহাভারত হইতে পরিত্যক্ত হইলেও তাহার মহাভারতত্বের হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুক্তিমূলক; তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐকমত্য হওয়া যায় না, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশ, অযোধ্যা ও বোম্বাই অঞ্চলে যে যে মহাভারত মুদ্রিত দৃষ্ট হয়, সেগুলির পরস্পরে অবান্তর অল্পবিস্তর প্রভেদ থাকিলেও মূল ঘটনাবর্ণনে সকলের ঐক্য আছে। ইহার পাঠে

---

* ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥—আদি, ৬২।৫৩

† আখ্যাস্যাম্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।—আদি, ১।২৬,৮৭
যথৈতাবীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—আদি, ১।২৬৬

মোটামুটি এই জানা যায় যে, মহাভারত অন্ততঃ চারি বার প্রতিসংস্কৃত হয়। প্রথম রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের—তাহাতে সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা। দ্বিতীয় সংস্করণে রোমহর্ষণ পৌরাণিক মহাভারতকে আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্ণ করেন। তৃতীয় সংস্করণে জনমেজয় রাজা শ্রোতা ও ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন বক্তারূপে রহিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণে কুলপতি শৌনকের সত্রে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলী শ্রোতা ও রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি বক্তা রহিয়াছেন। মহাভারতের এই চারি প্রতিসংস্কারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিন স্তরের সহিত স্বীকার করিলে জানা যাইতেছে যে, উহাতে অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকারের রচনা বর্ত্তমান অর্থাৎ এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিলে দাঁড়াইতেছে যে, মহাভারতে দ্বাদশ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ের রচনা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের দুইটি সূচী মহাভারতেই পাওয়া যায়। একটি অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি পরবর্ত্তী পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটিতে "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" ভণিতাযুক্ত সংক্ষিপ্ত ভারত আছে। ইহাতে উত্তরার গর্ভপাত পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টিতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত-বিস্তারভেদে দুইটি সূচী আছে। অধ্যায়-শেষে মহাভারতের বিষয়ের বহির্ভূত হরিবংশ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, পর্ব্বসংগ্রহ দুই জন কবি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত করেন। বিস্তৃত অংশটি সম্ভবতঃ হরিবংশকারের রচনা হইতে পারে।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব উপাখ্যানবর্জ্জিত চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত লিখিয়া তাহার সূচী অনুক্রমণিকারূপে প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রায় দেড় শত শ্লোক আছে এবং পর্ব্বানুসারে বৃত্তান্তগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুককে প্রথম শিক্ষা দেন। তার পর তাঁহার অনুরূপ শিষ্যগণকে উহা প্রদান করেন।* এই অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতের ঘটনাগুলি মনে মনে স্থির করিয়া লিখিতে পারিতেছিলেন না, ইত্যবসরে পদ্মযোনি তাঁহার সম্মুখীন হন। তিনি ব্রহ্মার সম্মান করিয়া বসাইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভারত প্রচারে বিলম্ব কেন? তাহাতে ব্যাসদেব বলিলেন, দ্রুত লেখকের অভাবে আমার অভীষ্ট কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন, গণেশ দেবতাকে স্মরণ করুন—তিনি দ্রুতলেখক। এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাসদেব

---

* চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। ১০২
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ। ১০৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্॥ ১০৪
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ।

গণপতি ঠাকুরকে বলিলেন যে, আপনি না বুঝিয়া কিছু লিখিবেন না। তাই গণেশ দুরূহ স্থলে লেখনীর বিরাম দিতেন। সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অনেক জটিল ভাব আছে। তাই তাহা ব্যাসকূট বলিয়া প্রচলিত। উহার অর্থ ব্যাসদেব ও শুক জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই।* এইরূপ প্রবাদ যে, গণেশ ওঁ উচ্চারণ করিয়া মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করেন। এই রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের কখন হইতে পারে না—ইহা যে পরবর্ত্তী লেখকের যোজনা, তাহার সন্দেহ নাই। তখন ব্যাসদেব ঈশ্বরপদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার লেখকরূপে গণপতি ঠাকুর আসরে নামিতেছেন।

আবার আদিপর্ব্বের দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তপোনিয়ম অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য লিখিয়া তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন।† মহাভারতে যেরূপ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মোক্ষশাস্ত্রের সত্যগুলি কথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যদৃচ্ছভাবে তড়্‌বড়্ করিয়া বলিয়া যাইবার বিষয় নহে। উহা আত্মা মন ও সংযত করিয়া স্বয়ং লিখিবার বিষয়; সুতরাং গণেশের লেখকরূপ প্রবাদ সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ, এই অধ্যায়-বর্ণিত কথাই তাহা খণ্ডন করিতেছে।

আবার শান্তিপর্ব্ব ৩২৭ অধ্যায়ে ব্যাসদেব ও তাঁহার চারি শিষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কথা লিখিত আছে, তাহাতে শিষ্যগণের অনুদারতা ও ব্যাসদেবের মহানুভবতা প্রকাশিত হইতেছে। শিষ্যগণ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার ষষ্ঠ শিষ্য যেন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে—অর্থাৎ তাঁহার পুত্র শুকদেব ও বৈশম্পায়ন সুমন্ত, জৈমিনি ও পৈল ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য শিষ্যগণ যেন বিখ্যাত না হন।‡ এ অংশটি যে বৈশম্পায়ন আদির রচনা নহে,

* পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে। ৭০
কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে।
এবমাভাষ্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনম্॥ ৭৪
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ৭৭
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মা লিখ কচিৎ।
ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥ ৭৯
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা। ৮১

† ত্রিভির্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ৪১
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ।
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা॥ ৪২
ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম্। ৫২

‡ কাঙ্ক্ষামস্তু বরং সর্ব্বে বরং দত্তং মহর্ষিণা।
ষষ্ঠঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ। ৪০

তাহা ঠিক। ইহা কোন কূটকারী লেখক অভিসন্ধি পূরণার্থে যে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণকে মোক্ষপ্রাপক বচন দ্বারা উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তোমরা যে যে বেদপ্রচারব্রতে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা ত করিবেই; তবে বেদের সারভূত এই মহাভারত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রজাতিনির্বিশেষে সকলকেই শ্রবণ করাইবে।*

এখন কথা দাঁড়াইতেছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে কি তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন, না তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক? মহাভারতের সর্ব্বত্রই সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতারূপে কথিত। ব্যাসশিষ্যমধ্যে সঞ্জয়েরই নাম রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বোধ হয় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার ভারতগ্রন্থ সূতজাতি সঞ্জয়ের মুখেই প্রচারিত করিয়া পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। তারপর জনমেজয়ের সভাসদ সূতজাতি রোমহর্ষণ ইহাতে আখ্যায়িকা সংযুক্ত করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করেন। তারপর জনক রাজার পুরোহিত বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি প্রভৃতি বৈশম্পায়ন-ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের সভাসদ নিযুক্ত হন। ইঁহারাই ভারতকে নানারূপ আখ্যায়িকা ও চরিতভূয়িষ্ঠ করিয়া মহাভারতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। এইটিই সূতজাতি উগ্রশ্রবা সৌতি ঋষিমণ্ডলীকে শ্রবণ করান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শৌনকের সময়েও সূতজাতি পৌরাণিকগণই সাধারণকে মহাভারত শ্রবণ করাইতেন, তখনও তাহার ব্রাহ্মণ-পাঠক নিয়োগের পুরুষানুক্রমিক প্রথা প্রচলিত হয় নাই। অতএব নিশ্চিত প্রমাণিত হইল যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন না। তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার ভারতগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও উন্নতির জন্য তাঁহারা আপনাকে ব্যাস-শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে পরীক্ষিতোপাখ্যান, আস্তিকচরিত, শৌনকের কুলবৃত্তান্ত ও পৌষ্য রাজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলিতে অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। নাগ অর্থে সর্প। তক্ষক সর্পগণের অধিপতি ছিল। সে তক্ষশিলা নামক স্থানে রাজ্য করিত। তাহার ভাগিনেয় আস্তিক মুনি। তিনিই জনমেজয়ের নিকট বর লাভ করিয়া সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে পতনোন্মুখ মাতুল তক্ষককে উদ্ধার করেন। এ সকল বিষয় কবিকল্পনা নহে—সত্য বিষয়। নাগ সর্প নহে—তাহারা মনুষ্যজাতিবিশেষ। ভগবান্ কপিল ভূতসর্গের চতুর্দ্দশ সংখ্যা দিয়াছেন। এই নাগগণ দেবযোনির অন্তর্গত, ইহারা সম্ভবতঃ ভারতে নূতন উপনিবেশ

উবাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্ম শুশ্রূষবে তথা॥ ৪৩
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্॥ ৪৯

স্থাপন করিতেছিল। ইহারা সম্ভবতঃ ক্রূরপ্রকৃতির লোক ছিল, তাই ব্রহ্মবাদিগণ তাহাদের সহিত করণকারণ ও সদালাপ করিতেন না। ইহাদের সহিত হয় ত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেশাধিপতি পরীক্ষিৎ তাই তাঁহাদের সহায়তা করেন। তাহারা হয় ত দমিত হইয়াছিল, কিন্তু শক্রতা বিস্মৃত হয় নাই, তাহারই ফলে পরীক্ষিতের উপাংশুহত্যা।

আয়োদধৌম্যের শিষ্যানুশিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণার জন্য উপাধ্যায়িনীর নিমিত্ত পৌষ্য-মহিষীর কর্ণকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থিত হইলে তাঁহার এক ক্ষপণকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষপণক নগ্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সে তাঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়া তক্ষকবেশে ভূবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া শাপোন্মত্তা উপাধ্যায়িনীকে প্রদান করিলেন। তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া তক্ষকের নিধনার্থে জনমেজয়কে প্রণোদিত করিলেন। ইহার ফলেই সর্পযজ্ঞের আরম্ভ। এ স্থলের বর্ণনদ্বারা বোধ হয় যে, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ক্ষপণক অমঙ্গল্য জীব বলিয়া দেশে অনাদৃত হইত। সম্ভবতঃ এই দলে নাগগণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ের নাগাগণ ইহাদেরই পূর্ব্বস্বরূপ।

শৌনকের পিতামহ রুরু ভৃগুবংশীয়। তাঁহার স্ত্রী সর্পদংশনে মৃত হইলে অনেক সাধনায় তিনি পুনর্জ্জীবিত হন। তদবধি রুরু সর্পবংশ ধ্বংসের সংকল্প করেন। একদা একটি ডুণ্ডুভকে প্রহারোদ্যত হইলে সর্প তাঁহাকে বলে, ব্রাহ্মণ হইয়া আমার হিংসা করিবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ক্ষমাশীল—ব্রাহ্মণের চেষ্টার ফলেই পুরাকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ রহিত হয়।* ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, শৌনক ও সৌতি জনমেজয়ের বহু কাল পরে প্রাদুর্ভূত হন।

পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ের প্রারম্ভে সৌতি ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময় ক্রোধবশীভূত হইয়া ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করেন এবং স্যমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরময় হ্রদে পিতৃতর্পণ করেন। আবার সেই স্থলে কলি-দ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।† মহাভারতের অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ভীষ্মদেব ও কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান

---

* অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বর।
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্ব্বান্ ন হিংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণঃ কচিৎ॥—১১।১
জনমেজয়স্য যজ্ঞেঽস্মিন্ সর্পানাং হিংসনং পুরা।
পরিত্রাণঞ্চ ভীতানাং সর্পানাং ব্রাহ্মণাদপি।১৮—আদি, ১১ অধ্যায়

† ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ।৩
অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।১৩

করেন।* ইঁহারা উভয়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন ; সুতরাং পরশুরাম যে কলিদ্বাপরের সন্ধিসময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। মহাভারতে এরূপ লিখিত থাকায়, পরবর্ত্তী লেখকগণ পরশুরাম, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বিভীষণ ও হনূমান্ প্রভৃতির অসম্ভব দীর্ঘ-জীবন কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পাঠকগণকে ভ্রম বিশ্বাসে আস্থাবান্ হইতে অভ্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

বেদে "শতায়ুর্বৈ মনুষ্যঃ", "আত্মা নাম জায়তে পুত্রঃ, স জীব শরদঃ শতং" আদি বচন আছে এবং লৌকিক আশীর্ব্বাদেও "শতং জীব", "জীব শতং সমা" ইত্যাদি বচন দ্বারা শত বৎসরই যে সাধারণ লোক-পরমায়ু ছিল, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এ অর্থ নহে যে, তাঁহারা অমর ছিলেন অথবা ২।৩ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মহাভারতে যেরূপ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্মদেব, ব্যাসদেব, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের পরমায়ু নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। যুদ্ধকালে দ্রোণের ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহা দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে। বিরাটপর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তরকে গাণ্ডীবধারণ কথনস্থলে বলিতেছেন যে, তিনি উহা ৬৫ বৎসর ধারণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অজ্ঞাতবাস সময়ে তিনি যে পঞ্চষষ্টিবর্ষদেশীয় ছিলেন, তাহা একরূপ জানা যাইতেছে।† আদিপর্ব্ব শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শান্তনু ৩৬ বৎসর রাজ্য ও কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া বনে গমন করেন এবং গঙ্গাতীরে বিচরণকালে জনৈক ক্ষত্রিয়কুমারকে শরজালে গঙ্গাসলিল বদ্ধ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পত্নী গঙ্গা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভজাত অষ্টম পুত্র দেবব্রত। শান্তনু পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি জাতমাত্র মাতা কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতাপুত্রের এই দর্শনকালে ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।‡ কুমার হস্তিনাপুরে নীত হইলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাটিল। শান্তনু পুনঃ বনে গমন করিলেন এবং দাশকন্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কন্যার পিতা নিষাদপতির নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি রাজাকে একটি সত্যে বদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহা এই যে, কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইবে। কিন্তু রাজা মনসিজ-পীড়িত হইলেও এই প্রতিজ্ঞায়

---

* ঋষিঃ পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
যদগ্রং বেদ রামশ্চ তদেতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—আদি, ১০০।৩৯

† অধারয়ৎ ... ... ।
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ॥৪৩—অধ্যায় ৬

‡ স সমাঃ ষোড়শাষ্টৌচ চতস্রোঽষ্টৌ তথাপরাঃ। রতিমপ্রাপ্নুবন্ স্ত্রীষু বভূব বনগোচরঃ। ২০।...গাঙ্গেয়-স্তব পুত্রোঽয়ং মহাত্মা দেবব্রতো বসুঃ।২১...কুমারং রূপসম্পন্নং বৃহন্তং চারুদর্শনং ।২৫...জাতমাত্রং পুরা দৃষ্ট্বা তং পুত্রং শান্তনুস্তদা। নোপলেভে স্মৃতিং ধীমান্ অভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্।২৮

সম্মত হইলেন না এবং বিবাহ আশা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার দৌর্ম্মনস্যভাব বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট অবগত হইয়া ভীষ্মদেব দাশরাজের নিকট পিতার জন্ত কন্যা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য সম্বন্ধে দাশরাজের যে আশঙ্কা, তাহা উন্মূলিত করিয়া দিলেন। এই কার্য্যের জন্ত শান্তনু পুত্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন এবং এই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবব্রত সভাসদ্ কর্ত্তৃক ভীষ্ম নামে অভিহিত হইলেন।* শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদের অপ্রাপ্তযৌবন সময়ে শান্তনুর মৃত্যু হয়।† ইহার দ্বারা ন্যূনকল্পে ষোড়শ বৎসরের অনধিক কাল বুঝাইতে পারে। সুতরাং মোটামুটি জানা যাইতেছে যে, শান্তনুর মৃত্যুসময় ভীষ্মদেবের (৪০+১৫) ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল নৃপতিকে পরাজিত করেন এবং শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন না। ইহাতে বল পরীক্ষার্থে চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তাঁহার তিন বৎসর-ব্যাপী কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। ইহাতে কুরুরাজ হত হন। তখন বিচিত্রবীর্য্য বালক ও অপ্রাপ্ত-যৌবন; সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম ১০।১১ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদ ৭।৮ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া মৃত হন; সুতরাং ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম তখন (৫৫+৮) ৬৩ বৎসর হইতেছে।‡ বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে ভীষ্মদেব তাঁহার দুই কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি অতিশয় বলক্ষয় দ্বারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া, ৭ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।§ সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম (৬৩+৫+৭) ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম হয়। পাণ্ডুও সম্ভবতঃ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের (৭৫+৩০) ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। পাণ্ডুর মৃত্যু-কালে অর্জ্জুনের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর ধরিলে অজ্ঞাতবাসের অবসানকালে ভীষ্মদেবের (১০৫+৬০) ১৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হয়। তিনি পরবৎসর ১৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীর ভোগসময়ে উত্তরায়ণের আরম্ভে যোগকর্ম্ম দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

---

* তস্য তদ্দুষ্করং কর্ম্ম প্রশশংস নরাধিপঃ। সমেতাশ্চ পৃথক্ চৈব ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥১০১। তৎ শ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥১০২

† অপ্রাপ্তবতি তস্মিংস্তু যৌবনং পুরুষর্ষভে। স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥১০১ অধ্যায়।

‡ তং ক্ষিপন্তং সুরাংশ্চৈব মনুষ্যানসুরাংস্তথা। গন্ধর্ব্বরাজো বলবাংস্তুল্যনামাভ্যয়াৎ তদা ॥৭। তেনাস্য সুমহদ্যুদ্ধং কুরুক্ষেত্রে বভূব হ।...নদ্যাস্তীরে সরস্বত্যাঃ সমাস্তিস্রোঽভবদ্রণঃ ॥৮...বিচিত্রবীর্য্যঞ্চ তদা বালমপ্রাপ্ত-যৌবনং ॥১২ সংপ্রাপ্তযৌবনং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং ধীমতাং বরঃ। ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিঃ। ২০২ অধ্যায়।

§ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ। বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত ॥৭০। জগামাস্ত-মিবাদিত্যঃ কৌরব্যো যমসাদনং ॥৭১-১০২ অধ্যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাও মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান মৃত হইলে সত্যবতী বংশধর অভাবে চিন্তাকুল হইয়া ভীষ্মকে দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। ভীষ্মদেব সত্যসন্ধ ছিলেন, তিনি অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; পরন্তু মাতাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা বংশরক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই কথায় উৎসাহিত হইয়া সত্যবতী পরাশর ঋষি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিবৃত করিলেন—ঋষির তেজে অভিভূতা হইয়া তিনি গর্ভ ধারণ করেন—সেই কানীন পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব।* ভীষ্মদেব অনুমতি করিলে তাঁহার পুত্র ব্যাস দ্বারা তিনি বিচিত্রবীর্য্যের বংশরক্ষা করিতে পারেন। সত্যবতী এই কথা বলিলে ভীষ্মদেব মাতার কথা অনুমোদন করেন। তাহার ফলে কুরুবংশ রক্ষিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনপ্রারম্ভে বা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সত্যবতী ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ইহা ধরা যাইতে পারে। তার পর অনেক কাল গত হয়। অসিত মুনি তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া দাশরাজকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু নিষাদপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত করেন।† শান্তনুর সহিত বিবাহকালে সত্যবতীর বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ ধরিলে তিনি ভীষ্মদেব অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ হন; সুতরাং ভীষ্মদেব ব্যাসদেব অপেক্ষা ১৫।২০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হন। ভগবান্ ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন এবং সঞ্জয়ের প্রমুখাৎ তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র ১২।১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ব্যাসদেব সম্ভবতঃ ৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কারণ, ঐষিক বা সৌপ্তিক পর্ব্বে বালহত্যার নিমিত্ত অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান সময় তাঁহার ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূয়শোণিতলিপ্ত থাকার কথা লিখিত হইয়াছে।‡ প্রাচীন কবিগণ প্রায়শঃ সমকালবর্ত্তী লোকগণের কথার বর্ণনকালে সহস্র বৎসরের উল্লেখ করিতেন। যজ্ঞকালে জনমেজয়ের সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম লিখিত আছে। এ স্থলে এই বৎসরের শতাংশ ধরিলে যুক্তি ও অসম্ভবের সীমা অতিক্রান্ত হইবে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, অশ্বত্থামা যুদ্ধের ৩০ বৎসর পরে কুষ্ঠরোগে নানা প্রকার যন্ত্রণা

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১০৫ অধ্যায়।

† অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া। সত্যবত্যা ভৃশঙ্কার্থী স আসীৎ ঋষিসত্তমঃ। ৮১।১০০ অধ্যায়। এই প্রত্যাখ্যানের বিশেষ কারণ ছিল। ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সমবয়স্কও ছিলেন। সুতরাং সত্যবতী তাঁহার মাতৃস্থানীয়া, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এরূপ বিবাহ দূষণীয় হয়। গীতাতে ইঁহার নামের সহিত দেবলেরও উল্লেখ আছে—"অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।" দেবল জনকের সভ্য ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বোধ করি, অধ্যাত্মশাস্ত্রও রচনা করেন। তবে গীতার নিকট তাহা হীনপ্রভ। কিন্তু নিঃস্বার্থ ব্যাসদেব তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরও কীর্ত্তি সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

‡ ত্বান্তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্ব্বে মনীষিণঃ। অসকৃৎপাপকর্ম্মাণং বালজীবিতঘাতকম্। তস্মাৎ ত্বমস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাপ্নু হি। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্।...পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ। বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতঃ॥

ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান্ ব্যাসদেব উক্ত বৎসরান্তে শুকদেবকে হারাইয়া হিমালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং এই সকল সংখ্যা সংকলিত করিলে জানা যায় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মৃত্যুকালে প্রায় ১৮০ বৎসর বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংসান্তর যোগে তনু ত্যাগ করেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার শোকে মহাপ্রস্থান দ্বারা শরীরপাত করেন। পুত্রশোকব্যাকুলা গান্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত বৎসরান্তে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অভিশাপ দেন।* ইহার পরে পরীক্ষিৎ রাজা হন এবং কলি আরম্ভ হয়।

মহাভারত এক সময়ে রচিত হয় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং ইহার বিশেষ বিশেষ স্থল নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের রচনার সময় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে মহাভারত-সমুদ্রের রত্ন, পঞ্চম বেদ, মহাভারতের উপনিষৎ ভগবদ্গীতার সময় নিরূপণ করা আবশ্যক। সকলের বিশ্বাস, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা—অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে তাহার প্রমাণও আছে।† বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে তিন স্তরের কথা কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের সকল স্থলেই প্রযুক্ত হইতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু তিনি যে ভগবদ্গীতাকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যথার্থ হয় নাই। কারণ, ইহা মহাভারত-দুগ্ধের নবনীত প্রযুক্ত উহাতেও তিনটি স্তর বর্ত্তমান। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক মন্থনে উত্থিত পরিশুদ্ধ নবনীত, দ্বিতীয় অন্য ধার্ম্মিক কবি কর্ত্তৃক আনীত নবনীত, তৃতীয় কুকবি কর্ত্তৃক বসামিশ্রিত নবনীত।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতের ঘটনাগুলির দুইটি সূচী আছে। প্রথম অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহে। এই দুই সূচীতেই ভগবদ্গীতা-বর্ণিত বিষয়ের আভাস আছে। যথা অনুক্রমণিকা,—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৮১
কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।২৪৬
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সমীক্ষ্যাধোক্ষজঃ ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ ॥২৪৭, পর্ব্বসংগ্রহ।

যখন শুনিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মোহপ্রাপ্ত—সুতরাং রথ নিকটে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট অর্জ্জুনকে স্বীয় শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন হে সঞ্জয়, জয়ের আশা করি না।

---

* ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন। হতজ্ঞাতিহতামাত্যঃ হতপুত্রো বনেচরঃ। কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি।—স্ত্রীপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়।

† অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ॥ ২৫৫॥ আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।২৬৫

যে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবহিতৈষী মহামতি বাসুদেব আধ্যাত্মিক হেতুর দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ শীঘ্র অপনোদন করিয়াছিলেন।

অনুক্রমণিকার ইঙ্গিত বিষয়টি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে।* সুতরাং ভগবদ্গীতা যে ব্যাসদেবের রচনা, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সমগ্রটি তাঁহার রচনা নহে। ইহার দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি রচনা করেন, যেহেতু বর্ণিত বিষয়ের ঐ অধ্যায়েই পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহার শেষ শ্লোকটি ফলশ্রুতিরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

যে সকল ভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাপ্রোক্ত এই ধর্ম্ম্যামৃতের সেবা করেন, তাঁহারাও আমার পরম প্রিয়পাত্র।

ইহার পরে নারায়ণের যে কোন বক্তব্য নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ব্যাসদেবেরও রচনা নহে।

দ্বিতীয় কবি ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেন। তিনিও আপনার রচনার শেষে ইতি বলিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যথা,—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০

হে ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়।

তৃতীয় কবি শেষ অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত স্পষ্টরূপে সম্বন্ধহীন রাখিয়া উহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কুকবি আপনার হস্তকৌশলের পটুতা মনে করিয়াছেন। তিনিও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" প্রবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার সমাপ্তি দিয়াছেন, কিন্তু অতি সাবধানে যাহা ফল দাঁড়ায়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছে—তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা,—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥—৭০

আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞে আমার হোম করিবে। যুদ্ধস্থলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে মুখে মুখে উপদেশ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার উপদেশ পড়িবার

---

* তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥১৩
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫—ইত্যাদি।

অর্জ্জুন বা কাহারই অবসর থাকে না, অতএব এই অংশটি যে রচিত হইয়া—পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া ভগবদ্গীতাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সুকবি, সদ্‌গুরু ও সদ্‌বক্তার বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ভাব তাহাদের মনে আদর্শের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ আবিল হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হইলে আবৃত্তিরূপ মার্জ্জন দ্বারা তাহা প্রতিভাত হইতে বিলম্ব হয় না। লৌকিকে ইহার উদাহরণও আছে। কোন কঠিন অঙ্ক বা সমস্যা সাধন করিতে অকৃতকার্য্য হইলে, ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিলে সফলকাম হইতে দেখা গিয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব একাধারে সুকবি, সদ্‌গুরু ও সুবাগ্মী—এক ভগবদ্গীতাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি কেমন ধীরভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পাঠক ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিলে আবৃত্তি-দ্বারা তাহা স্বতঃপ্রকাশিত হইবে। এমন নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল জ্ঞানরাশি জগতের কোন ভাষাতেই নাই—ভারতের অন্য গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ।

এখন এই তিন স্তরের রচনার পরস্পর বিরোধ প্রদর্শন করিয়া তিন কবির নাম প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য ও ইতিহাসপ্রযুক্ত যত না আদৃত হউক, ইহার আধ্যাত্মিক উপদেশরাশির ভাণ্ডারের জন্যই ইহার ঋষিসমাজে সম্মান অধিক। তিনি শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মকথনে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বিক্ষিপ্তভাবে আধ্যাত্মিক সত্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবদ্গীতায় সারভূত হইয়া উজ্জ্বল হীরক-রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে তিনটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান মুখ্যরূপে প্রচারিত দৃষ্ট হয়। প্রথম সাংখ্যজ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ, তৃতীয় ভক্তি। সাংখ্যজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ভগবান্ কপিলদেব। যোগের আদি প্রচারক হিরণ্যগর্ভ। ভক্তি সকলের সাধারণ সম্পত্তি, তবে সংঘাতভাবে তাহা ভগবান্ ব্যাসদেব গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য ঋষিগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপণ্ডিতগণই বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকে। তাহাতে স্বর্গমাত্র প্রাপ্তি হয়। তাহার সাধনাকল্পে যজমানকে নানাপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। অবিদ্বান্‌গণ তাহাতেই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বলিয়া থাকে যে, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন নিঃশ্রেয়স নাই।* ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্যযুক্ত বুদ্ধি কখন সমাধির উপ-

---

* যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥৪২ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥৪৩ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪

মুক্ত বা মোক্ষ[illegible]পেক হয় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ভগবান্ ব্যাসদেব বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা কোন্ সাহসে বলেন? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ কপিলদেব ও উপনিষৎকার ঋষিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যে, অযজ্ঞকারীই নিবিষ্টচিত্তে আত্মাকে ওঁ অক্ষরে ধ্যান করিলে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সহস্র শাস্ত্র পাঠ করিলে, মহামেধাবী বা মহাপণ্ডিত হইলেও পরমব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে, আত্মার আনুকূল্যেই মোক্ষলাভ হয়।* মূর্খগণ ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞ ও পূর্ত্তকে শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক মনে করে, কিন্তু মূর্খেরা জানে না যে, পুণ্যক্ষয়ে তাহারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনঃ এই মর্ত্তলোকে সু বা কুযোনিতে প্রবেশ করিবে।†

কপিলদেব বেদকে শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শব্দ প্রত্যক্ষবৎ সত্য। তবে ইহাতে পশুহননরূপ বিধান থাকায় উহা অশুদ্ধ; ইহা স্বর্গপ্রাপকমাত্র—তাহার ক্ষয়ে পুনঃ জন্মভোগ করিতে হইবে; ইহাতে অতিশয় বা মিথ্যা কথাও আছে, যেমন অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ তাদৃশ ফলের প্রাপ্তি কস্মিন্ কালেও ঘটে না। সুতরাং ইহার বিপরীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করাই সদ্যুক্তি।‡

ভগবান্ ব্যাসদেব পশুহননরূপ বৈদিক যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন—অন্নযজ্ঞের নিন্দা করেন নাই। প্রত্যুত তাহার অননুষ্ঠানকেই পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র উহার দ্বারা দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞেরই কার্য্য কৃত হয়। §

ভগবান্ ব্যাসদেবের মতে সাংখ্যযোগ ও ভক্তি এক ও অভিন্ন বস্তু—একটির অনুষ্ঠানে অন্যটির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।** তবে তিনি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যেহেতু ইহার দ্বারা

---

* যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ।১৫
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ।২০
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥—২৩ কঠোপনিষৎ, ২য় বল্লী।

† ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যৎ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥১০,
১ মুণ্ড, ২য় খণ্ড, গীতা ৯।২০।২১ এই ভাব।

‡ দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥—সাংখ্যকারিকা, ২।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—১৫ অধ্যায়।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥—৫ম অধ্যায়

শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তিনি কোথাও সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কোথাও যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আবার কোথাও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। ইহা বিরোধোক্তি নহে—ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ব্রহ্মের গুণত্রয়ের ন্যায় এক ও অভিন্নবোধক।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ৪।৩১
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮, ৪র্থ অধ্যায়
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৬।৪৫
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। ৭।১৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ১১।১২

ব্যাসদেব কর্ম্ম অর্থে যোগ ও যজ্ঞ উভয় বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, কর্ম্মের গতি বড় জটিল, সুতরাং ধীর ব্যক্তির কর্ম্ম-বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মগুলি ভালরূপে বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বুদ্ধিমান্—তাহারই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।*

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

এ স্থলে প্রথম কর্ম্মের অর্থ যজ্ঞকর্ম্ম, যাহাতে পশুহিংসা আছে, সুতরাং উহা অকর্ম্ম অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্ম হইল। দ্বিতীয় অকর্ম্ম অর্থে প্রাণায়ামাদি যোগকর্ম্ম। এ স্থলের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর গীতার ১৮ অধ্যায়-লিখিত মত ধরিয়াছেন এবং প্রাচীন ভাষ্যকারের—"নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই সহজ ব্যাখ্যাটি অযুক্ত বলিয়াছেন। শ্রীধর প্রাচীন ভাষ্যকারের মতই সমর্থন করিয়াছেন।† এ অধ্যায়টী যোগকর্ম্মবিষয়ক, ইহাতে যজ্ঞকর্ম্মের বিষয় আসিতে পারে না—২১ শ্লোকে "শারীরং কেবলং কর্ম্ম" দ্বারা প্রাণায়ামই বুঝাইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সকল রূপেই উপস্থিত হইতে পারেন—তাঁহাকে বহু

* কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

† মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করিয়া শ্রীধরের দোষ দিয়াছেন। শঙ্কর এখানে বাক্‌চাতুরী করিয়া নৌকাস্থ ব্যক্তির তীরস্থ বৃক্ষাদির চলন ব্যাপাররূপ অকর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছেন।

দেবতাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে, তাঁহাকে একব্রহ্মরূপেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাঁহাকে দ্বৈতভাবেও আরাধনা করা যায়—এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তর্গত। যথা,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥—৯ অধ্যায়, ১৫।

এই বচনের অবশ্যম্ভাবী ফল দশম অধ্যায়-কথিত ভগবানের বিভূতি। সুতরাং ভগবান্ ব্যাসদেব যে অবতারবাদে বিশ্বাসবান্, তাহার সন্দেহ নাই।

জগৎ-সৃজন প্রকৃতির কর্ম্ম, না ঈশ্বরের—এ সম্বন্ধে ব্যাসদেব উভয় মতই সমর্থন করেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, আবার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে, প্রকৃতি আমাকে (ঈশ্বর) অধীশ্বর স্বীকার করিয়া এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন।* ইহার দ্বারা ব্যাসদেবের পূর্ব্বঋষিগণের প্রতি সম্মান প্রকাশিত হইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের উপরিউক্ত বচনগুলির খণ্ডন গীতার শেষ অধ্যায়ত্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা প্রাণায়াম দ্বারা যোগসাধন করে, তাহাদের আসুরভাবাপন্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যোগীর নিন্দা। অতএব এ অংশ কোন অযোগীর রচনা।† কোন কোন মনীষীর মতে যজ্ঞকর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য; অপরে যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।‡ ইহার প্রথমটী কপিলদেবের মত, দ্বিতীয়টী জৈমিনির মত—কারণ, জৈমিনিই ধর্ম্মমীমাংসায় ইহা সমর্থিত করিয়া গিয়াছেন, ব্যাসদেবের জনৈক শিষ্য জৈমিনি আছেন। তাঁহার উপর সামবেদ প্রচারের ভার পড়ে। তিনি যে গুরুদেবের মত খণ্ডন করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাতে কালবিপর্য্যয় (anachronism) দোষ আসিয়া পড়ে। আবার তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাসই জৈমিনির মত সমর্থন করিতেছেন, সুতরাং নিজেরই বিরোধোক্তি করিতেছেন—ইহা একরূপ অসম্ভব। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম স্তরের লেখক ব্যাসদেব হইতে তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ধর্ম্মমীমাংসাকার জৈমিনিও ব্যাসশিষ্য জৈমিনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

* ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।৮
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।৯ম অধ্যায়

† গীতা, ১৬শ অধ্যায়।৬

‡ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ হইতে পারে না। যে তাহা ত্যাগ করে, তাহার কাজ তামস বলিয়া কথিত। তারপর নিত্য কর্ম্মের অত্যাগীই ফলভাগী হয়, সন্ন্যাসী তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ইহাও ব্যাসদেবের উক্তির খণ্ডন*—ইহা যোগ ও যোগীর একরূপ নিন্দা।

ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতে এক অখণ্ডরূপে চিন্তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সর্ব্বভূতে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপ চিন্তাই রাজসিক জ্ঞান। আর এক ব্যক্তি বা বস্তুতে ব্রহ্মের তত্ত্বহীন অহৈতুক আরোপই তামস জ্ঞান।† ইহা এক দিকে যেমন ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ কপিলদেবের মতের বিরোধোক্তি, তদ্বৎ নিজের কথারও খণ্ডন। যদি ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অখণ্ডভাবেই রহিলেন, তাহা হইলে এক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বা তিনি কেন বিরাজিত থাকিবেন না? ইহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ অবতারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং এ লেখক যে দেবদেবী ও অবতার-বাদের ঘোর বিদ্বেষী, তাহার ভুল নাই।

ভগবান্ ব্যাসদেব ওঁ শব্দকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক প্রণব বলিয়াছেন (ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ... ৮ম, ১৩)। প্রাচীন উপনিষদেরও ঐ মত। এই শেষ লেখক তাহার সহিত তৎসৎও যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—ইহার প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মের রূপ, যাহার দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে!!!‡ এ লেখক যে কি ভাব প্রকাশ করেন, তাহা কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে সরলতা নাই, এই কারণে লেখকের দুরভিসন্ধির বিষয় মনে স্বত উদিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক বিরোধ নাই। তিনি কপিলদেবের সম্পূর্ণ মত অনুসৃত করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ঈশ্বরনিরপেক্ষে প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।৭
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ।১২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।৬ষ্ঠ ২
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।৫ম।৭
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ।৩য় ।১৭ কার্য্য-যজ্ঞ
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ।২৩

করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যে সৎ অসৎ উভয়ই, এ বিষয়ে তিনি ও ব্যাসদেব ঐকমত্য। কিন্তু শেষ লেখক ভিন্ন মতপোষক—ইহাঁর মতে ব্রহ্ম সৎই—অসৎ নহেন। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সগুণ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ জ্ঞানটি তাঁহার নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সৎ অসৎ দুই হইতে পারেন।

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকের রচনা আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া উভয় লেখকের নাম প্রকাশ করিতেছি। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

এই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই ব্রহ্মসূত্রে হেতুর সহিত সুনিশ্চিত হইয়াছে। পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণের রচনা। বাদরায়ণ ব্যাসদেবের অপর নাম, ইহাও তাঁহারা জানেন। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের খণ্ডন আছে এবং জড় প্রকৃতি যে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে "ঈক্ষতের্নাশব্দং" প্রকৃতির সৃজন ব্যাপার অবৈদিক বলিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কপিলের মত অবৈদিক বলিয়া তিরস্কৃত ও মনুর মত বৈদিক বলিয়া বহুমত করা হইয়াছে। যথা—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।" ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান্ কপিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত আদিবিদ্বান্ ও সিদ্ধ পুরুষ হইলেও* তাঁহার অবৈদিক কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বেদমূলক মনুস্মৃতির নিরাকরণ করিতে হয়। তার পর শঙ্কর নারায়ণের জগৎসৃষ্টির কথা মহাভারতের একটি শ্লোক হইতে দিয়াছেন। এই শ্লোকটি মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০১ অধ্যায়ের ১১৪ তম শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং এই নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবান্ কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, সগরের পুত্রগণের দগ্ধকারী কপিল ও সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল ভিন্ন; কারণ, উহা সাধারণ বৈদিক নাম। ইহাও ভাষ্যকারের ভ্রম। যেহেতু রামায়ণ আদিপর্ব্ব ৪০ অধ্যায়ে কপিলকে নারায়ণের অবতারই বলা হইয়াছে এবং ইহা "শ্রুতিসামান্য নাম"ও নহে—ইহা সাংখ্যপ্রবক্তা কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে।†

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" বলিয়া যোগদর্শনেরও

---

* যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥—শ্বেত, ৫।২

† যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।

খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, উহাতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নাম ও কথা আছে। এইরূপ ঈর্ষাপর ভাব সত্ত্বে ব্রহ্মসূত্র নামের গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হওয়া একটু সন্দেহ-জনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দ্বিতীয় লেখক উহা লিখিলে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রলাপী বলিতে হয়—তাঁহার রচনায় সেরূপ ভাবের কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং এই শ্লোকটি যে উহাতে দুরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ থাকিতেছে না।

গীতার তৃতীয় লেখক ১৮শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে "সাংখ্যকৃতান্ত" নামক তাঁহার কোন গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। যথা,—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মনাম্॥

সকল কর্ম্মের সিদ্ধিকল্পে পাঁচটি কারণের আবশ্যকতা হয়, ইহা আমি সাংখ্যকৃতান্ত গ্রন্থে বলিয়াছি। সেই পাঁচটি কারণ এই ;—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। সাংখ্য অর্থে

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ। মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্। তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ॥৩

রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪০।

বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠ অন্যরূপ হইলেও উভয়ের ভাবের বিভিন্নতা নাই। যথা,—

বিভর্ত্তি যো জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে। তেনাখ্যো বাসুদেবেন কপিলেনাপবাহিতঃ।
পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোঽয়ং দৃষ্টস্তেনেতি মে মতিঃ। সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশোঽমিততেজসাম্॥

এ স্থলে মাধব বাসুদেব অর্থে বিষ্ণুনারায়ণ, তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং—শঙ্কর উদ্ধৃত বচন—এতন্ময়োক্তং নরদেবতত্ত্বম্। মহা, শান্তি, ৩০১ অঃ।
ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যের প্রশংসায় অনেক কথা বলেন, তাহার কতকগুলি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার মতের সার এই যে, সাংখ্যই অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি।

সাংখ্যা বা যন্মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ ১০০
অত্র তে সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। ১০১
অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ॥ ১০৬
জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহৎসু রাজন্, বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥ ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং, যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানং হি লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্। ১০৯
সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং, মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা, নারায়ণো ধারয়তেঽপ্রমেয়ম্। ১১৪
এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥ ১১৫

সম্যক্ জ্ঞান। কৃতান্ত অর্থে সিদ্ধান্ত বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা প্রমাণারূঢ় হইয়া নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং কৃতান্ত শব্দ সাংখ্যের বিশেষণ হইতেছে। সম্যক্ জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হয় না; কারণ, উহাই চরম সীমা। সুতরাং এই সাংখ্যকৃতান্ত দ্বারা কপিলপ্রচারিত সকলজনবিদিত সাংখ্যশাস্ত্র বুঝাইতেছে না—ইহা যে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ, তাহা বোধ হইতেছে। অপিচ সাংখ্যকারিকার কোন স্থলেই উপরিউক্ত পঞ্চ কারণের কথা নাই, তবে ব্রহ্মসূত্রে এগুলির কথা আছে। সুতরাং সাংখ্যকৃতান্ত অর্থে যে ব্রহ্মসূত্র, তাহা জানা যাইতেছে। পাছে কেহ অভিসন্ধি শীঘ্র ধরিয়া ফেলে, এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের নাম অন্য লেখকের রচনার মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। সুতরাং স্থির হইল, গীতার তৃতীয় লেখকের নাম বাদরায়ণ। অতএব ইনি যে মহাকূটকারী, তাহা প্রকাশিত হইতেছে—ইনি আপনাকে ব্যাসদেব বলিয়া প্রচারিত করিয়া তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কলঙ্কিত ও প্রাতঃস্মরণীয় ঋষির নামে কালিমা লেপিত করিয়াছেন। সুখের বিষয়, ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের পবিত্র গ্রন্থের ভাবের কোন ব্যত্যয় করিতে পারেন নাই। তাহার দুইটি কারণ আছে;—প্রথম গীতা উপনিষদ্গ্রন্থ; ইহা রচনার মাধুরীতে ও বিষয়ের ক্রমিক সন্নিবেশে সকল প্রাচীন উপনিষদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, ঋষিগণ ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যপরম্পরায় অবিকৃতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিপর্য্যয় করা দুঃসাহসিকের কার্য্য। দ্বিতীয় ইহা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ; তাহার অঙ্গহানি করিতে মহাপাষণ্ডেরও মনে আশঙ্কা হয়, অপিচ ইহাতে কোন গ্রন্থের নামও নাই।

দ্বিতীয় লেখকের রচনায় গ্রন্থের নামের আভাস আছে। তাই বাদরায়ণ তাহাতে ব্রহ্মসূত্র নামের গোঁজামিলন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, আমি (ঈশ্বর) সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। আমা হইতে লোকে স্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা লাভ করে। সকল বেদেরই আমি জ্ঞাতব্য বিষয়। আমি বেদজ্ঞ ও বেদান্তকার। যথা,—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

এই সহজ অর্থ ভগবান্ ব্যাসদেব ও নারায়ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু লেখকের সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা আছে; যেমন ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ। ইহা যে ব্রহ্ম, আত্মা বা শরীরের ষট্চক্রমূলক বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন মুনিগণের মধ্যে এই জটিল অর্থবোধক কথাগুলি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সূর্য্যের প্রসাদে শুক্লযজুর্ব্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, ইহা মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৩১৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এগুলিতেও অনেক নূতন কথা আছে। বৃহদারণ্যকের অনেক ভাবের সহিত গীতার দ্বিতীয়

স্তরের রচনায় মিল দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়, দ্বিতীয় স্তরের লেখক এই যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা স্বীকার করিলে শ্লোকদ্বয় সকল সমস্যার পূরণ হইয়া যায়। বেদান্ত অর্থে উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ লেখেন। তিনি বেদবিৎও বটে; কারণ, তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদ রচনা করেন। তিনি স্মৃতিকারও বটে; কারণ, তন্নামযুক্ত স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র মিথিলা ও উত্তর-পশ্চিমে আজও ধর্ম্মনিয়ামকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইনি উদ্ধতপ্রকৃতির মুনি ছিলেন—স্বীয় মাতুল বৈশম্পায়নপ্রমুখ চারি ব্যাস-শিষ্যকে জনক-সভায় অপমানিত করেন এবং যজ্ঞের অর্দ্ধ দক্ষিণা স্ববলে আহরণ করেন। তাহাতেই তাঁহারা জনককে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ভাব তাঁহার সকল রচনায় অল্পবিস্তর সংক্রামিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের শতপথব্রাহ্মণের একটি বচনদ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার সমসময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়কালে বাসন্তিক বিষুবান সংঘটিত হইত; সুতরাং গণনার দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ২৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রাদুর্ভূত হন।*

নাগার্জ্জুন নামে অনেক বৌদ্ধ নৃপতির কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রুত হওয়া যায়। ইনি হীনযানসম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের নেতা ও মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইনি ঋষি-প্রণীত সুশ্রুত-সংহিতার প্রতিসংস্কার করেন। চরক-সংহিতাতেও ইঁহার কোন পারিষদের হস্ত-কৌশল আছে। এইরূপে তাঁহার সমসময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অল্পবিস্তর প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। মহাভারতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন ঐতিহাসিক বলেন, নাগার্জ্জুন বুদ্ধনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন, বুদ্ধনির্ব্বাণের ৪০০ কি ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দপূর্ব্বের ৫৪১ বৎসরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে এক গণনায় নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৩৯০ বৎসরে ও দ্বিতীয় গণনামতে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪১ কি ৯১ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন। যাহা হউক, তাঁহার সময় হইতে ধর্ম্মগ্রন্থে প্রক্ষেপ ও নব নব বিধর্ম্মিগণ আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতৃরূপে উদ্ভূত হইতে লাগিলেন। ইঁহার ফলেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। ব্যাস নামে অনেক লেখক পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইনি ভগবান্ ব্যাসদেব। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। ইনি সম্ভবতঃ বাদরায়ণ-ব্যাস হইতে পারেন। ভট্টোৎপল-

* একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি। অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠা যৎ কৃত্তিকাঃ। তদ্ভূমানমেব এতদুপৈতি তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত। এতাহ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বাণিহ বৈ অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে। তৎপ্রাচ্যামস্য এতদ্দিগুহিতৌ ভবতঃ তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত।—অন্য নক্ষত্রগুলিতে এক, দুই, তিন, চারি নক্ষত্র আছে, কিন্তু কৃত্তিকার অনেকগুলি নক্ষত্র আছে। অতএব কৃত্তিকাতেই অগ্নির আধান করিবে, যেহেতু উহাতে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কখন পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয় না, অন্য নক্ষত্রগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয়। সুতরাং কৃত্তিকাতেই অগ্নি আধান করিবে, কারণ, যজমানের ইহাতে দুইটী দিক্ মঙ্গল হয়। এ বচনটী স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রথম প্রচার করেন।

বৃহজ্জাতক টীকায় জনৈক ফলিতজ্যোতিষকার বাদরায়ণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারত তীর্থপর্ব্বাধ্যায়ে পারিযাত্র পর্ব্বতের নিকট সরস্বতীতীরে বদরী আশ্রম বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানের অধিবাসিগণ আপনাকে বাদরী ও বাদরায়ণ বলিতেন। ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের হিমালয়স্থ প্রখ্যাতনামা বদরিকাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ *বিভিন্ন স্থান। স্ক্রুতে পারিযাত্রের যেরূপ প্রশংসা আছে*, তাহাতে সম্ভবতঃ উহাই নাগার্জ্জুনের *নিবাস ও রাজধানী ছিল।* এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বাদরায়ণ নাগার্জ্জুনকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া নানারূপ বিভূতিতে সংস্কৃত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন !!!

মহাভারতের বিশেষ বিশেষ স্থলের সময় নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু জ্যোতিষের মাস, তিথি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি এবং হিন্দু জ্যোতিষের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমার বক্তব্যটি সরল ও সহজবোধ্য হইবে। মাস অর্থে লোকে ৩০ দিন পরিমিত সময় বুঝিয়া থাকে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ চন্দ্রদেবের ৩০টি তিথি অথবা চন্দ্রের পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর কাল। জগতে দুই কালপরিমাপক জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান—প্রথম সূর্য্যদেব, দ্বিতীয় চন্দ্রদেব। ভাবুক মাত্রেই ইহাদের নিয়মিত গতি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের সাহায্যে অনন্ত কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্বকার্য্যে আনিবার চেষ্টা করেন। আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বড় ভাবুক ছিলেন—তাঁহারা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ঈশ্বর ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবের সহায়তায় কাল পরিমাপ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র দ্বারা ক্ষুদ্র সময়—তিথি, দিন ও মাস পরিমিত হইত এবং সূর্য্য দ্বারা ঋতু, অয়ন, বিষুব, বৎসর আদি বৃহৎ কাল নিরূপিত হইত। রাত্রে গগনপট নিরীক্ষণ করিলে অনেক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলির মধ্যে চন্দ্রদেব যে-গুলিতে প্রতি রাত্রে বিরাজিত দৃষ্ট হইতেন, তাহারাই আমাদের ঋষিগণের নক্ষত্রচক্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ভূয়োভূয়ঃ গগন দর্শন করিয়া ঋষিগণ অবগত হইয়াছিলেন যে, চন্দ্রদেবের কোন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে উদিত হইয়া পুনঃ তাহাতেই উদিত হইতে প্রায় ২৮ দিন লাগিত অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় ২৮টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে চন্দ্রদেব প্রায় ২৭৷৷০ দিনে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এই কারণে আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রচক্রে আটাশটি নক্ষত্রের নাম লিখিত আছে।*

কেবল চন্দ্রের নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে অবস্থিতির দ্বারা কাল পরিমাপের সূক্ষ্মরূপে সহায়তা হইবে না, এই কারণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইল। মা ও মাস দুই

* চিত্রাণি সাবাং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনেজবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্য্যামি নাকং॥ অথর্ব্ববেদ, ১৯ অধ্যায়।

শব্দেরই অর্থ চন্দ্র, সুতরাং তিনি যখন গগনে অদৃশ্য থাকিতেন, সেই সময়ের নাম অমা প্রদত্ত হইল। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া গগনে উদিত হইতেন, তখন তাহাকে লোকে পূর্ণিমা বা পূর্ণমাস বলিত। সুতরাং মাস অর্থে যে পূর্ব্বকালে পূর্ণিমা তিথিটি বুঝাইত, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে চান্দ্র মাস অর্থে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর পর্য্যন্ত কাল বুঝাইত। কারণ, আমাবস্যাকে অর্দ্ধমাসও বলা হইয়া থাকে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়ে প্রায় ৩০ সৌর দিন হয়, তাই চন্দ্রদেবের ৩০ দিন ব্যাপী সময় কালক্রমে মাস অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। ঋষিগণ দেখিলেন যে, চন্দ্র সংক্রমণের প্রায় দুই তিন নক্ষত্র পরে পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এইরূপে তাঁহারা চন্দ্রের দ্বাদশ মাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রের দ্বাদশ মাসের সহিত সৌর দ্বাদশ মাসের ঐক্য হইত না—চান্দ্র মাস প্রায় দ্বাদশ দিবস ন্যূন হইত। এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর মাসের পরস্পরে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বৎসরান্তে দ্বাদশ দিবস সংযুক্ত করিয়া দিতেন। এই দ্বাদশ দিবসকে পুণ্যাহ বলা হইত, যেহেতু এই সময়ে একাষ্টকা নামে যজ্ঞাঙ্গ পড়িত, ইহা সম্বৎসরের পত্নী বলিয়া পূজিত হইত। এই সময়েই পর বৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ ও সোম ক্রয় করা হইত।*

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর উভয় মাসই ব্যবহৃত করিতেন। পিতৃযজ্ঞ চান্দ্র মাস অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং দেবযজ্ঞ সৌর মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আবার যাহাতে ঋতুটি স্পষ্ট হয় এবং নক্ষত্রও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তজ্জন্য পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ব্যবহারও সৌর মাসের সহিত করা হইত। যেমন ফল্গুনীপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর, চিত্রাপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর। কারণ, ইহা সম্বৎসরের মুখ বা আদি।† তাঁহাদের প্রাচীন মাসের নাম ঋতুর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে একটা বিতর্ক হয় যে, ঋষিগণ পুরাকালে চান্দ্র মাস ব্যবহার করিতেন কি না।‡ কারণ, যে যে স্থলে তাঁহারা পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে চান্দ্র মাস না বুঝাইয়া নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার orion গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় সংহিতাদির রচনা-সময়ে বসন্তকালে মধু মাসের প্রারম্ভ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। তাহার পূর্ব্বেও যে সেই প্রথা বলবতী ছিল, তাহা দীক্ষাগ্রহণরূপ উপরি উদ্ধৃত বচন দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ জানা যাইতেছে যে, মুনি-ঋষিগণের প্রাচীন মাস কৃষ্ণ-প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনার সময় পর্য্যন্ত এই প্রথাই অব্যাহত থাকে। তার পর পরাশরের ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ

---

* সংবৎসরায় দীক্ষিষ্যমাণা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্ এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নীবদেকাষ্টকা ...তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখরা এতৎ সম্বৎসরস্য যৎ ফল্গুনীপূর্ণমাস চিত্রাপূর্ণ-মাস ... ... তৈত্তিরীয় সংহিতা।

‡ মধু মাধব চৈত্র বৈশাখ, শুচি শুক্র জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, নভঃ নভস্য শ্রাবণ ভাদ্র, ইষ উর্জ্জ আশ্বিন কার্ত্তিক, সহ সহস্য অগ্রহায়ণ পৌষ, তপ তপস্য মাঘ ফাল্গুন।

রচনাসময়ে ঋতুর সহিত তিথির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে চান্দ্র মাসটি অমাবস্যান্ত করিতে হয়। ইহা অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, ভারতে এখন সায়ন গণনা নাই—নিরয়ন গণনাই বরাহের সময় হইতে প্রচলিত।

যদি পূর্ণিমান্ত ভাবই মাসের প্রাচীন স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে চান্দ্র ও সৌর মাসের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদে আটাশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনার সময়ে ইহা ন্যূন করিয়া সপ্তবিংশ করা হয়। অর্থাৎ অভিজিৎকে নক্ষত্রমধ্য হইতে নিষ্কাষিত করা হয়। ইহার দ্বারা নক্ষত্রচক্রকে সমান ২৭ অংশে বিভক্ত করিবার সুবিধাও হইয়াছিল। এই সময় নক্ষত্রগুলি হইতে মাসের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হয় এবং উহা চান্দ্র সৌর উভয় মাসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন সৌর মাসের ও ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এইরূপ গণনার প্রচলন হইয়াছিল। ইহাতেই মধু মাধবাদি প্রাচীন মাস চৈত্র বৈশাখাদি নূতন মাসের বোধকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। সুতরাং বেশ বোধ হইতেছে যে, ঋষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং ঋতুর সহিত ঐক্য রাখিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ করিবার একটি সুবিধা এই হইয়াছিল যে, পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সূর্য্যের ঋতু সম্বন্ধীয় অবস্থানও অবগত হওয়া যাইত। যথা—ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে চন্দ্র যে তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাহার ১৮০ অংশ অন্তরে সূর্য্য অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য্য রাশিচক্রের ৩২০ অংশে অথবা শতভিষা নক্ষত্রের অন্তে অবস্থিতি করিলে তৎকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। ইহাতে ৯০ অংশ যোগ করিলে সূর্য্যের বাসন্তিক অবস্থিতিও অবগত হওয়া যাইবে। সুতরাং এক চন্দ্রের ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ দ্বারা ঋতুর সকল অবস্থিতি নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। উক্ত সময়ে সূর্য্যদেবের বাসন্তিক বিষুবান যে ৫০ অংশ বা রোহিণী নক্ষত্রে হইত, তাহা স্থূলভাবে জানা যাইতেছে এবং দক্ষিণায়ন যে ফল্গুনী নক্ষত্রেই হইত, তাহাও অবগত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে মঘা ও চিত্রা পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে সূর্য্যদেবের মঘা ও চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাঁহার উত্তরায়ণ ক্রমান্বয়ে ধনিষ্ঠার শেষে ও রেবতীর শেষে হইবে, ইহাও বুঝা যাইতেছে এবং বাসন্তিক বিষুবান ক্রমান্বয়ে কৃত্তিকার শেষে ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৲, সদস্য পক্ষে—২৷০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তিনটী আবশ্যকীয় কথা।

প্রথম।—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধে অতুলনীয়। একবার "কেশরঞ্জন" মাখিয়া স্নান করিলে বোধ হইবে, মাথায় কে যেন পারিজাতের সুবাস সিক্ত করিয়া, সুগন্ধি-সম্ভারে দিক্ সমূহকে আকুল করিতেছে! প্রত্যহ ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্য্যক্ষম হয়, মাথাঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি যেন মন্ত্রবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়।—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও সুগন্ধির জন্য, কেশবর্দ্ধক শক্তির জন্য, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্য আর দ্বিতীয় উপকরণ নাই। এই জন্য বঙ্গীয়-মহিলাকুল "কেশরঞ্জনকে" স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় যুবতীগণ, কোনও সমাজে নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে,—বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম হইলে "কেশরঞ্জন" না মাখিলে তৃপ্ত হন না।

তৃতীয়।—যাঁহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র, যাঁহারা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার—তাঁহারা বিনা বিচারে "কেশরঞ্জনের" পক্ষপাতী। কেন না—তাঁহারা ক্রমাগত পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা পরিপুষ্ট করিতে—গভীর মস্তিষ্ক চালনা-ক্ষেত্রে মস্তিষ্ককে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে আমাদের "কেশরঞ্জন" অদ্বিতীয়;

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা। ডজন ৯৲ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশ্বগন্ধার অশেষ গুণ।

অশ্বগন্ধার গুণ।—শাস্ত্রে অশ্বগন্ধার যেরূপ গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই সকল রোগে তদ্ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে যে অধিক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানা দিক্ দেখিয়া, আমরা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রভূত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। যাঁহাদের শরীর ধাতুগত পীড়ায় ক্ষীণ; যাঁহারা শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির হ্রস্বতা এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি পীড়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহারা আমাদের প্রস্তুত "অশ্বগন্ধারিষ্ট" হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রভূমি করিয়া রাখেন? আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফল প্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ সাত আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

“——অক্ষয় হউক——”

কবিবর দক্ষিণারঞ্জন-প্রণীত

বঙ্গগৌরব

কচি কথার
ভোরের
উৎসব
‘আমার
বই’
শিশুরাজ্যের
ঊষার কিরণ
৮ খানি সুন্দর ছবি সহ
।০

[প্রকাশিত হইতেছে]

“পৃথিবীর দেশ-বিদেশের কথা”
“ইতিহাসের গল্প”
‘রামায়ণ’

“বাঙ্গালীর
সম্মান ও সম্পদ”
“বাঙ্গালীর
শ্রেষ্ঠ উপহার”
(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)
দেশবিখ্যাত
অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ
রাজসংস্করণ ২৲, সুলভ বাঁধাই ১।০
ভি, পি, তে—২।০ ও ১৸০

কিশোর-পাঠ্য
সোণার
রাজ্য
‘সোণার
শৈশব’
অমৃতমাখা
নূতন বই
বিস্তর সুন্দর ছবি সহ
।।০

[প্রকাশিত হইতেছে]

“ইতিহাস-কথা”
“আর্য্য-বালক”
“সরল পুরাণ”
“সরল রাজস্থান”
‘ভারতবর্ষ’

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

—অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান—আমাদের স্পেশিয়াল এজেণ্ট্সের নিকট—

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আশুতোষ-লাইব্রেরী—৫০।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ষ্টুডেণ্টস্-লাইব্রেরী—৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
মেসার্স চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
দি প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী এণ্ড পাবলিসিং হাউস—১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এতদ্ভিন্ন—সমগ্র বাঙ্গালার অন্যান্য সকল পুস্তকালয়

অশ্বাঙ্গন

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১।৹ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্সার পেপোয়ন্"

যাঁহাদের পেপ্‌সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ।

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান

মূল্যে সুলভ,

গুণে, সৌরভে

ও

স্থায়িত্বে

অতুলনীয়

—•—

অটো কহিনুর ১ বাক্স (৩ খানা)			...	১॥•
বকুল	„	„	...	॥৵•
জেসমিন (যুঁই)	„	„	...	॥৵•
খস	„	„	...	॥৵•
গোলাপ	„	„	...	।৵•

ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম:—"কৌস্তুভ", কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"**Doctor Batliwalla Dadar.**"

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

১। **কবি হেমচন্দ্র** (সচিত্র)—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

২। **মহিলা-ব্রতকথা**—মহিলাগণের ব্রত-সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব পুস্তক। মূল্য সাধারণ পক্ষে ৶০, সদস্য পক্ষে ৶০।

৩। **প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা**—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় প্রণীত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ॥০, সদস্য পক্ষে ।০।

৪। **সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম** (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান সংগ্রহ, আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজি, ৭০৩ পৃষ্ঠায় ১ম খণ্ডের মূল্য ১৫৲, ২য় খণ্ড ১০৲, ৩য় খণ্ড ৫৲ টাকা।

৫। **ভাষাতত্ত্ব** (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। ভাষা-তত্ত্ববিষয়ক অনেক জটিল সমস্যা এই গ্রন্থে বিশেষ নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে।

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ।০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ॥৶০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৶০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৶০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	মহাভারতের সময়	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৬১
২।	ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	১৭৭
৩।	ক্রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৯৭
৪।	প্রসপেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	২১৯
৫।	তাপসী রওশন আরা	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২২৩
৬।	প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন	২২৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৩

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।
মফস্বলে ৩৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।** মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২॥, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২, ।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মহাভারতের সময়

(২৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আর্য্যগণ সকল বিষয়ে স্বীয় মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। অন্য দেশের কাল-পরিমাপ সূর্য্য চন্দ্রের একটিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হইত—তাই কোন স্থলে নিরবচ্ছিন্ন চান্দ্র বৎসরই প্রচলিত আছে, আর কোন স্থলে কেবল সৌর বৎসরই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সৌর বৎসর সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি সংক্রমণ দ্বারা গণিত হয়—এইরূপ গণনা প্রাচীন মিশর, বাবীলন ও রোমদেশে হইত এবং অধুনা ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। চন্দ্রের দ্বাদশ উদয়ে যে বৎসর, তাহাই চান্দ্র বৎসর—ইহা সম্ভবতঃ প্রাচীন ইহুদী জাতিগণ ব্যবহৃত করিত; অধুনা ইহা মুসলমান-জগতে প্রচলিত। চীনগণ আর্য্যগণের ন্যায় দুইরূপ গণনাই ব্যবহার করেন—তবে তাঁহাদের বৎসর সৌর। প্রাচীন আর্য্যগণের গণনা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের সহায়তায় সাধিত হইত। বাসন্তিক বিষুবানে সূর্য্যের নক্ষত্রাবস্থান দ্বারা তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ হইত এবং সেই নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থিতি ধরিয়া পঞ্জিকা গণিত হইত। এইরূপ বৎসরকে সৌর নাক্ষত্র বৎসর বলে (sidereal)। প্রাচীন সময়ে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসর প্রযুক্ত ঋতুর সহিত নক্ষত্রের ব্যত্যয় ঘটিলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু পঞ্জিকার শৈশববশতঃ নক্ষত্রের কোন সংশোধন করা হইত না। ইহার নিদর্শন বেদে আছে। যেমন অয়ন পরিবর্ত্তিত হইয়া মৃগাশিরা হইতে রোহিণী অভিমুখে সরিলে প্রাচীন ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার প্রতি কামভাবে ধাবন ব্যাপাররূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহিম্নস্তোত্রে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে।* এইরূপে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসরণ দ্বারা সূর্য্যদেব বিষুবৎ সময়ে রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিকায় উদিত হইতে লাগিলেন। ইহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে এবং স্পষ্টতরভাবে শতপথব্রাহ্মণে আছে। তারপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা সময় পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল এবং পঞ্চ বৎসর পরিমিত যুগের জ্যোতিষ্ক নির্দ্দেশ স্থিরীকৃত হইল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় ও দক্ষিণায়ন অশ্লেষায় আরম্ভের কথা লিখিত আছে। তখন ক্রমান্বয়ে মাঘ ও শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত হইত। আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যুগপঞ্চের প্রথম যুগের আরম্ভ মাঘ শুক্লপক্ষে ও শেষ পৌষ কৃষ্ণ-

---

* প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরম্
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥

পক্ষে সম্পন্ন হইত।* সূর্য্যদেবের বিষুবে অবস্থিতি কোন্ নক্ষত্রে হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যে তাহা কৃত্তিকার প্রথম পাদে ও ভরণীর শেষ পাদে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, নক্ষত্রের দেবতা উল্লেখকালে তাদিতে অগ্নির উল্লেখ হইয়াছে—অগ্নিই কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই দিন অগ্নিস্থাপন করিয়া সত্রের আরম্ভ হইত। তারপর বরাহের ও আর্য্যভট্টের সময় সূর্য্যদেবের মেষের আদি অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে বাসন্তিক বিষুবান আরম্ভ হইত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ যজ্ঞের সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নক্ষত্রের ঋতু সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক গণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

মাস ও ঋতু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য জানাইয়া এক্ষণে মহাভারত-লিখিত ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময় হইতে সেই অংশের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। ইহাতে ভীষ্মদেব দশ দিন যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধের পর উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় শরশয্যায় পড়িয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সেই অবসরে ধর্ম্ম ও মোক্ষতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লন—ইহাই মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন তাঁহার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শেষ দিবসে যুধিষ্ঠির গমন করিলে তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির, তুমি সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছ। ভগবান্ সূর্য্যদেবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অদ্য ৫৮ আটান্ন দিবস আমি শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অদ্য মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ অষ্টমী তিথি বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ মাসের তিন ভাগ শেষ হইয়াছে।† ঋতুর এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে মাঘ অমাবস্যায় তখন দক্ষিণায়ন শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাশিচক্রের ঐ প্রান্তসীমায় বিরাজিত ছিলেন। মঘা পূর্ণিমা উহার ১৫ দিবস পরে হইতেছে। নক্ষত্রচক্রে মঘার ব্যাপ্তিস্থান সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে ১৩৩ অংশ ২০ কলা, সুতরাং স্থূলতঃ জানা যাইতেছে যে, রাশিচক্রের (১৩৩°—২০´+

* প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সাপার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা।
মাঘশুক্লপ্রবৃত্তস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ।
যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

† দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্য যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহস্রাংশুঃ দিবাকরঃ।২৬
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রিং শয়ানস্যাদ্য মে গতা।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥২৭
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি।—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়।

১৮০°) ৩১৩°—২০´ কলায় উত্তরায়ণ সংঘটিত হইত। ইহা নিরংশ সময়ের প্রায় ৪৩°—২০´ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সময়। শকাব্দ ২০৬ বৎসরে ও খৃষ্টাব্দ ২৮৪ বৎসরে অয়নাংশ শূন্য ছিল অর্থাৎ তখন সকল ঋতুই বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট রাশির প্রারম্ভে হইত। ভীষ্মদেবের মৃত্যুর যে নির্দ্দেশ পাওয়া গেল, তখন হইতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতে হইতে নিরংশ সময়ে অয়নাংশ ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজি সূক্ষ্ম গণনামতে অয়নাংশ (precession of equinox) প্রতি বৎসর ৫০.১´´ বিকলা করিয়া পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৭১.৮৫ বৎসরে অয়নাংশ ১° অংশ অগ্রসর হয়। সুতরাং ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইতে অয়নের ৩১১৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা শকাব্দপূর্ব্ব ২৯০৭ বৎসর ও খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ২৮২৯ বৎসর। ইহা বর্ত্তমান কলির প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়।

জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহ-মিহির তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও মহাভারতস্থ এই ঋতুর নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া বৃহৎসংহিতায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়জ্ঞাপক আর্য্যাটি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।* তিনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তে অয়নগতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ ধরিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি লিখিয়াছেন, রাশির প্রারম্ভেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিত। আর্য্যভট্টও তাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ৪২১ শকাব্দকে নিরংশ সময় ধরা যাইতে পারে। বরাহ উপরিউক্ত ৪৩°—২০´কে ৪৪° অংশ ও ৬৬ বৎসর ৮ মাসকে ৬৮ বৎসর ধরিয়াছেন। এই দুইটী গুণ করিলে ২৯৪৮ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা হইতে ৪২১ বাদ দিলে শকপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসরই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়-কালস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পাছে শুদ্ধ কথায় ইহা কেহ গ্রহণ করে কি না, সেই জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থিতিরূপ গর্গ মুনির মতের সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গর্গ মুনি লিখিয়াছেন,—মুনিগণ কলির প্রারম্ভে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। পক্ষান্তরে কাশ্যপ মুনি বলেন,—সেই সময়ে তাঁহারা শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। এই সকল বিষয় ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতার টীকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।†

ভীষ্মদেবের মৃত্যুনির্দ্দেশক শ্লোকের শেষ চরণে "ত্রিভাগশেষ" পদটি দ্ব্যর্থ প্রকাশ করি-

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।—১৩শ অধ্যায়, ৩

† এই উভয় মুনিই ভ্রমশূন্য। তাঁহাদের উভয়ের মত গগন পর্য্যবেক্ষণের ফলের উপর স্থাপিত। গর্গ উদয় ধরিয়া এবং কাশ্যপ মুনিগণের অর্দ্ধরাত্র সময়ের অবস্থিতি ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। সুতরাং উভয়েরই মত সত্য। মুনিগণ বিচলিত হন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও মঘা শ্রবণা সম্বন্ধে প্রাচীন নির্দ্দেশের অনুরূপই অবস্থান করিতেছেন। গর্গ কাশ্যপ কাল পরিমাপের সুবিধার জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত শত বৎসর অবস্থিতি কল্পনা করিয়া যান। ইহার দ্বারা উভয়ের প্রাদুর্ভাব-কালও একরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলির ২৭০০ ও ৩১০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। Dr. Kern গর্গের সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৪৪ বৎসর লিখিয়াছেন।

তেছে।—(১) যে মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, (২) যে মাসের তিন ভাগ গত হইয়াছে। মহাভারতের তিন স্থলের বর্ণন অবলম্বন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে প্রথম অর্থটিকে ঠিক বলিতে হয়। আবার মহাভারতের অন্য এক স্থল, রামায়ণের ঋতুজ্ঞাপক স্থল, মনুসংহিতার উপাকর্ম্মবিধির স্থল এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্পষ্ট উক্তি ধরিয়া বিচার করিলে শেষ অর্থটিকে যথার্থ বলিতে হয়।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অজ্ঞাতবাস অবসানের পর দুর্য্যোধন বিরাটের গোধন হরণের কল্পনা করেন। কল্পনামাত্রেই সৈন্য সজ্জিত হইল। ভীম বিরাটপতির সহায়তা করিতে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু ত্রিগর্ত্তের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগরে কেবল বিরাটপুত্র উত্তর ছিলেন। তিনি স্ত্রীগণের নিকট বাহ্বাস্ফোট করিয়া সারথির অভাবে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিলেন, দ্রৌপদী রাজমহিষীকে বলিলে, বৃহন্নলা অর্জ্জুন তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া গোহরণ নিবারণকল্পে গমন করিলেন। নৃত্য-গীতকুশলা মুক্তবেণী বৃহন্নলা উত্তরকে শমীবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বৃক্ষস্থ শবাকারে লম্বিত শরাশনগুলি নামাইতে বলিলেন। তাহা কৃত হইলে, তিনি কৌরব-সেনার সম্মুখীন হইলেন। উত্তর বিশাল বাহিনী দেখিয়া ভয়ে পলায়নপর হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাঁহার অগ্রশিখায় ধারণ করিয়া রথের নিকট আনয়ন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৌরবমুখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ স্ত্রীবেশধারীকে অর্জ্জুন বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন কুটিলপ্রকৃতি দুর্য্যোধনের বড় আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন যে, পাণ্ডবগণের একজনও যখন অজ্ঞাত-কালের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সত্যপালনার্থ পুনঃ বনবাসে যাইতে হইবে। তখন ভীষ্মদেব কালচক্রের বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাপন করিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া বলিলেন,—যাঁহাদের নায়ক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহারা কখন অসত্য ব্যবহার করিতে পারেন না ও করিবেন না। সময়ের অতিরেক ও জ্যোতিষ্কের ব্যতিক্রম প্রযুক্ত প্রতি ৫ বৎসরে দুই মাসের আধিক্য হওয়ায় ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিনের আধিক্য হইয়াছে, সুতরাং ত্রয়োদশবর্ষীয় অজ্ঞাতবাস কাটিয়া গিয়া উক্ত সময় উপচিত হইতেছে।* এ স্থানের

এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ।২
তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তে ।৩
এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ।৪
সর্ব্বং যথাবৎ চরিতং যদ্‌যদেভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
এবমেতদ্ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ ।৫
সর্ব্বে চৈব মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
যেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ধর্ম্মেঽপরাধ্নুয়ুঃ ।৬—বিরাট, ৫২ অধ্যায়।

লিখন দৃষ্টে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, তাৎকালিক দৈনন্দিন গণনায় চান্দ্র মাস ব্যবহৃত হইত এবং পঞ্চ বর্ষান্তে দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া ঋতুর বা সৌর বৎসরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই পঞ্চবার্ষিক গণনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা মাসের সহিত তিথির যে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যাইতেছে না, কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, এই পঞ্চবর্ষপরিমিত যুগের প্রথম বৎসরে চন্দ্র, সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষে বাসব তিথি বা আমাবস্যায় ও বাসব নক্ষত্র* বা ধনিষ্ঠায় অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং তখন উত্তরায়ণ মাঘ শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হইত। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, বিরাটপর্ব্বীয় এই বচনটি অন্ততঃ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সমসময়ের রচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবার্থে পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা করিতে যখন হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন কৌমুদ মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরতের শেষ হইয়া হেমন্তের আরম্ভ হইয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে।† তিনি বিদুরের গৃহে থাকিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। উভয়ের নানাবিধ ধর্ম্মকথায় পুণ্যরাত্রি যাপন হইল। উক্ত রাত্রে চন্দ্রদেব শিবা নক্ষত্রে ছিলেন।‡ টীকাকার কৌমুদ অর্থে কার্ত্তিক মাস লিখিয়াছেন। শিবা শব্দের কোন অর্থ দেন নাই, তবে বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ তাহার অর্থ "আর্দ্রা" নক্ষত্র করিয়াছেন। তারপর ভগবান্ পাণ্ডবার্থে পঞ্চগ্রাম প্রাপ্তিবিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণকে সপ্তম দিবসে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন, যেহেতু সে দিবস অমাবস্যা পড়িবে—উহা শক্রদৈবত্য তিথি, সুতরাং উহা যুদ্ধের পক্ষে বড় প্রশস্ত কাল। তিনি হেমন্ত ঋতুরও বিশেষভাবে যুদ্ধের পক্ষে উপযোগিতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান্ কর্ণের প্রতি সামদানভেদ-নীতির পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার দুর্য্যোধন-প্রীতি ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে ভবিষ্যৎ দণ্ডপ্রয়োগের কথা বিবৃত করিয়া তাহার ভীষণতার চিত্র কর্ণের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেন§—যখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে ঐন্দ্র অস্ত্র ধারণ করিতে ও আমাদের উভয়কে অগ্নি-বায়ু তুল্য পরস্পরের সহায়রূপে দেখিবে এবং বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিবে,

---

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাৎ তদাদিযুগং মাঘঃ তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥

কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্ফীতশস্যসুখে কালে কল্যঃ সত্ত্ববতাং বরঃ ॥—উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৩ অঃ ৭।

শিবানক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী।—উদ্‌পর্ব্ব, ৯৪ অ, ১।

যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিং।
ঐন্দ্রমস্ত্রং বিকুর্ব্বাণমুভৌ চৈবাগ্নিমারুতৌ।৬
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষং বিস্ফূর্জ্জিতমিবাশনেঃ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।৭
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরং।
জপহোমসমাযুক্তং স্বাং রক্ষন্তং মহাচমূং।৮

তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এরূপ যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই সংঘটিত হয় নাই। যখন জপহোমপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় সেনার রক্ষা ও তেজোবান্ সূর্য্যের ন্যায় পরসেনাকে উত্তপ্ত করিতে দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এমন যুদ্ধ কোন কালেই ঘটে নাই। যখন ভীমসেনকে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে দেখিবে, তখনই যুদ্ধের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ—সকলের আক্রমণ একা অর্জ্জুন প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন, তখনই বুঝিবে যে, যুদ্ধ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, ঘন শস্ত্রবরিষণেও নকুল সহদেব বলশালী হস্তীর ন্যায় শত্রুসেনা বিক্ষোভিত করিতেছেন, তখনই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যাহা হউক, এ স্থান হইতে গিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপকে বল, ইহা হেমন্তকাল, বড় উত্তম মাস, পৃথিবী শস্য-ইন্ধনে পূর্ণা, বনফলে পূর্ণ, মক্ষিকার উপদ্রব নাই এবং জল শীতল, নির্ম্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে। অদ্য হইতে ৭ম দিবসে আমাবস্যা পড়িতেছে। সেই দিনে যুদ্ধ হইলে

আদিত্যমিব দুর্দ্ধর্ষং তপন্তং শত্রুবাহিনীং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং নচ ॥৯
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলং।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীত্বা নৃত্যন্তমাহবে ॥১০
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং প্রতিদ্বিরদঘাতিনং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১১
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সুযোধনঞ্চ রাজানং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথং ॥১২
যুদ্ধায়াপততস্তূর্ণং বারিতাঃ সব্যসাচিনা।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৩
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ।
বাহিনীং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ক্ষোভয়ন্তৌ গজাবিব ॥১৪
বিগাঢ়ে শস্ত্রসম্পাতে পরবীররথারুজৌ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৫
ব্রূয়াঃ কর্ণ ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ ॥১৬
সর্ব্বৌষধিবনস্ফীতফলবানল্পমক্ষিকঃ।
নিষ্পঙ্কো রসবৎ তোয়ো নাত্যুষ্ণশিশিরঃ সুখঃ ॥১৭
সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদামাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শক্রদেবতাং ॥১৮
তথা রাজ্ঞো বদেঃ সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্।
যদ্বো মনীষিতং তদ্বৈ সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহং ॥১৯
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
প্রাপ্য শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্স্যন্তি গতিমুত্তমাং ॥২০

ভাল হয়। কারণ, উহাকে ইন্দ্রদৈবত তিথি বলে—উহা যুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত। তারপর রাজগণকেও বল যে, তাঁহারা যাহা অভীপ্সিত করিয়াছেন, আমি তাহা সকলই সম্পাদন করিব। তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ভগবান্ যখন আমাবস্যায় যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন যে যুদ্ধ ঐ তিথিতে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ উহার সমর্থন ভীষ্মদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কথিত বচনেও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার ৫৮ দিবস শরতল্পে শয়নের কথা বলেন। ইহার সহিত তাঁহার দশ দিবস যুদ্ধের কথা যোগ করিলে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধারম্ভের ৬৮ দিবস পরে দেহত্যাগ করেন। ইহার আট দিবস বাদ দিলে দক্ষিণায়নের শেষ ও উত্তরায়ণের আদি পাওয়া যায়; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা ২ মাস পূর্ব্বে যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মাঘ আমাবস্যায় দক্ষিণায়নের শেষ হইয়াছিল, সুতরাং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যে যুদ্ধারম্ভ হইবে, তাহার ভুল নাই। অতএব ভগবানের কর্ণের প্রতি উক্তি সার্থক হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উক্তির সহিত ঋতুর অন্ত নির্দ্দেশের ঐক্য হয় কি না? যদি অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ হইল, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের ১৫ দিবসই শরতের শেষ ১৫ দিবস হয়, সুতরাং "কৌমুদে মাসি" অর্থে কার্ত্তিক মাস না বুঝাইয়া অগ্রহায়ণের পূর্ব্বাংশ বুঝাইবে। মৃগশিরায় অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ধরিলে তাহার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্যা মূলা নক্ষত্রে পড়িতেছে এবং চন্দ্রের হস্তা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে ভগবান্ কর্ণকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ইহার সহিত ভগবানের বিদুরের সহিত আর্দ্রা নক্ষত্রে রজনী যাপন এবং শরৎশেষে রেবতীর অবস্থিতির সামঞ্জস্য হইতেছে না। ইহা হইল পূর্ণিমান্ত মাসগণনার ফল। এখন আমাবস্যান্ত মাস গণনা ধরা যাক। ইহা স্বীকার করিলেও ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময়ের নির্দ্দেশ এবং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভরূপ দুইটি ঘটনার কোন ব্যত্যয় হয় না। তবে ঋতু যে ১৫ দিবস ব্যতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে লিখিত সময়ের অনুরূপ হয়। তখন পরাশর মুনির মতে ঋতুর অবস্থিতি নিম্নরূপ ছিল;—

ঋতু	আরম্ভ		শেষ		অয়ন
শিশির	ধনিষ্ঠার আদি	হইতে	রেবতীর অর্দ্ধ	পর্য্যন্ত	উত্তরায়ণ
বসন্ত	রেবতীর শেষার্দ্ধ	”	রোহিণীর শেষ	”	
গ্রীষ্ম	মৃগশিরার আদি	”	অশ্লেষার অর্দ্ধ	”	
বর্ষা	অশ্লেষার শেষার্দ্ধ	”	হস্তার শেষ	”	দক্ষিণায়ন
শরৎ	চিত্রার আদি	”	জ্যেষ্ঠার অর্দ্ধ	”	
হেমন্ত	জ্যেষ্ঠার শেষার্দ্ধ	”	শ্রবণার শেষ	”	

এ মতে শ্রবণা নক্ষত্রের অন্তিমে দক্ষিণায়ন শেষ হইতেছে; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা দুই মাস পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্তায় বিশাখা বা অনুরাধা নক্ষত্রের ভোগ হইতেছে ও যুদ্ধারম্ভ হইতেছে। সুতরাং কর্ণের সহিত ভগবানের কথোপকথন মঘা বা পূর্ব্বফল্গুনীর ভোগকালে পড়িতেছে। ইহার ৫।৬ দিবস পূর্ব্বে বিদুরের সহিত ভগবানের রাত্রিযাপন সময় আর্দ্রায় পড়িতেছে এবং ১১।১২ দিবস পূর্ব্বে রেবতীর ভোগকাল হইতেছে। সুতরাং এ গণনার দ্বারাও পরস্পরের সামঞ্জস্য হইতেছে না; যেন বোধ হইতেছে যে, ঋতু যখন ৫।৬ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে, তখন এই রচনার একটি রচিত হইয়া পরবর্ত্তী বর্ণনার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণা, ঋতুর আদি শিশির, অহোরাত্রির আদি দিবস, তার পর রাত্রি এবং মাসের আদি শুক্লপক্ষ।* এই রচনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, লেখকের সময় ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-সময় হইতে ঋতুর এক নক্ষত্র পূর্ব্বে অগ্রসরণ হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-কালেও পরাশরের সময় ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত। নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণের আরম্ভ হওয়া এবং শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণের প্রারম্ভে কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটির দ্বারা নক্ষত্রচক্রের সপ্তবিংশ সমান ভাগ করিয়া, তাহাই প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া, তাহার আদি ধরা হইয়াছে এবং অপরটির দ্বারা বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে বিভাগীয় ধনিষ্ঠার আদি ধরিতে হইবে এবং উত্তরায়ণ বা শিশিরের আদিতে শ্রবণা বলিলে তারত্রয়বিশিষ্ট উক্ত নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ধনিষ্ঠা গণনায় ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্র এবং শ্রবণা দ্বাবিংশতিতম। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে রাশিচক্রের (১৩°-২০´ × ২২) = ২৯৩ অংশ ২০ কলার পরবর্ত্তী স্থান বুঝিতে হইবে। আর বিভাগীয় শ্রবণার আদি বলিলে (১৩°-২০ + ২১) = ২৮০ অংশের পরবর্ত্তী স্থান বুঝাইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা রাশিচক্রের ২৮০ অংশে অবস্থিত।† আর ধনিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, উহার যোগতারা বিভাগীয় শ্রবণার তিন চতুর্থাংশে অবস্থিত।‡ অর্থাৎ রাশিচক্রের ২৯০ অংশে ধনিষ্ঠার যোগতারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রবণা নিজের অবস্থিতি হইতে ১৩ অংশ ২০ কলা এবং ধনিষ্ঠা ১৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রবণার ব্যাপ্তিস্থান ২৯৩°-২০´ পর্য্যন্ত এবং ধনিষ্ঠার ব্যাপ্তি-স্থান ৩০৬°-৪০´ পর্য্যন্ত।

---

* অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্ম্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

† বৈশ্বান্তে শ্রবণস্থিতিঃ। বৈশ্ব = উত্তরাষাঢ়া।

‡ ত্রিচতুঃপাদয়োঃ সন্ধৌ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণস্য তু।

পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, পশ্চাৎ গণনার দ্বারা দুই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায় না। কারণ, একটির ৫।৬ নক্ষত্র ও অন্যটির ৮ নক্ষত্রের অন্তর থাকিয়া যায়। এই দুই প্রভেদের মধ্যম ৭ নক্ষত্র হয়। এই সাত নক্ষত্র গমন করিতে চন্দ্রের ৭ দিবস লাগিতে পারে, আবার ৭ দিবসে সূর্য্যের গতি প্রায় ৭ অংশ হয়। ইহা ধনিষ্ঠার আদি ২৯৪ অংশ হইতে বাদ দিলে ২৮৭ অংশ হয়, অপিচ শ্রবণার ব্যাপ্তির মধ্যম লইলে ২৮৬°-৪০´ হয়। সুতরাং অশ্বমেধীয় ঋতুনির্দ্দেশটি নক্ষত্রের ঐ অংশ ধরিয়া যে নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার দ্বারা ভগবানের কৌমুদ মাসে শরতের শেষে রেবতীর ভোগকালে হস্তিনা গমনের সামঞ্জস্য হইতে পারে। পূর্ব্বতন রচয়িতৃগণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা নিজ সময়ের ঋতু ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বর্ণন করিতেন। পূর্ব্ব-ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইল কি না, সে দিকে তাঁহারা বড় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহা যে চাতুরী, তাহা বলিতে পারি না। ইহা সরল মুনি লেখকগণের প্রকৃত ঘটনার বর্ণন মাত্র। তাঁহারা ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহা স্বীয় সময়ের ঋতুর উপযোগী করিয়া প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের মার্কণ্ডেয়-সমস্যায়, রামায়ণের ঋতুবর্ণনে এবং মনুসংহিতার উপাকর্ম্ম ও পিতৃতর্পণ নির্দ্দেশে ইহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ধনিষ্ঠার আদি হইতে যখন অয়ন-গতি পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া ২৮৬°-৪০´ দাঁড়াইয়াছিল, তখন ঐ রচনা মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছিল। Asiatic Researches-এর জ্যোতিষী লেখক Davis সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন যে, ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণের সংঘটন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরে ঘটিতে পারে।* সুতরাং ঋতুর ৬°-৪০´ পূর্ব্বে সরিতে প্রায় ৫০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহা হইলে অশ্বমেধ পর্ব্বের ঐ অংশ এবং উদ্যোগ-

* কোলব্রুক ইহা খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১২৮০ বৎসর এবং বেণ্টলী উহাই ১১৮১ বৎসর স্থির করিয়াছেন। বেণ্টলী অনেক আবড়তাবড় বকিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কোলব্রুকের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন। এই বেণ্টলীর গণনাই যথার্থ বলিয়া থীবপ্রমুখ আধুনিক গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। বেদাঙ্গজ্যোতিষের নব্য ব্যাখ্যাতা বার্হস্পত্যও ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের গণনা যে লগধনামা কোন বাবীলনবাসীর রচনা, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ বিসদৃশ মতের যে কি তাৎপর্য্য, তাহা তিনিই ভাল জানেন। ইনি তিলকের Orion গ্রন্থের প্রতি শ্লেষও প্রয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার মতে বেদের তিলক-লিখিত প্রাচীনতা অসম্ভব। ইহা যে ঈর্ষা-প্রণোদিত ভাব, তাহার ভুল নাই। তর্কানুরোধে লগধকে না হয় বাবীলোনীয় বলিয়াই ধরিলাম। পরাশরও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ ঋতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডেও স্পষ্ট ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এগুলিকেও বাবীলোনীয় গণনা বলিতে হইবে? ভারত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহে—এগুলি ভারতের মনীষী মুনিগণের উপলব্ধ জ্ঞান। ঋণগ্রহণ করিলে ভারতের সত্যশীল ঋষিগণ তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর প্রশংসাসূচক গর্গের বচন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্দ্বিজঃ।"

ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যে চাণক্য মুনি ম্লেচ্ছগণের সত্যবাক্‌কে আপ্তবাক্ অনুরূপ প্রমাণ বলিয়াছেন।

পর্ব্বের উপরিউক্ত অংশ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৮৯০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হইয়া মূল গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয়-সমস্যাধ্যায়ে অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা বিবৃত হইয়াছে; অনেক উপদেশযুক্ত আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে; গীতার অনেক ভাব ভিন্নাকারে প্রকটিত হইয়াছে। আবার ভবিষ্যদ্বর্ণনে ভগবান্ কল্কির সম্ভল গ্রামে জন্মবিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবতা পূজনের সহিত এড়ূকা বা ভিত্তিস্থ অস্থি পূজার কথার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য দুই একটি তথ্যও রহিয়াছে। নক্ষত্রচক্র হইতে অভিজিৎ কেন যে পরিত্যক্ত হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্রচক্রের আদিতে রোহিণীর গণনা হইত এবং উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার অবস্থিতি ছিল—ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল।* তারপর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যেষ্ঠা রোহিণীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা হইয়া, জ্যেষ্ঠতা লাভ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার্থে বনে গমন করিলেন; তাই তিনি নক্ষত্র-পর্য্যায় হইতে বিচ্যুতা হন।† তারপর অগ্নিদৈবত স্কন্দমাতা সপ্ত নক্ষত্রযুক্তা কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের আদি স্থান অধিকার করিলেন।‡ এই কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতী ব্যতীত ষট্‌ঋষি-পত্নীকে অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার দ্বারা এই মাত্র সার বোঝা যায় যে, লেখক যে সময়ের বর্ণন করিতেছেন, তখন বাসন্তিক বিষুবান রোহিণী হইতে সরিয়া কৃত্তিকায় এবং উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় সংঘটিত হইত। অপিচ তখন নক্ষত্রচক্রের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অষ্টাবিংশ নক্ষত্র হইতে অভিজিৎটিকে বাদ দেওয়া হয়। কৃত্তিকার নক্ষত্রসংখ্যা সাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। কারণ, উহাতে ছয়টি নক্ষত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কার্ত্তিকেয়ের ষড়ানন, ষাণ্মাতুর নামের উহাতেই সার্থকতা আছে; তাহা হইলেই ষট্‌ঋষিপত্নীর তাঁহাকে পোষণরূপ বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে—কৃত্তিকার সপ্তশীর্ষ হইলে তাহা হয় না—সুতরাং সপ্ত স্থলে ষট্‌ক হওয়াই সম্ভব।§

সমস্যার প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরের কাম্যক-বনে অবস্থানের কথা বিবৃত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকাল আরম্ভ হইয়াছে এবং তথায় বাসকালে পাণ্ডবগণ শারদীয়া কার্ত্তিকী

---

* ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ।—২২৯অ—১০।

† অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা।
তত্র মূঢ়োঽস্মি ভদ্রন্তে নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্।—৮।৯ ঐ

‡ এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতা।
নক্ষত্রসপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্।—১১। ঐ

§ বাইবেলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বা Pleladesএ সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ দর্শনের ফল, না কোন জাতির গগনদর্শনের চর্ব্বণ, তাহা ঠিক জানি না। মার্কণ্ডেয় যদি কৃত্তিকাকে সপ্তনক্ষত্রযুক্তাই বলিয়া থাকেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহাকে ষট্‌নক্ষত্রযুক্তা বলিয়া গিয়াছেন এবং নক্ষত্রও স্বীয় অঙ্গে ঐ সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ণিমা-রজনীর উৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থলে পর্ব্বসন্ধি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।* ইহার অর্থ আমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই হইতে পারে; কিন্তু শ্লোকের পরচরণে "কার্ত্তিকী" শব্দের উল্লেখ থাকায় উহা পূর্ণিমাই ধরিতে হইবে। কারণ, কার্ত্তিকী বলিলে কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণমাসীই বুঝাইয়া থাকে। আবার সমস্যার শেষাশেষি উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার কথাও আছে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। পরাশর ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকার তাঁহাদের সমসময়ের ঋতুর স্বরূপ ঐরূপই বর্ণন করিয়াছেন। তবে উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ হইতেছে যে, তাঁহাদের দক্ষিণায়ন শেষে পৌষ আমাবস্যা পড়িত, আর মার্কণ্ডেয়ের গণনার দ্বারা তখন পৌষ-পূর্ণিমা পড়িতেছে। মনুসংহিতার লিখন-ভঙ্গী দ্বারাও বোধ হয় যে, তাহার বিধি প্রচলনসময়ে পৌষ-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন শেষ হইত।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোহর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৯৫
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেহহনি ॥—৯৬, ৪র্থ অধ্যায়।

যথাবিধি শ্রবণা-পূর্ণিমা বা ভাদ্রপদা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম করিয়া সাড়ে চারি মাস ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর পৌষ বা মাঘ শুক্লপক্ষ প্রাপ্তে বেদের উদ্‌যাপনবিধি অনুষ্ঠিত করিবেন। মেধাতিথি ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, সামবেদিগণ ভাদ্রপদা এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ শ্রবণা পূর্ণিমায় বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। ভাদ্রপদা ও শ্রবণা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম প্রাচীন প্রথা ছিল; তাহা সংহিতাকারের সময় অয়নের অগ্রসরণ প্রযুক্ত স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিধির বিধান করিতে হয়, নতুবা বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভেই বেদাধ্যয়নের নিয়ম প্রচলিত ছিল। আমাবস্যা যে অর্দ্ধমাস ও পূর্ণিমা যে মাসের শেষ, তাহাও চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে স্পষ্টীকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।† সুতরাং সংহিতাকারের সময় যে আষাঢ়ী বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, তাহা বোধ হইতেছে। রামায়ণের লিখিত ঋতুও তাহাই প্রকাশ করিতেছে।‡ অতএব দেখা গেল যে, মার্কণ্ডেয়, মনুসংহিতাকার ও রামায়ণের উক্ত অংশ-লেখক—ইঁহারা তিন জনেই পরাশর ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষকারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষী ছিলেন না—

---

* তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্ব্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতা মাসীৎ কার্ত্তিকী জনমেজয় ॥—১৮২অঃ—১৬।

† অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥

‡ মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ ৫৪
নিবৃত্তকর্ম্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ।
আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥—৫৫, কিষ্কি, ২৮ অধ্যায়।

সুতরাং ঋতুর ব্যতিক্রম অবগত ছিলেন না ; তাই প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়া পূর্ণিমান্ত মাসই ব্যবহৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিদগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাই আমাবস্যান্ত করিয়া যান। সুতরাং মার্কণ্ডেয়-সমস্যার এই অংশ যে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বোধ হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ কল্কির বর্ণনযুক্ত অংশটি যে ইহার পরে সংযুক্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, সে বৃত্তান্তে এড়ূকচিহ্নবহুলারূপে পৃথিবীর বর্ণন আছে। ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর সম্ভবতঃ এরূপ প্রথাটি প্রচলিত হয়। ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য, বৃহস্পতি ও তিষ্য নক্ষত্রের এক রাশিতে অবস্থিতিরূপ সত্যযুগ প্রবৃত্তির আভাসও আছে। অপিচ অনেক যুগক্ষয়লক্ষণের বর্ণনও আছে।* এগুলি বৌদ্ধ-যুগের রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, অস্থি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা তদবধি প্রচলিত হয়। অথবা ইহার দ্বারা পারসীক, যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণের করতলগত ভারতের অবস্থাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের শব প্রোথিত করিয়া তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতেন। এই বর্ণনগুলি প্রকৃত ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ, না সংঘটিত অতীত বিষয়ের আবৃত্তি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

শান্তিপর্ব্বে নারদ পঞ্চরাত্র নামক অধ্যাত্মতত্ব বিবৃত করিতেছেন। ইহাতে বাসুদেবকে পরমাত্মা, সংকর্ষণকে জীব, প্রদ্যুম্নকে মন ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ভাগবতগণের মত। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, পশুহনন না করিয়া অন্ন-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করা। ইহাঁদের মতপ্রচারকের নাম উপরিচর বসু--তিনি নারায়ণের ভক্ত। তাঁহার সভাসদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ঋষির নাম কথিত হইয়াছে। যথা—তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কপিল ও তৎপুত্র শালিহোত্র, কঠ, তিত্তিরি ও তৎকনিষ্ঠ বৈশম্পায়ন, কণ্ব প্রভৃতি। একদা দেবগণ ও ঋষিগণ অন্ন-পক্ষ ও পশুহনন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিবাদ মীমাংসার্থে রাজসমীপে গমন করেন। রাজা উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্য "ছাগেনাজেন যষ্টব্যং"

শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে। ১
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতাহিমারুণা।
শীতবৃদ্ধতরা যামা ত্রিযামা যাস্তি সাম্প্রতম্। ১২
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।—১৩ আরণ্য, ১৬ অধ্যায়।
এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা। ৩৭
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্। ৯০
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ। ৯৩
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনাস্ত্রায়ুধানি চ। ৯৪
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি।—৯৫, বনপর্ব্ব, ১৯০ অধ্যায়।

ছাগরূপী অজ দ্বারা যজ্ঞ করা বিধেয় বলিলেন।* ইহাতে ঋষিগণ সংশয়িত হইয়া আপনাদিগকে অপদস্থ মনে করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন; কিন্তু নারায়ণে অচলা ভক্তিপ্রযুক্ত তিনি শাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এ স্থলের লিখিত ঋষিগণ সম্ভবতঃ সমসাময়িক লোক ছিলেন। উহাতে অপর একজন কপিলমুনির নামও আছে। ইহাঁরই পুত্র সম্ভবতঃ অশ্বচিকিৎসার প্রচারক শালিহোত্র—সিদ্ধ কপিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তিনিই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রচারক। এই সময় হইতেই বোধ করি, ভাগবত মত প্রচারিত হয়। ইহাতে দশ অবতারের কথাও লিখিত হইয়াছে—তাহাতে হংস ও সাত্বত সংযোজিত ও বুদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। সাত্বত অর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ই বুঝাইতে পারে। এ স্থলে কল্কির কথাও লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয়, তিনি অতীত—না ভবিষ্যৎ অবতার। ইহাতে বেদ-সঙ্কলনকাল ত্রেতা যুগ দেওয়া হইয়াছে। তিষ্য আরম্ভে কলির প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কালযবনের মন্ত্রী জ্যোতিষী গার্গ্য ছিলেন। এই সকল বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা—মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে এ মতও খণ্ডিত হওয়ায় ইহার রচনা-কাল উহার রচনাকালের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বরাবর জানিতাম, ভগবান্ ব্যাসদেবই একমাত্র বেদবিভাগকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সারস্বতকুলপ্রসূত অপান্তরতমাও বেদের মন্ত্র, গান ও গদ্য অংশ সজ্জিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই কার্য্য করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিবিধান করেন। পরে তিষ্য বা কলিকাল প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যাসদেবই অপান্তরতমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এগুলি অতিপ্রাকৃত কথা; সুতরাং ইহাতে কূটকারীর হস্তকৌশল আছে, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ের পরেই ব্রহ্মের জীবজগতে অখণ্ডরূপে বিদ্যমানতাবিষয়ক ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মত কৌশল পূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। কপিলাদি মহর্ষিগণ সাংখ্য ও যোগে উপসর্গ ও অপবাদ অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ বা অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তির সহায়তায় শাস্ত্রের সত্য প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অনুগ্রহে প্রকাশ করিতেছি। এইরূপে লেখক বৈশম্পায়নের মুখে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি রুদ্র ও ব্রহ্মঘটিত। রুদ্র পিতা ব্রহ্মকে তাঁহার একযোনিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—তাহার তিনি উত্তর দিয়াছেন। ইহা আবর্জ্জনায় পূর্ণ, উহা মহাভারতের অন্যত্র বর্ণিত সাংখ্য-প্রশংসার সহিত মিশ খায় না। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শেষে লিখিত হইয়াছে, সাংখ্য ও যোগে যেরূপ সত্য বর্ণিত, ইহাও তাহাই অনুসরণ করিয়া কথিত। সাংখ্য যোগে

---

* অজ অর্থে বীজ, যাহার অঙ্কুরোদ্গমশক্তি রহিত হইয়াছে। ধান, যব বা গম তিন চার বৎসর থাকিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। ঋষিগণ অজ অর্থে তাই বুঝিয়াছিলেন—অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। অজের অর্থ বীজ, সুতরাং ছাগবধ করিও না।—শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২ অধ্যায়।

এরূপ বর্ণন নাই—ইহা স্তোক ও মিথ্যা কথা। এই রচনা যে ব্রহ্মসূত্রকারের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারই কথার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই—তিনি ও তাঁহার সহযোগী জৈমিনি যে কত প্রকারে সত্যের আবরণে মিথ্যা প্রচার করিয়া হিন্দুদের সাত্ত্বিক সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভে যুগকথনে লিখিত আছে যে, সত্য যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতার ৩০০০ ও দ্বাপরের ২০০০ বৎসর; কিন্তু তিষ্য বা কলির কোন পরিমাণ নিরূপিত নাই* এবং গীতায় লিখিত আছে যে, চারি জন মনু ও সপ্ত ঋষি† হইতে যাবতীয় প্রজার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তায় যুগ-পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। মনুসংহিতায় অধিক এই লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ৬ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। ইহাঁরই মন্বন্তর বর্ত্তমান কালে প্রবহমান। আর ঋষিগণ নারদ, ভৃগু ও প্রাচেতস যোগে দশ জন। এই দুই পুস্তকের যুগ-পরিমাণ ও মনু ঋষির সংখ্যায় অনৈক্য আছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতার উত্তম পরিমার্জ্জিত ভাষা এবং অনেক স্থলের বিকল্প বিধির লিখন দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, ইহা প্রাচীন স্মৃতিরই দ্বিতীয় সংস্করণ - ভৃগুপ্রোক্ত কথাও তাহাই দ্যোতিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মহাভারতীয় বিষয় রচনার পরভবিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মহাভারতে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, উপরিউক্ত বৎসরগুলি সেই সেই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু; সুতরাং ইহা বৈদিক "শত বৎসর মনুষ্য-পরমায়ু" মতের বিরোধী হয়। অতএব উহার অর্থ যুগপরিমাণ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তখন দ্বাপর যুগ প্রবহমান এবং তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ প্রযুক্ত চতুর্থ যুগের জল্পনা-কল্পনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে। ইহার ভাব অনেকটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ; সুতরাং এ অংশের রচনা-কালও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালের সমান ধরা যাইতে পারে।

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে সঙ্কুল-যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, উভয় সৈন্য সন্ধ্যার সময় রীতিমত বিশ্রাম করিলেন; কিন্তু নিশীথে ধূসর চন্দ্র উদিত হইলে পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে বোধ হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ততঃ ষষ্ঠী সপ্তমী হইয়াছে। এখন কর্ণের প্রতি ভগবানের বচন

* চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্দ্ধন। ৩
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম। ৫
তথা ত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু ভুবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতম্। ৬
ন প্রমাণস্থিতির্হ্যস্তি তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ।
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তে চ তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ।—৭ ভীষ্ম, ১০ অধ্যায়।

† মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমা প্রজাঃ।—গীতা, ১০ অধ্যায়, ৬।

দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দ্রোণের পঞ্চ দিবস যুদ্ধকালে শুক্লপক্ষ ছিল, সুতরাং সঙ্কুল-যুদ্ধের সময় অন্ততঃ শুক্লা চতুর্দ্দশী হওয়া উচিত ছিল—কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা সপ্তমী হইবে না। সুতরাং এ রচনাসময়ে অয়নের ৭ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হওয়ায় যে এইরূপ ঋতুর ও তিথির ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহার ভুল নাই। অতএব এ অংশটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ পর্ব্বের রচনা-কালের সমসাময়িক রচনা অথবা তাহার পরবর্ত্তী রচনাও হইতে পারে। উদারভাবে গণনা করিলে অশ্বমেধপর্ব্বীয় ঋতুর নির্দ্দেশের যে সময় আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে পারে, কিন্তু বেণ্টলীর ন্যায় অনুদার ভাবে গণনা করিলে সেই সময়ই ৫০০ বৎসর অর্ব্বাচীন হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ রচনার সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৫৯০ বৎসর হয়।

মহাভারতে তিনটি গীতার উল্লেখ আছে। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা; দ্বিতীয় সনৎকুমারকথিত উদ্যোগপর্ব্বস্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব; তৃতীয় অশ্বমেধপর্ব্বীয় অনুগীতা। ভগবানের গীতায় তিনটি স্তরের কথা বিস্তারিত ভাবে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই শেষ দুইটি গীতা অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের সূচীতে নাই, সুতরাং এইগুলি যে ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা ঠিক। এগুলির পর্ব্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে। সনৎকুমার-কথিত গীতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করিতেছেন। ইহাতে অনেক বেদবাহ্য কথার বর্ণন আছে। প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে—যমরাজ মৃত্যু নহেন। মৃত্যু ব্যাঘ্র নহে যে, উঁহাকে ভয় করিতে হইবে। ব্রহ্ম এক, সুতরাং বেদও এক হওয়া উচিত ছিল—তার পরেই অথর্ব্ববেদের প্রশংসা আছে। ব্রহ্মকে বেদে লাভ করা যায় না, তাঁহাকে মানসিক চিন্তার দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার শূন্য চিন্তা। সর্প মনুষ্যকে দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করে। ইহা নাগজাতির প্রতি ইঙ্গিত—ইহারা যে উপাংশু-হত্যায় সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। তপস্যার প্রভাবে সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হন এবং অপ্সরাগণ চিরযৌবনে ভূষিতা। ইহার দ্বারা বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত আছে। হীনোমনীষিগণই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, আর কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার দ্বারা হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং বোধ হয়, লেখকও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই গীতা কোন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক রচিত।

অনুগীতায় প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন নারায়ণের নিকট পুনঃ গীতার সত্য শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নারায়ণ পূর্ব্বের আংশিকরূপে তাঁহার মনস্কামনা চরিতার্থ করেন। ইহা যে পরবর্ত্তী রচনা, তাহা উহার গায়ে "অনু" শব্দ দ্বারা ছাপ দিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। সুতরাং অনুগীতার রচনাই ভগবদ্গীতার প্রাচীনতা প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেই ব্রহ্মকথিত নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণার অবস্থিতিরূপ ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাতেই তাৎকালিক অনেকগুলি ধর্ম্মমতের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের অখণ্ডভাবে জগতে বর্ত্তমানরূপ ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মতের এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্মমতেরও আভাস আছে। অপিচ এই সকল ধর্ম্মমত যে ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস ও পোষণ করিতেন, তাহাও লিখিত আছে। ইহাতে সকল ধর্ম্মের সার "অহিংসাকেই" নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কারণ, ইহাকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয় জ্ঞান ও

অনুবিধ ধর্ম্মলক্ষণ বলেন।* এই অংশকেই উপজীব্য স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বার্থপর ধর্ম্ম-দ্বেষিগণ সনাতন ধর্ম্মে আবর্জ্জনা অনুপ্রবেশিত করিতে সমর্থ হন। এই আবর্জ্জনার ফল ব্রহ্মসূত্র, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন, কৌষীতকী, ঐতরেয় প্রভৃতি তথাকথিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এইগুলি পরস্পরে তুলনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র ও ছান্দোগ্য উপ-নিষৎ বাদরায়ণের রচনা; মীমাংসা দর্শন ও কেন বা তলবকারোপনিষৎ জৈমিনির রচনা এবং অন্যগুলি তাঁহাদেরই সহযোগিগণেরই রচনা। কিন্তু উহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া করিলাম না। এ সবগুলিতে বেদবাহ্য বিজাতীয় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব তিন বেদের কথাই গীতায় লিখিয়াছেন;† সুতরাং তাঁহার সময় বেদত্রয়ই ভারতে প্রচলিত ছিল—এই কারণে "ত্রয়ী" শব্দদ্বারা সাম, ঋক্ ও যজুঃ—তিন বেদই বুঝাইত। অথর্ব্ববেদ পরে প্রচারিত হয়। ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের সময় অথর্ব্বাঙ্গিরসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার পরে অথর্ব্ববেদও ছন্দস বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ছন্দস্ হইতে পারসীদের "জেন্দাবস্তা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের উৎপত্তি—দুই শব্দের ধ্বনিগত সৌসাদৃশ্যই তাহা প্রকাশিত করিতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন ঋতুজ্ঞাপক মাসগুলিই প্রচলিত ছিল। তিনি শুক্র, শুচি, তপ ইত্যাদি বলিয়া তাহার কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে বিভূতিকথনে "মাসানাং মার্গশীর্ষোহং" মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ লিখিত আছে এবং তাহার পরেই "ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু লিখিত আছে। অন্য প্রমাণের সহিত এই বিষয়ও অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক Orion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক প্রাচীন বাসন্তিক বিষুব মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের সময় বিষুব রোহিণী নক্ষত্রের পূর্ব্বপাদে ঘটিত। কারণ, ইহার আভাস মার্কণ্ডেয়-সমস্যায় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারঘটিত অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার বর্ণন আছে। এগুলির সহিত রামায়ণের রচনার সাদৃশ্য আছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ ঐ অংশগুলির রচনার সময় এক।

এইবারে নিরংশ স্থানের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যে সময় অয়নাংশ শূন্য, তাহাকেই নিরংশ স্থান বলে। রাশিচক্রের দুই

---

* অহিংসা সর্ব্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্।
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নং বরিষ্ঠং ধর্ম্মলক্ষণম্॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।—অশ্ব, ৫০ অধ্যায়।

† বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারং ঋক্ সাম যজুরেব চ।
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ১৭
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।—২০, ৯ম অ°।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।—২১

বিষুবানই এই নিরংশ স্থানের আধার। সকল দেশের গণনা সায়ন গণিত-সাধিত, সুতরাং তাহাতে অয়নাংশের আবশ্যকতা নাই। আমাদের গণনা নক্ষত্র সম্বন্ধ-ঘটিত। সূর্য্যদেব প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে পরে এবং বিষুবানে পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়ায় নক্ষত্র ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং অয়ন পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে, এই কারণে নক্ষত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব অয়নের প্রভেদ ঘটিতেছে—এই প্রভেদের নামই অয়নাংশ বা precession of equinox। ইউরোপীয় মতে এই অয়নাংশ বৎসরে ৫০.১″ বিকলা, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৫৪ বিকলা। অর্থাৎ প্রথম মতে ৭১.৮৫ বৎসরে ১ অংশ ও শেষ মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ। অথবা ইউরোপীয় গণনায় ২৫৮৬৮ বৎসরে অয়নাংশ রাশিচক্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃপূর্ব্বনক্ষত্রে অবস্থিতি করে। আমাদের সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অয়নাংশ পরিধিবৎ ভ্রমণ করে না—উহা রাশিচক্রের দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে দোদুল্যমান হয়। ইহা গণিতমতে অশুদ্ধ, কারণ, ভাস্করাচার্য্যও বাসনাভাষ্যে ইহার প্রতি নম্র কটাক্ষ করিয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী, বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ আধুনিক গণিতজ্ঞগণও ইহা অশুদ্ধ বলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ থাকিলেও আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার উল্লেখ না করায় ভাস্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহা কি করিয়া আসিল? প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদের মধ্যে বরাহমিহির যেমন জ্যোতিষের সকল জ্ঞাতব্যগুলি কালের দুর্দ্দমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া একত্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য অকথিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এমন কেহ করেন নাই। তাই তিনি অয়নাংশের কথাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় রোমক, পৌলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদগণের অয়নগতি সম্বন্ধে কতক জ্ঞান ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীসীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে প্রথমে হিপার্কস অয়নের বিচলন প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বপঞ্জিকার ঋতু নির্দ্দেশ ও তাঁহার নিজ সময়ের ঋতু নির্দ্দেশের প্রভেদ দেখিয়া ইহা ৭৫ বৎসরে ১ অংশ স্থির করেন। টলেমী তাঁহার গগন পর্য্যবেক্ষণ আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, উহা ১০০ বৎসরে ১ অংশ স্থির করিয়া যান। হিপার্কস্ (Hipparous) খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৫ বৎসরে গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারেন যে, শারদীয় বিষুবানের সময় Spica বা চিত্রা নক্ষত্র রাশিচক্রের ১৮৬ অংশে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্র বিষুবানের ৬ অংশ পশ্চিমে উদিত হইত। সার বিলিয়ম হার্শেল তাঁহার বৃহৎ দূরবীক্ষণের সহায়তায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারীতে ঐ নক্ষত্রের বিষুবান হইতে ২০° অংশ ২১′ কলা পূর্ব্বে অগ্রসরণ স্থির করেন। অর্থাৎ ১৮৯৫ বৎসরে অয়নাংশ যে ২৬°-২১′ পূর্ব্বে অগ্রসর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। ইহারই অনুপাত ধরিয়া ইউরোপীয় অয়নগতি প্রতি বৎসরে ৫০.১″ বিকলা স্থির করা হয়। এ গণনাটি সূক্ষ্ম, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং রাশিচক্রের ১৮০ অংশে বিষুবান হইলে চিত্রার অবস্থিতিও ঐ স্থলে হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে চিত্রার ধ্রুবকও তাই। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, হিপার্কসের

(৭১.৮৫ × ৬) ৪৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৬ খৃঃ অয়ন নিরংশ ছিল। ইহা ২০৮ শকাব্দ হয়। বরাহ তাঁহার অয়নগতির ভাব মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্যা-লিখিত যুগপরিমাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়। চারি যুগের সমষ্টি ১২০০০ বৎসর হয় এবং আটটি যুগের সমষ্টি ২৪০০০ বৎসর হয়। এই সময়ের মধ্যে আটটি যুগ ব্যত্যয়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ, যেমন ক্ষুদ্র বৎসরের দুইটি বিষুবানে ক্রান্তির অংশ থাকে না, তদ্বৎ এই বৃহৎ যুগবৎসরের দুই বিষুবান বা মধ্যস্থলে কোন অংশ না থাকিবার কথা। এক বিষুবানে যদি সত্যযুগের আদি থাকে, তাহা হইলে অপর বিষুবানে কলির শেষ হইবে এবং পুনঃ ঐ বিষুবানে কলির আরম্ভ হইয়া অন্য বিষুবানে সত্যের শেষ হইবে। এইরূপে কালচক্র রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিতেছে। ইহাই হইল সত্য ও সাম্ভব (rational) গণনা। সুতরাং এই মতে জানা যাইতেছে যে, অয়ন ২৪০০০ বৎসরে একবার রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিয়া আসে। অথবা উহা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে—ইহাই সূর্য্যসিদ্ধান্তলিখিত গণিত দ্বারাও জানা যায়। বরাহ সূর্য্যসিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের বর্ণনেই মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই অন্য জ্যোতিষীর সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য অয়নচক্রের দোদুল্যমান গতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ণচক্র হয় না—চক্রের ১০৮ অংশ মাত্র হয়। তিনি তাঁহার গ্রন্থ সূর্য্যকথিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা চাতুরী হইলেও এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতিষ-গ্রন্থ ভারতে নাই।

যুগের পরিধিবৎ ভ্রমণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৪২১ শকে কলিকালের শেষ ও আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমান কলির আরম্ভই উহার ত্রেতার শেষ ও দ্বাপরের আদি। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যুদ্ধকালে দ্বাপর প্রবহমান থাকিলেও তাহার সংক্ষেপ করিয়া তিষ্য কাল প্রচলনের জল্পনা-কল্পনা মুনিসমাজে হইতেছিল। ঐ সময়েই বর্ত্তমান কলি নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে Davis সাহেবের পরাশর বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নিরূপিত যে কাল লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা হার্ষেলের গণনা অনুসারে গণিত হয়। অয়নের ধনিষ্ঠার আদি হইতে মকরের আদি ২৭০ অংশে অগ্রসর হইতে (২৩°-২০′ × ৭১.৮৫) ১৬৭৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং অয়নের তাদৃশ স্থিতিকাল খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব (১৬৭৭ – ২৮৬) ১৩৯১ বৎসরে হয়। কিন্তু কোলব্রুক সাহেব নিজ সাধিত গণনামতে ও বেণ্টলী দেশপ্রচলিত অয়নাংশ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

ভাস্কর-লিখিত মঞ্জুলাদির নিরূপিত অয়নগতির পরিমাণ ভীষ্মপর্ব্ববিবৃত যুগসমষ্টির পরিমাণ হইতে সাধিত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইহার দ্বারাও অয়নগতির পরিমাণ বৎসরে এক কলার কিছু অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক*

("কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" ।)

ইংরাজ আবির্ভাবের পর কোন্‌খানি সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশ বাবুর নবপ্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Bengali Language and Literature*, 1911, p. 848) হ্যালহেদের ব্যাকরণের (১৭৭৮ খ্রীঃ অঃ) পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'বঙ্গসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেস্টো-রচিত প্রশ্নোত্তরমালা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহার রচনা-কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি মাঘ, ১৩২২ সালের প্রতিভা পত্রিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবুর অনুমান নিতান্ত অমূলক এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত তারিখও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

বেস্টো বা হ্যালহেদের বহু পূর্ব্বে কতগুলি ইউরোপীয়-লিখিত পুস্তক ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসন্ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ন্যালের দুইটি প্রবন্ধে † দেখাইয়াছেন যে, ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত চেম্বার্লেন (Chamberlayne) ও উইলকিন্‌স (Wilkins) সঙ্কলিত সিলোগ (*Sylloge*) নামক পুস্তকে তথাকথিত বাঙ্গালা ভাষায় যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার (Lord's Prayer) একটি অনুবাদ আছে এবং ইহাই বোধ হয়, ইউরোপীয় লেখকের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা। এই পুস্তকে প্রায় ২০০ বিভিন্নদেশীয় ভাষায় উক্ত প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং "বেঙ্গলিকা" ('Bengalica') শীর্ষক কোনও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় একটি নমুনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই অপরূপ অবোধ্য ভাষা বাঙ্গালা নহে, মলয়-দেশের (Malay) ভাষা এবং উইলকিন্‌স উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নমুনা না পাইয়া (তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালাভাষা লুপ্তপ্রায় !), বাঙ্গালা হরফে (প্রকৃত বাঙ্গালা হরফও নয়) মলয়ভাষার নমুনা দিয়াছেন। গ্রিয়ারসন্ তাঁহার *Linguistic Survey* (Calcutta, 1903, Vol V. pt i p. 23) গ্রন্থে আর এক-খানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। যোহান্ ফ্রীডরিখ্ ফ্রিট্‌জ্ (Johann Friedrich Fritz) রচিত ওরিয়েণ্টালিশ-উণ্ড-অক্‌সিডেণ্টালিশর স্প্রাখ্‌মাইষ্টার (*Orientalisch-und-Occidentalischer Sprachmeister*, Leipzic, 1748) নামক পুস্তকে তিনি জর্জ্জ জ্যাকব কার (Georg Jacob Kehr) প্রণীত 'আউরংকজেব' (Aurenckzeb) নামধেয় একখানি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† *Journal of the Asiatic Society, Bengal,* Vol. XLII, 1893, p. 42 ff and *Proceeding* of the Society, 1895, p. 89 ; vide also, Grierson, *Linguistic Survey.* Vol. V pt. I. p. 23.

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছেন। কিন্তু এই আউরংজেব-চরিত এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার কোনও বিবরণ বা তারিখের ঠিকানাও পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বা লুপ্ত রচনা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজ আবির্ভাবের পর ইউরোপীয়-লিখিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজগণ এই দেশে, বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম, হুগলী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত, বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং অষ্টাদশ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজ ভাষা এই দেশের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণেও 'ফিরাঙ্গি' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মার্শমান প্রভৃতি উনবিংশ খ্রীঃ অঃ প্রারম্ভেও পর্ত্তুগীজ ভাষাকে এই দেশের Lingua Franca বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও জলদস্যু ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের মধ্যে আমরা কোনও সাহিত্য বা পুস্তক রচনা আশা করিতে পারি না, তথাপি পর্ত্তুগীজ মিশনরীগণ এই প্রসঙ্গে অনেক কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ১৬৬০ খ্রীঃ অঃ বার্ণিয়ে বাঙ্গালা দেশে "Jesuits and Augustins"দের কথা লিখিয়াছেন। (Bernier, *Travels*, Ed. Irving Brock, vol ii. p 184-5)। এই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ কেরী, মার্শমান প্রভৃতির বহুপূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। * জেসুইট পাদরী মার্কস আন্টনিও সাটুচি (Marcos Antonio Satuchi S. J) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন†— "পাদরীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনে বিরত নহেন; তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ, confession-ary ও প্রার্থনাপুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে এ সমস্ত কিছুই ছিল না।" পাদরী হষ্টেন আর একখানি পুস্তকানুবাদের কথা জানাইয়াছেন। ‡ পাদরী ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ (Francis Fernandez) সিরিপুর (Siripur) নামক বাঙ্গালার ("Bengalla") কোনও সহর (বোধ হয়, আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত শ্রীপুর) হইতে ১৭ই জানুয়ারী ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ কোনও চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কথোপকথনচ্ছলে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মজিজ্ঞাসাগ্রন্থ (Cate-

* সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হষ্টেন এই সম্বন্ধে *Journal of Asiatic Society, Bengal* (Feb. 1911); *Bengal Present and Present* Vol. IX. pt. I. প্রভৃতি পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন; তাহা দ্রষ্টব্য।

† *O Christaa de Tissuary*, Goa, Vol II. 1867, p. 12. quoted by Hosten, S. J in *Bengal, Past and Present*, *Vol* IX. pt. I

‡ *Bengal, Past and Present*. July to Dec. 1910, p. 220, quoting *Extrait des Lettres du P. Nichola Pimenta*......Anvers, Trognese, 1601. see also Peirre Du Jarric, *Histoire des Indes Orientales*. 1610. pt IV. chap. XXIX to XXXIII. Also see *Relatio Historica de India Orientali*. Anno 1598-9. A. R. P. Nicalao Pimenta, Anno. MDCI.

chism) রচনা করিয়াছেন এবং পাদরী ডমিনিক ডি সুজা (Father Dominio De Souza) এই দুইটি পুস্তকই বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। *Lettres Edifiantes** হইতে জানা যায় যে, পাদরী বার্‌বিয়েও (Father Barbier) একটি প্রশ্নোত্তরমালা পুস্তিকা (Catechism) বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগের কেরী, মার্শমান প্রভৃতির ন্যায় এই সকল রোমান ক্যাথলিক পাদরীগণ এক অপরূপ পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কত দূর এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বলা যায় না। কারণ, এই সাহিত্যের কোন বেশী চিহ্নাবশেষ বা খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

এই পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা মিশনরী সাহিত্যের যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাদরী-লিখিত পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এই তিনখানি পুস্তকই ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালের অন্তর্ভূত সেণ্ট নিকোলাস টলেণ্টিনো মিশনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও কর্ত্তৃক রচিত বা সম্পাদিত।

হষ্টেন সাহেব-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম পুস্তকখানি একেবারেই পাওয়া যায় নাই ; তবে তিনি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-গ্রন্থ (Catechism of Christian Doctrine)। এক জন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ (Bramene or Master of the Gentoos) এই উভয়ের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং Francisco da Silva কর্ত্তৃক লিসবন নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের ভ্রমসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে, বুস্না (ভূষণা ?) রাজ্য ধ্বংসের পর, বুস্নার কোন রাজপুত্র এই খৃষ্টান পাদরীদের আশ্রয়ে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং Don Antonio de Rozario এই নামে পরিচিত হন। নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও (Manoel da Assumpcao) পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ এই উভয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। যদিও এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য, ইহার একখানি হস্তলিখিত কাপির খবর হষ্টেন সাহেব এভোরা (Evora) সাধারণ-পুস্তকালয়ে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি উক্ত মানোএল দা আসামসাওর রচিত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধান। হষ্টেন সাহেব এ পুস্তক কোথাও খুঁজিয়া পান নাই, তবে গ্রিয়ার্সন (*Linguistic Survey* Vol, V.) ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম পুস্তকালয়ের তালিকাতে আমি এই পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। গ্রিয়ার্সন এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন†; তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা আগষ্টি-

---

* *Lettres Edifiantes et Curieu.* XIIIses. Nouvelle Ed. Paris. 1781, p. 278

† যথা : Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas Partes

নিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ষস্থ মিশনের মানোএল দা আসাম্‌সাও কর্তৃক রচিত ও লিসবন্ নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত। এভোরার আর্চবিশপ Senhor D. F. Miguel da Tavoraর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত—১ম ভাগ, বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান (পৃঃ ৪৭—৩০৬); ২য় ভাগ, পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান (পৃঃ ৩০৭—৫৭৭)। আরম্ভ হইতে ৪০ পৃঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার সমস্তটা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এবং পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে লিপ্যন্তর (Transliteration). করা হইয়াছে।

তৃতীয় পুস্তকখানি আমাদের অত্রকার আলোচ্য গ্রন্থ। ইহা আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।* এই পুস্তকের উল্লেখ আমি ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 'প্রতিভা' পত্রিকায় করিয়াছিলাম এবং সেই সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ পাঠ বা মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইতিমধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হষ্টেন এই পুস্তক সম্বন্ধে *Bengal Past and Present* নবম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি এইরূপ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের নিকট অবগত হই। পরে হষ্টেন সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার প্রবন্ধের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার উপর দখল না থাকাতে হষ্টেন সাহেব শুদ্ধ পর্ত্তুগীজ অংশের উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার দিক্ হইতে বেশী উপকারে লাগে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম Crepar Xaxtrer Orth, bhed (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) বা Catheoismo da Doutrina Christaã।† গ্রন্থের মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

dedicado ao Excellent. e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa 1743.

* ফাদার হষ্টেনও এই এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিবরণ দিয়াছেন। (*Bengal, Past and Present* vol. IX. pt i. p. 40.)

† এই স্থলে পুস্তকের পর্ত্তুগীজ মুখবন্ধ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া গেল ;—

Certifico eu Fr. Monoel da Assumpcaõ Reitor da Mis(si)o de S. Nicolao Tolentino, e (ac)tor deste Compendio ; (e)star O( ) Compendio tresladado ao pé (da) letra assim o Bengalla, como o (Po)rtugez ; e certifico mais ser es( ) Doutrina que os naturaes mais tendem, e entre todas a mais (pu)rificada de erros, em fé de que esta Certidaõ, e se necessario a juro *In Verbo Sacerdotis.* Ba( )l. aos 28. de Agosto de 1734.

Translation—I, Fr. Manoel da Assumpcao, Rector of the Mission of S. Nichol is of Tolentino, and author of this compendium, certify that this compendium is translated literally

গ্রন্থকারের নাম Frey Manoel da Assumpcao,* এবং ইহার রচনা ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। এই পর্ত্তুগীজ পাদরী গ্রন্থকার ও উপরোক্ত দুইটি পুস্তকের রচয়িতা বা সম্পাদক মানোএল যে এক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বইখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। প্রথম দুই একটি পৃষ্ঠা স্থলে স্থলে খণ্ডিত। গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) নাই এবং মধ্যে অনেকগুলি পত্রেরও অভাব। ৩২ হইতে ৪৯, ১৫৪ হইতে ১৫৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০, কিন্তু এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি নহে; শেষের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কীটদষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইলেও ছাপা অতি স্পষ্ট ও সুন্দর এবং এ হিসাবে কালের ক্রূর হস্ত বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

বইখানি কোথা হইতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, Title pageএর অভাব। তবে মানোএলের অন্যান্য পুস্তক যেরূপ লিসবন নগরীতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, সম্ভবতঃ এ গ্রন্থখানিও সেইরূপ। এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকের তালিকাতে এই পুস্তকের প্রকাশস্থান 'Lisbon' ? এইরূপ চিহ্নিত আছে; উক্ত পুস্তকাগারে এই পুস্তক বোধ হয়, Matoh 3, 1845 (1875 ?) খৃঃ অঃ প্রথম অধিগত হয়; সে সময় ইহার Title page ছিল কি না, বলা যায় না। হষ্টেন সাহেব যাহার নিকট এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিলেন, তিনি ভ্যালাদলিদ নগরস্থ অগষ্টিন কলেজের ফাদার লোপেজ (Lopes) নামক কোনও পাদরী। লোপেজ বলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকাশস্থান লিসবন এবং

---

into Bengali and Portuguese; and furthermore certify that it is the belief most liked by the natives and is most free from all errors; in truth of which I make this statement, and if it is necessary, I swear in the sacred words of the priest. Ba(wa)l. Aug 28, 1734.

হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধে ফাদার লোপেজ যে নোট পাঠান, তাহাতে এই পুস্তককে Abridgment of the Mysteries of Faith বা Compendio dos mistrios de fe এইরূপ বলা হইয়াছে এবং Ossinger (Bibl. Augustiniana p, 84) এই গ্রন্থকে "Cathecismus doctrinae christianae per modum dialogi." এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটাই পুস্তকের নাম নহে, বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের title-page না থাকিলেও, ২য় পৃষ্ঠা হইতে ৩৮০ পৃঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে এক দিকে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, অন্য দিকে Cathecismo da Doutrina Christaa, এই নাম স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। ফাদার গেরেনের সংস্করণে (১৮৩৬) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এই নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কার্ত্তিক সংখ্যার মানসী পত্রিকায় অমূল্যবাবু যে এই পুস্তককে Compendio dos misterios de fa বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে।

* যাঁহারা বলেন যে, এই পুস্তকের পর্ত্তুগীজ অংশ St. Xavier রচিত, তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন Francis Xavier বহু কাল Saint হইয়াছেন এবং পুস্তকের মধ্যেই Xavierএর জীবনের একটি গল্প পাওয়া যায়। চন্দন নগরের সংস্করণে গেরেন সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার রচয়িতা Manoel da Assumpcao। তদ্ভিন্ন Burnell, *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, Mangalore, 1880, এবং ফাদার লোপেজের নোটে উক্ত পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য।

ইহার তারিখ ১৭৪৩। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোদ্ধৃত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Barbosa Machado, *Bibliotheca Lusitana Historica Critica e Chronologica*, t. III. p. 183; Ossinger, *Bibliotheca Augustiniana*, p, 84; Da Cunha Rivara, *Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense* t. I. p. 345 : Silva, *Diccionario Bibliographico Portuguez*, t. v. p. 367 ; ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সকল পুস্তক এখানে দুষ্প্রাপ্য। বারনেল (Burnell) তাঁহার *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, 1880, গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত Machado ও Ossingerএর উপর নির্ভর করিয়া ইহার তারিখ ১৭৩৩ ও প্রকাশস্থান লিসবন্ দিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, যদিও এই পুস্তক ১৭৩৪ খৃঃ অঃ রচিত, কিন্তু ইহার প্রকাশকাল বোধ হয় ১৭৪৩।

পুস্তকের মুখবন্ধে যে স্থলে রচনাস্থান নির্দ্দেশ ছিল, সেখানটি কীটদষ্ট ; শুধু Ba( )l, এইরূপ পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায়। তবে গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় Baval ও Nagori এই দুই স্থলের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, ইহা আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত নাগরী, ভাওয়াল, এবং হষ্টেন সাহেব এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। ভাওয়ালে যে পূর্ব্বকালে এক পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হষ্টেন সাহেবের বিবরণ (*Bengal Past and Present* Vol IX. pt i, p 4 *ff*) এবং Lettres Edifiantes হইতে জানা যায় যে, সেখানে St Nicholas of Tolentinoর একটি গির্জ্জা ও মিশন ছিল ; ইহা অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। তাভার্ণিয়ে (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ঢাকার নিকটে এইরূপ একটি গির্জ্জার উল্লেখ করিয়াছেন।* আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি St. Nicholas Tolentino Missionএর Rector বা অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান হইতে জানা যায় যে, তিনি অগষ্টিনিয়ান ধর্ম্মযাজক। আধুনিক সময়েও শুনিয়াছি যে, উক্ত ভাওয়ালের নিকটে St, Nicholas of Tolentino Missionএর পুরাতন গির্জ্জা ও অনেক পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বসতি আছে।† তার পর গ্রন্থের ভাষা যে পূর্ব্ববঙ্গীয়, তাহা আমার বন্ধু সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ ঢাকা ভাওয়ালে রচিত।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। উল্লিখিত মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মানোএল, Missio de S Nicolao Tolentino নামক মিশনের রেক্‌টর বা কর্ত্তা ছিলেন। এই মিশন অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই Manoel যদি পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভি-

* Tavernier, *Travels*, Ed. V. Ball. London, 1889. Vol. I. p. 128.

† হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, 'কৃপার শাস্ত্রে' যে সমস্ত গান আছে, তাহা এখনও উক্ত গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে

খানের রচয়িতার সহিত এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের পরিচয়-পত্র হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তিনি আগষ্টিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন (Padre Fr. Manel da Asspumpcao Religioso Eremita da Santo Agostinho Congregacao da India Oriental)। হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন, মানোএল পোর্ত্তুগাল অন্তর্ব্বর্ত্তী এভোরার (Evora) অধিবাসী এবং ১৭৪২ খৃঃ অঃ এই মিশনের Rector পদ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত কথাটি যদি ঠিক হয়, তবে ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ মানোএল কিরূপে আপনাকে উক্ত মিশনের Rector বলিয়া মুখবন্ধে পরিচয় দিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

গ্রন্থখানির নাম হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ইহার আলোচ্য বিষয় খ্রীষ্টধর্ম্ম। ভাওয়াল অভিমুখে গমন উপলক্ষ্য করিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে খৃষ্টধর্ম্মের বিবৃতি, এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বইখানি বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ—এই উভয় ভাষাতেই রচিত; বাম দিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্ত্তুগীজ। বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত (তখন বাঙ্গালা হরফ ছিল না) এবং কথাগুলি প্রায়ই পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে বানান করা হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম যে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই এবং বানান যে সব স্থলে বিশুদ্ধ নহে, তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধানও এই নিয়মে মুদ্রিত। এই Transliteration বা লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং কেরী, জোন্‌স প্রভৃতির পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই হিসাবে ইহা সুধীগণের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুহৃদ্বর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার ভাষা ও লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; সুতরাং এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা বাহুল্য।

বইখানি যত দূর আমরা পাইয়াছি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ বা Puthi I এর নীচে লেখা আছে, Xo(col ···) oner ortho, ebong Prothoqhie prothoqhie buzhan [স(কল···) অনের অর্থ এবং প্রথথ্যে প্রথথ্যে (পৃথক্ পৃথক্) বুঝান]। ইহা আবার কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত—অধ্যায়ের নাম Tazel.

Tazel I. (পৃঃ ২—১৮)—Xidhi crucer orthobhed (সিদ্ধি ক্রুসের অর্থভেদ)*
Sign of the cross.†

Tazel II (পৃঃ ১৮—)—Pitar poron, ebong tahan ortho (পিতার পড়ন এবং তাহান্ অর্থ)। Of our father and Explantion thereof.

Tazel III (পৃঃ—৭৬)—এই অংশ খণ্ডিত; সুতরাং কোথা হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা জানা যায় না। Hail Mary ও Rosaryর কথা আছে।

---

* বাঙ্গালা অক্ষরে লিপ্যন্তর এই লেখকের, গ্রন্থকারের নহে।

† ইহা পর্ত্তুগীজ অংশের অনুবাদ; কেবল প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য দেওয়া গেল। ইহা গ্রন্থকারের নহে।

Tazel IV (পৃঃ ৭৬—১৩৬)—Mani xottio Niranzon, Axthar chodo bhed ebong Tahandiguer ortho (মানি সত্য নিরঞ্জন, আস্থার চৌদ্দ ভেদ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। The Creed and Articles of Faith and Explanation thereof.

Tazel V (পৃঃ ১৩৬—২৪৪)—Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho (দশ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Ten Commandments and Explanation thereof.

Tazel VI (পৃঃ ২৪৪—২৭২)—Pans agguia, ebong tahandiguer ortho (পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Five Commandments and Explanation thereof.

Tazel VII (পৃঃ ২৭২—৩১৩)—Xat Sacramentos, ebong Tahandiguer ortho (সাত সাক্রামেণ্টোস্‌ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Seven Sacraments and Explanation thereof.

দ্বিতীয় ভাগ ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ। এই ভাগে প্রার্থনা ও খ্রীষ্টানদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। (Poron Xaxtro xocol, ar ze uchit zanite xorgue zaibar, পড়ন শাস্ত্র সকল, আর যে উচিত জানিতে স্বর্গে যাইবার)। ইহার মধ্যে দুইটি অধ্যায় বা Tazel আছে। যথা—

Tazel I (পৃঃ ৩১৪—৩৫৬)—Axthar bhed biohar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae toribar (আস্থার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার শিখাইবার উপায় তরিবার।) Mystries of the Faith.

Tazel II (পৃঃ ৩৫৬ ৩৮০ অসম্পূর্ণ)—Paron Xaxtro niralá [পড়ন শাস্ত্র নিরালা (?)] Prayer of the Doctrine.

Tazel I এর মধ্যে আবার ৩৪৮ পৃষ্ঠায় একটি গান আছে। এই অংশটির উপরে পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত আছে,—Cantiga sobre os mysterios de fe; ortho bheder dhormo guit (অর্থভেদের ধর্ম্মগীত)। পুনরায় ৩৫৩ পৃষ্ঠায় সদ্যোজাত বালক যীশুর উদ্দেশে আর একটি গান আছে; Cantiga Ao Menino Jesus. Recem nacido; Baloq Jesuzer guit zormo xttane xoia (বালক যেসুসের গীত জন্মস্থানে শুইয়া)।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই এবং বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও নাই; কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সৌকুমার্য্যের জন্য এই পুস্তকের দাম নহে, বরং উহাতে পুরাতন "খৃষ্টানী" বাঙ্গালার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহার একটু পরিচয় সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বেশী মূল্যবান্‌। ইহাই বোধ হয়, খ্রীষ্টানী বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নমুনা

কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের এই বাঙ্গালা যে শুধু কৌতুকপ্রদ, তাহা নহে, বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসেও ইহার স্থান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার ভাষাও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে; কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র ভাষা হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। নিম্নে ইহার কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম উদ্ধৃত স্থানটি গ্রন্থের আরম্ভ হইতে লওয়া।

Puthi I.

Xo(col···) oncr ortho, ebong Prothoquie prothoqbie buzhan. (১)

Tazel I.

Xidhi orucer orth bhed. (২)

(G) Guru. (৩)

X. xixio. (৪)

X. Puzio houq xidhi poromo N(ir)mol dhormo. (৫)

G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomaro bhalo coruq : aixo, Pola, tomi quetta ? (৬)

X. Ami christaö, Poromexorer crepae. (৭)

G. Cothae zao. (৮)

X. Barite zai. (৯)

G. Tomar bari cothae ? (১০)

X. Baval dexé : ami tomar raioto : Nagorité boxí. (১১)

---

(১) স(কল) অনের অর্থ এবং প্রথখ্যো প্রথখ্যো [পৃথক্ পৃথক্] বুঝান।

(২) সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ।

(৩) গুরু।

(৪) শিষ্য।

(৫) পূজ্য হউক সিদ্ধি পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম।

(৬) তিনি তোমারে আশীর্ব্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভাল করুক : আইস, পোলা, তুমি কেটা ?

(৭) আমি খ্রীষ্টাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।

(৮) কোথায় যাও ?

(৯) বাড়ীতে যাই।

(১০) তোমার বাড়ী কোথায় ?

(১১) বাঙ্গাল দেশে, আমি তোমার রাইয়ত, নাগরীতে বসি।

G. Amitó xeqhané zai : amar xougné aixó : amitó ortho bhed buzha-ibo, tomito buzhiba. (১)

X. Ze agguia : cholo zai. (২)

G. Tomi ni axthar nirupon zanó ? (৩)

X. Tthacur, quissu xonilam gurur casse, tomito ziguiaxa coro ; amito utor dibo z(emot) poromexor loaen. (৪)

G. (Tobe) zigniaxá cori : coho, cothae ho(te pailá) christaor nam ? (৫)

X. Christoe hoté. (৬)

G. Con xomoe pailá christaor nam ? (৭)

X. Baptismor xomoe. (৮)

G. Christaor nixan qui ? (৯)

X. Xidhi crux. (১০)

G. Coro deqhi. (১১)

X. xidhi crucer + siniote ; Roqhia coro poromexor, + amardiguer Tthacur ; Amardiguer + xotre hote. (১২)

(১) আমি তো সেখানে যাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তো অর্থভেদ বুঝাইব, তুমি তো বুঝিবা।

(২) যে আজ্ঞা, চল যাই।

(৩) তুমি নি আস্থার নিরূপণ জানো ?

(৪) ঠাকুর, কিছু শুনিলাম গুরুর কাছে, তুমি তো জিজ্ঞাসা করো, আমিতো উত্তর দিব, যে(মত) পরমেশ্বর, লয়ায়েন।

(৫) তবে জিজ্ঞাসা করি, কহ কোথায় হ'তে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম ?

(৬) খ্রীষ্টই হতে।

(৭) কোন্ সময়ে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম ?

(৮) বাপ্তিসমর সময়ে।

(৯) খ্রীষ্টাওর নিশান কি ?

(১০) সিদ্ধি ক্রুশ।

(১১) করো দেখি।

(১২) সিদ্ধি ক্রুশের + চিহ্নতে ; রক্ষা কর পরমেশ্বর, + আমারদিগের ঠাকুর ; আমারদিগের + শত্রু (?) হতে।

Pitar nam. (১)

(ebong) Putrer. (২)

(ebong) Espirito Santo. (৩)

(Amen) Jesus. (৪)

G. (Qu)eno cor(ilo) (xidhi c)rux copalé ? (৫)

X. Zenó Poromexor ghuchauq amar xocol mondó colponá. (৬)

G. Queno corilá xidhi crux muqhé ? (৭)

X. Zeno Poromexor ghuchauq amar xocol mondó cotha (৮)

G. Queno corilá xidhi crux buqhe ? (৯)

X. Zenó Poromexór ghuchauq amar ze mondo carzio prane thaquia zorme. (১০)

মধ্যে মধ্যে উপদেশচ্ছলে গল্পের অবতারণা আছে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে লেখকের গল্পরচনা ও গল্পলিখনভঙ্গীর বেশ নমুনা পাওয়া যাইবে। গল্পটি কৌমার্য্য বা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা।

Monoadá xuhoré eq gorib maiha ocumari assiló, tahar nam Ignex, xei maiha, eq din Valencia xuhoré guelo xag torcarí bexibar caron. Xag torcari bexia dhormo ghore guelo. Xidha Vincenté Ferreira xiqha diló. Xidhi Teclar purob assiló xidhi Tecla ocumarí hoiló; e caron xidha Vincente zitendrier gun buzhailen, eha xonia Ignex xidhar cotha praneté raqhiló; ocumari rohibar xottio manon coriló, ebong ocumari rohiló. Emot phiquir coria aponer ghore guelo. Oneq punió corité laguilo. Pitamatar taharé bibhao dite chahiló. Ignex bibhao hoite chahiló na : cohiló, amar batar Poromexor ; amar ar cono bibhao nahi. Eha diqhia pita mata bal coria

---

(১) পিতার নাম।

(২) এবং পুত্রের।

(৩) এবং এসপিরিতো সান্তো।

(৪) আমেন যেসুস্।

(৫) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ কপালে?

(৬) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কল্পনা।

(৭) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ মুখে?

(৮) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কথা।

(৯) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুস বুখে(ক)?

(১০) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার যে মন্দ কার্য্য প্রাণে থাকিয়া ;জর্ম্মে [জন্মে]।

bibhao dite chahilo; Ignex bibhao no hoibar malhar caporr ghoxaiá mordur caporr pindia palaiá guelo ; boner moidhe lucaiá rohiló ; bonobaxi hoiló ; eq unchó parbaté baxot coriló ; xeqhané oneq dugh pailo ; caporer dugh ; xiter dugh, gormir dugh, quidar dugh, tiraxer dugh, ar ar zato dugh xocoli pailó, oneq prachit coriló. Meguer zol o boner gax o qhaito, emot prachít coria cori bosser bauxiló ; cori bosserer por poromexorer crepaté moriló ; ebong xorgue guia zitendrier bhog pailó, xidhi hoiló. Tahan nam Ignex de Moncadà. (pp. 206-7) ।*

নিম্নোদ্ধৃত গল্পটিতে "ভূত ছাড়াইতে" ক্রুশের কিরূপ ক্ষমতা, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

G. Boro Axchorzio cotha cohila ; emat hoe : Ar coho ; Xidhi crux corile Bhuter cumoti ni dur zae ?

X. Hoe ; Bhuter cumati durzae ebong Bhute o polae. Ehi xonsar proman xono.†

* মন্‌কাদা স্থহরে (সহরে) এক গরিব মাইয়া অকুমারী আছিল। তাহার নাম ইগ্‌নেস্, সেই মাইয়া এক দিন ভালেন্‌সিয়া স্থহরে গেল শাগ তরকারী বেচিবার কারণ। শাগ তরকারী বেচিয়া ধর্ম্মঘরে গেল। সিদ্ধা ভিন্‌সেন্তে ফেরিরা শিক্ষা দিল। সিদ্ধি তেকলার পরব (পর্ব্ব) আছিল; সিদ্ধি তেকলা অকুমারী হইল; এ কারণ সিদ্ধা ভিন্‌সেন্তে জিতেন্দ্রিয়ের গুণ বুঝাইলেন, এহা শুনিয়া ইগ্‌নেস সিদ্ধার কথা প্রাণেতে রাখিল, অকুমারী রহিবার সত্য মনন করিল, এবং অকুমারী রহিল। এমত ফিকির করিয়া আপনার ঘরে গেল। অনেক পুণ্য করিতে লাগিল। পিতামাতা(র) তাহারে বিবাহ (বিভাও) দিতে চাহিল, ইগ্‌নেস বিবাহ হইতে চাহিল না, কহিল, আমার ভাতার পরমেশ্বর; আমার আর কোন বিবাহ নাহি। এহা দেখিয়া পিতা মাতা বল করিয়া বিবাহ দিতে চাহিল, ইগ্‌নেস্ বিবাহ ন হইবার মাইয়ার কাপড় ঘুচাইয়া মরদের কাপড় পিন্দিয়া পলাইয়া গেল, বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, বনবাসী হইল, এক উঁচ পর্ব্বতে বসত করিল, সেখানে অনেক দুখ (দুঃখ) পাইল। কাপড়ের দুখ, শীতের দুখ, গর্ম্মির দুখ, খিদার (ক্ষুধা) দুখ, তিরাশের (তৃষার) দুখ, আর আর যত দুখ সকলই পাইল, অনেক প্রাচিৎ (প্রায়শ্চিত্ত) করিল। মেঘের জল ও বনের ঘাসও খাইত, এমত প্রাচিৎ করিয়া কুড়ি বছর বাঁচিল, কোড়ি বছরের পর পরমেশ্বরের কৃপাতে মরিল, এবং স্বর্গে গিয়া জিতেন্দ্রিয়ের ভোগ পাইল, সিদ্ধি হইল। তাহান্ নাম ইগ্‌নেস্ দে মনকাদা।

† গু। বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলা : এমত হয় : আর কহ : সিদ্ধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দূর যায় ?

শি। হোএ, ভূতের কুমতি দূর যায়, এবং ভূতেও পলায়। এহি সন্‌সার (?) প্রমাণ শোন।

Eq rahoal merir assilo ; tahare Bhute bazi dia cohiló ; tui zodi amar nophor hoite chahix, ami tore oneq dhon didam ; Racoale cohiló ; bhalo, tomar dax hoibo tomi amaré dhon dibá. Bhute cohilo : tobe amar golam hoile ; tor uchit nohe dhormo ghore zaite ; ebong xidhi crux ar codachitio coribi na, emot ze core xe amar golam ; ehi amar agguia, taha palon coribi ; emot zodi na corix, tomare boutthboutth tarona dibam. Raqhoale cohilo : Zaha agguia coro, taha coribo ; zodi emot na cori, tomar za iccha, xoi hoibeq.

Oneq din obhaguia Raqhoale bhuter xacri coriló ; tahar por eq din munixio bol coria raqhoalque dhoria dhormo ghore loia guelo. Dhormo ghore eq Padri assilen, xei boro xadhu ; tini loq xocolere cohilen : Tomara raqhoaler upore xidhi crux coró. Emot loq xocole corilo. Taqhon bhute boró cord coria ráqhoalerá oneq tarona dite laguilo. Eha deqhia Padre raqhoálque dhorilen, bhutere taroná dite mana corilen. Tobe Bhute ar o bex cord coria Padriré cohiló : Ehi monixió amar dax, amar agguia bhanguilo, taharé xaxtti dibar uchit ; tahare eria deo : na : tomare o xaxtti dibam. Padri cohilen : tahare eria dibo na ; amare zaha corite parix, taba coró. Tobé bhuté emot cumontro corilo, ze Padrir muqh beca hoilo. Eha deqhia loq xocolé dhore polaia guelo.

Toqhon Padri xidhi crux corilen ; ebong muqh xidhá hoilo. Tahar por ar crux corilen roqhoaler upore : ebong Crux coria Bhuté polaia gueló. Raqhoale o calax hoilo, calax hoia tahar xocol oporád confessar corilo ; Nirmol dhormo o bhocti rupe loilo, ebong punorbar pailo, ze crepa haraia-ssilo pap coria.*

---

* এক রাহোয়াল (রাখাল) মেড়ির (ভেড়া) আছিল ; তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিলো, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস্‌, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাখোয়ালে কহিলো, ভাল, তোমার দাস হইব তুমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল, তবে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্ম্ম-ঘরে যাইতে এবং সিদ্ধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না, এমত যে করে, সে আমার গোলাম, এহি আমার আজ্ঞা, তাহা পালন করিবি ; এমত যদি না করিস, তোমারে বহুত বহুত তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল, যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব। যদি এমত না করি, তোমার যা ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগ্য রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিলো, তাহার পর এক দিন মনুষ্য বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্ম্মঘরে লইয়া গেল। ধর্ম্মঘরে এক পাদ্রী আছিলেন, সেই বড় সাধু ; তিনি লোক সকলেরে কহিলেন, তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করো। এমত লোক সকলে করিল। তখন ভূতে বড়ো কোধ´ (ক্রোধ) করিয়া রাখোয়ালেরা অনেক

Lord's Prayor বা গস্পেলবর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া গেল,—

Padre Nosso

Padar thoná

Pitá amardiguer, poromo xorgué assó: Tomar xidhi nameré xeba houq: Aixnq amardigueré tomar raizot ; tomar zé icha, xei houq ; zemon porthibité temon xorgué ; Amardiguer protidiner ahar amardigueré azica dió, Amardiguer corzó qhemo, zemoto amorá qhemí ; Amardiguer corzioré ; Amardiguere cumotité porrité na dio. Ar amardigueré xocol mondo hote roquiá coro. Amen Jesus. (p. 20) I*

পরিশেষে দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া অতকার প্রবন্ধ মধুরেণ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক গীত, দ্বিতীয়টি বালক যীশুর উদ্দেশ্যে আনন্দপ্রকাশ।

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar
Tobe ami cohibó upae tomar ? (১)

তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাত্রী রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাত্রীরে কহিলো, এহি মনুষ্যো আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত, তাহারে এড়িয়া (?) দিও, না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাত্রী কহিলেন, তাহারে এড়িয়া দিব না, আমারে যাহা করিতে পারিস, তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্রণ করিল, যে পাত্রীর মুখ বেকা (বাঁকা) হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ধরে (?) পলাইয়া গেল।

তখন পাত্রী সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন, এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেলো। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কন্‌ফেসার করিল ; নির্ম্মল ধর্ম্ম ও ভক্তিরূপে লইল, এবং পুনর্ব্বার পাইল, যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

* পদার্থনা।

পিতা আমারদিগের, পরম স্বর্গে আছ : তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হউক : আইসুক আমারদিগেরে তোমার রাজ্যৎ (রাজ্য) ; তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক : যেমন পোর (পৃ)-থিবীতে তেমন স্বর্গে : আমারদিগের প্রতিদিনের আহার আমারদিগেরে আজিকা দিও : আমারদিগের কর্জ্জ ক্ষেমো, যেমত আমরা ক্ষেমি : আমাদিগের কর্জ্জরে : আমারদিগেরে কুমতিতে পড়িতে না দিও। আর আমারদিগেরে সকল মন্দ হ'তে রক্ষা কর। আমেন যেসুস্।

(১) পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব উপায় তোমার ?

X. Eq poromó Tthacur xorbo corta xorbozon,
Xei trilôquer nath quehô nabi tahan xoman. (১)
G. Coto zon tini zodi tomi paro cobibar
Tabe ami cohibó que upae tomar ? (২)
X. Tini tin zon : pita putro, Doeamoe,
Tin zon xotontor poromexor eq oi
Poromexor pita, putra poromexor,
Poromexor Doeamoe, tin zon xotontor.(৩) (p. 349)

Cantiga ao menino Jesus.
(Baloq Jesuzer guit zormo xttane xoia) (৪)
He Baba Jesus
Baloq Nirmol
Bibi Mariar udorer
Xidhi dhomro phol.
Amar doear Jesus.
He baba Jesus
He xonar baba,
Tomaqué ami toi
Cori tomar xeba.
Amar doear Jesus (৫) ইত্যাদি। (p. 358)

---

(১) এক পরম ঠাকুর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজন,
যেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি তাহান্ সমান।
(২) কত জন তিনি যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?
(৩) তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,
তিন জন সতন্তর (স্বতন্ত্র) পরমেশ্বর এক হয়
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর
পরমেশ্বর দয়াময় তিনজন সতন্তর (স্বতন্ত্র)। ইত্যাদি।
(৪) বালক যেসুজের গীত জর্ম্ম স্থানে শুইয়া।
(৫) হে বাবা যেসুস্
বালক নির্ম্মল

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে এই পুস্তকের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিয়াছেন ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

পরিশিষ্ট

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত একটি সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি কলিকাতা ধর্ম্মতলা Sacred Heart of Jesus গির্জ্জার অন্যতম পাদরী Rev. Father L. Wauters S. J. এর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ইহার টাইটেল পেজ নাই এবং ইহা মোট ১১৫ পৃষ্ঠায় "সমাপ্তং"। পুস্তকের নাম এইরূপ—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"। হষ্টেন সাহেব এই সংস্করণের কথাও লিখিয়াছেন, (*Bengal, Past and Present* Vol IX. pt i. p, 59)। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ Father J. F. M. Guerin কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হরফে সম্পাদিত। এই Father Guerin চন্দননগরের St. Louis' গির্জ্জার Vicar ছিলেন। শুধু

বিবি মারিয়ার উদরের
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল
আমার দয়ার যেসুস্।
হে বাবা যেসুস্,
হে সোণার বাবা,
তোমাকে আমি ভাই (?)
করি তোমার সেবা।
আমার দয়ার যেসুস্।

হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন যে, গানটি এখনও ভাওয়াল গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে।

নামে সম্পাদিত, বইখানি একেবারে আমূল নূতন করিয়া লেখা। হষ্টেন সাহেব উদ্ধৃত title-page এইরূপ;—

Catéohisme | suivi | de trois dialogues | et de la liste | des Eclipses de soleil et de lune | calculées pour le Bengale | à partir de 1836 jusqu'en 1904 inclusivement | Nouvelle édition, revue et corrigée. |

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের | আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাকবছ ফ্রান্‌ছিস্কাস্ মারিয়া গেরেন | চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্বর পাদ্‌রী। নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ। | দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সং ১৮৩৬।

ইহার লাতিন (Latin) ভাষায় লিখিত মুখবন্ধ (তারিখ ৬ই মে, ১৮৩৬) হইতে জানা যায় যে, মানোএলের পর্ত্তুগীজ পুস্তকের বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বহুল প্রচার ছিল, কিন্তু এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এবং রোমান অক্ষরে পুস্তক লিখিত হওয়ায়, ফাদার গেরেন বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই মুখবন্ধে গেরেন আরও লিখিয়াছেন যে, এই আদি পর্ত্তুগীজ পুস্তক অনেক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ঠিক করিতে এবং সমস্ত বাজে গল্প বাদ দিতে, পুস্তকের অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নয় মাস খাটিতে হইয়াছে এবং দুই জন খ্রীষ্টান, দুই জন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমান - এই সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তিনটি নূতন কথোপকথন সংযোজিত করা হইয়াছে এবং ১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত যে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ-গণনা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। এইখানে বলা উচিত যে, ফাদার গেরেন স্বয়ং একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৪০ সালে বিলাত প্রত্যাগমনের পর তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৪৭)।

এই পুস্তকের বাঙ্গালা আদৌ ভাল নহে; এ হিসাবে এ সংস্করণে কিছু উন্নতি দেখা যায় না। ১৮৩৬ সালে ইহা অপেক্ষা ভাল বাঙ্গালার অভাব ছিল না।

শ্রীসুশীলকুমার দে

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'
ও
বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদের কাছে বাঙ্গালা ভাষার সকলের চাইতে পুরাণ ছাপা বই, রোমান অক্ষরে লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে এক-খানি বইয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ বইখানি খ্রীষ্টান রোমান কাথলিক ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উহা বাঙ্গালা গদ্যের এক প্রাচীন ও মূল্যবান্ নমুনা। সুশীল বাবুর অনুরোধে এই বইয়ের রোমান অক্ষরে বানানের রীতি ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

এই অভিনব বইয়ের সন্ধান সুশীল বাবুর কাছে আমি প্রথম পাই। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে আছে। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুগ্রহে সোসাইটীর পুস্তকালয়ে আমি এই বই দেখি এবং ইহা হইতে কতকটা অংশ যেমনটি আছে, তেমনি নকল করিয়া আনি। সেই নকল অংশটুকুর উপর নির্ভর করিয়া দুই চার কথা বলিব।

বাঙ্গালা ভাষা জন্মকাল হইতেই ভারতীয় লিপির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালা মহারাজ অশোকের কালের ব্রাহ্মী লিপি হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মী লিপির কন্যাস্থানীয় গুপ্তলিপির বংশজাত 'কুটীল' বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম। কাশ্মীরী, সিন্ধী এবং মুসলমানী-হিন্দী (অর্থাৎ উর্দূ) প্রভৃতি কয়েকটি এ দেশী ভাষা যেমন মুসলমান-প্রভাবের ফলে ভারতীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া আরবী লিপির আশ্রয় লইয়াছে, এবং পোর্টুগীসদের চেষ্টায় গোয়া প্রদেশের দেশী খ্রীষ্টানদের ভাষা কোঙ্কণী-মরাঠী যেমন বহু দিন হইতেই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে সেরূপ নিজ লিপি ছাড়িয়া অন্য বিদেশীয় লিপি ধরাইবার কোনও বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের পড়িবার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা কাব্য আরবী (বা ফারসী) অক্ষরে লিখিতেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে 'সিলেট নাগরী' নামে এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা লেখা হয়,† তাহা দেখা যায় বটে, কিন্তু কাশ্মীরী বা উর্দূর মত বাঙ্গালায় ফারসী অক্ষর চালাইবার চেষ্টা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকদের মনে আসে নাই। বাঙ্গালা যে কখনও

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বৎসরের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† মুন্সী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় ৮৭, ৯৯, ১২৪, ২১১, ২৭৮ নম্বরের পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'সিলেট নাগরী' সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ সালের ৪র্থ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আরবী অক্ষরে লেখা হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভাল জানে না—এমন পাত্রীরা যাহাতে সহজে পড়িতে পারে, সেই চেষ্টায় দুই চারখানা খ্রীষ্টানী বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'খানিরও রোমান অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ কলিকাতায় সাহেব বইওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বছর সত্তর আশী পূর্ব্বে একবার এ দেশে কতকগুলি ইংরেজ দেশী ভাষাগুলিতে রোমান লিপি চালাইবার জন্য খবরের কাগজে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে স্যর্ চার্ল্স্ ট্রিভেলিয়ান ও ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ইয়েট্স্ প্রভৃতি জন কয়েক মিশনারী অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্সেপ্ ও আরবীতে পণ্ডিত টাইট্লার, ইহাঁদের ঘোর আপত্তি ছিল। ইহার পরে টোলবর্ট্ প্রভৃতি দুই একজন সিভিলিয়ান্ উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশী কোন ভাষায় রোমান-লিপি না চলিলেও ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সংস্কৃত ও পালি বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমান বর্ণমালা অর্থাৎ a, b, c, d প্রভৃতি ছাব্বিশটি অক্ষর গ্রীক বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র, যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগরী। ফিনীশিয়ানদের কাছে গ্রীকেরা লিপিবিদ্যা শেখে এবং গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানেরা। এই রোমান লিপিতে আগে ২৩টি অক্ষর ছিল* এবং কেবল লাটিন ভাষার ধ্বনি (sound) জানাইবার উপযোগী ছিল মাত্র। লাটিনে মোটে ১৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৬টি স্বরধ্বনি ছিল। গ্রীকে গুটিকতক বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এই অল্প সংখ্যক অক্ষর যুক্ত লাটীন বা রোমান বর্ণমালাদ্বারা সকল ভাষার ধ্বনি জানান সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাগুলির। লাটিনে ও গ্রীকে তালব্য ধ্বনি নাই, তাই ভারতীয় নামে 'চ' বা 'জ' থাকিলে গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা s বা ti (ত্য) এবং z বা di (দ্য) দ্বারা ঐ দুই ধ্বনি নির্দ্দেশ করিতেন। যেমন চন্দ্রগুপ্ত = Sandrakoptos, চষ্টন = Tiastenes ও উজ্জয়িনী (উজ্জেনী) = Ozene, যমুন (জমুনা) = Diamouna। লাটিনভাষা ভাঙ্গিয়া যখন ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি 'রোমান্স্' ভাষাগুলির উদ্ভব হইল, তখন সেই ভাষাগুলিতে তালব্য ধ্বনি নূতন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িল; তখন নূতন কোন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া পুরাতন রোমান অক্ষরের দ্বারাই নানা উপায়ে এই সকল ধ্বনি জানাইবার চেষ্টা হইল; যেমন ইটালীয়ান্ ভাষায়, cia, cio, ciu, ce, ci = চ; gia, gio, giu, ge, gi = জ; scia, scio, ইত্যাদি = শ; পুরাণ ফরাসীতে chতে 'চ', jতে 'জ' ও sch, sh = শ; এবং পুরাণ ফরাসীর বানানের অনুকরণ করিয়া ইংরেজীতেও ch, j, shতে চ, জ, শ। রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এখন নানা জটিল উপায়ে এই ধ্বনিগুলি জানান হইয়া

* A (=আ), B, C (=ক), D, E, F, G, H, I (=ই, য), K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V (=উ, ব,) X, Y, Z.

থাকে। যেমন জার্ম্মানে tsch, dsch, sch; ওলন্দাজে tj, dj, sh; পোলাণ্ডের ভাষায় cz, gz, sz; মাজ্যার বা হঙ্গেরী দেশের ভাষায় cs, ds, s; নরওয়ের ভাষায় kj, gj, skj। এই সকল ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণমালার ভাষার বই বা কথা রোমান অক্ষরে অনূদিত হইলে c=চ, j=জ, ś বা ç=শ, ṣ=ষ—এইরূপ সরল উপায়ে উক্ত বর্ণগুলি জানান হয়। যে সকল ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণ লাটিন বর্ণমালায় মিলে না, সেগুলি ফুট্‌কি-দেওয়া বা অপর কোনও বিশেষ চিহ্ন-দেওয়া হরফের দ্বারা জানান হয়। এই-রূপে একটি বিস্তারিত রোমান বর্ণমালার সাহায্যে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি, নাগরী ও আরবী লিপিতে যেমনটি লিখিত হয়, ঠিক তেমনি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গড়া একটি রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, এ কথা বলিতে হইবে।

আবার সাধারণ সাধারণ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি (sound) জানাইবার জন্য, রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন দুইটি ইউরোপীয় ভাষায় মিল নাই। k, l, p, q প্রভৃতি তিন চারটি বর্ণ ছাড়া আর বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ভাষাতত্ত্বের শাখা উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) নামক নবীন বিদ্যার পক্ষে, মানব-ভাষার সমস্ত প্রচলিত ও সম্ভাব্য স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি যথাযথ নির্দ্দেশ করে, এমন একটি মান বা sound-value যুক্ত অক্ষরমালার সাহায্য ভিন্ন একটুকুও চলা অসম্ভব। যেমন ইংরেজী Henryর উচ্চারণ 'হেন্‌রি', ফরাসীতে কিন্তু Henriর উচ্চারণ 'অঁরি'; রোমান অক্ষরে দুইটিই লেখা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে কত তফাৎ। উচ্চারণতত্ত্বের অনুযায়ী বানান রোমান অক্ষরে করিতে হইলে ইংরেজী Henry=[hen-ri], ফরাসী Henri=[ãri]। Siege—ইংরেজীতে [siidž] (সীজ্—dž=ইংরেজী জ), কিন্তু জার্ম্মানে [zi—gə] (জ়ী-গ্য—উল্টা ə=her এর er মত ধ্বনি); man—ইংরাজীতে [mæn] (ম্যান,—æ=অ্যা), জার্ম্মানে [man] (মান্), ফরাসীতে [mã] (মঁ)। উচ্চারণ ঠিক জানাইতে গেলে দেখা যায় যে, প্রচলিত রোমান অক্ষর একটু আধটু বদলাইয়া বাড়াইয়া না লইলে চলে না; কারণ, ইউরোপে এক অক্ষরের হরেক ধ্বনি বা উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য একটি Phonetic Alphabet অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই Phonetic Alphabet তৈরী করার মূলমন্ত্র হইতেছে one symbol, one sound: একটি অক্ষরে মাত্র একটি ধ্বনি, d—o=ডু, s-o=সো, এরূপ চলিবে না; (মেনেজার=ম্যানেজার, ইহাও এই নিয়মে unphonetic বানান); s+h তে 'শ' বা c+h তে 'চ'—এইরূপ দুই অক্ষর জুড়িয়া এক ধ্বনি—তাহাও চলিবে না। এইরূপ Phonetic Alphabet উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য ইউরোপে অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছু কাল হইল, পারিসের 'আসোসিআসিঅঁ ফ়নেতিক্ অ্যাঁন্তার্নাসিওনাল্' (Association Phonetique Internationale*) নামক সমিতি ইউরোপের ও অন্য দেশের ভাষার উচ্চারণ ঠিক ধরিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষর লইয়া ও তাহার দরে নূতন অক্ষর উদ্ভব করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী-

* Phonetic বানানে ইহা এইরূপ লিখিত হইবে—asosiasiɔ̃ fɔnetik æ̃ternasional।

সম্মত এক বর্ণমালার প্রচার করিতেছেন। তাহার দ্বারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দের কথিত (বা লিখিত) রূপ সেই ভাষার নিজের বর্ণমালার চাইতেও সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। ইউরোপে Phonetics সম্বন্ধে ও কোনও ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বই আজকাল লেখা হইতেছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা নাম আজকাল যখন ইংরেজী অক্ষরে লেখে, তখন দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষার চলিত উচ্চারণ ও বানানের রীতি ধরিয়া লেখে না। কিন্তু কিছু পূর্ব্বের ইংরেজী বইয়ে ও পুরাতন ইংরেজী কাগজপত্রে এ'দেশী নামের যে ইংরেজী বানান পাওয়া যায়, তাহা এখন আমাদের চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগে। Bridgenarran, Colly Kishto, Tuttobodheeney, Nana Furnvese, Hurrish, Chytun, Awlley Cawn, Sooraj Dowla প্রভৃতি বানানে 'ব্রজনারায়ণ, কালীকৃষ্ণ, তত্ত্ববোধিনী, নানা ফড়নবীস্, হরিশ, চৈতন্য, আলী খাঁ, সিরাজুদ্দৌলা' ইত্যাদি দেশী নাম পুরাতন ইংরেজী বই ও কাগজে পাওয়া যায়। Dacca, Burdwan, Chittagong, Cawnpore, Tagore, Law, Dawn প্রভৃতি বানান এ যুগের চিহ্নাবশেষ। আগেকার কালে ইংরেজ যখন নিজ অক্ষরে বিদেশী নাম লিখিতেন, তখন নিজের ভাষায় সেই অক্ষরের যেরূপ প্রয়োগ হইত ও নিজের কানে বিদেশী কথা যেমন শুনাইত, এবং নিজে যতটা তাহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সেই অনুসারে চলিতেন। সেইরূপ ফরাসী ও পোর্টুগীসও এ বিষয়ে নিজ নিজ ভাষার রীতি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্বের ও উচ্চারণতত্ত্বের চর্চ্চার ফলে, কোনও বিদেশীয় নাম বা শব্দ যখনও ইউরোপীয় কোনও বইতে আসিয়া পড়ে, তখন ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্ম্মান বা অন্য কোনও ভাষা অনুযায়ী বানানে লিখিত হয় না, প্রায়ই একটি মোটামুটি চলিত মান বা Standard ধরিয়া চলা যায় এবং সেই Standardটি বেশীর ভাগ বইয়ে এই—Vowels as in Italian, consonants as in English, অর্থাৎ a, e, i, o, u এর ইটালীয় উচ্চারণ, (আ, এ, ই, ও, উ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মোটামুটি ইংরেজী উচ্চারণ—এই অনুসারেই চলা হয়।

আলোচ্য বইখানি খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে বা তাহার কিছু পরে লিসবনে ছাপা, পোর্টুগীস পাদ্রীর লেখা। সে কালে কোথাও বাঙ্গালা ছাপার হরফ তৈরী হয় নাই, বাঙ্গালা বই ছাপাইতে গেলে রোমান অক্ষরের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রোমান কাথলিক পাদ্রীর কাছে হয় ত ইহা খুব সুখেরই কথা ছিল; কারণ, ইহার কিছু পূর্ব্বে গোয়ায় গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসনকর্ত্তারা দেশী বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, দেশী ভাষা উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় পোর্টুগীস চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, তখন ইউরোপে ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, উচ্চারণতত্ত্বের কথা দূরে থাক্; Phonetic Alphabetএর কথা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। পাদ্রী মানুএল্-দা-আস্‌সুম্‌সাউঁ পোর্টুগীস ভাষার প্রচলিত বানান অনুসারে, বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার কানে যেমন লাগিত, সেই রকম লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ রোমান অক্ষরে লেখা বই, অর্থাৎ পোর্টুগীস বই পড়িতে পারে, (সে কালে ইংরেজী বা ফরাসীর কোনও প্রভাব এ দেশে ছিল না) সে এই বইও পড়িতে পারিবে। কোনও বাঙ্গালী এই বাঙ্গালা বই আন্দাজে আন্দাজে পড়িয়া যাইতে পারেন; বানানের রীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব তাঁহার ভাষাজ্ঞান দ্বারা কতকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু পোর্টুগীস বানানের রীতি জানা থাকিলে রোমান অক্ষরে লেখা এই বাঙ্গালা বই পড়িয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই বই যদি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই বিষয়টিতে ইহা আমাদের তেমন কাজে আসিত না। বিষয়টি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)।

বাঙ্গালা ভাষার 'ব্যাকরণ', অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কি ছিল, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়। কেমন করিয়া বৈদিক সুপ্‌তিঙ্‌ প্রাকৃতে বিকৃত ও বহু স্থানে লুপ্ত হইয়া পড়িল এবং কেমন করিয়া আধুনিক ভাষাগুলিতে নূতন নূতন বিভক্তি আদি উদ্ভাবিত হইল, সে কথা বৈদিক ও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও পুরাতন যুগের বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি চর্চ্চা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটিই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত 'সাধু' বা 'শুদ্ধ' রূপ উহার প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে ; চীনা, প্রাচীন মিসরীয় প্রভৃতি ভাষা, যেগুলি বস্তুচিত্র (pictogram) বা ভাবচিত্র (ideogram) দ্বারা মুখ্যতঃ লিখিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে না খাটিতে পারে। উচ্চারণের ভেদ বা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে উচ্চারণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন পণ্ডিতেরা হয় ত উচ্চারণের 'বিকৃতি' বলিবেন ; কিন্তু এই 'বিকৃতি'ই ভাষার ব্যাকরণ বদলিয়া দেয়। উচ্চারণের উপরই ভাষার ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংস্কৃত সন্ধি পর্য্যায় জড়িত। তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Philology) চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক জটিল বিষয়, আদি আর্য্য-মাতৃভাষার অতি প্রাচীন অবস্থার উচ্চারণের আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক যুগের চলিত কথা-বার্ত্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্ত্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্য পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাঁহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অনু-শীলন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonologyর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় কি কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই ; অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। সংস্কৃতের বা বৈদিক ভাষার

উচ্চারণ কি ছিল, নানা উপায়ে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুএকটি খুটীনাটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। পাণিনির সময়ে সংস্কৃত 'অ'এর উচ্চারণ 'কণ্ঠ্য' বা 'বিবৃত' উচ্চারণ ছিল—অর্থাৎ আদিম যুগের ভাষায় 'অ' ইংরাজী 'father'এর 'আ'এর মত ছিল, তবে এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'আ'-কারের চাইতে একটু মৃদু উচ্চারিত হইত। পরে 'সংবৃত' উচ্চারণ ভাষায় দাঁড়াইয়া যায়, এই 'সংবৃত' উচ্চারণ ইংরেজী 'hut', 'her', 'china' প্রভৃতি পদের u, e, a র মত; এই উচ্চারণ এখনও হিন্দী, পঞ্জাবী, মরাঠী ও দ্রাবিড়-ভাষাগুলিতে আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় 'অ'এর চলিত উচ্চারণ 'hot'এর oর মত,—আবার অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে), একেবারে ও-কারের মত। কত দিন হইল, বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ আসিয়াছে? বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব' লোপ পাইয়াছে; 'অ'-কারের এই ও-ঘেঁষা উচ্চারণের সঙ্গে অকারান্ত অন্তঃস্থ 'ব'-এর অন্তর্ধানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? এবং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'এর লোপ কত দিন হইতে হইয়াছে? 'এ'কারের (=e), অ্যা (=æ) বা অ্যা-কার ঘেঁষা উচ্চারণই বা কত দিন হইল আসিয়াছে? 'র'-ফলার পূর্ব্বে 'শ'এর দন্ত্য উচ্চারণ (=s) কত দিনের? বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্য্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমেলে বিষয় সবই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উহাঁর বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,—ভাষা দখলের জন্য নয়, ভাষার ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য—ইউরোপে ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ ও ধাতুরূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা করা হয়, Phonology বা সেই ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কারণে তাহার ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন লইয়া তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়াই বেশী মাথা ঘামান হইয়াছে; ৪০০ পাতার একখানি বইয়ে হয় ত ২৫০ পাতা Phonology লইয়া, বাকীটুকু Morphology ও Syntax লইয়া। কারণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিন্যাসের সমস্ত গুপ্ত রহস্য তাহার উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বিষয়টি বিশেষ জটিল ও দুরূহ, এবং ইহার যথাযোগ্য আলোচনা ও সমাধান শিক্ষা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। ঠিক মত ধরিতে গেলে আমাদের দেশে ত একটি ভাষা নয়,—রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ, চট্টল, সকল স্থানেরই চলিত ভাষা স্ব স্ব প্রধান, উচ্চারণে, ব্যাকরণে স্ব স্ব মতাবলম্বী; ভিন্ন অক্ষরে লেখা হইলে হয় ত ওড়িয়া, মৈথিল, ভোজপুরিয়া, অসমিয়ার মত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। বাঙ্গালা সাধুভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, বরঞ্চ বাঙ্গালা সাধুভাষার অর্থাৎ আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ভাষারই উদ্ভব ইহাদের হইতে। বাঙ্গালা দেশের ভাষার ইতিহাস চর্চ্চা করিতে হইলে এই প্রাদেশিক

ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করা যত আবশ্যক, ইহাদের উচ্চারণ-রীতিরও আলোচনা সেইরূপ আবশ্যক। বাঙ্গালা উচ্চারণ বদলাইয়াছে, এখনও আমাদের চোখের সামনে আরও বদলাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরগুলি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ভাষার কি কি ধ্বনি জানাইত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন যুগে সেই সকল ধ্বনি কতটাই বা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, তাহা ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ নাই। বৈদিক ও সংস্কৃতের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, এবং 'প্রাকৃত' ও 'অপভ্রংশ' সম্বন্ধে সে কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা বানান বিষয়ে যেন নিরঙ্কুশ; এ বিষয়ে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বরাবর বাঙ্গালার চেয়ে সংযত। বৈদিক ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাগধী অপভ্রংশ পর্য্যন্ত কোন একটি পদ কেমন করিয়া রূপ বদলাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই পদটির 'খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে' যে গতি চলিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সেই পদটির ইতিহাস পর্য্যালোচনা আবশ্যক। যেমন 'লক্ষ্মী' এই পদটি; প্রাকৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্ব অবস্থায় ইহার উচ্চারণ ছিল 'ল-কৃষ্‌মী'; মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে এক আধুনিক বাঙ্গালায় 'লোক্‌খি', এইরূপ 'ম'কারহীন রূপ পাই; অসমিয়াতে 'লখিমী', মৈথিলে 'লখিমী', ওড়িয়াতেও মকার আছে। বাঙ্গালায় এই 'ম' লোপ কত দিন হইল হইয়াছে?* পুরাতন বাঙ্গালা বইয়ে 'লখিন্দর', 'লখাই' নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পুথি লেখার কালে আজ-কালের মত 'ম'-লুপ্ত উচ্চারণই ছিল। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কোন্ সময়ে অসমীয়া ও মৈথিলের মত এই 'ম' চলিত ছিল? ইহার উত্তর বাঙ্গালার পুরাতন পুথিতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাইরের কাহারও সাক্ষ্য এ বিষয়ে বড়ই কাজ দিবে, সকল সন্দেহ দূর করিবে। ফারসী বইয়ে এই প্রাচীন যুগের দুই চারিটি নাম লেখার ধরণ হইতে এই সাক্ষ্য আমরা পাইতে পারি। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'র মত প্রাচীন ফারসী ইতিহাসে যখন رای لکهمنیه 'রায় লখ্‌মনিয়হ্‌' এইরূপ বানানে লাক্ষ্মণেয় সেনের নাম পাই, তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় তেরর শতে বাঙ্গালা ভাষায় 'ক্ষ্ম'-এর 'ম' একেবারে লোপ পায় নাই। আবার لکهنوتی লখনবতী—বানান দেখিয়া বোঝা যায় যে, 'ম' এই যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হইত না; ইহার লোপ এই যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। আবার এই لکهنوتی লখনবতী دیوکوت দেবকোট نودیه

* এরূপ যুক্ত বর্ণে বাঙ্গালায় 'ম' লোপ পায় এবং অনেক স্থলে অনুনাসিক হইয়া যায়। প্রাকৃতে 'ম' লোপ পায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিপ্রকর্ষণ হয়; যেমন স্ম—স্মরণ=সরণ, সুমরণ। বাঙ্গালায় লোপই স্বাভাবিক, তবে সাধারণতঃ নূতন করিয়া আমদানী পণ্ডিতী শব্দের প্রভাবের ফলে চন্দ্রবিন্দু করিয়াই পড়া হয়। পদ্ম='পদ্দো'; সূক্ষ্ম=সুখুম, আধুনিক 'শুক্‌খ'। প্রাকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পণ্ডিতী বানানের একটা আপোষ হইয়াছে। ভাষার ইতিহাসের পক্ষে এই আপোষটুকুরও বিচার আবশ্যক।

নবদীঅহ্ বা نودیه নোবদীঅহ্ (সাহেবেরা আধুনিক ফারসী উচ্চারণ ধরিয়া লেখেন Nûdiah অর্থাৎ 'নূদিঅহ্') প্রভৃতি বানানে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তঃস্থ ব নির্ব্বাসিত হয় নাই, এখন যাহা 'লখ্‌নাবতী' বা 'লক্ষ্ণনাবতী', 'দেবকোট' ও 'নদীয়া' উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলির উচ্চারণে মুসলমান বিজেতাদের কানে ব-এর ধ্বনি আসিত, তাই তাঁহারা ফারসী و (=w, v) অক্ষর দিয়া লিখিয়াছেন।*

এইরূপ দুই চারিটি কথা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ দেশী শব্দের ফারসী বানান পুরাণ উচ্চারণ ধরিবার জন্য কতকটা সাহায্য করে। এই রকম বিষয়ে যেখানে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বইয়ের সাহায্যে মীমাংসা হওয়া শক্ত, সেখানে যদি বিদেশী বর্ণমালার সাহায্য পাই, তবে বড় কাজের হয়। ভিন্ন ধরণে তৈরী ফারসী কি আর কোন বিদেশী বর্ণমালার অক্ষরে, বাঙ্গালা শব্দের তখনকার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া লেখা রূপ যদি পাই, তাহা হইলে এ সকল সন্দেহের অনেকটা খণ্ডন হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আবার সেই কালে সেই বিদেশী ভাষার অক্ষরগুলির কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা জানা দরকার। ঈরান দেশের ফারসীতে আজ-কাল 'এ' 'ও', অর্থাৎ যাহাকে 'মজ্‌হুল্' উচ্চারণ বলে, তাহা অপ্রচল হইয়া আসিতেছে; তাহার স্থানে 'ঈ' 'ঊ' ('মঅরূফ্' উচ্চারণ) চলে; 'আ' সাধারণতঃ 'আও', 'আউ' বা 'উ'রূপে উচ্চারিত হয়; ব (w) সর্ব্বত্র v হইয়া গিয়াছে। ফারসী চার পাঁচ শ' বছর আগে কেমন করিয়া পড়া হইত, সে দিকে নজর না রাখিয়া বাঙ্গালা কথার ফারসী রূপ আলোচনা করিলে কোনও ফল হইবে না। মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহাশয় যে সকল আরবী (ফারসী) অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা পুথির কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি যদি খুব পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেগুলি বড়ই উপকারে লাগিবে। কিন্তু আরবী লিপির অসম্পূর্ণতা অনেক, ইহাতে স্বরবর্ণ ভাল করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত নাই, অনেক সময়ে স্বরবর্ণের রেওয়াজ থাকেই না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে রোমান অক্ষরগুলি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমাদের দেশী বর্ণমালার চাইতেও; কারণ, রোমান লিপিতে শব্দের প্রাণ স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও পৃথক্ করিয়া লেখা হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের পায়ের তলায়, পাশে, মাথায়, গায়ে লুকাইয়া থাকে না। এখন, রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, এমন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ী মার্কো পোলোর সময় হইতে এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এশিয়ার ও অন্যান্য মহাদেশের যেখানে যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি হইত, তাঁহারা সেখানকার সম্বন্ধে বই লিখিয়া, নক্‌সা আঁকিয়া

---

* এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। মুসলমান যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকার দরুন ইহাঁকে পুরাণ ফার্সী পুথি দেখিতে হইতেছে। ফার্সী বইয়ে যে সকল এ দেশী নাম পাওয়া যায়, সেগুলির যথার্থ আদিম ফার্সী রূপ আমরা পাই কি না, সে বিষয়ে রাখাল বাবু বিশেষ সন্দিহান। পুরাণ ফার্সী 'তোগ্‌রা' ছাঁদে লিখিত হইত, বিশেষতঃ নামগুলি; এবং পুথি নকল করিবার সময় নকলনবীসেরা অনেক সময়ে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ধরিলেও, অনবদ্য যে সাহায্য ফার্সী বই হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

নিজেদের দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বইয়ে এবং খ্রীষ্টীয় সতেরর শতে ভারতবর্ষের যে কতকগুলি ম্যাপ্ ইটালী ও হলাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এ দেশী নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের কাজে আসিবে।* রোমান অক্ষরে লেখা প্রাচীন বাঙ্গালার কোনও বই যদি আমরা পাই এবং সেই বইয়ে যদি বাঙ্গালা উচ্চারণের—বাঙ্গালা বানানের নয়,—একটা মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি ঠিক এই প্রকারের; তবে ইহা খুব বেশী পুরাতন নয়। খ্রীষ্টীয় ১৭৩৫ সাল, এখন হইতে ১৮২ এক শ' বিরাশী বছর, মোটামুটি ইহাকে শ' দুই বছরের আগের সময়ের ভাষার নমুনা হিসাবে ধরিতে পারা যায়। বইখানির মুখপত্র নাই; পোর্টুগীস ভাষায় একটি ছোট ভূমিকা আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাওয়ালে (Ba-[va]l) লেখা হইয়াছিল। ভাওয়ালের কাছে 'নাগরী'† বলিয়া একটি জায়গার বিষয় উল্লেখ আছে। সুশীল বাবু বইয়ের যে অংশটুকু পত্রিকায় তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা পাওয়া যাইবে। বইখানিতে পোর্টুগীস ভাষায় রচিত একটি গুরু-শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। অনুবাদক পাদ্রী আস্সুমসাওঁ ঢাকা অঞ্চলের চলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষা পূর্ব্ববঙ্গে দুই শ' বৎসর পূর্ব্বে চলিত ভাষার সুন্দর নিদর্শন। উচ্চারণে, ব্যাকরণে, কথার ঢঙে এ ভাষা একেবারে পূর্ব্ববঙ্গের, এবং বইখানি বাঙ্গালা উচ্চারণের আলোচনার পক্ষে সহায়ক বলিয়া অমূল্য।

বাঙ্গালা কথাগুলি পোর্টুগীস রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। পোর্টুগীস উচ্চারণ ও বানানের নিয়ম ইংরেজী হইতে অনেকটা আলাদা; সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। পোর্টুগালের রাজধানী লিসবনের আধুনিক উচ্চারণ পাইয়াছি; দু শ' বছর আগেকার উচ্চারণটি সব জায়গায় ঠিক কেমন ছিল, জানিতে পারি নাই, তবে একটু আধটু তফাৎ হইলেও মূলে আজকালকার মতই ছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই দুশ' বছরে উচ্চারণ বিষয়ে এক

* গ্রীকদের যুগে যখন ভারতীয় নাম গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা লিখিতেন, তখনকার সেই বিদেশী রূপ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতে তখন চ-বর্গীয় বর্ণগুলির দুই রকম উচ্চারণ ছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় নামের গ্রীক বানানে সে কথা কতকটা সমর্থিত হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রবন্ধ The Pronunciation of the Prakrit Palatals, JRAS, 1913, ৩৯ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ লিখিত প্রবন্ধ—"চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† এই 'নাগরী' সম্বন্ধে কলিকাতা, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের রোমান কাথলিক গির্জ্জার পাদ্রী ওস্টর্স্ সাহেব (the Rev. Father L. Wauters, S. J.) আমায় বলিয়াছেন যে, নাগরী ভাওয়ালের ১৭।১৮ মাইল দূরের একটি জায়গা, সেখানে একটি পুরাতন গির্জ্জা আছে ও ঐ স্থান এ দেশে কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি পুরাতন কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজী ও ফরাসীর যা কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপের অন্য ভাষাগুলি এ বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল।

১। a, e, i, o, u—accent বা ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত হইলে, যথাক্রমে = আ, এ, ই, ও, উ।

২। a, e, o—মৃদু উচ্চারিত হইলে যথাক্রমে 'অ্য' (অর্থাৎ ইংরেজী 'her'এর eর মত), ই, উ। যেমন chuva = chúva = শু—ভ্য (বৃষ্টি); padre = পাদ্রি (পাদ্রি); vento = ভেন্তু (বাতাস); amamos = অ্য-ম্য-মুশ্ (ভালবাসি), amámos = অ্য—মা-মুশ্ (ভালবাসিয়াছি); desejóso = দি-জি-ঝো—জু (ইচ্ছুক)।

৩। ai = আই; aho (পদান্তস্থ) = আই; ei = এই; eu = এউ; ou = ওউ, উ; oi = ওই; ao (পদান্তস্থিত) = আউ: pão = পাঁউ (রুটী)।

৪। ca, co, cu = কা, কো, কু; ce, ci = সে, সি (s); ç = স (s)।

৫। ch = শ, ষ (লিসবনের ভাষায়)। প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'চ'*, এই উচ্চারণ উত্তর-পোর্টুগালের ত্রাস্-ওশ্-মন্তিশ্ (Tras-os-montes) প্রদেশে এখনও প্রচল আছে। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লেখা হইয়াছিল, তখন 'চ' ছিল, কি 'শ' হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই; তবে বাঙ্গালা 'চ' জানাইবার জন্য chএর যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, sও তেমনি পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণ দুইই বোধ হয় তখন চলিত ছিল এবং হয় ত তখনও দন্ত্য ts বা s জাতীয় উচ্চারণ তালব্য 'চ'কে একেবারে অপ্রচলন করিতে পারে নাই। এই সময়ে chএর উচ্চারণ 'চ'ই ছিল ধরিয়া লইতে পারা যায়।

৬। d = দ; f = ফ. (= ফারসী ف)।

৭। ga, go, gu = গ; gue, gui = গে, গি; gua, guo = গুআ, গুও।
ge, gi = ঝে., ঝি. = ফরাসী j, ইংরেজী zh বা ফারসী ژ।

৮। h প্রায় সর্ব্বত্রই অনুচ্চারিত।

৯। j ফরাসীর মত = ঝ, zh,—z নয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে', বাঙ্গালা জ = z, ইংরেজীর মত jর ব্যবহার নাই।

১০। বিদেশী শব্দ ভিন্ন অন্যত্র kর ব্যবহার নাই।

১১। l = ল; lh = ল্য, কতকটা ঞ্চএর মত; = স্পেনীয় ll, ইটালীয় gl.

১২। m = ম, যখন পদের আগে বা দুইটি স্বরের মাঝে থাকে। পদান্তস্থিত m = ঁ; bom = বোঁ (ভাল), um = উঁ (এক)।

১৩। n = ন; ইহার প্রয়োগ m এর মত; তবে পদান্তস্থিত n, যখন অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তখন ইহার রূপ ~ হইয়া যায়, ও চন্দ্রবিন্দুর মত এই চিহ্ন স্বরের মাথায়

* F. Diez—Grammaire des Langues romanes, vol. I., পৃঃ ৩৫৮।

বসে। ~ চিহ্নের পোর্টুগীস নাম 'তিল্' (til)। যেমন cão (=cano)=কাউ (কুকুর); Camoẽs (Camoens) কামোইঁশ্ (পোর্টুগালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম)। pão=পাউ (অর্থে রুটী, বাঙ্গালায় পাউরুটী); botão=বোতাউ=বোতাও, বোতাম [ইংরেজী button 'ব্য-ট্‌ন্' হইতে বাঙ্গালা শব্দ আসে নাই]। nh=ঞ, স্পেনীয় ñ, ইটালীয় ও ফরাসী gn; senhor=সেঞোর (মহাশয়)।

১৪। p=প।

১৫। q=ক; qua, quo=ক্বা, ক্বো; que, qui=কে, কি।

১৬। r=র (বাঙ্গালার মত, ইংরেজীর মত ড়-ঘেঁষা র নহে)।

১৭। s=স; দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে জ. (z) এর মত উচ্চারিত হয়। পদান্তস্থিত ও অক্ষরের (সিলেব্‌লের) শেষে s 'শ', এবং এই অবস্থায় ঘোষবর্ণ (b, d, g) ও mএর পূর্ব্বে থাকিলে ঝ. (zh) এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন gostos=গোশ্‌তুশ্ (সুখ); esta=এশ্‌তা (আছে); pasmo=পাঝ্.মু (আশ্চর্য্য); dezde=দেঝ্.দি (তৎপর)।

১৮। t=ত (ট নহে); v=ভ., ব (ওঅ); w নাই।

১৯। x=সাধারণতঃ শ; কিন্তু ক্স্, স (s), জ. (z) উচ্চারণও দেখা যায়।

২০। y বিরল, যেখানে মিলে, সেখানে=ই।

২১। z=জ.; কিন্তু luz=লুশ্ (আলো) cruz=ক্রুশ্।

এই বইতে রোমান অক্ষরে উপরে লেখা উচ্চারণ-মত বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে। এখনও গোয়াতে ওই রকমের বানানে রোমান হরফে কোঙ্কণী ভাষা লেখে। এই ভাষায় ইহাদের খবরের কাগজ প্রভৃতিও বাহির হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষরগুলি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' এইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বানানের নিয়ম বেশ বাঁধা-বাঁধির সঙ্গে সব জায়গায় পালিত হইয়াছে।

স্বরবর্ণ

১। অ। (ক) অ=প্রায় সর্ব্বত্রই o: যেমন debota (দেবতা), proloe (প্রলয়), orth (অর্থ), xotontro (স্বতন্ত্র, 'শতন্ত্র'), odibax (অধিবাস), poromexor (পরমেশ্বর)। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রকাশিত বাঙ্গালার ম্যাপে—Sirote (সিরটে=শ্রীহট্ট), Sornagam (স্বর্ণগ্রাম), Cospetir (গজপতি), Gouro (গৌড়), Mog-eu (=মগ-দেশ) প্রভৃতি নাম দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গালা 'অ' ২৫০ বছর আগেও ইউরোপীয়দের কানে 'o'র মত লাগিত। কিন্তু বাঙ্গালা 'অ'কারের এই oর মত উচ্চারণ আরও পূর্ব্বে ছিল; পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতে 'ও'কার 'অ'কারের অদল-বদল দেখা যায়।

অ কারের 'অ' উচ্চারণ এ দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক গোয়ানীজেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। যেমন গোয়ানীজ sorop=সরপ (সর্প); chicol (চিকল, প্রাকৃতে চিখিল্ল)=পাঁক; udoc=জল, vinot=বিনতি, patoc=পাতক।

(খ) কিন্তু দুই চার জায়গায় 'অ'র প্রতিরূপ a ও পাওয়া যায়; এরূপ উদাহরণ কিন্তু খুব বিরল; habilax (অভিলাষ), naroq (নরক), zianta, zianta (জীয়ন্ত), raqhia (রক্ষা), tomara (তোমরা), laxcor (লস্কর)।

(গ) আবার পূর্ব্ববঙ্গসুলভ 'অ'কার স্থানে 'উ'কারের প্রয়োগও দুএক স্থানে পাওয়া যায়; অকার হইতে ওকার, এবং ওকার হইতে উ। xuhor (শুহর=শহর); bidhuba (বিধুবা=বিধবা); puxu (=পশু); munixie (মুনিষ্যিয়ে=মনুষ্যে; 'মুনিস' পশ্চিমবঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এখানে এই কথাটি কলিকাতার 'মনিষ্যি'র রূপভেদ); xubhaie xubhai que doea core (সুভায়ে সুভাইকে দয়া করে=সবাই সবাইকে দয়া করে)। এ স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের 'মুশয়', বঙ্গের অন্যত্র 'মোশাই, মশাই, মশায়'; বুন্=বহিন্, ব'ন্, বোন্ প্রভৃতি পদ তুলিত হইতে পারে। [সংস্কৃত বক্ষঃ=চলিত বাঙ্গালা 'বুক'; হলদ—হলুদ, আগণি হইতে আগুন, ছাঅনী হইতে ছাউনী, গণ হইতে গুণা প্রভৃতি অনেক কথায় 'অ' স্থানে আধুনিক বাঙ্গালায় 'উ' পাওয়া যায়]। 'ও'কার দ্রষ্টব্য।

(ঘ) দুই চারি স্থলে যুক্তবর্ণের পর বাঙ্গালায় যেখানে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা হয় নাই; orth (অর্থ), xingh (সিংহ)।

২। আ=a; পদের অন্তে অনেক স্থলে à; bhat (ভাত), capor (কাপড়), noiracar (নৈরাকার, নিরাকার), paibe (পাইবে), tarona (তাড়না), corilà (করিলা), doeà (দয়া), cothà (কথা), buzhilàm (বুঝিলাম)। এই মাত্রা (accent) চিহ্ন দেওয়া à লিখিবার কারণ পোর্টুগীস বানান (২) এর সূত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। ই, ঈ। (ক) i : booti (=ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), xidhi (সিদ্ধি), bari (বাড়ী)। দুই এক জায়গায় কথার শেষে í পাওয়া যায়—deqhí (দেখি) ইত্যাদি।

(খ) e, é; খুব কম। (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য)। padre (পাদ্রি), ebate (ইহাতে)।

(গ) tthay (ঠাঁই)—এই শব্দে ই=y।

৪। উ, ঊ। (ক)=u : buzhila (বুঝিলা), crux (ক্রুশ), rup (রূপ), nirupon (নিরূপণ), du (দু)।

(খ)=o (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) অনুসারে): tomi (তুমি), xori, chori (চুরি, চোরী ?), boicontte (বৈকুণ্ঠে), gopto (গুপ্ত), bhoq (ভুখ), xoibar (শুইবার), xonia (শুনিয়া), boxto (বস্তু), xonilam (শুনিলাম), xondor (সুন্দর; কলিকাতায় ছোট ছেলেরা 'শোন্দোর্' বলে)।

৫। ঋ। বাঙ্গালায় অক্ষরটির নাম 'রি' হইলেও ইহার নানা উচ্চারণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ঋ-স্থানে re, ri, er, ir, or, ro এবং e—এতগুলি পাওয়া যায়। পাদ্রী সাহেব যে বাঙ্গালার উচ্চারণ কানে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। crepa (কৃপা), obretha (অবৃথা=বৃথা), ('ব্রেত' বানানের মত), xrixtti (সৃষ্টি), omerto (অমৃত—কলিকাতার 'অমের্ত্তো' শুনা যায়), birdho (বৃদ্ধ), ghirna (ঘৃণা—ঘিরনা হইতে ঘিন্না, কলিকাতায় 'ঘেন্না'), mirtica (মৃত্তিকা), porthibi (পৃথিবী), prothoqhie ('প্রথক্যে'—পৃথকে; 'প্রথক্যে' ১৮০০ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বাইবেলে আছে); tetio (তৃতীয়)। গোয়ানীসে 'ঋ'র জন্য ur, ru ব্যবহার করে; ইহা মরাঠী উচ্চারণের অনুরূপ—curpa (কৃপা), druxtti (দৃষ্টি)।

৬। এ=e, é; é (মাত্রা দেওয়া) ব্যবহারের কারণ পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য। পোর্টুগীসে e=এ, এবং কতকটা 'অ্যা'-ঘেঁষা এ, ঠিক 'অ্যা' নয়—দুইই আছে। বাঙ্গালায় 'এ'-কারের তিন প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু এই বইতে কোনও পার্থক্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। zeno (যেন), etobar (এতবার), xorirer (শরীরের), cale (কালে), ebong (এবং), ehi (এই), lengra (লেঙ্গড়া)। বাঁকা 'এ'র উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে বাঁকা এ ছিল; যেমন beoa (বেঁকা=ব্যাকা=বাঁকা)। 'খেদাইয়া' লিখিবার জন্য এক স্থানে cadaia লেখা হইয়াছে; এখানে বোধ হয়, বাঁকা 'এ' a দ্বারা জানান হইয়াছে।

৭। ঐ=oi: boicontte (বৈকুণ্ঠে), noiracar (নৈরাকার), hoilo (হৈল, হইল)।

৮। ও। (ক)=o,ó: ghoxanio (গোসাঞি), xonó (শোনো), golam (গোলাম), tomare (তোমারে) ইত্যাদি।

(খ)=u: 'অ'কার দ্রষ্টব্য; nuq dia cazuaite (নুক [নখ] দিয়া খাজোয়াইতে) (খাওজাইতে=চুলকাইতে); xudhon (শোধন), zut (জ্যোৎ, জ্যোতি), xuag (সোহাগ), muta (মোটা)। ওকার স্থলে 'উ' বাঙ্গালা পুথিতেও পাওয়া যায়।

৯। ঔ=ou: houq (হৌক), choudo (চৌদ্দ); choqui (চৌকী—এই শব্দে ঔ=o; হয় ত তখন 'চোকী' বলিত)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। ক। পদের আদিতে ও মধ্যে 'আ'কার, 'ও'কার, 'উ'কারের পূর্ব্বে থাকিলে ক=c; অন্তে থাকিলে q; que, qui=কে, কি। k নাই। এক Christ, Christiaõ (ক্রিস্তাঙ, ক্রিস্তান) শব্দে 'ক'এর স্থানে ch এর ব্যবহার; এটি লাটিন বানানের অনুকরণে। crepa (কৃপা), coina (কয়া, কন্যা), xocol (সকল), tthaour (ঠাকুর), cotha (কথা); houq (হৌক্), eq (এক), noroq (নরক), thaouq (থাকুক্); queno (কেন), thaquia (থাকিয়া)। ohonqhar (অহঙ্কার); buq (বুক), কিন্তু buqhe (বুকে); দুই এক স্থলে এইরূপ ক=qh ও দেখা যায়; 'বুখে' উচ্চারণ হইত কি? অর্থাৎ বক্ষঃ (বক্ষস্) শব্দের প্রাকৃত রূপ (বক্খ) তখন পুরাপুরি বাঙ্গা। (বুক) হইয়া যায় নাই কি? 'ক' স্থানে 'গ' এই এক জায়গায়

মিলে ; pag-porox (পাগ পরশ=পাকস্পর্শ)। পূর্ব্ববঙ্গের 'হগল' (সকল), ও বাঙ্গালা 'কাগ', 'বগ' তুলনীয়।

১১। খ্=qh : zoqhon (যখন), qhoda (খোদা), qhaibar (খাইবার), xeqhane (সেখানে)। দুই এক স্থানে c, q : ooraq (খোরাক), calax (খালাস), cadala (খেদাইয়া), cazuaite (খাজোয়াইতে, খাওয়াইতে), racoal, raqoal, আবার raqhoal, rahoal (রাখোয়াল, রাখাল শব্দের পুরাণ রূপ); rahoal বানান পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ক' বা 'খ'এর 'হ'এর মত উচ্চারণের অনুসারে।

১২। গ্=g, কথার আগে ; gu—'এ'কার ও 'ই'কারের আগে, এবং কদাচিৎ gh। guru (গুরু), golam (গোলাম), onugroho (অনুগ্রহ), goroz (গরজ); guelen (গেলেন), amardiguere (আমারদিগেরে), xorgue (স্বর্গে), xongue (সঙ্গে); aghe (আগে), ghoxanio (গোসাঞি)।

১৩। ঘ্=gh ; কচিৎ g ; ghuchauq (ঘুচাউক্), ghirna (ঘৃণা), ghor (ঘর); gori (ঘড়ি)।

১৪। ঙ—ng ; (ঙ=ঙ্গ); ngh ; ngn ; xingh (সিংহ), angul (আঙ্গুল), gori tauguibar (ঘড়ি টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)। ওঅটস্ সাহেবের কাছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' বইয়ে christiaõ (=ক্রিস্তান) শব্দটি বাঙ্গালা হরফে 'কৃস্তাঙ' ছাপা দেখিয়াছি। õ=ওঁ=ঙ ; পুরাণ বাঙ্গালায় 'ঙ'র উচ্চারণ 'ঁ' (=ওঁঅ, উঁঅ) ছিল।

১৫। চ। (ক)=ch : uchit (উচিত), cholo (চল), totacho (তথাচ), ghuchilo (ঘুচিল), prachit (প্রাচিৎ=প্রায়শ্চিত্ত), chinia (চিনিয়া)।

(খ) s : sinio (চিহ্ন, 'চিন্ন'), sair (চার=চারি ; chair পাওয়া যায়) ; xausa (সাঁচা), panse (পাঁচে), setona (চেতনা), sinta (চিন্তা)।

(গ) x (অর্থাৎ 'শ') : দুই এক জায়গায় মাত্র, অতি বিরল। xacri (চাকরী), xori (চুরি), banxilo (বাঁচিল)।

পূর্ব্ববঙ্গে 'চ'-কারের উচ্চারণ ২০০ বছর আগে কি ছিল—তালব্য অর্থাৎ ইংরেজী chএর মত, না দন্ত্য অর্থাৎ ts এর মত, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দুই উপায়ে 'চ' নির্দ্দেশের চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে, দুই উচ্চারণই ছিল, তবে পোর্টুগীসে chএর উচ্চারণ এই সময়ে কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। s অপেক্ষা ch এর প্রয়োগ বেশী দেখা যায়, আবার একই কথা (যেমন চার) ch, s দুই দিয়াই লেখা পাওয়া যায়। 'চ'র জন্য x বোধ হয় ভুল করিয়া sএর বদলে লেখা হইয়াছিল। ফার্সী چاتگام 'চাতগাম্' (চাটগাঁ), چاند راي 'চান্দ্ রায়', প্রভৃতি বানানে পূর্ব্ববঙ্গের নামে چ অর্থাৎ তালব্য 'চ'ই পাওয়া যায়।

১৬। ছ্=s, ss, সর্ব্বত্রই। পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে সাধারণ

নহে। হিন্দী শব্দের স (s) জানাইবার জন্য পুরাণ বাঙ্গালায়ও 'ছ' ব্যবহার হইত; 'ত্রৈছন', 'জৈছন', 'আলোছে' প্রভৃতি পদ দেখিয়া ইহা বুঝা যায়। কিন্তু musalman এই পদের বাঙ্গালা রূপ 'মোছলমান' লেখার ফলে, কলিকাতা অঞ্চলে 'ছ'এর s উচ্চারণ রীতি প্রবল না থাকায়, 'মোচোরমান্' এইরূপ শুনা যায়, ইহাকে 'সাধু' করিবার চেষ্টায় 'মুষল্-মান্'। saoal (ছাওয়াল), saria (ছাড়িয়া), assilo (আছিল), paiassilo (পাইয়াছিল), soee (ছয়ে), asse (আছে), casse (কাছে), bossor (বছর), xoiasso (সহিয়াছ)। কথার আদিতে s, মধ্যে ss।

১৭। চ্ছ=ch, cch; icha, iccha (ইচ্ছা)। 'চ্ছ'র দন্ত্য উচ্চারণ কখনও হয় না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, বি-এল মহাশয় পুরুলিয়া হইতে যে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দী ছ পাছে বাঙ্গালায় s হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি 'চ্ছ' ছাপাইয়াছেন।

১৮। জ, য=z: zaoa (যাওয়া), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা), xurzier zut (সূর্য্যের জুৎ=জ্যোতি), carzio (কার্য্য), axchorzio (আশ্চর্য্য), zorom (জরম=জন্ম)। পোর্টুগীসে 'জ' ছিল না; জ'র ধ্বনি ছিল zh; এই জন্য কখনও j দিয়া 'জ' জানান হয় নাই। কেবল পোর্টুগীস নাম Joäo (ঝোআউ=যোহন, জন্) বাঙ্গালা অংশে j দিয়া লিখিত হইয়াছে।

১৯। ঝ=zh: buzhan (বুঝান)।

২০। ঞ=খুব কম; ni-, nio দ্বারা জানান হইয়াছে; ghoxanio (গোসাঞি)।

২১। ট=tt, t; বোধ হয়, যেখানে লেখক অনবধান হইয়াছিলেন, সেইখানেই কেবল একটা t লিখিয়াছেন। গোয়ানীজ ভাষায়ও সর্ব্বত্রই ট=tt, তদ্রূপ ড=dd। drixtti (দৃষ্টি), bettibar (ভেটিবার), chattilo (চাটিল), noxtto (নষ্ট); muta (মোটা), tanguibar (টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)।

২২। ঠ=tth; tthacur (ঠাকুর), tthay (ঠাঁই), utthibar (উঠিবার)। 'ঠ' বেশী পাওয়া যায় না।

২৩। ড=dd; ddaquite (ডাকিতে), ddacait (ডাকাইত), monddob (মণ্ডব, মণ্ডপ)।

২৪। ঢ পাই নাই; ণ এর বাঙ্গালায় বর্ণমালা ছাড়া অন্যত্র অস্তিত্বই নাই। যেখানে বানানে আছে, সেখানে রোমান অক্ষরে n দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইউরোপে আজকাল মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি ফুটকি দেওয়া অক্ষরের সাহায্যে লেখা হয়; ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ, ṣ।

২৫। ত=t: hoite (হৈতে, হইতে), proti (প্রতি), tini (তিনি), hat (হাত); কচিৎ বোধ হয় ভুলক্রমে tt লেখা হইয়াছে।

২৬। থ=th; t; এবং tt: axtha (আস্থা), thaquilen (থাকিলেন), zothartho (যথার্থ), ath (হাথ, হাত); totacho (তথাচ), onat (অনাথ); axtta (আস্থা)।

২৭। দ=d; dunia (দুনিয়া), drixtti (দৃষ্টি), amardiguer (আমারদিগের); কিন্তু xadha phul (সাদা ফুল), monddo (মন্দ) —এইরূপ দুই এক স্থানে dh ও dd লেখা হইয়াছে; বোধ হয় অনবধানতার জন্য।

২৮। ধ=dh, d: bidhuba (বিধবা), xudhon (শোধন), xudhu (শুধু), moidhe (মধ্যে, মৈধ্যে), badit (বাধিত), xondhe (সন্দেহ, 'ন্দ এর সঙ্গে 'হ' যোগে—তুং বিভা=বিবাহ), odibax (অধিবাস)।

২৯। দ্ধ=dh; d; xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), moidhe (=মদ্ধে, মৈধ্যে)।

৩০। ন=n; সর্ব্বত্র। Nagori (নাগরী), sinta (চিন্তা), setona (চেতনা)।

৩১। প=p; proti (প্রতি), zope (জপে); কিন্তু ophrad, oprad (অপরাধ), দুইই পাওয়া যায়; এবং 'মণ্ডপ' স্থলে monddob।

৩২। ফ=ph: nophor (নফর), phol (ফল)। 'ফ'কে f দিয়া কোথাও জানান হয় নাই। আজকাল কিন্তু বাঙ্গালায় ফ (ph) এর f উচ্চারণ খুব শোনা যায়, এবং তাই Fani, Profullo, Fotik প্রভৃতি বানান অনেকে লেখেন। এই বইয়ে কেবল দুই একটী বিদেশী নামে f পাইয়াছি; যেমন Francisco।

৩৩। ব=b: কচিৎ bh; bine (বিনে), dibà (দিবা), bhanaite (বানাইতে), xorbo (সর্ব্ব), xubhaie (সবাইয়ে—পুরাণ বাঙ্গালায় 'সভে'), bibhao (বিবাহ, 'বিভাও')।

৩৪। ভ=bh; bও পাওয়া যায়। bhoq (ভুখ), bhaguio (ভাগ্য), bhalo (ভাল), bhut (ভূত), labh (লাভ), bhozona (ভজনা), bhocti, bocti (ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), Baval (ভাওয়াল)। 'ভ'এর জন্য v ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল Protiva (প্রতিভা), shova, sova (সভা), Vromor (ভ্রমর), Visma (ভীষ্ম), Shulov (সুলভ) Vandar (ভাণ্ডার) প্রভৃতি বানানের কারণ এই যে, ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirate) 'ভ'এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে; ভ=bh (যেমন সভা='সব্‌হা')কে আমরা বহু স্থলে (অন্ততঃ দক্ষিণবঙ্গে) ইংরেজীর vএর সঙ্গে একই মনে করি। Government, Viceroy, Victoria প্রভৃতি হিন্দী ও গুজরাতীতে গবর্নমেন্ট, বায়সরায়, বিক্টোরিআ রূপে লেখে; মরাঠীতে অন্তঃস্থ ব-এ হ-কার যোগ করে; অর্থাৎ মরাঠীতে ‍ৱ (wh)=v; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ভ' লেখা হয়। এইরূপ 'ফ'এর f ও 'ভ'এর v উচ্চারণ এ দেশে খুবই সম্প্রতি আসিয়াছে, এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ছেলেপিলেদের মুখেই বেশী শুনা যায়। অনেকে bh ভাল করিয়া জোর দিয়া বলিতেই পারে না; একটী ছেলেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার সময় 'সুধীভ্যাম্' কিছুতেই ঠিক উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না; যত বলি—[sud-hib-hyām], সে বলে, [sú-dhiv-væm]—(æ=অ্যা)। বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু বাঙ্গালায় যে ভএর v উচ্চারণ আসিয়াছে, তাহা স্বীকার করেন না।

৩৫। ম=m; poromo nirmol (পরম নির্ম্মল), dhorm (ধর্ম্ম), dibam (দিবাম্)।

৩৬। য়=e; xomoe (সময়), hoe (হয়, হএ), soee (ছয়্এ, ছয়ে), hoen (হয়েন), doea (দয়া)। আগেকার বাঙ্গালায় প্রকৃতপক্ষে 'য়' [y] ছিল না; syllable এর শেষে থাকিলে, এ-কারের মতই শুনাইত; পুরাতন পুথিতে ও ছাপা বইয়ে 'হএ, লএ, হএন, সমএ' পাওয়া যায়। এখন কেবল 'অ' ও 'আ' এবং 'এ' ও 'অ্যা'র পরেই 'য়'-কারের অস্তিত্ব আছে; যেমন হয়্, আয়্, মায়া, নীচেয়, দেয়; অন্যত্র যে স্বরকে আশ্রয় করে, সেই স্বরেই লোপ পায়। 'য়ি' 'য়া' = 'ই' 'আ'। বাঙ্গালায় যার [yār] (=বন্ধু), ইআর [iār] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মান নাম Jacobi (যাকোবি) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাষার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 'ইয়াকোবি' লিখিয়াছেন। 'য়ু' [yu] উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাড়া অপরের মুখে 'উ'। এই জন্য 'ইওরোপ ইউরোপ,' 'য়ুরোপ' অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালা বানান।

loya—এই কথাটীতে যে y পাই, তাহা iএর বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে; =loia (লইয়া, লয়্যা)।

৩৭। র=r: rup (রূপ), tor (তোর), ghore (ঘরে)। দুই চারিটী পণ্ডিতী কথায় 'শুদ্ধ উচ্চারণ' করিবার জন্য বাঙ্গালায় যেমন অনাবশ্যক 'র' আসিয়া পড়ে (যেমন 'সাহার্য্য', 'চিন্তার্পিত'), সেইরূপ রোমান বানানেও দুই এক স্থলে 'র'এর আগম আসিয়া গিয়াছে; যেমন zirbha (জির্ভা=জিহ্বা), zormo, zormilen (জন্ম, জন্মিলেন) 'জর্ম্ম' রূপটী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চর্ম্ম প্রভৃতির সাদৃশ্যে; ধম্ম, কম্ম, চম্ম প্রভৃতি প্রাকৃত রূপের মূল যদি রেফযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'জম্ম'রও হইবে না কেন? 'জরম'=জনম, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে; এই শব্দটি নূতন করিয়া তৈয়ারী 'বর্ণচোরা' 'জর্ম্ম' শব্দের বিপ্রকর্ষণে জাত। (কিম্বা 'ন' স্থানে 'র' আসিয়া গিয়াছে; 'নীলদর্পণের' তোরাপ মণ্ডলের 'কবিতা-নচন' মনে করাইয়া দেয়)।

৩৮। ল=l; labh (লাভ), xocol (সকল), guelo (গেল)।

৩৯। ব়=ওঅ, ওয়; oa, v; raqhoal (রাখোয়াল), Baval (ভাওয়াল)।

৪০। শ, ষ, স—তিনটীর উচ্চারণ শ = x; xocol (সকল), xotro (শত্রু), xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), xex (শেষ)। পোর্টুগীস বানান অনুযায়ী orucer (=ক্রুসের) কথায় ce='সে' পাই। বাঙ্গালায় স্ত, স্থ, স্ন, শ্র স্র স্ব প্রভৃতি স্থানে s উচ্চারণ আসে। কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই শ; স্ত, স্থ, স্র সবই শ্ত, শ্থ, শ্র; হয় ত স্ত স্থ প্রভৃতির s যুক্ত উচ্চারণ হালের। boxto (বস্তু), axtha (আস্থা), xtob (স্তব), xtan (স্থান), xirzon (সৃজন), xrixtti (সৃষ্টি), xaxtro (শাস্ত্র; কিন্তু xastor—s দিয়া বানানও এক জায়গায় দেখিয়াছি)।

'চ' এর জন্য ch, s না হইয়া দুই তিন স্থানে যেমন x (শ) পাইয়াছি, সেই প্রকারে 'শ'-এর জন্য x এর বদলে ch লেখাও এক আধ জায়গায় পাইয়াছি; যেমন tamacha (তামাশা)।

৪১। হ=h ; hoe (হয়), cohila (কহিলা), hate (হাতে), chahix (চাহিস্), taha (তাহা), ohonqhar (অহঙ্কার, অংখারে 'খ' আসে, সেই জন্য বোধ হয় দুই রূপের মধ্যে পড়িয়া 'অহঙ্কার' qh দিয়া)। পোর্টুগীসে h উচ্চারিত হয় না, তাই খালি পোর্টুগীস ধরণে বানান mahia, maiha (মাইয়া = মেয়ে), habilax (অভিলাষ) এ h আসিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক 'h' দেওয়া বানান গোয়ানীজেও দুই একটী কথায় দেখিয়াছি: haz (হাজ = আজ), hostori (অস্তরী = স্ত্রী)। পূর্ব্ববঙ্গে আবার 'হ'এর উচ্চারণ অতি মৃদু ; অনেক স্থলে লুপ্তও হয় ; সেই কারণে ath (= হাত), auxite (হাঁসিতে, হাসিতে), xuag (সোহাগ) বানানও পাইয়াছি।

৪২। ড়=r,rr ; porrite (পড়িতে), tarona (তাড়না), boro (বড়), bari (বাড়ী), capor, caporr (কাপড়), eria (এড়িয়া)। 'ড়' এখন পূর্ব্ববঙ্গে শুনা যায় না। কিন্তু rr দিয়া ড় লিখিবার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, 'ড়' তখন একেবারে সব জায়গায় 'র' হইয়া যায় নাই। 'ড়'এর ধ্বনি বিশেষ কোনও চিহ্ন না দিলে রোমান r অক্ষরের দ্বারা জানাইতে পারা যায় না ; ইংরেজী 'hard', 'arduous' এর 'rd' ছাড়া ইউরোপীয় কোনও ভাষায় 'ড়'এর কাছাকাছি ধ্বনি নাই।

৪৩। ং এর প্রয়োগ পাই নাই। ঁ র জায়গায় n ব্যবহার হইয়াছে : xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে)। এই সকল শব্দে n দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে তখন অনুনাসিক উচ্চারণ বিরল হয় নাই। ঃ পাই নাই।

৪৪। জ্ঞ=ggui : agguia (আজ্ঞা = আগ্‌গেআ), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা = জিগ্‌গেয়াসা)। জ্ঞ (= জ্‌ঞ)র পুরাণ উচ্চারণে অনুনাসিক আসিত না ; যেমন চলিত বাঙ্গালায় 'গেয়ান', হিন্দীতে গ্যান ; যজ্ঞ (= য়জ্‌ঞ) বাঙ্গালায় মেয়েলী উচ্চারণে 'জোগ্‌গি', কোথাও বা 'জোগ্‌গিঁ'। সংযুক্ত বর্ণ 'জ্ঞ' এক তৎসম শব্দেই পাওয়া যায়, এবং এই 'গেয়া' বা 'গি' উচ্চারণ সাবেক কালের পণ্ডিতী বা 'তৎসম সদৃশ' উচ্চারণ ; আধুনিক শিক্ষিত উচ্চারণেই চন্দ্রবিন্দু আসে, 'গ্যাঁন্' 'জোগ্‌গোঁ' শুনিতে পাওয়া যায়। খাঁটী প্রাকৃত বা বাঙ্গালা (তদ্ভব) পদে জ্ঞ (গঁ, গেঁয়া) আসে না। প্রাকৃতে 'জ্ঞ'র রূপ হইতেছে 'ঞ্ঞ' বা 'ণ্ণ' ; বাঙ্গালায় তাহা 'ন্ন' ও 'ন' হইয়া যায়। যেমন—'সজ্ঞানক' (সজ্‌ঞানক)—সঞ্ঞাণঅ—সয়ানা, সেয়ানা ; অজ্ঞানিক—অণ্ণাণিঅ—আনাড়ী ; রাজ্ঞী—রণ্ণী—রাণী। 'জ্ঞ' যেখানে ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে, এবং হালের সংস্কৃত উচ্চারণের গতি অনুসরণ করিয়া 'গঁ'র ধ্বনি লইয়াছে।

৪৫। য-ফলা=i ; ক্ষ ('খিয়')তে ও বাঙ্গালায় য-ফলা আসে বলিয়া ক্ষ=qhi ; xixio (শিষ্য), munixio (মুনিষ্য, মনুষ্য), punio (পুণ্য) carzio (কার্য্য) ; roqhia (রক্ষা)।

'য'-ফলা বা 'ক্ষ'যুক্ত পদে যে 'য়' বা 'ই' আসে, তাহা, এবং ইকারান্ত অনেক খাঁটী বাঙ্গালা পদের 'ই', পশ্চিম বঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী

স্বরধ্বনিকে বদলাইয়া দিয়া জানাইয়া যায়; পূর্ব্ববঙ্গে এই 'ই' লুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে আসে ও মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই মৃদু 'ই'-কারকে [ˆ] এবং [ি] চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালার পক্ষে চমৎকার হইয়াছে। যেমন কন্যা—[kanyā = কন্য়া], পশ্চিমের ভাষায় 'কোন্নে', [konné] পূর্ব্বে 'কˆন্না' [kɔ^{i}nna]; রাজ্য = রাজ্য়; যথাক্রমে 'রাজ্জি, রাজ্জো', [rājjo] ও 'রাˆজ্‌জ' [rā^{i}zzɔ]; রাত্রি—রত্তি—রাতি 'রাৎ', [rāt], 'রাˆৎ' [rait]; হইল—'হোলো', 'হˆল'; মধ্য, মধ্য়—'মোদ্ধো' [moddho] 'মˆদ্ধ' [mɔ^{i}ddhɔ]; কল্য—কল্লিং (প্রাকৃত); কল্লি—কালি—'কাল' 'কাˆল্'। অদ্য—অজ্জি—আজি—'আজ্' [āj], 'আˆজ্' [a^{i}z]; রক্ষা—রক্‌খ্যা—'রোক্‌খে' [rokkhe], 'রˆক্‌খা' [rɔ^{i}k-kha]; লক্ষ—লক্‌খ্য—'লোক্‌খো', 'লˆক্‌খ'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'ও পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ বিষয়ে এই বিশেষত্ব পাই। যেমন ooina (কন্যা = কˆন্না), rait (রাতি—রাˆৎ), moidhe (মধ্যে—মˆদ্ধে), raizzo (রাজ্য—রাˆজ্‌জ), roiqha (রক্ষা—রˆক্‌খা), baix bia (বাসি বিয়া), obhaiguia ('অভাগিয়া') প্রভৃতি। এই প্রকার বানানে দেখা যায় যে, দুশ' বছর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে এই উচ্চারণ বিদ্যমান ছিল।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এ বানান লইয়া কিছু আলোচনা করা গেল। পাঠকেরা দেখিবেন যে, ইহা হইতে বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে আমরা কতটা সাহায্য পাইতে পারি। সমস্ত বইখানি বেশ ভাল করিয়া না পড়িয়া ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলী (vocabulary) সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে জন্য এ বিষয়ে হাত দিব না। তবে দু একটী জিনিষ যাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্বগুলি বানানে দেখিতে পাইলাম। বাক্যের (sentence)এর ঢঙেও 'বাঙ্গালে ভাষা'র অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়; যেমন—aixo pola, tomi quetta? (আইস পোলা, তুমি কেটা ?), tomi ni axthar nirupon zano? (তুমি নি আস্থার নিরূপণ জান ?)। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দের ও রূপভেদের ব্যবহারও আছে; saoal (ছাওয়াল), mala (মাইয়া = মেয়ে), hoe (= হয়, হ' = হঁ।), dibar lagui (দিবার লাগি = দিবার জন্য), xuhor (শুহর = শহর), cazuaite (খাওজাইতে = চুলকাইতে) ইত্যাদি। শব্দরূপে ও ক্রিয়াপদ-সাধনেও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্ব পাওয়া যায়। প্রথমা বিভক্তিতে 'এ'র ব্যবহার খুব সাধারণ; mahiae punorbar zia utthilo (মাইয়ায়ে পুনর্ব্বার জীয়া উঠিল), saoaler matae proti raite saoaler upore xidhi crux coriassilo (ছাওয়ালের মাতাএ (মায়ে) ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল), xadhue eq crux bhauaia boner moidhe raqhilen (সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন), chintit deqhia tahare xtrie zigguiaxilo (চিন্তিত দেখিয়া তাহারে স্ত্রীয়ে জিজ্ঞাসিল)। এই 'এ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় এখন সাধারণতঃ আকারান্ত

শব্দের পরে বসে ও 'য়'রূপে লিখিত হয়; যেমন 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'মায়ে ছেলেকে আদর করে', 'মায়ে ঝীয়ে'। অন্যত্র বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে; অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তির 'এ' ও 'তে' মিশিয়া গিয়াছে, প্রথমা বিভক্তিতে সপ্তমীর 'তে'ও আসিয়া পড়িয়াছে। (সপ্তমীর 'এ'= অপভ্রংশে অহি, হিঁ, প্রাকৃতে অম্মি, অম্হি ও সংস্কৃত =স্মিন্)। আসামিয়াতে 'বাবুয়ে'= বাবুতে; আসামিয়ায় এই 'এ' বিভক্তি জোরের সহিত এখনও চলিতেছে। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে' এবং 'কে' দুই ব্যবহৃত হইয়াছে; tomare (তোমারে), bhutere (ভূতেরে), xocolque (সকলকে)। 'রে' ক্রমশঃ অপ্রচল হইয়া পড়িতেছে; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে খুব পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক গদ্যের ভাষায় 'কে'র চল বেশী। পঞ্চমী বিভক্তির hoite (হইতে) ও thaquia (থাকিয়া = থেকে) দুইই আছে। ক্রিয়াপদে dibam (দিবাম), buzhibam (বুঝিবাম), zaiba (যাইবা), cohila (কহিলা) corila (করিলা) প্রভৃতি পদও সাধারণ; bo (=ব, উত্তম পুরুষে),—be (বে—মধ্যম ও প্রথম পুরুষে), এবং le (লে—মধ্যম পুরুষে) প্রভৃতি রূপগুলিও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমবাচক সংখ্যার (ordinal number-এর) চল নাই বলিলেই হয়; হিন্দীতে যেমন পহিলা, দুস্‌রা, তিস্‌রা, চৌথা, বীস্‌বাঁ, তীস্‌রাঁ, একতীস্‌বাঁ প্রভৃতি সংখ্যার চলন আছে, আজকালকার বাঙ্গালায় সেরূপ নাই। প্রতি পদেই বাঙ্গালাকে অসহায় অবস্থায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; 'অষ্টচত্বারিংশত্তম, চতুরশীতিতম' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কথা ব্যবহার না করিলে যেন উপায় নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় পহিল, দোয়জ, তেয়জ প্রভৃতি পদের চলন ছিল, এখনও কচিৎ দেখা যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মাসের দিন গুণিতে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা প্রভৃতি যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাহা হিন্দী হইতে লওয়া। এখন এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যায় 'এর' বা 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া খাঁটী বাঙ্গালা ক্রমসংখ্যা গড়িতে পারা যায়; যেমন একের, দুয়ের, বা সাতে, একত্রিশে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' সংস্কৃত সংখ্যার জায়গায় বাঙ্গালা eque (একে) (prothom প্রথম ও পাওয়া যায়), duie (দুয়ে), tine (তিনে) saire (চারে), soee (ছয়ে) প্রভৃতি ক্রমসংখ্যাই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়টী উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গের দু'চারখানি পুরাতন পুথিতে যেরূপ 'কুমারী' স্থলে 'অকুমারী', 'বৃথা' স্থলে 'অব্রেথা', 'রঙ্গীন' অর্থে 'অরঙ্গা' পদ পাওয়া যায়, এই বইতেও সেইরূপ ocumari, obretha কথা পাইয়াছি।

বইখানির ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, ঝরঝরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালায় সহজ গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সে যুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাদুরীর কথা। গদ্যের ভাল বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গী-ফিরিঙ্গী ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না। পোর্টুগীসের মূলঘেঁসা অনুবাদের চেষ্টায় এরূপ ঘটিয়া থাকিবে; যেমন ami christaõ, poromexorer crepae (আমি ক্রিস্তান, পরমেশ্বরের কৃপায়); পোর্টুগীসে আছে sou christão, pela

graça de Dios; zeno pitar putro xorgue thaquia axilen prothibite; purux hoilen, coumari Mariar udore; ar abar axiben mohaproloer din bichar corite zianta morar (যেন পিতার পুত্র স্বর্গে-থাকিয়া আসিলেন পৃথিবীতে; পুরুষ হইলেন, অকুমারী মারিয়ার উদরে; আর আবার আসিবেন মহাপ্রলয়ের দিন, বিচার করিতে জীয়ন্ত মরার)। কতকগুলি কথার মানে বুঝিতে পারি নাই; সেগুলি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভাষার কথা হইতে পারে। পোর্টুগীস ভাষার কথাও আছে; espirito santo (এস্পিরিতু সান্তু='পবিত্র আত্মা'), baptismo ('বাপ্তিস্ম')। 'গির্জ্জা' (পোর্টুগীস egreja, লাটীন ecclesia) শব্দের জায়গায় কিন্তু dhormo-ghor (ধর্ম্মঘর) পাইয়াছি। ফারসী কথাও অনেক আছে। এই সকল অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের তালিকা করিবার মত ভাল করিয়া সমস্ত বইটা আমার পড়া হইয়া উঠে নাই।

গোয়ানীজ ভাষা বাঙ্গালারই মত আর্য্যভাষা ও অনেক সংস্কৃত কথা দুইয়েতেই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টার পূর্ব্বে পোর্টুগীসেরা গোয়ায় অনেক কাল ধরিয়া সেই কাজ করিতেছিলেন; গোয়ানীজেও বাইবেল এবং খ্রীষ্টানী উপাসনা-পদ্ধতিরও তর্জ্জমা হইয়াছিল; গোয়ানীজের প্রভাবে যে খ্রীষ্টানী কথার সংস্কৃত রূপ বাঙ্গালায় না আসিয়াছিল, তাহা নহে। যেমন paradiso অর্থে boicontto (বৈকুণ্ঠ), গোয়ানীজে bovoimcut; heaven অর্থে বাঙ্গালায় xorgo (স্বর্গ), গোয়ানীজে sorg। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে গোয়ানীজে একটু দখল চাই। কিন্তু অত করিয়া এই বই পড়িবার দরকার নাই। বাঙ্গালা ভাষার গদ্যের পুরাতন নমুনা ও রোমান অক্ষরে লেখার দরুন বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের নিকট এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত; অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু, রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব

ভূমিকা

প্রস্‌পেক্ট পাহাড় শিমলা সহরের অতি নিকটে অবস্থিত। গত ১৯০৯ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমার পক্ষে এই পাহাড় দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দুই বার এই পাহাড় দেখিয়া ইহার প্রস্তরসমূহ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

হিমালয়ের যে প্রদেশে এই পাহাড় অবস্থিত, মিঃ মেড্‌লিকট প্রথমে সেই অংশের বর্ণনা প্রকাশ করেন[১]। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাতে এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের বিশেষ উল্লেখ নাই। অতঃপর মিঃ ওল্ডহাম্ শিমলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থাননিচয়ের ভূতত্ত্ব প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে এই পাহাড় সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষার ফল বিবৃত হইয়াছে।[২] তৎপরে এই পাহাড় সম্বন্ধে না হইলেও ইহার নিকটেই অবস্থিত জুতোগ পাহাড় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] ডাঃ হেডেন ও বার্‌রার্ড হিমালয়ের ভূগোল ও ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকে মিঃ ওল্ডহাম-প্রণীত মানচিত্রই প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

বর্ণনা

এই পাহাড়ে তিন প্রকারের প্রস্তর পাওয়া যায়। একটি প্রস্তরে করতজের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী; অপরটি গার্ণেট ও সবুজ খনিজবাহী এবং তৃতীয়টি স্ফটিকীনচূর্ণ প্রস্তর। এই তিন প্রকারের প্রস্তরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

এই পাহাড়ে করতিজিট প্রস্তরের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। করতজের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এরূপ একটি প্রস্তরের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও সেই প্রস্তরই করতিজিট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে শ্লেট প্রস্তরের অনেক গুণ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর দেখিতে মোটের উপর শ্বেতবর্ণের, কিন্তু ইহাতে লৌহঘটিত পদার্থের দাগ আছে এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতাভ্র কণা বিদ্যমান আছে। প্রস্তরের যে অংশ আবহাওয়ার দিকে আছে, সেই অংশে এইরূপ অভ্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে করতজের দানা বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত দানা ছাড়া একাধিক অস্বচ্ছ উপাদানও এই প্রস্তরে আছে। বালুগঞ্জে করতিজিট প্রস্তর আছে, কিন্তু সেই প্রস্তর প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ের প্রস্তর হইতে বিভিন্ন। বালুগঞ্জের প্রস্তর গাত্রদেশে সম্মার্জ্জনীর আকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু ইহা সেরূপ নহে।

---

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol III.
(২) Rec. Geol Surv. Ind. Vol. xx. pp. 143—153.
(৩) Ibid. vol. xxx. pp. 5-6.
(৪) A Geology and Geography of the Himalayan Mountains and Tibet. Pl xl.

গার্ণিট—হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তর ;—ইতিপূর্ব্বে গার্ণেট ও সবুজ খনিজবাহী প্রস্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রস্তর এই নামে মিঃ ওল্ডহাম দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তর অত্যন্ত ভারী ও ইহার বর্ণ সবুজ। এই প্রস্তরের প্রধান উপাদান গার্ণেট, অগিট ও হর্ণব্লেণ্ড। হর্ণব্লেণ্ড প্রথম হইতেই এই প্রস্তরে বিদ্যমান ছিল না বলিয়া মনে হয় ; ইহা পরে অগিট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি অগিট হর্ণব্লেণ্ড বা উরালিটে পরিণত হইলেও প্রাথমিক অগিট এই প্রস্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক অগিট দুই আকারের। কতকগুলি বড় ও কতকগুলি খুব ছোট ছোট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অগিট একটি বড় অগিটের দানা ঘেরিয়া আছে। চেহারা দেখিতে অনেকটা মিনে-করার ন্যায়। যে সমস্ত অগিট হর্ণব্লেণ্ডে পরিণত হয় নাই, সেগুলিতে অস্বচ্ছ ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদার্থ অনেক স্থলে এলোমেলো ভাবে সজ্জিত আছে ও আবার অনেক স্থলে অগিটের সমতলি রেখার সহিত সমান্তরাল ভাবেও অবস্থিত আছে। এই প্রস্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, শিমলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এইরূপ প্রস্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই পাহাড়ের উপরে এক মন্দির আছে ও সেই মন্দির এই প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্ফটিকিন চূর্ণপ্রস্তর,—এই প্রস্তর এই পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জুতোগ পাহাড় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ আমার ঘটে নাই ; তবে জুতোগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তাতে চলিতে চলিতে এই পাহাড়ের স্ফটিকিন্ চূর্ণপ্রস্তর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে দুইটি প্রধান উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়,—কালসিট ও করতজ। প্রস্পেক্ট পাহাড়ের চূর্ণ প্রস্তর ও জুতোগের স্ফটিকিন্ চূর্ণ প্রস্তরে বিশেষ প্রভেদ নাই—কিন্তু যেখানে এই চূর্ণপ্রস্তর পূর্ব্ববর্ণিত গার্ণেট হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তরের সংস্রবে আসিয়াছে, সেইখানে এই চূ প্রস্তরের মধ্যে বোলাষ্টোনিট নামক খনিজের দাগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ের অন্য স্থানে প্রাপ্ত চূর্ণপ্রস্তরে এই খনিজ দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপসংহার

এই বক্ষ্যমাণ প্রদেশের যে স্তরসূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রস্পেক্ট পাহাড়ে প্রাপ্ত গার্ণেট হর্ণব্লেণ্ডবাহী প্রস্তরের বয়সই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।(১) এই প্রস্তর সম্বন্ধে মিঃ ওল্ডহাম বলিয়াছেন ;—

It is difficult to account for this rock, it has not yet been examined in detail ; but the most probable explanation would be that it is an altered impure volcanic ash ; if so, the absence of any similar or related rocks either

(১) Ibid. vol, xx. p. 18.

on this hill or in a corresponding position at Jutogh is peculiar : the rock may be intrusive but to the naked eye it has not that appearance.(৬)

এই প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া আমার যত দূর অনুমান হয়, তাহাতে ইহা কখনই altered impure valcanic ash হইতে পারে না। এই প্রস্তর অনেকটা এক্লোগিটএর ন্যায়—যদিও এই উভয় প্রস্তরের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। আমার বোধ হয় যে, মিঃ ওল্ডহামের শেষোক্ত অনুমানই ঠিক এবং যখন এই আগ্নেয় প্রস্তর নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, তখন চূর্ণপ্রস্তর এই আগ্নেয় প্রস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহারই ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বোলাষ্টোনিট খনিজের উৎপত্তি হইয়াছে ;—

$$CaCO_3 + SiO_2 = CaSiO_3 + CO_2$$

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জুতোগেও এইরূপ আগ্নেয় প্রস্তরের উত্থান সম্বন্ধে প্রায় একরূপ স্থির নির্ণয় হইয়াছে ;—

Mr Hayden's observation indicates the probability that in the case of Jutogh at least, there is a central core of igneous rock to whose intrusion the metamorphism of the beds is due.(৭)

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

(৬) Ibid. vol. xx, p 148.

(৭) Ibid. vol. xxx, pp15-6.

তাপসী রওশন আরা

তাপসী রওশন আরার পুণ্যময় জীবনকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পবিত্রহৃদয়া আবেদার পবিত্র সমাধি-মন্দির (রওজা শরীফ) বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহাকুমার মধ্যে কাথুলিয়া পরগণার তারাগুণিয়া গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ইনি কে এবং কোথা হইতে কি প্রকারে তারাগুণিয়া গ্রামে আসিলেন, নিম্নে তাহাই প্রকাশ করিব।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মক্কার জম্‌জম্ মহাল্লায় ইঁহার জন্ম হয়। এই বিদুষী মহিলার আসল নাম রওসন আরা, কিন্তু জনসমাজে ইনি রওশন বিবি নামে পরিচিতা। মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার ঔরসে এবং বিদুষী ও ধর্ম্মশীলা মহিলা মেয়ত-উন্-নেসার গর্ভে এই প্রাতঃস্মরণীয়া আবেদা রওশন বিবির জন্ম হইয়াছিল। পুণ্যাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার চারিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান, বঙ্গদেশের বিখ্যাত পীর হজরৎ সৈয়দ আব্বাছ আলি ওরফে গোরাচাঁদ শাহ। দ্বিতীয় তাপসী-শ্রেষ্ঠা সৈয়েদা রওশন আরা ওরফে রওশন বিবি। তৃতীয় সন্তান পুণ্যাত্মা সৈয়দ শাহাদৎ আলি এবং চতুর্থ সন্তান সৈয়েদা মেহের আরা। হজরৎ শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী ব্যতীত, মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার অপর তিন সন্তান, রাজর্ষি শাহ জালালের আশীর্ব্বাদে খোদা তায়ালার কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় আমরা গোরাচাঁদ শাহের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে প্রকাশ করিয়াছি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে হজরৎ শাহ গোরাচাঁদ ওরফে সৈয়দ আব্বাস আলী জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণায় হাড়োয়া নামক গ্রামে, আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরাচাঁদ শাহের জন্মের ১৫ বৎসর পর, অর্থাৎ ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এই পুণ্যশীলা, তাপস-কুলশ্রেষ্ঠা বিদুষী তপস্বিনী ও চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বনকারিণী আবেদা রওশন আরার জন্ম হয়। রওশন আরার জন্মের দুই বৎসর পর, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ শাহাদাৎ আলীর এবং তাহার দুই বৎসর পরে ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়েদা মেহের আরার জন্ম হয়।

রওশন আরার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল এবং তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই খোদা তায়ালার আরাধনা-উপাসনা ও নাম জপ করিতেন এবং কোরাণ শরীফ পাঠ (তলাওয়াৎ) করিতে ভাল বাসিতেন। সদা সত্য কথা কহিতেন, কখনও—কোন ক্রমেই তিনি মিথ্যা কহিতেন না; মিথ্যাবাদীদিগকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। এমন কি, তিনি বাল্যকালে দুষ্টপ্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের সহিত "খেলা-ধূলা" করিতেও ভালবাসিতেন না। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে যে মক্তবে দেওয়া হইয়াছিল, সেই

মক্তবের শিক্ষক (ওস্তাদ) সর্ব্বদাই বলিতেন,—"কালে এই কন্যা (রওশন আরা) আধ্যাত্মিক সাধনায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবে।" রওশন আরার পরবর্ত্তী জীবনে, তাঁহার শিক্ষকের (ওস্তাদের) এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

ইসলাম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বালক-বালিকাদিগের "হাতে খড়ি" দিয়া প্রথমেই স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরীফ পাঠ করান হয়। সুতরাং রওশন আরার জন্যও যে এই নিয়ম পালন করা হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি মক্তবে শিক্ষকের (ওস্তাদের) নিকট আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্তবে যাওয়া বন্ধ করেন এবং গৃহে বসিয়াই ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কার শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিবিধ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ইমনের বিখ্যাত দরবেশ—শাহ আহমদ কবিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য রাজর্ষি শাহ হাসানের নিকট তিনি মুরিদ (দীক্ষাগ্রহণ) হয়েন।

বিদুষী রওশন আরা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। সমস্ত মক্কা নগরে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার উপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ থাকার সংবাদ পুষ্প-সৌরভের ন্যায় সমস্ত মক্কা নগরে ছড়াইয়া পড়ায়, মক্কার কোরেশ-বংশের অনেকেই তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মহাত্মা করিম উল্লার নিকট পয়গাম (প্রস্তাব) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সৈয়দ করিম উল্লাও ক্রমশঃ কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি সদ্‌বংশজাত, সু-পাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু ইসলাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বয়স্থা কন্যার জন্য পাত্র স্থির করা ও বিবাহ দেওয়া, কন্যার বিনানুমতিতে হইতে পারে না ; সে কারণ করিম উল্লা উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে কন্যার মতামত জানিবার জন্য জনৈক আত্মীয়ার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে যখন রওশন আরা তাঁহার উপাসনা-গৃহে বসিয়া, তন্ময়—তদ্গত হইয়া কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যথাসময় কোরাণ শরীফ পাঠ শেষ হইলে, রওশন আরা বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি ত এরূপ সময় কখনও আইসেন না, অন্য অসময়ে আগমন কি জন্য ?" উত্তরে বৃদ্ধা, বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল কথা আনুপূর্ব্বিক রওশন আরাকে কহিলেন। রওশন আরা বৃদ্ধাকে কহিলেন,—"আমি এক জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারেন, তবেই আমি বিবাহ করিব।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কাহাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছ, বল ; আমরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া, তোমার ঐ শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিব।" এ কথা শুনিয়া রওশন আরা কহিলেন—

"পরামারাধ্য খোদা তায়লাকে আমি আমার এ হৃদয় দান করিয়াছি। তিনিই আমার একমাত্র প্রণয়-পাত্র। আপনারা কি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে অপর কাহারও সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না।"

বৃদ্ধা যথাসময়ে মহাত্মা করিমউল্লাকে এ কথা জানাইলেন এবং তিনি কন্যার এইরূপ মনো-ভাব জ্ঞাত হইয়া, তাহার মত পরিবর্ত্তনের জন্য, মহর্ষি হাসানের শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি হাসান আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আপনি রওশন আরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ, সে এখন 'মাকামে ফাণা ফিল্লায়' পঁহুছিয়াছে। এখন সে আর রিপুর অধীন নহে। পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই এখন আর তাহার আসক্তি নাই।" অগত্যা করিমউল্লা রওশন আরার বিবাহের আশা ত্যাগ করিয়া, পুত্র সাহাদৎ আলী ও কনিষ্ঠা কন্যা মেহের আরার বিবাহ দিলেন। সাহাদৎ আলী ও মেহের আরার বিবাহের কিছু দিন পরে কাল পূর্ণ হওয়ায় করিমউল্লা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী একে একে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হয়েন। রওশন আরা পিতা-মাতার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিধাতার বিধান যে অখণ্ডনীয়, এ বিধানের নিকট লক্ষ রওশন আরাকেও হারি মানিতে হয়। লক্ষ রওশন আরার সমবেত শক্তিও যে এ বিধানের নিকট অতি তুচ্ছ।

এই সকল ঘটনার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন মহর্ষি শাহ হাসান রওশন্ আরার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ তসওক (দর্শন) শাস্ত্র আলোচনার পর কহিলেন,—"খোদাতায়ালার আদেশে আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইব স্থির করিয়াছি। তোমার যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, জানিয়া লইতে পার।" ইহা শুনিয়া রওশন্ আরা কহিলেন,—"হজরৎ কি একাকীই ভারতবর্ষে যাইবেন?" উত্তরে শাহ হাসান কহিলেন,—"না। আমার শিষ্যবর্গের মধ্যেও অনেকেই যাইবেন।" তখন রওশন আরা কহিলেন,—"যদি হজরৎ আদেশ করেন, আমিও সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সমাধিক্ষেত্র জেয়ারাৎ (দর্শন) করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।" রওশন্ আরার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি শাহ হাসান ঈষৎ হাস্তে কহিলেন,—"তোমার ভ্রাতার সমাধি জেয়ারাৎ তোমার ভাগ্যে নাই। তবে তুমি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইতে পার, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।" তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, শাহাদাৎ আলী এবং তাঁহার স্ত্রী জিন্নাত-উন্নেসাও ভারতবর্ষে আগমনের ইচ্ছা, শাহ সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। মেহের আরা স্বামিসোহাগিনী, সুতরাং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে হইল। যথাসময়ে মহর্ষি শাহ হাসান স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে ১৬৫ জন শিষ্য সহ ভারত-বর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং ১৩২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, সম্রাট্ গায়াস্ উদ্দিনের রাজত্বকালে সদলবলে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট্ গায়াস্উদ্দিন, মহর্ষি শাহ হাসান এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে অতি সম্মানের

সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি শাহ হাসান, শিষ্যবর্গ সহ কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর, শিষ্যদিগকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শাহ সাহেব মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত দিল্লীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দিল্লী নগরে আজিও তাঁহার মকবারা বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সেই পুণ্যগাথা প্রচার করিতেছে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, শাহ সাহেব শিষ্যবর্গকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেও একটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। এই দলের সহিত আবেদা রওশন আরা এবং তাঁহার ভ্রাতা শাহাদৎ আলি ও তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। সম্রাট্ গায়াস্উদ্দিন্ যখন বিদ্রোহ দমনার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই সন্ন্যাসীর দল তাঁহার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। শিষ্যদিগকে বিদায় দিবার সময় মহর্ষি শাহ হাসান তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। কে কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিবে, প্রত্যেককে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সকল শিষ্যের হস্তে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই মৃত্তিকার ঘ্রাণের সহিত, যে যে স্থানের মৃত্তিকার ঘ্রাণ একরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তোমাদের আস্তানা (আশ্রয়) সেই সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিও।" কেবল রওশন্ আরাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—"তুমি যে স্থানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাইবে, তথায় তোমার আশ্রমের স্থান বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি তথা হইতে স্থানান্তরে যাইও না।"

সন্ন্যাসীর দল বঙ্গদেশে আসিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহাদের লোকসংখ্যা কমিতে লাগিল। কারণ, মহর্ষি শাহ হাসান-প্রদত্ত যাঁহার নিকটস্থিত মৃত্তিকার ঘ্রাণের সহিত যে স্থানের মৃত্তিকার ঘ্রাণ একরূপ বলিয়া বুঝা যাইতে লাগিল, তিনি তথায়ই থাকিলেন। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, তাপসী রওশন্ আরা তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ইচ্ছামতী নদীর উপর দিয়া, দক্ষিণ-ভাটী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দিন হঠাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক স্থানে তাঁহারা কয়েকটি নক্ষত্র (তারা) দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আর অগ্রসর হওয়া হইল না। দিবাভাগে তারা (নক্ষত্র) দেখা গিয়াছিল বলিয়া, সেই স্থানের নাম "তারাগুণিয়া" হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, তারা শব্দ আরবী বা পার্শী শব্দ নহে। আরবী বা পার্শীতে সেতারা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে আজিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে ঐ স্থানে কোন বস্তি বা জনপদ ছিল না। রওশন্ বিবির শুভাগমনের পর ঐ স্থানে লোকালয় স্থাপিত হয় এবং এখন সে স্থানে (ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম ধারে) তারাগুণিয়া নামক বৃহৎ গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। তারাগুণিয়া গ্রামে এখন কয়েক সহস্র হিন্দুমুসলমানের বাস। ঐ স্থানে (তারাগুণিয়া গ্রামে) একটি পুলিশ আউটপোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য বাজার বসিয়া থাকে। ঐ গ্রামখানি এখন বাদুড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিবাভাগে একাধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হওয়ার পর তাঁহারা তথায় অবস্থান করাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে কোন লোকালয় না থাকায়, তাঁহাদিগকে কয়েক দিন নৌকাতেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বৃক্ষতলে কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারা তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের আগমন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিল ও রওশন্ বিবির নিকট হইতে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে লাগিল। আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য, যে আসিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকেই আশীর্ব্বাদ দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করিল, রোগী রোগমুক্ত হইতে লাগিল, নির্দ্ধনের গৃহে ধনাগম হইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তথায় এক সুদৃশ্য জনপদের সৃষ্টি হইল। সেই জনপদই বর্ত্তমান তারাগুনিয়া। তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার ফলে, তারাগুনিয়ার নাগবাবুদিগের বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারী লাভ হইয়াছিল; আবার তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া, তাঁহার প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের পতন হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি জমিদার নাগবাবুদিগের পূর্ব্ব-পুরুষকে তিনটি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"জমিদারীর কোন প্রজাকে কখনও পীড়ন করিও না। অহঙ্কার ও তমোভাবকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার সেবায়েৎদিগের প্রতি কখনও অভক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিও না। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

কয়েক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ এক দিন রওশন্ বিবির শরীর জ্বরাক্রান্ত হইল। দুই দিনের জ্বরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার সেবা-সুশ্রূষার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা চিকিৎসক আনিবার প্রস্তাব করায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার এ রোগ আরোগ্য হইবে না। আমার মহা-প্রস্থানের জন্য ইহা প্রভুর আহ্বান ইঙ্গিত। তারাগুনিয়া গ্রামে ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূলে, তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সৈয়দ শাহাদাৎ আলির বংশধরেরা আজিও রওশন্ বিবির দরগার সেবায়েৎরূপে তথায় বাস করিতেছেন। বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, আমরা সেই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে দর্গার ভিত্তিপ্রান্ত স্পর্শ করিল। প্রাচীর ফাটিয়া গেল; দর্গা যায় যায় হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা দর্গা আর রক্ষা হয় না। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মহা চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন।

দর্গার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, স্থানীয় জনৈক হিন্দু এক দিন দর্গার সেবায়েৎদিগকে

লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন,—"নেড়ের মাকে বুঝি এবার মা ইচ্ছাময়ী বে-দখল না করিয়া ছাড়িবেন না।" দুর্ব্বল ও নিরীহ সেবায়েৎগণ নীরবে এই বিদ্রূপ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা আসিল, ক্রমে রাত্রি হইল। পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান দর্গার পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে শয্যা গ্রহণ করিলেন—নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, বহু দূর পর্য্যন্ত নদীতে চর পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা আরও দেখিল, দর্গার প্রাচীরগাত্রে সে ফাটার চিহ্নমাত্র নাই। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিল, শুনা যায়, সেই রাত্রেই তাহার রক্ত বমন আরম্ভ হইয়াছিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া, সকলেই তাহাকে দর্গায় সিন্নি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে দর্গায় গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। তারাগুণিয়া অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবেদা রওশন বিবি স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন; (ইন্নালিল্লাহ)।

সেই যুগযুগান্তরের পুণ্য-ক্ষেত্রের জম্‌জম্ মহাল্লার ভাগ্যবান্ করিমউল্লার আঙ্গিনাপ্রান্তে স্বর্গের সমস্ত সুষমা ও মর্ত্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া যে কয়েকটি নিষ্কলঙ্ক কুসুম-কোরক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বাঙ্গালার মাটিতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই হেজাজ-কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বঙ্গজননী ধন্যা হইয়াছেন। ত্যাগ ও প্রেমের এই পুণ্য-কাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ও বঙ্গ-মহিলাগণের প্রাণে প্রাণে জাগিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শক্তিশালী ও কৃতী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে, এইরূপ বহু আদর্শের উদ্ধার সাধন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল হিন্দুর বা কেবল মুসলমানের ইতিহাসের নাম নহে। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক সংখ্যক অধিবাসীকে বাদ দিয়া রাখিলে চলিবে না। যাঁহারা মোস্‌লেম্-শত্রুদিগের দ্বারা সংগৃহীত ও কাল্পনিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতিরঞ্জিত ভাবে উপেক্ষার সহিত মুসলমান চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, আমি সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতির পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহাদের সেই বিপুল শক্তি অতঃপর তাঁহারা দেশের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করুন।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে মোগল সেনার অধিনায়ক মহারাজ মানসিংহ শিলামন্নী যশোহরেশ্বরী দেবীকে স্বীয় রাজধানী অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন—শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পূর্ব্বাপর এই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুর রাজকীয় দপ্তরে প্রাপ্ত 'বংশাবলী' নামক পুরাতন পুথিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অম্বরের শিলাদেবী যশোহরেশ্বরী নহেন—ইনি বার ভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী আজিও ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পুরাতন কালের সেবাইতের বংশধরগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। যশোহরেশ্বরী ব্যতীত প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্মীনারায়ণচক্র ও রাজরাজেশ্বরচক্র নামক দুই গৃহদেবতা ছিলেন। কিন্তু এখন বিগ্রহদ্বয়ের একটিও যশোহরে নাই—লক্ষ্মীনারায়ণ খুলনা জিলার মূলঘর গ্রামে এবং রাজরাজেশ্বর ফরিদপুরের কাজুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। বিগ্রহ দুইটি কি সূত্রে, কোন্ সময়ে, কে যশোহর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কিরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, এ স্থলে আমরা সেই কথা বলিবার প্রয়াস পাইব।

সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব্ব জমীদার বৈদ্য রায়চৌধুরী-বংশের স্থাপয়িতা জানকীবল্লভ সরকার খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত মূলঘরের নিকট কোনও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করিতেন। তৎকালে এ অঞ্চলে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত—ভদ্রলোক খুব কমই ছিলেন। এই খড়রিয়া পরগণা যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল; সুতরাং প্রজাদের অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকটই করিতে হইত। এক সময় এ প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় পরগণার প্রজাবর্গ একযোগে তাহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিলে মহারাজ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার রামদাস দেওয়ান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করেন। রামদাস পরগণায় উপস্থিত হইয়া, তদন্তে প্রজাগণের আবেদনের বিবরণ যথার্থ জানিয়া, মূলঘর গ্রামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।* এই স্থানেই জানকীবল্লভের সহিত রামদাসের আলাপ-পরিচয় হয়। এক দিনের আলাপেই দেওয়ান জানকীবল্লভের বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া জলাশয় খনন-কার্য্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিলেন। জানকীবল্লভের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল।

* মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খনিত সেই জলাশয় এখনও মূলঘর গ্রামে বর্ত্তমান। কয়েক বৎসর হইল, খুলনা জিলাবোর্ড কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত হইয়া ইহা প্রজাদের 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।—লেখক

জানকীবল্লভের কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া দেওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনি এরূপ কুৎসিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন কেন? আমার সহিত রাজধানীতে চলুন। আপনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন।" জানকীবল্লভ দেওয়ানের সহিত যশোহরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় রাজকীয় জরিপী সেরেস্তায় মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যদক্ষতা-গুণে কালে প্রধান কানন-গুইর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু কাল পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন 'কল্পতরু যাগ' আরম্ভ করেন, তখন জানকী-বল্লভের উপর অনেক কার্য্যের ভার ছিল। এ বারও সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করেন। মহারাজা জানকীবল্লভের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কোনও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলায় জানকীবল্লভ সময় বুঝিয়া সুলতানপুর, খড়রিয়া এবং বেলফুলিয়া প্রভৃতি পরগণার জমীদারী প্রার্থনা করেন। মহারাজও ঐ পরগণাগুলির জমীদারী-সনন্দ সহ 'মজুমদার' উপাধি প্রদান করিয়া জানকীবল্লভকে সম্মানিত করেন। জমীদারী প্রাপ্ত হইয়া, জানকীবল্লভ মূলঘরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরগণা শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দিল্লীর সম্রাটের সহিত যশোহরেশ্বরের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন তৎ-কালীন প্রথানুসারে মহারাজ অধীনস্থ জমীদারদিগের নিকট রসদ, সৈন্য ও নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজাদেশে জানকীবল্লভও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য, নৌকা ও রসদ লইয়া স্বয়ং যশোহরে উপস্থিত হইলেন। জানকীবল্লভ কেবল যে নৌকা, সৈন্য ও রসদ যোগাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। মোগল-সেনাপতি মানসিংহের সহিত শেষ যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপাদিত্যের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, আর বিজয়ী মোগলবাহিনী 'আল্লা-হো-আকবর' রবে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশোদ্যত হইল। জানকীবল্লভ দেখিলেন,—রাজা গিয়াছেন; এখন বুঝি রাজার গৃহ-দেবতাও মুসলমান-হস্তে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েন। তাই তিনি অতি দ্রুত দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রতাপা-দিত্যের প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রাজরাজেশ্বরচক্র' নামক শালগ্রামশিলা দুইটি আনিয়া একেবারে স্বীয় বাসভূমি মূলঘরে প্রস্থান করিলেন। জানকীবল্লভ বিগ্রহদ্বয়কে তথায় রীতি-মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার ও পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য স্বীয় জমীদারী হইতে কতকটা জমী দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহার পরে জানকীবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়, তখন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গৃহদেবতাদ্বয়ও বিভক্ত হইয়া 'লক্ষ্মীনারায়ণ' দশআনী অংশের ও 'রাজরাজেশ্বর' ছয়আনী অংশের হস্তে আইসেন। কিছু দিন পরে ছয়আনী অংশের প্রধান শাখা মূলঘর হইতে উঠিয়া গিয়া ফরিদপুর জেলার কাজুলিয়া গ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। মূলঘর হইতে যাইবার সময় ইঁহারা 'রাজরাজেশ্বরকে'

লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতেই 'রাজরাজেশ্বর' কাষুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলঘর গ্রামে থাকিয়া দশআনী শাখার সরিকগণ কর্ত্তৃক পালাক্রমে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এখন বিত্তচ্যুত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই দেবোত্তরের উপস্বত্বে অতি ভক্তির সহিতই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা-পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

জানকীবল্লভের অন্যতম বংশধর শ্রীযুত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মূলঘরের বাটীতে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বসন্তবাবু যখন লক্ষ্মীনারায়ণ দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস বলিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, যেন একজন তীর্থের পাণ্ডা অতি গৌরবের সহিত তাঁহার অধিকারভুক্ত তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। তীর্থস্থান ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-বিগ্রহ দেখিলে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, সে দিন আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আর মনে হইয়াছিল, যিনি সুশিক্ষাগুণে যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, যাঁহার নামে ফিরিঙ্গি, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণ ব্যাধভীত পশু সম দিশাহারা পলায়ন করিয়াছিল—যাঁহার প্রবল প্রতাপে দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই অমিত-তেজা যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ কোথায়—আর কোথায়ই বা তাঁহার সেই অতি সাধের, অতি গৌরবের পবিত্র গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর বিগ্রহদ্বয়! সকলই কালের গতি।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেশরঞ্জন গুণের তুলনায় অদ্বিতীয়।

কেশ কোমল ও মসৃণ করিতে—

কেশরঞ্জনের ন্যায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই। কেশের উন্নতি, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও নামের সার্থকতা। টাক-নিবারণে ও অকালে কেশপক্কতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয়।

দিনরাত সুগন্ধে বিভোর রাখিতে—কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কিছুই নাই। **কেশরঞ্জন** মাথায় মাখিলে, বোধ হয়, যেন চারি দিকে কত শত গন্ধরাজ, কত শত চামেলি, কত শত গোলাপ ফুটিয়া—মিশ্র-গন্ধ বিতরণ করিতেছে।

সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া নিবারণে—ইহা অদ্বিতীয়। যাঁহাদের মাথা ধরে, মাথা ঘোরে, মাথার ভিতর দপ্-দপ্ করে, হাত, পা, চক্ষু, জ্বালা করে—তাঁহারা **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইবেন।

কেশরঞ্জনই অতুলনীয়—কারণ, হিতকর গুণের জন্য ভারতবাসীর নিকট ইহার বিশেষ আদর। রমণীগণের চিকুররাজির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে ইহা অদ্বিতীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা। এক ডজন ৯৲ নয় টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অমৃতবল্লী-কষায়ের শক্তি বড় কম নয়।

প্রথমতঃ।—ইহা দূষিত রক্তকে নির্দ্দোষ ও বিষশূন্য করিতে সক্ষম। বিশুদ্ধ শোণিতপ্রবাহ জীবের জীবন। সেই শোণিত-প্রবাহ যৌবনোচিত ভ্রমপ্রমাদে পরিদূষিত হইলে, অমৃতবল্লী-কষায়ের গুণে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ।—ইহা উপদংশের ন্যায় ভীষণ ব্যাধির সকল অবস্থাতেই সমান ফলপ্রদ। প্রথম হইতে সেবন করিলে দুই সপ্তাহে রোগী নিরাময় হইয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ।—ইহা সকল ঋতুতে সেবনীয় সহজপ্রাপ্য সালসা। নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই, অথচ সেবনে যথেষ্ট ফল। অসংখ্য দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত রোগী দুরারোগ্য ক্ষত-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাদিগের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ॥৶০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে,
ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অশ্বান

বা

"অশ্বগন্ধা-এলিকসার"

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্ত্তিকর, সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১৸০ দেড় টাকা।

"চিরেতার এসেন্স"

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

"এলিক্‌সার পেপেয়িন্"

যাঁহাদের পেপ্‌সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্ব্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেঁপে ফলের নির্য্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্‌কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা**

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"**Doctor Batliwalla Dadar.**"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৩৩
২।	বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৪১
৩।	বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৫১
৪।	শ্রীনগর	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	২৫৭
৫।	দশম স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	২৬৩
৬।	নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৮৩
৭।	১৩২২ সালের কার্য্য-বিবরণী		১—১২৪

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]　　[প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৴৹ তিন টাকা ছয় আনা।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।** মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ||৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার ব্যবহারের জন্যই কেশরঞ্জনের অস্তিত্ব।

আপনি যদি জজ হ'ন—তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে কেশরঞ্জন ব্যবহার করিতে হইবে। বিচার-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য আপনার স্থির মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই নানা চিন্তা-ভারে পরিপূর্ণ। এজন্য অনেক সময় আপনি কার্য্যে মনঃস্থির করিতে পারেন না। কেশরঞ্জন মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পাদনে অদ্বিতীয়।

আপনি যদি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ন—তাহা হইলেও **কেশরঞ্জন** আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। বিচার ও শাসন-বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট দায়িত্ব—এ দায়িত্বের জন্য রাত্রে আপনার অনিদ্রা ও চিত্তের অপ্রসন্নতা জন্মে। কেশরঞ্জন মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। কাজেই ইহা আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়।

আপনি যদি পরিক্ষার্থী হ'ন—তাহা হইলে ত কথাই নাই। বি, এ, এম, এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষায়—অসংখ্য পাঠ্য আয়ত্তকরণে আপনার মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য-সমাচ্ছন্ন হইতেছে। আপনার স্মরণ-শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। নিত্য **কেশরঞ্জন** ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল হইবে।

আপনি যদি সৌখীন হ'ন—তাহা হইলে ত কথাই নাই। আপনার কেশরাশি কোমল, মসৃণ, কুঞ্চিত ও সুকৃষ্ণ করিতে **কেশরঞ্জন**ই সক্ষম। মুখমণ্ডলের ও ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে **কেশরঞ্জন**ই সক্ষম। আপনার গৃহের মহিলাগণের কেশকলায় সৌন্দর্য্য সাধনে **কেশরঞ্জন**ই সক্ষম। আর মনোপ্রাণহারি সুগন্ধে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিন-রাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন? সত্য বটে, উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের **অমৃতবল্লী-কষায়** নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অত বড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন-জনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ॥৵০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়াক্‌স্

লিমিটেড।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়! প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"**Doctor Batliwalla Dadar.**"

"—বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—"

'বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী'

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর সুখে ও দুঃখে বিশ্রামে ও উৎসবে"

বাঙ্গালার পবিত্র বই

ঠানদিদির থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
খোকা খুকুর খেলা ॥৵০
প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত
আর্য্য-নারী ১৷০
সরল চণ্ডী ৸০

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই

দাদামহাশয়ের থলে

বাঙ্গালার রসকথা

বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২৲, সুলভ বাঁধাই ১॥০
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

"বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালীর গৌরবের চির-উজ্জ্বল মাণিক"

বাঙ্গালার সোণার বই

ঠাকুরমার ঝুলি

বাঙ্গালার রূপকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
ছেলেদের উপন্যাস
চারু ও হারু
আমাল্ বই
সোণার শৈশব

—প্রকাশিত হইতেছে—

"দেশবিদেশের কথা"—"ইতিহাস-কথা"—"ইতিহাসের গল্প"

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

সমগ্র গ্রন্থাবলী উপহারে, লাইব্রেরীতে,

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

সমগ্র গ্রন্থাবলী গৃহে, পাঠ্যে, পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।
এবং
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কার জন্য সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত

চাঁদার তালিকা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০০৲
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ২৲
" কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় ৪৲
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গোরাবাজার) ৫৲
" কৃষ্ণনাথ সেন (দিনাজপুর) ২৲
" প্রভাসচন্দ্র মিত্র (ভবানীপুর) ২৲
" সুরেন্দ্রকুমার বসু (শিবপুর) ২৲
" মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা) ২৲
" বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (নাটোর) ২৲
" কুঞ্জমোহন মৈত্র (ঘোড়ামারা) ১৲
" সতীশচন্দ্র সিংহ (পুরুলিয়া) ২৲
" প্রিয়নাথ দত্ত (বর্দ্ধমান) ২৲
" বামাপদ দত্ত (খাগড়া) ৫৲
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (ভদ্রকালী) ১৲
" বসন্তকুমার চৌধুরী (পাবনা) ১৲
" ঈশানচন্দ্র ঘোষ (মেদিনীপুর) ১৲
" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া ২৲
" পরমেশপ্রসন্ন রায় (আসানসোল) ২৲
" রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (শ্রীরামপুর) ২৲
" রাজা নরেন্দ্রলাল খান ২৲

২৪৩৲

জের— ২৪৩৲
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক (হাবড়া) ২৲
" নন্দলাল দে (চুঁচুড়া) ২৲
" শ্যামাকিশোর মুন্সী (শেরপুর) ২৲
" জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা) ২৲
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ২৲
" বাসন্তীচরণ সিংহ (মজঃফরপুর) ৫৲
" কুঞ্জবিহারী সেন ৫৲
" রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী (রংপুর) ৫৲
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কলিকাতা) ৫৲
" কৃষ্ণচরণ সরকার (কলিগাঁও) ৪৲
" জে, এম, রায় (ভাগলপুর) ৪৲
" উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য (রংপুর) ২৲
" ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বহরমপুর) ২৲
" পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় (পাঁচথুপী) ২৲
" যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দিনাজপুর) ২৲
" ভূপতি মুখোপাধ্যায় (জিওলগড়া) ২৲
" নরেন্দ্রনাথ রায় ২৲
" জে, এম, রায় (রাইপুর) ২৲
" বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত (রংপুর) ২৲
" জানকীনাথ রায় (মালদহ) ২৲
" মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (কাশী) ২৲

৩০১৲

জের—	৩০১৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	২৲
„ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৲
„ রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া	২৲
„ মোহান্ত ভগবানদাস (জাফরগঞ্জ)	২৲
„ দ্বারকানাথ রায় (পীরগঞ্জ)	২৲
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ (পাবনা)	২৲
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (গৌহাটী)	২৲
„ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ সুকুমার হালদার	২৲
„ কালীপদ ভাদুড়ী	২৲
„ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)	২৲
„ শচীন্দ্রমোহন ঘোষ	২৲
„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
„ এন, রায় (ওয়ারী, ঢাকা)	২৲
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (হরিপুর, বড়বাড়ী)	২৲
„ হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
„ উমাপদ বসু	২৲
„ কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২০৲
„ রাধিকানাথ সাহা	২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
„ অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় (ঢাকা)	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (পাবনা)	২৲
„ বেণীমাধব ঘোষাল	২৲
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাটুরিয়া)	২৲
„ জে, এন, বসু (কটক)	২৲
„ রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী	২৲
„ এস, সি, ভট্টাচার্য্য (মগলাবাজার)	২৲
„ সার বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর)	১০৲
	৩৮৪৲

জের—	৩৮৪৲
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (বেনারস)	২৲
„ আর, সি, মিত্র (সদরবাজার)	৫৲
„ রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু	২৲
„ অটলবিহারী ঘোষ	২৲
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
„ যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ বি, কে, মিত্র	৫৲
„ অতুলানন্দ দাস	২৲
„ যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী	২৲
„ মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার	২৲
„ কুমুদনাথ চৌধুরী	২৲
„ সুবোধচন্দ্র মজুমদার	২৲
„ উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	২৲
„ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ যোগেশচন্দ্র রায়	২৲
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বালুরঘাট)	১৲
„ জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ গঙ্গাচরণ সেন ও ভুবনমোহন সেন	২৲
„ বিপিনচন্দ্র গুহ	২৲
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন (মীরাট)	২৲
„ সৈয়দ আউলাদ হোসেন	২৲
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
„ কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	১০৲
„ পান্নালাল মল্লিক	২৲
„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার	২৲
	৪৫৯৲

জের—	৪৫৯৲
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
„ সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
„ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
„ জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী	২৲
„ বরদাপ্রসাদ বসু	২৲
„ জে, সি, দত্ত	২৲
„ রাজা জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব	২৲
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৲
„ ডাঃ আর, জি, কর	২৲
„ রাজা শ্রীনাথ রায়	২৲
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর	২৲
„ মাননীয় ডাঃ নীলরতন সরকার	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
„ গোপালদাস চৌধুরী	৪৲
„ হরিচরণ সেন (বদনগঞ্জ)	১৲
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
„ গিরিশচন্দ্র সেন (বর্দ্ধমান)	২৲
„ মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়	২৲
„ কালীভূষণ সেন	২৲
„ মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৲
„ শরৎকুমার দত্ত (আগড়তলা)	২৲
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (গুজাদিয়া)	২৲
„ রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা)	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ (দ্বারভাঙ্গা)	২৲
„ অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী	২৲
„ গণপতি সরকার	২৲
„ যোগেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী (মাণিকগঞ্জ)	২৲
	৫৪৫৲

জের—	৫৪৫৲
শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ ডাঃ চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ এন, সিংহ (ডালটনগঞ্জ)	২৲
„ রাখালদাস মজুমদার	২৲
„ ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)	২৲
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
„ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২৲
„ মুকুন্দলাল লাএক	২৲
„ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ কালীকুমার বসু	২৲
„ মাননীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	২৲
„ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ মাননীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫৲
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	২৲
„ রমেশচন্দ্র দত্ত (নাওগাঁও)	২৲
„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)	২৲
„ গৌরচন্দ্র রায় (দিল্লী, দেওয়ানগঞ্জ)	২৲
„ বিক্রমকুমার বসু	২৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
„ গিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল	২৲
„ বীরচন্দ্র সিংহ (ভাগলপুর)	২৲
„ যতীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (বরাহী)	২৲
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (এলাহাবাদ)	৫৲
„ পাঁচকড়ি ঘোষ	২৲
„ সার চন্দ্রমাধব ঘোষ	৫৲
	৬১৮৲

জের—	৬১৮৲
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	২৲
„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস	২৲
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়	২৲
„ ক্ষেত্রমোহন বসু	২৲
„ যামিনীকান্ত সোম	২৲
„ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর)	২৲
„ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৲
„ বীরেন্দ্রকুমার বসু	২৲
„ প্রভাসচন্দ্র বসু	২৲
„ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৲
„ কালিদাস রায়চৌধুরী	২৲
„ যোগেন্দ্রনাথ দে	২৲
„ হেমচন্দ্র সেন	২৲
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ	২৲
„ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান	২৲
„ এম, এন ঘোষ	২৲
„ শিবচন্দ্র শীল	২৲
„ সারদানাথ দত্ত	২৲
„ যদুনাথ ঘোষ	২৲
„ বনমালী চক্রবর্ত্তী	২৲
„ শ্রীশচন্দ্র সিংহ রায়	২৲
„ মন্মথেশচন্দ্র সান্যাল	২৲
„ রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	২৲
„ মৌলবী দৌলত আহম্মদ	২৲
„ নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	২৲
„ রাইকিশোর প্রামাণিক	২৲
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৪৲
	৬৮০৲
জের—	৬৮০৲
শ্রীযুক্ত এস, সি, বানার্জ্জি	২৲
„ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন	২৲
„ নগেন্দ্রনাথ দে	২৲
„ তারাচরণ চক্রবর্ত্তী	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	২৲
„ সারদামোহন বসু	২৲
„ তারাগোবিন্দ চৌধুরী	২৲
„ হরিদাস সাহা	২৲
„ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২৲
„ অমৃতলাল শীল	৫৲
„ গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲
„ যোগেন্দ্রনাথ সেন	২৲
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২৲
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২৲
„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২৲
„ অমরেশ শিকদার	২৲
„ বিপিনচন্দ্র চন্দ্র	১৲
„ কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী	২৲
„ গোষ্ঠবিহারী আঢ্য	[illegible]
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ)	২৲
„ রজনীকান্ত রায় দস্তিদার	[illegible]
„ চন্দ্রনাথ চৌধুরী	[illegible]
„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	[illegible]
„ রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়	[illegible]
„ বাহাদুর সিং সিংহী	[illegible]
„ শ্যামাদাস কবিরাজ	[illegible]
„ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	[illegible]
„ কালীকৃষ্ণ ঘোষ	[illegible]
	[illegible]

জের—	৭৪১৲
শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি	২৲
" সেখ আব্দুল জব্বর	১৲
" অভয়কুমার গুহ	২৲
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষ	২৲
" সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৲
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য	২৲
" গোকুলচন্দ্র সিংহ	২৲
" যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	২৲
" সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
" বিমলচন্দ্র সিংহ	২৲
" অনাথনাথ ঘোষ	২৲
" সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
" ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার	২৲
" শ্রীরাম মৈত্রেয়	২৲
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
" অমৃতলাল দত্ত	২৲
" অক্ষয়কুমার সরকার	২৲
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" ফণীন্দ্রলাল সেন	২৲
" কালীমোহন সেন	২৲
" চারুচন্দ্র ঘোষ	২৲
" এস কে চৌধুরী	২৲
" বিধুভূষণ গোস্বামী	২৲
" ললিতমোহন মৈত্র	২৲
	৮০৫৲

জের—	৮০৫৲
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মণ	৫৲
" সত্যচরণ লাহা	৪৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" বীরেশ্বর সেন	২৲
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৲
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	২৲
" শরচ্চন্দ্র মজুমদার	২৲
" রাধিকাভূষণ রায়	২৲
" দেবনারায়ণ ঘোষ	২৲
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত	২৲
" এ, সি মুখার্জ্জি	২৲
" বসন্তকুমার বসু	২৲
" বরদাকান্ত রায় (পুরুলিয়া)	২৲
" অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" নিখিলনাথ মৈত্র	২৲
" এস্, কে সেন	২৲
" রামেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৲
" কালিদাস মিত্র	২/০
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	২৲
" বলাইচাঁদ মল্লিক	২৲
" ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত	২৲
" কালীপদ সরকার	২৲
" ভূজেশ্বর শ্রীমানী	২৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫৲
	৮৮১/০

১৩২৩। ২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত এই টাকা আদায় হইয়াছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা

মফঃস্বলে ৩।৶৹ তিন টাকা ছয় আনা।

Printed by

R. C. Mittra, at the **Visvakosha-Press**
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA

ত্রয়োবিংশ ভাগের সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোচনা	শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার	৭৯
২। ইউক্লীডের প্রথম স্বীকার্য্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমাব সেনগুপ্ত	১২৩
৩। ইউক্লীডের স্বতঃসিদ্ধ	ঐ ঐ	১
৪। ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	১৭৯
৫। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৯৭
৬। তাপসী রওশন আরা	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২২৩
৭। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৩৩
৮। দশম স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	২৬৩
৯। নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৮৩
১০। প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দে	২২৯
১১। প্রস্পেক্‌ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	২১৯
১২। বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৫১
১৩। বাঙ্গালা শব্দকোষ [সমালোচনা]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৫
১৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৪১
১৫। বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	৬৯
১৬। মহাভারতের সময়	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৯ ও ১৬১
১৭। মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	৯৫
১৮। রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ	৭৫
১৯। শ্রীনগর	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	২৫৭
২০। সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ	৫৯
২১। সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ	৮১

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন*

এই তাম্রশাসনখানি নবাবিষ্কৃত নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার উদ্যম করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Pālas of Bengal" এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনাকালে আমাকে এই তাম্রশাসনখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে যে পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"১৮০৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [কোম্পানী বাহাদুরের] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী [সুলতানপুরের অন্তর্গত] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত স্থানে এক কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাট্ল সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার আবিষ্কার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।"

"সুবিখ্যাত অধ্যাপক কোল্‌ব্রুক্ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর বিলোপের জন্য, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণ মাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শত-বার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হরণ্‌লি আর একবার পাঠোদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই শাসনলিপির পদ্যাংশের পাঠ অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।"

"অধ্যাপক কোলব্রুক্ এবং অধ্যাপক হরণলি যত দূর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তত দূর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] এবং মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, এই দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ পদ্যাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কাহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; "দূতকে"র পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক্ ইহাকে "দ্বাদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া এবং অধ্যাপক

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিল্‌হর্ণ "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন"।[১]

"গৌড়লেখমালা" সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, স্বর্গগত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যে অংশের পাঠ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই অংশের উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন[২]। আমার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এচ., টিপার (G. H. Tipper) তাম্রশাসনখানি চারি বৎসর কাল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। "Pālas of Bengal" প্রকাশকালে এই তাম্রশাসনের ভূমিগ্রহীতার নাম সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই। তাম্রশাসনখানি আমার হস্তগত হইলে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত উহা পরিষ্কৃত হয় নাই, উহার অক্ষরসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা ও তাম্রকলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। তাম্রশাসনের যে স্থানে ভূমিগ্রহীতার নাম ও বংশপরিচয় আছে, পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে, ঐ অংশের যে আনুমানিক পাঠ "Pālas of Bengal"[৩] গ্রন্থে ও "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগে"[৪] মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মূলানুগত নহে।

তাম্রশাসনখানি পরিষ্কৃত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের ও বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনের সাহায্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ, এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশতি পংক্তির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ লিপির অনেকাংশ ক্ষয়ের জন্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজবংশের যে সমস্ত তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের মধ্যে এই তাম্রশাসনখানির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। একখানি তাম্রপট্টের উভয় দিকে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাম্রপট্টখানি ১৪$\frac{১}{৮}$" দীর্ঘ ও ১২$\frac{৩}{৪}$" প্রশস্ত। তাম্রপট্টের ঊর্দ্ধ দিকে রাজকীয় মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রাটি গোলাকার এবং এই বৃত্তের পরিধি উচ্চ, বৃত্তের পার্শ্বে গোলাকার বিন্দুর বৃত্তাকৃতি মালা আছে। বৃত্তের বাহিরে চারি দিকে লতাপত্র আছে এবং ইহার ঊর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য এবং তদুপরি একটি ছত্র আছে। বৃত্তমধ্যে ঊর্দ্ধার্দ্ধে ধর্ম্মচক্র আছে; মধ্যস্থলে একটি চক্র, চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট এক একটি মৃগ এবং চক্রের নিম্নে "শ্রীবিগ্রহপালদেবঃ" লিখিত আছে। বৃত্তের নিম্নার্দ্ধ লতাপত্রে পরিপূর্ণ। রাজকীয় মুদ্রা ৭$\frac{১}{৮}$" দীর্ঘ এবং বৃত্তের ব্যাস ২$\frac{৩}{৪}$"।

এই লিপিতে যে সমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলির উচ্চতা $\frac{১}{১৬}$" হইতে $\frac{৩}{১৬}$"। অক্ষরগুলি সাবধানতার সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু কাল ভূগর্ভে অবস্থান হেতু লিপির অনেক স্থল

১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২১-২২।
২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৩—২৬।
৩। Pālas of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 80.
৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩৬।

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিংশতি পংক্তিতে, আরম্ভে বিংশ হইতে পঞ্চবিংশতি অক্ষর পর্য্যন্ত লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাম্রপট্টের দ্বিতীয় দিকে প্রতি পংক্তিতে শেষের তিন চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৮ ও ৪৯ পংক্তির অধিকাংশ একবার লিখিত হইবার পরে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বলিখিত অক্ষরগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং সেই অংশ সেই স্থানে দ্বিতীয় বার লিখিত হইলে পূর্ব্বলেখ ও উত্তর-লেখের রেখাসমূহ একত্র মিশ্রিত হওয়ায় লিপির এই অংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। আমগাছি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপির বর্ণমালা অপেক্ষা সাদৃশ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার নিকটতর। স্বরবর্ণের মধ্যে "অ" এবং "আ" সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে "জ" এবং "ত" বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণ-মালার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় হইতে উত্তর-পূর্ব্ব-ভারতের বর্ণমালায় "ভ" ও "হ"এর প্রভেদ সহজে নির্ণয় করা যায়।

লিপির ভাষা সংস্কৃত, ইহার প্রথম বিংশতি পংক্তিতে পালরাজ-বংশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে চতুর্দ্দশটি শ্লোক আছে, তাহাতে প্রথম গোপালদেব হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেব পর্য্যন্ত কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশটি পুরাতন, ইহার প্রথম চারিটি শ্লোক ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এবং দ্বাদশটি বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছি-লিপির চতুর্দ্দশ শ্লোকটিও বাণগড়-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা উক্ত লিপির একাদশ শ্লোক। আমগাছি-লিপির দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক নূতন।

এই তাম্রশাসন হ (?) রধা (?) ম সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীনয়পালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা চন্দ্রগ্রহণকালে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া বিগ্রহপালদেব শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলে বিষমপুরাংশে দণ্ডব্রহেশ্বর সমেত তিন কাকিনী, দুই উন্মান, দুই দ্রোণ এবং ষট্‌কুল্যপ্রমাণ ভূমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শাণ্ডিল্যাসিত-দেবলপ্রবর সামবেদের কৌথুমী-শাখাধ্যায়ী হরিসব্রহ্মচারী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিদ্ ক্রোড়ঞ্চি ও মৎস্যাবাস হইতে আগত, ছত্রাগামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবনদেবের পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র, খোদুল দেবশর্ম্মাকে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে, তাঁহার রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসরে, চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র পড়িতে পারা যায় যে, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। পোসলী গ্রামনিবাসী মহীধরদেবের পুত্র, শিল্পী শশিদেব কর্ত্তৃক এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মহীধরদেব বিজয়াদিত্যের পুত্র এবং বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন তৎকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহা কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিল্পী মুন্‌সী ওয়াহিদউদ্দিন্ আহম্মদ কর্ত্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রশস্তি-পাঠ

প্রথম দিক্

১। ওঁ স্বস্তি॥ [মৈ]ত্রী[ং] কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ

২। [স]ম্যক্ সম্বো[ধিবি]দ্যাসরি [দমলজলক্ষা] লিতাজ্ঞানপ-

৩। -ঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভব[ং] শাশ্বতী[ং]

৪। প্রাপ শান্তি[ং]স শ্রী-মান্-লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ

৫। গোপালদেবঃ ॥(১*) লক্ষ্মী[১]-জন্ম-নিকেতনং সমকরো বোঢ়ু[ং] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদ-ভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃত[া]ং। মর্য্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ সৌ (শৌ)-র্য্য [া]-

৬। -[লয়োঽস্মাদভূদ্দু] গ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ[২] ॥ (২*) রাম-স্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য-

৭। [মহিমা বাক্‌পা]ল-নামানুজঃ। যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ [॥*] (৩*)[৩] তস্মাদু-

৮। [-পেন্দ্র-চরিতৈ র্জ]গতী স্পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষা[ং] শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে[৪] ভুবনরাজ্যসুখান্যবৈ(নৈ)ষীৎ[৫] ॥ (৪*) শ্রীমা-

৯। -[ন্ বিগ্র]হপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবনিতা-প্রসাধনবিলোপি-বিমলা-সিজলধারঃ॥ (৫*)[৬] দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহবিভ-

১০। -[ক্তান্ গুণান্] শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং। যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাংঘ্রি[ ] পীঠোপল[ং] ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ[৭]।

১১। [স্বৈ]রেব ধর্ম্মাসনং॥ (৬*)[৮] তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ কুল-ভূবর[৯]তুল্যকক্ষৈঃ। বিখ্যাত-কীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২। -তি ম[ধ্যম]লোকপালঃ॥ (৭*)[১০] তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসা[ং] রাষ্ট্র-কূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা[ং] প্রসূতঃ [।*] শ্রীমা-

১। স্রগ্ধরা। ২। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৪। তাম্রশাসনে এই পাঠ আছে, মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুমিত সংশোধন-চিহ্ন মূলে নাই—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৪, পাদটীকা ৪।

৫। বসন্ততিলক।

৬। আর্য্যা। ৭। এই স্থানে ছেদ অনাবশ্যক। ৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৯। "কুলভূধর"। মূলে "কুলভূবর" উৎকীর্ণ আছে। ১০। বসন্ততিলক।

১৩। -[ন্-গোপালদেব]শ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃ-সিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥১১ (৮*) য[ং] স্বামিন[ং] রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চা-

১৪। -[রুতরাম্ন]রক্তা। উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বী-[ং] সপত্নীমিব শীলয়ন্ত[ং]॥ (৯*)১২ তস্মাদ্বভূব সবিতুর্বসুকোটিবর্ষী। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেব

১৫। -[ঃ। নেত্রপ্রিয়েণ] বিমলেন কলা[ময়েন যে]নোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ॥ (১০*)১৩ হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্ [।*]

১৬। [নিহিত-চর]ণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি [তস্মা] দভবদবনি-পালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ (॥*)১৪ (১১*) ত্যক্তাম্ভোধাসঙ্গ[ং] শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতা[ং] বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভ-

১৭। [মুদয়াদ্রে]রিব রবিঃ [।*] হত[ধ্বান্তঃ স্নিগ্ধ]প্রকৃতিরনুরাগৈকবসতিস্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ॥ (১২*)১৫ পীতঃ সজ্জনলেচনৈঃ১৬ স্মররিপোঃ পূজা-

১৮। [সুরক্তঃ স]দা। সংগ্রামে [চতুরো২]ধিক[ঞ্চ] হরিতঃ কাল[ঃ] কুলে বিদ্বিষাং। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশ[ঃ] পু[ঞ্জৈ]র্জ্জগদ্রঞ্জয়ন্ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবনৃপতি(ঃ)

১৯। [পুণ্যৈর্জ্জনানা]মভূৎ॥ (১৩*)১৭ [দেশে] প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু। কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈর-

২০। [-ভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ] কটক[মভজ] ন্যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ॥ (১৪*)১৮ স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত-

২১। [শৈলশিখরশ্রেণী বিভ্রমাৎ]॥ নিরতিশয়ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধ-সন্তত-জলদসময়সন্দেহাৎ। উদীচীনানেক-

২২। -নরপতি প্রাভৃ[তি কৃতাপ্রামেয় হ]য়বাহিনী খ[রখুরো২খাত] ধূলিধূসরিতদিগন্ত-রালাৎ। পরমেশ্বর-সেবা-সমাযাতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত

২৩। -পাদাতভর[নমদবনেঃ। (হ?)র] ধা (?) ম সমাবাসিত [শ্রী]মজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারা[জা*]ধিরাজ শ্রীনয়পালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমে-

২৪। -শ্বরঃ [পরমভট্টারকো মহা]রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ বিগ্রহপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রাম-

২৫। মণ্ডল[ান্তঃপাতি স্ব] সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নতলোপেত অধুনা হলকলিত॥ কাকিনীত্রয়ো-ধিকোদমানদ্বয়োপেত১৯।

১১। স্রগ্ধরা। ১২। ইন্দ্রবজ্রা।

১৩। বসন্ততিলক। ১৪। মালিনী।

১৫। শিখরিণী।

১৬। মূলে 'লোচনৈঃ' স্থানে 'লেচনৈঃ' লিখিত আছে।

১৭। শিখরিণী। ১৮। মন্দাক্রান্তা।

১৯। মূলে "কাকিনীত্রয়োধিকোস্মানদ্বয়োপেত" স্থানে "কাকিনীত্রয়োধিকোদমানদ্বয়োপেত" উৎকীর্ণ আছে

২৬। স…… সীমান্তঃ। দ্রোণদ্বয়সমেত। ষট্কুল্যপ্রমাণ দণ্ড (?) ত্রহেশ্বরসমেত বিষম-পুরাংশে সমুপগতাশে-

২৭। -ষ-[রাজপুরুষান্ রাজ] রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার।

২৮। দৌ (ঃ সাধসাধনিক। মহা] দণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক দাসাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাসিক। সৌ—

২৯। -ি [ল্কি] [ক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ।] প্রান্তপাল। কোট্টপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক। কিশোরবড়বাগোমহিষাজা-

৩০। -[বিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমা] গমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পী[১৯]। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়। মালব। খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট।

৩১। [ভট। সেবকাদীন্। অন্যাংশ্চা] কীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিন [ঃ*]। প্রতি-বাসিনো। ব্রাহ্মণোত্তরান্। মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুরোগা মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তা-

৩২। -[ন্ যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি] সমাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতা[ং]। যথোপরিলিখিতোয়ং গ্রামঃ। স্বসীমাতৃণযুতি·[গোচ]রপর্য্যন্তঃ সতলঃ সো[দ্দেশঃ]

৩৩। [সাম্রমধুকঃ। সজলস্থলঃ সগর্ত্তো] যরঃ সদশাপচারঃ সচৌরোদ্ধরণঃ পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ঃ। অচাটভট [প্রবেশঃ] অকিঞ্চিদ্প্রগ্রা[হ্যঃ সমস্তভা-]

দ্বিতীয় দিক্

৩৪। -গ ভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েনা-

৩৫। -চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্[চ পুণ্য]

৩৬। -যশোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য [শাণ্ডি]-

৩৭। -ল্যসগোত্রায়। শাণ্ডিল্য-অসিত-দৈবলপ্রবরা[য়]

৩৮। -হরিসব্রহ্মচারিণে। সামবেদিনে। কৌথুমীশাখাধ্যায়ি-

৩৯। -নে। মীমাংসাম্যা(ব্যা)করণতর্কবিদ্যাবিদে। ক্রোড়ঞ্চিবিনির্গতমৎস্যাবাসবিনির্গ-তায়। ছত্রাগ্রামবাস্তব্যায়। বেদান্তবিৎপদ্মাবনদেবপৈ(পৌ)ত্রায়। মহো-

৪০। পাধ্যায় অর্কদেবপুত্রায়। খোহলদেবশর্ম্মণে। সোমগ্রহে বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা সাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্ত[ব্য]-

৪১। ম্ ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দানফলগৌরবাৎ। অপহরণেন চ মহানরক-পাতভয়াৎ। দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্যানুপালনীয়ম্ প( )ত(তি)বাসিভি-

৪২। -শ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ। আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥ সম(ব)ৎ ১২ চৈত্র দিনে ৯ ভবন্তি

১৯। মূলে "বিষয়পতি" স্থানে "বিষয়পী" লিখিত আছে।

৪৩। চাত্র ধর্ম্মানুশ[ং]সিনঃ শ্লোকাঃ॥ বহুভি ( ) বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফল[ং]॥ ভূমি[ং] যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমি[ং] প্র-

৪৪। -যচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য[ক]র্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ। [।*] গামেকাং স্বর্ণমেকাঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং। হরন্নরকমাপ্নাতি যাবদাহুত[সংপ্ল]বম্॥ ষষ্টিবর্ষ-

৪৫। সহস্রাণি স্বর্গে মোদ[তি ভূ]মিদঃ॥ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তা[ং] পরদত্তা[ং] বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বি[ষ্ঠায়াং] কৃমি[র্] ভূত্বা পি-

৪৬। -তৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রাং (ন্) ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোয়ম্ [ধ]র্ম্মসেতুর্ন্ পাণা [ং] কালে কালে পাল[নীয়ঃ ক্র]মেণ॥ ই-

৪৭। -তি কমলদলাম্বু-[বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলো[প্যাঃ॥] সৌসা-

৪৮। -বস্তিমার্য্যা২০ [দার (?) সং সত্যদ(?) সানিধিঃ ব্রহ্মাণি সুরধামাধনোঃ শ(?)ক্র(?) ণাম্ দণ্ড] ভূভুজাং॥ শ্রীমদ্বিগ্রহপালক্ষিতিপতিতিলকো ম্ পি ··ঃ। শ্রীবর্ম্মায় [রাজ ম (?) কী] যাম্-

৪৯। মন্ত্রিণমিহ শাসনে দূতং॥ পোসলীগ্রামনির্য্যাত-মহীধরদেবসূনুনা ইদং শাসন-মুৎকীর্ণং শশিদেবেন সি (শি) ল্পিনা [॥]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২০। মূলে এই অংশ এক বার লিখিত হইলে তাহা কাটিয়া সেই অংশের উপরে পুনর্ব্বার যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক পাঠমাত্র সম্ভব।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা শব্দকোষ† রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের শব্দ-কোষ; ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে। কেন না, আমরা এই গ্রন্থে উক্ত দেশ বা প্রদেশের গ্রাম্য এবং কথ্য ভাষার শব্দাদি যে পরিমাণে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, পূর্ব্ব বা উত্তর-বঙ্গের সেরূপ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে সমগ্র বঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য। তবে আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও মনীষী এ বিষয়ে অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সেই সেই দেশের শব্দকোষ সংকলন করিলে, বাঙ্গালা শব্দকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আগত, শব্দকোষে সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নির্ণীত হওয়ায় অনেক স্থলে কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(১) "অকম্মা" শব্দ শব্দকোষে গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"গ্রাম্য, অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়।" 'অকম্মা' শব্দ যে কেবল অশিক্ষিতেরাই ব্যবহার করে, ইহা ঠিক নহে। কথা কহিবার ভাষায় শিক্ষিতদিগকেও উহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 'কম্ম' শব্দ শিষ্ট প্রাকৃত এবং ইহারই পরিণতিতে 'কাম' শব্দ জাত। সুতরাং কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর শব্দকে "অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়" না বলিয়া "কথিত ভাষায়" বলিলেই শোভন হইত।

(২) "অকাজ" শব্দ সংস্কৃত "অকার্য্য" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের পরিণতির ধারা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তু°—ধর্ম্ম—ধরম, কর্ম্ম—করম, ভ্রম—ভরম, প্রীতি—পিরীতি প্রভৃতি। উপরোক্ত নিয়মে "কার্য্য" শব্দের পরিণতিতে 'কারয' শব্দ উৎপন্ন হওয়া এবং 'জ' স্থানে 'য' হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে 'কাজ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা বলিলে কোন গোল-যোগ হয় না। কজ্জ=কাজ, তথা অকজ্জ=অকাজ, ইহা সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩) "অতিথ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী।" ইহা ঠিক হয় নাই। শ্রীধরস্বামী অতিথি শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অজ্ঞাতপূর্ব্বগৃহাগতব্যক্তিঃ।" অতিথির লক্ষণে লিখিত হইয়াছে,—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্ এ, বাহাদুর-প্রণীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা শব্দকোষ।

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥"

অমরকোষে—"আগন্তুঃ গৃহাগতঃ।" হেমচন্দ্রে—"অভ্যাগতঃ।" এই সকল প্রমাণে অপরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা জানা গেল। কিন্তু আজকাল পরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহাকেও 'অতিথ' বলা হয়। তা তিনি সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, আর সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই হউন। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী অর্থে অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ। সহচর ও এক পর্য্যায়—এই দুইটি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সমান অর্থে ব্যবহৃত যে শব্দ, তাহাই এক পর্য্যায়; আর শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।

(৪) "অভরণ" শব্দটি গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন এবং পদাবলী-সাহিত্যে শব্দটির এত অধিক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাতে ইহাকে কোনরূপেই গ্রাম্য বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অ ভ র ণ॥—গঙ্গামঙ্গল।
ঝলকত অ ভ র ণ চমকিত চন্দন।—শারদামঙ্গল।
আপন কন্যারে নানা অ ভ র ণ দিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥—চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং।

সুতরাং 'অভরণ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলা আমাদের মতে সমীচীন নহে। হিন্দী ভাষাতেও 'অভরণ' শব্দ আছে।

(৫) "অমিয়" শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে অনেক দেখা যায়। উহার অর্থ অমৃত। অমিয়, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে অমিয়া—এই শব্দটির প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর আছে। প্রাকৃত 'অমিঅ' এবং শেষের স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু অমিআ' শব্দ হইতেই যে উক্ত শব্দ দুইটি আগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'অমৃত' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দটিকে জাত ঠিক করিয়াছেন, এবং 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া' এইরূপ বলিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া'—এরূপ বলা ঠিক নহে। রামা, শ্যামা, কেষ্টা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু জাত, প্রাকৃত "অমিঅ" শব্দও সেইরূপ কথ্য বঙ্গভাষার উচ্চারণে অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধিবশতঃ 'অমিআ' রূপের মধ্য দিয়া 'অমিয়া' আকার পাইয়াছে, ইহাই আমাদের মত।

(৬) "আ" ধাতুর প্রয়োগে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"আমি আই," এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় হয় না। কিন্তু আমরা জানি, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে শিক্ষিত লোকে প্রায়ই এরূপ প্রয়োগে অভ্যস্ত নহেন।

(৭) "আই, আউ" শব্দ দুইটি গ্রাম্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে;—অর্থ আয়ু। 'আই' শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু 'আউ' শব্দ প্রাচীন শিষ্ট-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় এবং শব্দটি প্রাকৃত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'শূন্যপুরাণ' হইতে 'আউ' শব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাকে গ্রাম্য বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শূন্যপুরাণের বানান-পদ্ধতি প্রাকৃতের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু উহাকে মূর্খ লোকের লিখিত অশুদ্ধ বানান-বোধে 'আউ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে উহাকে অশুদ্ধ বানান বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে 'আউ' শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

আ উ থাকিতেঁ কাহাঞিঁ মরণ ইছসি।—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন।

নমস্কার কৈলে নাথ বোলে দীর্ঘ আ উ।—গোরক্ষবিজয়।

এই সকল দেখিয়া 'আউ' শব্দটিকে কোন মতেই গ্রাম্য বলা সমীচীন নহে।

(৮) "আই আই" শব্দ দুইটি সংস্কৃত "অয়ি" সম্বোধন হইতে জাত বলা হইয়াছে এবং "আই মা" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"অয়ি মাতঃ।" আমরা কিন্তু মনে করি, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই 'আই মা' এবং 'আই আই' শব্দের জন্ম অনুমান করা সঙ্গত। "অয়ি মাতঃ" এরূপ সম্বোধন কোথাও শোনা যায় না, পক্ষান্তরে "মা জননি" এরূপ সম্বোধন আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। 'মা জননি' সম্বোধনে যেরূপ একার্থক দুইটি শব্দ বর্ত্তমান এবং তাহা শ্রুতিকটু বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ 'আই' শব্দের মাতা অর্থ হইলেও তাহার পরে আবার 'মা' শব্দ সংযোগ করিয়া 'আই মা' সম্বোধন হইতে পারে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। বিস্ময়সূচক "আই আই" শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র হইতে শব্দকোষে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নাকে হাত এয়োগণ বলে আ ই আ ই।

কোন একটা বিস্ময়ের বিষয় উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ "ওমা ওমা" বা কেহ কেহ "আই আই" এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অর্থ একই মাতৃবাচক বটে। কিন্তু সংস্কৃত 'অয়ি' শব্দ হইতে 'আই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিলে এ স্থলে "আই আই" শব্দের কোন সদর্থ হয় না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়ে নাকে হাত দিয়া আই আই অর্থাৎ ও মা ও মা বলিতেছে—এইরূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হইতে পারে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, বিস্ময়, নিন্দা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরাপর অর্থে যে সব 'আই' শব্দ প্রযুক্ত হয়, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি অনুমান করা অযুক্ত নহে।

(৯) 'আঁখর' শব্দটি সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা না বলিয়া প্রাকৃত "অক্খর" শব্দ হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভাল হয়। কেন না, 'আঁখর' শব্দের 'খ' সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাকৃত হইতে পাওয়া যায়।

(১০) সংস্কৃত 'আকুল' শব্দের পরিণতিতে প্রাকৃত "আউল" শব্দ জাত হইয়াছে,—উহার অর্থ আকীর্ণ অর্থাৎ ছড়ান। প্রাকৃত এই 'আউল' শব্দই বাঙ্গালা ভাষায় "আউল" তথা "আউলা" ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃতকোষে আকুল শব্দের উপরোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় আউল, আউলা ধাতুর প্রচলিত অর্থও এইরূপ বটে। কিন্তু শব্দকোষে আউল ও আউলা ধাতুর অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"আউলাই—মোচন করি" এবং ইহার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—"আউলিয়া কবরী, আউলাইল মাথার কেশ।" উদ্ধৃত দুই স্থলে 'আউল' ধাতুর 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থ হইতে মোচন বা খোলা—এই গৌণ অর্থ (Secondary meaning) কোন মতে স্বীকার করিয়া লইলেও 'সূতা আউলান, কাপড় আউলান' প্রভৃতি স্থলে 'খোলা' বা 'মোচন করা' অর্থ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। কোনও শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত জিনিষকে বিপর্য্যস্ত করা অর্থেই আউলা ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত 'আউলিয়া কবরী ও আউলাইল মাথার কেশ' এই দুই স্থলে মোচন অর্থ কোনরূপে মানিয়া লইলেও, এখানে যে 'বিপর্য্যস্ত' অর্থই অধিক সমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আউলা ধাতুর কেবল 'মোচন' অর্থ না করিয়া 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থও গ্রহণ করা উচিত। আবার 'ব্যাকুল', 'উৎকণ্ঠা' অর্থেও 'আউলা' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

"দেখিতে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আ উ লা ই ছে গা॥"—প-ক-ত, ৭৪৮ পদ।

(১১) সংস্কৃত 'আবর্ত্ত' শব্দ প্রাকৃতে 'আবট্ট' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব-কারের উচ্চারণ ও-কারে পরিণত হয়, ইহার দৃটান্তের অভাব নাই। যেমন, আবাস—আওয়াস। এইরূপে প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ 'আওট' রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা 'আওটা' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। দুগ্ধ আওটান অর্থে দুধ জ্বালে চড়াইয়া আলোড়িত করা; ইহার অর্থ কখন 'দ্রবীভূত করা' হইতে পারে না। তবে 'ধাতুদ্রব্য আওটান'—ইহাতে দ্রবীভূত অর্থ আসিতে পারে। ধাতু দ্রব্যের উল্লেখ না করিয়া, দুগ্ধ আওটানের দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে 'দ্রবীভূত করি' এই কথা বলায় সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা। আর 'আওটা' ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত আবর্ত্তিত শব্দ হইতে না করিয়া প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ হইতে করাই উচিত।

(১২) "আছ" ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে জাত, শব্দকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধাতুটি খাঁটি প্রাকৃত। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম,—

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ অ া ছে।—প্রাকৃতপৈঙ্গল।

(১৩) প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আজ, আইজ, আজি ও আজু প্রভৃতি শব্দ জাত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের অভিমত। কিন্তু শব্দকোষে দেখিলাম,—"স° অদ্য—

অইদ—আইদ—আইজ আসিয়াছে, সংপ্রাং অজ্জ হইতে নহে। অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত, আজি হইত না।" আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। "অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত," এই কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় যে 'আজ' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং এই জন্য উক্ত 'আজ' শব্দটিও ভ্রমবশতই শব্দকোষে লিখিত হয় নাই। যে নিয়মে 'আজ' শব্দ হইতে 'আজু' উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিয়মেই আজ শব্দের শেষে ই-কার আগম হইয়া 'আজি' এবং এই ই-কার পৃথক্ উচ্চারিত হইয়া 'আইজ' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং 'আজ' শব্দ যখন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত, তখন প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতেই উপরোক্ত শব্দ সকল উৎপন্ন, ইহা বলা সঙ্গত।

(১৪) সংস্কৃত অষ্ট শব্দ হইতে 'আঠ' ও 'আট' শব্দের উৎপত্তি না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্‌ঠ' শব্দ হইতে বলিলেই ভাল হয়। কেন না, 'অষ্ট' শব্দ হইতে অষ্ট=অষট=আষট শব্দ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৫) অষ্টাদশ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আঠার' শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। প্রাকৃত 'অট্‌ঠারহ' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দ জাত।

(১৬) "আঁঠি" শব্দ সংস্কৃত 'অস্থি' শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্‌ঠি' শব্দ-জাত বলাই বিধেয়।

(১৭) "আধ" শব্দটিকে গ্রাম্য বলা চলে না। শিক্ষিত লোকের লিখিবার বা কহিবার ভাষায় যে শব্দের ব্যবহার নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলা যাইতে পারে। যে শব্দ শিক্ষিত লোকে কহিবার ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ দেখা যায় না, এরূপ শব্দকেও গ্রাম্য বলা ঠিক নহে। পরন্তু যাহার প্রয়োগ কথিত এবং সাহিত্য উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়, সেই শব্দ কোনরূপেই গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। 'আধ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য ও কহিবার ভাষায় এত অধিক যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আর 'আধ' শব্দ সংস্কৃত অর্দ্ধ শব্দ হইতে জাত নহে—উহা প্রাকৃত 'অদ্‌ধ'-শব্দজ। সংস্কৃত 'অর্দ্ধ' হইতে 'অরধ' শব্দ হওয়াই সম্ভব। অদ্‌ধ=অধ=আধ। অদ্‌ধ শব্দের পরবর্ত্তী 'অধ' রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অ ধ নদী গেলেঁ পুনি বহে খর বাএ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(১৮) "অন্ধল" শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে—অর্থ 'অন্ধ'। 'অন্ধল' শব্দের পরবর্ত্তী রূপ 'আন্ধল' প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; যথা,—

কামে আ ন্ধ ল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আঁধল'। যথা—"আঁধলের নড়ি"—কবিকঙ্কণ। "আঁধল প্রেম পহিলে

নাহি হেরলুঁ।" – প্রাচীন পদ। সুতরাং "আঁধল" শব্দটি প্রাকৃত 'অন্ধল' শব্দের রূপভেদ মাত্র। কিন্তু শব্দকোষে 'অন্ধ' শব্দ হইতে 'আঁধল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে।

(১৯) "আন্ধার" এবং "আঁধার" শব্দ সংস্কৃত 'অন্ধকার' শব্দ অপেক্ষা প্রাকৃত 'অন্ধার' বা 'অন্ধআর' শব্দের খুব নিকটবর্ত্তী। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদে ইহারই সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

নিসিঅ অ ন্ধা রী সুসার চোরা।

(২০) "আপন" শব্দ সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া প্রাকৃত 'অপ্‌পণ' শব্দজাত বলাই উচিত বোধ হয়। কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালায় 'অপণ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

অ প ণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অ প ণা॥—চর্য্যাপদ।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আপণ' আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখিতে পাই। যথা,—

আ প ণ গৌরব রাধা রাখহ আ প ণে॥

বর্ত্তমান রূপ 'আপন'।

(২১) সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্ট-কল্পনা। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু যদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতের পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মূলে প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে এরূপ গোলযোগ হইত না। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হুং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, -

অহমর্থে অম্মি-হুং-মমাঃ।—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব।

এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।

(২২) "আবার" শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"(অপর বার, আর বার=আবার)।" কিন্তু আঅর বার=আর বার=আবার, এইরূপ বলিলেই ভাল হইত। অপর-শব্দজাত এই 'আঅর' শব্দের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। যথা,—

আ অ র সন্দেশ লওঁ বাহুর কহ্নে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(২৩) যোগেশ বাবুর সিদ্ধান্ত—'আলগ' এবং 'আলগা' শব্দ সংস্কৃত 'অলগ্ন' শব্দ হইতে জাত। বস্তুতঃ উহা প্রাকৃত 'অলগ্‌গ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। 'অলগ্ন' শব্দের পরিণতিতে 'অলগন' তথা 'আলগন' শব্দ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতেও প্রাকৃতের অনুরূপ 'অলগ্' শব্দ আছে।

(২৪) "আলোনা, লোণ, লোনা" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত 'অলবণ' ও 'লবণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসে নাই। প্রাকৃত-সাহিত্যে 'অলোণ', লোণ' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় "আলোনা, লোণ ও লোনা" শব্দ জাত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

(২৫) "আহীর" শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত 'আভীর' হইতে বাঙ্গালায় 'আহীর' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা অনাবশ্যক।

(২৬) "উকি" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"উকি (ওঠা)·ব্য, (সং হিক্কা)। হেচকি।" এ সম্বন্ধে আমাদের মত অন্যরূপ। প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া একটি শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা। এই বান্ত এবং 'বান্তকালীন শব্দ' অর্থে 'ওক' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। প্রাকৃত 'ওক্কিঅ' শব্দের পরিণতিতে পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত, ওক্কিঅ=ওকি=উকি শব্দও পশ্চিমবঙ্গে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ 'হিক্কা' বা 'হেচকি' নহে, বমি বা বমিকালীন শব্দ। পূর্ব্ববঙ্গে "ওক উঠা" শব্দের অর্থ বমি ওঠা। বঙ্গের সমস্ত জায়গার খবর অবশ্য আমরা জানি না। 'হিক্কা' অর্থে 'উকি' শব্দের ব্যবহার কোথাও থাকিলে উহা যে বান্তকালীন শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৭) বাঙ্গালা 'উখাড়' ধাতু প্রাকৃত 'উগ ঘাড়' ধাতু হইতেই জাত। সংস্কৃত 'উৎঘাটি' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

(২৮) 'উচ্ছব' শব্দ সংস্কৃত 'উৎসব' শব্দ হইতে আসে নাই এবং উহা গ্রাম্যও নহে। সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শিষ্টপ্রাকৃত। যথা,—

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥—কাব্যাদর্শ।

(২৯) বাঙ্গালা "উঠ" ধাতুর মূলে প্রাকৃত "উট্‌ঠ" ধাতু বর্ত্তমান। ইহার সহিত সংস্কৃত 'উৎ-স্থা' ধাতু বা 'উত্থান' শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩০) "উড়নী" শব্দের মূল প্রাকৃত "ওড্‌ঢণ"; অর্থ—উত্তরীয়। ইহা হইতেই হিন্দী ওঢ়না, ওঢ়নী; ওং ওঢ়ণা; বাঙ্গালা ওড়না ও উড়নী শব্দ জাত হইয়াছে। সংস্কৃত "(আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ, ওড়ণ, ওড়না হইতে পারে" না।

(৩১) "উঁড়ি" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। উহা প্রাকৃত 'উড়িদ' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

(৩২) "সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু" হইতে বাঙ্গালা 'উলট' ধাতুর জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক মোটেই নাই। উহা প্রাকৃত "উল্লট্‌ট" ধাতু হইতে আসাই সহজ। উলট ধাতুর "প্রাচীন রূপ উলুটা" বলা হইয়াছে। ইহার একটি সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত দিলে 'উলুটা' ধাতুর প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। প্রাচীন এবং পদাবলীসাহিত্যে আমরা এ পর্য্যন্ত 'উলট' ধাতুর প্রয়োগই লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩৩) এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনর প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে প্রাকৃত এগারহ, বারহ, তেরহ, চউদ্দহ, পণ্ণরহ প্রভৃতি শব্দ হইতে জাত। ইহাতে সংস্কৃতের কোন সংস্রবই নাই।

(৩৪) "এবে" শব্দ প্রাকৃত 'এবহিং' শব্দের পরিণতি। উহার অর্থ 'ইদানীং'; 'অদ্যাপি' নহে। যথা—

দাণিং এন্‌হিং এত্তহে এ ব হিং ইদাণীমঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ।

মরাঠী এবহাঁ, প্রাচীন বাঙ্গালায় এবেঁ।

(৩৫) "ওথা" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ওথা…ব্য. (স° তত্র)।" এই অর্থ আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। সংস্কৃতে আমরা যে স্থলে 'তত্র' শব্দ ব্যবহার করি, বাঙ্গালায় সেই স্থলে 'তথা' শব্দের ব্যবহার হয়। সেইরূপ সংস্কৃতে যেখানে 'অমুত্র', 'অমুষ্মিন্' শব্দের প্রয়োগ হইবে, বাঙ্গালায় তথায় 'ওথা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; উহা সংস্কৃত অদস্ শব্দজাত, তদ্‌শব্দজাত নহে।

(৩৬) "কই" শব্দ সংস্কৃত ক, কহি শব্দ হইতে জাত নহে। উহার মূলে প্রাকৃত 'কহিং' শব্দ বর্ত্তমান। চর্য্যাপদে ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।

বলা বাহুল্য, এই 'কহিঁ' শব্দ প্রাকৃত 'কহিং' শব্দেরই অনুরূপ এবং কহিঁ=কহি=কই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩৭) "কড়াই, কড়া" এই শব্দ দুইটি সংস্কৃত 'কটাহ' শব্দ হইতে জাত না বলিয়া, প্রাকৃত "কড়াহ" শব্দজ বলিলে খুব সহজ হইত। মৃচ্ছকটিকে—"লোহকড়াহ।"—১ম অ°।

(৩৮) "কনয়" ও "কনয়া" শব্দ দুইটি প্রাচীন সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রাকৃত "কণঅ" শব্দ হইতে বাঙ্গালায় এই শব্দটি আগত হইয়াছে এবং ইহার অবিকৃত রূপও প্রাচীন বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। যথা,—

"ক ণ অ। সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রাকৃত 'কণঅ' শব্দের অ-কার য়-কারে[১] এবং ণকার সংস্কৃত 'কনক' শব্দের আদর্শে ন-কারে পরিণত হইয়াই যে 'কনয়, কনয়া' শব্দ জাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার না করিয়া, সংস্কৃত 'কনক' শব্দ হইতেই 'কনয়' শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখিয়া যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা এই যে, 'কনয়' শব্দ আমরা শব্দকোষে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে। এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

ক ন য়-খচিত অবলম্বনদণ্ড।—গোবিন্দদাস।

(৩৯) "কমনে" শব্দ সম্বন্ধে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে,—"কমনে…ব্য' (স° কিং

১। কোন প্রাকৃত গ্রন্থে 'কণয়' শব্দও পাওয়া গিয়াছে।

স্থানে)। কোথায়।" সংস্কৃত 'কিং স্থান' হইতে 'কমন' শব্দের উৎপত্তি আমাদের অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহার মৌলিক অর্থ যে "কোথায়", এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "কোন্" এবং "কি" অর্থে প্রাকৃতে "কমণ" শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও উক্ত অর্থে অবিকল এই শব্দটি পাওয়া যায়। যথা,—

"ইহার মরণ হএ ক ম ণ উপাএ॥"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুতরাং "কমণ" শব্দের মৌলিক অর্থে যে "কি" এবং প্রাকৃত "কমণ" শব্দ হইতেই যে ইহা আগত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 'কোথায়' অর্থেও অধুনা 'কমন' শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহা ঐ শব্দটির গৌণ অর্থ (Secondary meaning)। কম্নে যাও—কোথাও যাও।

(৪০) "ঘুম" শব্দ অপ্রাচীন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল,—

ঘু ম ই ন চেবই সপরবিভাগা।—চর্য্যাপদ।
তবে কেহে কাল ঘু ম যাইবোঁ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।
ঘু ম ক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।—বিদ্যাপতি।
পালঙ্কে শয়ন ঘু মে অচেতন।— ঐ
আঁখি ঢুলুঢুলু ঘু মে তে আকুল।—চণ্ডীদাস।
লখাই বিপুলা হৈল ঘু মে অচেতন।—পদ্মাপুরাণ, (বংশীদাস)।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে ইহার আরও অনেক প্রয়োগ আছে।

'ঘুম' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। কিন্তু চর্য্যাপদে অপরাপর প্রাকৃত রূপের মত ইহার "ঘুমই" রূপ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উক্ত শব্দটি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিলেও আসিতে পারে। তবে যত দিন না ঐ শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে বা কোষগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, তত দিন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইবে না।

বাঙ্গালা শব্দকোষের ১ম খণ্ডের খানিকটা মাত্র এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যে কয়টি বিষয় আমাদের নিকট ভুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। শব্দকোষের এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃতের দিক্ দিয়া বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী। সুতরাং যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষা

হইতে আগত বা উৎপন্ন, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের ভিতর দিয়া করা ঠিক নহে। তা ছাড়া আমরা এত দিন যে সকল শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকগুলিই তৎসম। সময় ও সুযোগ হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী*

বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটী, এবং এই সাত কোটী অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বর্ত্তমান সময়, কয়েকটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমবায়ে বাঙ্গালী জাতি গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই প্রধান। আমার বিশ্বাস, কোন ধর্ম্মের নামে কোন জাতির নামকরণ হয় নাই। মাতৃভাষা, এবং মাতৃভূমির নামানুসারেই জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবল হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিকে বাদ দেন, আমার মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, বঙ্গদেশে 'বাঙ্গালী' নামে কোন ধর্ম্ম নাই। বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'আর্য্য-ধর্ম্ম' এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'ইসলাম-ধর্ম্ম'। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ নাম যেমন বাঙ্গালী, সেই প্রকার মান্দ্রাজের হিন্দু-মুসলমান মান্দ্রাজী, গুজরাতের হিন্দু-মুসলমান গুজরাতী, বেহারের হিন্দু-মুসলমান বেহারী, পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান পাঞ্জাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার ন্যায় ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশেই হিন্দু-সম্প্রদায় বাস করেন। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া, হিন্দু-সম্পাদিত সংবাদপত্রাদিতে, কেবল হিন্দুদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করার ফলে, "ক্যালকেশিয়ান" (কলিকাতাবাসী) মুসলমানেরা হিন্দুমাত্রকেই বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমে সুদূর পল্লীগ্রামেও এই সংক্রামকতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে অমঙ্গলের চিহ্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে হয় ত ইহা এক প্রকাণ্ড বিষ-বৃক্ষের সৃষ্টি করিবে—হিন্দু-মুসলমানের মিলনে অন্তরায় ঘটাইবে।

যে সকল মুসলমান, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আরবের মুসলমানদিগকে 'আরবী', পারস্যের মুসলমানদিগকে 'পার্শী' এবং আফগানের মুসলমানদিগকে 'আফগানী' বলা হয় কেন? আমাদের এই প্রশ্নের কি কোন সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন? যে কারণে আরবের, পারস্যের অথবা আফগানের মুসলমানদিগকে 'আরবী', 'পার্শী' ও 'আফগানী' বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না, সেই কারণে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকেও 'বাঙ্গালী' বলিয়া উল্লেখ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না কেন?

কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবৃন্দের বাঙ্গালী নাম

---

* যত দিন ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম প্রণালী আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রণালীরই প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

সার্থক করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে 'বাঙ্গালী'র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য—তথা বাঙ্গালী সাহিত্যকে এরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহার ফলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও শ্লাঘা অনুভব করিতে পারেন।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সভা। ইহা কেবল হিন্দুরও নহে, এবং কেবল মুসলমানেরও নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানে সমান অধিকার। এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে, এই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির" বাঙ্গালীমাত্রেরই মহাতীর্থ। মধ্যে মধ্যে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্যমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। এ জাতি সকল; প্রকার অত্যাচারই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ, ধর্ম্মের নিন্দা সহ্য করিতে অক্ষম। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহাই একমাত্র স্থান, যে স্থানে একে অপরের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্ম্মের নিন্দা করিতে বিধি অনুসারে অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাধার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ও চর্চ্চা করিতে সক্ষম। অতএব এরূপ মহাসুযোগ ত্যাগ করা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কোনক্রমেই উচিত নহে।

হিন্দুর সংস্কৃত, মুসলমানের আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু, এবং খৃষ্টিয়ানের ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রু ধর্ম্মভাষা। কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা নহে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং ঐ সকল ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত ও বঙ্গাক্ষরে আমূল উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, তত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং তত দিন সম্পূর্ণরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিলাভ ঘটিবে না। সুখের বিষয়, হিন্দু-ভ্রাতারা পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদির বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আমূল উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা এই কার্য্যে এখনও তত মনোযোগী হয়েন নাই।

খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা, ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। মুসলমানেরা, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক অধিক হইলেও, ঐ সকল গ্রন্থ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত নহে বলিয়া, শিক্ষিত হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা তাহার কোনই

খবর রাখেন না, এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকটও তাহার কদর কম। বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা যে একপ্রকার হওয়া উচিত, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের লিখিতভাষা একপ্রকার না হইবে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে না,—তত দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। আবশ্যক হইলে সকল ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতভাষার শব্দ অথবা কেবল আরবী, পার্শী ভাষার শব্দ বঙ্গভাষার নামে চালাইলে চলিবে না, এবং 'যাহা চলিয়াছে, কেবল তাহাই চালাও' বলিলেও চলিবে না।

বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে এক দল লোক আছেন, তাঁহারা আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূভাষায় লিখিত ইসলাম ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনুবাদ করা বা হওয়া পছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা 'মুসলমানী বাঙ্গালার' পক্ষপাতী।* এ দলের যুক্তি এই যে, "মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ভাষা আরবী, এবং তাঁহাদের দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য উপাসনাদি কোরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরন্তু আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূভাষার বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ অতি কঠিন। পার্শী ও উর্দ্দূভাষার বর্ণমালাগুলি, আরবী ভাষার বর্ণমালার অনুরূপ। তাই আরবী ভাষার শব্দ, পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালার সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ অক্ষর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় ও তাহার বর্ণমালার সাহায্যে, মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুবাদ, এবং উদ্ধৃত করিতে হইলে, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কারণ, আরবী বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন অক্ষরের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আবার উচ্চারণ ঠিক না হইলে অর্থের পার্থক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।"

আমার মনে হয়, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে দুই চারিটি অক্ষরের রূপান্তর উপস্থিত করতঃ কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত দলের আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে, এবং পরিষদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরবী বর্ণমালার দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ত্রিশটি অক্ষর আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। পার্শী ও উর্দ্দূ বর্ণমালার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; এতদুভয়ের অক্ষরের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৩৮টি। বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৬টি। সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর অক্ষরগুলি পর পর সন্নিবেশিত করিলাম।

* 'মুসলমানী বাঙ্গালা' ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে প্রায় দশ, কি বার আনা রকম শব্দ আরবী ও পার্শী।

আরবী-বর্ণমালা

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء لا ي

পার্শী-উর্দ্দূ-বর্ণমালা

ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک
گ ل م ن و ه ء لا ی ے

এইবার আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষরের সাহায্যে, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষর লেখা যাইতে পারে, এবং তাহা যথাযথভাবে উচ্চারিত হইবে কি না, নিম্নে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আরবীর 'আলেফ' ও পার্শী-উর্দ্দূর 'আলেফ' বঙ্গভাষার বর্ণমালার 'আ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন পার্থক্য ঘটিবে না। আরবীর 'বে' ও পার্শী-উর্দ্দূর 'বে' বাঙ্গালার 'ব'র সাহায্যে লিখিলে কোনপ্রকার অসুবিধার কারণ নাই। আরবী বর্ণমালার মধ্যে 'পে' ও 'টে' অক্ষর নাই; পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালায় ঐ দুইটি অক্ষর দেখা যায়। সুতরাং বাঙ্গালার 'প'র সাহায্যে 'পে' ও 'ট'র সাহায্যে 'টে' লিখিলে কোনই ক্ষতি নাই। আরবীর ও পার্শী-উর্দ্দূর 'তে' অক্ষর, বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'সে' অক্ষর বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না; সে কারণ আমার মনে হয়, বাঙ্গালার 'স'এর নিম্নে 'স্‌' ছোট ড্যাস দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জিম' বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোনই ত্রুটি হইবে না। আরবীতে 'চে' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূতে আছে; সুতরাং উহা বাঙ্গালার 'চ' অক্ষরের সাহায্যে লেখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'হে' (বড় 'হে') বাঙ্গালার 'হ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'খে' বাঙ্গালার 'খ'র সাহায্যে লিখিলে ঠিক হয়।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'দাল্' বাঙ্গালার 'দ'র সাহায্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হওয়া উচিত। আরবীতে 'ডাল্' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূর 'ডাল্' অক্ষর বাঙ্গালার 'ড'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জাল্' বাঙ্গালার 'জ' দিয়া লেখার ব্যবস্থা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'রে' অক্ষর বাঙ্গালার 'র' অক্ষরের সাহায্যে লেখা হউক। আরবীতে 'ড়ে' অক্ষর নাই। বাঙ্গালার 'ড়' অক্ষরের সাহায্যে পার্শী-উর্দ্দূর 'ড়ে' অক্ষর লিখিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জে' অক্ষর বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হয় না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে একটি বিন্দু 'জ়' দিয়া, একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করতঃ, উক্ত 'জে' অক্ষর লেখার ব্যবস্থা করা হউক। আরবীতে 'জ়ে' অক্ষর নাই। পার্শী-উর্দ্দূর 'জ়ে' অক্ষর, বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে লিখিতে হইলে, আরও একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। আমার মতে বাঙ্গালা 'জ'

অক্ষরের নিম্নে দুইটি ক্ষুদ্র ড্যাস দিয়া, একটি নূতন অক্ষর-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'সিন' অক্ষর, বাঙ্গালার 'স' দিয়া লেখা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'শিন' বাঙ্গালার 'শ'র সাহায্যে লিখন-পদ্ধতি আছে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'সোয়াদ' বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না। সে কারণ 'স'র নিম্নে একটি বিন্দু দিয়া "স়" একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'দোওয়াদ' বা 'জোয়াদ' বাঙ্গালার 'দ' বা 'জ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি 'দোওয়াদ' উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার কোন গোলযোগ না হইলেও, 'জোয়াদ' উচ্চারণ-কারীর পক্ষে বাঙ্গালার 'জ' ব্যবহার ঠিক হইবে না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে দুইটি বিন্দু যোগ করিয়া, আর একটি নূতন ( ) অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর "তো'এ" অক্ষর বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লিখিলে কোন দোষ হয় না। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জো'এ' লিখিবার জন্য বাঙ্গালার 'জ'র নিম্নে তিনটি বিন্দু দিয়া (জ) আর একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'আয়েন' বাঙ্গালার 'আ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (আ়) দিয়া, অপর একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতঃ লেখার ব্যবস্থা করা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'গায়েন' অক্ষরের জন্য বাঙ্গালার 'গ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (গ়) দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'ফে' অক্ষর বাঙ্গালার 'ফ'র সাহায্যে লেখা যায়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'ছোট কাফ' বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লিখিলে চলিতে পারে। আরবী ও পার্শী উর্দ্দূর 'বড় কাফ' অক্ষর লেখার জন্য, বাঙ্গালার 'ক' অক্ষর ব্যবহার করিলে ঠিক্ হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'লাম', 'মিম', 'নু' ও 'ওয়াও' অক্ষর বাঙ্গালার 'ল', 'ম', 'ন' ও 'ও' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু 'ওয়াও' কখনও কখনও 'ব'র ন্যায় উচ্চারণ হয়। যখন এই প্রকার ঘটে, তখন বাঙ্গালার শেষ 'ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'ছোট হে' বাঙ্গালার 'হ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর "লা'মালেফ" একমাত্র যুক্ত অক্ষর। সুতরাং এই অক্ষরটি, বাঙ্গালায় 'লাম-আলেফ' রূপে লিখিলে ভাল হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'হামজা' ও 'ইয়া' বাঙ্গালার 'হ' ও 'ই' অক্ষরের সাহায্যে লেখা উচিত। হিন্দির ইয়া নামক পার্শী-উর্দ্দূর ঈয়া "ঈ" অক্ষরের সাহায্যে লিখিলে ভাল হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূভাষাকে বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আবশ্য-কানুযায়ী উদ্ধৃত করা যায় এবং ঐ ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ-ভাষায় লিখিত ইসলাম-ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। ভরসা করি, বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

শ্রীনগর*

রাণাঘাটে অবস্থানকালে প্রায়ই শ্রীনগরের কথা শুনিতাম। সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে কয়েক বার শ্রীনগর যাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখনও বসন্ত ঋতুর অবসান হয় নাই। বর্ষাকালে জঙ্গল সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এ সময়ে এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থান পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বাস্তু-ভিটাগুলি কণ্টক-গুল্মে লুপ্তপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখাগুলি বনজ লতা প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে স্বাভাবিক তোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ধারে একটি সুদীর্ঘ পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন রাজপুরী এই পরিখায় বেষ্টিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরিখার উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিলাম, কেবল একটি Kiosque জলটুঙ্গীর কঙ্কাল। ইহারই অপর পার্শ্বে কাজী সাহেবের দর্গা স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ জাগ্রত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অনেকে এখানে মুর্গী জবাই করিয়া "শীর্ণি" দিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণার্থও অনেককে গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হইতে হয়। স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার মহাশয় গাজী সাহেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে ব্যাঘ্র শীকার করিতে বিরত হয়েন। তাহারা সরল বিশ্বাসে ইহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

গাজী সাহেবের দর্গার উপর তোগ্রা আরবী লিপি-খোদিত একখানি প্রস্তরখণ্ড আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে কেহই উহা স্থানচ্যুত করে নাই। প্রথমে অত্রস্থ মুসলমান দফাদারের সাহায্যে প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দেখিতে পাই যে, উহা কোনও বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে সংগৃহীত। গরুড়ের মূর্ত্তি সুন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে এবং উহারই শিরোদেশে বিষ্ণুপদের কিয়দংশ এখনও দেখা যাইতেছে। আরবী লিপির একখানি ছাপ উঠাইয়া, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ছাপ সম্পূর্ণ উঠে নাই বলিয়া তখন লিপিখানির সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব লিপিখানি প্রাক্-মোগল-যুগের—বঙ্গদেশের কোনও স্বাধীন বাদসাহগণের রাজত্বকালে রক্ষিত। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, গাজী সাহেব রাজবাটীর সান্নিধ্যে "আস্তানা" স্থাপন করিয়া লশুন পলাণ্ডু সহযোগে অখাদ্য পাক আরম্ভ করিলে স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই নগরটি ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে দেখিতে পাই যে, নদীয়ার বিখ্যাত সংক্রামক জ্বর বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপেই শ্রীনগর

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎসন্ন হইয়াছিল। ফকির সন্ন্যাসীর শাপের অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার শাপ যে সমধিক ভয়াবহ, তাহা নদীয়াবাসিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পরিখা ও জলাশয় প্রভৃতির অবস্থা পরিদর্শন করিলে ম্যালেরিয়াই এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় কোনও প্রাচীন পুঁথি বা লিপিতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ বৎসর হইতে শ্রীনগর রাজপরিবারবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। নগর প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণয়ের জন্য আমি প্রথমে আরবী লিপি-খানির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। বটতলা থানার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, হোসেনের সাহায্যে আমি উহার যে আংশিক অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তরফলকটি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজত্ব-কালেই উৎকীর্ণ এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা কোনও মসজিদে সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে নূতন ছাপ আনাইয়া যেটুকু পাঠোদ্ধার হইয়াছে, নিম্নে পাদটীকায় আরবী অক্ষরে তাহা অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।* ফলকটি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আনীত, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, গাজী সাহেবের দরগার নিকট কোনও মস্‌জিদ দেখিতে পাই নাই। কেবল একটি পর্য্যাপ্ত পুষ্প-স্তবক-বিনম্র অশোকতরু স্থানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। নিকটে একটি পাতাল-ঘরের প্রবেশদ্বার দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কারণ, স্থানটি সর্পাদির আবাস বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলিল,—রমজানের রোজার সময় গাজী সাহেব এই পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ৪০ দিবস ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। গাজী সাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-কাল জানিবার উপায় নাই বটে—কিন্তু শ্রীনগরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা রাঘব "মাদর্ণাখ্যগ্রামে চৈকাং পুরীং চকার" এবং তৎপুত্র রুদ্র রায় "মদুর্ণেতি খ্যাত ইতি গ্রামে পদ্মপুষ্পাণাং বহ্বীঃ শ্রীর্নিবিশ্য শ্রীনগরেতি তস্য সংজ্ঞাং চকার"। উপস্থিত শ্রীনগরে দুইটি মাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহার একটিতে এখনও পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। রাজা রাঘবের পৌত্র রাজা রামচন্দ্রই প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে ইহা নদীয়াধিপতিগণের বিশ্রাম-

---

* قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا قال النبي صلى الله عليه
وسلم ... ... ابو المظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه ... ...

অনুবাদ—পরম শক্তিমান্ ভগবান্ কহিয়াছেন, মস্‌জিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না। ... ... আমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক ... বলিয়াছেন ... ... আবুল মুজাফর হোসেন শাহ ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার দেশ (রাজ্য) ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।

নিবাসরূপেই ব্যবহৃত হইত। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থের জর্ম্মণ টীকাকার W. Pertsch ১৮৫২ খৃঃ অব্দের বার্লিন সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র জাহাঙ্গীরের শাসনকর্ত্তা কোনও মুসলমান রাজপুরুষের সাহায্যে পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর অধিকার করেন এবং তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানে Pertschএর অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মূল সংস্কৃতে দেখিতে পাই— "হুগলী-ফৌজদারোঽপি মহাশৌর্য্যাদিনা পরিতোষিতো রামচন্দ্রস্য রামজীবনস্য চ ব্যবসায়ং জাঁহগীরনগরাধিকৃতেন যবনং স্বীয়লিখনেন বিজ্ঞাপ্য তৎস্বাক্ষরাঙ্কিতং রামচন্দ্রস্য রাজ্যাধিকারিত্বসূচকং লিখনমানায্য সমর্পিতরাজ্যং রামচন্দ্রং স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। ততস্তেন প্রস্থাপিতঃ শ্রীনগরস্থিতরাজধানীমাক্রম্য রাজ্যং শাসিতুং উপচক্রমে।" এই "জাঁহগীর-নগরাধিকৃতেন" পংক্তিটি স্মরণ করিয়া "শ্রীনগর" শব্দের টীকায় Pertsch লিখিয়াছেন,— When the (Râm chandra) had obtained from the governor of Jâmhâgira the permission to hold Government over a part of the realm of his father"। ঢাকার পূর্ব্বতন নাম জাহাঙ্গীর নগর; সুতরাং "জাঁহগীরনগরাধিকৃতপ্রধান-যবনং" প্রভৃতির দ্বারা ঢাকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Pertsch সাহেবের মতে শ্রীনগর হুগলীর উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। বৈদেশিক পণ্ডিতের এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে শ্রীনগরের নিকটস্থ গোপালনগর গ্রাম আঢ্য ব্যবসায়িগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গোপালনগর সেণ্ট্রাল সেক্সান্ ই, বি, এস রেলপথের একটি অনতিক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখন যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্ব্বে ইহা নদীয়া জেলারই অন্তর্গত ছিল। উভয় স্থানের ব্যবধান তিন চারি মাইলের অধিক হইবে না। শ্রীনগরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্বৎসমাজে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই শিলাখণ্ডদ্বয় পরস্পর সন্নিহিত দুইটি প্রাচীন শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। মন্দির দুইটি এখনও বর্ত্তমান। একটিতে এখনও পূজা হইয়া থাকে, অপরটিতে কোনও বিগ্রহাদি নাই। এখন উহা অসংখ্য চর্ম্মচটিকার আবাসস্থান এবং এরূপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, উহাতে দিবাভাগেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকা অসম্ভব নহে। মন্দিরদ্বারে পঁহুছিতে আমাদিগকে দা, কুড়াল প্রভৃতির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। মন্দির দুইটি প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তাৎকালীন স্থপতিগণ বোধ হয়, আমাদিগের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণেই মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। উভয় মন্দিরেই উদ্গত স্তম্ভগুলি (ornamental pilasters) কারুকার্য্য-শোভিত ইষ্টকে বিনির্ম্মিত। অনেকগুলি ইষ্টকে শিব-মন্দিরের চিত্র ও পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, কোথাও অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালার জন্য যে দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়াছি, তাহা পরিত্যক্ত মন্দিরটির ইষ্টকস্তূপ হইতে সংগৃহীত। শুনা যায়, দেবপ্রতিষ্ঠার অল্প কাল পরেই কোনও অনাথা স্ত্রীলোক মন্দি-

রাভ্যন্তরে প্রসব হওয়ায় এখানে আর কখনও পূজার্চ্চনা হয় নাই। এই মন্দিরের শিলা-ফলকটিই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহাতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মন্দির সংস্থাপনবিষয়ক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে ;—

"১৫৯৬
শাকে রসগ্রহশরদ্বিজরাজসংখ্যে
সংখ্যাবদম্বুজবিজৃম্ভণভানুবিম্বম্।
শ্রীরাজবল্লভপতী* নিজনির্ম্মিতেস্মি-
ন্নস্তা(স্থা)পয়ৎ পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং॥"

সম্ভবতঃ তক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত শিল্পীর প্রমাদবশতঃ "অস্থাপয়ৎ" স্থানে অস্তাপয়ৎ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে এরূপ রচনা-চাতুর্য্য নাই ; কেবল মাত্র লিখিত আছে,—

"১৫৯৩
শাকে রামাঙ্কবাণে ন্দৌ
রাজেন্দুরিহ রাঘবঃ।
রাঘবেশ্বরনামানং
মঠে শিবমতিষ্ঠিপৎ॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীনগরস্থাপয়িতা রাজা রাঘব প্রায় ২৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত রাজপুরী ও অন্যান্য অট্টালিকাদি সম্ভবতঃ একই সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। রাজা রাঘব বোধ হয়, শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিঘীনগর বা দিগ্‌নগর† গ্রামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সেখানেও একটি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা রাঘবই বহু গোপ-অধ্যুষিত রেউই গ্রাম কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় অবসর বিনোদনার্থ মধ্যে মধ্যে শ্রীনগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্বে তথায় রীতিমত রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে শ্রীনগরে গমন করিতেন। চূর্ণী নদী হইতে বাচ্‌কুয়ার খাল দিয়া তাৎকালীন নৌকার আড্ডা, নৌকাড়ি বা নোকাড়ি গ্রাম এবং সেখান হইতে মাঝের গ্রামের সন্নিকটস্থ বিল দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত চলিত বলিয়া বোধ হয়। ৺কালীময় ঘটকের চরিতাষ্টক গ্রন্থেও এ প্রবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্‌কুয়ার খাল এখন অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী মাত্র।

---

* বসন্ততিলক ছন্দ, পত্নী লিখিত হইলে পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব হইবে বলিয়া পতী লিখিত হইয়াছে।

† দিগ্‌নগর রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমি "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং" হইতে নদীয়া-রাজগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

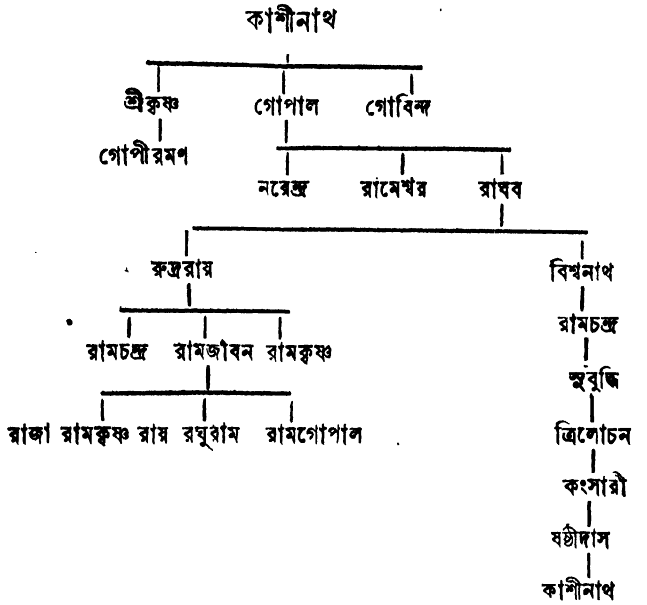

শ্রীনগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রুদ্র ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে আলমগীর বাদসাহের নিকট ফার্ম্মান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পিতা—শিলালিপি-বর্ণিত রাজা রাঘব—মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন এবং উক্ত বাদসাহের নিকট হইতে রায়পুর, খারিজুড়ি, আলুইয়া, মুলগড় প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। রুদ্র ও তাঁহার পৌত্রের রাজত্বকালে শ্রীনগরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রাজা গোপাল বা তৎপুত্র রাজা রাঘবের সমসাময়িক, পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক, শিলালিপি-কথিত রাজবল্লভ যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন মন্দিরের পূজারী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরিত্যক্ত মন্দিরটি "রাজসখা" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজার সখাস্থানীয় কোনও অমাত্য বা তৎপত্নী কর্ত্তৃক এরূপ সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মেরুদণ্ড, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সাহায্যে শিলালিপি দুইটির যে ছাপ লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রস্তর-খণ্ড দুইখানি স্থানীয় জমীদারগণের অনুমতিক্রমে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় আমার নিকট শ্রীনগরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় শুভাগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেও আমি ছাপ লইবার অবসর পাই নাই। শ্রীনগর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথিত আছে যে, রুদ্ররায় তাঁহার রাজপুরীর সন্নিধানে কয়েক লক্ষ টাকা গুপ্তভাবে রাখিয়া দেন এবং ধনাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া লয়েন যে, রাজপরিবারবর্গের বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত না হইলে তিনি এই গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবেন না। ধনাধ্যক্ষ এই সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় রুদ্রের কোনও পুত্র—সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। রুদ্রের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই লুক্কায়িত ধন বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হয়েন নাই। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ মহারাজ সতীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া জনরব হয়, কিন্তু মহারাজা উহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। শ্রীনগরের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সুবৃহৎ গ্রাম-বেষ্টনীর মধ্যে ১২।১৩ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। ২ঘর ব্রাহ্মণ, ২।৩ ঘর শূদ্র ও ৮।৯ ঘর মুসলমান। মুসলমানেরা গাজীর দরগার নিকটেই বাস করে। পূর্ব্বে পটুয়া, কাংস্যকার প্রভৃতি শিল্পিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় না। রাত্রিতে বাঘের উপদ্রবে লোকে ঘরের বাহির হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার পর গোবৎসাদি ফিরিয়া না আসিলে উহা আর পরদিবস খুঁজিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ডাকাইতের উপদ্রব হওয়ায় জনসংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ আর কেহই এ স্থানে বাস করেন না। শুনিয়াছি, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনগরের উন্নতিকল্পে মাঝেরগ্রাম পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হয়েন নাই। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী জমীদারগণ নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের নিকট এই গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কোনও আত্মীয় দরপত্তনীদাররূপে এখন শ্রীনগরের দখলীকার আছেন। শুনিতে পাই, মন্দির দুইটি নাকি এখনও মহারাজা বাহাদুরেরই খাসদখলে আছে। এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কার হওয়া বড়ই প্রয়োজনীয়। অল্প দিন হইল, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট চাকদহের এইরূপ একটি প্রাচীন মন্দির সংরক্ষিত সৌধরূপে পরিগণিত করিয়া জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের ধৈর্য্যগুণের আর অধিক পরীক্ষা করা উচিত নহে। শ্রীনগরের শ্রী বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার আধুনিক প্রসিদ্ধি অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে—কেবল হিংস্র ব্যাঘ্রের আবাসভূমি বলিয়া। Kiplingএর Jungle Bookএর নায়ক মোগ্লীর পিতৃপরিত্যক্ত গ্রামের বাস্তুভিটাগুলির ন্যায় জনহীনপ্রায় শ্রীনগরের বাস্তুগুলিও নিবিড় জঙ্গল-সমাবৃত। বোধ হয়, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের তিক্তাস্বাদ স্মরণ করাইবার জন্যই—

Karela—the wild Karela
grows over them all.

শ্রীগুরুদাস সরকার

দশম স্বতঃসিদ্ধ*

"ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্যামিতিকারগণ, ইউক্লিডের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের সহিত আরও নূতন পাঁচটি যোগ করিয়া, তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্য সম্মিলন পূর্ব্বক স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নয়টি (ইউক্লিডের পাঁচটি ও আধুনিক চারিটি) "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেই বিবৃত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ ইউক্লিডের স্বীকার্য্য হইতে গৃহীত। সুতরাং ইহারা অপরাপর স্বীকার্য্যের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইবে। অবশিষ্ট দশম স্বতঃসিদ্ধটি প্রথম স্বীকার্য্যের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা বিধায় উহার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইল। স্বতঃসিদ্ধটি এই,—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। রেখা দ্বারা মাত্র তলই পরিবেষ্টিত হইতে পারে। সুতরাং স্থানের পরিবর্ত্তে তল শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। তদবস্থায় স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন তলের অংশ পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

ইউক্লিডের জ্যামিতির একাদশ-অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে যে, দুইটি সমতল অবচ্ছিন্ন হইলে, তাহাদের অবচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুর যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলদ্বয়ের যে কোনটিতেই অবস্থিতি করিবে। কিন্তু দশম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের যোজক সরল রেখার সংখ্যা দুইটি হওয়া অসম্ভব (প্রচলিত সংস্করণ)। অতএব উক্ত অবচ্ছেদ রেখাই সরল রেখা।

এখানে উক্ত রেখাদ্বয় দ্বারা স্থান পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা জ্যামিতিতে উল্লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তদ্রূপ কোন প্রকারের স্থানের আভাষ পাওয়া যায় না। কারণ, চিত্রে উক্ত দুইটি সমতল ব্যতীত অপর কোন তলই নাই ; অথচ রেখা দ্বারা তল ব্যতীত অপর কোন স্থানও পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে ?

দুইটি রেখা দ্বারা কোন স্থান অর্থাৎ তলাংশ পরিবেষ্টিত হইলে, তাহাদের উভয় প্রান্ত নিশ্চয়ই সংযুক্ত থাকিবে। যে দুইটি রেখা কোন তলাংশ পরিবেষ্টন করে না, তাহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্তও হইতে পারে না। পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখিতেছি, যদিও চিত্রস্থিত রেখাদ্বয় দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টন দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি উহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত আছে এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব দুইটি

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, ১০ম অধিবেশনে পঠিত।

সরল রেখার উভয় প্রান্তে সংযোগে অসমর্থতা প্রকাশই দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ;—

যে কোন দুইটি সরল রেখা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ "একটি রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে আছে," এইরূপ বলা হয়। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধটিকে এরূপভাবে লিখা যাইতে পারে ;—

যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে দুইটি সরল রেখা থাকিতে পারে না।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—"রেখার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের যে কোনটিকে আরদ্ধি ও সমাপ্তি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" অতএব স্বতঃসিদ্ধটিকে নিম্নলিখিত-রূপে আরও পরিবর্ত্তিত করা যায় ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা টানা যায় না।

দুইটি টানা না গেলেই পাঁচটি, সাতটি অথবা দশটি টানা যাইবে না। অতএব স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

আমি একটি পাখী দেখিতেছি, মাঝে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আর পাখীটি দেখা গেল না। কারণ, পাখী হইতে যে পথে দৃষ্টি আসিতেছিল, সে পথে বাধা পড়িল। তবেই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অপর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টি আসিবার মাত্র একটি পথ। ইহা দশম স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহারিক প্রমাণ। "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিপথ দ্বারাই সরল রেখার জ্ঞানের উৎপত্তি। এখন দেখিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টির পথ মাত্র একটি। অতএব সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দশম স্বতঃসিদ্ধের অভিজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে যে আকারে পরিণত করা হইল, তদ্দ্বারা সরল রেখার ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে এই ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ায় অর্থাৎ সরল রেখার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেওয়ার পূর্ব্বেই দশম স্বতঃ-সিদ্ধের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে।

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্যটি এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

"এক" শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—(১) একটি টাকা দেও অর্থাৎ দুই, কি ততোধিক নহে। (২) একটি পথ হইবেই। এখানে দুই, কি ততোধিক পথ হইবে না, এরূপ কথা প্রকাশ করে না। শব্দ মাত্রই এক অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত। এমতাবস্থায় গণিতশাস্ত্রে "এক" শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ রাখাই উচিত। তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারেই এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

অর্থাৎ প্রথম স্বীকার্য্য দ্বারাই দশম স্বতঃসিদ্ধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য আমি গ্রীক-ভাষা জানি না। সুতরাং ইউক্লিড তাঁহার নিজের ভাষায় প্রথম স্বীকার্য্যকে যে আকারে লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ কি এবং তাহাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি অনুল্লেখ রাখিবার কারণ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালায় স্বীকার্য্যটি যে আকারে পাইয়াছি, তাহারই অর্থ করা গেল।

ভাষার জটিলতা দূর করিবার নিমিত্ত এক শব্দের পূর্ব্বে মাত্র শব্দ রাখিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধকে অন্তর্নিহিত করতঃ প্রথম স্বীকার্য্যের নিম্নলিখিত আকার প্রদত্ত হইল ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

ইউক্লিড সরল রেখার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিন্দুগুলিই যখন পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত, তখন কাজে কাজেই তাহার অংশস্থিত বিন্দুগুলিও, উক্ত সমস্ত বিন্দুর অভ্যন্তরে অবস্থিত কতকগুলি বিন্দু হওয়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত। অতএব সরল রেখার অংশও সরল রেখা।

আমরা "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে সরল রেখার উক্ত সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করি নাই। অতএব—

যে কোন সরল রেখার অংশও সরল রেখা

এই একটি অতিরিক্ত অপ্রমাণিত সত্য হইয়া পড়িল।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখাকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে (Analytical Geometry) ইহার আকৃতি অসীম। অর্থাৎ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যাহা সরল রেখা নামে কথিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি অনুসারে তাহা সরল রেখার অংশ মাত্র।

ইউক্লিড দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সরল রেখাকে উভয় পার্শ্বে যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিবার সমর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা পূর্ব্ব হইতেই একটি অসীম সরল রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, যে সরল রেখা বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাকে উক্ত অসীম সরল রেখার অংশ মাত্র ধরিলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অধিকন্তু সরল রেখার সংজ্ঞা অস্বীকার করার দরুণ যে অতিরিক্ত সত্যটি হইয়া পড়িল, তাহাও বাদ দেওয়া চলে।

তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করে।

এক্ষণে আর দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বাতন্ত্র্য রহিল না। তবে নবগঠিত স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত

উক্ত স্বতঃসিদ্ধের ভাবপ্রকাশক "দুই বিন্দু দিয়া একাধিক সরল রেখার অতিক্রমণে অসমর্থতা" বিশ্লেষণ করিয়া সরলত্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিড সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণেরও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রমাণ সময়ে বিশেষত্ব উপস্থিত করিতে না পারিলে, "সরল" শব্দ প্রয়োগই নিষ্প্রয়োজন। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপ কতকগুলি সত্য জ্যামিতির অঙ্গীভূত আছে যে, উহা সরল রেখার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যথাসময়ে প্রমাণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য এতাদৃশ দ্বিবিধ সত্য জ্যামিতির মূলভাগে উল্লিখিতও আছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্বীকার্য্যে "সরল রেখা" শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য প্রথম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত হইল। অতএব প্রথম ও পঞ্চম স্বীকার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চম স্বীকার্য্যে সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহা সমধিক জটিল ভাবাপন্ন এবং পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় প্রযোজ্য। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশতি প্রতিজ্ঞা প্রমাণেই পঞ্চম স্বীকার্য্যের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম অষ্টাবিংশ প্রতিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরল রেখার ধর্ম্মপ্রকাশক একমাত্র প্রথম স্বীকার্য্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। (যেহেতু দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত।) এমতাবস্থায় প্রথম স্বীকার্য্যে সরল রেখার সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ম্ম নিহিত আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞায় পরিণত করিতে হইলে, তাহার আকার এই হইবে;—

কোন দুইটি বিন্দু দিয়া যে জাতীয় মাত্র একটি রেখা অতিক্রম করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

উক্ত সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত দুইটি আপত্তি আছে,—

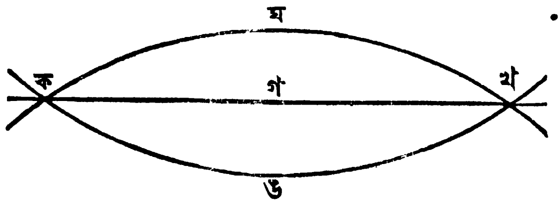

(১) ক ও খ দুই বিন্দু দিয়া গ একটি সরল রেখা এবং ঘ ও ঙ একই জাতীয় অপর দুইটি রেখা অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঘ ও ঙ রেখাদ্বয়ে কি সাদৃশ্য থাকায় তাহারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং গ সরল রেখায় কি বিশেষত্ব থাকায় ঘ, ঙ প্রভৃতি ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত অপর যাবতীয় রেখার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য উৎপন্ন করিয়া সজাতীয়

সমস্ত রেখার সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পাদন করে, তাহা অবগত না হইলে, সরল রেখাসমূহকে অপরাপর রেখা হইতে পৃথক্ করিয়া কি প্রকারে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে?

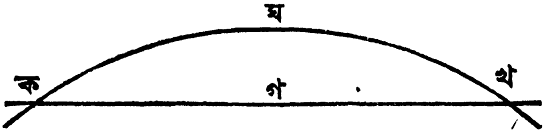

(২) ক ও খ যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত গ ও ঘ দুই জাতীয় রেখা। গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় গ রেখা সরল রেখা। কিন্তু গ রেখা সরল রেখা হইলে, ঘ রেখা কেন সরল রেখা হইবে না? অর্থাৎ গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করা অসম্ভব হইলে, ঘ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা কোন না কোন ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবেই, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সত্যটি স্বতঃই উপলব্ধি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি রেখার উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব সত্যটি দৃষ্টিশক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না।

সাধারণতঃ দ্রব্যের অবস্থিতি দ্বারাই স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যঘটিত জ্যামিতিক বা জ্ঞান ও ব্যবহারতঃ দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান হইতেই লব্ধ। "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—"একমাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধই যাবতীয় সমানতা নিরূপণের ভিত্তি।" পুনরায় সমানতা নিরূপণ ব্যতীত কোন জ্যামিতিক প্রমাণ সম্ভবে না। সুতরাং যাবতীয় জ্যামিতি প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উপরিপাতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব উপরিপাতনরূপ দ্রব্যের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ("ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ") উপরেই জ্যামিতি-শাস্ত্র স্থাপিত।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রথম প্রয়োগ। পূর্ব্ব-লিখিত আটাশটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞায় সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশের আবশ্যক, তাহা চতুর্থ প্রতিজ্ঞার সাহায্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সূত্রটি গৃহীত। চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণের মধ্যে আরও দুইটি সত্য অপ্রমাণিত অবস্থায় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ প্রদত্ত হইল এবং তাহা হইতে উক্ত সত্য দুইটি সঙ্কলিত হইল।

যদি দুই ত্রিভুজের একের দুই বাহু যথাক্রমে অন্যের দুই বাহুর সমান হয় এবং সমান সমান সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী কোণদ্বয়ও পরস্পর সমান হয়, তবে একের ভূমি অন্যের ভূমির সমান হইবে এবং একের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণ-দ্বয়ও যথাক্রমে অন্যের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমান হইবে।

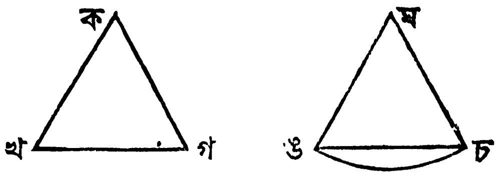

ক খ গ এবং ঘ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ। ইহাদের ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঙ চ বাহুদ্বয়ের সমান এবং খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান।

খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সমান হইবে এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের মধ্যে ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের এবং ক গ খ কোণ ঘ চ ঙ কোণের সমান হইবে।.

কারণ, যদি ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপরে পাতিত করা যায়

এবং ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে স্থাপিত করা যায়,

এবং ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে স্থাপিত করা যায়,

তবে খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে। কারণ, ক খ, ঘ ঙএর সমান।

পুনরায় ক খ, ঘ ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইলে,

ক গ সরল রেখাও ঘ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে; কারণ, খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান ;

তাহা হইলে গ বিন্দুও চ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে, কারণ, ক গ, ঘ চএর সমান।

কিন্তু খ, ঙএর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ;

তাহা হইলে খগ ভূমি ঙচ ভূমির সঙ্গে মিলিত হইবে।

[কারণ, যদি খ, ঙএর সঙ্গে এবং গ, চএর সঙ্গে মিলিত হওয়াতেও খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে দুইটি সরল রেখা একটি স্থান পরিবেষ্টন করে। যাহা অসম্ভব।

সুতরাং খ গ, ঙ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে] এবং তাহার সমান হইবে। [৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

তবে সমগ্র ক খ গ ত্রিভুজ সমগ্র ঘ ঙ চ ত্রিভুজের সঙ্গে মিলিত হইবে.

এবং তাহার সমান হইবে।

এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ও অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাহাদের সমান হইবে,

অর্থাৎ ক খ গ, ঘ ঙ চএর

এবং ক গ খ, ঘ চ ঙএর সমান হইবে।

সুতরাং ... ...

ইহাই প্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল।

(১) ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে পাতিত করিয়া ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে পাতিত করা হইয়াছে এবং এই উপরিপাতন এরূপভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার সমান হওয়ায় খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরিপাতন দ্বারা সরল রেখা দুইটি একই সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই উপরিপাতনে সাধারণ জাতীয় দুইটি রেখা না মিলিয়াও থাকিতে পারে। একটি সরল রেখা একটি বৃত্তের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হয় না। একই জাতীয় রেখার মধ্যে একটি লঘুতর বৃত্তের ধনুর সঙ্গে একটি বৃহত্তর বৃত্তের ধনু মিলান অসম্ভব। এমন কি, একই বৃত্তাভাবের (ellipse) একাংশ অপর সকল অংশের সঙ্গে মিলান যায় না। অতএব বলিতে হইবে, সরল রেখাকে এইরূপ ভাবে মিলাইবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ইউক্লিড ইহার একটি বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই স্বীকৃতিকে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া সরল রেখার অপর একটি ধর্ম্ম পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছি।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে মিলাইবার সময় এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে, ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটি পাইতেছি।

একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুকে অপর একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়।

আমরা সরল রেখাকে অসীম ধরিয়া নিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্থিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অতএব সূত্রটি এই হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া পড়ে।

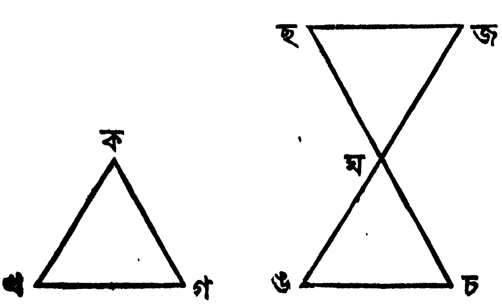

ক খ গ ত্রিভুজকে যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহার বাহু ঘ ঙ না হইয়া, ঘ সরল রেখার বর্দ্ধিতাংশেও থাকিতে পারিত। অর্থাৎ বাহুটি ঘ বিন্দুর উভয় পার্শ্বেই

থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ছ জ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায় ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপর স্থাপিত করিয়া ক খ বাহুকে, ঘ ঙ চ ত্রিভুজের ঘ ঙ বাহু এবং ঘ ছ জ ত্রিভুজের ঘ জ বাহু এই উভয়ের সঙ্গেই মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বকে অপর সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সরল রেখা দুইটি মিলান যাইতে পারে।

আমরা এই সত্য অনুসারে যে কোন সরল রেখাকে অপর যে কোন সরল রেখার সঙ্গে মিলাইতে পারি। এতদ্বারা অপরাপর রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব নিরূপিত হইলে, ইহা নিশ্চয় যে, অপর কোন রেখা তদ্রূপ মিলাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। পুনশ্চ অকৃতকার্য্যতা প্রকাশ পাইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত চেষ্টার পরিণামও আমরা অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের (experience) সাহায্য নিতে হইতেছে।

বিভিন্ন আকারের শলাকা বিভিন্ন প্রকারের রেখারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থানকে বিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া দেখিতে পাই,—যে কোন একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যায়। পরে বিন্দুদ্বয় উক্তরূপে সংলগ্ন রাখিয়া রেখাদ্বয়ের একটিকে আবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দুকে অপর রেখাটির যে কোন পার্শ্বে অপর একটি বিন্দুর উপরে স্থাপন করা যায়। তদবস্থায় রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল হইলে উহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে। যেহেতু দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব আমরা উক্ত প্রকারে উল্লিখিত চেষ্টার পরিণাম অবগত হইয়া নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি,—

(ক) যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত রেখাকে এরূপভাবে পাতিত করা যায় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দু উক্ত অপর রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বস্থিত একটি বিন্দুর উপর স্থাপন করা যায়।

উক্ত রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল রেখা হইলে নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারে তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা উক্ত ক সত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যটি প্রমাণিত হইল।

(২) ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপর এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে,

ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার উপর স্থাপিত হয়, তাহাতে খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান হওয়ায় ক গ সরল রেখা ঘ চ সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান সমতল হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় উক্ত ত্রিভুজদ্বয় যে যে সমতলের উপর স্থাপিত, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকন্তু ত্রিভুজের তিন বাহু ও তিন কোণ মিলিয়া যাওয়ায় ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলিত হইল, এই কথায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি।

যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সমতলকে দ্বিতীয় সমতলের সঙ্গে মিলান যাইতে পারে।

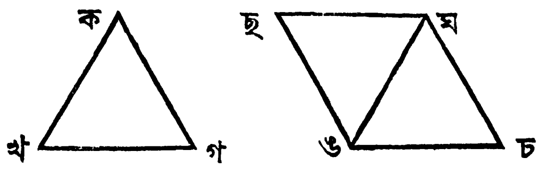

ক খ গ ত্রিভুজটি যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহা ঘ ঙ চ ত্রিভুজ না হইয়া ঘ ঙ সরল রেখার অপর পার্শ্বেও থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ঙ ছ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায়ও ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এই দাঁড়াইবে ;—

(খ) যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পার্শ্বকে অপর সমতলের অন্তর্ভুক্ত সরল রেখাটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্ষান্ত রাখা গেল। প্রসঙ্গানুযায়ী পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, সরল রেখাসমূহ মিলিত করার ক্ষমতায়ই তাহাদের একজাতির অন্তর্ভুক্ত করার বাধা অপনোদিত হইবে।

কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, ক সত্য অনুসারে অন্তর্ভুক্ত বিন্দুদ্বয় মিলান গেলে, যে যে রেখা মিলিয়া পড়ে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে, তদ্রূপ অপর এক জাতি কেন থাকিতে পারিবে না যে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি উক্তরূপ অব-

স্থায় পরস্পর মিলিত হওয়া সম্ভব থাকিলেও তাহারা প্রথম জাতীয় রেখার সঙ্গে নাও মিলিত হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

সংজ্ঞা

১। যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অংশকে উক্ত রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহাকে নিয়মিত (Homoeomeric) রেখা বলে।

১ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন সরল রেখা নিয়মিত রেখা হইবে।

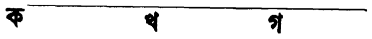

ক একটি সরল রেখা, ইহা নিয়মিত রেখা হইবে।

মনে কর, ক সরল রেখার, খ গ যে কোন একটি অংশ।

খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে রাখিয়া তাহাকে তদবস্থায় ক সরল রেখার সঙ্গে মিলান যায়। [ক সত্য

অতএব খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

অতএব ক একটি নিয়মিত রেখা।

সংজ্ঞা

২। যদি কোন তল এরূপ হয় যে, তাহার যে কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই চালিত হউক, তৎসঙ্গে অংশটিকে উক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই চালিত করা যায়, তবে উক্ত তলকে নিয়মিত তল বলে।

২য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন সমতল নিয়মিত হইবে।

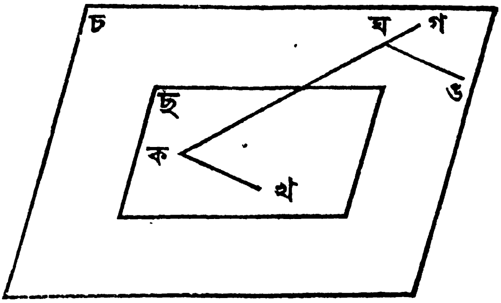

চ একটি সমতল; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, চ তলের ছ যে কোন একটি অংশ।

মনে কর, ছ তলাংশের অন্তর্ভুক্ত ক খ যে কোন একটি সরল রেখা এবং চ তলের অন্তর্ভুক্ত ক গ যে কোন একটি রেখা।

ক গ রেখার অন্তর্ভুক্ত ঘ যে কোন বিন্দু হইতে চ সমতলে ক খ সরল রেখার সমান ঘ ঙ একটি সরল রেখা টান।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপরে পড়ে।

ঘ ঙ সরল রেখা চ তলে অবস্থিত।

অতএব উক্ত পাতিত ক খ সরল রেখাও চ তলে অবস্থিতি করিবে।

ঘ, ক গ সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু।

অতএব ক বিন্দুকে ক গ সরল রেখার উপরে যত ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক খ সরল রেখাকে চ সমতলে রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

ক খ সরল রেখা চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইলে তৎসঙ্গে ছ তলাংশও চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইতে পারে।

অর্থাৎ ক বিন্দুকে ক গ রেখার উপরে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে চ সমতলে অবস্থিত থাকিয়া ছ তলাংশও অপসারিত হইতে পারে।

অতএব চ সমতল নিয়মিত।

৩য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন বৃত্ত নিয়মিত রেখা হইবে।

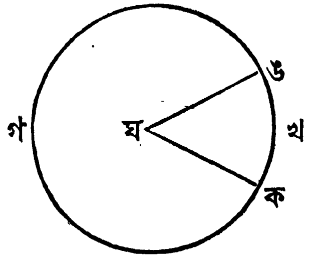

ক খ গ একটি বৃত্ত ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের ঘ কেন্দ্র এবং ক খ যে কোন একটি ধনু।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভূক্ত ঙ যে কোন একটি বিন্দু. ঘ ও ক এবং ঘ ও ঙ যোগ কর।

ঘ ক সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ঘ বিন্দু ঘ বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে।

ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভূক্ত যে কোন একটি বিন্দু।

অতএব ঘ বিন্দু স্থির রাখিয়া ঘ ক সরল রেখাকে যত ইচ্ছা অপসারিত করা যায়।

উক্ত সরল রেখার সঙ্গে ক খ গ বৃত্ত যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলটি উক্ত সমতলের সঙ্গে মিলিত ভাবেই অপসারিত করা যায়।

তদবস্থায় ঘ ঙ ব্যাসার্দ্ধ হওয়ায় ঙ বিন্দু সর্ব্বদাই বৃত্তের পরিধিতে থাকিবে।

কিন্তু ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভূক্ত বিন্দু।

অতএব উক্ত অপসারণে ক খ ধনু সর্ব্বদাই ক খ গ বৃত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে অপসারিত হইবে।

অতএব ক খ গ বৃত্ত একটি নিয়মিত রেখা।

৪র্থ প্রতিজ্ঞা

যে কোন বর্ত্তুল নিয়মিত হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বানুরূপ।

৫ম প্রতিজ্ঞা

সামতলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

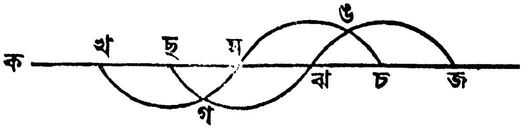

ক একটি সামতলিক নিয়মিত রেখা ; ইহা হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

মনে কর, ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংলগ্ন, এরূপ খ গ ঘ ঙ চ যে কোন অপর একটি রেখা।

ক নিয়মিত রেখার খ চ অংশ ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছ জ অংশ পর্য্যন্ত অপসারিত কর।

উক্ত খ চ অংশের সঙ্গে খ গ ঘ ঙ চ রেখা অপসারিত হইয়া মনে কর, তদবস্থায় ছ গ ঝ ঙ জ রেখায় পরিণত হইল।

মনে কর, তখন ঘ বিন্দু ঝ বিন্দুতে পরিণত হইলে এবং খ গ ঘ ঙ চ রেখা ছ গ ঝ-ঙ জ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত হইল।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখাই অপসারিত অবস্থায় উৎপন্ন ছ গ ঝ ঙ চ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ সাধারণ বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে এক রেখায় পরিণত হইল না।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখা সরল রেখা নয়।

কিন্তু ইহা ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংযুক্ত, এরূপ যে কোন রেখা।

অতএব ক ঊর্দ্ধশক্তির (degree) রেখা না হইয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় শক্তির রেখা হইবে।

যদি ক রেখা প্রথম শক্তির রেখা হয়, তবে ইহা সরল রেখা।

যদি ক দ্বিতীয় শক্তির রেখা হয়।

মনে কর, ক রেখার ঘ শীর্ষবিন্দু (vertex)।

ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে খ চ অপসারিত হইলে চ শীর্ষবিন্দু তৎসঙ্গে অপসারিত হইবে।

অর্থাৎ ক রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু ক রেখার শীর্ষবিন্দুরূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতএব ক রেখা বৃত্ত।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

নিয়মিত তল মাত্রই হয় সমতল, অথবা বর্ত্তুল হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বরূপ। রেখার স্থলে তল, সরল রেখার স্থলে সমতল এবং বৃত্তের স্থলে বর্ত্তুল ধরিতে হইবে।]

৭ম প্রতিজ্ঞা

বার্ত্তুলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই বৃত্ত হইবে।•

[প্রমাণ ৫ম প্রতিজ্ঞার ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে ক দ্বিতীয় শক্তির তলের অন্তর্ভুক্ত রেখা হওয়ায় ইহা প্রথম শক্তির রেখা হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক সরল রেখা হইতে পারে না।]

নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলের নিয়মিত শব্দ একই অর্থবাচক। তবে রেখার অন্তর্ভুক্ত পথ মাত্র একটি—উক্ত রেখা। তলের অন্তর্ভুক্ত একই বিন্দু হইতে বিভিন্ন পথ নির্গত হইতে পারে। সুতরাং নিয়মিত তলের সংজ্ঞায় "যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই হউক," এই অতিরিক্ত একটি কথা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকি,—"ঘটিটি যে স্থানে আছে, আসনটি সে স্থানে ছিল।" ঘটি ও আসনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের স্থান অবরোধ করে। একটি যে স্থান অবরোধ করে, অপরটি সে স্থান অথবা তাহার অংশ অবরোধ করিতে পারে না, তবে উভয়ে একই স্থানে ছিল বলিলে, আমরা মাত্র এই বুঝিতে পারি যে, ঘটি যে স্থানে আছে, তাহার অভ্যন্তরে এরূপ একটি স্থান আছে যে, আসনটি যে স্থানে ছিল, উহা সেই স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমরা উপরোক্ত পরবাক্যচিহ্নের অন্তর্ভুক্ত বাক্য সাধারণতঃ এইরূপ অর্থেই ধরিয়া থাকি। উক্ত অর্থ ধরিয়াই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ;—

"একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে।"

তজ্জন্যই উক্ত প্রবন্ধে বাক্যটি দার্শনিক ভাষায় নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে ;—

"যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।"

একটি বাক্য দার্শনিক ভাষায় নির্দ্দোষ ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু কথিত ভাষায় দোষ থাকিলেও কথাটি সহজে আয়ত্ত হয়। সুতরাং উক্ত সত্যটিতে দার্শনিক ভাষায় জটিলতা প্রকাশ পাইলেও কথিত ভাষায় কোন সন্দেহের নিমিত্ত আপত্তির কারণ, অথবা বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রমাণের আবশ্যকতা আদবেই অনুভূত হয় না।

আমরা সত্যটিতে দ্রব্যের অংশ ও স্থানের অংশের স্থলে কণিকা ও বিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে সত্যটি এইরূপ হইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট কণিকা একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হয়।

অবশ্য তদবস্থায় কণিকাটি কোন একটি পথে চালিত হইবে এবং কণিকাটি এরূপ ভাবে যে কোন পথেই চালিত হইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি কণিকা যে কোন রেখার যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত চালিত হয়।

অর্থাৎ দেশ একটি নিয়মিত ঘন।

তবেই দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট কোন জাতীয় তল ও রেখাকে যথাক্রমে সমতল ও সরল রেখা নাম দিয়া জ্যামিতিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে যাইতে সমর্থ হওয়ায়, তৎসাহায্যে উপরিপাতনের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মূলস্বরূপ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তুল ও বৃত্তও দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট। তবে সমতল ও সরল রেখায় এরূপ একটি বিশেষত্ব আছে যে, শুধু ইহারাই জ্যামিতিক শাস্ত্রের আরম্ভে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। বর্ত্তুল ও বৃত্তে সেই বিশেষত্ব না পাওয়াতেই তাহার সাহায্যে জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় নাই। বিশেষত্বটি এই ;—যে কোন একটি সরল রেখা অপর যে কোন সরল রেখার উপরে, কি যে কোন একটি সমতল অপর যে কোন সমতলের উপরে পাতিত করিয়া পরস্পর মিলান যাইতে পারে। কিন্তু কি বৃত্ত, কি বর্ত্তুল, ইহাদের যে কোন জাতীয় দুইটির পরিমাণ সমান হইলেই তাহারা মিলিত হইবে। পরিমাণ অসমান হইলে তাহাদের মিলান অসম্ভব।

আমরা সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল ;—

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একজাতীয় একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে না পারিলেও বিভিন্ন জাতির একাধিক সরল রেখা টানার অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃত্ত হইতে সরল রেখা এবং বর্ত্তুল হইতে সমতলের উপরোক্ত বিশেষত্ব বিশ্লেষণের উপরেই উক্ত আপত্তির মীমাংসা নির্ভর করে। যেহেতু ইহারা যথাক্রমে সাধারণ জাতি (genus) নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলকে বিশেষ জাতিতে (species) বিভক্ত করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে ইহার আকৃতি অসীম। সমতল উভয় জ্যামিতিতেই সীমাবহির্ভূত। আমাদের জ্ঞান সান্ত। অতএব কি সান্ত, কি অনন্ত, যে কোন পদার্থের যুক্তি আমরা সান্ত পদার্থের সাহায্যেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় কি সরল রেখা, কি সমতল, উভয়ের সান্ত অংশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তদবস্থায় সরল রেখা পার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুদ্বয় দ্বারা এবং সমতল কতিপয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃত্ত ও বর্ত্তুল তদ্রূপ বিন্দুদ্বয় দ্বারা, কি রেখাসমষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই আমরা সরল রেখা ও সমতলের সঙ্গে তুলনা করিবার নিমিত্ত বৃত্ত ও বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ধনু ও বর্ত্তুলাংশ গ্রহণ করিব।

সমতলে সরল রেখা ও ধনু এই উভয় জাতীয় রেখাই টানা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশে একমাত্র ধনুই অঙ্কণের যোগ্য।

সমতলস্থিত যে কোন সরল রেখা অপর সরল রেখার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিলান যায়। কিন্তু সমতলস্থিত ধনুগুলির মধ্যে যেগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু, মাত্র তাহারাই মিলিত

হইবে। পুনরায় সরল রেখাগুলি দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থাতেই মিলিবে। কিন্তু সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলির যে কোন দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে।

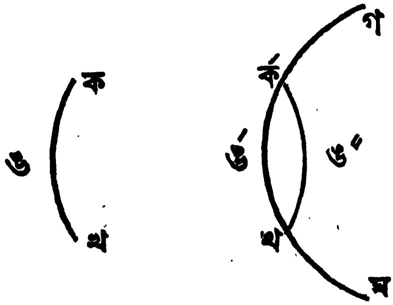

ক খ ও গ ঘ দুইটি সমান সমান বৃত্তের ধনু। ক খ ধনুকে যদি গ ঘ ধনুর উপর এইরূপে পাতিত করা যায় যে, ক ও খ বিন্দুদ্বয় গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ক' ও খ' বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ক খ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ' বিন্দুতে পতিত হইয়া উভয় ধনুকে মিলিত করাইয়া দিতে পারে। পুনশ্চ ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর বহির্ভাগে ঙ'' বিন্দুতে পতিত হইয়া ক খ ধনুকে ক ঙ'' খ ধনুরূপে স্বতন্ত্র ভাবেও রাখিতে পারে।

বর্ত্তুলাংশে সরল রেখার অবস্থিতি সম্ভবে না। সমতলের ন্যায় ইহাতেও অসমান বৃত্তের ধনুগুলি মিলান যায় না। সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলি সমতলস্থিত বৃত্তের ন্যায় উভয় ভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশ যদি অর্দ্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, তবে ইহাতে এরূপ কতকগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু আছে, যাহাদিগকে উক্ত বর্ত্তুলাংশের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থায়ই পরস্পর মিলিত হইবে। ইহারা বৃহৎ বৃত্তের (great circle) ধনু দুইটি বৃহৎ বৃত্ত দুই বিন্দুতে সংযুক্ত হইলে উভয় বৃত্তই উক্ত বিন্দুদ্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত হইবে। সুতরাং অর্দ্ধ বর্ত্তুল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে উহাদের দুই বিন্দুতে সংযোগ অসম্ভব।

এই জাতীয় রেখাকে আমরা বর্ত্তুল রেখা নামে অভিহিত করিব। বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ইহার পরিমাণ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের লঘু (minor) ধনুর নাম বর্ত্তুল রেখা। ইউক্লিড জ্যামিতিক প্রমাণের নিমিত্ত যে পাঁচটি স্বীকার্য্য পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চম স্বীকার্য্যটি প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞায় প্রযুক্ত হয় নাই। সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা প্রযুক্ত হইলে অপর স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হয় না।

স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগের কোন ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে না।

সমতলের পরিবর্ত্তে বর্ত্তুলাংশ ধরিয়া লইলে বর্ত্তুলাংশস্থিত বৃত্তের কেন্দ্র উক্ত বর্ত্তুলাংশের উপরেই অবস্থিতি করিবে এবং কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বর্ত্তুল রেখা উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্ত্তুলাংশেও তৃতীয় স্বীকার্য্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিকোণমিতি অনুসারে সমতলের উপরে সরল রেখার আবর্ত্তনে কোণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূপে বর্ত্তুলাংশের উপরে বর্ত্তুল রেখাও আবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব বর্ত্তুলাংশে চতুর্থ স্বীকার্য্য প্রয়োগেরও কোন বাধা নাই।

অবশিষ্ট নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ হইবে ;—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি বর্ত্তুল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

মাত্র এই কয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্যের সাহায্যে ইউক্লিডের প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষ দুইটি প্রতিজ্ঞা সমান্তরাল সরল রেখা নিয়া। সমান্তরাল সরল রেখার জ্ঞান অনন্ত-সাপেক্ষ। অপর ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞার সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা গ্রহণ করিলে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য কয়টিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না হওয়ায়, প্রমাণের পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

তবে বাহুত্রয় পাদরেখা (quadrant) অপেক্ষা লঘুতর না হইলে ষোড়শ প্রতিজ্ঞার উক্ত ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তরস্থ দূরবর্ত্তী কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা লঘুতর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বর্ত্তুল রেখার পরিমাণ পাদরেখার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা লঘুতর ধরিয়া নিলেই আপত্তি চুকিয়া যায়।

আমরা দেখাইয়াছি, চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অতিরিক্ত দুইটি সত্যের আবশ্যক। ইহাদিগকে ক ও খ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ক সত্য সাধারণ রেখা সম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু খ সত্য বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে তদবস্থায় ত্রিভুজদ্বয়ের ভূমি, ভূমিস্থিত অবশিষ্ট কোণদ্বয় ও ক্ষেত্রফলের সমানতা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিভুজদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপরে পাতিত করিতে না পারিলেও এবং তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে সমান, ইহা উর্দ্ধতন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণিত হইলেও প্রতিজ্ঞাটি যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্ত্তুলাংশে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণের একমাত্র যে আপত্তি ছিল, তাহাও অপনোদিত হইল।

পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি সমান্তরাল নামক এরূপ একপ্রকার যুগ্ম সরল রেখার উপর নির্ভর করে, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তুল রেখায় প্রয়োগ করা যায় না। সমতল ও সরল রেখাকে সান্ত বর্ত্তুল ও বর্ত্তুল রেখার সঙ্গে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা নিয়াই তুলনা করিতে হইবে।*

* আমরা ভবিষ্যতে ইহা দেখাইব যে, বর্ত্তুলাংশে এরূপ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে, যাহারা, বর্ত্তুলের পরিমাণ অনন্তে পরিণত হইলে সমান্তরাল সরল রেখাসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাইতেছে, বর্ত্তুলের সঙ্গে বর্ত্তুল রেখার যে সম্পর্ক, সমতলের সঙ্গে সরল রেখার সেই সম্পর্ক। পুনরায় সামতলিক জ্যামিতিতে সরল রেখা এবং ঘন জ্যামিতিতে সমতল, উভয়েই প্রথম শক্তির সমীকরণ দ্বারা (equation) প্রকাশিত। অতএব সমতলের সঙ্গে সরল রেখা এবং দেশের সঙ্গে সমতল একই রূপ সম্পর্কান্বিত অর্থাৎ দেশ, সমতল ও বর্ত্তুল, ইহাদের সঙ্গে যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপনের নিমিত্ত "সম" শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি এবং দেশের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত সমতল নাম হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া নিয়া সমতল ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত সরল রেখা ও বর্ত্তুল রেখার সাধারণ নাম সমরেখা দেওয়া হইল।

"সমরেখা" কোন জাতিবাচক নাম নহে। ইহা দ্বারা নিয়মিত তলের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপিত হয়, এইমাত্র। একটি নিয়মিত তলে অবস্থিত সমরেখা অপর নিয়মিত তলেও থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় শেষোক্ত তলের সমরেখা উক্ত রেখা না হইয়া অপর রেখাও হইতে পারে।

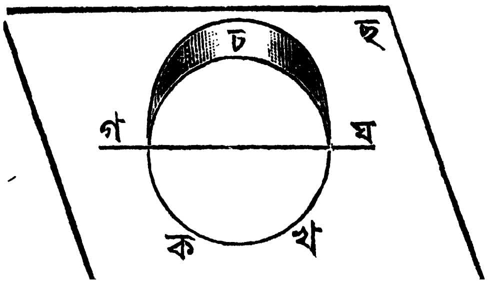

উদাহরণ। ক খ ধনু চ বর্ত্তুল ও ছ সমতল এই উভয় তলেই অবস্থিত। ক খ ধনু চ বর্ত্তুলের বর্ত্তুল রেখা। অতএব ইহা চ বর্ত্তুলের সমরেখা। কিন্তু ক খ ধনু ছ সমতলের সমরেখা নহে। পক্ষান্তরে গ ঘ সরল রেখা ছ সমতলের সমরেখা।

এক্ষণে ক সত্যানুসারে নিয়মিত তলে অবস্থিত যে কোন দুইটি সমরেখা উক্ত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে এবং উক্ত তলে অবস্থিত অপর কোন রেখা, কি সম, কি অসম, কোন রেখার সঙ্গেই, দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই মিলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অতএব সমরেখার সংজ্ঞা এইরূপ হইবে;—

একই নিয়মিত তলে অবস্থিত যে যে রেখা উক্ত নিয়মিত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার নাম সমরেখা।

অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দু মিলাইতে গেলে, একই অথবা বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত যে কোন সমরেখা অপর সমরেখার সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া যায়। পুনরায় একই অথবা সমান সমান

বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাও তদ্রূপ মিলিত হয়। কিন্তু সমতলস্থিত সমরেখা বর্ত্তুলস্থিত সমরেখার সঙ্গে কোন রূপেই মিলিতে পারে না। অপিচ অসমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখারও যে কোনরূপ মিলান অসম্ভব।

আমরা যাবতীয় সমতলে অবস্থিত সমরেখাসমূহকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করিলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত সমরেখা মিলান যায়, তাহারা একজাতীয় এবং যাহাদিগকে মিলান যায় না, তাহারা ভিন্নজাতীয় সমরেখা হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় যদিও সমরেখাদ্বারা কোন জাতি প্রকাশিত না হউক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় সমরেখার অন্তর্ভুক্ত সরল রেখা একটি বিশেষ জাতি এবং সমান সমান বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তুল রেখাগুলিও এক একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। একই নিয়মিত তলে অবস্থিত দুইটি সমরেখা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়। অতএব যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে কোন নিয়মিত তলে অবস্থিত মাত্র একটি সমরেখা অতিক্রম করে।

দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া সমতল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ পরিমাণবিশিষ্ট বর্ত্তুল অতিক্রম করিতে পারে এবং তদবস্থায় ইহাদের প্রত্যেক নিয়মিত তলে অবস্থিত এক একটি সমরেখা উক্ত বিন্দুদ্বয় দিয়া অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ দুইটি বিন্দু দিয়া একজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও বিভিন্নজাতীয় বহুবিধ সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এত ক্ষণে তাহার রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হওয়া গেল। স্বীকার্য্যটি সরল রেখার ন্যায় বর্ত্তুল রেখারও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা যাবতীয় সমরেখার সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞাপন করে।

২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করার প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় না। সংজ্ঞানুযায়ী সমরেখা বলিয়া যাচাই করিবার নিমিত্ত দুইটি রেখা মিলান ক সত্য দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং দুই বিন্দুতে মিলানে সমরেখাদ্বয় মিলিত হইবার নিমিত্তই দুই বিন্দু দিয়া এক জাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ ক সত্যের বর্ত্তমানতার গতিকে ১ম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করিয়া সমরেখার সংজ্ঞা গঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত দ্বিতীয় আপত্তিটিও নিরর্থক সন্দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ, দুই বিন্দু দিয়া বিভিন্নজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিয়মিত তল লইয়াই চর্চ্চা করা গেল। সমরেখা সম্বন্ধে ঘন জ্যামিতির আলোচনা ভবিষ্যতের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি

[হারহা-প্রশস্তি]

এই শিলালিপি যুক্ত-প্রদেশে বড়বাঙ্কী জেলার অন্তর্গত হারহা গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাদেশিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী, এম্. এ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম জনৈক লোকের মুখে ইহার সন্ধান অবগত হন। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটরী শ্রীযুত আর্ বার্ণ্ [R. Burn, I. C. S.] মহোদয়ের যত্নে উহা লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। হারহার রাজা শ্রীযুত রঘুরাজ বাহাদুর সিংহ এই লিপিখানি উক্ত চিত্রশালায় সংরক্ষণের জন্য অর্পণ করিয়াছেন১। উৎকীর্ণ লিপির একখানি ছাপ উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে গত বৎসর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোসাইটির এক অধিবেশনে হারহা-লিপির উদ্ধৃত পাঠ বিবৃত করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে 'সরস্বতী' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকায় [মাঘ, ১৩২২, পৃঃ ৮০—৮৬] পণ্ডিত শ্রীযুত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম্ এ, উক্ত লিপির ছাপ ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হীরানন্দের লিখিত এক ইংরাজী প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইবে। বিগত শারদীয় পূজার পূর্ব্বে মদীয় শিক্ষক, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আমাকে বাঙ্গালায় হারহালিপি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন এবং আমার ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত হীরানন্দের নিকট হইতে উহার দুইখানি সুন্দর ছাপ আনাইয়া দেন। তদনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার ১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে শিলাপট্টের আয়তন ও উহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে২। এক খণ্ড সুমসৃণ-বালুকা-প্রস্তরের উপরিভাগে অত্যন্ত যত্নসহকারে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের দৈর্ঘ্য ২´ ২½´´—ও প্রস্থ ১´ ৪½´´। সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশতি ছত্রে লিপি সমাপ্ত হইয়াছে। কাল-বশে প্রস্তরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কতিপয়-সংখ্যক অক্ষরের অংশবিশেষ ভগ্ন

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1916, p. 3; Appendix, D. p. 8.

২। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

হইয়াছে মাত্র। গুপ্তনরপালগণের সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় লেখমালায় যে শ্রেণীর অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর অক্ষরে লিপিখানি উৎকীর্ণ। মন্দশোর নগরে আবিষ্কৃত কূপ-প্রশস্তি১, মহানামের বুদ্ধগয়ালিপি২, মহারাজ আদিত্যসেনের অফসড়-লিপি৩, মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-লিপি৪ প্রভৃতির অক্ষরের সহিত হাররা-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। প্রথম হইতে শিল্পীর নামোল্লেখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই লিপি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। গুপ্তযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে কৃত্রিম-পদবিন্যাস-পদ্ধতি সবিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই কালের প্রশস্তি-সমূহ ভাষার আড়ম্বর এবং উপমার বাহুল্যহেতু তাদৃশ সরল বা সহজবোধ্য নহে। যাঁহারা সমসাময়িক সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য এবং উৎকীর্ণ প্রশস্তি-সমূহের একত্র অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উভয় শ্রেণীর রচনাই একই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হাররা-লিপি গুপ্ত-নরপালগণের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া ইহাও সমসাময়িক যুগের সাধারণ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। শব্দের আড়ম্বরে ইহার প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নানারূপ উপমার চক্রে পড়িয়া প্রশস্তি-রচয়িতার বক্তব্য সুচারুরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

কবির ভাবের দৈন্য ও বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সপ্তম ও দশম শ্লোকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাব অভিন্ন। উভয় শ্লোকেই, আকাশে সমুত্থিত, হোমাগ্নি-সম্ভূত 'ধূমজালে' মেঘ বলিয়া ভ্রম হওয়ায় শিখিগণ উন্মত্ত ও মুখর হইয়া উঠিতেছে। অন্য আর একজন প্রশস্তিকারও হোমাগ্নি হইতে অভ্যুত্থিত ধূমরাশিকে মেঘ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেবের মন্দশোরে আবিষ্কৃত একখানি প্রশস্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্নিগ্ধশ্যামাম্বুদাভৈঃ স্থগিতদিনকৃতো যজ্বনামাজ্যধূমৈ-
রম্ভো মেঘ্যং মঘোনাবধিষু বিদধতা গাঢ়সংপন্নসস্যৈঃ।"

—প্রাচীন-লেখমালা, কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

কলির অন্ধকার হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের কল্পনা হাররা-প্রশস্তির একাধিক শ্লোকে লক্ষিত হয়। একই ভাবের পুনরুক্তি কবির ভাব-দৈন্যের পরিচায়ক। লিপির কুত্রাপি রচয়িতার বর্ণনার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে উহার কোনও কোনও শ্লোকে চমৎকার ললিত পদ-যোজনার পরিচয় আছে। অনেকাংশে আলোচ্য লিপির রচনা উল্লিখিত মন্দশোর-লিপির রচনার অনুরূপ। প্রশস্তির আরম্ভে মহাদেবের বন্দনা করিয়া উভয় কবিই মুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও একটি স্থলবিশেষে উভয় প্রশস্তির রচনারীতির সাদৃশ্য

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pl. xxii.
২। Ibid. pl. xii.
৩। Ibid. pl. xxviii.
৪। Epigraphia Indica, Vol. xi, pl. (after p. 190)

লক্ষিত হইবে। হাররহা-লিপির যে শ্লোকে লিপির তক্ষণাব্দ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকেই বৎসরের কোন্ কালে অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে তক্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। মন্দশোর-লিপিতেও ঠিক এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। হাররহা-লিপি বর্ষাকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালেঽম্বুবাহা নব-গবলরুচঃ প্রান্ত-লগ্নেন্দ্রচাপাঃ'। মন্দশোরলিপি বসন্তকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালে কলমৃদুগিরাং কোকিলানাং প্রলাপাঃ।' দুইটি শ্লোকেরই রচনা এক রকম। আরও কৌতূহলের বিষয় এই, উভয় প্রশস্তিই একই বৎসরে উৎকীর্ণ হয়। হাররহা-প্রশস্তি ও মন্দশোর-প্রশস্তির পদযোজনা হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিশেষত্বহীন, কৃত্রিম ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় হাররহা-প্রশস্তির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য লিপির বর্ণবিন্যাস-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

দুই রকম 'আ'-কার, যথা—'কারণং (১), 'বেধসাং' (১)
" 'উ'-কার, যথা—'হুতভুজি' (৬), 'ত্রিপুরান্তকঃ' (১)
" 'ঊ'-কার, যথা—'ভূতাত্মা' (১), 'সূর্য্যবর্ম্মা' (১৬)
" 'এ'-কার, যথা—'কুলেন' (৮), 'তেন' (১৬)
" 'ও'-কার, যথা—'লোক' (১), 'যোগিনঃ' (১)
" 'ঔ-কার, যথা—'গৌড়ান্' (১৩), 'নৌ' (১৫)
" 'ণ'-কার, যথা—'শিখিগণা' (১০), 'রেণুনা' (১৪)
" 'ব'-কার, যথা—'বলার্ব্বাভিগমন' (১৩), 'বারিভার' (১০)
" 'য'-কার, যথা—'যিরতি' (৬), 'যৌবনং' (৮)

লিপিতে 'র্য'-স্থানে 'র'-এ 'য'-ফলা সংযুক্ত হইয়াছে, যথা—'র্যং প্রাপ্য' (৫), 'শৌর্য্যং' (৮)
রেফাক্রান্ত 'ক'-বর্ণের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা—দিক্চক্র বালে (৯), 'কৃত্তু' (৭)
রেফসংযুক্ত 'ণ'-এরও দ্বিত্ব হইয়াছে, যথা—'উৎকীর্ণ্ণা' (২২), 'বর্ণ্ণাশ্রমাচার' (৫)
অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—'অর্দ্ধস্থিতযোষিতোপি' (১), 'নৃপোশপতি' (৩)

কাব্যাংশে নগণ্য হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রশস্তি মৌখরিবর্ম্ম-রাজগণের আধিপত্য-কালের অন্যতম অভিজ্ঞান। ইহার পূর্ব্বে মৌখরিদিগের আর পাঁচখানি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে;—

(১) জৌনপুরের আতালা মসজিদে প্রাপ্ত মৌখরি ঈশ্বরবর্ম্মার লিপি[১];

(২) মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত আশিরগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত শর্ব্ববর্ম্মার উৎকীর্ণ তাম্রমোহর[২];

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 228-30.
২। Ibid. pp. 219-21.

(৩-৪) নাগার্জ্জুনী-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার দুইখানি খোদিত লিপি[১] ; এবং (৫) বরাবর-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার একখানি খোদিত লিপি[২]।

এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেববরুণার [দেওবরণার্কের] উৎকীর্ণ লিপি[৩], আদিত্যসেনের অফসড়লিপি[৪] এবং লিচ্ছবিরাজ অংশুবর্ম্মা ও জয়দেবের খোদিত লিপিতে[৫] কোনও কোনও মৌখরি নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত স্যর আলেক্‌জণ্ডার কানিংহাম গয়ার সন্নিকটে মৌখরিদিগের এক মৃন্ময় শিলমোহর[৬] আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের বহু স্থলে[৭], মুদ্রারাক্ষসের[৮] কোনও কোনও পুথিতে এবং কাদম্বরীর একটি শ্লোকে[৯] মৌখরিদিগের বা মৌখরি নৃপবিশেষের উল্লেখ আছে। ফৈজাবাদ জেলায় মৌখরিগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১০]। এই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান-পরম্পরা হইতে মৌখরি-রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। শর্ব্ববর্ম্মার আশিরগড়-লিপি হইতে[১১] এই বংশের নিম্নলিখিত বংশতালিকা সংগ্রহ করা যায়,—

হরিবর্ম্মা + জয়স্বামিনী
|
আদিত্যবর্ম্মা + হর্ষগুপ্তা
|
ঈশ্বরবর্ম্মা + উপগুপ্তা
|
ঈশানবর্ম্মা + লক্ষ্মীবতী
|
শর্ব্ববর্ম্মা + ?

হারহা-লিপি হইতে এই বংশের একজন নূতন লোকের নাম জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ; তিনি ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা। আশিরগড়-লিপিতে ঈশানবর্ম্মার পুত্র রাজা শর্ব্ববর্ম্মার নাম আছে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক, লিপিতেও শর্ব্ববর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১২]। এতদ্ভিন্ন ইঁহার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৩]। ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালের লিপিআবিষ্কারের পর এখন অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা। হারহা-লিপির ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে মৌখরিদিগের

১। Ibid pp. 223-26 ; 226-28.
২। Ibid pp. 221-28.
৩। Ibid p. 216.
৪। Ibid p. 203.
৫। Indian Antiquary, Vol. ix. pp. 171, 178.
৬। Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, p. 14.
৭। *Harsacharita,* Edited and translated by Cowell and Thomas, pp. 122, 123, 124, 173, 194, 233, 238, 246.
৮। *Mudraraksasa,* Bombay Sans, series, Introduction, p. 21.
৯। *Kadambari,* Bombay Sans. series, p, 1.
১০। J. R. A. S. 1906. pp. 843-50.
১১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.
১২। Smith, J. A. S. B. 1894, p. 193.
১৩। J. R. A. S. 1906, p. 844.

সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ অভিনব ও কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্রাধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া এবং 'সমুদ্রাশ্রয়'-স্থিত গৌড়ীয়গণের ['গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'] রাজ্য জয় করিয়া, তৎপরে ঈশানবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালেই ঈশানবর্ম্মা এই বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—"সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" [৩৷৪৷২১], অর্থাৎ সমানকর্ত্তৃক দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অন্যতর ক্রিয়ার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ['পূর্ব্বকালে'] হয়, সেই ক্রিয়ার ধাতু ক্ত্বাচ্-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। 'জিত্বা অন্ধ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট'—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে অন্ধ্রাধিপতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ সূচিত করিবার জন্যই 'জি'-ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিয়া 'জিত্বা' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ 'সমুদ্রাশ্রয়ান্ গৌড়ান্ আয়তিমোচিতস্থলভুবো কৃত্বা সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট', এই বাক্যেও সূচিত হইতেছে যে, গৌড়বিজয় পূর্ব্বে এবং সিংহাসনে আরোহণরূপ ক্রিয়া পরে হইয়াছিল। অতএব ঈশ্বরবর্ম্মার জীবিতকালেই অন্ধ্ররাজ ও গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্র মৌখরিকুলের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজত্বকালে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের লোপ হইয়াছিল, সুতরাং এখানে 'অন্ধ্রাধিপতি' শব্দে কাহাকে বুঝান হইয়াছে, বলা যায় না। তৎকালে গৌড়রাজ্যই বা কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, তাহাও স্থির করা অসম্ভব। জৌনপুরে ঈশ্বরবর্ম্মার যে ভগ্ন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধ্রগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ['বিন্ধ্যাদ্রেঃ প্রতিরন্ধ্রমন্ধ্রপতিনা শঙ্কাপরেণাসিতম্'১]; কিন্তু লিপির অধিকাংশ ভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কি তথ্য খোদিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বিন্ধ্যগিরির রন্ধ্রে অন্ধ্রাধিপতির সশঙ্ক অবস্থিতির উল্লেখমাত্র হইতে অবশ্য কোনও অনুমান করা সঙ্গত নহে, তথাপি ঈশানবর্ম্মার শিলালিপিতে ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালে সংঘটিত মৌখরিগণকর্ত্তৃক অন্ধ্রদিগের পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় সন্দেহ হয়, হয় ত জৌনপুরের ভগ্নপ্রায় শিলাপট্টেও প্রশস্তিকার উক্ত জয়বার্ত্তাই সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মৌখরিগণকর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ও বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। গুপ্তবংশের রাজত্বলোপের পূর্ব্বেই যে মৌখরিরাজবংশ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ঈদৃশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকসমাজে কৌতূহলজনক বলিয়া গণ্য হইবে। গুপ্তরাজগণের সহিত মৌখরিবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহার আভাস অফসড়লিপি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যে মৌখরিগণ গুপ্তরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার অবিসম্বাদিপ্রমাণ নবাবিষ্কৃত হাড়হালিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। মহাশিবগুপ্ত-বালার্জ্জুনের সিরপুরলিপি হইতে জানা যায়, বর্ম্ম-উপাধিধারী এক রাজবংশ মগধে আধিপত্য করিতেন এবং এই বংশে সূর্য্যবর্ম্মা

১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 230.

নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশিবগুপ্তের মাতামহ[১]। সিরপুর-লিপিতে তারিখ নাই, ইহার অক্ষর আলোচনা করিয়া অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন[২]। রায়বাহাদুর হীরালাল অনুমান করেন, এই সূর্য্যবর্ম্মার নাম আবিষ্কারে পশ্চিম-মগধের বর্ম্মরাজবংশের অর্থাৎ মৌখরিবর্ম্মবংশের বংশতালিকায় একজন নূতন ব্যক্তির নাম আবিষ্কৃত হইল[৩]। নানা কারণে হারহালিপির সূর্য্যবর্ম্মা ও সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এ যাবৎ মৌখরিদিগের যত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই তারিখশূন্য। কিন্তু হারহালিপিতে উহার তক্ষণকাল বর্ণিত আছে। ঈশানবর্ম্মার রাজত্ব-কালে, [কোনও প্রচলিত অব্দের] 'একাদশাতিরিক্ত' ষট্‌শত সম্বৎসর অতীত হইলে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ৬১১ অব্দ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—"Taking *atirikta* in the sense of superfluous the other possible meaning will be '589'[৪]." আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, লিপির তক্ষণকাল ৬১১ অব্দ হওয়া সম্ভব নহে, ৫৮৯ অব্দই হইবে। আলোচ্য লিপির উল্লিখিত অব্দকে বিক্রমাব্দ ধরিতে হইবে। অফসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন[৫]। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন[৬]; সুতরাং মাধবগুপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশানবর্ম্মা মাধবগুপ্তের প্রপিতামহ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সমসাময়িক, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়[৭]; অতএব ঈশানবর্ম্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। হারহালিপির তক্ষণাব্দ ৬১১ অথবা ৫৮৯কে বিক্রমাব্দ বলিয়া গণনা করিলে ৫৫৫—৫৬ এবং ৫৩৩—৩৪

১। "নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে বর্ম্মণাং
পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পঃ সুধাভো[জি]নাম্।
যামাসাদ্য সুতাং হিমাচল ইব শ্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ
প্রাপ প্রাক্‌পরমেশ্বর-শ্বশুরতা-গর্ব্বানিখর্ব্বং পদম্।"

—Epigraphia Indica, Vol. xi. p. 191.

২। নারায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৬।

৩। Epigraphia Indica, Vol. xi, p. 185.

৪। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, p. 359.

Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অব্দকে শকাব্দ বা অন্ত কোনও পরবর্তী অব্দ বলিয়া গণনা করিলে যথাক্রমে ৬৮৯ এবং ৬৬৭ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ৬৬৭, ৬৮৯ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও বৎসরকে ঈশানবর্ম্মার লিপির তক্ষণকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত স্বীয় প্রপৌত্রের রাজত্বপ্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৬১১ বা ৫৮৯ সম্বৎসরকে বিক্রমাব্দ না ধরিয়া অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অব্দ বলিয়া গণনা করিলে এইরূপ ঐতিহাসিক বিভ্রাট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ফৈজাবাদ জেলায় ঈশানবর্ম্মার পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কয়েকটিতে মুদ্রাঙ্কণবৎসর গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। বার্ণ এই সকল মুদ্রার তারিখের অঙ্কগুলি পাঠ করিয়াছেন। উহার অন্ততঃ একটি ২৩৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[১]। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে শর্ব্ববর্ম্মার পিতা ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। বার্ণের কৃত পাঠোদ্ধার যদি সঙ্গত হয়, তবে ঈশানবর্ম্মার ৫৫৫—৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব এবং হারহালিপি কখনই উক্ত বৎসরে উৎকীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং কাজে কাজেই উহা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

মৌখরিদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বর্ত্তমান শিলালিপির ৩য় শ্লোকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে মহাভারত-বর্ণিত একটি অবদানের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, নৃপ অশ্বপতি যমরাজের নিকট হইতে যে শত পুত্র লাভ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গই 'মুখর' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়—'মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ'। মৌখরিগণের জাতিসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) যে মত প্রকাশ করেন,[২] তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"It is evident that southern Magadha * * * must often have changed hands between the scions of the Imperial Gupta family and the Maukhari clan of Rajputs." কিন্তু মৌখরিদিগকে রাজপুত বলিয়া বর্ণনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। আপাততঃ ইঁহারা ক্ষত্রিয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

আলোচ্য প্রশস্তির প্রথম দুই শ্লোকে মহাদেবের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বাংশেই শিবের প্রচলিত মূর্ত্তিকল্পনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কেবল বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তাঁহার পরিধেয় বসন ব্যাঘ্রাজিনের পরিবর্ত্তে সিংহাজিন ['সৈংহীং বসানং ত্বচম্']। তৃতীয় শ্লোকে মৌখরিকুলের উৎপত্তির কথা, এবং চতুর্থ শ্লোক হইতে ঊনবিংশশ্লোকপর্য্যন্ত মৌখরিনৃপতিগণের নাম, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপ ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। বিংশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, একদা ঈশানবর্ম্মার তনয় সূর্য্যবর্ম্মা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহা-

---

১। J. R. A. S. 1916, pp. 848-49.

২। Annual Report of the Archæological Survey of India, 1908-9, p. 141.

দেবের একটি প্রাচীন ['আস্তম্'] ও ভগ্ন ['বিশীর্ণম্,] দেবালয় দেখিতে পান। কুমারের ইচ্ছাক্রমে উহার সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। একবিংশ শ্লোকে শিলালেখের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার জীবিতকালে ৫৮৯ সম্বৎসরে উহার তক্ষণ হয়। দেবালয়ের সংস্কারকার্য্য যে বর্ষাঋতুতে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা দ্বাবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ শ্লোক হইতে জানা যায়, কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-নিবাসী ['গগ্‌র্গরাকটবাসিনা'] রবিশান্তি বর্ত্তমান প্রশস্তির রচয়িতা। তৎপরে, সর্ব্বশেষে শিল্পীর নাম। মিহিরবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

উদ্ধৃত পাঠ

১। লোকাবিষ্কৃতি-সংক্ষয়-স্থিতিকৃতাং যঃ কারণং বেধসাম্ ধ্বস্তধ্বান্তচয়াঃ পরান্তরজসো ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ [।] যস্যার্দ্ধস্থিতযোষিতোপি হৃদয়ে নাস্থায়ি চেতোভুবা ভূতাত্মা ত্রিপুরান্তকঃ স

২। জয়তি শ্রেয়ঃ-প্রসূতির্ভবঃ (১)[১] ॥ আশোণাং ফণিনঃ ফণোপলরুচা সৈজ্জীং বসানং ত্বচম্ শুভ্রাং লোচনজন্মনা কপিশয়ন্তাসা কপালাবলিম্ [।] তন্বীং ধ্বান্তনুদং মৃগাকৃতি-ভৃতো বিভ্রৎ কলাং মৌলিনা দিশ্যাদন্ধ

৩। কবিদ্বিষঃ স্ফুরদহি-স্ত্রেয়ঃ পদং বো বপুঃ (২)[২] ॥ সুতশতং লেভে নৃপোশ্বপতি বৈব(বৈর্ব্ব)স্বতাদ্যদ্‌গুণোদিতম্ [।] তৎপ্রসূতা দুরিতবৃত্তি-রুধো মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ(৩)[৩] ॥ তেষাপে **হরিবর্ম্মণা**বনিভুজা ভূতির্ভু

৪। বো ভূতয়ে রুদ্ধাশেষদিগন্তরাল-যশসা রুগ্‌ণারিসম্পদ্বিষা [।] সঙ্গ্রামে হুতভুক্‌-প্রভা-কপিশিতং বক্ত্রং সমীক্ষ্যারিভির্য়ো ভীতেঃ প্রণতস্ততশ্চ ভুবনে জ্বালামুখাখ্যাং গতঃ (৪)[৪] ॥ লোকস্থিতীনাং স্থিতয়ে স্থি

৫। তস্য মনোরিবাচার-বিবেক-মার্গ্গে [।] জগাহিরে যস্য জগন্তি রম্যাঃ সৎকীর্ত্তয়ঃ কীর্ত্তয়িতব্যনাম্নঃ (৫)[৫] ॥ তস্মাৎ পয়োধেরিব শীতরশ্মি**রাদিত্যবর্ম্মা** নৃপতির্ব্বভূব [।] বর্ণ্ণা-শ্রমাচার-বিধি-প্রণীতে র্য়ং প্রাপ্য

৬। সাফল্যমিয়ায় ধাতা (৬)[৬] ॥ হুতভুজি মথমধ্যাসঙ্গিনি ধ্বান্তনীলম্ বিয়তি পবনজন্ম-ভ্রান্তিবিক্ষেপভূয়ঃ [।] মুখরয়তি সমন্তাদুৎপতদ্ধূমজালম্ শিখিকুলমুরুমেঘাশঙ্কি যস্য

৭। প্রসক্তম্ (৭)[৭] ॥ তেনা**পীশ্বরবর্ম্মণঃ** ক্ষিতিপতেঃ ক্ষত্রপ্রভাবাপ্তয়ে জন্মাকারি কৃতাত্মনঃ ক্রতুগণেষ্বাহূত-বৃত্রদ্বিষঃ [।] যস্তোৎখাত-কলিস্বভাব-চরিতস্যাচারমার্গ্গং নৃপা যত্নেনাপি যযাতি-

---

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৩। আর্য্যা জাতি।
৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৫। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।
৬। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি। ৭। মালিনী।

৮। তুল্যযশসো নান্যেহ্নুগন্তুং ক্ষমা (৮)[1] ॥ নীত্যা শৌর্য্যং বিশালং সুহৃদমকুঠিনেং (?)[2] নোত্তমেচ্ছাঙ্কুলেন ত্যাগং পাত্রেণ চিত্তপ্রভবমপি হৃম্না যৌবনং সংযমেন [।] বাচং সত্যেন চেষ্টাং শ্রুতিপথবিধিনা প্রশ্রয়ে

৯। পোত্তমর্দ্ধিম্ যো যম্নং[3] নৈব খেদং ব্রজতি কলিময়ধ্বান্তমগ্নেপি লোকে (৯)[4] ॥ যস্তেজ্যাস্বনিশং যথাবিধিহুতজ্যোতির্জ্জলজ্জন্মনা ধূমেনাঞ্জনভঙ্গ-মেচকরুচা দিক্চক্রবালে ততে [।] আম্নাতা নব-

১০। বারিভার-বিনমন্মেঘাবলী প্রাবৃডিত্যুন্মাদোদ্ধতচেতসঃ শিখিগণা বাচালতামা-যযুঃ (১০)[5] ॥ তস্মাৎ সূর্য্য ইবোদয়াদ্রিশিরসো ধাতুর্ম্মরুত্বানিব ক্ষীরোদাদিব তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ কান্তপ্রভঃ কৌস্তুভঃ [।]

১১। ভূতানামুদপদ্যত স্থিতিকরঃ শ্রেষ্ঠং মহিম্নঃ পদম্ রাজরাজক-মণ্ডলাম্বরশশি-শ্রীশানবর্ম্মা নৃপঃ (১১)[6] ॥ লোকানামুপকারিণারিকুমুদ-ব্যালুপ্তকান্তি-শ্রিয়া মিত্রাভাসু-রুহাগর-দ্যুতিকৃতা ভূরি-

১২। প্রতাপত্বিষা [।] যেনাচ্ছাদিত-সৎপথং কলিযুগ-ধ্বান্তাবমগ্নঞ্জগৎ সূর্য্যেনেব সমুদ্ধৃতা-কৃতমিদং ভূয়ঃ প্রবৃত্তক্রিয়ম্ (১২)[7] ॥ জিত্বান্ধ্রাধিপতিং সহস্রগণিত-ত্রেধাক্ষরদ্বারণম্ ব্যাবল্গি-যুতাতি-

১৩। সংখ্যতুরগান্ ভঙ্ক্ত্বা রণেস্থ(মূ ?)লিকাম্ [।] কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ানধ্যাসিষ্ট নত-ক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনং যো জিতী(১৩)[8] ॥ প্রস্থানেষু বলার্ণবাভিগমন-ক্ষোভ-স্ফুটদ্ভূতল-

১৪। প্রোদ্ভূত-স্থগিতার্কমণ্ডলরুচা দিগ্ব্যাপিনা রেণুনা [।] যত্রামূঢ়-দিনাদিমধ্যবিরতৌ লোকেহন্ধকারীকৃতে ব্যক্তিং নাড়িকয়ৈব যান্তি অয়িনো যামাস্ত্রিযামাস্বিব (১৪)[9] ॥ প্রবিশতী কলিমারুত-ঘট্টিতা

১৫। ক্ষিতিরলক্ষ্য-রসাতলবারিধৌ [।] গুণশতৈরববধ্য সমন্ততঃ স্ফুটিতনৌরিব যেন বলাদ্ধৃতা (ধৃতা) (১৫)[10] ॥ জ্যাঘাত-ব্রণরূঢ়-কর্কশভুজ-ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতান্তস্তাবাপ্য পত ত্রিণো রণমুখে প্রাণানমুঞ্চ

১৬। ন্ দ্বিষঃ [।] যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতৌ জাতেব ভূয়স্ত্রয়ী তেন ধ্বস্তকলি-প্রবৃত্তিতিমিরঃ শ্রীসূর্য্যবর্ম্মাজনি (১৬)[11] ॥ যো বালেন্দু-সকান্তি-কৃৎস্নভুবনপ্রেয়ো দধদ্যৌ-বনম্ শান্তঃ শাস্ত্রবিচারণা-

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। সম্ভবতঃ "অকঠিনেন" পাঠ করিতে হইবে।
৩। সম্ভবতঃ 'যত্নাদৈব' লিপিকরপ্রমাদে এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৫। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৬। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৭। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৮। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৯। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
১০। পজ্ঝটিকা। ১১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১৭। হিতমনাঃ পারম্পলানাঙ্গতঃ [।] লক্ষ্মী-কীর্ত্তি-সরস্বতীপ্রভৃতয়ো যং (যং) স্পর্দ্ধয়ে-বাশ্রিতা লোকে কামিত-কামিভাব-রসিকঃ কান্তাজনো ভূয়সা (১৭)[১] ॥ সদ্বৃত্তেন বলাৎ কলেরবনতং তাবৎ প্রবৃদ্ধাত্মনো বাপৈ

১৮। স্তাবদবস্থিতং স্মৃতিভুবঃ কান্তা-শরীরক্ষতৌ [।] লক্ষ্ম্যা তাবদকাণ্ড-ভঙ্গজ-ভয়ং ত্যক্তম্ পরাপাশ্রয়ম্ যাবন্নাবিরকারি যস্য জনতাকান্তং বপুর্ব্বেধসা (১৮)[২] ॥ লক্ষ্ম্যা (স্ত্রীঃ) শক্রভুবঃ কচগ্রহ-ভয়াবেশ-ভ্রম-

১৯। ল্লোচনা যেনাকৃষ্য ভুজেন বিস্ফুরদসি-জ্যোতিঃকণা-সঙ্গিনা [।] কান্তা মন্মথিনেব কামিতবিদা গাঢ়ং নিপীড্যোরসা প্রায়েণান্যমনুষ্য-সংশ্রয়কৃতং ভাবং পরিত্যাজিতা (১৯)[৩] ॥ তেনানন্তোন্নতিকৃতা

২০। মৃগয়াগতেন দৃষ্ট্বা ত্বমন্ধকভিদো ভবনং বিশীর্ণম্ [।] যেচ্ছাসমুন্নতমকারি ললামভূমেঃ ক্ষেমেশ্বর-প্রথিতনাম শশাঙ্কশুভ্রম্ (২০)[৪] ॥ একাদশাতিরিক্তেষু ষট্‌সু শাতিতবিদ্বিষি [।] শতেষু শরদাং

২১। পত্যৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ম্মণি (২১)[৫] ॥ যস্মিন্ কালেম্বুবাহা নব-গবলরুচঃ প্রান্ত-লগ্নেন্দ্রচাপা স্তবন্ত্যাশাবিতানং স্ফুরদুরুতড়িতঃ সান্দ্রধীরং কণন্তঃ [।] বাতাশ্চাবান্তি নীপান্ নব-কুসুমচয়ানম্র-মূর্দ্ধ্নো

২২। ধুনানাস্তস্মিন্ মুক্তাম্বুমেঘ-দ্যুতি-ভবনমদো নির্ম্মিতং শূলপাণেঃ (২২)[৬] ॥ কুমারশান্তেঃ পুত্রেণ গর্গরাকট-বাসিনা [।] নৃপানুরাগাৎ পূর্ব্বেয়মকারি রবিশান্তিনা (২৩)[৭] ॥

উৎকীর্ণ্ণা মিহিরবর্ম্মণা

অনুবাদ

১। ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী প্রজাপতিগণের ['বেধসাম্'][৮] উৎপত্তির যিনি কারণ, তমঃশূন্য ['ধ্বস্তধ্বান্তচয়া'] ও রজোগুণহীন যোগিগণ যাঁহার আরাধনা করেন, অর্দ্ধনারীশ্বর ['অর্দ্ধস্থিত-যোষিতঃ'] হইলেও যাঁহার হৃদয়ে কন্দর্প অবস্থিত নহেন, জীব-সমূহের যিনি পরমাত্মা ['ভূতাত্মা'], ত্রিপুর নামক দৈত্যকে যিনি নাশ করিয়াছেন, কল্যাণের প্রসবিতা ['শ্রেয়ঃ-প্রসূতিঃ'] সেই মহাদেব জয়যুক্ত হউন।

২। যে দেহ সর্পের ফণাস্থিত মণির ['ফণোপল'[৯]] জ্যোতিঃহেতু মৃদু রক্তাভ ['আশোণাং'] সিংহাজিনে ['সৈংহীং ত্বচম্'] সমাবৃত, লোচনজাত দীপ্তিতে যে দেহের

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৩। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৪। বসন্ততিলক।
৫। অনুষ্টুপ্। ৬। স্রগ্ধরা। ৭। অনুষ্টুপ্।
৮। 'স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধাঃ'—অমর। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশ জন প্রজাপতি। ৯। "উপলঃ প্রস্তরে মণৌ"—বিশ্ব।

(দোদুল্যমান) শুভ্র নরকপাল-মালা কপিশাভ হইয়াছে, যাহার শিরোভাগে চন্দ্রের ['মৃগাকৃতি-ভৃতো'] তিমিরনাশিনী ['ধ্বান্তদ্রুহং'] ক্ষীণকলা, মহাদেবের ['অন্ধকবিদ্বিষঃ'] সেই স্ফুরিত সর্পে বেষ্টিত দেহ তোমাদের স্থির আশ্রয় হউক।

৩। অশ্বপতি যমের ['বৈবস্বতাৎ'] নিকট হইতে গুণশালী শতসংখ্যক পুত্র লাভ করেন১। ইঁহাদের বংশ হইতে পাপাচরিতগণের শাসয়িতা ['দুরিতংবৃত্তিরুধো'] মুখর নামক ক্ষত্রিয়রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৪। এই বংশে ধরিত্রীর কল্যাণকল্পে হরিবর্ম্মা নামে অবনীপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার যশোরাশির দ্বারা 'অশেষ'-দিঙ্মণ্ডল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অরিকুলের সম্পৎ-রূপ তেজঃ ইনি প্রভাহীন ['ক্ষপণ'] করিয়া দিয়াছিলেন। সংগ্রামস্থলে ইঁহার যজ্ঞাগ্নি-প্রভা সঞ্জাত-কপিশবর্ণ-মুখমণ্ডল-দর্শনেই রিপুগণ ভীতিহেতু (তৎসকাশে) 'প্রণত' হইত বলিয়া ইনি জগতে 'জ্বালামুখ' বা বহ্নিমুখ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। যাঁহারা জনসমূহের জন্ম জীবন ধারণ করেন ['লোকস্থিতীনাং'], তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই নরপতি মনুর ন্যায় আচার ও বিবেকের মার্গে অবস্থিতি করিতেন। সেই কীর্ত্তনীয়নামা নৃপতির রম্য-সদ্গুণাবলীর কীর্ত্তন ত্রিজগৎ গান করিত।

৬। সমুদ্র-[বক্ষঃ] হইতে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় সেই নৃপতি হইতে লোকপাল আদিত্য-বর্ম্মার উদ্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ও আচারবিধি-প্রণয়নের সাফল্য ব্রহ্মা ['ধাতা'] ইঁহাকে পাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

৭। যাঁহার যজ্ঞমধ্যস্থ হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকাশে সমুত্থিত, যজ্ঞাগ্নি-সঞ্জাত ['পবন, ভস্ম'] অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ['ধ্বান্তনীলম্'৫], ভ্রাম্যমান 'ধূম-জাল' মেঘের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া (?) প্রগাঢ়-মেধাশক্তি-শিখিকুলকে মুখর করিয়া তুলিত।

৮। সেই নরপতি হইতে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবপ্রতিষ্ঠায় কৃতযত্ন ['কৃতাত্মনঃ'] ক্ষিতিপতি ঈশ্বরবর্ম্মা জাত হন। তিনি ক্রতুক্রিয়ায় শতক্রতু ইন্দ্রেরও সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন ['ক্রতুগণেষ্বাহুতবৃত্রবিদ্বিষঃ'৬]। তিনি কলহ-স্বভাবযুক্ত ['কলিস্বভাবঃ'৭] নরসমূহকে উৎখাত করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপগণ যত্নসহকারেও তাঁহার আচারমার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব।

২। "দুরিতং দুষ্কৃতম্"—অমর।

৩। "লোকস্তু ভুবনে জনে"—অমর। লোকানাং স্থিতির্যে তেষাম্।

৪। 'The sacred fire, Theodore Benfey's Sanskrit English Dictionery, p. 534.

৫। "কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ"—অমর।

৬। আহূতঃ বৃত্রবিট্ যেন সঃ, তস্য। "স্পর্দ্ধায়ামাঙঃ" [পাণিনি—১৩৩১]। আঙ্-পূর্ব্বক হ্বে-ধাতু স্পর্দ্ধা করা ['challenge'] অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৭। "কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শূরাজিকলহে যুগে"—মেদিনী।

৯। তিনি নীতি-পালনের দ্বারা অসামান্য শক্তি, অপরুষ ব্যবহারদ্বারা [অকঠিনেন?] বান্ধব, সৎকুল-জন্মদ্বারা শোভন-ইচ্ছা, সৎপাত্রে বিনিয়োগের দ্বারা ত্যাগ, লজ্জাশীলতার দ্বারা কন্দর্প ['চিত্তপ্রভবম্'], সংযমের দ্বারা যৌবন, সত্যকথনশীলতার দ্বারা বাক্য, বেদ-মার্গানুমোদিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ['শ্রুতিপথবিধিনা'১] কার্য্য এবং বিনয়ের ['প্রশ্রয়েণ'] দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে বন্ধন করিয়াছিলেন (?)। এই বিদ্বেষময় ও তামস-[সাগর]-মগ্ন জগতে তিনি কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই।

১০। যাঁহার যজ্ঞসমূহে যথাবিধি দিবানিশি হোমানল প্রজ্বালিত হইত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কজ্জলতরঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ-আভাযুক্ত ['অঞ্জনভঙ্গমেচকরুচা'২] ধূমে 'দিক্‌চক্র-বাল' বিতত হইলে, বর্ষাকালে জলভারনত নব মেঘাবলীর উদয় হইল ভাবিয়া উন্মত্ত এবং উদ্ধতচিত্ত ময়ূরবৃন্দ বাচাল হইয়া উঠিত।

১১। (সেই লোকপাল হইতে) উদয়াদ্রি-শির হইতে সমুত্থিত সূর্য্যের ন্যায়, ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত দেবরাজের ন্যায়, অথবা ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্তোলিত 'নিন্দিতেন্দুকিরণ' ['তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ'], 'কান্তপ্রভ' কৌস্তভমণির ন্যায়, জীবগণের সংরক্ষণকর্ত্তা, মহিমার স্থিরতম আশ্রয়স্থল, রাজাধিরাজগণের অম্বররূপ মণ্ডলের শশী শ্রীঈশানবর্ম্মা নৃপতির জন্ম হয়।

১২। যিনি প্রজাগণের কল্যাণকারী, রিপুরূপ কুমুদের কান্তি ও শ্রী যিনি বিলুপ্ত করিয়াছেন, মিত্রগণের মুখরূপ কমলের যিনি অমৃতময় বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছেন ['অগরদ্যুতি-কৃতা'], সেই প্রভূত-প্রতাপদ্যুতিশালী নরপতি, ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত, কলিযুগ-তামসাবমগ্ন এবং অভ্যুত্থিতপাপ জগৎকে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবর্ত্তিত ['প্রবৃত্তক্রিয়ম্'] করিয়াছিলেন।

১৩। সমরে অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তিন সহস্র ['সহস্রগণিতত্রেধা'] মদস্রাবী গজ ও মূলিকানামক৪ (?) রাষ্ট্র জয় করিয়া ['ভঙ্‌ক্ত্বা'] নিযুতাধিক সামরিক

১। শ্রুতিপথবিধিনা—'শ্রুতি'র অর্থ বেদ। 'বিধি'র অর্থ অনুষ্ঠান। 'কল্পে বিধি ক্রমৌ'—অমর। বিধি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোলব্রুক্ বলেন, "Practice prescribed by the *Vedas* for the effecting of certain consequences."—*Umara Kosha*, p. 185, note *d*.

২। ভঙ্গ—তরঙ্গ। "ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বা স্ত্রিয়াং বীচিরথোর্ম্মিষু"—অমর। মেচক—কৃষ্ণবর্ণ। "কৃষ্ণস্তু মেচকঃ"—হেমচন্দ্র।

৩। অগর—ন+গর। গর—বিষ। অগর—অমৃত।

৪। অন্ধ্‌রাজ শ্রীসাতকর্ণি গোতমিপুত্রের মাতা বলশ্রীর নাসিকগুহালিপিতে 'মূলক'-দেশের উল্লেখ আছে। সাতকর্ণি মূলকদেশ অধিকার করিয়াছিলেন—Epigraphia Indica, Vol. viii, pp. 60, 62. র‍্যাপসন্ বলেন, এই 'মূলক' ও 'মূলিকা' অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় 'মৌলিক' জাতির নাম পাওয়া যায়। ফ্লিটের মতে ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি জাতি এবং 'মূলিকা' ও 'মৌলিকা' অভিন্ন—Catalogue of Coins of the Andhra Dynasty, p. xxxi ; বৃহৎসংহিতা—১৪।৮, ২৩ ; Indian Antiquary, 1893, p. 186.

অশ্ব ['সংখ্যতুরগান্'] লাভ করেন এবং ['সমুদ্রাশ্রয়ান্'] সমুদ্রাশ্রয়বিশিষ্ট গৌড়ীয় জনগণকে উত্তরকালে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া সেই বিজয়ী ['জিতী'[১]] নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিখিল-ক্ষিতীশমণ্ডলী তাঁহার চরণে অবনত হইয়াছিল।

১৪। যে বিজয়ী নরপতি প্রস্থিত হইলে, সেনারূপ অর্ণবের চাঞ্চল্যজনিত আঘাতে ভূমিতল হইতে উত্থিত, সূর্য্যের তেজোমণ্ডল-রোধকারী ধূলিকণায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইত। 'আমূঢ়' অর্থাৎ দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য (?) দিবসের আদি ও মধ্যভাগবিরহিত হইলে এবং জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, যেন একনাড়িকামধ্যে ['নাড়িকয়ৈবং'] (দিবাভাগের) প্রহরসমূহ নিশাকালের প্রহরে পরিণত হইত। (?)

১৫। কলিমারুতচালিতা বসুধা গভীর রসাতলবারিধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনিই বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় সেই বসুধাকে অসংখ্য গুণদ্বারা সর্ব্বাংশে অববদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন।

১৬। যাঁহার জ্যাঘাতব্রণহেতু-কর্কশবাহু-দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত ['ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতানি'] বাণসমূহে আহত হইয়া শত্রুবৃন্দ 'রণমুখে' পক্ষীর ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এবং যাঁহার ক্ষিতিশাসনকালে পুনরায় যেন বেদত্রয়ের ['ত্রয়ী'] উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই নরপতি হইতে কলিকালোৎপন্ন তিমিরভরের নাশয়িতা ['ধ্বস্তকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ'] শ্রীসূর্য্যবর্ম্মার জন্ম হয়।

১৭। যৌবনশালী, বালশশীর ন্যায় কান্তিযুক্ত, নিখিল ভুবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, শান্ত এবং শাস্ত্রবিচারে আরোপিতচিত্ত ['আহিতমনাঃ'] (সেই কুমার) সর্ব্বকলাবিদ্যায় বিশারদ হইয়াছেন। (ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সরস্বতী যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। এই ভূলোকে, ঈপ্সিত ও কামিজনোচিত রতিভাবের তিনি রসিক ['কামিত-কামিভাবরসিকঃ'[৩]], এবং (সেই হেতুই) সর্ব্বাংশে রতিপতির তুল্য হইতে পারিয়াছেন।

১৮। যাঁহার জনচিত্তবিমোহন ['জনতাকান্তং'] বপুঃ যত দিন না বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তত দিন 'প্রবৃদ্ধ' কলির বলহেতু ধর্ম্ম অবনত হইয়াছিল; রতির দেহক্ষতসম্পাদনে তত দিন কন্দর্পের বাণ নিযুক্ত ছিল, এবং কমলা আকস্মিক পরাজয়জনিত ['অকাণ্ডভঙ্গভয়াৎ'] ভীতিহেতু পরের অপকৃষ্ট আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১। জিতী—জিতং জয়ঃ অস্যাস্তীতি জিতী।

২। নাড়িকা—'ক্ষণৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ নাড়িকা'—হেমচন্দ্র। 'Equivalent to 24 minutes'—Colebrooke's *Umura kosha*, p. 313, note *d*.

৩। ভাব—"শৃঙ্গারাদ্যে রসত্বাপি কারণে চান্তরাত্মনি"—নানার্থার্ণব-সংক্ষেপ, Edited by Ganapati Sastri, p. 119.

১৯। কেশাকর্ষণ-শঙ্কা-জনিত-ত্রাসহেতু বিচলিতলোচনা রতিপ্রতিম অরিকুল-লক্ষ্মীকে তিনি বিস্ফুরিত-অসির জ্যোতিঃকণা-সংযুক্ত ভুজপাশের দ্বারা সমাকর্ষণপূর্ব্বক কামবিৎ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার উরঃস্থল প্রগাঢ়ভাবে নিপীড়িত করিয়া অন্যপুরুষাশ্রয়-জনিত শঙ্কা প্রায়শঃ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

২০। (সেই রাজতনয়) যিনি পতিতকে উন্নমিত করেন, তিনি (একদা) মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহাদেবের ['অন্ধকভিদঃ'] এক প্রাচীন ['আশ্রম'] ভগ্ন দেবালয় দেখিয়া, শক্তির আশ্রয়ভূত ['ললামভূমেঃ'] (সেই দেবাদিদেবের) ক্ষেমেশ্বরনামে প্রসিদ্ধ (এবং) 'শশাঙ্কশুভ্র' নিকেতন স্বেচ্ছায় সমুন্নত করিলেন।

২১। (অব্দের) 'একাদশাতিরিক্ত', ষট্‌গুণিত শতসম্বৎসর অতীত হইলে, নিপাতিতারি ['শাতিতবিদ্বিষি'], ভূমিপতি ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালে (এই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইল)।

২২। যৎকালে আরণ্য মহিষশিশুরূপ-প্রতীয়মান ['নব-গবল১রুচঃ'] ঘনবিদ্যুৎ-স্ফুরিত জলধরগণ প্রান্তভাগে ইন্দ্রচাপসংযুক্ত (ইন্দ্রচাপদ্বারা আহত) হইয়া দিগন্ত (দিগন্তরূপ বিতানস্থল) সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘন ও মৃদু গর্জ্জন করিতেছিল, এবং নবকুসুম-ভারাবনম্র কদম্বতরুর শীর্ষদেশে পুষ্পরাজি পবনের ঈষৎ-আন্দোলনে বিকম্পিত হইতেছিল, সেই কালে বর্ষণ-নিঃশেষিত মেঘের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত, ভগবান্ শূলপাণির এই মন্দির নির্ম্মিত হইল।

২৩। কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-বাসী ['গর্গরাকট-বাসিনা'] রবিশান্তি নৃপানুরাগ-বশতঃ পূর্ব্বে ইহা (এই প্রশস্তি) রচনা করিয়াছিলেন।

মিহিরবর্ম্মকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

১। গবল—বন্য মহিষ, "......অরণ্যজেঽস্মিন্ গবলঃ"—হেমচন্দ্র।

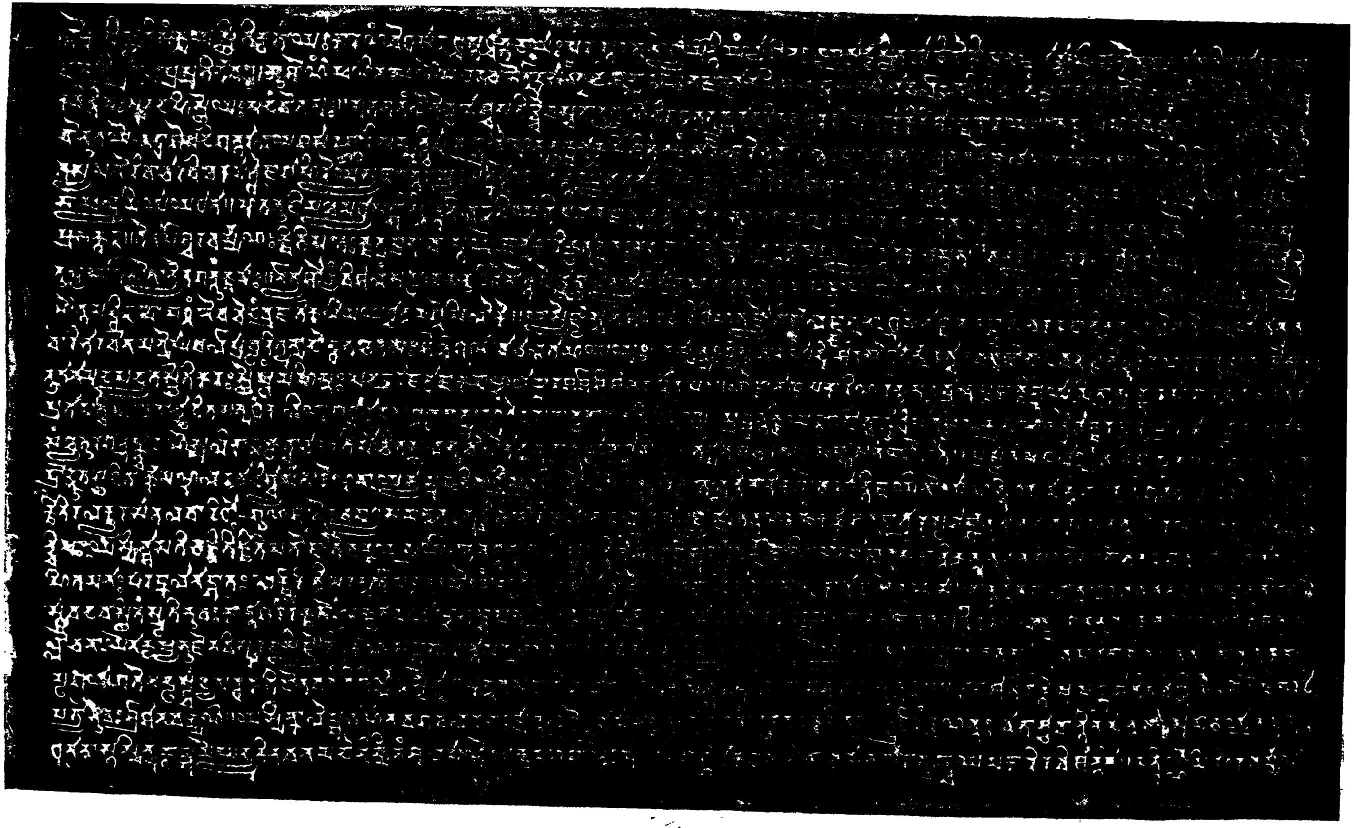

সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি

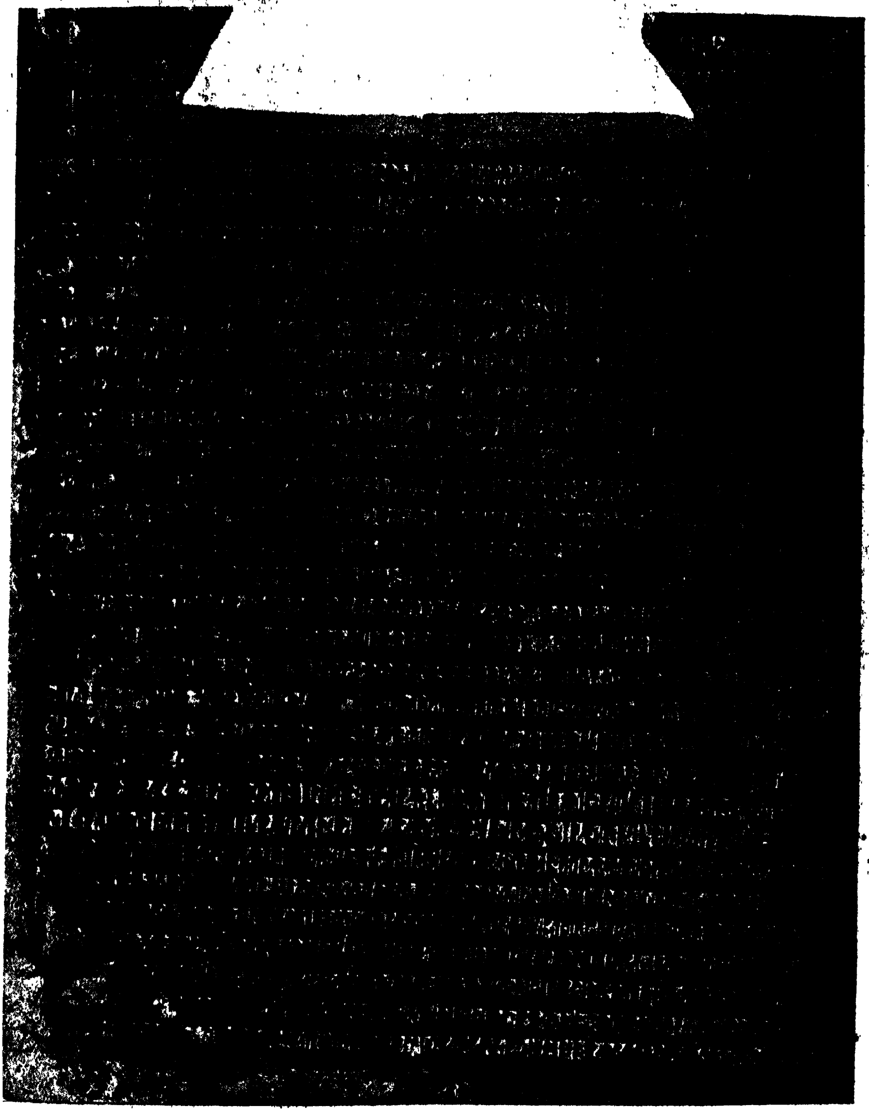

আম্রগাছির তাম্রশাসন, প্রথম দিক

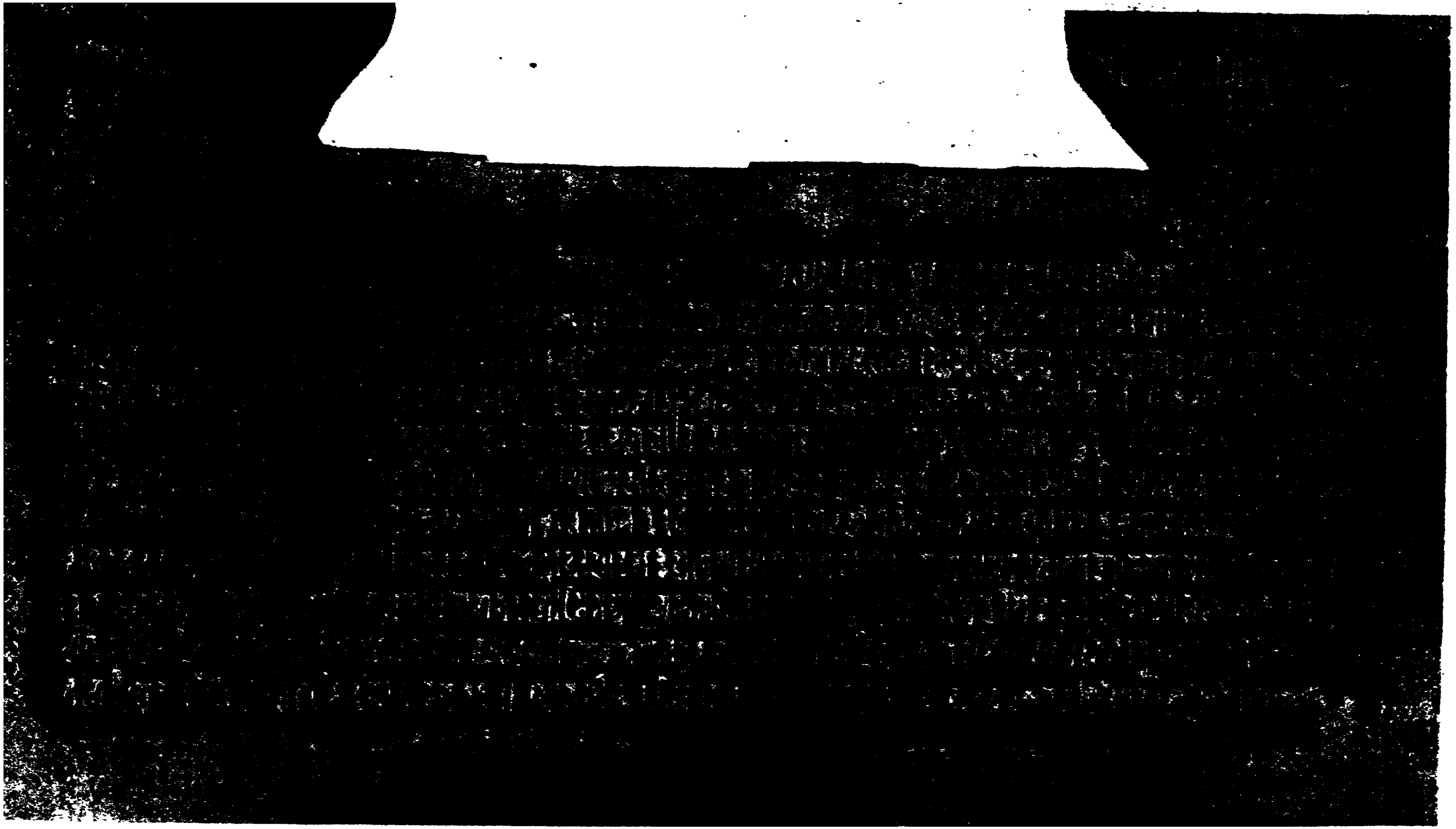

আমগাছির তাম্রশাসন, দ্বিতীয় দিক

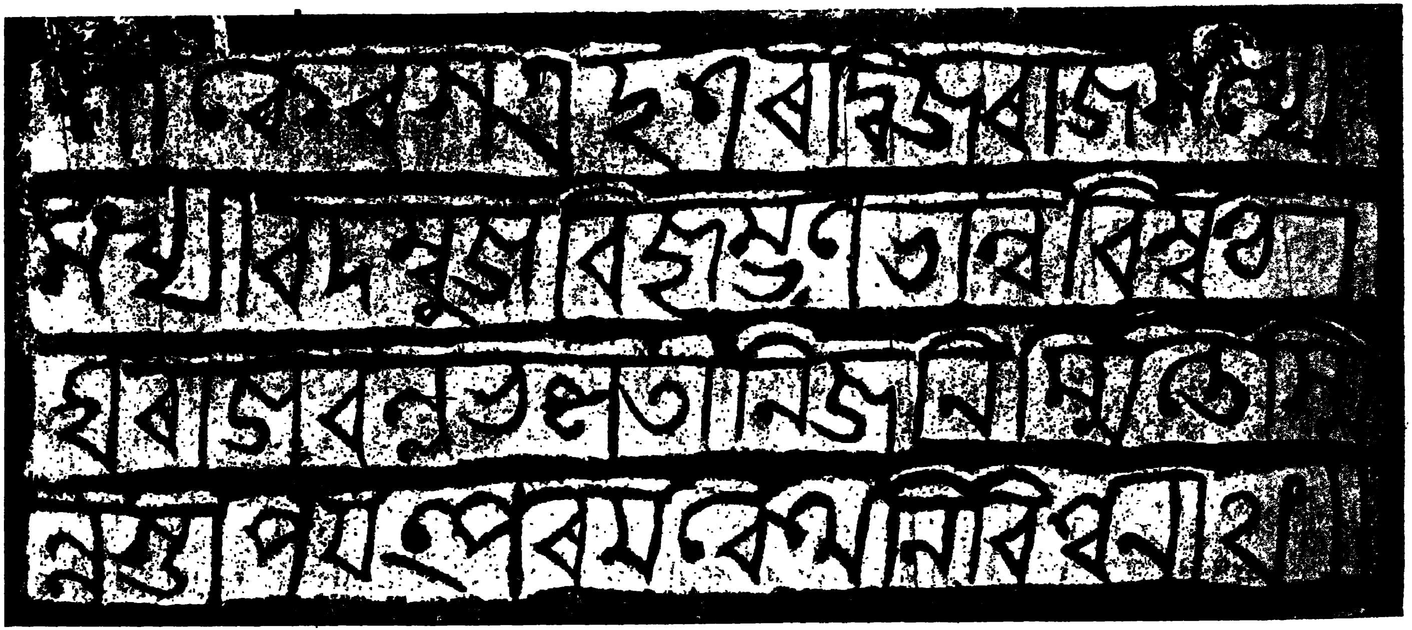

শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের শিলালিপি

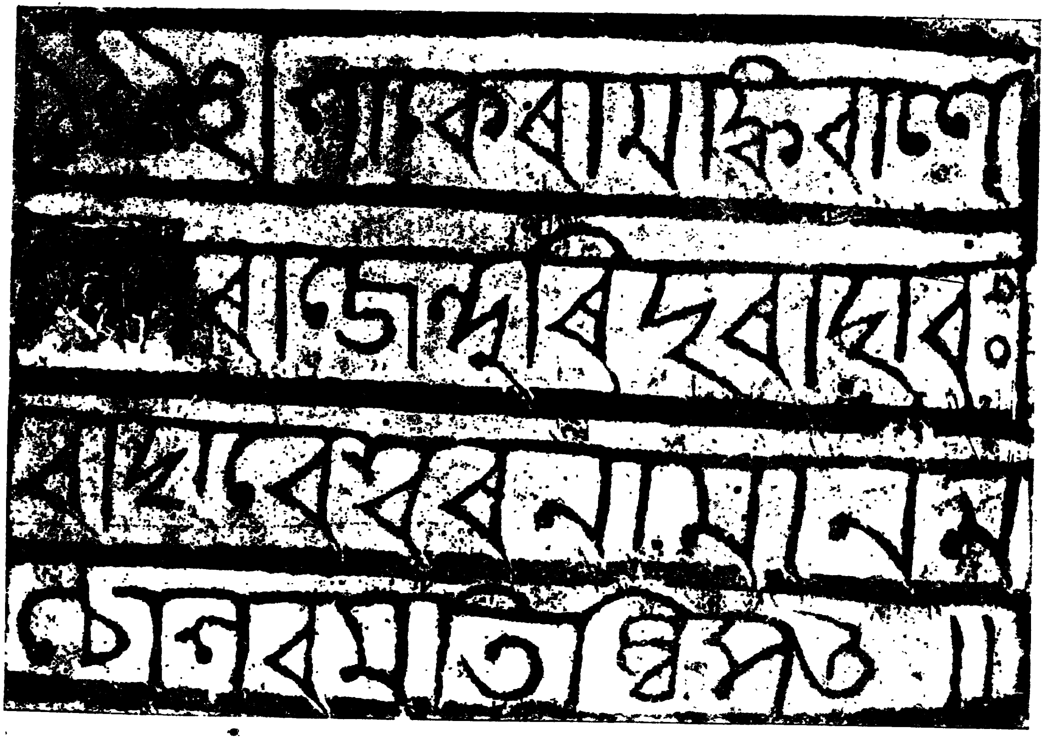

শ্রীনগরের রাজা রাঘবের শিবমন্দিরের শিলালিপি

শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকের প্রতিলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৯ই শ্রাবণ, ১৩২২, ২৫শে জুলাই, ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৭। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ। ৯। প্রদর্শন—(ক) রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী দাসী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত গাউন, হুড্, শালের চোগা ও পাগড়ি, দোয়াত প্রভৃতি। (গ) স্বর্গীয় উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত শক ও অন্ধ্ররাজগণের এবং মুসলমান বাদশাহগণের ২৬টি মুদ্রা। (ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। ১০। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। শোক-প্রকাশ—(ক) বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, (খ) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল্, (গ) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ, (ঘ) রামচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, (ঙ) মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল ও (চ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ১৩। বিবিধ।

গত ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

" " ডাঃ " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল
" সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল
" নিবারণচন্দ্র মটক

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ রসিকলাল রায়
„ নিত্যানন্দ রায়
„ চারুচন্দ্র বসু
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ কবিরাজ বসন্তকুমার রায়
„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
„ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
„ রমণীমোহন ঘোষ
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ অমূল্যধন রায়
„ প্রমথনাথ দত্ত
„ ডাঃ আবদুলগফুর সিদ্দিকী
„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ প্রফুল্লকুমার সরকার
„ হরপ্রসাদ মজুমদার
„ কুঞ্জবিহারী বসু
„ কালীচরণ মিত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার
„ সত্যচরণ ধর
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ নরেশচন্দ্র সিংহ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অনন্তকুমার ঘোষ
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ পশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ মন্মথমোহন বসু
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
„ নিকুঞ্জমোহন কবি-সার্ব্বভৌম
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ শ্যামসুন্দর দত্ত
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
„ জগদ্বন্ধু মোদক
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ সরোজবন্ধু নিয়োগী
„ অতুলচন্দ্র মিত্র
„ ননীগোপাল রায়
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ বসন্তকুমার রায়
„ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
„ বিজয়কুমার মল্লিক
„ জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ ললিতমোহন পাল
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ শ্রীশচন্দ্র সেন
„ কৃষ্ণবিহারী দত্ত-চৌধুরী
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ অক্ষয়কুমার নন্দী
„ সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ চুণীলাল বসু
„ পরশুরাম মিত্র

শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ সহদেব বিশ্বাস
„ জীবনধন চক্রবর্ত্তী
„ বিপিনবিহারী ঘোষ
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ নরেন্দ্রনাথ দে
„ রামহরি ভড়
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ গিরিজাকুমার বসু
„ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ অমৃতলাল দত্ত
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ পঞ্চানন মিত্র
„ গৌরহরি সেন
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রভাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপ্রমথলাল সরকার ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বিএ ৩ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন এম্ এ ব্যারিষ্টার, এডিশন্যাল জজ, ছোট আদালত, ১৬ পার্ক-লেন, কলিকাতা।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগগনবিহারী সেন পোষ্ট্যাল ইনস্পেক্টার, ৫৯।৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ মিত্র ৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু ডিরেক্টর সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত পার্শন্যাল আসিষ্টাণ্ট, বারাসত।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
রায়সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	"	শ্রীজয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীআশুতোষ রায় এম্এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, রাঁচী।
"	"	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীএককড়ি সেন বি এল্ উকীল, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ শিক্ ব্যাটারী, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী		শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি Calcutta Training Acadamy. ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, আরামবাগ, হুগলী।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্ এ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার ইণ্ডিয়া ট্রেজারির অফিস, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের বাটী, কুটীঘাটা, বরাহনগর।
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল ম্যানেজার মেসার্স এইচ্ পি মৈত্র এণ্ড কোং, চক্রধরপুর।
		শ্রীকরালীচরণ বিশ্বাস দেওয়ারকিয়া এষ্টেট্, চক্রধরপুর।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ৮৬।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, ইউনিভারসিটী কলেজের অধ্যাপক, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
শ্রীদুর্গাদাস রায়		শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, বহরমপুর।
		শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র		শ্রীচারুচন্দ্র সরকার এম্ এ ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
		শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিমনষ্ট্রেটর, ১৮।১।১ বীডন রো, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এস্ সি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক, বাদসাহীমুণ্ডী, এলাহাবাদ।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকানাইলাল মিত্র ৩৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	রায় শ্রীকৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্ হাইকোর্টের উকীল, ১৩২।২ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম লক্ষ্মীপাশা এইচ্, ই, স্কুল, লক্ষ্মীপাশা, যশোহর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদক্ষিণামোহন সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীশম্ভুনাথ দে ঐ ঐ।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীরামহরি ভড়	"	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ১৪ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	"	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ ২৬।৩ স্কটস্ লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৪ সরকার লেন, চোরবাগান।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, কাশীনাথ হাউস, বরাহনগর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ, ডি এল্, University College, Darbhanga Building, কলিকাতা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ শ্রীআব্দুল গফুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীসৈয়দ আব্দরবর সাহেব তাতশীলা, পোঃ কালীমোহর, ফরিদপুর। মৌলবী শ্রীআব্দররহিম খাঁ চৌধুরী মোক্তার, সাতক্ষীরা, খুলনা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র		শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত, কলিকাতা। শ্রীরমেশচন্দ্র ধর বি এ Senior Sanskrit Teacher, C. M. S. School, Garden Reach, ৬৮।৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ৺কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার বিশেষ বিবরণ ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পড়িয়া শুনাইলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে সকল প্রকার সদস্যের সংখ্যা ২১৪৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ জন সদস্যের ও সদস্য ব্যতীত ১২ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ষে গ্রন্থশালার গ্রন্থ-সংখ্যা সকল প্রকার বাড়িয়া ৩২৫৭৮ এবং পুথিশালার পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে। এই বৎসর চিত্রশালায় অনেক নূতন মূর্ত্তি ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মুদ্রাও আসিয়াছে। এই বৎসর সর্ব্বপ্রকারে ৫১৬৯৩৮৶০ আনা জমা হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারে ২৭৭৮৩৷১১ পাই ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ২৩৯১০।/১ পাই উদ্বৃত্ত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে এ বৎসর চণ্ডীদাসের পদাবলী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৩য় খণ্ড, শ্রীভাষ্যের ৪র্থ খণ্ড ও সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর তিন চারিখানি গ্রন্থের মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। এই বৎসর স্থায়ী তহবিলে লালগোলার রাজা বাহাদুরের দান ১৩০০০৲ হাজার টাকা ও বর্দ্ধমানাধিপতির দান ৫০০০৲ হাজার টাকা একুনে ১৮০০০৲ টাকা বাড়িয়াছে। রমেশ-ভবনের জন্য মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভূমিদানের ট্রাষ্টডিড (ন্যাসপত্র) রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালায় একটি, বাঙ্গালার বাহিরে দুটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর পরিষৎ হইতে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার বৃদ্ধি ও পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপক-সদস্যের ন্যায় মৌলবী-সদস্য লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বেদান্তদর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি অনুবাদ সহ প্রকাশের জন্য সমস্ত ব্যয়

দিতে স্বীকার করিয়াছেন। লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত স্থায়ী তহবিলের ১৩০০০৲ টাকার সুদ হইতে আরও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ধারের পথ আলোচ্য বর্ষে আরও সুগম হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রাজা বাহাদুর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের যাবতীয় স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মিত দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সর্ব্বপ্রধান। কবিবর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যার্থ যে ১২০০৲ টাকা বার্ষিক দান পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য বর্ষে বজায় আছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পুস্তকালয়ের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বাড়িয়া ৫২৫৲ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগেই কাজের উন্নতি হইয়াছে। হেমবাবু এই বলিয়া এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচ-পত্রের মধ্যে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে, আর বেতন শীর্ষকে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে। ব্যাপার কি? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন—বেতন শীর্ষকে নিয়মিত বেতনগুলিই ধরা হইয়াছে, আর পুস্তকের তালিকাদি করাইতে যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থশালার ব্যয়মধ্যে ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বলিলেন,—উভয় বেতন একত্র লিখিলেই চলিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—এরূপ আলোচনায় বোধ হয়, আমরা অনধিকারী। কোন্ খরচটা খাতায় কেমন করিয়া লিখিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচের দপ্তরী, বেতন, পুস্তক-খরিদ ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া যে বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কথা জানাইবার মত কাগজ-পত্র লইয়া আজ আমরা এখানে আসি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিব না। আর আজ বার্ষিক অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর আছে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শুভানন্দ স্বামী বলিলেন,—কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার সংক্ষেপে দুই চারি কথা শুনিলাম মাত্র। সমস্ত না শুনিয়া, না জানিয়া, কি গ্রহণের প্রস্তাব শুনিব? যদি জানাইবারই প্রয়োজন ছিল, তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিয়া মতামত দিতে পারিতাম। লাট সাহেবের আসা উপলক্ষে একটা মস্ত খরচ-পত্রের ব্যাপার শুনিলাম, অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানি না। সদস্যদের সকলকে নিমন্ত্রণ হয় নাই। লাট-বেলাটের দর্শন পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন সব স্থানেও যদি তাহার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? যাহার ফল আমরা পাইলাম না, পাইবার সুযোগ সত্বেও কেহ দিল না, তাহার খরচ আমরা কেমন করিয়া মঞ্জুর করিব? কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কি করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসরান্তে আমরা এক-বার শুনিতে পাই, তাহাও যদি পুরা না শুনিয়া মঞ্জুর করিতে হয়, তবে আমাদের শুনাইবার আবশ্যকই বা কি? গাড়ী ভাড়ার একটা মস্ত খরচ শুনিলাম। যদি এ খরচের বিশেষ বিবরণ না জানিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই মনে হইবে, এ বিলাসের মঞ্জুর করিব কেন? সেই জন্য বলি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সকলকে বিতরণ করা উচিত, নতুবা না দেখিয়া শুনিয়া কি গ্রহণ করিব?

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলিলেন,—প্রস্তাব যাহা হইল; সে ভাবে কাজ হইবে কিরূপে? প্রথমতঃ কার্য্য-বিবরণ এই বার্ষিক সভায় গৃহীত না হইলে ছাপা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি খসড়া ছাপাইয়া বিলি করিতে হয়, তবে এখন ৪ মাসের মাথায় বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, তখন খসড়া ছাপাইতে দু-এক মাস, তাহা বিলি করিয়া সমালোচনা ও মতামত আনাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক করিতে এক মাস, পুনরায় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া বিলি করিতে আরও এক মাস—এইরূপে আরও ৫।৬ মাসের ধাক্কায় পড়িবে। ইহার তিন বার ছাপার খরচা ও তিনবার বিলির ডাক-খরচা আছে, সে বোধ হয় হাজার টাকার উপর। অতএব বার্ষিক অধিবেশনের সময় ৯ মাস পরে না করিলে হইবে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—যাহাই হউক, বার্ষিক বিবরণ যখন বিচারের জন্য আসিয়াছে, তখন না শুনিয়া বুঝিয়া বিচার করা যায় না। এ জন্য ইহা স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—বার্ষিক বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধি-বেশনে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—লর্ড কারমাইকেল সাহিত্য-পরিষদে আসিয়াছিলেন,—তাঁহার আসার দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই,—তাহার প্রধান কারণ এই, ছোট হলে দুই হাজার লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মধ্যে লাট সাহেবকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার বৎপরোনাস্তি কষ্ট ও অসুবিধা হইত। তদ্ভিন্ন যাহাতে ভিড় না হয়, সে জন্য রাজপুরুষ-

গণের বিশেষ অনুরোধ ছিল। তাহার পর তিনি যে জন্য আসিয়াছিলেন বা যে জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল দেখান বা সে সকল কাজ করা অসম্ভব হইত। আপনাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল বুঝিয়া যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার আসায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা কিছু অন্যায় হয় নাই। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের ছাপা সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা উৎকৃষ্ট চামড়ায় বাঁধাইয়া উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাধারে সাজাইয়া তাহাতে খোদাই-করা রূপার প্লেটে নাম লিখিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের সম্মানের উপযুক্তরূপে সভাগৃহ সাজাইতেও ব্যয় হইয়াছে। প্রোগ্রাম ছাপাইতেও ব্যয় হইয়াছে, কাজেই কিছুই অন্যায় হয় নাই এবং যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যয়ও হয় নাই। কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি এই সমস্ত খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন, আপনাদের কাছে সেই হিসাব অনুমোদনের জন্য আনা হইয়াছে মাত্র।

গাড়ীভাড়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি খরচ সম্বন্ধেও যে আপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ। বিশেষতঃ এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে নূতন কিছুই নাই,—বার মাসে পরিষৎ যাহা খরচ-পত্র করিয়াছেন, প্রতি মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; সভার জন্য যে সমস্ত কাজ হইয়াছে, প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনে আপনারাই তাহা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই সকল অনুমোদন করা, মঞ্জুর করা কাজের আর খরচ-পত্রের একটা মোট বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে মাত্র। আপনারা যাহা মাসে মাসে করিয়া আসিয়াছেন,—আজ সেইগুলা একত্র করিয়া লিখিয়া আপনাদের শুনাইয়া মঞ্জুর করাইয়া লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। এই বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হেম বাবুর দুই মাস সময় লাগিয়াছে। সমস্ত পড়িতে হইলে ৪।৫ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে। প্রতি বৎসরই, আজ বাইশ বৎসর কাল এই ভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ছাপাইয়া কার্য্যবিবরণ বিলি করার যে কি অসুবিধা এবং অনর্থক কত ব্যয়, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। আর সেরূপ নিয়ম এখন আপনাদের নাই। আপনারা যদি সেইরূপ নিয়ম করেন, পরে সে নিয়মে কাজ হইতে পারে। এ বার বোধ হয়, বর্ত্তমান নিয়মেই কাজ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল বলিলেন,—যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে সমস্ত কার্য্যবিবরণ ছাপাইয়া বিলি করা অসম্ভব, তবে কেবল হিসাবের ফর্দ্দটা ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে। অনেক স্থানে তাহাই হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—রায় যতীন্দ্রনাথ যে নিয়মের পরিবর্ত্তন করার কথা বলিলেন, তাহা এখনই করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন,—তাহা করিতে পারা যায় না, নিয়মানুসারে বাধা ঘটে। এই বলিয়া হেমবাবু নিয়ম পড়িয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,- সভার ভাব দেখিয়া ;এবং আগ্রহ বুঝিয়া

বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অন্ততঃ হিসাবের ফর্দটা বিলি করা হইলে যদি কাহারও কিছু দেখা শুনার দরকার হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারেন। ইহার জন্য একটা নিয়ম করিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—যদি এখানে এই নিয়ম করার প্রস্তাব করা সম্ভব হয়, তবে হইয়া যাক, আমি বকাবকি করিবার পক্ষে নয়।

হেমবাবু তখন পুনরায় পূর্ব্ব নিয়মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, অদ্যকার এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি যে, আজিকার এই সভার আলোচনার ভাব বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—ভালই হইল, এরূপ মীমাংসাই প্রয়োজন। যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিলাম, তাহা কোথাও নাই। স্কুলের বা লাইব্রেরীর রিপোর্ট বার্ষিক অধিবেশনে ছাপাইয়া বিলি করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিই তাহা শেষ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে রিপোর্ট adopt করা হয়। যে সকল বড় বড় কার্য্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর হইবার অপেক্ষা রাখে, সেখানে ছাপা হয় না, সংক্ষিপ্ত বিবরণই পড়া হয়, নতুবা কাজ চলে না। যেখানে বড় বড় Report taken as read হয়, সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ছাপিয়া দেওয়া রিপোর্টকে এমন অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া হয় যে, আর পড়িবার অপেক্ষাও থাকে না। আমরা যদি আজ নূতন কিছু করি, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অবিশ্বাস করা হইবে, অপমান করা হইবে, তাঁহারা একটা যা' তা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন, এমনটা মনে না করাই উচিত। সমিতির উপর যদি এতটুকু অবিশ্বাস থাকে, তবে সমিতির লোক বদল করিয়া ফেলা ভাল।

অতঃপর সভাপতি কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবে কি না, তাহার জন্য মতামত চাহিলে গ্রহণের বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট হওয়ায় অধিক ভোট অনুসারে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি জানাইয়া দিলেন।

তাহার পরে সভাপতি মহাশয় নিজের সম্বোধন পাঠ করিলেন। (পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ছাপা হইবে) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সহজ-যানের গ্রন্থ-গুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এবং বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে রচনার নমুনা এবং যে যে গ্রন্থকারের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল কারণে এই প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অজানা অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর দ্বাবিংশ বর্ষের জন্ম নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নামাদি লিখিত হইল।

সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি।

সহকারী সভাপতি—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, ডি এল, এল্ এল্ ডি, সি আই ই, সি এস আই।

৩। রাজারাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৩। " মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। " বাণীনাথ নন্দী।

৫। " সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী।

ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ-নির্ব্বাচনে দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" রওশন আলী চৌধুরী

শ্রীযুক্ত জে এন্ দাশগুপ্ত বি এ
" ডাঃ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এম এ
" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্এ, বিএল্
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ

এবং নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি সমস্ত শাখা সভার নির্ব্বাচনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল (ভাগলপুর)
" দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ (বর্দ্ধমান)

এই ২০ জন সদস্য এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে লইয়া, দ্বাবিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের কাজের প্রতি তন্ময় হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই কয় বৎসর তাঁহারই হস্তে কার্য্যালয়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করার ভার ছিল। তিনি সকল দিকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজন-মত রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া পরিষদের কাজ করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ও অসীম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই অনেক সময়ে সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিষদের নিয়ম আছে, কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ একই পদে একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না। সেই নিয়মে যদিও হেমবাবু আর এক বৎসরকাল সহকারী সম্পাদক থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় এই বৎসরই আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি, এ জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি এ বৎসর সাধারণ-নির্ব্বাচনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন; সুতরাং তিনি সহকারী সম্পাদক না থাকিলেও, তাঁহার সৎপরামর্শে ও স্নেহে সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ভরসা আছে যে, আগামী বৎসর তাঁহাকে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা পাইব।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত করা হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
সমর্থক—রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর

১। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২। শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
৩। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৩২০ সালের পুরস্কার-প্রবন্ধ রচনায় ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নামাদি জ্ঞাপন করিলেন,—

	নাম	পুরস্কার
(১)	শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত	২০৲ মূল্যের পুস্তক
(২)	" যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক	১৫৲ " "
(৩)	" কালীদয়াল ভট্টাচার্য	১৪৲ " "
(৪)	" রসিকলাল সেন	১২৲ " "
(৫)	" শশিভূষণ পাল	১০৲ " "
(৬)	" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী	৮৲ " "
(৭)	" দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৲ " "
(৮)	" মোহিনীমোহন রায়	৫৲ " "
(৯)	" প্রফুল্লকুমার সরকার	৫৲ " "
(১০)	" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৲ " "
		১০০৲

ইহাঁরা সকলেই পরিষদের ছাত্র-সভ্য। ছাত্রাধ্যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে ইহাঁরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সকল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাঁদের ইচ্ছামত বহি ইহাঁদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তক লওয়ায়, তাহাই তাঁহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির স্বর্ণপদক এ বৎসর "কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সমালোচনা" প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এই সমালোচনা লিখিয়া এইবার এই স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট এ বার শিশিরকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কারের নগদ ২৫৲ টাকা পাইয়াছেন।

অতঃপর "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" প্রবন্ধ অতি বড় হওয়ায় এবং সভার অন্যান্য কার্য্য বাকী থাকায় স্থির হইল, প্রবন্ধটি আগামী দ্বাবিংশ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পড়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় দিনাজপুরে রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে যে গ্রামে গিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বা যাহা করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে যে কয়টি পাথরের ও ছাঁচে ঢালা ইটের ছবি আনিয়াছিলেন, সেগুলি দেখাইলেন। পাথরের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কার্ত্তিকের জন্ম-বৃত্তের এক খণ্ড ভগ্নাংশ দিনাজপুর কাটাবাড়ী গ্রামের বুড়া শিবের মন্দিরে পাইয়াছেন। একটি গণেশ ও মন্দিরের কারুকার্য্যের একটু অংশ রাজসাহী সারতা গ্রামের এক মণ্ডপে পাইয়াছেন। ইটের

ছবিগুলি সমস্তই রাজসাহী মহাদেবপুরের এক ক্রোশ উত্তরে আত্তাবাড়ীর এক মন্দির-ধ্বংসের মধ্যে পাইয়াছেন। ইহাতে নৌকারোহী রাবণ, গোচারণে কৃষ্ণবলরাম, আর একটি ময়ূরমূর্ত্তি আছে। একটি পদ্ম সারতা গ্রামের গম্ভীরাতলায় পাওয়া গিয়াছে। অন্য সব বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি রাজা বাহাদুরের কাঞ্চনের কাছারীতে জমা হইতেছে। সেটেলমেন্টের কাজ চুকিয়া গেলে কর্ম্মচারীরা সেগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনের যুগের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার কোন স্মৃতি-নিদর্শন আমাদের নাই। শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিনিদর্শন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী মহোদয়া রাজা বাহাদুরের নিত্য ব্যবহৃত শালের পাগড়ী, শালের চোগা, ডি.এল্ উপাধির গাউন ও হুড, নোট বুক, ডায়েরী ও দোয়াতটি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। আমার ছাত্র ও স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ভ্রাতৃপৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের যত্নে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমি ইঁহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য শকরাজ-মুদ্রা, অন্ধ্ররাজমুদ্রা, পালরাজমুদ্রা, পাঠান রাজমুদ্রা, মোগল রাজমুদ্রা উপহার দিয়া জানাইলেন,—তাঁহার পিতা ৺উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও এগুলি পরিষদেই দিবার ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রাও অনেকগুলি আছে, সেগুলিও সাহিত্য-পরিষৎকেই দিব।

সভাপতি মহাশয় এই মুদ্রা দানের জন্য পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাগুলির পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলেন।

রাখালদাস বাবু বলিলেন,—ইহার মধ্যে ইস্লাম্ শাহ সুরীর একটি, দিল্লীর প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহম্মদ বন্ সামের একটি, ফিরোজ শাহের একটি, মহম্মদ শাহের একটি এবং আরঙ্গজেবের একটি মুদ্রা আছে, আর শকরাজ নহপানের ৬টি, বিগ্রহপালের একটি, অন্ধ্ররাজাদের ১৩টি আর লাবিন মুদ্রা একটি আছে। নহপানের একটি মুদ্রার উপর গোমতীপুত্র শাতকর্ণীরাজের ছাপ দেওয়া আছে। এইটি কৌতুকজনক এবং দুষ্প্রাপ্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লক্ষ্মণ সেনের একখানি নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখাইয়া বলিলেন,—এখানি ২৪পরগণা বারুইপুরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামে চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্করিণী

কাটাইতে গিয়া মাটীর মধ্যে পাইয়াছিলেন। এখানি লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালের ৩য় বৎসরের দানপত্র। রাজ্যাভিষেককালে বাৎস্যগোত্রীয় ব্যাসশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত গঙ্গাতীরে যে জমি দান করিয়াছিলেন, এখানি সেই জমি দানের দলীল। ইহার উপরে তাঁহার অন্যান্য দানপত্রের ন্যায় সদাশিবমুদ্রা এবং তাঁহার সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্তের নামই আছে। অমূল্য বাবুই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে এই নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-যুগের একতম নেতা ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের স্মৃতি-নিদর্শন আজ আমরা তাঁহার পত্নীর অনুগ্রহে অনেকগুলি পাইলাম। সেই যুগেরই আরও একজন মহোদয়েরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তিনি মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আজ তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের একটি প্যারীপ্লাষ্টারের অর্দ্ধমূর্ত্তি দান করিবেন বলিয়া আমায় জানাইয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতাদিগকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করা হইল এবং নূতন সদস্যের নির্ব্বাচন হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার	১। অভাগিনী (নাটক)
নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী	২ পৃথ্বীরাজ রাসো (৬১ হইতে ৬৯সর্গ)
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	৩ ঋণ পরিশোধ
	রাজপুত-কাহিনী
	সরল চণ্ডী
	৬। লহর
আশুতোষ মহলানবীশ	৭। কৈবল্যতত্ত্ব
	৮। রা'সের বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী
পঞ্চানন নিয়োগী	৯। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)
	১০। বৈজ্ঞানিক জীবনী
যদুনাথ মণ্ডল বি এ	১১। ইমার্সন সন্দর্ভ
প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। গো-জীবন
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। রসায়ন-প্রবেশ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। সরল পদার্থবিজ্ঞান
	১৫। সরল পদার্থবিদ্যা
	১৬। সহজ পরিমিতি
	১৭। ভূগোলসূত্র
	১৮। কল্যাণমঞ্জুষ বা ন্যায়প্রকাশ
	১৯। টেলিমেকস্
	২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১। ঝুমেলা
	২২। যৎ কিঞ্চিৎ
	২৩। সাঁজের বাতী
" দেবালয়-সম্পাদক	২৪। নবযুগের সাধনা
	২৫। ঐ
" বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ	২৬। আত্মবোধ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত	২৭। কনক-রেখা
" রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক	২৮। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
" নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	২৯। সঙ্গীত-শিক্ষা (১ম ভাগ)
	৩০। ক্লিওপেট্রা
	৩১। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি
	৩২। সমাজচিত্র
" উদয়চাঁদ রায়	৩৩। কবি-জীবন
	৩৪। প্রাণের হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)
" নবকৃষ্ণ ঘোষ	৩৫। তর্পণ
" চারুচন্দ্র বসু	৩৬। অশোক-অনুশাসন
" হরিদাস হালদার	৩৭। গোবর-গণেশের গবেষণা
" রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক	৩৮। আহ্নিক আচারতত্ত্বাবশিষ্টম্
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩৯। নানান্ বিধি
" কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	৪০। পুরাণ কথা
Supdt. Govt. Printing, India.	(41) Archæological Survey of India, annual Report. 1911-12.
Chief Inspector of Explosives in India.	(42) Sixteenth annual Report of the Chif Inspector of Explosives in India, for the year ending 31st March 1915.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer in charge Bengal secctt Book-Depot.	(43)	Statistical Returns with a brief Note of the Registration Department in Bengal 1914.
Director, Geological Survey of India, 27, Chowringhee Road.	(44)	Recrods of the Geological Survey of India, vol. XLV. Part 2, 1915.
Asst. Sacretary of the Government of Punjab, P. W. D.	(45)	Annual Archæological Progress Report, Northern circle, 1914.
Cambridge University	(46)	Le museon tonce I no 1.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(47)	Public meeting on the Civil Service Question held at the Town Hall of Calcutta 1879.
do.	(48)	Hindn Idolatry.
Supdt. Govt. Press, Madras	(49)	A Deseriptive catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. oriental, Mss. Library, Madras, Vol. 19
Officer in charge Bengal Sectt. Book-Depot.	(50)	Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1912, 1913 & 1914.
do.	(51)	Administration Report on the Jails of the Bengal Presideney, for 1914.
Supdt. Govt. Printing, India	(52)	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. April 1915.
Registrar University of Calcutta	(53)	Calcutta University Calendar, Part II. 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(54)	A vocabulary of the Japanese & Aryan Languages hypothitically compared by Kinza Hirat.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (সম্পূর্ণ)
	২। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (অসম্পূর্ণ)
	৩। নিরুত্তর তন্ত্র (খণ্ডিত)
	৪। উড্ডামার তন্ত্র (অসম্পূর্ণ)

উপহারদাতা		পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫।	মহাবংশাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৬	অমরকোষ (খণ্ডিত)
		উদ্বাহতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
		প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (অসম্পূর্ণ)
	৯	শুদ্ধিতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	১০	তিথিতত্ত্ব
	১১	সুপদ্ম ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ)
	১২	
	১৩	হরিবংশ (খণ্ডিত)
	১৪	
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৫	তন্ত্রসার
	১৬	
	১৭	গঙ্গাজল (স্মৃতিসংগ্রহ, সম্পূর্ণ)
	১৮	স্মার্ত্ত ব্যবস্থার্ণব "
	১৯	উদ্বাহতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	২০	শ্রাদ্ধতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
	২১	প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব "
	২২	জ্যোতিতত্ত্ব
	২৩	তিথিতত্ত্ব "
	২৪	হাস্যার্ণব কাব্য "
	২৫	ভট্টিকাব্য (খণ্ডিত)
	২৬।	একাক্ষরাভিধান (সম্পূর্ণ)
	২৭।	অমরকোষ (অসম্পূর্ণ)
	২৮।	" (সম্পূর্ণ)
	২৯।	" (খণ্ডিত)
	৩০।	ভক্তিরত্নাবলী (সম্পূর্ণ)
	৩১।	শ্রীমদ্ভাগবত (খণ্ডিত)
	৩২।	দুর্গাপূজাপদ্ধতি
	৩৩।	মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব
	৩৪।	মণি-কণিকা (২য়, অসম্পূর্ণ)
	৩৫।	রসমঞ্জরী (খণ্ডিত)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	৩৬। সামুদ্রিক লক্ষণ (সম্পূর্ণ)
	৩৭। আনন্দলহরী „
	৩৮। ভক্তিরত্নাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৩৯। শান্তিশতক (সম্পূর্ণ)
	৪০। শিবপূজা-বিধি „
	৪১। কাতন্ত্রবৃত্তি „
	৪২। প্রয়োগরত্নমালা প্রকরণ
	৪৩। প্রয়োগরত্নমালা
	৪৪। প্রয়োগরত্নমালা (সমাসবিন্যাস, সম্পূর্ণ)
	৪৫। „ (কারক কি) „
	৪৬। „ „
	৪৭। „ (তদ্ধিত প্রকরণ)
	৪৮। „ (আখ্যাত)
	৪৯। „ ভাষা-বৃত্তি (১ম ২য় অঃ) „
	৫০। „ (৩য় ৪র্থ অঃ) „
	৫১। „ (৫ম ৬ষ্ঠ অঃ) „
	৫২। „ (৭ম ৮ম অঃ) „
	৫৩। সূর্য্যের ব্রতকথা (খণ্ডিত)
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫৪। দণ্ডিপর্ব্ব „
	৫৫। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব) „
	৫৬। „ আশ্চর্য্যপর্ব্ব (আশ্রমিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ)
	৫৭। „ (ভীষ্মপর্ব্ব) „
	৫৮। „ (বনপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৫৯। „ (নারীপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬০। „ (সভাপর্ব্ব) „
	৬১। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৬২। „ (আদিপর্ব্ব) „
	৬৩। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব) „
	৬৪। „ (সভাপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬৫। রতিশাস্ত্র („)

উপহারদাতা		পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৬৬	চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড, খণ্ডিত)
	৬৭	„ (অন্ত্য খণ্ড, „)
	৬৮	মহাভারত (আশ্চর্য্যপর্ব্ব, আশ্রমিকপর্ব্ব)
	৬৯	রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)
	৭০	মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (খণ্ডিত)
	৭১	„ মুষলপর্ব্ব „
	৭২	„ স্ত্রীপর্ব্ব „
	৭৩	„ বিরাটপর্ব্ব „
	৭৪	„ উদ্যোগপর্ব্ব (সম্পূর্ণ)
	৭৫	„ বিরাটপর্ব্ব „
	৭৬	„ দ্রোণপর্ব্ব „
	৭৭	সৌপ্তিকপর্ব্ব
	৭৮	রুক্মিণীহরণ (মাধব-চরিত)
	৭৯	চৈতন্য-সংহিতা
	৮০	স্মরণমঙ্গল পদাবলী (খণ্ডিত)
	৮১	প্রাচীন পদ (সম্পূর্ণ)
	৮২	কুম্ভকর্ণের রায়বার „

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, আজ বার্ষিক অধিবেশনের আনন্দের মধ্যেও আমাদিগকে কয়েকটি শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে সুকবি, হুগলীর জজ ৺বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাধারণের নিকট হইতে আমরা একটি সভা আহ্বানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তাঁহার বিয়োগে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা সেই বিশেষ অধিবেশনে হইবে। অপর কয়েক জনের মধ্যে এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সে বিদ্যায় ও কৃতিত্বে যশস্বী হইয়াছিলেন। গৌড়পাদ ও নারায়ণের সাংখ্যদর্শনের যে টীকা আছে, তাহার ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে স্বনামধন্য অতি যশস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এক জন সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, ব্রজমোহন কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ ও রিপন কলেজে তিনি অধ্যাপকতা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। ৺রাজচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ছিল, তিনি স্বব্যবসায়ে যশস্বী ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত দান ছিল। তাঁহার দানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার কাছে অনেকেই

উপকৃত হইতেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজারের সহকারী সম্পাদক হইয়া বেশ যশোলাভ করিয়াছিলেন, নানা মাসিক পত্রে লিখিতেন। ইহাঁরা সকলেই অল্প বয়সে অকালে পরলোকে গিয়াছেন। এক সঙ্গে এতগুলি কৃতবিদ্য, কৃতী, যশস্বী যুবকের জন্ত আজ আমাদের শোক করিতে হইতেছে। ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ৺শঙ্করঘোষের বংশধর ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন ও সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সদস্ত ছিলেন। ইহাঁর কিছু দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হউক। অতঃপর সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২২, ৮ই আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, ৬।০টা।

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। পরিষদের সহকারী সভাপতির সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব (২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয়ের "শিলিমপুরের খোদিত লিপি" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ ও (গ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু
রায় সাহেব „ দীনেশচন্দ্র সেন বিএ
ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ নিখিলনাথ রায়
„ রসময় লাহা
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ বোধিসত্ব সেন
„ অমৃতলাল বসু
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
„ মনোমোহন বসু

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ
„ অঘোরনাথ ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ সত্যচরণ পাল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ কৃষ্ণনাথ সেন
„ যতীন্দ্রমোহন মিত্র
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এস্ সি
" শুভানন্দ স্বামী
" শান্তমুচরণ বিশ্বাস
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" নিত্যানন্দ রায়
" পণ্ডিত কস্তুরী ব্রহ্মচারী
" ললিতমোহন পাল
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" রামহরি শুহ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" ননীগোপাল সরকার
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
" সূর্য্যকুমার পাল
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্এ, বিএল্
" জে, এন্ দাশ গুপ্ত বিএ (অক্সন)
" অমৃতলাল বসু
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্এ
" ভূতনাথ ঘোষ এম্এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাণীনাথ নন্দী
সুরেন্দ্রনাথ কুমার
মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তাহার পর পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করা হইল। নিম্নে উপহারদাতাদিগের নাম, উপহারের বিবরণ এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম সহ নূতন সদস্যগণের নামাদি লিখিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবসন্তকুমার রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযাদবানন্দ বসাক বি এ, ৫৭ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালীচরণ মিত্র		শ্রীমহাদেব সেন ৯৫।১ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এন্, গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় বি এ (অক্সন্) ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা ৭৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীননীগোপাল রায়	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বরা ১০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিকদার C/o. St. Clear Marry & Co. ৫।১ রয়াল এক্সচেঞ্জ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ৬৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১।	তত্ত্বসংহিতা
আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ	২।	টিয়া না কি
গণপতি সরকার		ঋতুসংহার
		পুষ্পবাণবিলাসং
সুখেন্দ্রলাল মিত্র		প্রভাত-কমল
	৬	মহৎ জীবন (১ম খণ্ড)
		ভারত উপন্যাস
		আদিশূর ও বল্লাল সেন
	৯	চিতোর-চাতকিনী
	১০	মেঘনাদ বধ নাটক
	১১	ধর্ম্মসমন্বয়, (১ম ভাগ)
	১২	নৈশ-কামিনী কাব্য
	১৩	চোর না সাধু
	১৪	দত্তকমীমাংসা
	১৫।	রূপকরত্নং

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-Charge, Bengal Sect.	16. Report on the Maritime Trade of Bengal, 1914—15.
	17. Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies.
V. S. Dalal Esq. B. A	18. History of India from the Earliest Times, Vol 1.
Supdt, Govt. Printing, India	19. Annual Report of the Archæological Survey of India, pt. I, 1912-13.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution, Washington. (through the Agent for Govt. Consignments, Bombay)

উপহৃত পুস্তক

20. List of Publications of the Smithsonian Institution.
21. Smithsonian Miscl. Collections Vol. 45 Parts 3 4.
22. Do Vol 47, Part 1
23. Do " 2
24. Do " 3
25. Do " 4
26. Smithsonian Miscl Collections Vol 48, Part 1
27. Do " 2
28. Do " 3
29. Do " 4
30. Do Vol 50, Part 1
31. Do " 2
32. Do " 3
33. Do " 4
34. Do Vol 52, Part 1
35. Do " 2
36. Do " 3
37. Do " 4
38. Smithsonian Report for 1883
39. Do " 1884
40. Do Pt. I up to July 1885

উপহৃত পুস্তক

41. Do Pt. I for 1886
42. Do Pt. I for 1887
43. Do " 1888
44. Do " 1889
45. Do " 1890
46. Smith. Miscl. Collections 1913
47. Smithsonian Contributions to Knowledge Vol 27, no 3.
48. Do Vol 30
49. Do " 31
50. Do " 32
51. Do " 33
52. Do " Part of 34
53. Do " Pt. of 34 Record of Atmospheric Nucleation
54. Do " Pt. of Vol. 35 The young of the Craytishes.
55. Do " Part of Vol. 35 The Apodons Holothurians.
56. Do " Pt. of 34. Glaciers of the Canadian Rockies and Selkirks.
57. Do " no. 884. The Internal work of the wind.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

58. Smith. Miscl. Collections no. 801 Experiments in Acrodynamics.

59. Do " no. 353 Tables & Results of the Precipitation in Rain and Snow in the U. S.

60. Do " no. 443 Results of Meteorological Observations made at Providence.

61. Do " no. 1309 Experiments with Ionized air.

62. Do " no. 980 On the Densities of Oxygen and Hydrogen and on the ratio of their atomic weights.

63. Do " 989 The Composision of Expired Air and its effects upon animal life.

64. Do " no. 1033 Argon, a new constituent of the atmosphere

65. Do " no. 1034 Atomospheric actinometry.

66. Do Pt. of Vol. 29 A Determination of the ratio of the Specific heats, constant pressure and at constant Volume for air. etc.

67. Do The Structure of the Nucleus.

68. On the Absorption and Emission of air and its ingredients for light of wave lengths

উপহৃত পুস্তক

69. Smithsonian Miscl. Collections Vol. I.

70. Do " " " 9

71. Do Diptera of North America Pt. 4

72. Do Vol. 10

73. Do " 11

74. Do " 13

(W. S. National Museum)

75. Smith. Miscl. Collections Vol. 14

76. Do " Do 15

77. Do " Do 16

78. Do " Do 17

79. Do " Do 18

80. Do " Do 19

81. Do " Do 20

82. Do " Do 21

83. Do " Do 22

84. Do " Do 23

85. Do " Do 24

86. Do " Do 25

87. Do " Do 27

88. Do " Do 29

89. Do " Do 30

90. Do " Do 31

91. Do " Do 32

92. Do " Do 33

93. Mountain Observatories in America and Europe. (M. C. 1035)

94. Bibliography of the Platinum Group

95. Index to the Literature of the Spectroscope.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

96. Bibliography of Chemistry of Manganese 1785–1900.
97. Phylogeny of Fusus.
98. Bibliography of Chemistry, 1492-1879—See. 8.
99. Do „ 1st Supplement.
100. Do „ 1492 to 1902—2nd Supplement.
101. Index to the Literature of Thorium.
102. „ „ Thaliam (1861 to 1896)
103. Researches in Helminthology and Parasitology.
104. Researches on attainment of very low temperatures Pt. I
105. Index to the Litrature of Gallium 1874 1903.
106. Do of Indium 1868 to 1903.
107. Do of Germanium 1886-1903.
108. Simthsonian Exploration in Alaska in 1904.
109. Report on the Crustacea collected by the North Pacific Expedition 1853-56.
110. Researches on the attainment of low temperatures Pt. II.
111. Index to Cambrian Geology and Paleontology Pt. I.
112. Cambrian Geology & Paleontology no. I.
113. The Mechanics of the Earth's Atmosphere.
114. The Taxonomy of the Muscoidean Flies.

উপহৃত পুস্তক

115. The development of the American Alligotor.
116. Smith. Explorations in Alaska in 1907.
117. Cambrian Geology and Paleontology no. 2.
118. Do „ 3.
119. Do „ 4.
120. Do „ 5.
121. Do „ 6.
122. Do „ 7.
123. Samua Pierpont Langley Memorial Meeting.
124. The Constants of Nature Pt. V. (atomic weights)
125. A new rodent of the genus Saccostomus.
126. Five new rodents from British East Africa.
127. A new sable antelope.
128. A new species of Hippopotamus
129. Development of the Brain of American alligator.
130. Landmarks of Botanical History Pt. I Prior to 1562 A. D.
131. Smith. Miscl. Collection. 1929 Vol 56 no I.
Do 1930 „ 2
Do 1931 „ 3
132. Do 1933 „ 4
133. Do 1935 „ 5
134. Do 1936 „ 6
135. Do 1937 „ 7
136. Do 1941 „ 8

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

137.	Smith Miscl. Collection,	1942	Vol 56	no	9
138.	Do	1945	„		10
139.	Do	1946	„		11
140.	Do	1947	„		12
141.	Do	1988	„		13
142.	Do	2003	„		14
143.	Do	2004	„		15
144.	Do	2005	„		16
145.	Do	2006	„		17
146.	Do	2007	„		18
147.	Do	2008	„		19
148.	Do	2010	„		20
149.	Do	2015	„		21
150.	Do	2053	„		22
151.	Do	2054	„		23
152.	Do	2055	„		24
153.	Do	2056	„		25
154.	Do	2062	„		26
155.	Do	2058	„		27
156.	Do	2059	„		28
157.	Do	2064	„		29
158.	Do	2066	„		30
159.	Do	2067	„		31
160.	Do	2068	„		32
161.	Do	2069	„		33
162.	Do	2070	„		34
163.	Do	2072	„		35
164.	Do	2073	„		36
165.	Do	2074	„		37
166.	Cambrian Geology and Paleontology II.		Vol 57	no	I.
167.	Do	„	„		2
168.	Do	„	„		2
169.	Do	„	„		3

উপহৃত পুস্তক

170.	Cambrian Geology and Paleontology II.		Vol 57	no	4
171.	Do	„	„		5
172.	Do	„	„		6
173.	Do	„	„		7
174.	Do	„	„		8
175.	Do	„	„		9
176.	Do	„	„		10
177.	Do	„	„		11
178.	Do	„	„		13
179.	Index to Cambrian Geology and Paleontology Vol. 57—				
180.	Smith. M. C. 1987 Vol 58.			no	2
181.	Do	„	2077	59	2
182.	Do	„	2078	„	3
183.	Do	„	2079	„	4
184.	Do	„	2080	„	5
185.	Do	„	2081	„	6
186.	Do	„	2082	„	7
187.	Do	„	2083	„	8
188.	Do	„	2085	„	9
189.	Do	„	2086	„	10
190.	Do	„	2087	„	11
191.	Do	„	2088	„	12
192.	Do	„	2090	„	13
193.	Do	„	2092	„	14
194.	Do	„	2093	„	15
195.	Do	„	2094	„	16
196.	Do	„	2133	„	17
197.	Do	„	2134	„	18
198.	Do	„	2139	„	20
199.	Do	„	2141	60	1
200.	Do	„	2142	„	2
201.	Do	„	2143	„	3

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

202. Smith. Miscl. Collection, 2144 Vol 60 no. 4
203. Do „ 2145 „ 5
204. Do „ 2146 „ 6
205. Do „ 2147 „ 7
206. Do „ 2148 „ 8
207. Do „ 2149 „ 9
208. Do „ 2150 „ 10
209. Do „ 2151 „ 11
210. Do „ 2152 „ 12
211. Do „ 2153 „ 13
212. Do „ 2157 „ 14
213. Do „ 2158 „ 15
214. Do „ 2159 „ 16
215. Do „ 2163 „ 17
216. Do „ 2164 „ 18
217. Do „ 2165 „ 19
218. Do „ 2166 „ 20
219. Do „ 2167 „ 21
220. Do „ 2168 „ 22
221. Do „ 2170 „ 23
222. Do „ 2171 „ 24
223. Do „ 2173 „ 26
224. Do „ 2174 „ 27
225. Do „ 2175 „ 28
226. Do „ 2180 Vol 61 no 1
227. Do „ 2181 „ 2
228. Do „ 2182 „ 3
229. Do „ 2183 „ 4
230. Do „ 2184 „ 5
231. Do „ 2229 „ 6
232. Do „ 2231 „ 7
233. Do „ 2232 „ 8
234. Do „ 2236 „ 9
235. Do „ 2237 „ 10

উপহৃত পুস্তক

236. Smith. Miscl. Collection, 2238 Vol 61 no 11
237. Do „ 2239 „ 12
238. Do „ 2240 „ 13
239. Do „ 2241 „ 14
240. Do „ 2242 „ 15
241. Do „ 2243 „ 16
242. Do „ 2245 „ 17
243. Do „ 2248 „ 19
244. Do „ 2251 „ 20
245. Do „ 2252 „ 21
246. Do „ 2255 „ 22
247. Do „ 2258 „ 23
248. Do „ 2259 „ 24
249. Do „ 2260 „ 25
250. Do „ 2227 Vol 62 no I
251. Do „ 2253 „ 2
252. Do „ 2273 „ 3
253. Do „ 2254 Vol 63 no. I
254. Do „ 2261 „ 2
255. Do „ 2262 „ 3
256. Do „ 2264 „ 4
257. Do „ 2266 „ 5
258. Do „ 2272 „ 7
259. Do „ 2275 „ 8
260. Do „ 2315 „ 9
261. Do „ 2316 „ 10
262. Do „ 2269 „ 6
263. (Smithsonian Physical Tables) Do „ 2263 Vol 64 no I
264. Cambrian Geology & Paleontology Vol. 64 no II
265. Do Paleontology III no 2
266. Do „ 2319 Vol 65 no 1

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Smithsonian Institution	267. Do „ 1087 A catalogue of Earthquakes on the Pacific Coast.
	268. Methods for determination of Organic matter in air.
	269. Air and Life.
	270. The atmosphere in relation to human life and health.
	271. The air of towns.
	272. Equipment and Work of an Airo-Physical Observatory.

পুথি

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী	১। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড, সম্পূর্ণ
	২। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব, খণ্ডিত
	৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী „
মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৪। পদামৃত সমুদ্র—শেষ নাই
পুলিনবিহারী দত্ত	৫। উপাসনাতত্ত্বনিরূপণ—সম্পূর্ণ
	৬। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, সম্পূর্ণ
	৭। স্মরণমঙ্গল „
	৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা „
	৯। ভ্রমরগীতা „

সভার অন্য কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাণাঘাট কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানাইলেন যে,—বহু পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাসের ভিটায় কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার্থ চেষ্টা হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ভিটার কতকটা অংশ কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাটে একটি সমিতি হইয়াছে। এই সমিতি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ২২৭৭/১১ পাই টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন এবং আরও ৪৫০৲ টাকার আশ্বাস পাইয়াছেন। জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই এ কার্য্যে যত্ন লইতেছেন। স্থির হইয়াছে—(১) কবি কৃত্তিবাসের "দোলমঞ্চ" নামে যে মাটির ঢিপিটা আছে, তাহা আর না ধসিয়া যায়, এমন করিয়া বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইবে, আর তাহার নিকট একটা পাথরের থাম বসাইয়া তাহাতে স্মৃতিফলক লাগাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার জন্য ১৫০০৲ আন্দাজ ব্যয় করা হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইহার খরচার

এষ্টিমেট করিয়া দিবেন। (২) নিকটবর্ত্তী বয়ড়া গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলটি কৃত্তিবাসের ভিটায় আনিয়া বসাইয়া তাহার "কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল স্কুল" নাম করা হইবে। আশা আছে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই স্কুল চালাইবার কতকটা ভার লইবেন। ইহার একটা পাকা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে। স্মৃতিসমিতি তাহার জন্য ৬০০৲ টাকা দিবেন, আর বাকী টাকা স্থানীয় লোকেরা দিবেন। স্কুলটা হইলে দোলমঞ্চের ঢিপিটা থাকিবে ভাল। ইহার কাছে কৃত্তিবাসের নামে একটা কুয়া কাটান হইয়াছে, তাহাও স্কুল হইলে, ভাল থাকিবে। কবি কৃত্তিবাসের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র চাঁদা উঠিলে বহু টাকা হইবে, আশা করা যায়। তাহার জন্য কলিকাতাতেও সভা ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি আশানুরূপ টাকা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা দিয়া কৃত্তিবাসের নামে পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত দোলপূর্ণিমায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গিয়া ভিত্তি স্থাপন করিবেন, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু যোগাযোগ হইল না। এক্ষণে আগামী ৩রা অক্টোবর তারিখে মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য সমাধা করিবেন, ঠিক হইয়াছে। যাঁহারা সেই উৎসব-সভায় যোগ দিবেন, তাঁহারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাণাঘাটে পত্র লিখিলে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সাহিত্য-পরিষদেই পাইবেন। রাণাঘাট হইতে ফুলিয়া যাতায়াতে ১৪ মাইল; পূর্ব্ব হইতে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা না করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের সহস্রাধিক সদস্য ছিল, তখন সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ জন করা হইয়াছিল, এখন সদস্য-সংখ্যা দুই সহস্রাধিক; এ জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নানা বিষয়ে বিচার করিয়া অবস্থা বিবেচনায় স্থির করিয়াছেন যে, এখন ইহার সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে ৮ করা আবশ্যক। অতএব আমি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৮ জন করা হউক এবং সে জন্য সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীর ২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলীতে যে যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—যখন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন আর আমাদের এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবুর প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া, যেরূপ বিচার করিয়া মুদ্রিত পুস্তকাদির

ও সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় পণ্ডিতের উপযুক্ত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। প্রবন্ধটি শুনিতে আপাততঃ নীরস হইলেও প্রবন্ধের উপাদেয়তা এবং উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমাদের আরও একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় আজ উপস্থিত নাই, তাঁহার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পড়িবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত সিলিমপুর বলিগ্রাম গ্রামে একটি দীঘীর ধারে একটি প্রাচীন থাম পড়িয়া আছে শুনিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে আমরা তাহা আনিতে যাই। সেই থামটিতে একটা লেখ আছে, ওয়েষ্ট মেকট সাহেব সেটা দেখিয়া তাহা ছাপাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই আর একখানি শিলালিপির সন্ধান পাই। সিলিমপুর হইতে অধ্যাপক বসাক সেখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার ইহা সমস্ত পড়া নাই। আমি শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগকে মোট কথাটা শুনাইয়া দিব। বিচার-বিতর্ক ও মীমাংসা প্রবন্ধ ছাপা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন। কাল কষ্টিপাথরে লেখখানি খোদা। পাথরখানিও উৎকৃষ্ট জাতের এবং অক্ষরগুলি সুন্দর এবং বড় যত্ন করিয়া খোদা। পালিসও খুব ভাল। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রহাস নামে কোন ব্রাহ্মণ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই লেখ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশে শ্রাবস্তী নগরে এই ব্রাহ্মণবংশের আকরস্থান, বালগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিল্পী এই লিপি খোদাই করিয়া শেষে নিজে একটি শ্লিষ্ট শ্লোক রচনা করিয়া ইহাতে খুদিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এই খোদাই কার্য্যের প্রতি কতটা যত্ন, কতটা প্রীতি, তাহা জানা যায়। এই সকল কথার পর তিনি প্রবন্ধ হইতে লেখখানির শ্লোকমালা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক মহাশয় যখন অনুপস্থিত, তখন ইহার কোন সমালোচনা হওয়া ঠিক নহে। তবে দেখা যাইতেছে যে, ইহা হইতে আদিশূরের সময়ে ব্রাহ্মণাগমন প্রস্তাব সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের উপাখ্যান ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রাখাল বাবুর এই কথা লইয়া বহু আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন উপস্থিত নাই এবং প্রবন্ধেও যখন এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নাই, তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা এখন স্থগিত থাকাই উচিত।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয়

বলিলেন,—দেশের সমস্ত সাহিত্যিক সভাসমিতি, এমন কি, এসিয়াটিক সোসাইটী ধরিয়াও, আমাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। গত বার্ষিক অধিবেশনে এই-খানে একখানি নূতন তাম্রশাসনের বিষয় শুনিয়া গিয়াছি। আবার ১৫ দিন পরে আজ আরও একখানি শিলালিপির কথা শুনিতেছি। সাহিত্যের সকল দিক্ ধরিয়া বিবেচনা করিলে সাহিত্য-পরিষৎকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক বসাক যদিও আসেন নাই, কিন্তু অক্ষয় বাবু আমাদের সে অভাব বুঝিতে দিলেন না। তিনি ইতিহাস আলোচনার জন্য আসিয়া একটা উদ্দীপনা জাগাইয়া দিলেন। মতভেদ থাকিবেই, না থাকিলে আলোচনাই হয় না। তথাপি তিনি যে একটা নূতন উদ্দীপনা জাগাইলেন, এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক এই শিলালেখ আবিষ্কার জন্য ধন্যবাদার্হ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি আজ আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের সহকারী সভাপতি হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা পাই না। তাঁহাকে আজ ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বরদা বাবুর কথাও বলিতেছি। তিনি আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি মনোহর ছিল, আবৃত্তির কৌশল মুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক এই আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রবন্ধের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। অক্ষয় বাবু আজ ইহা পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি নূতন সম্বাদ এই, তাঁহারা গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ শিলালেখ ব্যতীত আরও পাঁচখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে গুপ্তযুগের তাম্রশাসনও আছে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না; রাখাল বাবু বলিতে পারেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের মৃত সদস্য মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় হুগলীর মোক্তার ছিলেন ও "নবদ্বীপমহিমা" নামে নবদ্বীপের ইতিহাস-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একজন উকীল ছিলেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা যাইতেছে। যথারীতি ইহাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হইবে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৩, ৮ আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

সুকবি ও সুপ্রসিদ্ধ জেলাজজ বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয়ের অকাল-মরণে শোক-প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি দীনেশ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার অকালমরণে শোকপ্রকাশের জন্য আমরা একত্র হইয়াছি, তিনি আমার হিতৈষী, বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার শোকসভায় আমায় সভাপতির আসন দিয়া আপনারা আমায় অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা পড়িয়া দিলেই আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা বলা হইবে। ইহা শোক-সভা, এখানে বেশী কিছু বলা কাহারও দরকার হয় না। নীরবেই শোকের কাজ বেশী হইয়া যায়, কাজেই সভাপতিরূপে আমি অল্প কথা বলিলেও তাহা অশোভন হইবে না। অতঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন ;—

"সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৯২ সালে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেটলমেণ্ট আফিসার হইয়া কুমিল্লা যান। তখন আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার। আমরা একটা সাহিত্যিক ক্লাব খুলি, বরদা বাবু তাহার প্রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তাঁহার অবসরের অনেকগুলি কবিতা রচনা হয়। আমি সাহিত্যিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিদেশে বাস করার সময় বরদা বাবু সাহেবী চাল-চলনে থাকিতেন, কড়া হাকিম বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সবজজ ডেপুটিরাও তাঁহার সঙ্গে খুব ঘেঁসিতে পারিতেন না ; তিনি তাঁহাদের নিকট সাহেব সিভিলিয়ানদের মত পূর্ণ সম্ভ্রম আদায় করিয়া লইতেন—ইহাতে জোর জবরদস্তী কিছু ছিল না, তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যপ্রণালীতে সহজশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার ব্যবহার তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারাও মিষ্টার মিত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কারণ, তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে, নিজের মত বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে সাহেবেরাও অনেক সময় পারিতেন না। অনেক বড় বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বরদা বাবু নিজে যৎপরোনাস্তি ভাল

মানুষ হইলেও বাধ্য হইয়া বিবাদে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তেজ দেখিয়া হটিতেন, মিষ্টার মিত্র এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা ছিলেন। যাঁহারা মফঃস্বলে তাঁহাকে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বরদা বাবু পুরুষসিংহ—সকলকে নিজের তেজস্বিতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তিনি অনায়াসে শিক্ষিত সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি বর্ত্তমান সামাজিক তত্ত্ব, যে সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতেন, তাহাতে তিনি এতটা আবেগ, এতটা পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অবতারণা করিতেন যে, অধিকাংশ স্থলে তিনিই বক্তা হইতেন, অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি চুপ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং তাহা হইতে অনেক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতেন।

তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া এবং ষ্টাটুটিয়ারি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সুবর্ণ-পদক বক্ষে ঝুলাইয়া ও রাজকার্য্যের নেতা হইয়া তিনি লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই, তিনি যেখানে দু দণ্ড কথা কহিতেন, সেইখানে লোকে বুঝিত যে, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড় ; যখন লেখনী চালনা করিতেন, তখন সেই লেখনীর ক্ষিপ্রকারিতা ও তেজস্বিতা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি সম্মানের ত্রুটি না দেখাইয়াও বিবেকানুমোদিত পথে চলিতে তিনি একবারও দ্বিধা বোধ করিতেন না, ফলাফলের ভার ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আলোপথে গন্তব্য স্থির করিতেন—যাঁহারা তাঁহার সেই নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। এই শ্রেষ্ঠত্বের তিলক তাঁহার ললাটে বিধাতা নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন ; তিনি যেখানে যাইতেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর আগে পড়িত, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—'এ লোকটি কে ?' বস্তুতঃ পরিচয় দেওয়ার যোগ্য মহৎ ব্যক্তি তিনি ছিলেন। আজ, হে বন্ধু, তোমার উন্নত বপু, তোমার প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখ, তিল-ফুল-সুন্দর নাসিকা ও পদ্মচক্ষু আমার মনে পড়িতেছে,সেই মুখোচ্চারিত ভাগীরথী-প্রবাহ তুল্য কত পুণ্য কাব্য-কাহিনী আজ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে !

বরদা বাবুর কাব্য আপনারা পড়িয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশে কবিতা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা আপনাদের অনেকে তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, কবিতার সেরূপ মধুর ও তেজস্বী আবৃত্তি আমি আর শুনি নাই। বোধ হয়—এ জীবনে আর শুনিব না। জীবনের ভাবী ও বর্ত্তমানে এই এক মহা রসধারার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। বরদা বাবুর কতকগুলি শেষ কবিতায় বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় বাঙ্গালার একটা ওজস্বিতার স্রোত আনিয়াছেন, বরদা বাবুর শেষ কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়া যে গুরুগাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতার প্রস্রবণ বহাইয়া

দিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা কবিরা শুধু লবঙ্গলতার মত কোমলকান্ত পদ-রচয়িতা নহেন, তাঁহারা কেবল ঠুংরী বা একতালায় হাতযশঃ লইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আসেন নাই, ধ্রুপদ ও মধ্যমানেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কেহ কেহ সেই সকল কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—আমি যখন তাহা শুনিতাম, তখন মনে হইত, হিমালয় পর্ব্বত গভীর নিস্বনে কথা কহিতেছে, কিম্বা মহাসাগর বাতান্দোলিত হইয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী প্রকৃতই পিণাকপাণির বদনোচ্চারিত ওংকারের ন্যায় ভৈরব রবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বেশী লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখনও পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই। আপনারা তাহার ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাঁহার পুত্রগণ আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের নিদর্শন পাইলে উদ্যোগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

মানুষের দুই দিক্ আছে, একটা তাহার মস্তিষ্কের পরিচায়ক, অপরটা তাহার হৃদয়ের গুণজ্ঞাপক। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় লোক এ সংসারে অনেক নাই। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইতেন; কেহ নিজের দুঃখের কথা জানাইলে তিনি তাহার বিপদ্ নিজে কাঁধে করিয়া লইতেন। যখন আমি উৎকট মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হইয়া একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া ৬।৭ বৎসর শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম, তখন প্রধানতঃ বরদা বাবুর সহায়তাতেই আমি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের প্রায় সমস্ত টাকা বরদা বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমার নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় উড়িষ্যা হইতে তিনি প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন,—বিপৎকালে আমি তাঁহারই মধ্যে আমার প্রতি ভগবৎকৃপার সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম; শুধু আমি নহি, অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু কবিবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল এখন উচ্চপদস্থ, কিন্তু এক সময়ে অর্থকষ্টে পড়িয়া বরদা বাবুর দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

লেখকমাত্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যালোচনায় রত হইলে তিনি অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে জানেন।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বরদা বাবু বিদেশে সাহেবী চালচলনে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি প্রকৃত হিন্দুর ছিল। শারদীয় পূজার আরতির সময় তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নগ্নপদে, জোড়হস্তে, পূজকের ভাবে সাশ্রুনেত্রে ভগবতীর মুখের দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া থাকিতেন, এই সময় তিনি কত ভক্তির কথা, কত ধর্ম্মের কথা অপূর্ব্ব আনন্দ-সহকারে বলিতেন; যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রবাস অর্থাৎ চাকুরীস্থল হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন সাহেবী ঘুচিয়া ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখা যাইত; নেকটাই, কোট, ওয়েষ্টকোট ও হ্যাট পোর্টমেণ্টের অঙ্কশায়িত হইত,—শার্ট ও চটিজুতা পরিয়া তিনি বাঙ্গালী

হইতেন,—দেবপূজার সময়ে তাঁহার ভক্তির ভাবের কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকার দেবতা অপেক্ষাও প্রকৃত দেবতা তাঁহার ছিল, সে রক্তমাংসের দেবতা। বেণীবাবুর নিকট বরদা বাবুকে আপনারা হয় ত অনেকেই অনেক বার দেখিয়াছেন। সে দৃশ্যের তুলনা নাই। পিতা স্বর্গ, পিতা মোক্ষ—এ কেবল কেতাবতী গৎ নহে, এই ভাব তাঁহার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রৌঢ়বয়স্ক বিচারপতি পিতার নিকট চিরকাল একটি বালকের মত ছিলেন, পিতার প্রতি কথা সম্ভ্রমের সহিত শুনিয়া তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া থাকিতেন; কখন বেণীবাবুকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও তাঁহার মুখে পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া নানা প্রশ্ন করিতেন। বেণীবাবুর একটু অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনায় ঘুম হইত না। যে কয়েক দিন গৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় পিতার কাছে বসিয়া কাটাইতেন। পিতার গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আমি তখন বেণী বাবুর গুণের অপেক্ষা বরদা বাবুর পিতৃবাৎসল্যের কথা বেশী ভাবিতাম। দুই তিন বৎসর হইল, বেণী বাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি বরদা বাবুর অসুখ। তাঁহার মৃত্যুর কতক দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বলিয়াছিলাম—"বেণীবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই আপনি নানা পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কি পিতৃশোকে বেশী বিহ্বল হইয়াছিলেন?" এই প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি। কারণ, দেখিলাম, বরদা বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার দুইটি বিশাল চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া গেল ও গণ্ড বহিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বরদা বাবু বাক্যে ও ব্যবহারে সংযত ছিলেন। পিতৃশোক সেই সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল। তাঁহার পীড়ার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বুঝিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম এবং তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত করাইতে চেষ্টা করিলাম।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। তিনি নিজের রোগ উৎকট বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। মৃত্যুর ২।৩ মাস পূর্ব্বে এক দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ভীত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী তখন একবারে গিয়াছে, মুখখানি অনেকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেণীবাবুর মত হইয়া গিয়াছিল। পিতা পুত্রে যে মুখের এতটা সাদৃশ্য, তাহা সেই দিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বেণীবাবু নবতি বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরদা বাবু মৃত্যুকালে বোধ হয়, ৫৩।৫৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন।

বড় আশা ছিল, হাইকোর্টের জজ হইবেন। কুমারটুলিতে বাড়ী করিয়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন—নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, এই ভরসা ছিল। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি হাইকোর্টের জজের পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন—তখন উচ্চতম বিচারালয় হইতে তাঁহার নামে সমন পৌঁছিয়াছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—সর্ব্ব ঋতুতে যাহার গতিবিধি—যাহার আহ্বান অনিবার্য্য এবং অলঙ্ঘ্য, সেই কাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের শোক-সভা করিয়া কিরূপে বুঝাইব, আমাদের কতটা ক্ষতি হই-য়াছে! আমাদের কবিতা-রাজ্যের কোকিল নীরব হইয়াছে, দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়াছে, সাহস

ও ভরসার মহীরুহ ভাঙ্গিয়াছে, পিতৃমাতৃ-বাৎসল্যের কুসুমিতা লতা ছিন্ন হইয়াছে ও ভক্তির ক্ষেত্র উষর হইয়াছে।

যখন তিনি বীরভূমের জজ ছিলেন, তখন চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির রচনার জন্ম তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি ৫০০০০৲ টাকা উঠাইবেন—সংকল্প করিয়া অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে একটা চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিবার কথা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতেন। আজ চণ্ডীদাসের স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে আমরা বরদাকবির স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিব কি? কবির স্মৃতিচিহ্ন কবিতা; মন্দিরের প্রস্তর ধসিয়া যায়—তাহার চূড়া বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়,—কিন্তু দুর্দ্দান্ত কাল কবিতার একটি অক্ষরও মুছিতে পারে না,—কবির প্রতি সম্মান যে দেখায়, সেই কবির অমরত্বের অংশী হয়, কবি নিজ সাধনায় অমর। নবদ্বীপের কত রাজা রাজমুকুট রাখিয়া শ্মশানে গিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের অমরত্বের ভাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন,—আমরা আজ কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহকে তীর্থে পরিণত করিব, এই চেষ্টা হউক,—তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিব, এই অহঙ্কার যেন না হয়।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের লিখিত কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন;—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বঙ্গ-জননীর প্রিয় সন্তান, মাতৃভাষানুরাগী, সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।" পরে বলিলেন,—সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার বন্ধু, স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় মহাপুরুষ অল্পই দেখা যায়। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে বরদা বাবুর সদ্‌গুণের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মত লোক আর একটি শীঘ্র পাইব না। যখন তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আমাদের মত করিয়া পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া কাজে নামিবেন, বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইল! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; যা ধরিতেন, তা না করিয়া ছাড়িতেন না। বাঁচিলে জয়দেব-চণ্ডীদাসের পাটে সংস্কার ও স্মৃতিরক্ষা হইতই হইত। তাঁহার ওজস্বী রচনা, ওজস্বী কবিতা, গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। তাঁহার আবৃত্তির একটা স্বতন্ত্র প্রথা ছিল, তাঁহার নিজের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই এমন লোক অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যের কাজের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির কথা একটু বলিব। তিনি কায়স্থ-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যত্নে বহরমপুরে, বীরভূমে

কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সময় তাঁহার কার্য্যশক্তির অদ্ভুত খেলা দেখিয়াছি; সকল বিষয়ের তদারক, সর্ব্বত্র উপস্থিতি, সর্ব্ববিষয়ের সংবাদ রাখা, সকলের আদর অভ্যর্থনায় সমান যত্ন দেখান তাঁহার মত আর কেহ পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন, তাঁহার জন্য আজ আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—"সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।" এ প্রস্তাবের জন্য বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বরদা বাবুর সুন্দর তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনারা অনুমতি দিলেই উহা এখানে রাখা হইবে। বরদা বাবুর সহিত একবার দার্জ্জিলিঙ্গে আমার আলাপ হয়, সেই অবধি তাঁহার বন্ধুতালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, হইতেছে, আরও হইবে। বায়স্কোপের ছবির মত কত পরিচিত মূর্ত্তি স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। বরদা বাবুর সঙ্গে যাহার একবার আলাপ হইয়াছে, সে কিন্তু কোন দিন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাঁর অমায়িকতা, তাঁর আত্মনির্ভরতা, তাঁর প্রতিভা আমায় তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। এ শক্তি সকলের থাকে না। তাঁর চরিত্র যেমন উদার, তেমনি নিষ্কলঙ্ক ছিল। আজকালকার কবিতার ভাব প্রায়ই অস্ফুট; যেগুলি বুঝা যায়, সেগুলি প্রেম-বিরহের কথায় তরল ও মন্থর। বরদা বাবুর কবিতার তেমন তারল্য ও মৃদুতা ছিল না। তাঁহার কোন কবিতা ভাবের দৈন্যে মন্থর নহে। তেজস্বিতা তাঁহার কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাঙ্গালার তিন জন তেজস্বী কবিই রোগশয্যা গ্রহণ করেন, আর সেই শয্যাই তাঁহাদের শেষ শয্যা হয়। মাইকেল মধু, হেম, দ্বিজেন্দ্র—সকলেরই এই দশা হইয়াছিল। বরদা বাবু এই শ্রেণীর শেষ কবি বলিলেই হয়। তাঁহারও সেই দশা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়, ব্যোমকেশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু—সকলেই তাঁহার বহু গুণের কথা জানাইয়াছেন, কার্য্যশক্তির কথা জানাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার শোক-সভায় আমার দুটা শ্রদ্ধার কথা নিবেদন করিতে পাইয়া সম্মানিত—গৌরবান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সভাপতি দীনেশ বাবুর বাড়ীতেই বরদা বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার পর তিনি যখন বহরমপুরে মুরশিদাবাদের জজ, তখন ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা দেখা হইত। সেখানে নিত্যই সাহিত্যের আলোচনা হইত। কেবল সাহিত্য নহে, স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। দীনেশ বাবু বিদেশে তাঁহার সাহেবিয়ানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুরশিদাবাদে আদালতে ভিন্ন আর কোথাও

সাহেবিয়ানা দেখি নাই। সেখানে তাঁহার অমায়িকতা এত ফুটিয়াছিল যে, প্রীতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া বহরমপুরবাসীরা তাঁহার ছবি রাখিয়াছেন। বহরমপুরে কায়স্থ-সভায় তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি থাকিতে পারেন নাই; সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বরদা বাবুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—ফরিদপুরে বরদা বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন হইতেই হেম বাবুর উপর, তাঁহার কবিতার উপর অটল শ্রদ্ধা দেখিয়াছিলাম। তাঁহার বৃত্রসংহার মুখস্থ ছিল। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় কবির প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে বরদা বাবুর সদাশয়তার কথায় আমার একটু উল্লেখ করিয়াছেন,—তা না তুলিলেই হইত। আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না—পার্থক্যের কথাটা না তুলিলেই ভাল হয়। তাঁহার বহু কবিতা—উৎকৃষ্ট কবিতা আমরা শুনিয়াছি,—সেগুলি ছাপা হয় নাই, লেখা পড়িয়া আছে; সেগুলি ছাপা হইলে কবি-হিসাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বাড়িবে। তাঁহার সাহেবিয়ানা প্রথম জীবনে কিছু কিছু ছিল বৈ কি। এ বয়সেও কাজের দায়ে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভিতরটা একবারে বাঙ্গালী ছিল। হেমবাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতটা গভীর ছিল যে, একখানি পুস্তকের নাম তিনি "হৈমী" রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। নগেন বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় একটা লোক আমরা আর শীঘ্র পাইব না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। শোকের ভাষা অব্যক্ত; কিন্তু আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাই দুটা কথা বলিতে হইবে। বরদা বাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র থাকায় হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি ভ্রাতৃবিয়োগের শোক পাইয়াছি। তাঁহার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বহু লোক তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠ না হইয়া থকিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহার চরিত্র এমন মধুর, এত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইত। তাঁহার ভদ্রতার আকর্ষণ, আত্মীয়তার আকর্ষণ, অতি কর্কশ ব্যক্তিকেও টানিয়া আনিত। তাঁহার এই আন্তরিকতা তাঁহার কবিতাতেও ষোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উৎস পরিপূর্ণ ছিল। যে অল্প সংখ্যক কবিতা তাঁহার ছাপা হইয়াছে, তাহাতেই সে উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কাছারীর কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সাহিত্য-বন্ধুদের পাইলে, সাহিত্যের আলোচনায় বিনা বিরক্তিতে, বিনা অবসাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেওয়া তাঁহার প্রীতিকর ছিল। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি একপ্রকার উপযাচক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া, সেই উৎসবে

যোগ দিয়া, স্বভাব-সুলভ আত্মীয়তা দেখাইয়া লোকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্ম মেডেল দিয়া আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথা আছে,—মরণের পর যাহার নাম লোকে যত দিন করিবে, তার তত দিন স্বর্গলাভ হয়। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আমাদের কবি-বন্ধুর নিশ্চয়ই সেই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কবির—প্রাচীন ধরণের কবির কবিতা আলোচিত আরও হবে। সেই আলোচনাতে বরদা বাবুর কবিতা কেমন স্থান পাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা স্বয়ং দীনেশ বাবুই আজ আমাদের সভাপতি, তখন তিনিই সে কথা বলিয়া দিবার বেশী উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ত অল্প কথা। এখানা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, পোকায় কাটিতে পারে, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ভাষায়, হৃদয়ের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কবিতায় যে ভাবের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল আর কীটে নষ্ট করিতে পারিবে না। যাক্, আজ তাঁহার শোক-সভার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুসম্পন্ন হইল। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আর তাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়াতে আমি আজ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—"স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্রখানি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়ায় তাঁহার পুত্রগণ এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।" বোধিসত্ব বাবু বলিলেন,—এই মূল্যবান্ ছবিখানি লাভ করায় সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানান ব্যতীত আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মৃত মহাত্মার পুত্রেরা এই ছবিখানি উপহার দিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারাই বদান্যতা ও সহৃদয়তা-গুণে সাহিত্য-পরিষদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আর একটা অনুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা যেমন সাহিত্য-পরিষদে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিস্থাপনে সাহায্য করিয়া পুত্রোচিত কার্য্য করিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের পিতার যে সকল রচনা আজিও ছাপা হয় নাই বা যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করুন। ইহাই হইল তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য,—পিতৃকীর্ত্তি, পিতৃরচনা রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। আশা করি, এ অনুরোধ তাঁহারা রক্ষা করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁহার শোক-সভায় আমি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন

করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছু বলিতাম, এখন সভাপতি মহাশয়ও অনুরোধ করিলেন। আমি গয়ায় বরদা বাবুর সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সহিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুতা হইয়াছিল। এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে আমরা একত্র এক বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছি। গয়ায় তখন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন। প্রত্যহ বরদা বাবুরই বাসায় সাহিত্যের একটা বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে আমি তাঁহার হৃদয়জাত গুণজাতের এত পরিচয় পাইয়াছি যে, মোহিত হইয়াছি। দেশবাৎসল্য তাঁহার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল—আপনারা বোধ হয়, জানেন না—নিজের রচনার আবৃত্তি করিতে গিয়াই ভাবের মোহে মারা গিয়াছেন,—"আমার দেশ" গান গয়ায় শিখাইতে গিয়া তিনি প্রথম এক দিন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, দ্বিতীয় দিন ঐ গানের জন্যই কৈলাস ডাক্তারের বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তৃতীয় দিন ঝামাপুকুরে রাম মিত্রের বাড়ীতে অজ্ঞান হন, তার পর নিজ বাড়ীতে মাথায় রক্ত উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সেই শেষ। এই গান যখন গয়ায় হইত, বরদা বাবু আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সুকবি রসময় লাহা এখানে উপস্থিত আছেন,—তিনি বরদা বাবুর অনেক কথা জানেন। তিনি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বরদা বাবুর আবৃত্তিগুণ অতি মধুর এবং এত ওজস্বিতাপূর্ণ ছিল যে, শুনিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় বরদা বাবু সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিতে বলায় আমি বড় বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম,—তাঁহার এত কাছে ছিলাম যে, আজিও আমি তাঁহার মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। যদি আমি আর সকলের মত একটু দূরে থাকিতাম, হয় ত দু কথা বলিতে পারিতাম। তিনি আমায় এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না,—আমায় ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে স্বর্গীয় বরদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি এ মহাশয় বরদা বাবুর রচিত "জগদ্ধাত্রী" কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। অমর বাবু বরদা বাবুর অনুকরণে, তেমনি ওজস্বিতার সঙ্গে, উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই আবৃত্তি-কৌশলে প্রীত হইলেন। অমর বাবু জানাইলেন, বরদা বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ইহা নিজে আবৃত্তি করিতেন এবং বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আরতির পরে তাঁহারা উভয়ে ইহা আবৃত্তি করিতেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, বরদা বাবুর পুত্রগণপ্রদত্ত এই ছবিখানি সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই (সভাপতি)
শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" মতিলাল ঘোষ
" কিশোরীলাল সরকার এম এ বি এল
রায় " মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
" পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
" সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
" প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" মন্মথনাথ রায়
" প্রমথনাথ মিত্র
" যোগেন্দ্রলাল সিংহ
" শ্যামাচরণ পাল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
" রামচন্দ্র ভট্ট

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার
" সনাতন মহান্তি
" রাধিকামোহন সিংহ
" হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
" কৃষ্ণধন দে
" কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
" জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু
" নকুলেশ্বর রায়
" সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অনুকূলচন্দ্র সেনগুপ্ত
" নরেন্দ্রনাথ সরকার
" মৃণালকান্তি দত্ত
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র সিংহ
" বামাচরণ মজুমদার

শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ
" হরিদাস বসাক
" প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি
" পান্নালাল মল্লিক
" কিশোরীবল্লভ সাহা
" গৌরগোপাল কুণ্ডু
" রসিকলাল দে
" ব্রজগোপাল ঘোষাল
" সত্যচরণ চন্দ্র
" নন্দলাল ঘোষ
" বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ ঘোষ
" অতুলচন্দ্র দে
" রমণীরঞ্জন গুহ রায়
" পঞ্চানন বসু

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গাঙ্গুলী
" হেমচন্দ্র মিত্র
" প্রফুল্লকুমার বসু
" নটবর দাস
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—সম্পাদক।

" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত একটি গীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন উঠিয়া বলিলেন যে, এ সভা শোকসভা নয়। ভক্তের আবির্ভাবের দিবস আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। সুতরাং গোলোকগত কেদারনাথের জন্মদিনের সভা—আনন্দ প্রকাশের সভা।

অতঃপর তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

"দত্তাববায়-জলধেরবদাত-কীর্ত্তিঃ
কেদারনাথ নিধিরুত্থিতবান্ হরিস্তং।

কায়স্থকৌস্তুভধিয়া স্বপদে নিবেশ্য
দত্তাপহারক ইতি স্বয়মপি বাদম্ ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে তিনি বলেন যে, দত্তবংশরূপ সমুদ্র হইতে ভগবান্, কেদারনাথ-রূপ নিধিটিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে, তাই তিনি এই কায়স্থ-কৌস্তুভটিকে স্বীয় চরণে রক্ষা করিলেন। এরূপ করিয়া তিনি "দত্তাপহারক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। দত্তবংশজাত কেদারনাথকে অপহরণ করার জন্যও তাঁহাকে "দত্তাপহারক" আখ্যা দান করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন যে—"সকল ব্যক্তিই মায়ায় মোহিত হয়—মায়াকে মুগ্ধ করিতে কেহ পারে না। কিন্তু ভক্ত কেদারনাথের জন্য আজ মায়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। যেহেতু—"মায়াপুর" তাঁহার জন্মস্থান।

এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় "ভক্তি-বিনোদজীবনী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় পুরীধাম হইতে প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—কেদারনাথ ভক্ত ছিলেন—ভক্তচূড়ামণি ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবাও একরূপ ভগবৎ-সেবাই ছিল। কেদারনাথ ভক্ত এবং জ্ঞানী এ দুই ছিলেন। আমার মনে হয়, ভক্তই জগতে বড়। আবার ভক্ত যদি জ্ঞানী হন্ তো তিনি সকলের চেয়ে বড় হন্। কেদারনাথ এই দুই ভাবেই বড় ছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—পরস্পর বিরোধী নহে। গোড়ায় এ দুইটি পৃথক্ নয়—কিয়দ্দূর গেলে জ্ঞান থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে। অনন্তে মিশিতে হইলে ভক্তির সহায়তা চাই। যেখানে অপূর্ণ সসীম জীব, পূর্ণ অসীমে মিশিতে চায়,—জ্ঞান সেখানে পথহারা হইয়া পড়ে। সেখানে পৌঁছিতে হইলে বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের শেষ গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে, ভক্তিমাত্রই সম্বল। কেদারনাথ এই পথের পথিক ছিলেন। সুতরাং তাঁর পদানুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। ভক্তির আর এক প্রাধান্য আছে। জ্ঞান যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে, ভক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত না হইলে, পতনের ভয় থাকে। কারণ, শুষ্ক জ্ঞানে মনে দম্ভ আসে। জগতে ভক্তি ধন্য, ভক্তও ধন্য, আর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথের গুণানুকীর্ত্তন ক'রে—আমরাও আজ ধন্য।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ,—ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভগবৎকৃপাশীর্ব্বাদ-প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে টাকাইলে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। তখন দেখেছিলাম, শিক্ষিত কেদারনাথ—ভিখারী বৈরাগীর

মত মালা তিলক ধারণ ক'রে, এজলাসে বসিয়া আছেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর তাঁহার সহিত আমার "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "এখানে কাহারও মুখে হরিনাম শুনিতে পাই না, আপনি যদি এখানে নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে নাম প্রচার করেন তো বড়ই কৃপা করা হয়।"

শিশিরকুমার ও কেদারনাথ কেবল পণ্ডিতের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তির শিক্ষা প্রচার করেন নাই—দেশের মধ্যে যারা অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত, তাদের উন্নত করবার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। মেদিনীপুরে আচার ও ধর্ম্মবিহীন লোকদিগকে ভক্ত কেদারনাথ যেরূপভাবে সদাচারী ও মালাতিলকধারী করিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমারও এই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপ্রাণের উদ্দেশে বার বার জয়োচ্চারণ করিয়া আমরা আজ ধন্য হইলাম।

অনন্তর কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ;—পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহু দিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে, তাহা এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত, পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত কেদারনাথের হৃদয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, তখন কেদারনাথের হৃদয়ে এ কি ভাব? তখন আমার মনে হইত, পূজ্যপাদ শিশিরবাবু যেমন বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও সেই ভাবে দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তখন বুঝিলাম, তিনি এ যুগের মানুষ নন্, দেবতার মত—অপার্থিব জীব। তিনি এ জগতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই জন্য তাঁর অভাব প্রত্যহ প্রতি ক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি মনে হইতেছে—আর মনে হইতেছে, যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁর হৃদয়ের ভাব-ভক্তিমাখা উপদেশগুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গদেশে জন্মানতে দেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক। এই উপদেশ অনুসারে যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্ণয় করি, তবে, পরম সুখী হইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ;—আমি শ্রীভগবানের পরেই আমার দাদা শিশিরবাবুকে ভক্তি করি। আর আমার দাদা কেদার বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কেদার বাবুর সহিত আমার আলাপ বহু দিনের। তিনি ও আমার দাদা যখন ভক্তিকথা আলোচনা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। আমার এ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, ইঁহারা সাধারণ ভক্ত ছিলেন না। ইঁহারা ভক্তির উপর প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করিতেন—যে গুপ্ত রাজ্য সাধারণের অগোচর। দাদা ও কেদারনাথের এই ভাগ্য হয়েছিল—আর তাই তাঁদের দর্শন করে আমি আমাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এখন বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন, ইহা স্মরণে যেমন আনন্দ—তাঁর মত রত্ন-হারা হয়ে পক্ষান্তরে আবার তেমনি শোক জেগে উঠে। তবে একটু বলি, যদি আমরা তাঁর উপদেশে চলি, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ ক'রে জীবন চালিত করিতে পারি, তবে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—তিনি আমার স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। সে হিসাবে এ সভায় তাঁর স্তুতিবাদ করা আমার পক্ষে বেশী কথা নয়। কিন্তু আমি সে জন্য এ সভায় আসি নাই—কর্ত্তব্য-বোধে—তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল—তাহারই আকর্ষণে আসিয়াছি। কেদারনাথ যে-সে ধরণের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি একনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাকে "sincere" বলে—তিনি সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁর উদ্দেশে ভক্তির উপহার দেওয়া। তাঁর স্বর্গগত চরণে ভক্তির অঞ্জলি দান করা আমাদের উচিত।

অনন্তর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে—স্বরূপগঞ্জে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। নবদ্বীপেও গিয়া তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে শুনিতে পাই। তার একটা কারণও তখন ছিল। তিনি "মায়াপুর" নামক স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া "মায়াপুর" নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন জন্মস্থান আবিষ্কারক বলিয়া নবদ্বীপে তখন তাঁর খ্যাতি হয়। স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকালে নাম প্রচারের দ্বারা তিনি ঐ স্থানটিকে যেন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, মনে যাহা বিশ্বাস করিতেন, অনুষ্ঠানে ও ব্যবহারে তিনি তাই ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় সংক্ষেপে যাহা বলেন, তাহা এইরূপ,—"মানবের আত্মাই প্রধান—শরীর কিছুই নয়। যাঁরা আত্মানন্দ, তাঁরা সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ ভোগ করেন। স্বর্গীয় কেদারনাথকেও সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, দারুণ রোগের সময়ও তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আছেন—তাঁর দেহ রুগ্ন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আনন্দভাবের প্রবাহ যে ভিতরে বহিতেছে, তা তখনও বোধ হইত। তাঁর জপেও সেই আনন্দের বিকাশ তার মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি এল মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"গোলোকগত শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম ও ভক্তির কথা আপনারা সকলে নানারূপ শুনিলেন। আমি সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে

তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার জীবনের যে কার্য্য দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আর আমার মনে হয়, এইরূপ স্মৃতি-সভায় মহাত্মার জীবনী-কথা আলোচিত হওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ভক্ত নির্ভীক ও তেজস্বী হয়েন। গোলোক-গত কেদারনাথের জীবনী হইতে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ঘটনা বরিশালে ঘটিয়াছিল। বারাসতে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ক্যাল্পিটার্ট সাহেবের জন্য যে বাটী তৈয়ার হইয়াছিল, কেদারনাথ যখন ঐ স্থানে বদলী হয়েন, তখন তাঁহাকে ঐ বাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি ঐ বাড়ীতে কোন হিন্দু বাস করেন নাই—সাহেবদিগের জন্যই উহা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু কেদারনাথকে যখন ঐ বাটীতে বাস করিতে হইবে, ইহা স্থির হইল, তখন তিনি উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বাটীর উপর হইতে নীচের তলা সর্ব্বত্র গোবর-জল দিয়া ধুইয়া লন্। ভাবুন, ১৮৮২ সালে, যখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশীয় আচারকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখন কেদারনাথের এই সদাচার পালন সামান্য হৃদয়-বলের পরিচায়ক নহে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি, একটি মকদ্দমা সম্পর্কীয়। কেদারনাথ, কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে রাশি রাশি প্রমাণ আনা হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার অব্যাহতির আশা নাই ; কেদার-নাথ রায় লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। তখন একজন প্রবীণ মোক্তার আদালতগৃহে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিলেন যে—হুজুর, আজ আমার মনে দারুণ আক্ষেপ হইতেছে। আমি জানি, সুবিচারক ও জ্ঞানী বলিয়া, আপনার খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ একজন নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। এই বলিয়া মোক্তার কাঁদিয়া ফেলিলেন। হৃদয়বান্ কেদারনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আজ এখনই ঘটনাস্থলে যাইতে হইবে।" কিন্তু ঘটনাস্থল আদালত হইতে বহু দূরে অবস্থিত, অথচ কোন যান-বাহনের সুবিধা নাই, জানিয়াও তিনি পদব্রজে তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে তথায় চলিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তথায় গিয়া দেখা গেল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে স্থান, যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে—তৎসমস্তই মিথ্যা। কেদারনাথ ইহা অবগত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন। ভক্তের হৃদয় এইরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু নারায়ণ শ্রবণে বিরত করিতে পারে নাই।"

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতিকৃতির বস্ত্রোন্মোচিত করিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী কর্তৃক মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সভাপতি।

স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে ভাদ্র ১৩২২, ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি (ক) সদস্যনির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। গত মাসিক অধিবেশনে পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে চারি জন নূতন সহকারী সভাপতি নিয়োগ জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব এবং সহকারী সভাপতি সংক্রান্ত ২৮ ও ৫৭ নিয়মের প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন জন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির প্রস্তাব। ৪। বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর খসড়া এবং আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমস্ত সদস্যের নিকট বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির মন্তব্য। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন। ৭। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্‌দর্শন," (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোকপ্রকাশ,—রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল
" হেমচন্দ্র সরকার এম এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" চারুচন্দ্র বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" বামাচরণ মজুমদার
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মন্মথনাথ রায়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু
„ নিত্যানন্দ রায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
„ মণিমোহন মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২ (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ দুর্গাপুস্তকালয়-সম্পাদক, হলদিয়া, ঢাকা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীআশুতোষ ধর ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ, বি এ হেড্ মাষ্টার, সিঙ্গুর, মহামায়া ইনষ্টিটিউশন, সিঙ্গুর, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৭৬ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় ক্ষেত্রমোহন বসু বাহাদুর বি এ ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যাপক, ৫৯ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক, মালদহ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস্ ৩০।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	সেখ শ্রীআবদুর জব্বার পশ্চাশী, চাপারকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ৬২ সাউথ রোড, ইটালি।
শ্রীসৈয়দআলী আখতার	"	মৌলবি সিরাজউল ইসলাম এম্ এ ৬১।১ সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক ২ সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	১।	মেঘদূত
	২।	অবসর
" যুধিষ্ঠিরনাথ উকীল	৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ
" মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪।	সঙ্গীত-সুধাকর (১ম খণ্ড)
" মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ	৫।	আমার সংসার-জীবন
" হরিদাস ঘোষ	৬।	ভাব-মাধব (১ম খণ্ড)
" অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	৮।	সমাজ-সংস্কার ও সত্যপীর-ব্রতকথা
" তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	৯।	অর্দ্ধকালী
" নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ	১০।	ইলিয়াডের গল্প
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১।	গৌড়ে সুবর্ণবণিক্

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। চুণীর দেওয়ান মহাশয়
	১৩। পদার্থ-বিদ্যা
„ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪। পরলোকতত্ত্ব
„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। কর্ণাট-কুমার
„ কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স	১৬। ফুলঝুরি
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত	১৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)
	১৮। চৈতন্যশিক্ষামৃত
	১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মাধব ভাষ্য)
	২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (রসিকরঞ্জন ভাষ্য)
	২১। শ্রীমদাম্নায়সূত্রং
	২২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
	২৩। বিষ্ণুসহস্র নাম
	২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
	২৫। ঈশোপনিষদ্
	২৬। চৈতন্যোপনিষদ্
	২৭। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা
	২৮। তত্ত্বমুক্তাবলী
	২৯। প্রেমপ্রদীপ
	৩০। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী
	৩১। শ্রীমদুপদেশামৃতং
	৩২। কল্যাণ-কল্পতরু
	৩৩। দত্তবংশমালা
	৩৪। সজ্জনতোষণী (২য় খণ্ড ও ৪র্থ হইতে ১৭শ খণ্ড)
	৩৫। শ্রীপদ্মপুরাণং (সৃষ্টি, ভূমি ও স্বর্গখণ্ড)
	৩৬। ঐ (পাতাল ও উত্তরখণ্ড)
	৩৭। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	(1) Meeting of the Witangemot
	(2) The English Influence on Bengali Literature.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(3) Journal of the Asiatic Society, no. 37 March, 1835.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(4) Do Journal A.S.B. Feb. 1847
	(5) Do " March "
	(6) Do " April "
	(6) Do " May "
	(7) Do " Decr. "
	(9) Do " no. 3 1858
	(10) Do " 1 1861
	(11) Do " 2 1862
	(12) Do " 1&3 1863
	(13) Do " 1&2 1864
	(14) Do " 3&4 1866
	(15) Do " 1&2 1868
	(16) Proceedings Do 1865
	(17) South Indian Inscription Vol 3
Officer in Charge Bengal Sect. Book Depot.	(18) Report on the Workings of Hospitals for 1914.
	(19) Annual Reports on the Police Adminstration of Calcutta and its Suburbs for 1914.
Cambridge University	(20) Reports of the Cambridge University Library Syndicate 1914.
Supdt. Govt. Printing India	(21) Statistical Abstract for British India, Vol I.
	(22) Cottton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1915.
	(23) Hookworms Disease.
শ্রীযুক্ত পঞ্চাননকিঙ্কর রায়চৌধুরী	(24) In Memoriam—Sarada Ch. Mahapatra Vol I.
Supdt. Govt. Press, Allahabad	(25) List of Sanskrit and Hindi Mss. Sanskrit College, Benares, 1913-15.
	(26) List of Sanskrit, Jain & Hindi Mss. in the Sanskrit College, Benares, 1914-15.
Registrar, University of Calcutta.	(27) Calcutta UniversityMinutes, Pt. 6, 1914.
	(28) Do " " " 7, 1914.
Supdt. Govt, Printing Burma	(29) Reports of the Supdt. Archæological Survey, Burma, 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত	(30) Sri Sri Gourangaleela Smarana-mangala-Stotram.
	(31) The Pariade or Adventures of Porus.
	পুথি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। নামহীন সহজিয়া পুথি—দ্বিজ ব্রহ্ম হরিদাস

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ও ৫৭ ধারার সহকারী সভাপতির নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবর্গ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ধারার ১৬ জন স্থলে ২০ জন এবং নিয়মাবলীর ৫৭ ধারার ৪ জন স্থলে ৮ জন ও দুই জন স্থলে ৪ জন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হউন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, কোন্ নিয়মানুসারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল। সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আপনা হইতেই সহকারী সভাপতি নিয়োগ বা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উক্ত সমিতি সাধারণ সভাস্থলে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট উহা প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ২য় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পঠিত হইল,—

"স্থির হইল যে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সাধারণ সভার নিয়োগানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।"

বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল, স্থায়ী তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ৺বিপ্রদাস বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার পরিচয় দিলেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবু যে এই চিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "শুভাকরদেবের তাম্রশাসন"-প্রদর্শন পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্দর্শন" ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিলেন,—

(ক) ৺রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই
(খ) ৺গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্
(গ) ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পায়রাডাঙ্গা, নেওয়াশী, রঙ্গপুর)
(ঘ) ৺রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য (আরামবাগ)
(ঙ) ৺আবদর রহিম খাঁ চৌধুরী

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ ;—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" গিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল
" কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" আশুতোষ মহলানবীশ
" আনন্দনাথ রায়
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" নিত্যানন্দ রাম
" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" বসন্তকুমার রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
" অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
" ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" মনোজকুমার বসু
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" রজনীকান্ত বক্সী
" রামচন্দ্র শাস্ত্রী
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" মন্মথনাথ রায়
" গোপীকান্ত ভড়
" বিশ্বনাথ সেন
" নগেন্দ্রনাথ বরা
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। (ক) নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কুমার শ্রীরাধিকাভূষণ রায় ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ ৪০ সীতারাম রোড।
		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি ৭৮।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীজীবনমোহন বসু বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীকরুণাময় খাস্তগীর এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
		শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল।
		শ্রীজানকীপ্রসাদ আইচ সাবরেজিষ্ট্রার, আসানসোল।
		শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ সাবডেপুটী কলেক্টার, আসানসোল।
		শ্রীজানকীনাথ পাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, আসানসোল।
		শ্রীযুধিষ্ঠির গঁড়াই আসানসোল।
		মৌলবী মহাম্মদ সহিদুল্লাহ এম এ, বি এল উকীল, বসীরহাট, ২৪ পরগণা।
		শ্রীহিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ বসু এম্ এ, বার-এট-ল ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার		শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ ৬৯ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৭।১ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীঅমরনাথ মল্লিক এম এস সি, বি এল, ৬৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
		শ্রীমলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাস লেন।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১। ঠাকুর-মা'র ঝুলি
হেমেন্দ্রকুমার রায়গুপ্ত	২। পসরা
কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারী	৩। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. of Archælogical Survey, Frontier Circle	(4) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1914-15.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Report on the Administration of the Sectt. Deptt. in Bengal, for 1914-15.
Asiatic Society of Bengal	(6) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, No 3.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় এবং তাঁহার প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত না হওয়ায় উহা পঠিত হইল না এবং উক্ত প্রবন্ধপাঠ আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল। কেন প্রবন্ধ আসিল না, তাহার অনুসন্ধান হইবে—সভাপতি মহাশয় এ আশা দিলেন।

৪। গত অধিবেশন হইতে স্থগিত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন প্রদর্শন সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত গ্রহণ করা হইল। অধিকাংশের মত হইলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত তাম্রশাসন প্রদর্শিত হইল। রাখাল বাবু তাম্রশাসনখানির অংশ-বিশেষের পাঠ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এখনও এই তাম্রশাসন বিষয়ে গবেষণা শেষ করিতে পারেন নাই; উহার অক্ষরতত্ত্বাদি বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া উহার সময় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাম্রশাসনোক্ত দাতা "সৌগত' ও "তথাগত" শুভাকর দেব। উক্ত বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বৌদ্ধ ছিলেন এবং গৃহীতা চাতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ। স্থান তোশলি। কিন্তু এই শাসনোক্ত তোশলি এবং অশোকানুশাসনের তোশলি একই কি না—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, এই শাসন এবং এই শ্রেণীর শাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না এবং আপনার মত সমর্থন করিবার জন্য আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধাধিকার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ভিক্ষু এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ ছিল; গৃহীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু আত্মতত্ত্ববিবেকের অংশবিশেষ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, উহার ব্যাখ্যা সেরূপ হইবে না এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সাধারণকর্ত্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে উদ্ধৃতাংশে বৌদ্ধ হিন্দুর মধ্যে যে কোন প্রভেদ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই।

সভাপতিকে ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০ টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মিত্র-জায়া মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুথি, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, (খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজ-বংশ", (খ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটী প্রাচীন লিপি", (গ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পার্সেণ্টের (1 Percent) প্রতিশব্দ" ও (ঘ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয়ের "গিজোর সভ্যতার ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথম অধ্যায়।" ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ

" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ

" মন্মথমোহন বসু এম এ

" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই

" যতীন্দ্রমোহন রায়

" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

" চারুচন্দ্র বসু

" পঞ্চানন মিত্র এম এ

" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

" রামকমল সিংহ

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

" বামাচরণ মজুমদার

" অমৃতগোপাল বসু

" হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ অমৃতলাল দত্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ মন্মথনাথ শীল
„ শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিভূষণ সরকার
„ সুরেন্দ্রনাথ সরকার
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম আর এ এস, ২৩৷২ কানাইলাল ধর লেন।
শ্রীযদুনাথ দে	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীউমাপদ বসু এম এ, বি এল বাসী, রাজনগর, দ্বারবঙ্গ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযাদবচন্দ্র দাস তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
„	„	ডাঃ শ্রীকিরণেন্দু ঘোষ ডি পি এচ (লণ্ডন), ডি টি এম (লিভারপুল), কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, রোনিও মেডিকেল হল।
শ্রীরসিকলাল রায়	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীবেণীমাধব দাস এম্ এ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৮।১ কালীঘাট রোড।
”	”	শ্রীকালিদাস নাগ জুলোজিক্যাল গার্ডেনার।
”	”	শ্রীমন্মথনাথ বসু বি এ, এম্ এ (কেম্ব্রিজ), বার-এট-ল, ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসার ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র উত্তর চাত্‌রা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা।
”	”	শ্রীভূতনাথ প্রধান শামটা, যশোহর।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার	১	শ্রীহরিনামামৃত
	২	শ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ-চরিতামৃত
	৩	কাঙ্গালের কৃপালাভ
” প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	৪	ক্লিওপেট্রা
” করালীচরণ চক্রবর্ত্তী	৫	ধর্ম্মতত্ত্ব-বারিধি
	৬	অম্বিকাচরণের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও জীবনী
” সুধাংশুকুমার সেন	৭।	বাক্‌লা
” অমরেশ সিক্‌দার	৮।	অল্পবিস্তর
” নগেন্দ্রনাথ বসু	৯।	বর্দ্ধমানের ইতিকথা
	১০।	ঐ
” বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১।	দেবী ও দানবী
” সুরেন্দ্রনাথ দাস	১২।	দময়ন্তী
” প্রভাতচন্দ্র দোবে	১৩।	দারজিলিং
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪।	চুম্বক বিজ্ঞান
	১৫।	বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির
	১৬।	আমিষের প্রসার (২য় খণ্ড)
	১৭।	পরিব্রাজকহৃৎকমালা

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮।	উপবাস
Registrar, Calcutta University	(19)	Calcutta University Calendar Pt 8—1915.
Do	(20)	Regulations 1914.
Do	(21)	Minutes Pt. 7—1913.
Librarian, Presidency College	(22)	Catalogue of Books in the Presidency College Library Pt. I.
"	(23)	Do Do Pt. II.
Director, G. S. India	(24)	Records of the Geological Survey of India Vol. 46. August 1915.
Secy. to the Govt. of India in the Dept, of Rev. & Agriculture,	(25)	Report of the Committee on Co-Operation in India 1915.
Bengal Sectt. Book Depot.	(26)	53rd Report of the Govt. Cinchona Plantations in Bengal 1914—15.
Smithsonian Institution, Washington.	(27)	Smithsonian Miscl. Collections Vol 65. no. 2. The Development of the lungs of the alligator.
Do	(28)	Do Vol 65. no. 5. The Microspectroscope in Mineralogy.
Do	(29)	Do Vol 65. no. 7.
Supdt. Govt. Printing, India	(30)	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills. July 15.
Surveyor Genl. of India	(31)	Genl. Report of the Survey of India, 1913—14.
Supdt. Govt. Printing, India	(32)	Report of the Chief Inspr. of Mines in India for 1914.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(33)	Religion of love or hundred aphorism of Sandilya.
	(34)	Nature in the Poetry of Milton.
	(35)	Milton's Sonnets.

শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্ত্তৃক উপহৃত পুঁথি—

১। নারায়ণোপনিষৎ

২। কারকাদিবিচার

৩। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)

৪। পঞ্চপক্ষিশকুনটীকা

৫। শ্রাদ্ধতত্ত্ব
৬। মণিকর্ণিকা
৭। তত্ত্বচিন্তামণি
৮। দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ
৯। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র
১০। মাতৃকাজগন্মঙ্গল কবচ
১১। বগলামুখীকবচ
১২। বীজগণিত
১৩। তুলাদানপ্রয়োগ
১৪। অথর্ব্ব-শিরোপনিষদ্দীপিকা
১৫। ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষলক্ষণ
১৬। নিরূঢ়পশুবন্ধঃ
১৭। বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
১৮। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)
১৯। নারায়ণোপনিষৎ
২০। দুর্গাসহস্রনাম
২১। কৃষ্ণসহস্রনাম
২২। রসগঙ্গাধর
২৩। পাতঞ্জলযোগভাষ্য
২৪। রামসহস্রনাম
২৫। গণপতিসহস্রনাম
২৬। রাক্ষস কাব্য
২৭। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
২৮। পুষ্পসূত্র
২৯। বজ্রসূচ্যোপনিষৎ
৩০। নারায়ণীয়-উপনিষদ্ভাষ্য
৩১। ষট্‌চক্রপ্রপঞ্চ
৩২। ষট্‌চক্রবিবরণ
৩৩। গুরুগীতাস্তোত্র
৩৪। অমরকোষ
৩৫। কুব্জিকাতন্ত্র
৩৬। কাশীখণ্ড
৩৭। রামতাপনীয়োপনিষৎ
৩৮। পরামর্শকাটী
উপদেশমুমাটি
কেবমুমাটি
সিদ্ধান্তলক্ষণ
৩৯। অত্রিসংহিতা
৪০। কুলশাস্ত্র
৪১। সাহিবংশের তালিকা
বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
জীবন্মুক্তোপনিষৎ
শিক্ষাজ্যোতিষনিঘণ্টু
বলভদ্রসহস্রনাম
বৃহদ্দেবতা
অনুমানটীকা
বাক্যপদীয়
শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
উদ্বাহ-তত্ত্ব
বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা
ঐ ঐ
জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব
৪২। Black Yajur Veda

৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া প্রদত্ত পুথিগুলি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিগুলি বহু মূল্যবান্ এবং এইগুলি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাঁহারই ভবনে এগুলি এ যাবৎ রক্ষিত ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্ত্তৃক পুথিগুলি পরিষদে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের ব্যবহৃত পরিচ্ছদাদি,

আরও কতকগুলি দ্রব্য শ্রীযুক্তা রাণীকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দানের জন্য তাঁহাকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুথিগুলি তাঁহার নামে পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত হউক। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে—কিছু কাল পূর্ব্বে আমি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাওয়ায় সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পাঠের জন্য আমার বাটীতে পাঠান যাইতে পারে না, তবে পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া আমি এই প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তদনুসারে আমি এক দিন পরিষৎ মন্দিরে আসি, কিন্তু প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় আমাকে দুই দিন পরে আসিতে বলা হয়—তদনুসারে আমি পুনরায় যাই, কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ দেখান হয় নাই। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারণ, প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে কাহাকেও উহা পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন এবং তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে রমেশ বাবু সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রবন্ধগুলি পরিষদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিষয়ে নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রবন্ধগুলি এখন হইতে হস্তগত হইবার পূর্ব্বে পাঠের জন্য বিজ্ঞাপিত হইবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজবংশ" প্রবন্ধোক্ত কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

রমেশ বাবু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—অন্ধ্রগণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোল রহিয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠক হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি লুডার সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা পি, সি, মুখার্জ্জি বহু দিন হইল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে মত গ্রহণ করেন নাই। ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ধরিলে পুষ্যমিত্রের তারিখের গোল হয়, সমস্ত ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিতে হয়, সুতরাং ৩৭২খৃঃ পূর্ব্ব হইতে পারে না। রুদ্রদামার গির্ণার লিপির পাঠও এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন আর ৭২ খৃঃ অব্দ স্বীকৃত নহে। রুদ্রপিতামহ(?) প্রায় ১৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

নহপান ৪৬ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গোতমীপুত্র ১২৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন, শালিবাহন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এক রাজবংশের নাম। অন্ধ্ররাজ হাল-সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অন্ধ্রভৃত্য ও অন্ধ্র—দুইটী আলাহিদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গোতমীপুত্র উপাধি এক বংশের, অপর বংশের নহে; তাহার প্রমাণ নাই। সিমুকের নাম সাতকর্ণীর সময়ের লিপিতে পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং ঐ নাম হইতেও প্রকৃত কাল নির্ণয় চলে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু পুরাণের উপর যত অধিক মাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন, ততটা করা যায় না। পুরাণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। মৌর্য্যবংশের বংশলতা প্রদান করিতে গিয়া পুরাণকারগণ যেরূপ গোলে পাড়িয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুরাণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, Sandracottus ও অশোক এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অশোকের লেখমালা। তিনি তাঁহার অনুশাসনবিশেষে নিজেকে আন্তিকোণ, মক ও তোরময়ের সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন প্রতীচ্যের কালতত্ত্বের সহিত প্রাচীন প্রাচ্যের কালতত্ত্বের সম্বন্ধ-নির্ণয় একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যদি আবার নূতন উপপত্তি লইয়া নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতীচ্যের কালতত্ত্ব সংশোধন করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার নূতন তত্ত্ব খাপ খাওয়াইতে হইবে। যত দিন না তিনি তাহা করিতে পারেন, তত দিন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার ঐতিহাসিক জগতে গৃহীত হইবে না। আর এক কথা, তিনি যে নহপানকে যত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে হইতে পারে না। কারণ, গ্রীক aspirated H বা ন অক্ষরের ব্যবহার নহপানের মুদ্রায় দেখা যায়। এই সকল মুদ্রায় এই aspirated H বা ন অক্ষরের ব্যবহার ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নহপানের তারিখ অনেক পরে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর কথা টিঁকে না।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, Sir Wiliam Jones এর লেখায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, Sandracottus ভিন্ন ব্যক্তি। পি, সি, মুখার্জ্জি প্রথমে লেখেন যে, অশোকই চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottus. ইতিহাস ও পুরাণ বা জনশ্রুতি সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে। Sandracottus এবং অশোক এক ব্যক্তি নহে, ইহা সময়ান্তরে সপ্রমাণ করিতে পারি। সিমুক অন্ধ্ররাজগণের স্থাপিত নহে, ২২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ও শিলালিপি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া অন্ধ্ররাজগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ Sewell স্বীয় Antiquities of Madras নামক গ্রন্থেও অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে অনেক কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে অন্ধ্ররাজ সম্বন্ধে যত নাম পাওয়া যায়, অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। পৌরাণিক নামের সহিত শিলালিপির কোন কোন নামের যখন ঐক্য আছে, তখন পুরাণোক্ত বিবরণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিলালিপির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পুরাণকে যতটুকু দাঁড় করিতে পারা যায়, তাহা করিতে হইবে। শিলালিপি দ্বারা অন্ধ্ররাজগণের উৎপত্তি ও অবসান নির্ণয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজগণের অবসান হয় নাই। অমরাবতী স্তূপও অন্ধ্ররাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি হালপ্রণীত সত্তসই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে লিখিত। হালের অপর নাম সাতবাহন। অনেকে মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পালি মহাবংশের গণনা অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অশোকের সময়ের উৎকীর্ণ ও মেগাস্থিনিসের Sandra Koitas প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে অশোককে খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু "অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক" এই কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার আন্তরিক কথা নহে। তিনি উহা Seriously behave করেন না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিলালিপি ও সমসাময়িক ঘটনা মিলাইয়া লইবার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। পুরাণের মতগুলি অন্য প্রমাণনিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া লওয়া উচিত নহে। অন্ধ্ররাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল ;—

যে সকল আধুনিক মত লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষ আলোচনা করিলেন, তাহা মতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশীয় মত অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনুবর্ত্তী না হইয়াই আলেকসান্দারের সমসাময়িক Sander katlasকে একমাত্র নামসাদৃশ্যে মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মতবাদ আলোচনার বিষয়। যখন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শাক্যবুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রিয়দর্শীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন দেশীয় মত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য মতবাদের অনুসরণ করা সমীচীন নহে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মতে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। এ দিকে জৈন শাস্ত্রানুসারে ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাক্য-বুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর সমসাময়িক। সিংহলের মহাবংশের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অভিষেক এবং জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রও প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহাবীর স্বামীর মোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে অশোক-প্রিয়দর্শীই আলেকসান্দারের সমসাময়িক হইতেছেন। প্রাচীন

শিলালিপি ও তাম্রশাসন আলোচনা করিলে পিতামহ ও পৌত্রের একই নামের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ, অন্ধ্রবংশ ও চালুক্যবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ আলোচনা করিলেই পাইবেন। সেইরূপ গ্রীক গ্রন্থকারগণ অশোক প্রিয়দর্শীর পৈতামহিক নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মেগাস্থানিস তাঁহার অপর নাম palim leothrus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তি, অশোক প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে যে কয় জন যবন-নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই আলেক্‌সান্দারের বহু পরবর্ত্তী। কিন্তু আমি আমার বিশ্বকোষে প্রিয়দর্শী শব্দে গ্রীক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি, ৩২৪খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্ব মধ্যেই অর্থাৎ দেশীয় প্রমাণ-নির্দ্দিষ্ট অশোকের সময়েই অশোকানুশাসনে বর্ণিত পঞ্চ যবন-নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমি সাহিত্য-পরিষদে সবিশেষ আলোচনা করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত আছি। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। হাতিগুফার জৈনরাজ খারবেলের শিলালিপিতে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দের অঙ্ক দেখিয়া আসিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজিও ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ স্থির করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে কয়েক বর্ষের বর্ষাতিশয্যে ঐ অঙ্ক কিছু ক্ষয় হইয়াছে। এ জন্য লুডার সাহেবের নব পাঠে ঐ অঙ্ক স্থান পায় নাই। এই হাতিগুফার লিপির সাহায্যেই আমরা অন্ধ্রনৃপতি শাতকর্ণির প্রকৃত কালনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রনৃপতিগণের মুদ্রার সাহায্যে যে রাজবংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাণ-বর্ণিত অন্ধ্র-রাজবংশের তালিকার অমিল নাই। সকল মুদ্রার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ মুদ্রার সাহায্যে অন্ধ্র-রাজবংশের ধারাবাহিক তালিকা ঠিক হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাণের তালিকাই প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যেই যে মহাপুরাণ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশের তালিকা ও রাজ্যকাল-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না। এখন এ দেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ পুরাণের উপর ততটা আস্থাবান্ না হইলেও প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ-প্রমাণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক ও অভিন্ন। আমি পুরাণ-প্রমাণে বিশেষ করিয়া আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্য-বংশ এক নহে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন,—যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে করি। আগেকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে Gentelman করা অর্থাৎ নানা বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা কতকটা বহুদর্শী করিয়া তোলা। এখনকার উদ্দেশ্য কেবল পণ্ডিত বা Expert তৈয়ারী করা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নিজের সীমার বাহিরে যাইতে চান না। সুতরাং বাহিরের আলোচনায় তাঁহারা ততটা আস্থাবান্ নহেন। সুতরাং উভয় শ্রেণীর মধ্যে

যে সামান্য মতভেদ ঘটিবে, তাহা স্বাভাবিক। আমি ও নগেন বাবু সেই আগেকার ক্লাসের লোক। সব দিক্ হইতেই সত্য সংগ্রহ করা উচিত। পুরাণের বিষয়টি, ভূত ঐতিহাসিক নামগুলি বা ঘটনা অগ্রাহ্য নহে; তবে যে ভাবে এখন সচরাচর পুরাণ ছাপান হইতেছে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদযুক্ত সংস্করণের উপর বিশ্বাস করা যায় না। বহু প্রাচীন পুথি মিলাইয়া উপযুক্ত ভাবে এডিট্ করিতে হইবে। মোটের উপর Properly edit হইলে পুরাণকে Contemporary record বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুরাণের প্রাচীন পুথি এখনও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পাজিটার সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণগুলি Contemporary। এখন তিনি বেদ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন পুরাণের পুথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে সকলগুলির মূল এক এবং একতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ৫৪৩ হইতে ৬৬ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধনির্ব্বাণ ধরিয়া লইয়াছেন। এখন আবার কান্টনের Dotted record অনুযায়ী এক পক্ষ ৪৮৬ ও আর এক পক্ষ ৫৮৩ বর্ষ বলিতেছেন। সুতরাং বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্যেরা একমত নহেন। নহপান সম্বন্ধে দুই দলের মত মিলিবে না। আমি ও বন্ধু জৈসবাল উভয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নহপানকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বলিতেছি, আজ আমাদের কিছু কাজ হইয়াছে; তজ্জন্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনায় পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও আলোচনার ফলে অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব।

(খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পার্সেন্টের প্রতিশব্দ" নামক প্রবন্ধ-দ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সোনার পুথি, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুথি এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের এবং উদ্দণ্ডপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের খোদিত লিপি। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "রাজ্যপালের ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন"। ৫। শোকপ্রকাশ—কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল্, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি এল্ এবং ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

„ „ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ
মোহাম্মদ রওশান আলী চৌধুরী
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম এ, বি এল
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ কেদারনাথ মজুমদার
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম এ, বি এল
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ দামোদরদাস বর্ম্মন্
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
„ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এচ ডি
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মন্মথমোহন বসু এম এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ
„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল
„ বামাচরণ মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ কুমার অধিক্রম মজুমদার
„ মন্মথনাথ ঘোষ এম এ
„ মহেন্দ্রনাথ সরকার
„ কুমার পরীক্রম মজুমদার
„ কেদারনাথ ভারতী
„ অম্বিকাচরণ বসু
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
„ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ কেশবলাল রায় চৌধুরী
„ বসন্তকুমার রায় এম এ
„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ গোপীকান্ত ভড়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ জীবনধন চক্রবর্ত্তী
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ হৃষীকেশ লাহিড়ী
„ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
„ মহেশচন্দ্র সেন
„ যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতলাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদিবানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীভূপতিনাথ দাস	শ্রীরামকমল সিংহ	খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাত হাসান রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	মিঃ জে, এম, মিত্র হাইকোর্টের উকীল ৮ হরিপাল লেন, কলিকাতা।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীপদ সরকার এম্ এ এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুল, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	মিঃ এ, কে, গুপ্ত বি এ আসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া ষ্টেট রেলওয়ে, ২ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, ডায়মণ্ড হারবার।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন গুপ্ত গুচিয়া, এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১২০ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সীতানাথ রোড।
”	”	শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল এম এ, বি এল লেকচারার ইন্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	„	শ্রীশ্যামাপদ রায় রাজপুর তেঘরী পোঃ, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার, ১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল তেলেনিপাড়া, হুগলী।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তীপাড়া, বারাসত, চন্দননগর।
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল, যশোহর।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমোহিনীমোহন সাহা মার্চ্চেণ্ট, ২৪ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, বেনাপোল, যশোহর।
„	„	শ্রীকৃষ্ণধন প্রধান কল্যাদহ, বেনাপোল, যশোহর।

২। (খ) অতঃপর নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। বন-কুসুম
„ কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম এ	২। ক্লিওপেট্রা
	৩। পাষাণী
„ বিশ্বেশ্বর দাস	৪। কার্ত্তিক-চরিত
„ ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫। গোপতত্ত্বকৌমুদী
„ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬। অঞ্জলি
„ নিত্যানন্দ গোস্বামী	৭। মঙ্গল-নির্ঘোষ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরী	৮। বাসবদত্তা
	৯। রসতরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর	১০। ক'নে মা
„ অবনীকুমার রায়	১১। সাহিত্য-বিবৃতি
„ হৃষীকেশ মিত্র	১২। সই-মা
	১৩। ছোট বউ
„ মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১৪। সদ্গোপকুলীনসংহিতা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
১৫। আত্মতত্ত্বদর্শন	২৪। আত্মবোধ
১৬। সঙ্গীত-কুসুম	২৫। অপচয় ও উন্নতি
১৭। অমিয়-সঙ্গীত	২৬। বেদান্তসার (সটীক)
১৮। প্রেমতত্ত্বগীতাবলী	২৭। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যম্
১৯। সাধনগীতি	২৮। বিবেক-চূড়ামণি
২০। আহ্নিকতত্ত্বমালা	২৯। সংকীর্ত্তন
২১। ছায়া বা বিষাদ-গীতি	৩০। ওঁ সার নিত্যক্রিয়া
২২। মানসিক বা শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ	৩১। বৈরাগ্যশতক
২৩। জ্ঞানরত্নাঙ্কুর	৩২। শান্তিশতক

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৩৩। প্রাকৃতিকী
	৩৪। বৈজ্ঞানিকী
	৩৫। গ্রহ-নক্ষত্র

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৩৬। বনফুল	৪২। মানস-কুসুম
৩৭। প্রথম প্রয়াস	৪৩। সুধা-বিষময়
৩৮। অবলা কি অ-বলা	৪৪। কবিতা-কদম্ব
৩৯। প্রণয়-পাগল	৪৫। বৃটীশ-সঙ্গীত
৪০। বিশ্বেশ্বর-বিলাপ	৪৬। নিষ্ফল তরু
৪১। কবিতাকল্পলতা (১ম ভাগ)	৪৭। কবিতাহার

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক

৪৮। জাতীয় সম্মিলনী-সঙ্গীত
৪৯। হরধনুর্ভঙ্গ
৫০। সাক্ষাৎ দর্পণ নাটক
৫১। একেই কি বলে সভ্যতা ?
৫২। প্রেমপাশ নাটক
৫৩। জামাইষষ্ঠী
৫৪। পত্নী
৫৫। রুষ-তুর্কযুদ্ধ
৫৬। ভারতসীমান্তে রুষ, (১ম ভাগ)
৫৭। চিন্তা-রহস্য
৫৮। বাঙ্গালীর মুণ্ড
৫৯। আদর্শ-নারী
৬০। কাণ্ডার কুসুম বা হরিদাসের মৃত্যুশয্যা
৬১। শান্তি-রহস্য
৬২। মডেল ভ্রাতা, (১ম ভাগ)
৬৩। রজনীচন্দ্র উপাখ্যান
৬৪। ধর্ম্মচিন্তা (১ম খণ্ড)
৬৫। মাতৃভক্তিতরঙ্গিণী

উপহৃত পুস্তক

৬৬। কুসুমাঞ্জলি
৬৭। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা
৬৮। এখন আসি ?
৬৯। স্বর্ণরেণু
৭০। কথোপকথন-রহস্য
৭১। বিদ্যুন্মালিনী (২য় খণ্ড)
৭২। সাত্ত্বিক সঙ্গীত
৭৩। সঙ্গীতহার
৭৪। প্রলাপ
৭৫। বসন্তনির্ণয়
৭৬। ঋতুবিলাস
৭৭। অচলবাসিনী
৭৮। ভগ্নীবিলাপ
৭৯। বামনভিক্ষা
৮০। কবিতানন্দলহরী
৮১। বিদগ্ধমুখমণ্ডনং
৮২। যোগসাধন (১ম সংখ্যা)
৮৩। ঐ (২য় সংখ্যা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৮৪। নিভৃত-বিলাপ
	৮৫। ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
	৮৬। জাতীয় মহাসমিতি
	৮৭। কন্যাদায়
	৮৮। আচার্য্যের উপদেশ (২য় খণ্ড)
„ রবিদত্ত	৮৯। কৈশোরক
„ পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য	৯০। উপনিষদাবলী
	৯১। যোগাম্বুধি
	৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩। অধ্যাত্ম-গীতা
„ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু	৯৪। ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার প্রতিকার

উপহারদাতা—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৯৫। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-রহস্য	১০৮। শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলরহস্য
৯৬। সাধন-সোপান	১০৯। শ্রীগুরুগীতা
৯৭। দৈবীমীমাংসা দর্শন	১১০। শাস্ত্রসোপান
৯৮। কন্যাশিক্ষা-সোপান	১১১। ধর্ম্মসোপান
৯৯। সদাচার-সোপান	১১২। ধর্ম্মপ্রচারসোপান
১০০। শ্রীসত্যার্থবিবেক (১ম খণ্ড)	১১৩। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
১০১। কল্কিপুরাণ	১১৪। গীতাবলী (১ম ভাগ)
১০২। যোগদর্শনং	১১৫। নবীন দৃষ্টিমে প্রবীণ ভারত
১০৩। ভক্তিদর্শন	১১৬। রাজশিক্ষা-সোপান
১০৪। নিগমাগমচন্দ্রিকা, (১ম ভাগ)	১১৭। সাধনসোপান
১০৫। „ „ (২য় ভাগ)	১১৮। সদাচারসোপান
১০৬। „ „ (৫ম ভাগ)	১১৯। হিন্দি রত্নাকর (১ম ভাগ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)
১০৭। „ „ (৬ষ্ঠ ভাগ)	

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Secy. to Govt. of India Rev. & Agricult.	120. Quinquennial Review of Forest Administration in British India for 1909—10 to 1913—14.
Director Genl. of Observatories	121. Report on the Administration of the Meteorological .Deptt. in 1914—15.
Officer in charge, B. S. Book Depot	122. Annual Report of the Veterinary College, Bengal for 1914—15.
Supdt. Govt. Press, Madras	123. Report on Sanitation in Bengal for 1914.
	124. Annual Returns of Vaccination in Bengal for 1914—15.
	125. Report on the Police Administration in Bengal Presidency for 1914.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press, Madras.	126.	Annual Report of the Archæological Deptt, Southern Circle, Madras for 1914—15.
	127.	Epigraphical Report, Madras, for 1914—15.
Director, Geological Survey of India	128.	Records of the Geological Survey of India, Vol. 45. pt. 3.
Smithsonian Institution, Washington.	129.	List of Publications of the Bureau of American Ethnology.
	130.	Dictionary of the Choctaw Language.
	131.	Smithsonian Miscl. Collections. Vol. 65. No. 8.
	132.	Do Vol. 65. No. 4.
	133.	Do „ No. 6.
Superintendent Govt. Printing, India	134.	Review of the Trades of India in 1914—15.
W. D. Westervelt Esq.	135.	Legends of old Honolulu.
Supdt. Govt. Printing, India	136.	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Sept. 1915.
শ্রীযুক্ত রবিদত্ত	137.	Echoes from East & West.
	138.	Sakuntala and her Keepsake.
	139.	Poems, Pictures and Songs.
	140.	Prosody & Rhetoric.
	141.	Stories in Blank Verse.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	142.	The Vegetarianism.
	143.	The Treatment of the British Indians in Transval.

৩। (ক) অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রজনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার প্রদত্ত সোনার পুথি প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই পুথির উপকরণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথিগুলি প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুথিগুলিতে রণজিৎমল্লের ভণিতা রহিয়াছে। পুথিগুলিকে নাটক বলে, কিন্তু ইহা আমাদের জ্ঞাত নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নাটক নহে। ইহাতে অনেকগুলি গানের সমাবেশ আছে। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। তিনি আরও বলিলেন যে, এই শ্রেণীর পুথির নিদর্শন বোধ হয় এই প্রথম।

(গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয়ের প্রেরিত ও পরিষদে রক্ষিত একটি ধাতুমূর্ত্তি ও এই ধাতুমূর্ত্তির পশ্চাতের লিপি প্রদর্শন করিলেন। মূর্ত্তিটি পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে রাখালবাবু—বিহার নগরের নিকট বড়গাঁও গ্রামে একটি জৈনমন্দিরে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত শিলালিপির পাঠ প্রদর্শন করেন। এই লিপিটি রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে খোদিত হইয়াছিল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পূর্ব্বপ্রদর্শিত নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নূতন খোদিতলিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল এবং প্রস্তাবিত হইল যে, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাত করা হইবে।

১। কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়। ২। জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল। ৩। শিবনাথ গুপ্ত বি এ। ৪। অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ৫। বিহারীলাল পাল ও ৬। ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা পৌষ ১৩২২ সাল, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুথির আলোকচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়ের "প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব", (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের "টাঙ্গুরের ইতিবৃত্ত"। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" বসন্তকুমার ঘোষাল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মন্মথনাথ মিত্র
" অকিঞ্চন দাস
" যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" রমেশচন্দ্র বসু বি এ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মন্মথনাথ রায়
" হৃষীকেশ মিত্র
" তারকনাথ রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লেখা শেষ হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইবে না।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গবর্মেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্, ২৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১২২।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
”	”	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ Personal Asst. to the Director General of Agriculture. ১২২।৫এ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (Top Flat)।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এম্ এ
”	”	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসু
”	”	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুকুমার পাকড়াশী ১৬ হরিপালের লেন।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ১৯ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ মোহাম্মদী-সম্পাদক, ৩৯ আপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫।২ সীতানাথ রোড।
	„	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ ২৯ সি, যুগীপাড়া লেন।
	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৯ মলঙ্গা লেন।
	„	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৫৯।৩ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
	„	ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি, এম্ বি, ৮৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
	„	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল ১৬ নন্দনবাগান লেন।
	„	শ্রীবামাপদ বসু ২৯ বৃন্দাবন মল্লিক লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীতারকনাথ রায় ৬৭।৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	লেপ্টন্যাণ্ট শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১। চাটনী
	২। বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ, ১২৮৪ (খণ্ডিত)
	৩। বালবোধ জৈনধর্ম্ম (১ম ভাগ)
	৪। A dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation. (খণ্ডিত)
Superintendent Govt. Printing, India.	৫। Indian Education in 1913-14

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1914-15.
	৭। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
Secretary, Asiatic Society of Bengal.	৮। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal for 1914-15.

৩। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির এক এক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল, ১৪৬৪ খৃঃ
(খ) প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল (Asiatic Societyর পুথি)
(গ) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল (ঐ)
(ঘ) অমরকোষ—গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল (ঐ)
(ঙ) পঞ্চকার— " ৩৮শ " " (Cambridge University Library)
(চ) পঞ্চরক্ষ—ন্যায়পালের ১৪শ " " ১৬৮৮ খৃঃ (ঐ)
(ছ) গুহ্যাবলীবিবৃতি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল (ঐ)
(জ) যোগরত্নমালা— " ৩৯শ " " (ঐ)
(ঝ) (১) প্রজ্ঞাপারমিতা—মহীপালের ৬ষ্ঠ " " (Asiatic Society of Bengal)
(২) ঐ হরিবর্ম্মার ১৯শ " "
(ঞ) ঐ রামপালের ১৫শ " " (Bodleian Library)

(খ) তৎপরে পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয় তিন খণ্ড কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শন করিলেন। প্রফুল্ল বাবু বলিলেন যে, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৪ মাইল দূরে বাগআঁচড়ায় চাঁদরায়ের ঢিপিতে ১ম ইট পাওয়া গিয়াছে। এই ঢিপির উপর এক শিবমন্দির আছে, তাহাতে নক্সা-করা ও মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক আছে। ২য় ইষ্টকখানি কাটগড়ার পশ্চিমে একটি ৬ হাত উচ্চ ঢিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ঢিপির উত্তরে কলিঙ্গের বিল ও পূর্ব্বে গড়খাই। ৩য় ইটখানি মহারাজপুর ও কাটগড়ার অঞ্চলে কাটগড়ার ঢিপির উপর পাওয়া গিয়াছে। মহারাজপুরে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় "প্রস্পেক্ট (Prospect) পাহাড়ের ভূতত্ত্ব" নামে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "টেঙ্গুরের ইতিবৃত্ত" নামক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৪ ১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অদ্যকার প্রবন্ধটি তাহার ভূমিকা। অদ্যকার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

তেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে আমি ক্রমান্বয়ে ১০।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ তেঙ্গ্যুরের পূর্ব্বাভাষমাত্র উপস্থাপিত করিব। কেঙ্গ্যুর ও তেঙ্গ্যুর দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার বিশ্বকোষ। কেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ বুদ্ধবচন এবং তেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ শাস্ত্র। কেঙ্গ্যুর কথাটী ব, ক, লুপ্ত অকার, পুনশ্চ লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই কয়টী অক্ষরের সমবায়ে (*b*ka*h*-*h*gyur) উৎপন্ন হইয়াছে। কা (*h*ka*h*) শব্দের অর্থ আজ্ঞা ও গুযর (*h*gyur) শব্দের অর্থ অনুবাদ। কা ও গুযর এই দুইয়ের একত্র উচ্চারণ লাসা নগরীতে কাঙ্গ্যুর, খামরাজ্য ও মঙ্গোলিয়ায় কাঞ্জুর, এইরূপ হইয়া থাকে। কাঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ আজ্ঞার অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ। আর তেঙ্গ্যুর শব্দ ব, স, ত, ন, লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই সকল অক্ষরের সমন্বয়ে (*b*stan-*h*gyur) উৎপন্ন হইয়াছে। তেন্ (*b*stan) শব্দের অর্থ উপদেশ ও গুযর (*h*gyur) শব্দের অর্থ অনুবাদ। তেঙ্গ্যুর শব্দের প্রকৃত অর্থ উপদেশসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধবচনের যে সকল ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ। এক কথায় বলিতে গেলে বুদ্ধবাক্যের টীকার নাম তেঙ্গ্যুর। যদিও তেঙ্গ্যুরে সন্নিবিষ্ট কোন কোন গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধবাক্যের টীকা নহে, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধবাক্য বুঝিবার সহায়স্বরূপ বলিয়া তেঙ্গ্যুরে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ তাৎপর্য্য ধরিয়া রামায়ণের কিয়দংশ, মহাভারতের কিয়দংশ, সমগ্র মেঘদূত, বহু টীকা-সমন্বিত পাণিনি ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত চন্দ্রব্যাকরণ, বহু টীকাসমন্বিত কলাপ ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত সারস্বত ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বহু টীকাসমন্বিত ছন্দোরত্নাকর, বহু টীকাযুক্ত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ ও বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ, অন্যান্য বহু দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ তেঙ্গ্যুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদোক্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চীনগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিয়াঙ্ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিয়াঙ্ জাতি যাযাবর ও মেষপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও যাযাবরত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিরাত জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জ্জিলিঙে যখন গবর্ণমেণ্ট প্রেসের অংশবিশেষের (Tibetan Seotion) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটী তিব্বতীয় ও কিরাত-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রতিগমন অথবা

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করায় কিছুতেই সম্মত হইত না। অথচ তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন সুন্দরভাবে কার্য্য করিত, বাঁধাবাঁধি করিয়া সমস্ত দিন খাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য্য হইত না। চাকরি যাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—যদি তোমরা নিয়মমত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা ক্ষণকাল কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য্য করিতেছে। দৈনিক ।০ (চারি আনা) উপার্জ্জন হইলেই তাহারা আর কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মদ ও রুটী কিনিয়া মনের সুখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্ব্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়। "ঞ-ঠি চন্-পো (স্কন্ধাসনবীর) নামক জনৈক ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায় লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছিবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছিবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় "Persian affinities of the Lichhavis" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারসিকবংশসম্ভূত। তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্যবংশসম্ভূত। তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করেন। তাঁহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "হ্লা—থো—থো—রি" নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে "Zamatog" (কারণ্ডব্যূহ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত হয়। এই গ্রন্থে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ নামক ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। "নাম্—রি—স্রোঙ্—চেন্" নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে "স্রোঙ্—চেন্—গম্—পো" নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা স্বয়ং নেপালরাজ-দুহিতা ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই দুই

পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা স্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম থোন্-মি-সম্ভোট। তিনি অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্যা-সিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত সুম্-তাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহূত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমনীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে। তিনি যখন বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহূত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। তিব্বতের লেথাঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে যাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্যালক শান্তরক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি যশোর। তিনিও তিব্বতে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠি-সোঙ-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ অধ্যক্ষ। বিক্রম-শিলা বিহার বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা এ স্থলে বর্ণিত হইবে না। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ

তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন্ নামক পণ্ডিত দুইখানি বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। তাহারই একখানির নাম তেঙ্গুর। সঙ্কলনকর্ত্তা বুতোন্ স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শালু নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তেঙ্গুর রচিত হইবার পর উহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহাতে প্রক্ষিপ্ত-দোষ একেবারেই নাই। কেঙ্গুরে ১০০ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গুরে ২২৫ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গুরের প্রত্যেক খণ্ড পুস্তকে অনুমান ১০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। অতএব কেবল তেঙ্গুরে ন্যূনাধিক ২২৫০ খানি ভারতীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার অনেক গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনুবাদ তিব্বতে রহিয়াছে। যথা—দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়, রবিগুপ্তের আর্য্যাশতক ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এখনও তেঙ্গুর গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে হজসন সাহেব নেপাল হইতে কেঙ্গুর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তেঙ্গুর পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কোন কোন বিষয় অন্বেষণ করিবার জন্য তেঙ্গুর দেখিতে চাই, তখন আমাকে উহার জন্য ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সিকিমের পেমিয়াংচি ও ফোডাঙ নামক বিহারে বহু কষ্টে সিকিম-রাজের সহায়তা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণ কেঙ্গুর বা তেঙ্গুর বিক্রয় করিবার কথা তখন মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কালের কি পরিবর্ত্তন। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪ খানি তেঙ্গুর আসিয়াছে। আমি তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বয়ং একখানি কিনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ, ইউনিভার্সিটী ও এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর তিনখানি আছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার সারবান্ প্রবন্ধ-পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে টেঙ্গুর সম্বন্ধে নানা মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করার জন্য ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন্।

৫। অতঃপর পরিষদের দুই জন প্রাচীন ও হিতৈষী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোকপ্রকাশ করিলেন ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেবেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে মিথিলায় বাঙ্গালীর আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৪শে পৌষ, ১৩২২, ৯ই জানুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি"। ৫। পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের ২০ স্থানে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং 'ষোড়শ' স্থলে 'বিংশ' এইরূপ লেখা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। শোকপ্রকাশ—মৌলবী আবদুল মোয়ায়েদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু এম্ বি
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ (ব্যারিষ্টার)
„ অমৃতগোপাল বসু
„ প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
„ নির্ম্মলচন্দ্র সেন (ব্যারিষ্টার)
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
„ সতীশচন্দ্র দত্ত
„ সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ হেমেন্দ্রনাথ সেন
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ এইচ নরসিংহ শাস্ত্রী
„ টি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার
„ সত্যানন্দ বসু
„ শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র সরকার
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ রামহরি ভড় বি এল্
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
„ আশুতোষ দত্ত গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ শরচ্চন্দ্র গুহ
„ সিতেশচন্দ্র কর
„ গোবিন্দগোপাল ঘোষ
„ শশিভূষণ সিংহ
„ মন্মথকুমার রায়
„ যতীন্দ্রনাথ পাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রামকমল সিংহ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের ও ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) কয়েকটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া পড়া হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল্, উকীল, কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন গবর্মেণ্ট হাই-স্কুলের শিক্ষক, ভোলা, বরিশাল।
"	"	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ঢাকা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মুন্সেফ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর, সাহিত্য-সমাজের সহঃ সম্পাদক।
শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ	"	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৬৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমানাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
		শ্রীগুরুপ্রসন্ন রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
		শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
		শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
		শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, বুলবুলপুর, মুচিয়া, মালদহ।
		শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ১ উল্টাডাঙ্গা রোড

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার, ভোলা, বরিশাল।
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত		শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	লেপ্টেনাণ্ট সতীন্দ্রনাথ সুর এ বি
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উখরা, টৌপসী পোঃ, রাণীগঞ্জ।
		শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বসু জেমুয়া, মেজিয়া পোঃ, বাঁকুড়া।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশিভূষণ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
		শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। জগত রহস্য
" সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	২। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত
	৩। শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য
	৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী পদাবলী
" অতুলচন্দ্র মিত্র	৫। প্রবাস-প্রসূন
" যতীন্দ্রমোহন রায়	৬। ঢাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৭। সর্পাঘাত ও বিষ-চিকিৎসা
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	৮। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯। Modern Review Vol 3. 1908
	১০। Vol 4. 1908
	১১। Vol 7. 1910

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১২।	Modern Review Vol 14 1913
	১৩।	„ Vol 15 1914
	১৪।	„ Vol 16 1914
Librarian, Indian Association for the Cultivation of Science	১৫।	Bulletin No 1 to 13. Indian Association for the Cultivation of Science.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot	১৬।	Report on Inland Emigration for June 1915.
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	১৭।	National Magazine Vol 24. 1912
Supdt. Govt. Printing	১৮।	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills—October—1915.
খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসান	১৯।	Old Dacca

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শন উপলক্ষে রাখালবাবু বলিলেন যে, এই তাম্রশাসনটি সেন-রাজবংশের প্রথম তাম্রশাসন—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা ২৪ পরগণা বারাকপুরে E. Shu-Macher নামক একজন জর্ম্মান বণিক্ প্রাপ্ত হন। মেসার্স সেন ক্লেয়ার মরের আফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই তাম্রশাসনের সংবাদ দেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের কাল সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ Destructive সমালোচনা করিলে চলিবে না, Constructive sideও দেখাইতে হইবে। আদিশূর কোন্ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অন্যান্য মতের ভুল দেখাইয়াছেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনিলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু কেবলমাত্র Destructive সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আদিশূর সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি আদিশূর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একদেশদর্শিতা দেখান নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় বলেন যে, আদিশূরের কাল নির্ণয় করা প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে কি প্রণালীতে ইতি-

হাস রচনা করিতে হইবে, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপে বাহ্যিক সত্য আবিষ্কারের জন্ম যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অর্থাৎ Higher criticism ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আদিশূরের প্রসঙ্গ তিনি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ destructive criticism, এ কথা অনেকাংশে সত্য। Higher criticism মাত্রেই প্রায়শঃ destructive criticism ; কারণ, ইহা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ধ্বংস করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বেদোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, বেদে "ইতিহাস" শব্দের বহুপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করি। কুলশাস্ত্র ও তাম্রশাসন—এই উভয়ের প্রতিই Higher criticism প্রযোজ্য। শিলালিপি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুরা কেবল মাত্র ইহার অক্ষরের দিকেই দৃষ্টি করেন, কিন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যার দিক্ একবারেই দৃষ্টি করেন না। ব্যাকরণের দোষ হউক, অলঙ্কারের দোষ হউক, তথাপি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহারা এমন অর্থ করেন, যাহা কোন সংস্কৃতনবীশ প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের নাম "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান"। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র মহাভারত ও কুলশাস্ত্র লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান আলোচনা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে মহাভারতের মূল্য না থাকিলেও সমষ্টিভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অগ্নিপুরাণে স্থাপত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই সকল বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা করা হয়। ইতিহাসের এই সঙ্কীর্ণ অর্থ আমি কোন মতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের একটি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস-সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক শ্রেণীর লোক মহাভারত প্রভৃতিও মানেন, আবার প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর শ্রেণীর লোক কেবল মাত্র মুদ্রা, শিলালিপিতেই আস্থাবান্। তাঁহারা পুরাণ, মহাভারত, কুলশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না। অদ্য

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় শেষোক্ত পক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইঁহারা পুরাণ ও কুলশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পরন্তু ইহাদিগকেও ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে শিলালিপিও কাব্যবিশেষ, সুতরাং তাহার সকল কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শিলালিপির সকল কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, মহাভারতকে ইতিহাসরূপে না ধরিয়া প্রবন্ধলেখক ইতিহাসের মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক কি অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাদিগকে Fairy tales প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে dissect করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বাহির করা হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের যুগে অনেক বিপদ্ আছে। প্রথমে সকলেই জানিতেন যে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি সকলই সত্য, কিন্তু পরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য আছে এবং সেই জন্যই সেইগুলি সর্ব্বস্থানে গ্রহণীয় নহে। শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও আমরা একবারে বিশ্বাস করি না—একটির দ্বারা আর একটি সপ্রমাণ হইলে তবে সেটি গ্রহণীয় হয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে। সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেরই। সকলেই এখানে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজকাল ইতিহাস-সেবকগণ যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এইরূপে দলাদলি না থাকিলে আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা, এই উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। আর দুই দল থাকিলেই একে অন্যের ভুল দেখাইতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তথ্য নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দুই পক্ষের তর্ক দ্বারা ক্রমশই সত্য আবিষ্কার হইবে।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, আমার বন্ধুবর্গই তাহাদের উত্তর দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু অনুরোধ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কারণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে তাহা বলিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেক স্থলেই তাহার আলোচনা আছে। অমূল্য বাবুর আপত্তি

সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বেদে ইতিহাস শব্দের নানারূপ অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ম বৈদিক কালে ইতিহাস বলিতে কি বুঝাইত, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ-দ্বয়ের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের "২০" স্থলে ২৫, ১৬ স্থানে ২০,৪ স্থানে ৫ এবং ষোড়শ স্থানে বিংশ এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মৌলবী আব্দুল মোয়ায়েদ খাঁ এম্.এ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাটক-লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্য-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর জন্ম আমরা সকলেই দুঃখিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও পূর্ব্বোক্ত মুসলমান সদস্য মহাশয়ের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৬ই মাঘ, ১৩২২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয় ;—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি সুবর্ণমুদ্রা, (খ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় কর্ত্তৃক বৃন্দাবনীয় রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি। ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ", (খ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (গ) ও (ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন" ও "গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু মহাশয়" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬ বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
„ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল
„ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ কালিদাস মল্লিক এম এ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ অসীমকৃষ্ণ দেব
„ সুরেন্দ্রনাথ বল
„ ললিতমোহন সিংহ
„ রামেশ্বর সেন
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ উপেন্দ্রনাথ দে
„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
„ অসিতকৃষ্ণ ঘোষ
„ মণিমোহন মিত্র
„ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়	শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন
„ সুধীরচন্দ্র ঘোষ	„ নন্দকিশোর জৈন
„ সত্যকুমার রায়	„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সাতকড়ি সাহা	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ লালজী	

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ বাণীনাথ নন্দী সহঃ সম্পাদক।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে কার্য্য কতক দূর অগ্রসর হইলে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি	শ্রীরামকমল সিংহ	মিঃ এন কে দত্ত ড্রিল মাষ্টার, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোম্পানী। ঐ ঐ।
„	„	ইউ, সি, ভদ্র হেড মাষ্টার, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস চাটাই মহল, কাণপুর।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র সিভিল লাইনস্‌, কাণপুর।
„	„	এম্‌, সি, সিংহ, বি এ, এম এস সি কুরুকুল কাছারী, বিজনোর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বাহাদুর "রাজবাটী", বালেশ্বর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	"	মিঃ জে সি ব্যানার্জ্জি ১০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ কিশোরগঞ্জ এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ ৬০।১ ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বি এ মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেণ্ট, গ্রাহাম কোং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী হরিঘোষের ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত গুপ্ত	১। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	২। শ্রীমন্ত সওদাগর
	৩। দোলপূজার পাঁচালী
	৪। শনির পাঁচালী
" কবিরাজ নিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী	৫। রোগবিজ্ঞানম্
" মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ম্মণ	৬। বালমালতত্ত্ব বা দ্বিতীয় বর্ণ (১ম ভাগ)
" মহেশচন্দ্র পাল	৭। ছোট গিন্নী

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	৮।	বেহদ্দ বেহায়া
	৯।	মানহানি
„ পি এন দত্ত	১০।	বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্যকাণ্ড, ১ম ভাগ)
	১১।	বাল্মীকির রামায়ণ
	১২।	কবিকঙ্কণচণ্ডী
	১৩।	শ্রীপদ্মপুরাণ
	১৪।	মনসার ভাসান
	১৫।	আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	১৬।	বরণডালা
	১৭।	সমাজ-সমস্যা
	১৮।	গন্ধ-বণিক্ (১ম ভাগ, ১৩২২)
	১৯।	গিরিশ-গীতাবলী
	২০।	ইন্দু
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১।	"ক"কাকের অহঙ্কার
মহেন্দ্রনাথ দাস	২২।	মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
	২৩।	ঐ ঐ
সিতেশচন্দ্র সান্যাল	২৪।	আত্মদর্শন
বনওয়ারীলাল গোস্বামী	২৫।	কীর্ত্তনানন্দ
	২৬।	ঐ
স্বামী সারদানন্দ	২৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন)
	২৮।	ঐ (সাধকভাব)
	২৯।	ঐ (গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ)
	৩০।	ঐ (ঐ, উত্তরার্দ্ধ)
	৩১।	স্বামিশিষ্য-সংবাদ (পূর্ব্বকাণ্ড)
	৩২।	ঐ (উত্তরকাণ্ড)
	৩৩।	ভারতে শক্তিপূজা
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৪।	Catalogue of Mss. in the Bishop's College Library, Calcutta.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৫। Motor Car Guide for Calcutta.
	৩৬। Calcutta Motor Car Hand-Book.
	৩৭। Police Rules for the Regulation of Traffic in Calcutta.
	৩৮। Annual Report of the Archeological Survey of India, Eastern Circle for 1914-15.

পুথি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় বি এ	৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
	৪০। অষ্টাদশ পদাবলী

৩। (ক) তৎপরে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি মুসলমানী আমলের স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা তিনটির পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(খ) তৎপরে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। কিছু দিন হইল, পুথিখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের রাঢ়দেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা বা দলপতি ছিল, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম মানিতেন—পঞ্চশক্তি মানিতেন। বুদ্ধরূপী দারুব্রহ্মই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ম্লেচ্ছ-নিধন ও বিমল ধর্ম্ম-স্থাপন করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতার হইবেন। তন্মধ্যে রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ একজন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার আদিকাণ্ডে ১৩৪।১৩৫ পাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

রামানন্দ কহে জার ধর্ম্মনিষ্ঠা হয়।
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম্ম না ছাড়য় ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম মোর মহাকালী আজ্ঞা দান।
কৃপা করি বিশ্বেশ্বরী কর বলবান্ ॥
কালী বাম হৈলে আর কুল নাহি পাই।
কালীকৃপা হইলে নিগমগম্য পাই ॥
ডঙ্কা দিব জগমাঝে কালী যদি করি।
কালা হয়্যা প্রকাশিব ভুবন ভিতরি ॥
বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব ॥

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি ॥
দান যশ পৌরুষের সীমা করি জাব।
এই ঘটে আর অন্য মূর্ত্তি প্রকাশিব ॥
জজাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥
জবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একছত্রে রাজ্য করি দারুব্রহ্মে দিব ॥

রামায়ণ পুথি—১৩৪ পাতা।

কবি রামানন্দ আরও প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বৌদ্ধ ভাষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখ শোক ॥
সর্ব্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা জননী ॥

পুথির ৮৫।১ পৃষ্ঠা।

এই রামায়ণে অনেক কথা আছে, যাহা অপর কোথাও নাই। এই রামায়ণের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পূর্ব্বে কখনও পঠিত বা আলোচিত হয় নাই। লেখকের আলোচ্য বিষয় "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নাম পাইবার যোগ্য কি না, এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা আলোচনা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু নূতন পথে চলিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এত দুরূহ যে, আমি প্রবন্ধ শ্রবণমাত্রে ইহার বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা অকপটে বলিতে পারি না। ইহার বিচার-প্রণালীতে কোন ফাঁক আছে কি না, হঠাৎ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। অদ্য পরিষদে উপস্থিত পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে সাহস করিবেন না। প্রবন্ধটি যত্নপূর্ব্বক পাঠ না করিলে কোনরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হইবে না। তবে প্রবন্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে চাই। ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—'যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান'। এই সমানতার অর্থ কি? দুইটি সরলরেখাকে কখন্ সমান বলিব? একটার উপর আর একটা চাপাইয়া Superpose করিয়া দুইটা সরল

রেখার সমানতা নিরূপিত হয়। ইউক্লিড তাহাই ধরিয়াছেন। কিন্তু সরলরেখা কোন বস্তু নহে—তাহাকে সরাইয়া অন্যত্র লওয়া চলে না। একটা গজকাঠি সরান চলে, এই গজকাঠি এক সরলরেখায় রাখিয়া পরে অন্য সরলরেখায় লওয়া চলে। কিন্তু এই অপসারণ হইলে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হইয়া যায়, স্থানান্তরিত করিবামাত্র যদি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণান্তর হয়, তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই। আর একটি উপায় আছে,—কোন দ্রব্য সমান uniform বেগে চলিতেছে। প্রথম সরলরেখা অতিক্রমে যে কাল লাগে, দ্বিতীয় সরলরেখা অতিক্রমে সেই কাল লাগিলে দুই সরলরেখাকে সমান বলা যায়। কিন্তু উভয় স্থলে কাল সামান্য নিরূপণ কিরূপে হইবে? তেমন ঘড়ী কোথায়? পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনে যে কাল, আর একবার আবর্ত্তনে সেই কাল ধরিয়া লইয়া ঘড়ী তৈয়ারী হয়। ধরা হয়, পৃথিবীর বেগ uniform। কিন্তু পৃথিবীই যে uniform বেগে চলিতেছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা ধরিতে গেলে arguing in a circle ঘটে। যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর ও গ্রহগণের আবর্ত্তনে uniform ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা চলিতেছে—তাহাতে গণিত ফল ও প্রত্যক্ষ ফল মিলিতেছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অনুমানের logical ভিত্তি কাঁচা। ফলে আমাদের spaceকে আমরা সর্ব্বত্র সমাকার বা homogeneous ধরিয়া লইয়া ইউক্লিডের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উহার logical basis কতকটা হয়, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইউক্লিডের যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা সমান শব্দের সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল প্রশ্ন সাধারণ বিদ্যার্থীর মনে উদিত হয় না। যোগেন্দ্রবাবুর মনে উদয় হইয়াছে—তিনি গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন,—এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। উহা ভবিষ্যতে সুধীগণের বিবেচ্য। এই অতি দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইউক্লিড যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বতঃসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে এবং ইহার ফলে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ পর্য্যায়চ্যুত হইয়া পড়ে। স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তর্ক উপস্থিত হয় এবং দ্বাদশটি স্বতঃসিদ্ধ স্থলে দুইটি, কি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মানিলেই চলিতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিন্তু এখানে নহে। স্বতঃসিদ্ধের সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা পূর্ব্বে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের যে অবতারণা যোগেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। সে বিষয়টি হইতেছে এই,—স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা করিতে গেলেই special equalityর কথা আসিয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠে, কখন দুইটি spaceকে সমান বলা যাইতে পারে? যদি বলি যে, যে দুই স্থান একই দ্রব্য অধিকার করিতে পারে, সে দুই

স্থান সমান, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরূপে জানা যাইবে যে, একই দ্রব্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার সময় তাহার আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না? সুতরাং একই দ্রব্যের দ্বারা অধিকৃত হইলেও দুই স্থান সমান, ইহা বলা যায় না। সেইরূপ uniform motionএর দিক্ হইতে যদি equal spaceএর এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, একই দ্রব্য সমান বেগে একই সময়ে যে দুই স্থান অতিক্রম করে, সে দুই স্থান সমান, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে জানা গেল যে, একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে? বাস্তবিক একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে কি না, ইহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্য একই সময়ে সমান স্থান অতিক্রম করে কি না। এইরূপে যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার equalityই spacial equalityর উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে special equality জানা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে যোগেন্দ্রবাবু একটি অভিনব theory খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিন্দু dimensionless নহে, বিন্দুর অতি সূক্ষ্ম dimension আছে। সুতরাং বিন্দুর finite সমষ্টিতে finite space পাওয়া যায়। সমস্ত spaceই তাঁহার মতে point cluster মাত্র। দুইটা space সমান, যদি তাহাতে সমানসংখ্যক বিন্দু থাকে। ইহা পদার্থবিদ্যার Ion theoryর analogyতে কল্পিত। এরূপ theory টেঁকিবে কি না, বলা যায় না। তবে ইহা যে একটি অত্যন্ত অভিনব theory এবং ইহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বলিলেন,— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ও শ্রীমান্ শিশিরকুমারের অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধে লেখকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় আছে। পঠিত প্রবন্ধ সমস্ত আমার অধিগম্য হয় নাই। ছাপায় পড়িতে পাইলে হয় ত হইবে। আমি প্রত্যক্ষবাদী হইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে চাই। দেশজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনে বিচার্য্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু (point) নিয়ত স্থান, কিন্তু অপরিমাণ। অতএব "দেশজ্ঞান আর কিছু নহে, বিন্দুর সমষ্টিমাত্র" বলিলে দার্শনিক কূটতর্কের (metaphysical subtlety) মধ্যে পড়িতে হয়। প্রবন্ধ ছাপা হইলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, যোগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার আলোচনার ফল পরিষৎকে জানাইবেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৪। (খ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৪। (গ ও ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন ও গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু-মহাশয়" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন ও (খ) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি," (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিচিন্তামণি মহাশয়ের "সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" ও (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের "শালিগ্রাম" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" অমৃতগোপাল বসু
" রামেশ্বর সেন
" ক্ষেত্রনাথ বসু
" অমৃতলাল দত্ত
" মথুরানাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গোলাম দরবেশ দের্দ্দার
" অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি-রূপে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত হইলেন ও উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৫ম হইতে সপ্তম অবধি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায় উহা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথোচিত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজকুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র দেব বি এ মেদিনীপুর।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	"	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ২৭ মথুর সেন গার্ডেন লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম বি ৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১। সমসাময়িক ভারত, (১ম কল্প, প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড)
	২। ঐ (১ম কল্প, ২য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড)
	৩। ঐ (৮ম খণ্ড, চৈনিক পরিব্রাজ, ১ম খণ্ড)
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪। গয়াকাহিনী
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫। হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ
	৭। মোদমঞ্জুষা
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। জগতের সভ্যতার ইতিহাস (সূচনা)

উপহারদাতা	
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	৯। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্ব-বিষয়ক নীতি
	১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না
	১১। বিষ্ণুপুরাণং (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা সহ, ১ম খণ্ড)
	১২। ঐ ঐ (২য় খণ্ড)
	১৩। দোঁহাবলী—তুলসীদাসী (হিন্দী)
	১৪। তত্ত্বদর্শী, (৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা)
	১৫। ঐ ৪র্থ ভাগ, ৫ম (হিন্দী)
	১৬। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৭ম („)
শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	১৭। নাস্তিক ও জাপানী যোগী
Officer in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৮। Report on Wards attached and Trust Estates in Bengal for 1914-15.
Secy. Asiatic Society.	১৯। Memoris of Asiatic Society of Bengal, Vol IV, No. 2.
Registrar, Calcutta University.	২০। Calcutta University Calendar pt. I, 1915.
	২১। Calcutta U. Minutes pt. I. 1915
	২২। Do Do pt. II „
	২৩। Do Do pt. III „
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	২৪। The Genl. Stamp Act, No. 180-1869.
	২৫। Report of the 14th Indian National Congress 1901.
	২৬। The Indian Tax Act, 12 of 1841.
	২৭। Resolution on the Indian Income Tax Act, 1871.
	২৮। The St. John Ambulance Association in India.
	২৯। Light on the Path.

৪। (ক) তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়

সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক বলেন যে, নেহ শব্দ খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা হইতেই এই শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সাতবাহন-বিরচিত গাথাসপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থে লালসা অর্থে লেহলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদাবলীতে ব্যবহৃত "লেহ ও লেহা" শব্দ এই লেহলা শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পদাবলীর দুই এক স্থলে সেই শব্দ লেহলা অর্থাৎ লালসা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। অতএব "লেহ", "লেহলা", "নেহ" ও "ণেহ" শব্দের মূলে প্রাকৃত এবং উক্ত ভাষায় ব্যবহৃত 'ণেহ', 'নেহ' ও লেহলা শব্দত্রয় হইতে যে পদাবলী-সাহিত্যের 'লেহ', 'লেহা' ও নেহ শব্দের উৎপত্তি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার "সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন যে, সুশ্রুতসংহিতায় বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ অনুভূত হয় না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে সভায় কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সভাপতির নির্দ্দেশ মত "শালিগ্রাম" নামক তৃতীয় প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু মুর্শিদাবাদ লাইনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন এবং নদীয়া জেলার শালিগ্রামে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, শালিগ্রাম সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়ের "রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ	„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ	„ শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ গৌরহরি সেন	„ হৃষীকেশ মিত্র
„ অতুলচন্দ্র সেন	„ যোগজীবন মিত্র
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ রামেশ্বর সেন	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ আমোদমোহন সাহা	„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ	„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ ক্ষত্রিয়-বান্ধব সম্পাদক, মেদিনীপুর।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী উকীল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
		শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত সুচিয়া রামকৃষ্ণ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার, সুচিয়া, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮।৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ	১। ফেৎকারিণী-তন্ত্র (ভৈরবাচার্য্য)
	২। নিরুত্তর-তন্ত্র
	৩। ভূতডামর (বীজাভিধান সমেত)
	৪। হস্তামলক (হস্তামলকাচার্য্য)
	৫। কাতন্ত্রবৃত্তি—আখ্যাত (দুর্গাসিংহ)
	৬। স্মৃতিতত্ত্ব (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য)
	৭। ইতিহাসসমুচ্চয়
	৮। শৃঙ্গারতিলক (মহাকবি কালিদাস)
	৯। একাক্ষরকোষ (পুরুষোত্তম)
	১০। পদাঙ্কদূতটীকা
	১১। নানার্থ-ধ্বনিমঞ্জরী (গদসিংহ)
	১২। ললিতাবলী (দিগম্বর ভট্ট)
	১৩। জাতিমালা (পরাসর-পদ্ধতি)
	১৪। তন্ত্রের পুথি (সংগ্রহ)
	১৫। নিগমকল্পদ্রুম

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	১।	রাসপঞ্চাধ্যায় ও উদ্ধবদূত গ্রন্থ (খণ্ডিত)
	২।	ভারতবর্ষের ইতিহাস
	৩।	ভূগোল-বিবরণ
	৪।	ঐ (২য় ভাগ)
	৫।	পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী (দাশরথি)
	৬।	বিদ্যাসুন্দর
	৭।	দণ্ডবিধির আইন (১৮৬০ সালের ৪৫ আইন)
	৮।	জমিদারী-দর্পণ
শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট	৯।	শ্রীশ্রীশীতলাভক্তি
স্বামী যোগানন্দ	১০।	তত্ত্বপ্রকাশিকা বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ	১১।	লীলাম্বুধি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	১২।	বিদ্যাসাগর
	১৩।	প্রবাদমালা, বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপ্রদ ব্যবহারমূলক, (১ম ভাগ)
	১৪।	প্রবাদমালা, (২য় ভাগ)
	১৫।	ভূদেবনির্ব্বাণম্
	১৬।	সরলামরকোষঃ (১ম কাণ্ডং)
	১৭।	চাণক্যশ্লোকঃ
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৮।	একতারা
	১৯।	বীথি
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্ম প্রহরাজ	২০।	দুর্গোৎসব-তরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২১।	A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol II.
	২২।	Search for Sanskrit Manuscripts.
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩।	Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for 1914-15.
	২৪।	Cotton Spinning and Weaving in India.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৫ ।	Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa, for 1914-15.
Secretary to the Govt. of India, Revenue Department.	২৬ ।	Notification and Order relating to the war in force in Bengal.
	২৭ ।	Report of the Agricultural Department, Bengal, for the year ending June 1915.
Secy. Govt. of Bombay, General Deptt.	২৮ ।	Progress Report of the Agricultural Survey of India, Western Circle.
	২৯ ।	Report of the London Advisory Committee for Indian Students in the United Kingdom.
Smithsonian Institution, America.	৩০ ।	Annual Report of the Smithsonian Institution for 1914.
	৩১ ।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol 65. No. 3. Do „ No. 10.

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ পদার্থের প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মতামত জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত কোন মন্তব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করেন। স্থির হইল যে, এই ভ্রমের বিষয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "রেশমশিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। (ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল্ ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতী বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২১ মাঘ ১৩২২, ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" অমৃতলাল দত্ত
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" শরৎলাল বিশ্বাস বি এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
" বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ শ্রীমানী
" রজনীকান্ত রায়
" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" ভোলানাথ কোঁচ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" বাণীনাথ নন্দী } সহঃ সম্পাদক
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার }

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। এই অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ-লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই, শনিবার, ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, (সভাপতি)
সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি
মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, টি বাহাদুর
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গগনচন্দ্র রায়
" চিরসুহৃৎ লাহিড়ী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ সি এস
" মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
" রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
" পান্নালাল মল্লিক
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" কালিকানন্দ ঠাকুর
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" মন্মথমোহন বসু এম এ
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ
" ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
" জীবনধন চক্রবর্ত্তী
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" শ্যামলাল মল্লিক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" মহাদেব সেন
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" শান্তিসাধন বিশ্বাস
" যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী
" নিত্যানন্দ রায়
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" শরৎকুমার ঘোষাল
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
" বসন্তকুমার ঘোষাল

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
" শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ রায়
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ
" কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত
" বসন্তকুমার রায়
" প্রদ্যোতকুমার রুদ্র
" ননীলাল বসাক
" কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় কোন বিশেষ অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
কিরণচন্দ্র দত্ত (সহঃ সম্পাদক)

সভারম্ভে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়।

কি জানি আজি সে কোথা
মুরতি-প্রতিষ্ঠা যার।
শত গুণে জাগে শুধু
শত-গুণ-স্মৃতি তার॥
উচ্চ তার শির, উচ্চ তার জ্ঞান,
উচ্চ তার মান, উচ্চ তার প্রাণ,
নম্র পল্লবিত তরুর সমান,
তাই সাধ তারে শুধু দেখিবার।
মর্ত্ত্য মূর্ত্তি আর পাইব কোথায়,
রেখে শত কীর্ত্তি-বিভূতি হেথায়
সে যে গেছে চ'লে দূরে অমরায়,
তাই সাধ হেথা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়।
গৌরব কি তার মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়,
গৌরব তাদেরি যারা দিতে চায়,
আদর্শে দেখায়ে গুণ-গরিমায়
মূর্ত্তি-লক্ষ্যে শত পথ সাধনার।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় মহারাজ-রচিত নিম্নলিখিত ছুইটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন ;—

(১)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যাগযজ্ঞং, ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্।
ত্বদীয়ং পদাব্জং মদেকাবলম্বং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥১॥
গতং যৌবনঞ্চাতিভোগাভিলাষৈরিদানীং জরা হ্যাগতা দেহমধ্যে।
ন পশ্যামি মাতঃ পরিত্রাণহেতুং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥২॥
শরীরং তথা মে মনোজ্ঞা ন বুদ্ধিঃ, সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে।
ন পুণ্যং ন ধর্ম্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৩॥
সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা, ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে।
অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৪॥
ন চান্যা গতির্ম্মে বিনা পাদপদ্মং, কুরু ত্বং শরণ্যে যথেচ্ছং হি কালি।
প্রপশ্যাম্যদূরে মহাঘোরকালং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে ॥৫॥
দত্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্।
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ ॥৬॥

(২)

শৃণু রে মানস শৃণু হিতবাণীং
ত্যজ নিজচঞ্চলভাববিধানীং।
পরিহর সত্বরমহমিতি গর্ব্বং
কালগ্রাসে নিবসতি সর্ব্বম্ ॥১॥
মৃগতৃষ্ণাসম-ভববিভবাশা
শান্তা ন ভবতি ভোগপিপাসা।
ইহ সংসারে নহি সুখলেশঃ
প্রভবতি নিত্যং দুঃখবিশেষঃ ॥২॥
মায়ামুগ্ধং বিচরসি লোকে
সুখসন্ধানান্ মজ্জসি শোকে।
ব্যর্থং পরিজনবৈভববিত্তং
ব্রহ্মময়ীপদমাশ্রয় নিত্যম্ ॥৩॥

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত ইংরাজি কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন,—

MOON LIGHT ON THE RIVER.

(From "Flight of Fancy"
by the Late Maharaja Sir J. M. Tagore.)

The silv'ry moon, in majesty serene,
Enthron'd sits. Beneath, the Ganges spreads
Its breast.—a sheet immense of crystalline,
Where Heaven's ethereal dome, begemmed with stars
Is mirrored.—"beautiful exceedingly!"
Along the verdant banks the stately palms
Their lengthened shadows fling; the mangoe tree,
Its leaves with silver tipp'd, a chequered shade
Extends; while oft some silken plot of ground,
Enamelled o'er with flowers of orient hue,
Laughs gaily on the sight. In tranquil flow
The stream roll on, unruffled with a wave,
Like infancy's sweet thoughts—so pure, so calm!—
And such the stillness that pervades this hour,
That not a rippling sound is heard against
The vessel's side. The winds, now weary grown

With wafting fragrance from the nectar'd cup
Of each fresh opening flower, have sunk to rest.
Nor aught else stirs ; except at intervals
In melting cadence from some far off tree
Is heard the *Kokil* singing to his mate ;
Or, oftener yet, the crickets piercing chirp
That makes the silence doubly felt. 'Tis now
That contemplation reigns supreme ;
'Tis now that Nature with her Maker holds
Communion deep. A spell there is in such
A time as this that leads the pensive soul
To tender mem'ries of the blissful past !

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয় ;—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

তুষার-ধবল হৃদে নিলিম নলিনী।
হৃদি মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপে সে তিমির রাশি
অথবা তিমিরনাশি
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী।
মনে এই অভিলাষ
কাটিয়ে সংসার-পাশ
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু'খানি॥

তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "যতীন্দ্র-স্মরণ" নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ;—

যতীন্দ্র-স্মরণ।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে দেশমাতৃকার গর্ভে
কচিৎ জনমে সুসন্তান ;
ক্ষিতিতলে লভে যশ অতুল সম্পদ সুখ
ভাগ্যবান্ লভয়ে সম্মান !
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম-ফলে, কীর্ত্তি স্মৃতি-সৌধ স্থাপি
লভেন এ ভবে অমরতা,
মৃত্যুর পরেও কভু যশ খ্যাতি জ্যোতি তাঁর
প্রাপ্ত নাহি হয় মলিনতা।

কত নরনারী ফেলে অশ্রুজল তাঁর তরে
সদ্গুণাবলী তাঁর স্মরি ;
নিত্য পূজা করে তাঁরে, হৃদি-সিংহাসনে রাখি
দেবতার পূত পদে বরি ।
তুমি সেই ভাগ্যবান্, শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
জন্মেছিলে বিরাট পুরুষ !
এ বঙ্গ মাঝারে দেব অতুল সম্পদ্ খ্যাতি
লভেছিলে পরম পৌরুষ ।
কর্ম্মক্লান্ত দেহে পরে, দেশমাতৃকার অঙ্ক
শূন্য করি লভেছ বিশ্রাম
শান্তিদাত্রী "ব্রহ্মময়ী" স্নিগ্ধ কোলে, বহে যথা
শান্তি-সমীরণ অবিরাম ।
যেই কীর্ত্তি-স্মৃতি-সৌধ স্থাপন করিয়া গেছ
তার সেই অতি উচ্চ চূড়ে,
আজিও তেমতি দেব পত পত শব্দে সদা,
বিজয়-কেতন তব উড়ে ।
সেই তব রাজপাট, সেই রাজ-সিংহাসন
আজিও তো রয়েছে বজায়,
সেই রাজসম্মান মহারাজ উচ্চোপাধি
আজো তব মহিমা যে গায় ।
সেই তব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আজো বাজে
সুমধুর আরতির বাদ্য,
তোমার স্থাপিত সেই অন্নসত্রে প্রতিদিন
অভুক্ত অতিথি পায় খাদ্য !
তব প্রতিষ্ঠিত টোলে দীন বিদ্যার্থীর দল
লভিছে আজো বিদ্যাশিক্ষা,
আজিও যাচকবৃন্দ রিক্ত হস্তে নাহি ফেরে
যথাযোগ্য পায় দেখি ভিক্ষা ।
বঙ্গ-বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তুমি
করে গেছ যে বিরাট দান ।
আজিও তাহার তরে দেবীরূপা মাতৃরূপা
বিধবারা করে যশোগান ।
অধিকন্তু কলিকাতা সমগ্র বঙ্গের মাঝে
হেন শুভ অনুষ্ঠান কই ?
যাহাতে তোমার দান, হয় নাই বরিষণ ;—
অনুষ্ঠিত হ'লো তোমা বই ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সর্ব্বত্র দেখিতে পাই
তোমার সে জীবন্ত প্রতিমা,

সর্ব্বত্রই তব নাম অঙ্কিত রয়েছে দেখি
প্রকাশিছে তোমার গরিমা।
পরিষৎ মন্দির মাঝে তোমার প্রস্তর-মূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠার দিনেতে হে আজ,
কত কথা মনে পড়ে, তোমার সে গুণপনা
কেমনে প্রকাশি মহারাজ?
বীণাপাণি কমলার একত্র যে সম্মিলন
অসম্ভব—কভু দেখি নাই!
সম্ভব হইয়াছিল দেখেছি কেবল মাত্র
যতীন্দ্রমোহন, তব ঠাঁই।
আচণ্ডালে সম ভাব, রাজকর্ম্মচারী প্রজা
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সবে,—
তুমিই করেছ জানি, দেখেছ স্নেহের চক্ষে
যে এসেছে তব পাশে যবে।
বঙ্গদেশে নাট্যশালা, যাহা আজ নাট্যামোদী
ব্যক্তিদের হর্ষ-নিকেতন,
প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার— তুমিই তো মূল তার
নাট্যশালা তোমার স্থাপন।
বঙ্গীয় সাহিত্য যবে শিশু—তখন তাঁহার
শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলে দেব তুমি,
বঙ্গীয় সাহিত্যে দান রহিবে অক্ষয় তব
যত দিন রবে বঙ্গভূমি।
তোমার সুযোগ্য পুত্র তব কীর্ত্তি যদি ওহে
রাখিয়াছে সবই উজ্জ্বল,
তথাপি কেমন যেন তব লাগি তপ্ত শ্বাস
বাহিরায় ঝরে আঁখিজল।
তবে আমাদের এই দুঃখের সান্ত্বনা দেব
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ভবে,
বহু দিন বহু বর্ষ বঙ্গবাসি-হৃদাসনে
মূর্ত্তি তব প্রতিষ্ঠিত রবে॥

তৎপরে মহারাজ বাহাদুরের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়;—

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কি শোভে আজু ঝুলনে।
কি শোভে আজ কুঞ্জমাঝে
রসিকরাজ রাধা সহ রাজে
(আজি ঝুলনে)।

শ্রাবণ-শশী মেঘ-মিলিত
কভু বিকাশ কখনও মুদিত
গোকুল-শশী হেরি ত্বরিত
লুকায় যেন লাজে
(আজি ঝুলনে) ॥

গোপীগণ একসঙ্গ গায় গীত রসতরঙ্গ
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ
ঘন মৃদঙ্গ বাজে।
ফুটিল সকল কানন-ফুল
পবন বহন মন্দ মৃদুল
ধন্য হইল যমুনাকুল
মধুর যুগল সাজে
(আজি ঝুলনে)।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে "যতীন্দ্র-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ ও তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ও বাঙ্গলা দেশের জমিদারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন না জানিতেন, এমন জিনিষ ছিল না। তিনি সকল জিনিষের অন্তঃস্থল বুঝিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিলে গত ৫০ বৎসরের Political Lifeএর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ছিল। Lord Lytton তাঁহাকে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায়, তিনি ঐ দরবারে যান নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় বলিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়া থাকি। অদ্য আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একজন ভক্তের পূজা করিতে আসিয়াছি।" মহারাজের নানা গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। British Indian Associationএর গৌরবজনক অনেক কাজই মহারাজ বাহাদুরের পরামর্শ-মত হইয়াছিল। ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া

Hindoo Patriotএর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি দূরদর্শী, চতুর ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার মনে হয় যে, মহারাজের একান্ত নিষ্ঠা, দেবভক্তি ও মাতৃভক্তির গুণে তিনি "বাবু যতীন্দ্রমোহন" হইতে উচ্চ "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। মধুসূদন যখন নিতান্ত অপরিচিত, তখন মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা বাতুলতা মাত্র এবং তাঁহারা উহার স্থায়িত্বে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাহার মর্ম্ম বুঝিতেন ও মাইকেলকে প্রশ্রয় দিতেন। সকলেই অবগত আছেন যে, মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। তাঁহার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক কৃষ্ণকুমারীর সম্পূর্ণ ব্যয় যতীন্দ্রমোহন বহন করেন। যেমন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন মাইকেলকেও সেইরূপ প্রশ্রয় দেন। যতীন্দ্রমোহন নিজে বাণীর সেবক ছিলেন ও বাণীর সেবকদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অতঃপর সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আমায় ভালবাসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কত বলিব, বলিতে কথা ফুরায় না। তিনি যথাশাস্ত্র ও যথান্যায় ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে হয়। তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Tagore Law Professorshipএর আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। তখন Thesis লেখা ছিল না, অনেকটা canvassing দ্বারা নির্ব্বাচন হইত। আমি প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ঐ পদের যোগ্য কি না। আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র পাল আমাকে কৃষ্ণদাস পালের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, একটু আধটু canvassing করাইতে হইবে। অগত্যা প্রফুল্লকুমারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহারা আমাকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট যাইতে বলেন। আমি তখন হাইকোর্টের একজন নগণ্য উকীল। কিন্তু তবুও তাঁহার কাছে যাইতে তিনি এত মিষ্টভাবে আদর করিলেন, যাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল। অথচ তিনি রাজনৈতিক জটিলতা খুব বুঝিতেন এবং অনেককে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আর এক গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট যাইতেন, তা আহ্বানকারী ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক। তিনি নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা পার্শী ইত্যাদি সকল ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আমি একবার তাঁহার প্রাসাদে বেড়াইতে গিয়া একটি ইংরাজি কবিতা দেখি; উহা পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর পর রচিত। জানিলাম যে, উহা মহারাজ বাহাদুরের নিজের লেখা। কবিতাটি ঠিক মনে নাই। সুন্দর কবিতাটি মুদ্রণ-

যোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে কল্পিত গুহায় একটি মূর্ত্তির নীচে তাঁহার রচিত যে একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—যখন কাশীতে কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে return visit দিতে আসেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। এই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলাপ শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। তিনি ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত আদর করিতেন। দাশুরায়ের প্রাচীন পাঁচালী-জানা লোক খুব কমই ছিল। কোন সময়ে শুনা যায় যে, বক্রেশ্বর নামক একজন লোক দাশুরায়ের পাঁচালী জানেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই গান শুনিয়াছিলেন। কোন ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে আসিলে তিনি তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিতেন ও উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অসাধারণ ভক্তি ছিল। কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবমন্দির তাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যায় আস্থা ও দেবভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্দির-বাটীতে আশী জন ছাত্র বাস করে ও আহার পায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মহারাজ যতীন্দ্রমোহন উর্দ্দু ও পারশি খুব ভাল জানিতেন ও ঐ ভাষাদ্বয়ের অতি সুন্দর উচ্চারণ করিতে পারিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, জানিতাম। লেডী কর্জ্জনের আমলে লাট-প্রাসাদে একটা গার্ডেন পার্টি হয়। বঙ্গীয় সম্পাদকরূপে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ঐখানে লেডী কার্জ্জন নিজে সকলকে চা দিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি Lady Curzon নিজে চা দেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন, দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। যখন Lady Curzon চা দিলেন, তখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া লইলেন, তারপর পাগড়িতে ঠেকাইয়া ফেরৎ দিয়া বলিলেন যে, হিন্দুমতে দেবতার প্রসাদ মাথায় রাখিতে হয়, খাইতে নাই। ইহাতে ধর্ম্মও বজায় রহিল, আপ্যায়নও করা হইল। তিনি একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এবং তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারি যে, তিনি একজন সাধক ছিলেন। তারা-পীঠের "বামা ক্ষেপা"কে বোধ হয়, একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই নিজে বাড়ীতে আনিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বে মনে হয়, যেন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর যেন কথা শেষ হইলে তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—কোলে নে মা—তাহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ দিবেন। তাঁহার বাড়ী একটি আসল বৈঠকখানা ছিল। তিনি একজন মুরুব্বি পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন; তিনি অতীতের ভাণ্ডার ছিলেন। আমি যে প্রাচীন কালের বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম, তাহার পনের আনা মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বঙ্গ-

দেশের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই কয় অংশে বিভক্ত করা যায়;—প্রথম পলাশীর যুদ্ধের দিন ২৩শে জুন ১৭৫৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯২ সাল অর্থাৎ Lord Cornwallisএর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তখন নবাগত ইংরাজের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত। বঙ্গীয় প্রজার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় কোনরূপ সাহিত্য-চর্চ্চাই হয় নাই। ১৭৯২ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত Lord Cornwallisএর সময় দেশের প্রজার অবস্থা কতক ভাল হয়। এই সময় দুই একখানা বাঙ্গলা বই লিখিত হইতেছিল। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ এই বিশ বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয় এবং উহা অনেক বর্দ্ধিত হয়। এই সময় অনেক ইংরাজ আমাদের দেশের ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করেন। এই সময় রাম-মোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ বা ৫৭ এই সময়ে বঙ্গভাষার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু গ্রন্থ এই সময় লিখিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি অনেক হয়। তখনও যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করিতেছিলেন। তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৫৭—১৮৮৩ এই সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক—এই সকলের উন্নতির কেন্দ্র ছিলেন সার যতীন্দ্রমোহন। তাঁহার যত্নে বেলগেছে ও তাঁহার নিজ বাড়ীতে নাট্যশালা প্রস্তুত হয়। তিনি প্রকৃত গুণীর গুণ বুঝিতেন। যতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার কেন, ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ১৮৮০ সালের পর হইতে যতীন্দ্রমোহন নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না, তিনি কেবল উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ ও নানা বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেন। Hindu Collegeএর Theatre হল ভাঙ্গিয়া দিবার কথা হয়। মহারাজের মনে ইহাতে আঘাত লাগে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার পুত্র প্রদ্যোতকুমারকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, এই Hall এর যেন অন্য ব্যবহার না হয়। Sir Andrew Fraserএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম বলিবা মাত্র উহা বন্ধ হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একতালায় আসিয়া মহারাজের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং মহারাজের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই মূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য দান করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, বিদ্যাসাগর

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	১
২।	দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	২১
৩।	সংবাদসাধুরঞ্জন	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	৩৯
৪।	অপ্রার্জ্জুন	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	৪২
৫।	বাঙ্গালা-শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ	৫৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৴৹ তিন টাকা ছয় আনা।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২,

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লক্ষকণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি !!

রাজা মহারাজা বলেন—কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধি তৈল-জগতের সম্রাট। যেমন এক চন্দ্র জগতের তমোনাশ করে, তেমন একা **কেশরঞ্জন** নিজের ঔজ্জ্বল্যে সকলের চিত্তের অন্ধকার হরণ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মসৃণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে আর সর্ব্বোপরি মহাসুগন্ধে ইহাই অদ্বিতীয়।

হাইকোর্টের জজেরা বলেন—যাঁহারা দিবারাত্র মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, যাঁহাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, **কেশরঞ্জন তৈল** তাঁহাদের পক্ষে নিত্য-ব্যবহার্য্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিত্তাবসাদ ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে **কেশরঞ্জন তৈল** মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন।

মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অর্শ হইয়াছে, ভয়ানক রক্তস্রাব হইতেছে, মলদ্বারে ভয়ানক যাতনা—টন্‌টনানি, মলত্যাগান্তে যাতনার বৃদ্ধি, রাত্রে অনিদ্রা—দিবসে অস্বস্তি প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছে বলিয়াই যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এরূপ নহে। এরূপ স্থলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, অর্শের প্রকৃত নিরাময়কর ঔষধ কোথাও আছে কি না। তাহা না দেখিয়া যন্ত্রণার বশে, লোকের কুপরামর্শে হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন হইলে, কিম্বা ঠাণ্ডা ঠুণ্ডি বা অন্যায় টোট্‌কা টুটকি করিলে বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা। ইহাতে রোগ ও রোগীর যন্ত্রণাবৃদ্ধি হয়,—রোগের উপশম হয় না বরং আরও কৃচ্ছ্রসাধ্য করিয়া তুলে। অনেকের মনের ধারণা—অর্শোরোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাভ্রম। অর্শের প্রথম অবস্থা হইতে যদি সুচিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই রোগ আরাম হইয়া যায়। যে দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সে দিকে জল না ঢালিয়া অপর দিকে ঢালিতেছি; তাহাতে কি অগ্নির বিস্তার হ্রাস পায়? মনে করিয়া রাখুন, আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সর্ব্ববিধ তরুণ ও পুরাতন অর্শরোগে অব্যর্থফলপ্রদ মহৌষধ। আমাদের পথ্যাপথ্য পুস্তকের ব্যবস্থার সহিত এই মহৌষধ সেবন করিলে অন্তঃ ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ অর্শ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টন্‌টনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূয়াদিস্রাব নিবারিত হয়; কখনও কোনরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

মূল্য—প্রতি কৌটা ৪০টি বটিকাসহ	১।০ টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	।০ চারি আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১, ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্

লিমিটেড।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ।৷০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ।৷৴০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৶০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাঁহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।৷৴০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza, etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"**Doctor Batliwalla Dadar.**"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য

স্বীকার্য্যটি এই ;—

"যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।"

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্য্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্য্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাদ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ব্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত তলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্য্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অনুবন্ধ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্ব্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামতলিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

ঐ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।

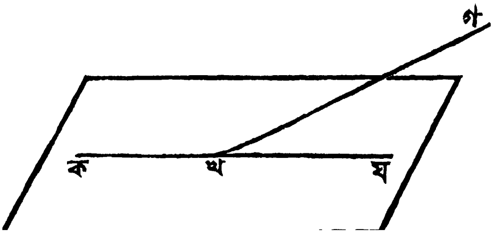

কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, **ক খ গ** সরল রেখার **খ গ** অংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে **ক খ** সরল রেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা **খ ঘ**।

অতএব **ক খ গ** ও **ক খ ঘ** এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ **ক খ**।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা **খ** বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া **ক খ** ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসদ্বয় পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।"

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

"যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাঁহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরম্ভ, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্ব্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সান্ত রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদিগকে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।" অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরম্ভরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দু সেই রেখার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই ;—

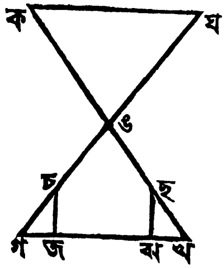

কারণ, "মনে কর, ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। আমি বলি যে, ক খ ও গ ঘ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ ঝ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ খ ত্রিভুজ এক সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের অংশ চ গ জ অথবা ছ খ ঝ এক সমতলে অবস্থিত

থাকিয়া অপর অংশ অন্য সমতলে অবস্থিতি করে, তবে ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের চ গ খ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ঙ গ ও ঙ খ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপরাংশ অপর সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [১১—১

অতএব ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ঙ গ খ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার প্রত্যেকেই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক খ ও গ ঘ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে। [১১—১

অতএব ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিতি করিবে" ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চ গ জ অথবা ছ খ ঝ ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিতি করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্ব্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক খ ঘ সরল রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া গ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, ক খ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করায় (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ায়) ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখাদ্বয়ের ক খ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই ;—

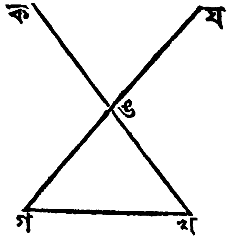

"ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত যথাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ঙ বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ঙ ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে "বৃত্তমাত্রই ব্যাসদ্বারা দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়" এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্যই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করাইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারম্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম স্বতঃসিদ্ধের অনুমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে বিন্দুদ্বয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকা অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা খ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। খ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্যত্র চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেষোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্ত্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্ত্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্ত্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় **ক খ ঘ** সরল রেখা ও **গ** বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় **ক খ** সরল রেখা ও **গ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্ত্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত খ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। খ তথ্যটি এই ;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্য ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে **ক খ** ও **ক গ** সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখাদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অনুযায়ী যে যে সমতল **ঘ** ও **চ** বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, **ঘ চ** সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং "**ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে" ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, **ঘ ঙ** সরল রেখা ও **চ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, "দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে", সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক্ বলিয়াই যেরূপ **ক** চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তদ্রূপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত **খ** চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই নিম্নোক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বর্ত্তুলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বর্ত্তুল সমান হইলেই তাহাদিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান যাবতীয় বর্ত্তুলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে **খ** চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেষোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।

কোন বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজাতীয় অপর বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখায় স্থাপন মাত্র বর্ত্তুলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি সমতল মিলাইতে হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা ব্যতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। বর্ত্তুল হইতে সমতলের এরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা ক্রমাগতই উপরিপাতনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা একটি নিয়মিত রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সহিত কোন্ অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। নিম্নে উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

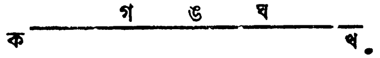

ক খ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে গ ঘ একটি লঘুতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। গ ঘ যষ্টিটি ক খ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া ক খ যষ্টির উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু গ ঘ যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা ক খ যষ্টির একটি কণিকার সহিত ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত রাখা গেল। এখন আর গ ঘ যষ্টি ক খ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি ক খ ও গ ঘ কাটি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের ধনুর আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি ;—

(ক) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।

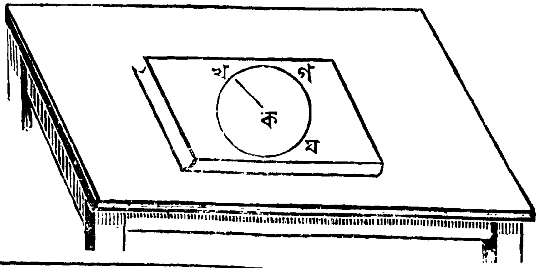

* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাউক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্ব্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে **ক** বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

এক্ষণে আর পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি **খ** বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া **ক খ** ব্যাসার্দ্ধ লইয়া **খ গ ঘ** বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা **ক** বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে **খ** বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্ব্বদাই **খ গ ঘ** বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি **খ** বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

বর্ত্তুলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে ;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই ;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্তুলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্য উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্তুলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্তুলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ অতি নিকটবর্ত্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের ধনু দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বর্ত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তদ্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেরূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ;—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।" এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহারা একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বর্ত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বর্ত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বর্ত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বর্ত্তুলের সমদ্বিখণ্ডকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্ব্বে সমতলের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ব্বাচন অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—"দেশ, সমতল ও বর্ত্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।" তদবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তরস্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্ত্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতায় একাধারে সমতল ও বর্ত্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়দিগের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্ত্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্ত্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২৩শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্ত্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে যাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (৯ পৃঃ)।

এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্ত্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সজাতীয় বর্ত্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তদ্রূপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্ত্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্ত্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্ত্তুল রেখা সরল রেখা।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্ত্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্ত্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।

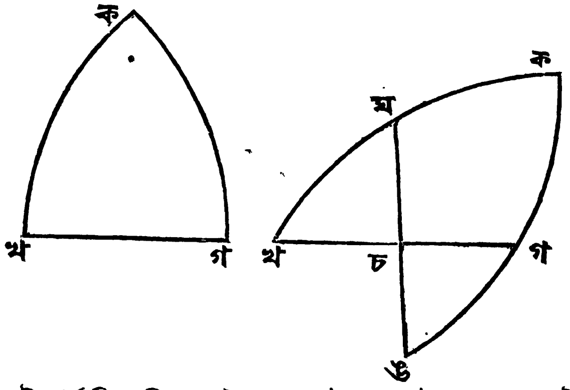

ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান। ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)
তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধের পাদরেখার সমান।
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)
তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।
মনে কর, ক খ বাহু বৃহত্তর ও ক গ বাহু লঘুতর।
ক খ হইতে ক ঘ পাদরেখা ছিন্ন কর।
ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া ক ঙ পাদরেখায় পরিণত কর।

ঘ ঙ এই দুই বিন্দুকে বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।
খ গ ও ঘ ঙ এর ছেদ বিন্দু চ।
ক ঘ ও ক ঙ এর প্রত্যেকে পাদরেখা।
অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।
আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।
অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান।
অতএব ঘ খ, গ ঙ এর সমান।
এক্ষণে ঘ খ চ ও গ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ;
ইহাদের ঘ খ বাহু গ ঙ বাহুর সমান;
অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ঙ চ কোণের সমান;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ।
এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্য্যস্ত গ চ ঙ কোণের সমান।
অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ঙ কোণের সমান।
কিন্তু চ গ ঙ ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

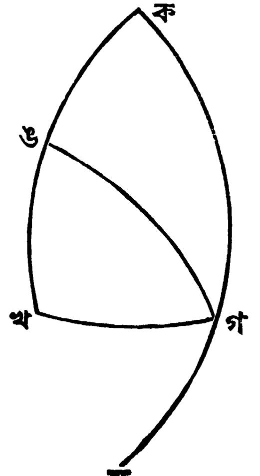

ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ঙ অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ঙ ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের ঙ খ গ ও খ গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ঙ কোণ যোগ করিলে

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

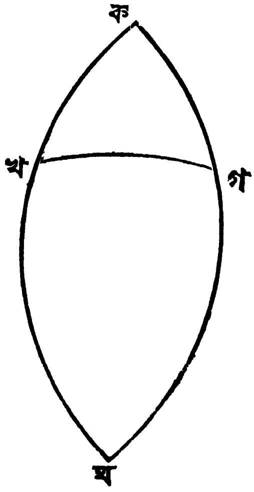

ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও ক গ বাহু বর্দ্ধিত করিয়া ক বিন্দুর বিপরীত ঘ বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও ক গএর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব খ ঘ ও ঘ গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ঘ খ গ ও ঘ গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক খ গ ও ঘ খ গ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং ক গ খ ও ঘ গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

(১) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

(২) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

সমতল যদি দেশের বৃহৎ বর্ত্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্ত্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্ত্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাত্রয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

(১) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

(২) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য্য বই কিছুই নয়।

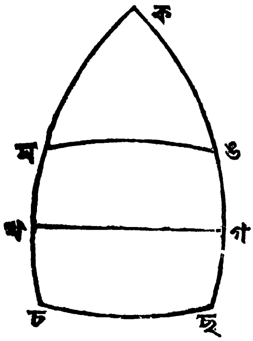

ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাদ্বয়ে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণ-দ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয়;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্ত্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্ত্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্য্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্ত্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কূট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা "বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলে অবস্থিতি করে," একমাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ এই সত্যটি সূত্রাকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, "বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।"

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সান্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সান্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথি-খানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অদ্যাপি সুললিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ন্যায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাবে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তদ্ভিন্ন এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্যেও অন্যান্য পুথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলাবতীর বিলাপ, বারমাসী ও চৌত্রিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'ক' চিহ্নিত পুথি-খানার শেষে 'ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১৮ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম কেওঢালা' লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের 'খ' চিহ্নিত পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অন্য একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা 'সাত নকলে আসল খাস্তা' এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু ভুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূলের পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্যখানার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর 'ক' পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে 'খ' পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি যেরূপ বিভিন্ন সুর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের দুই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ-বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় পাদ-টীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

ওঁ নমো গণেশায় নমঃ।

বন্দো দেব গণপতি মূষিক বাহনে গতি
এক-দন্ত বিঘ্ন-বিনাশন।
লম্বোদর স্থূল-কায় সিন্দুরে মণ্ডিত তায়
চতুর্ভুজ গজেন্দ্র-বদন ॥
প্রমথ১ দানব সাথে প্রণমহ ভূত-নাথে
বৃষারূঢ় শ্মশান-বেহারী।
পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল গলায় হাড়ের মাল
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী ॥
ভূমিগত হৈয়া কায় বন্দো দেবী মহামায়
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি।
একমন চিত্ত হৈয়া শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া
সর্ব্ব দেবে যারে করে স্তুতি ॥
বন্দো মাতা ভাগীরথী হরি-পদে উতপতি
নিজ-নাথ-জটা-বিলাসিনী২।
ভগীরথ-তপ-বলে প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলে৩
দ্রবময়ী:কলুষ-নাশিনী ॥

১। 'প্রথম' খ পুথি। ২। 'নিবাসিনী' খ পুথি। ৩। 'প্রকাশিত' ইত্যাদি স্থলে 'আসিলে অবনিতলে' ক পুথি।

একচিত্ত করি মন বন্দো দেব নারায়ণ
কমলা-সেবিত পদ যার।
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি
খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার॥
বন্দিব[৪] ভারতী-পায় শুভ্র[৫] সুবর্ণ-কায়[৬]
বাক্যময়ী সুমতিদায়িনী।
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে
কমলা কমল-বিলাসিনী॥
রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে।
ভাবিয়া যাহার পদ মুনিগণে গায় বেদ
চতুর্ম্মুখ লোহিত সর্ব্বাঙ্গে[৭]॥
ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুর-পতি
মহিষ-বাহনেতে শমন[৮]।
প্রণমহ ভক্তি-মনে অজ-রথ[৯] হুতাশনে
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন॥
বন্দো সিন্ধু-সুত-পায়[১০] ষোল-কলা-পূর্ণ-কায়
রুহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি।
গমন অরুণ রথে নব গ্রহ করি সাথে
প্রণমহ দেব দিন-পতি॥
দীন-হীনজন-বন্ধু ভকত-করুণা-সিন্ধু
শ্রীগুরু-চরণ বন্দো মাথে।
ভূমিগত হৈয়া কায়[১১] বন্দি কবিগণ[১২]-পায়
বিরচিত দ্বিজ[১৩] রঘুনাথে॥
সবে হৈয়া বিনিপুণ[১৪] শোন সত্য-দেব-গুণ[১৫]
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুদ্ধ' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে যমরাজ' খ। ৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'তায়' খ। ১২। 'কবিগণ' খ। ১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব্ব দেবগণ' খ।

অন্য১৬ যুগে নাহি ছিল তেঁই সে পুরাণে নৈল১৭
কবিগণে নানা মতে ভাষ১৮ ॥
পূর্ব্ব কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম
ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।
তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি
ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
নিত্য সেই বিপ্র জন গ্রাম করি পর্য্যটন
নিজোদর করয়ে পালন ।
আরো১৯ দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্য্যটনে যায়
তাহে দেখে২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্ষু*
দুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।
সদানন্দ শুনি বাণী যোড় করি দুই পাণি
নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥
শুনি প্রভু দয়াময় তাহে২১ উপদেশ কয়
সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।
বহু মন্ত্র-তন্ত্র২২ নয় সেবিলে বিভূতি হয়
সত্য সত্য কহিল বচন ॥
সোয়া পরিমাণ করি আতব-তণ্ডুল-গুড়ি
রম্ভা দুগ্ধ২৩ ইক্ষুর২৪ মিশ্রিত ।
প্রতিবাসী যত ধনী২৫ সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি
নারায়ণে করি নিবেদিত ॥
সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি সুভকতি২৬
যার যেই মানস করিয়া ।
ভক্তি করি রম্ভা-পাত লইবেক যুড়ি হাত
প্রসাদ খাইবে তাহে২৭ নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেঁই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিদ্রেরে করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ। * দিক্ষু—(সংস্কৃত 'দিক্ষু'=দিক্‌সমূহে) দিকে। ২১। 'তাথে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ। ২৩। 'দুগ্ধ' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'ভকতি' খ। ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া　　নগরে গেলেক ধাইয়া
বৃদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।
সেই দিন ভিক্ষা করি　　যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯
ঘরে আসি করিল পূজন ॥
বিধি মতে সেবা৩০ করি　　সভা ভরি৩১ বলে হরি
তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।
উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ　　স্তবন করিলা দ্বিজ
বর দিলা সত্য-ভগবান্৩২ ॥
খণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ　　ঐহিকে পাইবে সুখ
পারত্রিকে৩৩ আমার সস্থান৩৪।
ঐহা বলি দয়াময়　　আর করি দিব্যচয়৩৫
তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
সেই বর প্রকাশিল　　দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল
ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।
দ্বিজ৩৮ রঘুনাথে কয়　　সেবিলে বিভূতি হয়
সেব সবে সত্য-ভগবান্৩৯ ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।
কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৪০ করিল গমন ॥
কর্ম্ম-ফলে রৌদ্র-জালে তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥
বিপ্র দেখি বলে দুখী৪১ জল কর দান।
সদানন্দ পায্যানন্দ করাইল পান৪২ ॥
ভক্তিমন্ত দেখি শান্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪ ॥
বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
পর্য্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর ॥
সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে যাইয়া।
ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া ॥
ভিক্ষা-পথে সেই মতে শুনিয়া বিধান।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান্ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল ॥

২৮। 'মনন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ। ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারর্থিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ। ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দিয়া নিজ পরিচয়' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বুদ্ধি' খ। ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান' খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপক্ষ কাষ্ঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে 'দুঃখ দূর হৈল তোর কিমত প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত' খ।

শুনি হিত আনন্দিত কাঠরিয়াগণ।
ঘরে যাইয়া তুষ্ট হৈয়া পূজে নারায়ণ[৪৬]॥
তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর।
দুঃখ গেল ধন হৈল বিভূতি বিস্তর॥
তার শেষে সর্ব্ব দেশে হইল প্রকাশ।
সত্য-দেবে পূজি সবে দুঃখ কৈল নাশ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর[৪৭] সত্য-নারায়ণ॥

ত্রিপদী।

রত্নপুর[৪৮] নামে গ্রাম সর্ব্ব-গুণে গুণ-ধাম
তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা তার লীলাবতী রূপে গুণে মহামতি[৪৯]
ঘরে তার নাহিক সন্ততি॥
এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন
কাশীপুরে কৈলা[৫০] অধিষ্ঠান।
তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে[৫১] সাধু-তরি
এক কন্যা হৈল উপদান* ॥
রাখি কলাবতী নাম পাত্র আনি অনুপাম
শঙ্খপতি তাহান বিধান[৫২]।
শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি
কন্যাকে করিল সম্প্রদান॥

খর্ব্ব ছন্দ।

বর সঙ্গে মন-রঙ্গে তুষিয়া সুন্দরী।
শাস্ত্র-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি॥
দুই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল।
মহাসুখে সকৌতুকে রজনী বঞ্চিল॥
এহি মতে আনন্দেতে সাধু কন্যা পাইলে।
সত্য-দেবা নৈলে সেবা[৫৩] সাধু কর্ম্মফলে॥
কত[৫৪] দিনে সাধু[৫৫] মনে বাণিজ্যে যাইতে।
সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে[৫৬] নৌকা-আরোহণ।
উচ্চ-রব মাল্লা সব করে ঘন ঘন॥
সর্ব্ব পথে নানা মতে দেখি তীর্থগণ।
প্রণমিয়া প্রবন্ধিয়া[৫৭] করিল[৫৮] তর্পণ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয় স্থলে 'কাষ্ঠতক্ষ সেই বাক্য শুনি সাবধানে। ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজিল বিধানে॥' ক। ৪৭। 'দুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ। ৪৮। 'রক্তপুর' খ। ৪৯। 'মহাসতী' ক। ৫০। 'হৈলা' খ। ৫১। 'আইল' খ। * উপদান=উৎপত্তি। ৫২। 'রাখি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ৫৩। 'সত্য' ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ। ৫৪। 'এক' খ পুথি। ৫৫। 'হৈল' খ। ৫৬। 'শুভ' ইত্যাদি স্থলে 'শুভক্ষণে সুলগনে' ক। ৫৭। 'করে যাত্র্যা' খ। ৫৮। 'স্নান যে' খ।

তার পরে সেই[৫৯] সফরে রাজা সত্যবান্ ।
রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥
আজ্ঞা পায়্যা বাসা লয়্যা ছান্দিল দোকান।
পূর্ব্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥
রাজ-ঘরে যায়্যা চোরে সর্ব্বস্ব হরিল।
সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল[৬০] ॥
চরগণ অনুক্ষণ রাজ-আজ্ঞা পায়্যা।
হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়্যা ॥
নারায়ণে কুপ্ত-মনে[৬১] বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া।
মুক্তা কাণে সাধু পানে[৬২] দিলা দেখাইয়া ॥
স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শঙ্খপতি।
চোর করি[৬৩] আনে ধরি শ্বশুর সংহতি ॥
কর্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা দুই জন।
গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥
জামাতার বহুকাল[৬৪] শ্বশুর সংহতি।
দেখি[৬৫] লীলা দুঃখশীলা সদত রোদতি ॥
সত্য-কোপে কোনরূপে[৬৬] হরি নিল ধন।
কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥
দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥
উপবাসে বেলা-শেষে[৬৭] সাধুর কুমারী।
ভিক্ষা জন্যে গেল কন্যে[৬৮] ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥
সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ।
কলাবতী দুঃখ-মতি পুছিল কারণ ॥
পূজা মত বিধি যত শুনিয়া বিশেষ।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ।
সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি প্রাতে কহে[৬৯] পাত্র স্থানে।
বন্দিযুক্ত দুই মুক্ত[৭০] সেই ক্ষণে আনে ॥
তুষ্ট মনে দুই জনে করাইল স্নান।
নিতি কর্ম্ম যথা[৭১] ধর্ম্ম বস্ত্র-পরিধান ॥
দুই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর।
মিষ্ট ভাষি[৭২] দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥
অশ্ব গজ বানা[৭৩] ধ্বজ নানান প্রকার।
রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥
হীরা মতি নানাজাতি প্রধান[৭৪] যতেক।
সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক ॥
নানাবিধি তৈজসাদি কহন না যায়।
গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায় ॥
বানিয়াতি নানাজাতি লঙ্গ তেজপাত।
জাতিফল নিয়াছল এলাচি গুজরাত[৭৫] ॥
নিজ পুরী শূন্য করি দিল[৭৬] নানা ধন।
যোড়-কর[৭৭] পরিহার করয়ে রাজন ॥

৫৯। 'সু' ক। ৬০। 'নিল' ক। ৬১। 'ক্রোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'মুক্তা ঢলে সাধুগলে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে 'দৈবযোগে কর্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক। ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিদ্রা' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি সপ্ন কহে প্রশ্ন নিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'যত' খ। ৭২। 'রাশি' খ। ৭৩। 'দিব্য' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই। ৭৬। 'দিয়া' ক। ৭৭। 'করযোড়ে' খ।

দৈবাধীনে৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা। পড়ি ভূমি পদ নমি কৈলা সম্ভাষণ৮০ ॥
বিনা দোষে কৈল৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা ॥ মৃদুভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায়।
রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন। করি নতি গণপতি চড়িলা৮১ নৌকায় ॥

ত্রিপদী।

আনন্দে চড়িয়া৮২ নায় সদাগর দেশে যায়
হরি বলে৮৩ দাড়ি মাঝিগণ।
হেন কালে ধীরে ধীরে৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে৮৫
আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥
পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে
পরিহাস্যে৮৬ সাধু কহে কথা।
তুমি ভিক্ষু৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল
ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি৮৮
এবমস্তু বলিলেন ছলে।
নৌকায় যত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল৮৯
ভাসিয়া উঠিল সব জলে৯০ ॥
দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন৯১
হেন কালে কহে শঙ্খপতি।
আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর৯২
তবে তোমার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা
জামাতার সহিতে গমন।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত। তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িয়া ভূমিত ॥' ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বৃদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যে' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'যদুমণি' খ। ৮৯। 'নৌকায়' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার যতেক ধন আচম্বিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার দ্বিজবর' খ।

নতশির গদগদ　　ধরিয়া বিপ্রের পদ
করিলেন অনেক স্তবন ॥
সাধু যদি মিনতিলা৯৩　　শুনি দ্বিজ৯৪ তুষ্ট হৈলা
নৌকা কাছে করিলা গমন।
দয়া কৈলা নরহরি　　ধনপূর্ণ হৈল তরি
নমি সাধু চলিলা তখন৯৫ ॥
বাহ বাহ সাধু ডাকে　　মাল্লাগণ বাহে ঝাকে
নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম।
পবন-সঞ্চারে৯৬ ধায়　　আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়
সন্ধ্যাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥
গৃহে লীলাবতী ধনী　　পুরোহিত ডাকি আনি৯৭
পূজা করে সত্য-নারায়ণ।
হেন কালে বলে চরে　　লক্ষপতি আইল ঘরে
মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি　　শীঘ্রগতি সাধু-নারী
নদীতীরে করিলা গমন।
কলাবতী শুনি কথা　　প্রসাদ ফেলিয়া তথা
ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥
এথা ঘাটে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
লাগাইয়া সপ্তখানা তরি।
বাদ্যভাণ্ড উতরোল৯৮　　নাহি শোনে কার বোল
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ খঞ্জরি ॥
কলাবতীর অপরাধ　　তাহে ঘটে পরমাদ৯৯
কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল।
উদিত নির্ম্মল১০১ শশী　　লক্ষপতি ছিল বসি
নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥
হেন কালে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
নৌকা হইতে উঠিলেক তটে।

৯৩। 'প্রণতিলা' খ। ৯৪। 'প্রভু' খ। ৯৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল গমন' খ। ৯৬। 'গমনে' খ। ৯৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি ডাকি লীলা' ক। ৯৮। 'উচ্চ রোল' খ ৯৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু জগন্নাথ' ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'কুপ্ত হৈয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে শীঘ্র আন জামাতাকে
নৌকা সহ নাহি দেখি ঘা'ট ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ কিবা হৈল বজ্রাঘাত
প্রাণ-সম জামাতা কোথায়।
লীলাবতী শুনি বাণী শিরেতে পাষাণ হানি
অচেতনে পড়িয়া তথায়১০২ ॥
হেন কালে কলাবতী ধায়্যা আসি শীঘ্রগতি
কথা শুনি হৈলা অচেতন১০৩।
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা ধরা-তলে লোটায়্যা
সকরুণে করিছে রোদন ॥

লাচারি*।

কান্দে নারি কলাবতী আহা প্রভু প্রাণপতি
অভাগিনী ডাকিছে তোমারে।
কোন অপরাধে মোরে পাসরিলা প্রাণেশ্বরে
কি কারণে তেজিলে আমারে ॥
সপনেহ তোমা বিনে অন্য নাহি মোর মনে
তবে কেনে নিদয়া হইলা।
প্রফুল্ল সময় পায়্যা মধু-পান না করিয়া
কেনে পুষ্প বিসর্জ্জন কৈলা ॥
চন্দ্র-হীন১০৪ নিশি-শোভা সূর্য্য বিনা যেন দিবা
শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী।
মণি-হারা যেন ফণী শশী বিনা কুমুদিনী
কাদম্বিনী বিনা সৌদামিনী ॥
জল বিনা যেন মীন সরোবর পদ্মহীন
পদ্ম যেন বিনা মধুকর।

১০২। 'অচেতনে' ইত্যাদি স্থলে 'ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' খ। ১০৩। 'হেন কালে' ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওট তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে 'হে', 'ওহে', 'আরে' ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। ১০৪। 'তারা-হীন' ক।

রাজা-হীন যেন ভূমি তোমা বিনে তেন আমি
শোকানলে হৈয়াছি কাতর১০৫ ॥
পরবাসে ছিলে১০৬ তুমি সতত চিন্তিত আমি
আগমনে পূরিবে বাঞ্ছিত।
দ্বাদশ বৎসর পরে যদি বা আসিলা ঘরে
তাহে বিধি করল বঞ্চিত ॥
কোন অপরাধে মোরে বিধি বিড়ম্বনা করে
কিবা মোর লিখিল ললাটে১০৭।
কোন জন্মে ছিল পাপ কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ
সে কারণে পতি ডুবে ঘাটে১০৮ ॥

বারমাসী।

ইহ ত বৈশাখ মাস তুহিন১০৯ হইল নাশ
প্রচণ্ড যে হইল তপন১১০।
বসন্ত আগত দেখি ডাকয়ে কোকিল পাখী১১১
আমি তাহে দুঃখিত বিমন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডারুণ১১২ গ্রীষ্ম হৈল সুদারুণ১১৩
পক্ক আম্র হইল মিলন।
ফুটিল বকুল জাতি তাহে মোর নাহি পতি১১৪
কাল যাবে করিয়া কেমন ॥
আষাঢ়েতে ঘন বৃষ্টি শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি
ভাদ্র মাসে পক্ক তালগণ।
আশ্বিনেতে দশভুজা ত্রিভুবনে করে পূজা
তাহে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পর-বাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিলা' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা বিষম মদন-জ্বালা
চিত্ত মোর করয়ে দাহন।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অনুরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোল' খ। ১১৩। 'সুধারোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

কার্ত্তিকে শরত কাল নিশি-শোভা অতি ভাল১১৫
মার্গশীর্ষে নবীন ভোজন।
পৌষ মাসে দিবা-হ্রাস দীর্ঘ রাত্র অভিলাষ
তাহে মোর পতির মরণ॥
মাঘ মাস মহাধন্ত স্নানদানে মহাপুণ্য
সুমধুর১১৬ তাম্বুল চর্ব্বণ।
ফাল্গুনেতে মন্দ শীত চৈত্রে নারী হরষিত১১৭
তাহে মোর পতির নিধন॥
এহি মতে কলাবতী বিলাপ করিয়া অতি
উচ্চস্বরে১১৮ করিছে রোদন।
কাতর করুণা* শুনি দয়া কৈলা দেবমণি১১৯
দ্বিজ রঘুনাথের বচন॥

থর্ব্ব ছন্দ।

লক্ষপতি শুদ্ধমতি করে হাহাকার।
হেন কালে পড়ি গেলে শব্দ হুহুঙ্কার॥
শোন সাধু তোর বধূ কহুক কন্যারে।
ভূমিগত প্রসাদ১২০ তুলিয়া খাইবারে॥
এত শুনি সাধু-মণি হৈল হরষিত।
মৃত দেহে হৈল তাহে জীব সঞ্চারিত১২১॥
আচম্বিতে সচকিতে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা লীলা আদেশিলা অতি হৃষ্টমতি॥
লীলাবতী শীঘ্রগতি কন্যাকে কহিল।
সাধু-কন্যা মানি ধন্তা১২২ প্রসাদ খাইল॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু গদাধর।
নৌকা ঘাটে ভাসি উঠে জলের উপর॥
লক্ষপতি শীঘ্রগতি জামাতা আনিল।
নারীগণে শুভক্ষণে ঘরে নিয়া গেল॥
বারেবার অঙ্গীকার পূজা করিবার।
তুষ্টমনে দুই জনে আরম্ভিলা তার॥
নিমন্ত্রণ নিবেদন করি সদাগর।
চারি পাশে দেশে দেশে পাঠাইলা চর॥
বাদ্যকার নাট্যকার বিদ্যাধরগণ১২৩।
যত১২৪ প্রজা সাধু রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥

১১৫। 'কার্ত্তিকে' ইত্যাদি স্থলে 'উষ্য মাসে দেবরাস দশ ইন্দ্র পরকাশ'। ক। ১১৬। 'লবঙ্গযুক্ত' খ। ১১৭। 'চৈত্রে' ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র মাসে বসন্তত' ক। ১১৮। 'উচ্চারিয়া' ক। *করুণা=কাতর-উক্তি। ১১৯। 'কৈলা' ইত্যাদি স্থলে 'কৈয়া দৈববাণী' খ। ১২০। 'প্রসাদ যত' খ। ১২১। 'এত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে—

'এত শুনি সাধুমণি হৈলা অচেতন।
তপ্ত স্থল দিলা জল কোন মহাজন॥' ক।

১২২। 'সাধু' ইত্যাদি স্থলে 'ব্যস্ত হৈয়া শীঘ্র যাইয়া' খ। ১২৩। 'বিদ্যাধরীগণ' খ। ১২৪। 'সঙ্গে' ক।

প্রতিবেশী দাসদাসী আসিয়া মিলিল১২৫ ।
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥
দুগ্ধ গুড় রম্ভা আর আতব তণ্ডুল ।
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাম্বুল ॥
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ ।
উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান ॥
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচুর খাসা ।
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥
কন্দ গাঠা অন্ধীমিঠা১২৬ এলাচির দানা ।
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা ॥
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব্ব কত কব তারে১২৭ ।
ফল আদি নিরবধি দিল ভারে ভারে ॥
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে ।
নারীগণ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥
স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ১২৯ঘটে করিয়া স্থাপন ।
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥
উত্তরাস্যে অপ্রকাশ্যে স্মরি বিষ্ণু-বীজ ।
ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥
ঢোল ডম্ফ জগঝম্প খঞ্জরি মৃদঙ্গ১৩০ ।
তাম্বুরা মন্দিরা আর তবল তরঙ্গ ॥
সপ্তস্বরা সেতারা আর সারিন্দা পিনাক ।
বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥
উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে ।
বেশ করি বিদ্যাধরী নাচয়ে কৌতুকে ॥
সুস্বরিত১৩১ গায় গীত গায়ক সকল ।
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল সুমঙ্গল ॥
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী ।
স্বর পূরি১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন ।
দুঃখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু ।
কৃপা-মন নারায়ণ তার১৩৩ ভবসিন্ধু ॥

স্তব অক্ষর চৌতিশ* ।

করি যোড় পাণি কহে স্তুতি-বাণী১৩৪
কাতর কলুষ-ত্রাসে ।

১২৫। 'প্রতিবেশী' ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রম্ভা আতব তণ্ডুল। বাটা ভরি সজ্জ করি গুবাক তাম্বুল ॥' ১২৬। 'কন্দ' ইত্যাদি স্থলে 'নকুলাদি নানাবিধি' খ। ১২৭। 'মিষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে 'যত সর্ব্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর। 'লিখিতে কহিতে হয় গ্রন্থ বিস্তর ॥' ক। ১২৮। 'নারীগণ' ইত্যাদি স্থলে 'মধ্যাঙ্গনে বিদ্যাসনে বেদবিধি মতে ॥' ক।

১২৯। 'পূর্ণ' ক। ১৩০। 'ঢোল' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—'ঢাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ খঞ্জরি। তাম্বুরা সারিন্দা বীণা শানাই ভেউরি ॥ সপ্তস্বরা সেতারা কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ ॥'

১৩১। 'সুস্বরেতে' খ। ১৩২। 'স্বর পূরি' স্থলে 'সব নারী' খ। ১৩৩। 'নারায়ণ তার' স্থলে 'গদাধর তরাও' খ। * এই স্তবের কলিগুলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। 'করি' ইত্যাদি স্থলে 'করি স্তুতি-বাণী করযোড় পাণি' খ।

কৃষ্ণ কৃপাময় কেশি-কংস-জয়[১৩৫]
ক্লেশ-ক্ষয় কর দাসে[১৩৬] ॥
খল-তাপ-হারী খল-ক্ষয় করি
খিতি ধরিছ আপনে।
খীরোদ-নিবাসী খগেন্দ্র-বিলাসী
খেমা কর খিন জনে ॥
গোলক ছাড়িয়া গোপ-গৃহে যায়্যা
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী।
গোপ-শিশু লয়্যা গো-ধেনু চরায়্যা
গোপী-চিত্ত কৈলা চুরি ॥
ঘোর ভবার্ণবে ঘূর্ণিত এ সবে
ঘেরিছে শমন-দূতে।
ঘরের সেবক ঘুচাও বিপাক[১৩৭]
ঘোষণা রবে[১৩৮] জগতে ॥
উতপতি-কারী উনমত্ত-ঐরি
উড়িষ্যায় অবস্থিতি।
উক্তি-মুক্তি-দাতা উমাপতি ধাতা[১৩৯]
উদ্দেশিয়া করে স্তুতি ॥
চণ্ডী-চক্রেশ্বর[১৪০] চতুর্ভুজ-ধর
চন্দ্রচূড়ার্দ্ধাঙ্গ-মাথা[১৪১]।
চারু চন্দ্র-বর[১৪২] চরণে নখর[১৪৩]
চূড়ায় ময়ূর-পাখা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-কারী শ্রীপতি শ্রীহরি
শ্রদ্ধা স্নেহ অবতীর্ণ।
ছিল দশ-মুণ্ড ছত্র নব দণ্ড
ছলে কৈলা ছিন্ন ভিন্ন ॥
জয় জনার্দ্দিন জাদব-নন্দন
জয় জগন্নাথ-স্বামী।
জগত-কারণ জগত-পালন
জগত-নাশনে জামী[১৪৪] ॥
ঝলমল মুখ ঝলকে ত্রিলোক
ঝলমল বন-মালা।

১৩৫। 'কশিক হৃদয়' খ। ১৩৬। 'ক্লেশ দিলা দীন দাসে' খ। ১৩৭। অপদে' খ। ১৩৮। 'করে' খ। ১৩৯। 'উক্তি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৪০। 'চণ্ডেশ্বরী' খ। ১৪১। 'চন্দ্র'-ইত্যাদি স্থলে 'চন্দ্রচূড়াঙ্গনা মাথা' খ। ১৪২। 'চন্দ্রধর' খ। ১৪৩। 'চরণে নখর' স্থলে 'চরণ নির্ম্মল' খ। ১৪৪। 'জগত'—ইত্যাদি স্থলে 'জগত-সংসার-কর্ত্তা তুমি' খ। 'জামী' (সংস্কৃত—'যামী')= প্রহরী।

ঝাপনে১৪৫ কলুশ ঝঙ্কারে মানুষ
ঝাটে হর১৪৬ যম-জ্বালা ॥
নিয়মিত-কর্ত্তা নিয়মিত-ভর্ত্তা
নিয়তস্বরূপ তুমি ।
নিয়মিত-বন্ধু নিস্তার-মুকুন্দ
নিদানে পরিছি আমি১৪৭ ॥
টুটাইছে যমে টোনসরোসমে(?)
টঙ্ক*-ধারী অনুচরে১৪৮ ।
টঙ্কারহ ধনু টলমল তনু১৪৯
টুটাও ভব কিঙ্করে ॥
ঠাকুর নিকটে ঠেকেছি সঙ্কটে
ঠাইট নাহি মারে দাসে১৫০† ।
ঠেকিয়াছি ঘোরে ঠাণ্ডা কর মোরে
ঠাই দিয়া পদ পাশে ॥
ডাহিনে বামেতে ডাঙ্গ‡ বাণ হাতে
ডংসিছে¶ শমন-দূতে ।
ডর নাহি তাকে ডাকিয়া তোমাকে
ডঙ্কা মারি** রবিসুতে ॥
ঢাক ঢোল আদি ঢক্কা নানাবিধি১৫১
ঢল ঢল কাঁসী বাজে ।

১৪৫। 'ঝলকে' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ নিমিত্ত-পূরণ
নির্ধন জনের বন্ধু ।
নিরঞ্জন রূপ নির্ব্বিকার-স্বরূপ
নিত্য নিত্য ভব-সিন্ধু ॥'

* 'টঙ্ক'=পাষাণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ। ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা— 'টলমল নীরে টুটিয়া গম্ভীরে
টুটাইলা ভূমি-তলে ।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। † 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সদ্বিবেচক প্রভু) দাসকে ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাঙ্গ'= অঙ্কুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। ¶ 'ডংসিছে'=পীড়ন করিতেছে; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত হয় না; বিদ্যাপতির পদাবলির 'দমন-লতা জনু দমসল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)। ** 'ডঙ্কা মারি'=বিজয়-সূচক ডঙ্কা-ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'ঢুলু ঢুলু নেত্র ঢুলু ঢুলু গাত্র ঢল ঢল কাঁশী বাজে ।
ঢুমুক লইয়া ঢুমুক বাজায়্যা ঢম্প করিয়া সাজে ॥'

ঢোলে বাজে তাল ঢোলে বন-মাল
ঢুলু ঢুলু আঁখি সাজে ॥
অনন্ত-সংস্থিত অনন্ত-বেষ্টিত১৫২
অনন্ত তোমার নাম ।
অনন্ত-শয়ন অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥
ত্রিলোক-তারক১৫৩ ত্রিগুণ-ধারক
তত্ত্ব তোমা১৫৪ কেবা জানে ।
তাপিত তনয় ত্রাসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে১৫৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি স্থিতি যম
স্থূলাস্থূল১৫৬ ভূমণ্ডলে ।
থরথর১৫৭ ভয় থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥
দনুজ-দলন দৈবকি-নন্দন
দুষ্ট কংসাসুর-বৈরি ।
দীনহীন বন্ধু দয়াময় সিন্ধু
দরিদ্র-তরণে তরি১৫৮ ॥
ধরাধর ধরি ধরণী উদ্ধারি
ধন্য করিলে মহিমা১৫৯ ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা১৬০ ॥
নম নারায়ণ নম জনার্দ্দন
নরসিংহ-অবতারী ।
নম সনাতন নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি১৬১ ॥

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তত্ত্ব তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান দেখ' খ। ১৫৭। 'থরসুর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্য' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অঙ্গে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন ধন্য ত্রিভুবন
ধরিলা চরণ-তরঙ্গে ।—খ পুথি ।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—

'নমো নমো নম নমো নরোত্তম
নমো নৃসিংহ অবতারী ।
নমো নারায়ণ নমো নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ পতিত-পাবন
পতিত জনের বন্ধু।
পতিত কিঙ্করে পাপিষ্ঠ পামরে১৬২
পার কর ভব-সিন্ধু॥
ফণি-বৈরি-কন্ধে ফিরহ১৬৩ আনন্দে
ফণি-সজ্জা ফণি-পতি।
ফণি-মণি গলে ফণি-রূপ ছলে
ফণায় ধরিছ ক্ষিতি॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী বিপিন-বিলাসী
বৃন্দাবনে বংশীধারী।
বক বধিবারে বসুদেব-ঘরে
বলভদ্র-অবতারী॥
ভারাবতারণে ভুবন-পালনে
ভৃগুরাম অবতার।
ভব-ভয়ে ভীত১৬৪ ভকতি-বঞ্চিত
ভবার্ণবে কর পার॥
মোহিনীর ছলে মোহি দৈত্যকুলে
মায়াতে করিলা নষ্ট।
মুকুন্দ মুরারি মধুকৈটভারি
মহিমা বেদ-অপষ্ট॥
যজ্ঞ-যোগ্য-কারী যজ্ঞ-যম-হারী
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি১৬৫।
যোগ-নিদ্রা-রূপ যোগেন্দ্র-স্বরূপ
যোগমায়াময় নিধি॥
রাম-রূপ ধরি রাবণ সংহারি
রক্ষা কৈলা সুর-লোকে।
রবির তনয় রিপু দুরাশয়
রক্ষিতা হও সেবকে॥
লয্যা তব নাম লঙ্ঘি সিন্ধুধাম
লঙ্কা-জয়ী হনুমান।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন লক্ষ্মী-নারায়ণ
লক্ষ্মীপতি ভগবান॥
বামন হইয়া বলিকে ছলিয়া
ব্রহ্মাণ্ডে১৬৬ লইলা ভিক্ষা।

১৬২। 'পতিত' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে' খ। ১৬৩। 'ফিরয়ে' খ। ১৬৪। 'ভব' ইত্যাদি স্থলে 'ভয়ভীত-চীত' ক। ১৬৫। 'যজ্ঞ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের স্থলে ক পুথির পাঠ যথা,—'জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি।' ১৬৬। 'ব্রাহ্মণে' খ।

বরাহ-রূপেতে বসিয়া বনেতে১৬৭
বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥
শক্তি-শূলধর শঙ্খচক্রেশ্বর
শম্ভু স্বর স্বরূপিলে১৬৮ ।
শর-বাহু ঐরি শশি-কলা ধরি
শাক্তানন্দ প্রদাইলে১৬৯ ॥
ষড়্‌গুণাশ্রিত ষট্‌কর্ম্ম-বর্জ্জিত
ষষ্ঠীরাত্র-নির্ব্বন্ধিতা ।
ষড়্‌ভুজ-ধারী ষড়্‌রিপু-হারী
ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা* ॥
সর্ব্ব-বেদ-বিধি সর্ব্ব-গুণ-নিধি
সর্ব্ব জীবে তুমি ভর্ত্তা ।
সৌখ্য-মোক্ষ-দাতা সংসার-পালিতা
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-কর্ত্তা ॥
হাস্য-লীলা করি হৈলা হর-হরি
হলধর অবতীর্ণ ।
হিরণ্যকশিপু হৈয়া তার রিপু
হেলায় করিলা চূর্ণ ॥
ক্ষত্রিয় সকলে ক্ষয় কৈলা ছলে
ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি ।
ক্ষীণ দীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন১৭০
ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান ।
তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
পূজা সাঙ্গে হৃষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি ।
নিমন্ত্রিত বিদায়িত কৈলা যথামতি১৭১ ॥
কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল ।
লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥
ভক্তি-ভাবে যেই সবে পূজে চিরকাল ।
ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥
সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম ।
সমাপ্ত হইল পুথি করহ প্রণাম ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি ।
সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বামেতে' খ। ১৬৮। 'স্বরূপিণী' খ। 'শম্ভু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয় এই যে—শম্ভু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯। 'প্রদাইনী' খ। * 'পূর্ণিতা'=পূর্ণয়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্ত্তা। ১৭০। 'ক্ষীণ' ইত্যাদি স্থলে—'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র রুদ্র জনে' খ। ১৭১। 'বিদায়িত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক যত যায় যথা তথি' খ। † 'ঠাকুরাল'=ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অন্তিম কলিটি ক পুথিতে নাই।

"সংবাদসাধুরঞ্জন"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের ফাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম "সংবাদসাধুরঞ্জন"। আকার তৎকালীন প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১″×৮॥″। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম "সুধীরঞ্জন" বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—"মৎপ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।"

'সংবাদসাধুরঞ্জনে"র আলোচ্য সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়,—

"প্রচণ্ডপাষণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ। সমস্তসল্লোকমনোঽনুরঞ্জনঃ॥
সদা সদালোচনলোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥"

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমের অন্তভাগে লিখিত আছে —"এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়।, মাসিক মূল্য ।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২৷০ টাকা।" এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—"Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor."

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। "সাধুরঞ্জন" পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক "পাষণ্ডপীড়নের" মৃত্যুর পর *। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

---

* পাষণ্ডপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্য্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ দ্রষ্টব্য)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ন্যায় আগন্ত বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলমে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, "খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি" নামক যে "মাসিক পুস্তক" ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় "আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে"। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকন্তু প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। "অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।" (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা "মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটির ৬৭ নং ভবনে।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে প্রথমেই "হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন"। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলমের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবির নিক্ষেপ করিবার সময় ভ্রমক্রমে "মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে" ফাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্ত্তৃক তজ্জন্য বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০৲ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। "কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিরের আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।" এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলম ও ২য় কলমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা--"মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বিদ্যানাম্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদঙ্কুর উন্মীলন হইয়া যত্নাম্বু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য শৌর্য্য তৌর্য্যাদি সুগন্ধি সুন্দর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে সুশোভিত করে। এবং সেই মনোবন অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকুঞ্জমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্যার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের মধ্যভাগ পর্যান্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "করুণাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্ত্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কস্যচিৎ বলাগড়ি বিস্তাগমস্থ ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলমের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলমের অর্থাৎ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত "কস্যচিত হুগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্য। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিম্নস্থ কতিপয় পদ্যপংক্তি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অনুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাটীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জ্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা রদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতায় এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকা-নাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপয় কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" (১৮৬৬) সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্য পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অন্য কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভদ্রার্জ্জুন *

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৭ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা— রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জুন | অর্থাৎ | অর্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।| শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা। | সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥| কলিকাতা | চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।| শকাব্দ ১৭৭৪।|

পুস্তকের আকার ৭″×৪″।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় "নারায়ণে" (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) "বাঙ্গালা আদি নাটক" এবং "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরৎবাবুর "বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "রমণী নাটক"এর উল্লেখ আছে। এই "নাটকের" এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাসুন্দর ধরণের অথচ তদপেক্ষা বিকৃতরুচির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দীনেশবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ:—"শ্রী শ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক ॥ / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল / বঙ্গভাষায় পয়ারাদি / বিবিধ প্রকার অভি / নব ছন্দে দিব্য ২ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / ভে বেমুর্জ্জী এণ্ড কোংদিগের ইষ্ট / ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। / সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন ॥ / মূল্য ১ টাকা মাত্র। /" উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ ক্কুরাব্যা * যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে ; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জল্যমান করাই কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে ; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্ত্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারাচরণ শীকদার।"

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পয়ারছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৪২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম }	
অর্জ্জুন }	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
নকুল }	
সহদেব }	
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী
সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মত্তপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক—(পৃঃ ১—১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১—১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪) নারদ কহিলেন—"ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের জন্য এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃঃ ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন। অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক ; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, (পৃঃ ১৪—১৫) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫—১৯) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুযোগে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জ্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জ্জুন কি বলিতেছে।
যুধি। তীর্থেতে যাইবে।
দ্রৌপ। কিরূপ সম্ভবে ইহা।
অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।
দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।
অর্জ্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।
দ্রৌপ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।
অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬—১৭)

দ্বিতীয় অঙ্ক—(পৃঃ ১৯—৪০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য

তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।
বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥
দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥
বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥
দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥
রোহি। দিদী, কি বলিতেছ ?
দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।
রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।
বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি ?
দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)
বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥
বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥
বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥
বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম॥
বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।
রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥
(গমনোদ্যোগ করিলেন)

দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥

বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥

রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য ॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥" (পৃঃ ২০—২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, "নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।" (পৃঃ ২৪)

"(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)"

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫—৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। "তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন"। বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি। দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১—৪০), যদুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পাবে? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ওঁর বেয়াই কাণা, তাতে ওঁর কি আটক খাবে। বেয়াএর সঙ্গেত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩২—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোঁট" যেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃঃ ৪০—৪৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃঃ ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭—৫৩)। পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

---

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩—৬১)। রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (Comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।
সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥
চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,
মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঁঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জ্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জ্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জ্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।
আমি মদের জন্যে হব খুন॥
যখন অর্জ্জুন আস্‌বে কাছে
তার কাছে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেঁটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে দুই কৃষ্ণ—অর্জ্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতুহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢং আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার তখন "সখি থর-থর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জ্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জ্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ" (১৩২১-২২) পৃঃ ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগল্‌ভা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। 'বিদ্যাসুন্দরী' নায়িকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জ্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—"(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্ত্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে। সত্যভামাকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত ॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে ত্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানা-টানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই ; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮—৯২), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গদ্য, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২—৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে ; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, "আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে।" সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৫—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮—১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০—১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গদ্য।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১—১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্‌গদ প্যান্‌পেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তার পর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শক্রর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০১—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জ্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২—১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জ্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।" (পৃঃ ১১৪)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১২০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্য সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে ; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জ্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জ্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শি হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। 'এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"এত অপমান যার　　জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ　　লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥

* কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি।" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানতাবশতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥" (পৃঃ ১৪২)

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত ; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

পরিশেষে ব্যক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান্‌ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে; যাঁহারা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চির-দিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ, উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালা ভাষা", এবং "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ" ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাঁহাদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাদের শ্রম-লাঘব হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের 'অতিথ' শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, "ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী", তিনি এই অর্থে "অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও" পান নাই।* কিন্তু 'অতিথ-সেবা', 'অতিথ-শালা', 'অতিথ-ফকীর', ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাঁহারা 'অতিথ' নামে সেবা পান, তাঁহারা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে 'অতিথ' আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ 'অথিত-অভ্যাগতে'র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি 'অতিথ-ফকীর', 'অতিথ-অভ্যাগত' প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে 'সহচর' সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ।" তিনি বলেন, "শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।" সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা 'সহচর' নহে, সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি; 'সহচর'

---

* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঞ্চলে 'অতিথ' (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ,—ছাইমাখা জটাধারী পশ্চিমাঞ্চলের সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, 'অনুচর', 'উপচর', 'প্রচর' ও 'প্রতিচর', এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে 'অতিথি' ('অতিথ' নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইহাঁরা 'অভ্যাগত'। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্যের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে 'বন্ধু', মাননীয় হইলে 'অভ্যাগত', মধ্যম কিংবা লঘু হইলে 'আগন্তু', সাধু-সন্ন্যাসী হইলে 'অতিথি', এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে 'পথিক'। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সৎকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। 'অতিথি' শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাহাঁকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাহাঁরা ইংরেজী তন্ত্রের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি ?*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এ ত সামান্য কথা, যাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্যের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। 'উকি' শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিক্কা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও 'উকি' শব্দ আছে, অর্থ উদ্গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ আছে, অর্থ "বান্ত [বান্তি ?] এবং বান্তকালীন শব্দ"। বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে 'ওক দেওয়া' অর্থে বমন-চেষ্টা করা, এবং 'উথাল করিতেছে' অর্থে বমি করিতেছে।† 'উকি' ও 'ওক' শব্দের মূল এক বোধ হয়। 'উথাল' মনে হয় 'উদ্গার' হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা।" এই "প্রাকৃত" শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। 'ওক্কিঅ', অনুকার শব্দও হইতে

* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমায় অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি 'অতিথ' আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মূলার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অতিথ' নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কান্দি-অঞ্চলে ওকাই=বমি, ওকাই করা=বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদ্‌গার' থাকিতে পারে, 'হিক্কা'ও থাকিতে পারে ; উহা অনুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃতে" 'ওক্কিঅ' বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের "প্রাকৃত" ? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য ? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয় ? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য ; কিন্তু মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি ? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—"বাঙ্গালা", "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং "গ্রাম্য"। "বাঙ্গালা" কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা 'বাঙ্গালা' বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা "গ্রাম্য"। "গ্রাম্য" রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিত্তু, কাজ্জ, ধম্ম, কম্ম, পুন্নি, 'মনিষ্‌যি', মচ্ছ, উচ্ছব, রাত্তি, আদ, ডেড়, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ "প্রাকৃত"। আমিও তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "প্রাকৃত"সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে "বাঙ্গালা"। ইহা দেখিয়া "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" নির্দ্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু "গ্রাম্য" সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালা প্রাকৃত", এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। "বাঙ্গালা" কাহার, যাহার, করিতেছিল, আজির, রাত্রির, ইত্যাদির "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"রূপ, কার, যার, ক'র্‌তেছিল বা ক'চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত লোকে 'কর্তা' (বা কর্ত্তা), 'কর্ম' (বা কর্ম্ম) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষিত বলে 'কত্তা', 'কম্ম'। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত 'কত্তা-গিন্নী', 'কত্তা-ভজা', এমন কি 'কত্তাত্তি' না বলিয়া পারেন না। 'কর্তা-গৃহিণী' বলিতে পারেন, কিন্তু 'কর্তা-গিন্নী' কিংবা 'কর্তা-ভজা' বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ 'অষুধ' ধরুন। এই রূপ, "বাঙ্গালা-প্রাকৃতে"। "বাঙ্গালা"রূপে 'ঔষধ' যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। "গ্রাম্য"রূপে 'ওষুদ'। কিন্তু 'ওষুধ' রূপ "প্রাকৃতে"র উপরে উঠিয়াছে। 'কম্ম' শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে 'কর্ম'। 'কাজ-কম্ম' শিক্ষিতের মুখে 'কাজ-কর্ম'। অতএব 'কাজ', 'কর্ম্ম', 'কার্য', "বাঙ্গালা"; কিন্তু 'কাজ্জ'-'কম্ম' "গ্রাম্য" মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, "কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।" এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া ঈপ্সিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? 'করূম', 'করূম' শুনিতে শুনিতে 'কর্ম' শব্দ শিক্ষা হয়। যাহাঁরা 'করূম' রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাহাঁদের 'কর্ম' শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল দ্বিজবালকের উপনয়ন হইত; দ্বিজকন্যার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ব-মুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শুদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর 'কার্য', 'কর্ম', 'রাত্রি' প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শুদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় 'কাজ্জ', 'কম্ম' 'রাত্তি' প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া 'কাজ', (কোথাও কোথাও) 'কাম', 'রাত' বলে। এই যে কোন শব্দকে "সংস্কৃত", কোন শব্দকে "প্রাকৃত" বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি "সংস্কৃত" বলিয়াছি, তিনি "প্রাকৃত" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের "প্রাকৃত" ভাষা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বাঙ্গালার "প্রাকৃত" বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষারই নাম "প্রাকৃত" ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে যত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল "প্রাকৃত" বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল "সংস্কৃত" দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।" আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে (২৭ পৃঃ) লিখিয়াছি, "সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরব করিতেছি না?" কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। "প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী" —ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের "সংস্কৃত", না "প্রাকৃত" মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? "প্রাকৃত" ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'জননী' অর্থে মানুষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কন্যা প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন "প্রাকৃত" ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, প্রসবান্তে জননীর কাল হইয়াছে, কন্যাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ভাগে (১৯ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম, "অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও অর্থ নাই।" তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কন্যারূপে অদ্যাপি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কন্যা সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কন্যা উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ "সংস্কৃত" ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অপ্রকট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অন্য উপায় নাই। পূর্ব "প্রাকৃতে"র 'ধম্ম কম্ম' অদ্যাপি আছে, 'অজ্জ অট্‌ঠী ওসঢং' গিয়াছে, 'আজি আঁঠি ওষুধ' আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের "প্রাকৃতা", কিন্তু জনক "সংস্কৃত।" সে কালের "প্রাকৃতা" ও "সংস্কৃতে"র বিবাহে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। "সংস্কৃত", "প্রাকৃতার" পাণিগ্রহণ না করিলে "প্রাকৃতা" প্রাকৃতা থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য (যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং), সেই ভিন্নবর্গীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, (যেমন, উপ্পাও—উৎপাতঃ, গোট্ঠী—গোষ্ঠী) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, "সংস্কৃত" ভাষায় চলিতেছিল। তাঁহারা 'গাথা' নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতার" বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কন্যা? অর্থাৎ "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন্ কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। 'দুই' গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয়; আবার 'এক' সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা বলি, "প্রাকৃত"ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমায় সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। 'ভাষা' সংজ্ঞা স্থানে 'ব্যাকরণ' সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ (ইংরেজী 'গ্রামার' অর্থে) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ করিতে পারা যায় কি? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব? 'কাদার

অন্‌বেল, ডক্‌টর কল দিয়ে ফীবার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্ত বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্যামের কথাবার্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্যামের কথাবার্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন 'সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃতে"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, সূত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অন্য দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃতে"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্যানে সযত্নে পালিত ও রক্ষিত, অন্যটা বন্য। রূপকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্যান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অযত্নে মরিয়া যায়, কিংবা বন্য আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃতে"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-যত্নে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নায় বন্য হইয়া গেল। "প্রাকৃতে"র সমুদয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। যাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা ; শক্তি জাগ্রত। লেখ্য লীলা, না কথ্য লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব ? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড, সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি ; লেখ্য চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল ? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান ! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না ; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ—সুণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন ? এ দিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিং ও ইতিহাস-বিং ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্ব্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দে"র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে যাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা"র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুয়ী নামক বাঙ্গালীর দুইটি পদে ৯৩ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি "প্রাকৃত"। তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' ও 'চলিত বাঙ্গালা'—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা "প্রাকৃত" কিংবা "তজ্জাত" বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন"। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু "প্রাচীন অবস্থা"র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল "প্রাকৃত" বলাও যা, "সংস্কৃত" বলাও তা ; কারণ, "প্রাকৃত" ব্যাকরণের সূত্র পাই না, "সংস্কৃত" ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা ! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "সংস্কৃতে"র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ "প্রাকৃতে"র দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। "প্রাকৃত" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, এমন কি,

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। যাঁহারা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ "প্রাকৃত", এই দেখ "প্রাকৃত", তাঁহাদিগকে একটা জিজ্ঞাস্য আছে, সেটা কোন্ "প্রাকৃত" ? শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ "প্রাকৃত" ? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা "প্রাকৃতে"র একটাও নহে, একটা 'নব-প্রাকৃত', যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মানুষ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার "প্রাকৃত" ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত"কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া "প্রাকৃতে"র ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূত্র করিলেন, "প্রাকৃতে" একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, 'ভূ' ধাতুর পদে 'ভবতি' না হইয়া 'হোতি' হয় ইত্যাদি। তাঁহারা "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃতে" যান নাই; বলেন নাই "প্রাকৃত" 'মী' হইতে 'অহম্', 'অমিঅ' হইতে 'অমৃত', ইত্যাদি। কারণ "সংস্কৃত" নিত্য ও পরিচিত, "প্রাকৃত" অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্ব্বে 'অহম্' বলিত, এখন 'আমি' বলে, পূর্ব্বে 'একাদশ' বলিত, এখন 'এগারহ' বা 'এগার' বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। * * এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।" তা পারুক; 'আমি' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ 'আহ্মি' (বোধ হয় পড়িতে হইবে 'আম্হি') শব্দের 'হ'-এর উৎপত্তি কি ? তা ছাড়া, কোন্ দেশের "প্রাকৃতে", কবেকার "প্রাকৃতে" 'অম্মি' বলিত ? "প্রাকৃত" ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,—অহং, অহম্মি, অম্মি, অম্হি, হং, অহঅং, ম্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি ? বোধ হয়, "হইতে" শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্ত্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা দ্বারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, যাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন দুইই বলি ও লিখি, তখন দুইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটায় আসিতে পারা যায়।

(২) "সংস্কৃত-প্রাকৃত" চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন্ রূপ ধরিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব"প্রাকৃত" হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, "সংস্কৃত" হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। "প্রাকৃত" 'উট্ঠ' ধাতু হইতে বা° 'উঠ' ধাতু সহজে আসে বটে; কিন্তু 'উট্ঠ' ধাতু হইতে কি 'উৎ-স্থা', না 'উৎ-স্থা' হইতে 'উট্ঠ'? "প্রাকৃত" 'ওড্ঢণ' [?] হইতে 'আবরণ' (বা 'প্রাবরণ'), না 'আবরণ' হইতে 'আউরণ', 'উরণ'—উড়নী? 'ওড্ঢণ' শব্দের মূল কি? "প্রাকৃত" ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। 'ওড্ঢণ' কি "দেশী" শব্দ? "সংস্কৃত-সম" যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।" তিনি কারণ দেন নাই; বোধ হয় 'ওড্ঢণ' প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের 'ওয়াড়' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ওহাড়ন', স° আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিদ্রা' শব্দের রূপান্তরে 'নিঁদ', 'নীন্দ' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল 'ঘুম' শব্দ তত প্রাচীন নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালায় 'দুধ আওট্', আর 'দুধ আওটাও', দুইই বলা যায়। একটা স° 'আবৃৎ' ধাতু হইতে, অপরটা স° 'আবর্ত্ত', বরং 'আবর্ত্তিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্-কন, ধক্-ধক ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স° ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা "দেশজ" শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের "দেশজ" শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাকৃত" ভাষার "ভিতর দিয়া" সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। "ভিতর দিয়া" গেলে উত্তম হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা "প্রাকৃত" যাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ "প্রাকৃত"-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই; কারণ, যখনই "প্রাকৃত" বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ "প্রাকৃত" ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
„ সত্যানন্দ বসু বি এল্
„ অনন্তনারায়ণ সেন
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
„ জগদ্বন্ধু মোদক
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ বিজয়লাল দত্ত
„ চারুচন্দ্র বসু
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার
„ সরলকুমার বসু
„ সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
„ পাঁচকড়ি দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি এ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ আশুতোষ মহলানবীশ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রামহরি ভড় বি এল
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ গৌরহরি সেন
„ রমণীমোহন ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
„ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী	„ নগেন্দ্রকুমার রায়
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	„ বসন্তকুমার রায়
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ অক্ষয়কুমার বসু
„ মন্মথনাথ রায়	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
„ শস্তিসাধন বিশ্বাস	„ ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী
„ কবিরাজ মথুরানাথ কাব্যতীর্থ	„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ	„ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	„ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	„ সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	„ অতুলচন্দ্র সেন
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ	„ প্রসন্নকুমার সরকার
„ বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল	„ হৃষীকেশ মিত্র
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস	„ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	„ বিনোদবিহারী দত্ত
„ হরপ্রসাদ মজুমদার	„ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি	„ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	„ শচীন্দ্রনাথ বসু
„ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ	„ সিদ্ধেশ্বর দাস
„ শ্যামাপদ রায়	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ অনাথনাথ ঘোষ	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	„ বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই	„ রামকমল সিংহ
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ডাঃ ললিতমোহন পাল	„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
বাণীনাথ নন্দী
সুরেন্দ্রনাথ কুমার } সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৺রজনীকান্ত সেন ও (গ) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য। ১৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারা আরও প্রশ্ন করিলেন যে, উহা পূর্ব্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত

হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন (ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্য তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনিলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অদ্যকার সভাপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই. সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
		২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
		৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
		৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
		৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে টি, কে সি এস আই, কে সি আই ই
		৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
		৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
		৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
		সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
		সহকারী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„	১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
		২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
		৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
		৪। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		৫। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
		পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
		গ্রন্থাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	„	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		ছাত্রাধ্যক্ষ
„	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার	„ কালিদাস নাগ
		চিত্রশালাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	„ নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ
		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
		২। „ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
৫। „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৬। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭। „ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৮ „ রমাপ্রসাদ চন্দ
৯ „ রমেশচন্দ্র মজুমদার
১০ „ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১২। „ হেমচন্দ্র সরকার
১৩। „ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
১৪। „ মন্মথমোহন বসু
১৫। „ বাণীনাথ নন্দী
১৬। „ যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১৭। „ মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১৮। „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। „ কেশবচন্দ্র গুপ্ত
২০। „ ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। „ বোধিসত্ত্ব সেন
৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
৪। „ নবকৃষ্ণ রায়

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)
২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
৩। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কুচবিহার)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

(১) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র
(২) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র
(৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী-নাথ বিশি মহাশয় ও ৩য়খানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়া কৃষ্ণনগরে ও ত্রিপুরা কুমিল্লায় পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সময়াভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য কর্ত্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্ত্তি ও ৩ খানি পুথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

১। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)
৩। চারুচন্দ্র মল্লিক
৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৫। প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ
৬। রামকমল রায় বি এল
৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

১। তপতী
২। আদিশূর ও বল্লালসেন
৩। পৃথ্বীরাজ
৪। পল্লী-সমিতি-দর্পণ
৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত
৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য
৭। অবসর-সরোজিনী
৮। কতিপয় কবিতা
৯। গোয়েন্দা-কাহিনী, নং ২
১০। আচা-ভূয়ার বোম্বাচাক
১১। বিলাতী সতী
১২। সুরা-সারোদ্ধার
১৩। মোদকোৎপত্তি
১৪। কতিপয় কবিতা (ইংরাজী অনুবাদ সহ)
১৫। সমর-শায়িনী
১৬। ষড় রসাস্বোদ নাটক
১৭। ভারত অধিকার
১৮। গোলে বকাবলী
১৯। কাপ্তেনবাবু
২০। কেরাণী-চরিত
২১। বাপ রে কালি
২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ
২৩। প্রণয়-কুসুম
২৪। অবোধ প্রবোধ
২৫। যুবরাজের অভ্যর্থনা
২৬। গোহত্যা ও গোরক্ষা
২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য
২৮। ভারতে যবন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল

২৯। মেঘদূত
৩০। আশ্রম

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

৩১। বিধবার ছেলে
৩২। ধর্ম্মজীবন, ১ম খণ্ড
৩৩। ঐ ২য় „
৩৪। ঐ ৩য় „

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন

৩৫। রামদাস-গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বড়ালী

৩৬। দম্পতির ধর্ম্ম-বৈষম্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

৩৭। দরিদ্রের ক্রন্দন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮। ধর্ম্মপাল

৩৯। প্রাচীন মুদ্রা, ১ম ভাগ

৪০। স্তবক

৪১। গুচ্ছ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৪২। কাঞ্চনমালা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৪৩। জ্ঞানযোগ

৪৪। কর্ম্মযোগ

৪৫। ভক্তিযোগ

৪৬। রাজযোগ

৪৭। ভক্তিরহস্য

৪৮। ধর্ম্মবিজ্ঞান

৪৯। পরিব্রাজক

৫০। ভাববার কথা

৫১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৫২। বর্ত্তমান ভারত

৫৩। পত্রাবলী, ১ম ভাগ

৫৪। ঐ ২য় „

৫৫। ঐ ৩য় „

৫৬। চিকাগো-বক্তৃতা

৫৭। ভারতে বিবেকানন্দ

৫৮। কথোপকথন

৫৯। শ্রীরামানুজ-চরিত

৬০। সাধু নাগ মহাশয়

৬১। মদীয় আচার্য্যদেব

৬২। পওহারী বাবা

৬৩। নিবেদিতা

৬৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৬৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্ট স্তবমালা

৬৬। সন্ন্যাসীর গীতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার

৬৭। নদীয়া-মাধুরী

৬৮। শ্রীগৌরাঙ্গ

৬৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যরামায়ণতীর্থ

৭০। শ্রীমদ্‌গোমঙ্গলম্

৭১। হরিপ্রেমামৃতং

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

৭২। নব যুগের সাধনা

৭৩। Glempses from the Life-story of Sasipada Banerjee.

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

৭৪। প্রণয়-প্রলাপ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়

৭৫। লয়

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য

৭৬। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৭৭। চারুচর্য্যাশতক

৭৮। প্রার্থনা (১ম ভাগ)

৭৯। অর্ঘ্য-পুষ্প

৮০। মঙ্গল-নির্ঘোষ

৮১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী

৮২। কৃষিতত্ত্ব

৮৩। কৃষি-পদ্ধতি (১ম ভাগ)

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৮৪। উপনিষৎ (১ম খণ্ড)

৮৫। উপনিষৎ (২য় খণ্ড)

৮৬। আর্য্যধাত্রীবিদ্যা (১ম খণ্ড)

৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব (১ম ভাগ)

৮৮। আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা

৮৯। বিষ্ণুপুরের ৺কালীমাতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত

৯০। পূজা

৯১। প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা (১ম)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

৯২। পদ্যমালা (১ম ভাগ)

৯৩। ঐ (২য় ভাগ)

৯৪। ঐ (৩য় ভাগ)

৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়

৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী

৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা

৯৮। দ্রুলীন

প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৯৯। বীরবাণী

১০০। দেববাণী

১০১। পাণিনির মহাভাষ্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ

১০২। মন্দির

১০৩। শ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু (১ম ভাগ)

১০৪। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর

১০৬। চীবর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

১০৭। নীলদর্পণ

১০৮। নবীন তপস্বিনী

১০৯। লীলাবতী

১১০। বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো

১১১। জামাইবারিক

১১২। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

১১৩। সুরধুনী কাব্য

১১৪। দ্বাদশ কবিতা

১১৫। পদ্যসংগ্রহ

১১৬। দীনবন্ধুজীবনী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১১৭। অশ্রুধারা

১১৮। বিধিপ্রসাদ

১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ

১২০। পলাশীর সূচনা

১২১। বঙ্গলক্ষ্মী

১২২। গতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট

১২৩। স্নেহলতা

১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিন্দু

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী

১২৫। উদ্ধব-সংবাদ

১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা, ১ম ভাগ

১২৭। ঐ, ২য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দস্তিদার

১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা

১২৯। স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবন লাভের সহজ উপায়

১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার

১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩২। সতী সুকন্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত

১৩৩ দেশের গান
১৩৪ অর্চ্চনা
১৩৫ সতীপ্রশস্তি
১৩৬ নির্ঝর
১৩৭ কাকলী
১৩৮ ঘনরামকাহিনী
১৩৯ মোহিনী মায়া
১৪০ আর্য্যনীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)
১৪১ বিধবা দর্শনে ও পুনভূ
১৪২ মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের জীবনচরিত
১৪৩। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
১৪৪। সটীক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী
১৪৫। প্রাণের টান
১৪৬। সমাজ-সমস্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত

১৪৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন, (১ম ভাগ)
১৪৮। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

১৪৯। স্বায়ত্বশাসন (২ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

১৫০। মার্কিণযাত্রা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ

১৫১। বিশ্বশক্তি
১৫২ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
১৫৩
১৫৪ পাগল
১৫৫ নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর
১৫৬ বর্ত্তমান জগৎ, (১ম ভাগ)
১৫৭ ঐ (২য় ভাগ)
১৫৮। বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী
১৫৯ চাম্পেলী, (১ম খণ্ড)
১৬০ সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)
১৬১ গন্‌শা
১৬২ বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র
১৬৩ কমলা
১৬৪ পাগল হরনাথ, (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোস্বামী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৫ ধর্ম্মসূত্র, তত্ত্ববাদ
১৬৬ „ রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা
১৬৭ সাধক-সহচর
১৬৮ হেমচন্দ্র
১৬৯ কুন্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)
১৭০ চঞ্চলা
১৭১ রত্নোদ্ধার
১৭২ অমৃতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩। বীরপূজা
১৭৪। বাহাদুর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১৭৫। মাধবী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

১৭৬। মূর্চ্ছনা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী

১৭৭। শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৭৮। পোষ্যপুত্র
১৭৯। বাগ্‌দত্তা
১৮০। মন্ত্রশক্তি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ মৌলবী জমিরুদ্দিন

১৮১। ইসলামী বক্তৃতা

১৮২। ইস্লামী সভ্যতা

১৮৩। আসল বাঙ্গালা পন্দনামা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু

১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব

১৮৫। রামায়ণ, ৭ম কাণ্ড

১৮৬। দিগ্‌দর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ্চ ১৮১৯ এবং জানুয়ারী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০

১৮৭। লিপিমালা

১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৮৯। জ্যোতিঃহারা

১৯০। চিত্রদীপ

১৯১। উল্কা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ

১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র

১৯৩। কোরক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত

১৯৪। ছায়াময়ী

১৯৫। বসন্তোৎসব

১৯৬। অহিংসাদিগ্‌দর্শন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ

১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯। নুরজাহান

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০০। শুভকর্ম্মে গন্ধ ও পন্ধ

২০১। মুরজ মুরলী

২০২। জীবন বীমা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩। স্রোতের ফুল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত

২০৫। কৃষ্ণচরিত

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২০৬। সংসারচক্র

২০৭। সোনার স্বপন

২০৮। তোমারই

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০৯। গোধন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২১০। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

২১১। শতদল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য

২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়

২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)

২১৫। মরণ-রহস্য

২১৬। প্রতাপাদিত্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ

২১৭। সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর

২২০। মুরলী

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১।	কালীকুসুমাবলী
„ পান্নালাল জৈন	২২২।	ন্যায়দীপিকা (জৈনগ্রন্থমালা, ১০)
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩।	শৃঙ্গারতিলকম্
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৪।	আহ্নিকতত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫।	Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭।	Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮।	Do Feb. 1916.
	২২৯।	Do March „
	২৩০।	Do April „
	২৩১।	Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২।	Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩।	Do Part 1st. 1913 to 1914.
	২৩৪।	Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫।	Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬।	Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৩৭।	Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮।	Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯।	Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০।	Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১।	Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২।	Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914—15.

	২৪৩ ।	An Introduction to the Grammar of the Tibetian Language with the Texts of situp, sumtag etc.
	২৪৪ ।	Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914—15.
	২৪৫ ।	Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.
	২৪৬ ।	Publications of the Department of Education 1911—15.
	২৪৭ ।	Proceedings of the Board of Forestry.
	২৪৮ ।	Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.
	২৪৯ ।	Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.
Uuder Secy. to the Govt. of India Commerce and Industry	২৫০ ।	Report on the Weights & Measures Committee 1913—14.
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৫১ ।	A Short History of the Indian Kayasthas.
Under Secy. to the Govt of India Education Dept.	২৫২ ।	Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.
	২৫৩ ।	The Second Report of the Indigenous Drugs Committee.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজ, কটক ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর, মাদারীপুর ।
		শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চীফ্ একাউণ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন ।
		রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ময়মনসিংহ ।
		মাননীয় নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী, দি প্যালেস্, বগুড়া ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বি এ, পি সি এস, সাবডিবিসনাল অফিসার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, এম্‌এ, ৭৪।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, যশোহর।
		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩ বসুপাড়া লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদুর্গাদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্র দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ		শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬৫ বেলগেছিয়া রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাজার রোড, ইটালি।
	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিদাস বিদ্যানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর।
		শ্রীঅঘোরনাথ বসু ওভারসিয়ার, ডিঃ বোর্ড, মজঃফরপুর।
		শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট্, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোর্ট, চুঁচুড়া।
		শ্রীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, চুঁচুড়া।
		শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, টেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র হলদিয়া, দুর্গাপুস্তকালয়ের সম্পাদক, ঢাকা।
শ্রীঅমৃতলাল বসু	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশ আনীর এষ্টেট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এস্ সি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
" ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি
" কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
" সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" বামাচরণ মজুমদার
" দুর্গাদাস ত্রিবেদী
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল
„ মহম্মদ এয়াকুব আলি
„ আহম্মদ আলী
„ মহম্মদ আব্দুল লতিফ্
„ মাহম্মদ মণিরুজ্জমান
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রাজেন্দ্রনাথ বসু
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস্
„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
„ সত্যচরণ বসু এম্ এ
„ সুরেশচন্দ্র দেব
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
„ কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরী
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ রামকমল সিংহ
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত
„ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
„ বসন্তকুমার রায়
„ গোলাম মোস্তেফা
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
„ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ কমুবন্ধু রায়গুপ্ত
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
„ ললিতমোহন বসাক
„ ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ দুলালচন্দ্র মিত্র
„ গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩, ৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৪। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মথুরামণ্ডল হইতে আনীত দুই হাজার বৎসরের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের ভগ্ন নারী-হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ ;—রসিক-লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্য্যারম্ভে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিলেন,—"আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইল। ডাক্তার বসুর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহার কর্ণধার। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিশ্লেষণা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমুন্নতির পথে চালিত করিবেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জ্জিলিং যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে দার্জ্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনিলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার যতদূর শক্তি, আমি এই কার্য্যে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, যখন এই ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতিসাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্প দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

ফারসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষৎকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Politicianদের ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাত্রেরই কেমন একটা তন্ময় ভাব আসে—Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগ্‌ড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্ত্তি। একটা কমিটি করিতে হইবে। Artএর জন্য বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জনকে বই সাজাইবার ভার দিতে হইবে। পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন। বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অন্য কোন উপায়ে পরিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পরিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার বসু মহাশয় পরিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক ত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি প'ড়েছে। পরিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মস্‌লাগুলি যাহাতে ঠিক্ থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পরিষৎ যাহাতে রমণীয় ও কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ব্রত" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বসুর ১০০৲ টাকা যোগে ঐটে ৩০০০৲ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। সুখের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।*

ডাক্তার বসু শীঘ্র সভা ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার

---

* তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ সুলেখক ছিলেন; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্য তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—"বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিক-লাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম"—যাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলার রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আনুকূল্যে এই পুস্তকের হাজার কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল; এই জন্যই বোধ হয়, ইহার নাম 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৺কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর। লালগোলার রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ৯০০ শত খণ্ডের স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্য নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পরিষদের জন্য ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বসু মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মাবলীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্ত্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ (খ) দ্রষ্টব্য :—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(৫৯) দ্রষ্টব্য :—এই নিয়মান্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। (২৫) ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩৯) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্ত্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(৫৩) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর "বার্ষিক অধিবেশন" যোগ করিতে হইবে।

(৬৭) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিসাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হউক। ডাঃ গফুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীহস্ত, নারীমুণ্ড ও গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০৲
(গ)	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০০৲
(ঘ)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
(ঙ)	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
(চ)	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০৲
(ছ)	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০৲
(জ)	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০০৲
(ঝ)	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
(ঞ)	„ বামাচরণ মজুমদার	১০০৲
(ট)	„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ঠ)	„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ড)	„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
		১৩০০৲

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র	১। রাক্ষস-রহস্য
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২। অর্জ্জুন
" চিত্তসুখ সান্যাল	৩। মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪। বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
" কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ	৫। উৎস
	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
" ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭। কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮। ললাট-লিখন
	৯। সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০। দার্জ্জিলিঙ প্রবাসীর পত্র
	১১। বসন্ত-গাথা
	১২। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা
	১৩। মৃত্যুর পর জীবন
	১৪। অবকাশ-লহরী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫। আহেরিয়া
	১৬। রামানুজ
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭। প্রাণের কথা
	১৮। ওঁ পিতা নোঽসি
	১৯। শ্রীভগবৎকথা
	২০। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১। নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Foriegn Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫।	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot.	২৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16.
Registrar Calcutta University	২৭।	Calcutta University Minutes, Part VIII. 1913.
	২৮।	Do. Part VI. 1915.
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	২৯।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত (দ্বিজ অভিরাম)
	২।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধর দাস)
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধারী দাস)

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
		শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্ উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ চালতা বাগান, কলিকাতা।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ নিখিলনাথ রায় বি এল্
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ রাধারমণ বিদ্যাভূষণ
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ উমাচরণ ঘোষ
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ নিমাইকিশোর গোস্বামী
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ শরচ্চন্দ্র সিংহ
„ জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রমোহন বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ শিখিভূষণ সরকার
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ অম্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "১৩১২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোকুল-লীলা
	৪। গুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপুত্রা
	৭। সুখ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিওপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮।	ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
" স্বামী সত্যানন্দ	১৯।	অনুভূত যোগসাধন
" সুরেন্দ্রকুমার বসু	২০।	বকুল
	২১।	সুরভি
" গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২।	মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩।	চপলা, ২ খানি
	২৪।	অনিলা বা বর-বদল, ২ খানি
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫।	Select Revelation of St. Mechtild. The Isle of Wright. The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬।	Report on Wind Tunnel experiments in Acrodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭।	Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯।	Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১।	Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal, with brief notes for the year 1915.

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৫।১ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
		শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
		শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬ দীনবন্ধু লেন।
		শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্যালফোর্ড স্মিথ এণ্ড কোং, ১ মিশন রো।
		শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গোঁসাই গলি, বাগবাজার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী সেখ আবদর রহিম, 'মোসলেম-হিতৈষী'র সম্পাদক, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
		মুন্সী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ।
		ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহ্রাওয়ার্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেস্লি ১ম লেন।
		মৌলবী মপির-উজ্-জমান, ২৯ অপার সার্কুলার রোড।
		মুন্সী মোহাম্মদ মোজম্মেল হক, শান্তিপুর, নদীয়া।
		মৌলবী রেয়াজদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী আফ্‌সারুদ্দিন আহম্মদ, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
		মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহাবাবুর কাছারী, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
		ডাক্তার আবদুল হাদি খাঁ, খৃষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
		মৌলবী মোহাম্মদ কে চাঁদ, চীফ্‌ একজামিনার্স আফিস, এক্‌স্‌পেনডিচার সেক্‌সান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
		সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্‌রাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ৮।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্‌ এ, ১২।১৩এ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
		শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র এম্‌ এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ		শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর।
		শ্রীযামিনীকান্ত সোম, মরিগেট, গোণ্ডানালা, দিল্লী।
		শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত		শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটী, ঝিনাইদহ, যশোহর।
		শ্রীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়		শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা।
		শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকায় সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"অমূল্য বাবুর প্রবন্ধস্থ সমালোচনার জন্য মতামত সম্বন্ধে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনায় অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বারান্তরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধের জন্ম ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪(খ)। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া শুনা আবশ্যক বোধে উহা বারান্তরে পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে "জন্মভূমি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনীর সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "মহাভারত নাট্যকাব্য" নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ "সোনার স্বপন" ও "তোমারই" নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুললিত-গান-রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল; আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাটকাকারে গ্রথিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অষ্টাদশপর্ব্বের মধ্যে ২৬১৭ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র আদি ও সভা পর্ব্বদ্বয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। হরিসাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূল তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি "অন্ধবিলাপ" নামক একখানি পদ্যময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আজন্ম বিলাসক্রোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল—"সোনার স্বপন" ও "তোমারই"। শেষোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বন্ধু ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্ম আবশ্যক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, "প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহারা তিন পুরুষে সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হয়।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "মহাভারত নাট্যকাব্য"খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।"

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। তৎপরে (ক) ৺গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৺ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৺হেমেন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্যগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২৩, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, ব এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্
„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এল সি ই
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস সি (ব্যারিষ্টার)
„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ্ ডি
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যাদবগোবিন্দ রায়
„ শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার রায়
„ ললিতমোহন পাল
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী
„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ মথুরানাথ বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ রজনীকান্ত পাল
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ জগবন্ধু হালদার
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল দাস
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ | " ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ," (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৪ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্টুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন "Compendio dos Misterios da Fee, ordenandoem lingua Bengalla"। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Creper Xaxtrer Orth bhed" এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন্ হইতে প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present 1914 No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Francis Xavier লিখিত "Catecismo de Doctrina" নামক একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoelএর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচারাধীন। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলার কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় আমাদের সকলেরেই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অমূল্য বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন—"পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠার অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"এই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহারা অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্ত্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরুশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্য ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবস্থা আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনেকে খাঁটি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

"এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

"Phoneticএর ইতিহাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলায় প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।

"প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।"

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, "বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

(খ) আর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্ত্তনে শূন্য হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

৩। তৎপরে বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ৭৯ লিণ্টন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মুন্সী আবদুল লতিফ, C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
„	„	শ্রীসুধীরকুমার হালদার আই সি এস, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভায়া কেণ্ডুয়া, ময়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
„	„	ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	„	রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, এল্ সি ই ৩।১ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪।২ শাঁখারীপাড়া রোড।
„	„	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরজতচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	পণ্ডিত শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৮৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।
„	„	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ১৬২।১ অপার চিৎপুর রোড।
„	„	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি, বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাঃ জে এন্ কাঞ্জিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
„	„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু, উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫।১২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ
প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ্ ই স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	১। বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ
„ যোগেন্দ্রনাথ দে	২। বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবী সভার ১৫শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ
„ সম্পাদক, কায়স্থ-সভা	৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি
Supdt. Government Printing, India	৫। Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1915.
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency, for the year 1915.
	৭। Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal, 1915.
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮। Report of the Grand Aurvedic Exhibition, Muttra, 1913. A.D. in Hindi.
„ ললিতমোহন বসাক	৯। Principles of Surgery in Hindi. Practice of Surgery in Hindi. Do in Urdu.
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (সভাপতি)

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়
শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ (বেলুর মঠ)
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" শান্তনুচরণ বিশ্বাস
" মহেন্দ্রনাথ মহান্তি
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" মন্মথনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" গৌরহরি সেন
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" রামকমল সিংহ
" সাতকড়ি সাহা
" অমরনাথ মল্লিক
" কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত
" সিন্ধুকুমার সরকার
" পরমানন্দ আচার্য্য
" কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" চণ্ডীচরণ চন্দ্র
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অমিতাভ বসু
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" সিতাংশুভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।" ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি সদাশিব-মূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) ৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত সি এস্, (গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ এবং (ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সময়োপযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা বলা চলে—কোন্ শব্দের কোন্ বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক 'কুসীদ' শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোন্‌টি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু 'প্রাকৃত' শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, 'সর্ব্বনাম' ও 'ক্রিয়ার' ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ

বাবুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, এ কথা সর্ব্বথা বলা চলে না। পুথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায় ;—কেহ কেহ বলেন—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং", অন্য দলে বলেন— নানা পুথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অনুমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাদটীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১৫খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য, পুথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুথির বহুত্ব স্থলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অনুসন্ধানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদর্শ পুথিগুলি যে সম্পাদক কর্ত্তৃক ভাল করিয়া পঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুথি বা অনেকগুলি পুথি দেখা আবশ্যক। পুথি নূতন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুথি

প্রকাশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিষদে ও পরিষদের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে যাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অন্য দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ-লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি "সূর্য্য-মূর্ত্তি" ও একটি "সদাশিবমূর্ত্তি" প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য "বিশেষ" অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিদ্যাবত্তা, আচার, বিনয় ও সৌজন্যের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'সাহিত্যসংহিতা', 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার সৌখ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অশুভজনক।

(খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত—স্বনামখ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এস্, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিম্যামব্র্যান্সার হন। শেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কর্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'রমেশ-ভবনের' Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

(গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৺শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

(চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ—ইনি হাওড়ায় স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এইচ্‌ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সভাপতি।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১। ছিন্ন হার
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী
	৪। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
„ শ্রীজীব দেবশর্ম্মা	৫। দ্বৈতোক্তি-রত্নমালা
„ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্ (৩ খানি)

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭।	আর্য্যভটিয়ম্
	৮।	ন্যায়দর্শনম্ (২ খানি)
	৯।	সূর্য্যসিদ্ধান্ত
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০।	Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১।	Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২।	Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	১৩-১৪।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
	১৫।	Indian Wheat and Grain Elevation.
Director of Statistics	১৬।	Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭।	A list of the Birds observed In Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914.
	১৮।	Arequipa Pyrheliometry.
	১৯।	Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals.
	২০।	Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general.
	২১।	Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915.
	২২।	On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability.
	২৩।	The Pyranometer—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪ ।	Three new Africans shrews of genus Crocidura.
	২৫ ।	The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬ ।	Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭ ।	Report on the Administration of the Metrorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮ ।	The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯ ।	Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০ ।	Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১ ।	Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২ ।	Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915-16.
	৩৩ ।	Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪ ।	Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫ ।	Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬ ।	Calcutta University Minutes Part VIII. 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭।	The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions $\frac{1323\text{-}24F.}{1914\text{-}15.\ A.D.}$
Director, Geological Survey India.	৩৯।	Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3. 1916.
	৪০।	Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১।	Descriptive Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীআশুতোষ সরকার-বি এ, বি টি শিক্ষক, আরমানিটোলা গভর্ণমেণ্টস্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রীসুধাংশুমোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাষ্টার, জোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ সহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ ৯ নেবুবাগান লেন, বাগবাজার।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজষ্টেট, ৪৭।১ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর।
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীনৃসিংহদাস বসু বি এল হাতিরকুল, কোন্নগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কাল্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীননীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোন্নগর।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোন্নগর হাই স্কুল, কোন্নগর।
শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত বি এ ৪৩ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ গুলু ওস্তাগরের লেন।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল ১০ ভৈরব মুখার্জ্জি লেন, বেলগেছিয়া।
"	"	শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়ৎদার, ট্রামডিপোর সম্মুখ, বেলগাছিয়া।
"	"	শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্যামবাজার।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	"	ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ কিষণগঞ্জ হাই স্কুল, কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ হেড্মাষ্টার, জর্জ্জ ইন্ষ্টিটিউশন্, বগুড়া।
"	"	শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্যাল	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাঙ্গারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
"	"	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিয়া, ই, আই, আর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেড্পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাভপুর স্কুল।
"	"	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
"	"	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, এড়োয়ালী।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তি এম্ এ কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি বালেশ্বর।
শ্রীহরকিঙ্কর দাস	”	দেওয়ান আবদুল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত কানুনগো, শ্রীহট্ট।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দেশ্বর, শ্রীহট্ট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	”	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্ণি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২।৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম এস্ ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
”	”	এস্ সি মুখার্জ্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ।
”	”	শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা।
”	”	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ জরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চক্‌উজান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	ঐ	শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ এম্ এ আঠারবাড়ী ষ্টেট্, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী বারাণসী।
ঐ	ঐ	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্ণ ডিবিশন, পুলিশ কোর্ট।
ঐ	ঐ	শ্রীমৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
ঐ	ঐ	মৌলবি আলি হোসেন কানুনগো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, হুগলী।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
ঐ	ঐ	শ্রীআশুতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
ঐ	ঐ	শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এস্ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
ঐ	ঐ	শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
মৌলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরেজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা।
"	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার বরিশাল।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন প্রণ্ডিতসার, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বরিশাল।
”	”	শ্রীনিরঞ্জন সেন বি এ কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।
”	”	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
”	”	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ধারয়ার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীসীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯২ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
”	”	এন, সেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ স্কোয়ার।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ দ্বারভাঙ্গা।
”	”	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোষ্টেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেঙ্গুন।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া।
"	"	ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	"	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল্ ১৯ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ চীফ্ সেক্রেটেরিয়েট্ অফিস্, রেঙ্গুন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	"	মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী জমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
"	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	রায় বাহাদুর শ্রীহারাণচন্দ্র দেব কাণপুর জজ কোর্ট।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটঘাট, কাণপুর।
"	"	শ্রীপ্রয়াগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাণপুর।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্যারেড, কাণপুর।
		শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিষ্ট, এগ্রিকালচার কলেজ, কাণপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র দাস এম্ এ, এম্ ডি ১৪১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল ৪৩।২ এ বেণেটোলা লেন।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ৭১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী	„	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি রাঁচী।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	„	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬।৩ ফকীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।
„	„	এন্, আর চাটার্জ্জি ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন।
„	„	এ, কে ব্যানার্জ্জি স্কোয়ার ২০ চুনাপুকুর লেন।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি এ পুষা, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল এম্ এ গণিতাধ্যাপক, সি, এম্ এস্ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল জমিদার, হুগলী।
„	„	শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ আঁটপুর, হুগলী।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি এ ১৬৪।১।১ রসারোড, সাউথ, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	„	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোয়াবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ্, ই স্কুল, মগরাহাট।
"	"	শ্রীগিরিজাভূষণ মণ্ডল, উকীল, ডায়মণ্ডহারবার।
শ্রীরামযাদু ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্টাণ্ট, বাঁকীপুর।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ৫ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষ্যে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
" মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
গিরিজাপ্রসাদ বসু

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্.এ
" পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনে
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
" সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
" কিশোরীমোহন গুপ্ত
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভড়
„ ননীগোপাল দে
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ সমন পুন্নানন্দ স্বামী
„ বিজয়লাল দত্ত
„ হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
„ শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়
„ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ আনন্দকুমার দাস
„ বিনয়ভূষণ রক্ষিত
„ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
„ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
„ হরপ্রসাদ মজুমদার
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ
„ সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
„ গিরীন্দ্রনাথ সেন
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ আনন্দচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন
„ পূর্ণচন্দ্র সেন
„ শিশিরকুমার ভাদুড়ী
„ শিশিরকুমার দে
„ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ এস্ এন্ রায়
„ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি
„ গিরিজাকুমার বসু
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ
„ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মতিলাল ঘোষ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ কালিদাস নাগ এম্ এ
„ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
„ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র
„ শরৎলাল বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ	শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র
„ কালীচরণ মিত্র	„ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ কালীকুমার বসু	„ অমূল্যচন্দ্র রায়
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন	„ দেবেন্দ্রনাথ রায়
„ প্রভাসচন্দ্র দে	„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ লাডলীমোহন মিত্র এম্ এস্‌সি	„ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
„ গিরীশচন্দ্র দত্ত	„ সতীন্দ্রসেবক নন্দ
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ এ সি সিংহ	„ রামকমল সিংহ
„ জে সি ভট্টাচার্য্য	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ প্রভাসচন্দ্র বসু	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ মহেশচন্দ্র রায়	„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ রবীন্দ্রনাথ সেন	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ-রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন। দিনাজপুর, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন। ইঁহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষানুক্রমিক। সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয়। স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইঁহাদের চলে। এমন কি, মহারাজা নিজেই পরিবেশণ করিয়া থাকেন। রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্ব্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি স্বয়ংই মধ্যস্থের স্থান অধিকার করিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন।

কলিকাতার কোন এক সভায় খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্রেরা যদি সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্রদায়কে সারস্বত সেবাপরায়ণ করিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনিই সুসঙ্গের কুমুদচন্দ্র। তিনি নিজে তাহা করিয়াছিলেন, নিজে আজীবন সারস্বত সেবাপরায়ণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্রদায় যে এক মহারত্ন হারাইয়াছেন, তাহাই নহে, বঙ্গদেশের একটি নক্ষত্রপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহার জন্য শোক-সভায় যোগদান করিতে পাইয়া আমরা দূরদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌরবান্বিত। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ সকলেরই উচিত। আপনারা যথোপযুক্তভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করুন ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় যত্নবান্ হউন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমাদের দেশের লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অগ্রগণ্য জমিদার, বংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ অভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিব। মহারাজা কুমুদচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজি জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূর্ণ ৫০ বৎসর। চরিত্র—তিনি প্রাচীন বি, কোর্সের বি এ ছিলেন। ডাক্তার বসুর সহিত তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় প্রকার সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পর ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুমুদচন্দ্র সুসঙ্গের রাজা হন। এই সুসঙ্গরাজ ইতিহাসে সামন্ত অর্দ্ধস্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlementএর সময় হইতে ইঁহারা জমিদার। লর্ড রিপণের সময়ে ১৮৮৪ খৃঃ সুসঙ্গ-রাজ বংশানুগত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমুদ-চন্দ্রের পিতা এই উপাধি পান। কুমুদচন্দ্র বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এর অধিকার, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতির ছাড় এবং গবর্ণমেন্টের Private Entry অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন না। তিনি রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করিয়াও দেশের বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। বিধবা, অন্নহীন-বালক ছাত্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর লোককে বৃত্তিদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী শিল্পের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। এজমালির ম্যানেজার থাকিলেও তিনি নিজে প্রজাদের সন্ধান লইতেন এবং স্বকর্ণে তাহাদের আবেদন শুনিতেন ও যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তত্রাচ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আস্থা ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটীকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী আপনাদের অনুমতি হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। (সুসঙ্গ-রাজবংশের অনেক কিম্বদন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন।)

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের দুইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দ্দুও জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব দুঃখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মৌলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন 'তুমি' ছাড়া 'তুইরে' বলিতেন না। ইহা বড় সামান্য গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অনুভব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রণী "উদয়াচল" বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়াচলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্ম্মাহত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অদ্য আমার সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্র পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজার

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রপীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্ত্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যত্নবান্ দেখিয়াছি। এই দুইটি অনুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পরলোকগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যেমনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্ভ্রম, মর্য্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটীর মেলনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় যথেষ্ট ছিল। পদমর্য্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, ঘোড়া, মণিমুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিয়ে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্য পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে যাইতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নানা গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত দ্বিতীয় যত্নশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হওয়ায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অনুসন্ধিৎসুকে বলিয়া দিতেন। ময়মনসিংহের বক্তৃতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

দুঃখিত। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে ভ্রাতৃশোকের ন্যায় লাগিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সদস্য মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি : (১) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) মহারাজা সার গিরিজানাথ রায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।" এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত 'দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মাননীয় বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখন এত রাত্রে অদ্যকার সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে পঠিত হইলেই ভাল হয়। অদ্য কেবল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব, ইচ্ছা করিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আরও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মত-ভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অনুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্য নির্ব্বাচন এবং পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেছি কৈ? পূজার এক মাস পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য-গণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্য, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম্। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা বলিয়া হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোন কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিয়ানের ন্যায়। কমিশন মানে—আদায়ী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকায় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এজেন্সি মানে—কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষৎ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এডিটিং ফি, কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্ম্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্ম খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা বিনা পয়সায় পরিষদের সেবা ও কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব? বিশেষতঃ যদি কোন কর্ম্মকারক অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন, তবে অনেক সময় আবশুক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দুই শ্রেণীর সভ্যের দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে; যথা—Ex-officio এবং সাধারণ সদস্য। সকল সভা-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে বেতন প্রাপ্ত হয়েন বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতার সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য-পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। যাঁহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা যতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা যে বস্তুকে হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বস্তুর উপর মমতা অধিক হয়। সে বস্তুকে তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে

ভাবে। আমরা যাহারা সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই, যে জন্য অদ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৺ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি (৺ব্যোমকেশ মুস্তফী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের মূলে ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে "জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের" উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহারাও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,— এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাঁহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন "জুলোজিক্যাল গার্ডেনের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বার ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিম্বা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান্। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুদ্বয় যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি ভরসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি যাহাতে অদ্যকার সভায় গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্য বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ুবরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করাইয়া না লইয়া আমাকে আপনারা পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর ন্যায় সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানুনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাঁহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩।৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্য নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্ব্বে এই পরিষদের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৺ব্যোমকেশের মত বা তত্তুল্য কোন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ

আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার অপমানই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্কুল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটীর উপর ন্যস্ত। সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-কমিটী, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সমবায়ে গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ত্রুটি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্যই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।" কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকা উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাত্রিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি অনুমতি করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সম্মুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, উকীল, ছোট আদালত, ৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
		"বিরক্ত-মন্দির", ভরতপুর, রাজপুতানা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক, অপার ফ্ল্যাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	"	শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য, গ্রাম বনশৈল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ১৪১এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীললিতকুমার নিয়োগী, সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবিনোদবিহারী রায় একাউণ্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিসন।
"	"	শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	"	শ্রীঅভয়চরণ রায়, এটর্ণি ২৮ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, পড়পার, কলিকাতা।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার ১৩।৩ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীলালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
"	"	শ্রীরঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ অফিসিয়েটিং মুন্সেফ, মুন্সী হাউস, বরাহনগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমীদার, টাকী।
"	"	শ্রীহিরণকুমার ঘোষ, জমীদার ঘোষবাবুর বাটী, টাকী, ২৪ পরগণা।
"	"	রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমীদার, টাকী, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমীদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার আফিস, শিলং, আসাম।
		শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam.
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীক্ষীরোদবিহারী সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়		শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এল্. এম্, এস্ Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসতীশচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্টাণ্ট জেলার।
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত		শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমীদার বৈদ্যপুর গ্রাম, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জে, আর, সমিতি, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাতাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া।
		শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তী		শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম।
		শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিঘোষের ষ্ট্রীট্

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমনাথ রায় Teligraphist, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, কলিকাতা।
		শ্রীউমানাথ রায় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
		শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২০ জোড়াপুকুর স্কোয়ার।
		শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এস্, আর, দাস, ব্যারিষ্টার ৮ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
		জি, সি, মণ্ডল ৯৩।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
		শ্রীযামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩।১ আপার সার্কুলার রোড।
		এস্, এম্, বসু ৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
		মিঃ ভৌমিক টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স।
		শ্রীঅনন্তনাথ মিত্র সাবজজ, গয়া।
		জে, এন্, রায় আই, সি, এস্, হাজরা রোড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ		শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাইয়া গোপাল নগর, মথুরাপুর পোঃ, ২৪ পঃ।
		শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার ভগবতীপুর, ঘাটেশ্বর পোঃ, ২৪ পঃ।
		শ্রীপশুপতি হালদার দৌলতপুর, ফলতা পোঃ, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	"	শ্রীযদুনাথ বসু বি এল্ বসিরহাট, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল্ ঐ ঐ
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ ঐ ঐ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহু "গোবিন্দ আশ্রম", পটাশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীসুনীতিকুমার পাল ২৪।১ রামমোহন সাহার লেন।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল্ সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। স্পন্দকারিকাঃ
	২। শিবসূত্রবার্ত্তিকং
" রাধানাথ পতি	৩। কেশিয়াড়ী
" কালীহর বিদ্যালঙ্কার	৪। ঈশানমিশ্রবংশম্
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৫। আর্য্য-সমাজ-সংস্করণ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৬। ভদ্রকালী গ্রামনিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
" ডাঃ অমৃতলাল সরকার	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮ ।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯ ।	Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০ ।	Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১ ।	Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২ ।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩ ।	Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪ ।	Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫ ।	Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬ ।	Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭ ।	Report of the Agricultural Research Institute and College, Pussa, 1915—16.
শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮ ।	A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭॥০টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি (সভাপতি)

রাজা „ রবীন্দ্রনাথ রায়

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ কালিদাস নাগ এম্ এ

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ পান্নালাল বাকলীওয়ালা দিগম্বরীয় জৈন

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ

„ কালীচরণ মিত্র

„ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ ভোলানাথ কোঁচ

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন," (খ) শ্রীযুক্ত তারা-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য"; (গ) শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা"। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সুসঙ্গের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডব্রাহেশ্বর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুল্য, ২ দ্রোণ, ··২ উন্মান এবং ৩ কাকিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্রোড়াঞ্চি ও মৎস্যাবাসবিনির্গত ছত্রাগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমী শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ খোদ্দল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহীধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ডাক্তার কীলহর্ণ এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গদ্যাংশের পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পালবংশের ইতিহাস" রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম শুনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অন্যান্য খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে অংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক্ পর্য্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দ্দু ভাষায় "কুরী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দ্দুতে বাগ্‌দত্তা কন্যা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিশ্রমের সহিত লিখিত, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "গ্রাম্য"-কথাটা একটি দোষ ব'লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি "সহরে কথা" হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে "প্রাকৃত" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অন্য ভাষা হইতে পরিবর্ত্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। "গ্রাম্য" শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে "অসংস্কৃত" শব্দ অর্থাৎ যাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "দ্বিজ রঘুরামের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুথি সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "পল্লী-সংগীত" নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পটিয়া সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি হইতে গ্রাম্য-সংগীত, কবিতা, হেঁয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম "ভোর"। প্রবন্ধের প্রথমে এই "ভোর"-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া "ভোর" গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। "স্ফেলেরিটে" Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Dehra-Dun পালোওয়াতে যমুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এফ্‌ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার জন্য বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম,—

গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথ কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা

যায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানা পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের ন্যায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর এক-খানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-নৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথি-খানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing. India.	১।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২।	The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩।	পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
„ সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪।	শান্তি
„ মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৫।	হিতবাণী
	৬।	মুরজ-মুরলী
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৭।	বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ চিত্তরঞ্জন দাশ	৮।	ঐ　ঐ　সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৯।	বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
„ পান্নালাল জৈন	১০।	ভাষা হরিবংশপুরাণ (হিন্দী)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় স্বর্ণগ্রাম টি এষ্টেট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাঁকীপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কণ্ট্রাক্টর বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীষষ্ঠীদাস মল্লিক দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রাম, যাদবপুর পোঃ, যশোহর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, যশোহর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত কর্ম্মকার দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বসন্তপুর, যাদবপুর, যশোহর।
"	"	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবস্থান বোর্ডিং, বাঁকীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরেবতীমোহন বসু ৫৩ গোয়ালনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ৩২ গ্রে ষ্ট্রীট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় পোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বালিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্ এ, বি এল উকীল,চাঁদমারী, দার্জ্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" বাণীনাথ নন্দী
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" অবনীমোহন বসু
" যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিএল
" ললিতমোহন নিয়োগী
" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" চণ্ডীদাস মজুমদার

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ পান্নালাল মল্লিক
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ অমৃতলাল মজুমদার
„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
„ সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
„ সতীজীবন মুখোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ মিত্র
„ প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ নিখিলনাথ রায় বি এল্
„ যতীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
„ সন্তোষকুমার লাহিড়ী
„ হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়
„ ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
„ যোগেন্দ্রনাথ পাল
„ চণ্ডীচরণ চন্দ
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
„ নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
„ ভূতনাথ দত্ত
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ
„ বসন্তরঞ্জন রায়-বিদ্বদ্বল্লভ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মাঘ ১৩২৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৺দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-যশের বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃতী সন্তান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কর্ম্মবীরকে অকালে হারাইয়াছি। যাঁহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি ও সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। "অবদান-কল্পলতা" নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হয়েন নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্পলতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ৺দাস মহাশয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ও সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কর্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসু, পর্য্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়

জনৈক লামার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সেখানে লামার পরিচ্ছদে থাকিতেন। কিন্তু যখন সেখানকার তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল। তিনি কোন উপায়ে ইহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি ত বাঁচিলেন, বিপদ্ হইল সেই লামার। লামাকে তাহারা জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈশ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এই সময়ে দার্জ্জিলিংএ একটি ভুটিয়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক লামা উগ্যেন্ গ্যাহোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুম্পু নগরীতে গমন করেন এবং ছয় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও তিব্বত হইতে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক আনয়ন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূর্ব্বোক্ত লামার সহিত তিনি পুনরায় তিব্বতের পূর্ব্বোক্ত নগরীতে গমন করেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি লাসা নগরীতেও গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়নসিংহ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসিংহ লাসা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎবাবু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি তিব্বতের অনেক পর্ব্বত, নদী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাঁহার তিব্বতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া অপ্রকাশ্য পত্রাবলীর মধ্যে রাখিয়া দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কোলম্যান মেকলে সৈন্য সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করিবার জন্য, চীন গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আশায় শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া পিকিন নগরে গমন করেন। মেকলে সাহেবের উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু শরৎবাবু মেকলে সাহেবকে অনেক প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দান করেন।

তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে লামার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া বাবু-লামা বা নেপালী লামা নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদেশে গিয়াও তিনি লামার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। সেখানে তিনি খাসে লামা বা কাশ্মীরি লামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেকলে সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে Hard Son of Soft Bengal বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি জাপানে গমন করিয়া তথাকার অনেক তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া একখানি Journal প্রকাশ করেন। তিনি অনেক প্রাচীন ও দুর্লভ বৌদ্ধ, সংস্কৃত

এবং পালি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় এবং সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটীর ও Journalএর এবং গ্রন্থের প্রকাশে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করি।

শরৎ বাবু কর্ত্তৃক আরব্ধ তিব্বতীয়-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সহায়তা করিবার জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাকে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে কলিকাতায় নিয়োগ করেন। তদবধি আমি শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্য, কি গ্রন্থপ্রকাশ, কি পত্রিকা পরিচালন, সকল কার্য্যেই সহায়তা করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশিত হয়। ঐ সময় আমেরিকায় রক্‌হিল সাহেব শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া Journey to Lhasa and Central Tibet নামে পুস্তক প্রকাশিত করেন। Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থে শরৎ বাবু তিব্বত ও ভারতের অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদিত 'অবদান-কল্পলতা' এসিয়াটিক সোসাইটী এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপৎকালে তাঁহার ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। বস্তুতঃ সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি অতিশয় নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে সি আই ই খেতাব পাইয়াছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে যাইয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চট্টগ্রাম সহরে এক জায়গীর দান করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং নগরীতেও তাঁহার একটি বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও সুশীল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, কেবল বক্তৃতা দিয়া ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিলে ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে, তবেই তাঁহার প্রতি ঠিক সম্মান করা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমি পরিচিত হই। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর সকলের আপনার জন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই ;—

"স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ইর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার নিমিত্ত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পূর্ব্বে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কেহই তিব্বতে যান নাই। তিনি ও শরৎবাবু তথায় নানা বিপদে পড়েন, তৎপরে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়হীন, তাঁহারা বিপৎকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করতঃ কোনও বিষয়ের অনু-সন্ধান করিতে একান্ত অসমর্থ। তিনি বাঙ্গালীর এই দুর্নাম দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদের সকলের আদর্শস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।—"অদ্যকার সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বিষয়—১। গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি"। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন [ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ও নূতন সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য [খ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। [প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার শেষে দ্রষ্টব্য]।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—এই মৌখরী-বংশের সহিত গুপ্তরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—লেখকের এখনও ছাত্রজীবন। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণা আছে। ইহা একটি মৌলিক প্রবন্ধ। ইহা কম সুখের কথা নহে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, লেখক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক পরিশিষ্ট

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ	১। ইন্দ্রপ্রস্থ
	২। ভক্তিলীলা
	৩। ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর
সেখ মোহাম্মদ জমীরুদ্দিন	৪। শোকানল
	৫। ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রী জেয়ার সাহেবের সাক্ষ্য
	৬। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রীর ধোকা ভঞ্জন
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা	৭। আত্মবোধ
„ মতিলাল রায়	৮। অরবিন্দের পত্র

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল	৯।	ত্রিপত্র (১ম খণ্ড)
" কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০।	ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার (২য় খণ্ড)
" যোগেশচন্দ্র রায়	১১।	হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও " রাখালরাজ রায়	১২।	১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা (প্রথম বৎসর)
শ্রীমন্নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	১৩।	বেদান্ত-দর্শনম্ (সচিত্রম্)
ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু	১৪।	স্বাস্থ্য-নীতি
	১৫।	ঐ (গার্হস্থ্য)
" উমেশচন্দ্র দাস	১৬।	স্নেহের বাঁধন
Curator, Govt. Oriental Mawses Libray, Madras.	১৭।	The Progress of the Search for Oriental Mss. during the year 1915—1916.
Sapdt Govt. Printing India.	১৮।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Oct. 1916.
Secy. Indian Assooiation for the Cultivation of Science.	১৯।	Proseedings of the Indian Assooiation for the Cultivation of Science Vol I. 1917.
Registrar, Bengal P. W. D. Sectt. Cal.	২০।	Annual Progress Report of the Supdt. Mahomedan and British Monuments, Northern Circle for the year ending 31st March 1917.
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	২১।	Demon Cultus in Mundari Children games.
	২২।	On North Indian Charms for Securing Immunity for [illegible]Viras of Scorpion Stings
	২৩।	[illegible]th Indian Folk-Medicine for Hydrophobia and Scorpion Stings.
	২৪।	Some North Indian Charms for the Cure of Allments.
	২৫।	North Indian Incantations for Charming Ligatures for Snake-bite.

উপহারদাতা—শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

২৬। "The Crocodile in Bengali Folklore and Cult" and "A note on the Worship of the Pipal-tree in Bengal."

২৭। A note on a Cure-Charm for the bite of the Boda snake and the Folk-lore of the headless man in North Behar.

২৮। On some Behari Modes of Trial by Ordeal.

২৯। A Plea for Nature-study in Indian Schools.

৩০। Biography sketches of Indian Antiquarians.

৩১। An ancient Egyptian in Budhist Guise.

৩২। Some Behari Amulets.

৩৩। A Plea for Aquarium in Calcutta.

৩৪। A few Behari Folk-lore Paralles etc.

৩৫। Behari Omen's from chirping and falling of Lizard.

৩৬। Notes on the Calcutta Zoological Gardens.

৩৭। Arboriculture and Horticulture in Ancient and Mediæval India.

৩৮। Sorcery in Ancient Mediæval and Modern India.

৩৯। On some Superstitious Beliefs about the Lizard.

৪০। On Rain ceremony in the District of Murshidabad.

৪১। Notes on the Kayesthas of Bihar.

৪২। The Pea-cock in Asiatic cult and superstition.

৪৩। The Behari belief in the Efficacy of "Jackals Horns" as a Talisman.

৪৪। The supposed Maya origin of the Elaphœphalous Deity Ganesha.

৪৫। Note on the Sword-blade vow and Behari Folk-tales of the "Mann and Fuchs" Type.

৪৬। The Thunder-Myths of the Primitive Races.

৪৭। Some Behari Mantrams or Incantations.

৪৮। Further notes on Sorcery in Ancient, Mediæval and Modern India.

৪৯। The Tiger in Malay folk-lore, Proverbial Philosophy and Folk-medicine.

৫০। North Indian Children's games and Demon-cultus.

৫১। The Folk-lore of Japan.

৫২। On the Malay versious of two ancient Indian Apologues.

৫৩। A Behari nursery-story of the Bargaining Animals Type.

৫৪। Further notes on the Primitive method of Cumputing time and distance.

৫৫। The Evolution of Superstition about unlucky days and objects.

৫৬। On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.

৫৭। On some Superstitions regarding Drowning & Drowned persons.

৫৮। On North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.

৫৯। The Bear in Asiatic and American ritual and belief.

৬০। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.

৬১। Note on the use of Locusts as an article of diet among the ancient Persians.

৬২। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.

৬৩। A note on the primitive method of Cumputing time.

উপহারদাতা		পুস্তক
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৬৪।	Report on words, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
	৬৫।	Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal for the year 1915—16.
	৬৬।	Roport of the Agricultural Department, Bengal for the year ending 30th June, 1916.
Registrar, Calcutta University	৬৭।	Calcutta University Calender, Part II. 1916.
	৬৮।	Do Do Minutes. Part II. 1916.
Supdt. Archæological Survey of India, Western circle	৬৯।	Progress Report of the Archæological Survey of India, Western circle for the year ending 31st March, 1916.
Director of Statistics. Calcutta.	৭০।	Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, November, 1916.

(খ) পরিশিষ্ট

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী এট্-ল, ওল্ড পোষ্টাফিস্ ষ্ট্রীট্।
ঐ	ঐ	শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযাদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুর, জিলা গঞ্জাম, মান্দ্রাস্।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীতুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ ২০।৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
		বি, এন্ মুখার্জ্জী স্কোয়ার ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট্।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মৌলভী ফজলের রহমন বি এ, স্কুল সাবইনস্‌পেক্টার, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীবন্ধুবিহারী ভাদুড়ী	শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীক্ষিতীশকমল সেন এম্ এ ১৬।১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৩।২ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার।
		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ ৪ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বহুবাজার।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়		শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এ হেডমাষ্টার, উজানচর হাই স্কুল, ত্রিপুরা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ "দীনধাম," ৬ দীনবন্ধু লেন।
		শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এস্ সি ৩৯।৩ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট।
		শ্রীহৃষীকেশ মিত্র ১২২।২ অপার সার্কুলার রোড।
আবদুল করিম		শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এল্ উকীল, জজকোর্ট, চট্টগ্রাম, বাণ্ডেল রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী ৯ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		কুমার শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ ঐ।

নবাবিষ্কৃত 'সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি' প্রবন্ধের সারাংশ

বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বড়-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা নামক স্থানে মৌখরিরাজ 'ঈশান বর্ম্মার' রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে উহার বিশেষ মূল্য আছে। উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিলা-লেখে মৌখরী-বংশের নৃপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার পুত্র "সূর্য্যবর্ম্মা" মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া, উহার সংস্কার করাইয়া দেন। তদুপলক্ষে বর্ত্তমান শিলালেখ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌখরিগণের এতদ্ভিন্ন আর পাঁচখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনও-টিতে তারিখ নাই; কিন্তু হারহা প্রশস্তিতে মন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণাব্দের উল্লেখ আছে। বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দের ৫৮৯ সম্বৎসর অতীত হইলে উক্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আলোচ্য লিপি দ্বাবিংশ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং ত্রয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রশস্তি-কারের নাম "রবিশান্তি" ও শিল্পীর নাম "মিহিরবর্ম্মা"।

২৩শ বার্ষিক, অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৫। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

„ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ বাণীনাথ নন্দী

„ পান্নালাল জৈন

„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

অদ্য অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়ায় উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য অদ্যকার সভাধিবেশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা স্থির হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, স্থগিত অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্এ, বিএল্	„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ ডি	„ মথুরানাথ মজুমদার
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ অনাথনাথ ঘোষ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ	„ ললিতমোহন বসু
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দুর্গাপ্রসন্ন সার্ব্বভৌম	„ রামকমল সিংহ
„ দুর্গাদাস ভট্ট	„ মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
„ প্রবোধকুমার দাস	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ মোজাম্মেল হক	„ শৈলেন্দ্রনাথ সেন
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ	„ এন্ জি মুখার্জ্জী
„ পুলিনবিহারী দত্ত	„ লালবিহারী বসু
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	„ সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী
„ সূর্য্যকান্ত মিত্র	„ সুনীতিকুমার পাল
„ পান্নালাল মল্লিক	„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ যতীন্দ্রমোহন বসু	„ হরিদাস বিদ্যাবিনোদ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ	„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ	„ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী	„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ রাজেন্দ্রনাথ নন্দী	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ মন্মথনাথ রায়	„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ

স্থগিত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ। ২। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সদস্যনির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৬। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "উপনিষৎ, তাহার সময় ও বিচার" নামক প্রবন্ধ। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) দীনেশচন্দ্র রায়, (খ) বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (গ) সারদাগোবিন্দ তালুকদার ও (ঘ) শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

সভারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের দেশ-পূজ্য সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন যে, ডাঃ বসুর উপাধির আবশ্যক নাই। তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগন্মান্য হইয়াছেন। এ দেশে দর্শনাদি শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানে আমরা নগণ্য ছিলাম। জগদীশ বাবু আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি জগদীশ বাবুর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, সভার অনুমোদনে উপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। (পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

৪। সদস্য-প্রস্তাব—কতকগুলি নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল,—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বার চৈত্র মাসে, বৎসরের প্রায় শেষ অধিবেশনে এইরূপ সদস্য প্রস্তাবের দীর্ঘ তালিকা কিছু বিস্ময়-জনক। এই সকল ব্যক্তি সদস্য-পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কি না, না জানিয়া তাঁহাদিগকে সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া পরিষদের কতকগুলি অর্থ অযথা ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আর বর্ষশেষে নাম প্রস্তাব

করিলে তাঁহারা মাত্র এক মাসের জন্য চাঁদা দিয়াই সারা বর্ষের বা পূর্ব্বতন সদস্যগণের ন্যায় সমান অধিকার পাইবেন, ইহাও সমীচীন নহে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, এই দীর্ঘ সদস্য নাম-সম্বলিত প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ এই মাসের জন্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুযায়ী এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ প্রস্তাবিত হইলেই তাঁহারা সদস্য হইলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং প্রবেশিকাস্বরূপ এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাকেই সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে। আরও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলে মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু বলিলেন যে, মাত্র এক মাস কালের জন্য সদস্য হইয়া তাঁহারা অন্ততঃ ভোট দিবার অধিকারী না হন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিলেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহাও প্রচলিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ, এই জন্য গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি খগেন্দ্র বাবু বা মন্মথ বাবু প্রস্তাবটি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অন্তর্গত করিয়া উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা আলোচিত হইতে পারে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। বহু সদস্যের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সদস্য-প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ায় উহা গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে কবি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণাদির অনুমোদিত। উপাখ্যানভাগের অনেকগুলিই কোন না কোন পুরাণ হইতে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ভৃগু মুনির যজ্ঞ রচনায়, দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে, শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনায়, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহ-ত্যাগে (শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্দ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ) সতীদেহ-স্কন্ধে শিবের নৃত্য (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১০ম অধ্যায়), হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশে ও হর-কোপানলে মদন ভস্ম ব্যাপারে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মৎস্যপুরাণ হইতে গণেশের এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা সঙ্কলিত হইয়াছে। পতিব্রতা-মাহাত্ম্যকথনে মহাভারতের বনপর্ব্বের অংশবিশেষের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—অষ্টম অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি সদস্য নির্ব্বাচন প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করিতেছি।

সদস্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ১৩(ক) ধারা অনুসারে অনুপস্থিত সদস্য অন্য সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে, সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করি যে, উপস্থিত প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা পুনঃ পঠিত হউক। কোনও উপস্থিত সদস্য কর্ত্তৃক উহা সমর্থন করার পর, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সকল সদস্য গৃহীত হউক এবং এই ভাবে সমর্থিত হইবার কালে আপত্তি করিলে সেই সকল নাম প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটি নূতন এবং ইহা আলোচিত হওয়া সদস্যগণের অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। সদস্যগণ ঐ ভাবে অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রস্তাবিত নামতালিকা একে একে পঠিত হইবার কালে অনেক নামের মূল সমর্থনকারী উপস্থিত না থাকায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কেহ না কেহ সেই সেই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন, কিন্তু যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার সময় অনেকগুলি নাম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এক এক আপত্তি করিলেন ও সেই সেই নামের প্রস্তাবগুলি আপত্তির জন্য স্থগিত রহিল, বাকীগুলি গৃহীত হইল।

নবম মাসিক অধিবেশনের প্রথম কয়েকটি কার্য্য উক্ত অষ্টম মাসিক অধিবেশনে যথারীতি সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "উপনিষৎ ও তাহার কাল" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল এবং প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

উপহৃত পুস্তক ও পুঁথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১। প্রাচীন ভারত
শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা	২। ছত্রভঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র	৩। স্বামীর ভিটা
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত	৪। বিবাহ-বিপ্লব
„ রাজকুমার বসু	৫। কবি কালিদাস
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৬। অঙ্কপুস্তক
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	৭। পৃথ্বীরাজ
„ রাজকুমার বসু	৮। রামায়ণ-কাহিনী
„ নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	৯। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা
„ সত্যচরণ শাস্ত্রী	১০। ভারতে অলিক্‌সন্দর
	১১। জালিয়াৎ ক্লাইভ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। কয়েকটি প্রবন্ধ
„ সূর্য্যপ্রসন্ন রাজপেয়ী	১৩। মালা
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ	১৪। প্যারীচরণ সরকার
	১৫। দ্বিজেন্দ্রলাল
	১৬। তর্পণ
	১৭। শান্তি
	১৮। ইলিয়াডের গল্প
	১৯। অডিসির গল্প
„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	২০। অশ্রুকণা
„ নিশিকান্ত বসু রায়	২১। বাপ্পারাও
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২২। সাধুচরিত
	২৩। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণ
	২৪। শান্তি-রহস্য
সম্পাদক, মেদিনীপুর-শাখাপরিষৎ	২৫। মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ-শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গীত।
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	২৬। Report on the Administration of Bengal. During 19-15—16.
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	২৭। Map of Calcutta.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮ ।	Labour-Room Clinices, being Aids to Midwifery Practice.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৯ ।	Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1615—16.
	৩০ ।	Bengal District Gazetiers. Rajshahi Vol. XXXIII.
Supdt, Govt. Printing, India.	৩১ ।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1916.
Registrar, Calcutta University	৩২ ।	Calcutta University. Minutes Vol. LX. Part III 1916.

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মৌলবী কাজি ইমদাদুল হক বি এ, বি টি হেড মাষ্টার, ট্রেণিং স্কুল, ২৮ কনভেণ্ট রোড, ইটালী।
”	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ইন্‌কাম্ ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেসিয়ার, মিউনিসিপাল আফিস, বরাহনগর।
শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়	”	শ্রীযজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী এল্ এম্ এস্ বারাসত, চন্দননগর।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মৌলভী আবদুল মালিক চৌধুরী লাবান, শিলং।
		মুন্সী মোহম্মদ শরাফৎ আলী লাবান, শিলং।
		মুন্সী তোয়াবদ্দিন আহম্মদ্ গাঁড়াদহ, পোঃ তালগাছী, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ এম্ এব্রার আনসারী কুড়মান, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীকরুণানিধান দত্ত গুপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ২৪ পরগণা।
„	„	মৌলভী মহম্মদ জাহেদ ৪২ বৈঠকখানা রোড।
„	„	মুন্সী নবাব জান C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন, উকীল, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ৬০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
„	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৪০ গোরস্থান রোড, কড়েয়া।
„	„	মুন্সী সেখ আবদুল রহমান ২৩ নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা।
„	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপধ্যায় ৯৪ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীচুণীলাল পাল বি এ ৮ রাজার গলি।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু	„	শ্রীভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী ৩ ঈশ্বর মিল বাই লেন, রায়বাগান।
„	„	শ্রীরাধিকানাথ সাহা ১৬ লক্ষীকুণ্ড, বেনারস।
শ্রীশ্যামাপদ রায়	„	শ্রীকৌমারীশচন্দ্র রায় সেক্রেটারী, নসিগ্রাম পবলিক লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান।
		শ্রীব্রহ্মপদ সিংহ গ্রাম ভুমিহর, পোঃ মীর্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি ৪৪ পুলিস হস্পিটাল্ রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীশ্যামাপদ রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগুণাকর মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সানঘাটা রোড, রামপুর হাট।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়		শ্রীশশিভূষণ দাশ বিদ্যারত্ন, বিদ্যার্ণব কুমিল্লা।
		শ্রীকমনীয়কুমার সিংহ সম্পাদক, ত্রিপুরাহিতৈষী, কুমিল্লা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসরোজবন্ধু মিত্র ৪২।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদেবশঙ্কর সেনগুপ্ত ১ জরিফ্ লেন।
		শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ ৯৬।১ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
		শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।২ গৌরলাহা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীণাপাণি লাইব্রেরী, মল্লারপুর, বীরভূম।
	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বেতাগরী, ময়মনসিংহ।
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বি এ রায়পুর হাউস, ৮২ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীভীমাপদ ঘোষ এম্ এ হেডমাষ্টার, কান্দী রাজস্কুল, কান্দী।
		ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এস্ কান্দী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীঅজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীকুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বি এ, এম্, আর, এ এস্, ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীগিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ ইণ্টারপ্রিটর, চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপশুপতি পাল সাং রাগুতা, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি দক্ষিণেশ্বর, এড়িয়াদহ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ওভারসিয়ার দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি তেলিনীপাড়া, হুগলী।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তাদার, মুন্সেফকোর্ট, হাজীপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ হেডমাষ্টার, এইচ্ ই স্কুল, হাজিপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, উকীল ভাইস্ চেয়ারম্যান্, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, সারান, ছাপরা।
"	"	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ . এডিটর অফ লোক্যাল একাউণ্টাণ্টস্ বেহার এণ্ড উড়িষ্যা, মতিহারি, চাম্পারান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগুরুদাস সরকার	কুমার শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ কাশীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৪ জেলেটোলা লেন।
		শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ প্রোফেসর পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
		শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক ২২ মীরজাফর্স লেন।
		শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীবিজয়রঞ্জন ঘোষ বি এ ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
"	"	শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৪৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, নায়েব কান্দি রাজ এষ্টেট, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার কুড়ুমগ্রাম, বীরভূম।
"	"	শ্রীরামলাল ঘোষ লাহিড়িয়া সরাই, দারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীযোগীন্দ্রমোহন সিংহ পাঁচঘরা, জনাই, হুগলী।
"	"	শ্রীদুর্গাদাস অধিকারী বি এল্ উকীল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ প্রোফেসর মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমাখনলাল মৈত্র হরিপুর, পাবনা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯৪ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর।
"		মুন্সী গাজী আদম আহম্মদ ৩১ডি আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ		শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সোনারপুর, বেনারস সিটি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরমণীকান্ত সেন ধুবড়ী, আসাম।
„	„	শ্রীদামিনীকান্ত চৌধুরী H. K. Hostel, রাজসাহী।
„	„	দি কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালোর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„	শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ ১৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেণ্ট, মেসার্স গ্রেহাম এণ্ড কোং।
„	„	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু "দীনধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
„	„	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ ২ ভালুকপাড়া লেন।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মহম্মদ আজিজল হক্ বি এল্ কৃষ্ণনগর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম্ এ, বি এল ৬৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল ৫ হাজরা রোড।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মনোহরপুরগড়, পোঃ দাঁতন, মেদিনীপুর।
„	„	মহারাজকুমার শ্রীজগদীশনাথ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
„	„	কুমার শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
„	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	অধ্যাপক শ্রীচুনীলাল দে এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
„	„	অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত বরাট এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
„	„	অধ্যাপকশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজ, গৌহাটী।
„	„	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ জর্জ্জটাউন, এলাহাবাদ।
„	„	শ্রীরামশঙ্কর রায়, উকীল চৌধুরীবাজার, কটক।
„	„	পণ্ডিত শ্রীরামাধীন অবস্থী ১২ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন।
„	„	শ্রীবনবিহারী পালিত, উকীল চৌধুরী বাজার, কটক।
„	„	শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ ২ আনন্দ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর রাজবাটী, আসাম।
„	„	শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, চিত্রকর ৩০ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল উকীল, ৪৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বালেশ্বর, রাজবাটী।
„	„	শ্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীশরৎকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্ ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মিঃ এস্ সি সেন, ফটোগ্রাফার হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।
”	”	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদক পল্লীবাসী, হাওড়া।
”	”	শ্রীলাল কাব্যতীর্থ জৈনহিতৈষিণী সংস্থার মন্ত্রী, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কায়স্থ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।

২৩শ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশন

১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ
” পুলিনবিহারী দত্ত
” চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
” চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
” চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
” অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
” ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিএ
” পান্নালাল মল্লিক
” যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
” গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু
” শরৎচন্দ্র গুপ্ত
” ললিতমোহন বসু
” নরেন্দ্রচন্দ্র দেব
” ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
” বাণীনাথ নন্দী
” অজয়চন্দ্র সরকার
” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
” রামকমল সিংহ
” গিরিশচন্দ্র দত্ত
” ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
” দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
 " সূর্য্যকুমার পাল
 " উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ
 " দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
 " হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
 " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
 " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
 " কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত "আসামের পত্র-পত্রিকা।" ৫। গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত এই মন্তব্য আলোচনার জন্য গণিত-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নকল না হওয়ায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সদস্য-নির্ব্বাচন-কার্য্য কোন বিশেষ কারণে স্থগিত রহিল।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়ের "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধটি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটিতে অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। বাঙ্গালা ভাষার পত্র-পত্রিকার যেমন নানা বিবরণ এবং ইতিহাস সংগৃহীত হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের সংগ্রহে অনেক সাহায্য হইয়াছে, সেই মত অসমীয় ভাষার নানা পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় পদ্মনাথ বাবু অসমীয় ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৫। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, "গণিত-

শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না”—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত এই মন্তব্য তাঁহারাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার এই বিষয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই জন্য এই প্রস্তাবের আলোচনা আবশ্যক হইল না।

৬। শোকপ্রকাশ,—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—৺নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। কাশীর কিঞ্চিৎ
„ সত্যচরণ সেনগুপ্ত	২। ভৈষজ্য-মণি-মালিকা (১ম খণ্ড)
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত	৩। সুখমণি
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। কতকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার ১১১খানি পুস্তক পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt, Patent Office	১। Patent Office Journal 1916.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২। Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern Circle 1915-16.
	৩। Report on Public Instruction in Bengal for 1915-16.
	৪। Do Do Supplement. 1915-16.
Supdt. Co-Operative Movement In India.	৫। Statements showing progress of the Co-Operative Movement in India during the year 1915—16.

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকা

প্রবন্ধ—"গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ"।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
„ কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ হৃদয়নাথ মিশ্র
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ বিনোদগোপাল রায়
„ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ মণিমোহন বসু
„ প্রভাতচন্দ্র চন্দ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ বাণীনাথ নন্দী
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত } সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থের (দ্বিতীয় অধ্যায়ের) অনুবাদ পাঠ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে ও উপস্থিত সদস্যবর্গের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—গিজোর ইতিহাস গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় অনুবাদকের হস্তে পড়িয়া ইহার অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইতেছে, গত প্রবন্ধ পাঠের সময় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পুস্তকে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের গৌরব যে আরও বৃদ্ধি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে প্রবন্ধ-লেখক রবীন্দ্র বাবুকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য প্রবন্ধের এইরূপ নিয়ম আছে যে, প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু গত বারের প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধ প্রকাশের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি যদি কোন সুব্যবস্থা করিতে না পারেন, আমাদিগকে বলিলে এবং প্রবন্ধ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা ব্যবস্থা করিতে পারি।

উত্তরে প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, "শীঘ্রই কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিব।" অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

১৩২৪ বৈশাখ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত।

গত বর্ষের জের—	৮৮১/০	জের—	১০৫৩/০
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	২৲
" বোধিসত্ত্ব সেন	৫০৲	" পূরণচাঁদ নাহার	২৲
" অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়	২৲	" কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন	২৲
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার	২৲	" হেমচন্দ্র মিত্র (খ)	২৲
" প্রমোদচন্দ্র রায়	২৲	" রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ	২৲
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲	" সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
" কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২৲	" নন্দলাল সিংহ	২৲
" কালীপদ বসু	২৲	" কবিরাজ গণনাথ সেন	২৲
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲	" পঞ্চানন মিত্র	২৲
" চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী }	২৲	" নন্দলাল রায় চৌধুরী	২৲
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী }		" রসিকরঞ্জন ঘোষ	২৲
" প্রমথনাথ বিশ্বাস	২৲	" মন্মথনাথ সেন	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲	" যতীন্দ্রনাথ সেন	২৲
" ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲	" নরেন্দ্রনাথ বসু	২৲
	১০৫৩/০	" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২৲
			১০৮২/০

ভ্রম-সংশোধন—২৩শ, ৪র্থ সংখ্যায় এই হিসাবে সাহায্যকারী মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভ্রমক্রমে অন্যরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই জন্য আমরা দুঃখিত। তালিকায় ১ম পৃঃ—জে এম্ রায় (ভাগলপুর) স্থলে—নরেন্দ্রনাথ রায় (ভাগলপুর) হইবে। জে এম রায় রায়পুর স্থলে যতীন্দ্রমোহন রায় (রায়পুর) হইবে। জানকীনাথ রায় (মালদহ) স্থলে রামকিঙ্কর রায় হইবে।

তালিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—জে এন্ বসু (কটক) স্থলে জানকীনাথ বসু (কটক) হইবে, এস্ সি ভট্টাচার্য্য (মঙ্গলাবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মঙ্গলাবাজার হইবে, আর সি মিত্র (সদরবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র (সদরবাজার) হইবে; বি কে মিত্র স্থলে বিজয়কেশব মিত্র হইবে।

তালিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়—যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বরাহী) স্থলে যতীন্দ্রনাথ সিংহ (বরাহী); যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীহট্ট) স্থলে যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত (শ্রীহট্ট) হইবে; নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় স্থলে নরেন্দ্রকিশোর রায় হইবে; কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

প্রাকৃত-প্রকাশ

বররুচির সূত্র, ভামহ ও কাত্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ, বিবিধ পরিশিষ্ট,
৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী সহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ছাত্রগণের সুবিধার্থ প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসঙ্কলন ও পরিচ্ছেদান্তে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী এবং ভাষাতত্ত্বান্বেষীর সুবিধার্থ বর্ণানুক্রমিক শব্দ ও সূত্রসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃত্তি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য ১॥০ টাকা।

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা শ্রীরামকমল সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য।

"—বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—"

'বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী'

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

বাঙ্গালার
পবিত্র বই
ঠানদিদির
থলে
বাঙ্গালার ব্রতকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
খোকা খুকুর খেলা ॥৵০
প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত
আর্য্য-নারী ১।০
সরল চণ্ডী ৸০

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস
ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই
দাদামহাশয়ের থলে
বাঙ্গালার রসকথা
বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২৲, সুলভ বাঁধাই ১।০
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই
ঠাকুরমার
ঝুলি
বাঙ্গালার রূপকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
ছেলেদের উপন্যাস
চারু ও হারু
আমাল্ বই
সোণার শৈশব

—প্রকাশিত হইতেছে—

"দেশবিদেশের কথা"—"ইতিহাস-কথা"—"ইতিহাসের গল্প"

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠ্যে,
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।
এবং
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুর্বিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আসামের পত্র-পত্রিকা	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌এ	৬৯
২।	আসামের পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	৯১
৩।	সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৯৩
৪।	রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্‌এ, বি এল্	১০১
৫।	জঙ্গনামা	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	১২৩
৬।	২৪শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী		১—৩৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩৷৴৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সভ্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুঁথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲ শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২।।০; পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর
পুরস্কারে—ও—উপহারে
—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—'
"বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী"

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই

দাদামহাশয়ের থলে

বাঙ্গালার রসকথা

বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২, সুলভ বাঁধাই ১।০
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

বাঙ্গালার
পবিত্র বই

ঠানদিদির থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা
রাজসংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
খোকা খুকুর খেলা ॥৵০
প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত
আর্য্য-নারী ১।০
সরল চণ্ডী ৸০

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই

ঠাকুরমার ঝুলি

বাঙ্গালার রূপকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
ছেলেদের উপন্যাস
চারু ও হারু ৸০
আমাল্ বই ।০
সোণার শৈশব ॥০

—প্রকাশিত হইতেছে—
"ভারতবর্ষ"—"ইতিহাস-কথা"—"ইতিহাসের গল্প"

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

"—বাঙ্গালীর
আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

"—বাঙ্গালীর
আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠ্যে,
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা
এবং
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়ে

Pinhey Memorial Medal.

The Hyderabad Archæological Society, on the 21st April, 1916, decided that a Gold Medal be instituted to commemorate the memory of Sir Alexander Pinhey, K.C.S.I., C.I.E., the Founder and first President of the Society.

Regulations.

(1) The 'Pinhey Memorial Gold Medal' shall be awarded triennially for the best work on Deccan Archæology or History, in accordance with the subjoined conditions.

(2) The competition shall be open to scholars in any part of the world.

(3) Competitors shall submit a thesis on any subject chosen by themselves relating to Deccan Archæology or History. The thesis should be an unpublished work, or, if published, it should not have been published more than two years before its submission for the Pinhey Medal.

(4) Theses for the first competition will be received up to the end of October 1918, and subsequently in the October of every third year, *i. e.*, in October 1921, 1924, and so on.

(5) If the selected thesis is an unpublished work, the Society, at the recommendation of the Council, shall have the right to publish it in the Society's *Journal.*

(6) If in the opinion of the Council none of the theses submitted in any year are of special value, the Medal shall not be awarded in that year.

(7) If thesis is written in any language other than English, the competitor shall furnish an English translation thereof.

The English Works Of

Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Bazar Patrika.

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization······which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit—*The Times.*

4. "The Root cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume···display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

Apply to W. Newman & Co

4, Dalhousie Square, Calcutta.

কেশরঞ্জন তৈল

রাজা মহারাজা বলেন—কেশরঞ্জন তৈল—সুগন্ধি তৈল-জগতের সম্রাট। যেমন এক চন্দ্র জগতের তমোনাশ করে, তেমন একা **কেশরঞ্জন** নিজের ঔজ্জ্বল্যে সকলের চিত্তের অন্ধকার হরণ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মসৃণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে, আর সর্ব্বোপরি মহাসুগন্ধে ইহাই অদ্বিতীয়।

হাইকোর্টের জজেরা বলেন—যাঁহারা দিবারাত্র মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, যাঁহাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, **কেশরঞ্জন তৈল** তাঁহাদের পক্ষে নিত্য-ব্যবহার্য্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিত্তাবসাদ ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে **কেশরঞ্জন তৈল** মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন।

বড় বড় ব্যারিষ্টারেরা বলেন—কেশরঞ্জন মাথায় মাখিয়া বড় বড় মোকর্দ্দমার "ব্রিফ" লইয়া বিব্রত হইতে হয় না। সহস্রভাবে সকল কূট তর্কও আপনি মাথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া নজীরের অন্বেষণ জন্যও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। **কেশরঞ্জন** মাথা ঠাণ্ডা করিতে অদ্বিতীয়। এক শিশি ১৲ টাকা; মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অনেকের মনের ধারণা—অর্শোরোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাভ্রম। অর্শের প্রথম অবস্থা হইতে যদি সুচিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই রোগ আরাম হইয়া যায়। যে দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সে দিকে জল না ঢালিয়া অপর দিকে ঢালিতেছি; তাহাতে কি অগ্নির বিস্তার হ্রাস পায়? মনে করিয়া রাখুন, আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সর্ব্ববিধ তরুণ ও পুরাতন অর্শরোগে অব্যর্থফলপ্রদ মহৌষধ। পথ্যাপথ্যের বিহিত ব্যবস্থার সহিত এই মহৌষধ সেবন করিলে, অন্তঃ ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্ববিধ অর্শ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূয়াদিস্রাব নিবারিত হয়; কখনও কোনরূপ অস্ত্র-চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় না। মূল্য—প্রতি কৌটা ৪০টি বটিকাসহ ১।০ টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।০ চারি আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনা টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া থাকি। আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১, ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Rs 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilisation নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদরূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়,

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যাল
এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্
লিমিটেড।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

(১৩২৪ ১২ই আষাঢ় হইতে ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত)

১৩২৪।	১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১০৮২/০
	শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
	„ কুমার কৃষ্ণদত্ত	২৫৲
	„ ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫৲
	„ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	৫৲
	„ মণিমোহন সেন	২৲
	„ ননীগোপাল দে	২৲
	„ রাখালরাজ রায়	২৲
	„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত	২৲
	„ শ্রীনাথ সেন	২৲
	„ রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	১৲
		১২২৮/০

শ্রীরামকমল সিংহ

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৷৹, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গৌরপদতরঙ্গিণী

সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগবন্ধু ভদ্র,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটদষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড, মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸৹, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*৪। ছুটিখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄১০, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৶৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।/০, সাধারণ পক্ষে ৵০।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১।০।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।/০, সাধারণ পক্ষে ৸/০।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ।৵০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২॥০।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১॥০।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২॥০।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ॥০।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ॥৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵৹।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা*, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৫॥০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণপক্ষে ১।০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৴০, সাধারণ পক্ষে ১৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণের পক্ষে ॥৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴০, সাধারণ পক্ষে ।৴০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫১। মহাযান-বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৫৩। তীর্থভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৵, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্যগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৬ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১।০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরাজকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আসামের পত্র-পত্রিকা*

যে প্রদেশের সাময়িক পত্রের বিবরণী লিখিত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র জেলা—গোয়ালপাড়া—মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হওয়াতে ইহা বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অপর পাঁচটি জেলা—কামরূপ, দরাং, নৌগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর—প্রায় সপ্ততি বর্ষ পরে ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। ব্রহ্মদেশীয়গণ আসিয়া আসাম অধিকার পূর্ব্বক এই অঞ্চলে প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে এবং ব্রিটিশ-সীমান্তঃপাতী কোনও কোনও স্থান আক্রমণ করাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) ঘোষিত হয়। দুই বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলে—সেই সময়ের মধ্যেই আসাম-প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮২৬ অব্দে 'ইয়াণ্ডাবু'র সন্ধি দ্বারা নিম্ন-ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-প্রদেশটিও ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। সমগ্র আসামদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর, এই দুইটি জেলা বাষিক ৫০,০০০৲ টাকা মাত্র কর দিবার সর্ত্তে আহোম-রাজের শাসনাধীনেই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা ও নির্দ্ধারিত করের অনাদায় হেতুতে ঐ দুই জেলাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়া পড়ে।

উপরিলিখিত ইতিহাসটুকু না জানিলে আসামে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন কত সত্বর হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। বঙ্গদেশ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দখলে আইসে—তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসাম-প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবার মাত্র ২০ বৎসর পরেই আসামের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটুকুতেও প্রকৃত কথা বলা হইল না। 'অরুণোদয়' শিবসাগর হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়—সেই শিবসাগর মাত্র ৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়াছিল।

কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থে ইহার কারণও অবধারণ করা কর্ত্তব্য। একটা আমের আঁটি পুতিয়া চারা জন্মাইয়া, তাহা হইতে ফললাভ করিতে কত সময়ের প্রয়োজন! আর কলমের গাছ হইতে ফল পাইতে কতক্ষণ! ফলতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে, শাসন-কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিতে, সর্ব্বোপরি এতদ্দেশে কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে ইংরেজের কত

* এ স্থলে 'আসাম' অর্থে প্রকৃত আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাত্র বুঝিতে হইবে। [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল]।

বেগ পাইতে হইয়াছে। আর যখন আসাম অধিকৃত হইল, তখন ঐ সকল উপায় সম্যক্ অবধারিত ছিল—কেবল প্রয়োগ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই অপেক্ষা ছিল।

যাঁহারা অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রচারক—সেই মিশনারী মহাত্মগণের সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন।* ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তান (পশ্চাৎ জেনারেল) জেন্‌কিন্‌স্ আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এখানে আসিয়াই বঙ্গদেশস্থ ইংলিশ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগকে আসামে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন সম্প্রদায়কে আসামে যাইতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহারা তজ্জন্য প্রস্তুতই ছিলেন; কেন না, আমেরিকায় তাঁহাদের যে বোর্ড ছিল, তাহার সভ্যগণ দীর্ঘকাল হইতেই উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী শান-রাজ্যসমূহে—তথা তিব্বত ও চীনদেশে—সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। তাই ব্রহ্মদেশস্থ আমেরিকান ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের পাদরী ব্রাউন (Brown) ও কটার (Cutter) সস্ত্রীক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকায় ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। "সদিয়া" আসামের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন—চীন-সাম্রাজ্য ঐ স্থান হইতে অদূরবর্ত্তী, তাই মিশনরীগণ সদিয়াতে তাঁহাদের প্রথম আড্ডা স্থাপন করিলেন। অব্যবহিত পরেই পাদরী ব্রন্‌সন্ (Bronson) সস্ত্রীক আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই "জয়পুর" নামক স্থানে নূতন প্রচারক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে খাম্‌তিরা সদিয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিপ্রয়োগ পূর্ব্বক স্থানটিকে বিধ্বস্তপ্রায় করাতে তত্রত্য পাদরীগণ সদিয়া চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "জয়পুরে" আসিয়া সমবেত হইলেন। এই জয়পুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৯ অব্দে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে শান, খাম্‌তি, সিংফো ও নাগা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পুস্তকাদি ইংরেজী ও বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ১৮৪১ অব্দে নিধিরাম নামক একজন অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন—তিনি অসমীয়া ভাষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া পাদরীগণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, জয়পুরের আব্‌হাওয়া মিশনারীগণের সহ্য হইল না—বিশেষতঃ জয়পুরে চা-ক্ষেত খুলিলে জনতা খুব হইবে—এই আশায়ই এ স্থলে আড্ডা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আশা ফলবতী হয় নাই। তাই ১৮৪১ অব্দে জয়পুর ছাড়িয়া শিবসাগরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইলেন। এত দিন তাঁহারা নানা বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—

---

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ ১৯১১ খৃঃ অব্দের আসাম ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনরী কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টে সন-তারিখের নানা গোলযোগ আছে, এ স্থলে যথাসাধ্য তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

এ স্থানে আসিয়া তাঁহারা শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৪৩ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৪৫ অব্দে অপর একটি ছাপাখানাও শিবসাগরে সংস্থাপিত হইল।

অসমীয়া ভাষায় প্রচারিত প্রথম পত্র অরুণোদয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষা এই মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকটে কীদৃশ ঋণী, তাহা প্রদর্শনার্থে এ স্থলে ঐ ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশুক মনে করি। সমাজ ও রাজাধিকার—এই দুইএর উপরেই প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যানৈক্য নির্ভর করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিবর্গ বঙ্গীয় সমাজ হইতে পৃথক্ অবস্থিত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভিন্ন রাজত্বের অধিকারভুক্ত থাকাতে এখানে অসমীয়া ভাষার একটা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল। কেবল গোয়ালপাড়া জেলা বাঙ্গালার অধীন থাকায়, ইহাতে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল—অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে ইহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল—প্রায় ১০ বৎসর—আহোম-শাসনরীতিই এই স্থলে অনুসৃত হইয়াছিল—এখানকার কথাবার্ত্তার ভাষাতেই রাজকীয় কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল।

তার পর ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের ন্যায় এই নববিজিত স্থানেও আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যালয়াদি খুলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে লোকজন আনিয়া সরকারি কর্ম্মে ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দেখিলেন যে, আসামের—বিশেষতঃ গৌহাটি অঞ্চলের—ভাষা রঙ্গপুর গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী জেলাগুলির ভাষারই অনুরূপ; তাই ঐ সকল স্থানের কথোপকথনের ভাষার ন্যায় এই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গালারই একটা উপভাষা মনে করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উপদেশে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি আইন-আদালতে ও স্কুল-পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইল।*

এই ব্যবস্থা বহু দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন সার্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আসামের আদালতে ও পাঠশালায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তনের আদেশ দেন। তৎপরে হাই ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে

---

* কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অধীন বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণও সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কামরূপের প্রথম ডেপুটি কমিশনর (১৮৩৫-৪০ খৃঃ) কাপ্তান মেথি সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় পেশ্‌কার শ্রীহট্টনিবাসী মোন্সী জয়গোপাল রায় "বিদ্যোদয়" নামক একখানি বয়ায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন হইল, ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে উহার মুখবন্ধ হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

বঙ্গভাষা চলিয়াছিল; সার হেনরি কটনের আমলে ঐ সকলেও অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বা সার হেনরি কটনের কত পূর্ব্বে এই বৈদেশিক মিশনারীগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া ও অভিধান সঙ্কলন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, এ কথা তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনারী প্রভৃতি কেহই জানিতেন না। অসমীয়া ভাষা যখন একটা উপভাষা মাত্র বলিয়া সরকার বাহাদুরের—তথা প্রতিবেশী বাঙ্গালীর নিকটে অবজ্ঞাত হইতেছিল, তখন এই মিশনারী মহাত্মগণ ইহাকে সমাদর করিয়া না রাখিলে ইহার অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইত। ব্রহ্মদেশীয়দের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও অবসাদপ্রাপ্ত অসমীয়া-সমাজ ব্রিটিশ সুশাসনের শান্তিতে মুগ্ধ হইয়া তখন যেন প্রসুপ্ত ছিল—তাই মাতৃভাষার এই সঙ্কটের দিনেও দীর্ঘকাল তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই—মিশনারীগণের কার্য্যারম্ভের বহু পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য" (A few Remarks on the Assamese Language) অভিধেয় একটি ইংরেজী নিবন্ধে আসামের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত দেশহিতৈষী মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মাতৃভাষার প্রচার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্র বা পুস্তক ছাপান, কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, পাশ্চাত্য ধরণে ব্যাকরণ লেখা বা অভিধান সঙ্কলন, এগুলি এক প্রকার বিদেশেরই জিনিষ—বৈদেশিকগণই এ সকলের প্রবর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক—যেমন বঙ্গদেশেও ঐগুলি মিশনারী সাহেবেরাই সর্ব্বাদৌ করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশনারীগণ বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের খবর পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা নানাপ্রকারে তখনও খুবই করিত—মিশনারীগণ বাঙ্গালীদিগকে তখনও সাহায্যকারিরূপে পাইয়াছিলেন—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও বঙ্গভাষার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু আসামে তাদৃশ সাহায্য বা উৎসাহ এই মিশনারীগণ পান নাই—তাঁহারাই অসমীয়া ভাষাকে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা আসামবাসিগণের চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন, তাঁহাদের ঋণ আসামবাসীর পক্ষে অপরিশোধ্য। বঙ্গদেশে মিশনারীরা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র না খুলিলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু যদি আসামে ইঁহারা না আসিতেন, তবে অসমীয়া ভাষাটি আজ নামশেষ মাত্র হইত, এ বিষয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এখন যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। 'অরুণোদই' (অরুণোদয়)—এত ক্ষণ ইহারই কথা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতে-

ছিলাম। ইহা 'সচিত্র' মাসিক পত্রিকা ছিল—কিন্তু ইহার "সম্বাদ-পত্র" এই বিশেষণ ছিল। ফলতঃ সর্ব্বাদৌ ইহাতে 'অনেক দেশের সংবাদ' থাকিত। ১৮৪৬ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহাই সর্ব্ব-প্রথম অসমীয়া পত্রিকা হওয়াতে আসামে এখনও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 'অরুণোদয়' সংবাদ-পত্রের প্রতিশব্দরূপে চলিত আছে।

'অরুণোদয়' নামের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটু সম্পর্ক আছে। আসামের মিশনারীগণের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় মিশনারীদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক্ যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত অরুণোদয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়, * সেই সময়েই আসামেরও এই 'অরুণোদয়' প্রচারিত হয়।

মিশনারী মহাত্মগণ অরুণোদয় প্রভৃতি প্রচার দ্বারা অসমীয়া ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাষাটিকে নিজের পসন্দমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের খবর রাখিতেন না—তাই কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং বর্ণবিন্যাস তাঁহাদের সুবিধা-মতে যাদৃশ উচ্চারণ, তাদৃশই করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বানান-রীতিকে ইংরাজীতে ফনেটিক্ স্পেলিং বলে এবং পাদরী ব্রন্‌সন্ অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম যে অসমীয়া-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাতে অসমীয়া বর্ণমালার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, স্বরবর্ণ হইতে দীর্ঘ ঈ, ঊ এবং ঋবর্ণ তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ, ছ, ঝ, ণ, ব, য, শ ও ষ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঙএর কাজ ঙ্গ দ্বারা চালাইতেন, 'ছ', 'ঝ'এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'চ' 'জ' ব্যবহৃত হইত; দন্ত্য ন ও দন্ত্য স দ্বারা ণ ও শ-ষএর কাজ কুলাইত। 'য'এর কাজ 'জ' দ্বারা চলিত, কিন্তু 'য়' রাখিয়াছিলেন। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ই উ দ্বারা ইবর্ণ ও উবর্ণের কাজ চলিত এবং ঋকারের স্থলে 'রি' ব্যবহৃত হইত। বিসর্গকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংযুক্ত বর্ণেও অনেক বাদ পড়িয়াছিল। যথা—জ্ঞ স্থলে 'গ্য', 'ক্ষ'স্থলে 'খ্য' এইরূপ লেখা হইত।† ইহাতে ভাষার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ আসামবাসী অনেকে—যথা, আসাম-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী থাকে, তাহাতে আছে "প্রথম সচিত্র পত্রিকা—পাক্ষিক অরুণোদয়—১৮৪৬ অব্দ।" পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ (১৩০৪), ২য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইখানি "অরুণোদয়ে"র উল্লেখ আছে—এক বর্ণিত লালবিহারী দে-সম্পাদিত, অপর পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়খানির সঙ্গে মিশনারীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

† অবগত হইলাম যে, এইরূপ চেষ্টা যে কেবল আসামেই পাদরীরা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বঙ্গদেশেও বাঙ্গালা ভাষাটা এই রীতিতে লিখিবার জন্য উদ্যম হইয়াছিল—বাইবেলের এক বঙ্গানুবাদ নাকি এতাদৃশী রীতিতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিলাসিনী-প্রবর্ত্তক ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী, ৺হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি যখন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই বিপদ্ কাটিয়া গেল—উচ্চারণ যেরূপই হউক না কেন, বানান সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। তথাপি অরুণোদয় সুদীর্ঘ কাল আসামে একমাত্র 'সংবাদপত্র'রূপে প্রচারিত হওয়াতে এবং পাদরী ব্রনসনের সেই অভিধানখানি বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র মুদ্রিত অসমীয়া অভিধানরূপে প্রচলিত থাকাতে সাধারণের মধ্যে বানানবিষয়ক স্বাভাবিক অনবধান কিয়ৎপরিমাণে যে বর্দ্ধিত না হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

'অরুণোদয়ে' কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজকাল অসমীয়া লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে যেরূপ অপরের দুর্বোধ্য বরুয়া কথা ও বাগ্‌ধারা (ইডিয়ম্) চালাইতেছেন, বিদেশাগত মিশনারীগণ তেমনটা পারেন নাই। তাই বানান-পদ্ধতি অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের রচনা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা অপর একটি বিষয়েও সাবধান ছিলেন—'তবর্গ' ও 'টবর্গে' তাঁহারা তেমন গোল বাধান নাই—যেমন অসমীয়াগণের মধ্যে অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাহেবেরা স্বয়ং তবর্গ ও টবর্গ মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম বলিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং অরুণোদয়ের পরিচালকগণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই "ভার্ণাকুলার" শিক্ষা করিয়া আসাতেও বোধ হয়, দন্ত্য মূর্দ্ধন্য প্রভেদ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

অরুণোদয়ের প্রথম আট বৎসরের অসম্পূর্ণ কতিপয় সংখ্যা আমরা পড়িবার সুবিধা পাইয়াছি—তাহা হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে; সংবাদগুলি সমস্তই বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও পত্রিকা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন অরুণোদয়ের বানান ও ভাষার নমুনা দেখা যাইবে, অপর দিকে বঙ্গীয় পত্র-পত্রিকারও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

অরুণোদয়—জুলাই ১৮৪৬

"শ্রী*বাবু ব্রজনাথ সবকাবে কলিকাতা নগবত বাঙ্গদর্শক নামেবে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আবম্ভন কবিচে।" (চ=ছ) "বঙ্গালত থকা কোনো কোনো বঙ্গালি গিয়ানি (জ্ঞানী) লোকে ফ্রি ইন্‌কোয়াবেব নামেবে এখন নতুন সমাচাবদর্পণ চাপিবলৈ ধবিচে।" (সমাচার-দর্পণ সংবাদপত্রের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়, অন্ততঃ মিশনারী-সমাজে)

অরুণোদয়—আগষ্ট ১৮৪৬

"কলিকতাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুবান নামে এক নতুন সমাচাবদর্পন চাপিবলৈ ধবিচে।" ('প্রসাদপুরাণ' নামটি, কোনও ভুল না থাকিলে, উদ্ভট বটে)

---

* 'শ্রি' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাদরী মহোদয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক অসমীয়াভাষাকে 'শ্রী'হীন করেন নাই। এইটি সম্ভবতঃ নামের আগে প্রায়শঃ বসাইতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ রক্ষিত হইয়াছিল। ( ) মধ্যে মন্তব্যগুলি লেখকের নিজস্ব।

'কলিকত্তা নগবত এক জুগ্যাত দিপিতা ভাস্কব নামেবে ইংবাজি বঙ্গালি হিন্দি ফাবচি আক আববি এই পাঁচ ভাষাবে এক সমাচাবদর্পণ নাজিবউদ্দীন নামেবে এক মৌলবিএ মেই মাহত (=মে মাসে) প্রথম নম্বব চাপিছিল কিন্তু এতিয়া (=এখন) চলাব নোআবা (না পারা) হেতুকে চাপিবলৈ এবিলে (=ছাড়িলেন)।" (এই 'জুগ্যাতদ্দীপিতা যে কি, বুঝা গেল না—কোনও আরবী পারসী শব্দও হইতে পারে। সংস্কৃত "যুগপৎ দীপয়িতা" হইবে কি? তাহা হইলে মৌলবী সাহেবের বাহাদুরী খুবই বলিতে হইবে।)

অৰুণোদয়—মে ১৮৫১

"কলিকতা আদি বঙ্গাল দেসত চলোৱা বঙ্গালি ভাষাব সমাচাবপত্র বিলাকব নাম।

দিনে পতি চাপা কবা পত্র (=দৈনিক)

নাম	ঠাই	বচবে কত দব (বার্ষিক মূল্য)
১। প্রভাকব	সিমলা	১২৲
২। পূর্ণচন্দ্রোদই	আড়্রাতলা	১২৲
	সপ্তাহত তিনি বেলি (তিন বার) চাপা।	
১। ভাস্কব	সোভাবাজাব	১২৲
২। বসসাগব	চোবিবাগান	৬৲
	সপ্তাহত দুইবাব চাপা	
১। চন্দ্রিকা	আবপুলি	১২৲
২। বসবাজ	সোভাবাজাব	৬৲
৩। সজনবঞ্জন (সজ্জনরঞ্জন)	সিমলা	৩৲
৪। গ্যানপ্রদানি (=জ্ঞানপ্রদায়িনী)	বর্ধমান	৩৲
	সপ্তাহত এবেলি (=একবার) চাপা	
১। সাধুবঞ্জন	সিমলা	৩৲
২। সুধাংসু	কলিকত্তা	—
৩। গবর্ণমেন্ট গেজেট	শ্রিবামপুব	১২৲
৪। সত্যপ্রদিপ	শ্রিবামপুব	৬৲
৫। সংবাদবর্ধমান	বর্ধমান	৬৲
৬। চন্দ্রোদই	বর্ধমান	৬৲
৭। বার্তাবহ	বঙ্গপুব	৬৲
	মাহত দুবেলি চাপা। (পাক্ষিক)	
১। নিত্যধর্মানুবঞ্জিকা	পাতবিয়াঘাট	৩৲
	মাহে মাহে চাপা	
১। তত্ত্ববোধিনি পত্রিকা	জোবাসাঙ্কু	১২৲
২। কৌস্তুভকিবন	সোভাবাজাব	১২৲
৩। উপদেসক	চেকুর্ণাব বোদ	১॥০
৪। সত্যার্নব	মির্জাপুব	১৶০
৫। সর্বশুভকাবি	বৌবাজাব	৩৲

এই অরুণোদয়ের মূল্য বার্ষিক এক টাকা ছিল। সুদূর আসামে থাকিয়া সচিত্র মাসিক পত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রচার করা মিশনারীগণের খুবই প্রশংসার কথা।

অরুণোদয়ের প্রবর্ত্তন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রচার কল্পেই মুখ্যতঃ হইলেও, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক উপাদেয় প্রবন্ধ থাকিত—চিত্রগুলিও বেশ সুন্দর হইত। আসাম বুরঞ্জির (আহোম ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে) অসমীয়া অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আহোম, কাছাড়ী প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার চিত্রও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ পাদরী সাহেবেরা পত্রখানিকে সাধারণের হৃদয়াকর্ষক ও নানাবিষয়ে শিক্ষাপ্রদ করিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা ভুল-ভ্রান্তির অধীন ছিলেন না—এ কথা বলিতে পারি না। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার সমর্থন করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারকালে ইহাঁরা লিখিয়াছিলেন,—"তেওঁ সকল ব্রাহ্মণতকৈ বাতিত অতি উত্তম।" এবং তাজমহলের চিত্রের নীচে পরিচয়স্থলে লিখিয়াছিলেন,—"নুরজেহান মহারাণির ভৈয়ামের মঠ—The Taj-mahal or Tomb of Nurjehan।" *

২। আসামবিলাসিনী—অরুণোদয়ের ২৮ বৎসর পরে আসামের এই দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পর্য্যায়ে দ্বিতীয় হইলেও আসামবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের মঠকে 'আখড়া' বলে, আসামে ঐগুলিকে 'সত্র' বলে। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ 'মাজুলি' নামক দ্বীপে আসামের প্রধান প্রধান কয়েকটি সত্র স্থাপিত আছে—তন্মধ্যে আউনিআটি সত্র সর্ব্বপ্রধান। এই সত্রের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মহাত্মা ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী মহোদয় অতীব বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ জেলাস্থিত মিশনরীগণের দ্বারা 'অরুণোদয়' প্রচার ব্যপদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে দেখিয়াই তিনি আর্য্যধর্ম্মনীতি প্রচার-কল্পে তদীয় সত্রে একটি প্রেস্ আনিয়া তাহার নাম "ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র" প্রদানপূর্ব্বক এই "আসাম-বিলাসিনী" পত্রিকার প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাও অসমীয়া ভাষায়ই লিখিত হইত—তবে সংস্কৃতজ্ঞ গোস্বামী মহাশয়ের পত্রিকার বর্ণবিন্যাস-রীতি ও ভাষাব্যবহার সংস্কৃতানুযায়ীই ছিল। পত্রিকাখানি 'মাসিক' ছিল, এ কথা বলিয়াছি; কিন্তু ইদানীং প্রবর্ত্তিত নবপর্য্যায়ে "আসাম-বিলাসিনী"র প্রথম সংখ্যায় "আত্ম-কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আজি বহুদিনব আগেয়ে আউনিআটি সত্রব ধর্ম্মপ্রকাশ ছাপাখানাবপবা আসাম-বিলাসিনী নামেবে এখনি সাদিনিয়া বাতবিকাগত (=সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) চলা বহুতব মনত আছে।" ইহাতে বোধ হয়, ইহা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিয়দ্দিন সাপ্তাহিক ভাবে প্রচারিত হইত।†

---

* প্রবন্ধ বা চিত্রের নাম অসমীয়া ভাষাতে লিখিয়া নিয়ে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইত। আজকাল স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে এতাদৃশ দ্বি-ভিহ্ব (bi-lingual) শিরোনামাদি দেখা যাইতেছে।

† এ বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসামবিলাসিনীর বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম,

“ভাস্কর” প্রভৃতি বঙ্গীয় অনেক প্রাচীন পত্রিকার শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। এতদনুকরণে আসাম-বিলাসিনীরও শিরোদেশে বৃত্তাভাস আকারের একটি সিলের ভিতরে পত্রিকার নাম সহ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হইত,—

যা শ্রীমজ্জগদীশসদ্‌গুণগণালঙ্কারসম্ভূষিণী
বার্ত্তাব্রাতবিকাশিনী জনমনঃ শশ্বৎসুধাবর্ষিণী।
নানাখ্যানসুভাষিণী গুণবতী যেষাং শুভান্বেষিণী
সৈষাসামবিলাসিনী বিলসতি শ্রীদত্তহৃত্তোষিণী॥
সম্বাদসন্দোহজুষাং জনানামাখ্যায়িকায়াঞ্চ কৃতস্পৃহাণাম্।
তোষায় সদ্‌বৃত্তবতাঞ্চ পুংসাং ভূয়াৎ সদাসামবিলাসিনীয়ম্॥

এতৎসহ ঐ সিলমোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

উত্তর পাই নাই। আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা ‘সাপ্তাহিক’ হইবার একটা কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মহামতি গেইট সাহেব ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে “Report on tbe Progress of Historical Researches in Assam” নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাহার পরিশিষ্টরূপে (Appendix D), A short account of the rise and progress of journalism in the Assam Valley শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, তথাপি ১৮৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংকলনে ইহা হইতে আমরা বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি।

আসাম-বিলাসিনী ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শ্রীদত্তদেব গোস্বামী লোক-শিক্ষার্থে কেবল যে পত্রিকা প্রচারই করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি নাটকাদিও রচনা করিয়া সাধারণ্যে উপদেশ প্রচারার্থে অভিনয় করাইতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতেন—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার সমাদরের ভাবই প্রকাশ পাইত।*

৩। আসামমিহির—ইহা 'আসাম-বিলাসিনী'র এক বৎসর পরে ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আসামের আফিসে ও স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। আফিস আদালতে এবং বিদ্যালয়াদিতে বহু বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেন—ইঁহারা বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার প্রসার সাধনে কোনও প্রযত্ন করেন নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭২ অব্দে—যে বৎসরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল আসামের আইন আদালতে ও প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন করেন—গৌহাটির উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া বঙ্গভাষায় এই পত্রিকা প্রচার করেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে আসামের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তদানীন্তন গৌহাটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালীর চিরসুহৃৎ কামরূপ—বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত চিদানন্দ চৌধুরী (অধুনা রায়সাহেব) একটি ছাপাখানা নিজ নামে সংস্থাপিত করেন—তিনিই এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। ইহাই আসামের সর্ব্বপ্রথম "সাপ্তাহিক পত্রিকা"। মহা সমারোহে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনগ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া আনা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ইহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল; এই বিষয়েও আসামে এই পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দ্বৈভাষিকী পত্রিকা। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না হওয়াতে এবং সম্পাদক অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষেই বন্ধ হইয়া যায়। আসামে রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনাও এই বাঙ্গালা পত্রিকাখানিতেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা এখনও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।†

---

* যাঁহারা স্বর্গীয় শ্রীদত্তদেব গোস্বামী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের লিখিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ—১৩২০) প্রকাশিত "গোঁসাই ও ভকত" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

† এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার সময়ে গৌহাটি নগরে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ একটি বিষয় এ স্থলেই উল্লেখযোগ্য। অভয়াশঙ্কর গুহ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক তখন হাই স্কুলে পড়িতেন; ঐ ছাত্রটির হৃদয়ে এত দূর উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল যে, স্বয়ং অক্ষর তৈয়ার করিয়া ব্লক খুদিয়া স্বহস্তে এক অতি ক্ষুদ্রাকার সচিত্র পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা স্বয়ং বিলি করিতেন—এডিটার পাব্লিশার নিজেই সমস্ত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম কেহ বলিতে পারে না—কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়াছিল। এই যুবক পরিশেষে 'আসাম নিউস্' পত্রের সহকারী সম্পাদক হন—কিন্তু সরকারী কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যান—তাহাতেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। আসামদর্পণ—দরং জেলার অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হইত এবং তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তখন কলিকাতা হইতে তেজপুর আসিতে ষ্টীমারেও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিত।* এতদবস্থায় পত্রিকা আর কয় দিন চলে? ফলতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার বিলোপ ঘটিল। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত অরুণোদয় প্রভৃতি আসামের পত্রিকা আসামেই মুদ্রিত হইত। কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিয়া পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা এই "আসাম-দর্পণে"ই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল।

৫। গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণী†—এখানিও বাঙ্গালা ভাষার সাপ্তাহিক পত্র—গোয়ালপাড়া হইতে ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উৎসাহাভাবে ১৮৭৮ অব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলা জমিদার-বহুল স্থান এবং তন্মধ্যে দু একজন বিদ্যোৎসাহী বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জেলায় একখানি সাময়িক পত্রও চলিতেছে না।

৬। চন্দ্রোদয়—পাদ্রিদের "অরুণোদয়ে"র দেখাদেখি সম্ভবতঃ এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল। নৌগাঁ জেলার দিহিঙ্গীয়া গোঁসাই কর্ত্তৃক ইহা ১৮৭৬ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। গৌহাটির চিদানন্দ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অল্প ছিল—গোঁসাই আপন শিষ্য-শাখার মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ ইহার প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহা উঠিয়া যায়।

৭। আসামদীপিকা—ইহাও অসমীয়া মাসিক পত্র—১৮৭৬ অব্দে আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসরকাল মাত্র ইহা চলিয়াছিল।

৮। আসাম মিউচ্ (= নিউস্)—ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি গৌহাটী হইতে ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসামের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—

* অরুণোদয় পত্রিকার ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "কলিকতার পরা গুআহাটিলৈ ভাপর নাও (বাষ্পীয় তরী) অহা জোআর (আসা যাওয়ার) কথা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৎসর একখানি জাহাজ আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে কলিকাতা ছাড়িয়া গৌহাটিতে ২৯ তারিখে পৌঁছিয়াছিল, অর্থাৎ ইহার ১৭ দিন লাগিয়াছিল। তেজপুরে ষ্টীমার যাইত বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গেলে আরও তিন চারি দিন লাগিবারই কথা।

† ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত গেইট্ সাহেবের রিপোর্টের পরিশিষ্টে যে পত্রিকা-বিবরণী আছে, তাহাতে গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণীর পূর্ব্বে দুইখানি অসমীয়া পত্রিকার উল্লেখ আছে—কিন্তু নাম নাই। ঐ উভয়খানি নৌগাঁ জেলা হইতে ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ বিবরণীতে উল্লেখিত হয়। একখানি সাহিত্য-বিজ্ঞানবিষয়ক, অপরখানি ধর্ম্মবিষয়ক ছিল। উভয় পত্রিকাই সম্ভবতঃ মাসিক ছিল এবং কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং খুব আড়ম্বর সহকারে পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিদূন হাজারে উঠিয়াছিল—এত গ্রাহক এ যাবৎ এতদঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের হয় নাই। কিন্তু পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে উঠিয়া যায়। 'আসাম নিউস্' রাজাপ্রজা উভয়েরই নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু সম্পাদকীয় ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই অতি হিতকরী পত্রিকা অকালে বন্ধ হইয়া যায়।

৯। আসাম-বন্ধু—আসামের সুসন্তান স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। গুণাভিরাম বাহাদুর আসামের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যপদেশে দেশের অতীত কাহিনীতে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—এই পত্রে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষেই পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১০। মৌ (=মধু)*—গৌহাটি শহরবাসী শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়া ১৮৮৬অব্দে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক্‌জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলিনারায়ণ বড়া (সুপ্রসিদ্ধ ৺রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা) ইহার প্রকাশকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাও কলিকাতায় মুদ্রিত হইত। এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কিয়ৎকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু চারি মাসকাল মাত্র চলিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার নামকরণ হইতে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এ যাবৎ অসমীয়া-পত্রিকা-প্রকাশকগণ পত্রিকাগুলির যথাসম্ভব সংস্কৃত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসামের নব্য যুবকগণ সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রাকৃত পত্রিকার নামে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন—'মৌ' তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত। শ্রীহস্ত, হেমচন্দ্র গুণাভিরামের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাও এই উদীয়মান লেখকবর্গের অনুসরণীয় রহিল না।

১১। আসামতারা—এই অসমীয়া মাসিক পত্র আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৮৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীধরচন্দ্র বরুয়া নামক জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীই ইহাতে থাকিত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও উপেক্ষিত হইত না। সম্পাদক শ্রীধরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া যাওয়াতে ১৮৯০ অব্দে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়।

* মৌ যে 'মধু', তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন—বাঙ্গালায় 'মৌ-মাছি' শব্দে ইহার প্রচার আছে। কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষীয়গণ 'মৌ' শব্দ দ্বারা "মৌ-মাছি"ই বুঝাইয়াছিলেন—কেন না, নামের শিরে ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Bee' লেখা ছিল, বলিয়া জানিতে পারিলাম।

১২। নবাবন্ধু—৺রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের 'আসামবন্ধু' পত্রিকার অনুকরণে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক করুণাভিরাম বরুয়া এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ অব্দে প্রচার করেন। ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তরুণবয়স্ক সম্পাদক স্বীয় পত্রিকাখানির ন্যায় অকালে মানবলীলা সংবরণ করাতে আসামের সাহিত্যাকাশ হইতে একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক অসময়ে অস্তমিত হইয়া গেল। আসামের বাহিরে থাকিয়া অসমীয়া পত্রিকা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া এই স্বল্পজীবী পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য।

১৩। জোনাকী (=জ্যোৎস্না)—কলিকাতায় অসমীয়া ছাত্রগণ কর্তৃক ১৮৮৯ অব্দে এই অসমীয় মাসিক পত্র প্রবর্ত্তিত হয়। 'জোনাকী' আসামীয় সাহিত্য-গগন প্রায় দশ বৎসর-কাল আলোকিত করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিল। পত্রিকার লেখকগণ নব্য যুবক হইলেও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন—তাঁহাদের দ্বারাই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার স্রোতঃ কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে, তাহাই সাহিত্যে চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইঁহারা প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার অথবা হেমচন্দ্র গুণাভিরামের ভাষার অনুসরণ না করিয়া অসমীয়া ভাষাকে এমন এক আকার প্রদান করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, নব্য লেখকগণ মাতৃভাষার সর্ব্ববিধ অভাব মোচনার্থে দৃঢ়সংকল্প হইয়া 'জোনাকী' অবলম্বনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভূরি ভূরি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—অনেক মনোহর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং বিদ্যালয়-পাঠ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিতে হইলে প্রায়শঃ এই 'জোনাকী' হইতে গদ্য-পদ্য নানাবিধ প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। জোনাকীর যে সকল উৎসাহী লেখক তখন ছাত্ররূপে পরিগণিত ছিলেন, আজকাল তাঁহাদের অনেকেই—যথা, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি—অসমীয়া সাহিত্যের অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও জোনাকীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১৪। বিজুলী (=বিদ্যুৎ)—জোনাকী প্রবর্ত্তনের পর বৎসরেই ১৮৯০ অব্দে কলিকাতায় অসমীয়া ছাত্রগণ আরও একখানি মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন—তখন 'বিজুলী' নাম দিয়া জোনাকীর সহযোগিনী অসমীয়া পত্রিকা প্রচারিত হইল। ইহাও জোনাকীর রীতিতেই চলিতেছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর চলিবার পরে যখন উৎসাহী যুবকগণের অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দুইখানি পত্রিকা কলিকাতায় চলা কঠিন হইয়া পড়িল। তাই সম্ভবতঃ "জোনাকী"খানিকেই অব্যাহত রাখিয়া 'বিজুলী' তুলিয়া দিতে হইল।

১৫। আসাম—'আসাম নিউস্' বিলুপ্ত হইবার পরে এই অঞ্চলে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। আসামের রাজনীতিক নেতৃবর্গের প্রধান, স্বনামধন্য

স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র বরুয়া এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত স্বধর্মপরায়ণ ও স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া এই 'আসাম' নামধেয় সাপ্তাহিক পত্র ১৮৯৪ অব্দে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষার প্রবন্ধ থাকিত—৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া মহোদয় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন। কিয়দ্দিন বেশ গৌরবের সহিত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল—রাজপুরুষেরা ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পনের পরে কামরূপ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এবং আরও নানা কারণে ক্রমশঃ পত্রিকার অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। তথাপি বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া মহোদয় ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তৎপর ঋণদায়ে পত্রিকা ও প্রেস্ উভয়েরই ক্রমশঃ বিলোপ ঘটিল।

১৬। টাইম্‌স্ অব্ আসাম (Times of Assam)—এ পর্য্যন্ত আসাম অঞ্চলে দ্বৈভাষিকী দুই একখানি পত্রিকা চলিলেও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লিখিত পত্রিকা ছিল না। এই টাইম্‌স্ অব্ আসাম সেই অভাব পূরণ করিয়াছিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিব্রুগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ চাংকাকতি নামক জনৈক সুশিক্ষিত যুবক কর্ত্তৃক এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্য্যন্তও ডিব্রুগড় হইতে তদীয় সম্পাদকতায় ইহা বেশ প্রতিপত্তি সহকারেই চলিতেছে। ইতোমধ্যে একাধিক পত্রিকা ডিব্রুগড়েই উদ্ভূত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু চাংকাকতি মহাশয়ের বিশেষ গৌরবের কথা যে, অবিচলিত ভাবে এই পত্রিকা এ যাবৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল শিক্ষিত অসমীয়াগণের মুখপত্র, এরূপ নহে—এতদঞ্চলের চা-কর সাহেবগণও ইহাকে নিজের জিনিষ মনে করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন--ইহা পত্রিকা-পরিচালকের সুদক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭। আসাম বন্তি (=বাতি=প্রদীপ)—বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আসামের এই-খানিই প্রথম পত্রিকা। ১৯০১ অব্দে তেজপুর শহর হইতে অসমীয়া ও ইংরেজীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পত্রিকাখানি কেবল অসমীয়াতেই লিখিত হইত। কিন্তু অল্প দিন হইল, ইহা পুনশ্চ দ্বৈভাষিকী হইয়াছে এবং সাপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক" হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম "পাক্ষিক" পত্র।

১৮। বিজুলী—নূতন পর্য্যায়—১৮২৪ শকের * (১৯০২ খৃঃ অব্দের) বৈশাখ হইতে 'বিজুলীর' নবপর্য্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে তৃতীয় বৎসরে 'বিজুলী' বিলুপ্ত হওয়ায় নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যারূপে সংজ্ঞিত হইয়াছিল। তদানীং শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা বি এ (অধুনা এম্ এ) ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং পত্রিকা

* আসামে শকাব্দারই প্রচলন অধিক—তবে সরকারী লেখাপড়ায় আগে বাঙ্গালা সাল খুবই চলিত। এখন ইংরেজী অব্দেই কাজ চলে।

তেজপুর সেণ্ট্রাল প্রেসে মুদ্রিত হইত। কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়া এই নূতন পর্য্যায়ের বিজুলীও অদৃশ্য হইয়া গেল।

১৯। জোনাকী—নব পর্য্যায়—ইহাও ১৯০২ অব্দে আশ্বিন মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ বার গৌহাটি শহর হইতে আসামের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা বি এ, বি এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছিল। শেষ বর্ষে প্রকাশের ভার অসমীয়া-ভাষা-উন্নতিসাধিনী সভার উপর অর্পিত হয়—কিন্তু সাধারণের উৎসাহাভাবে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২০। ইষ্টার্ণ হেরাল্ড্ (Eastern Herald)—ডিব্রুগড় শহর হইতে ১৯০২ অব্দে টাইম্‌স্ অব্ আসাম পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য বাঙ্গালী উকিল শ্রীযুক্ত বশংবদ মিত্র এম্ এ, বি এল্ উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং ডিব্রুগড়প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানি আন্দাজ আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল।

২১। সিটিজেন (Citizen)—অতঃপর ১৯০৪ অব্দে সেই ডিব্রুগড় শহর হইতেই এই আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তন অবধি হাকিম, কেরাণী, উকীল, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরূপে অনেক বাঙ্গালী এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। বহু বাঙ্গালী এখানে এক প্রকার ঘরবাড়ী বাঁধিয়া দুই তিন পুরুষ যাবৎ বসতি করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কাজকর্ম্ম পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপন জন্মভূমিতে চাকুরী পাওয়া সম্বন্ধে ষোল আনারই দাবিদাওয়া করিতেছিলেন, অনেকটা এই নিমিত্তে তদানীং বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল—যেমন এখনও বিহারে হইতেছে। যাহা হউক, বাঙ্গালীগণ নিজের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে এই পত্রিকাখানির প্রবর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ "পাঞ্জাবী" পত্র-সম্পাদক যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রাগুক্ত বাবু বশংবদ মিত্র তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী যৌথ ভাবে এই পত্রিকা-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক 'আসাম প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি' সংস্থাপন করেন। পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু আয় হইতে ব্যয় কুলাইতে না পারায় সিটিজেন্ পত্রিকা ১৯০৬ অব্দে বন্ধ হইয়া যায়। তবে পত্রিকার জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—আসামে যে সকল বাঙ্গালী স্থায়িভাবে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিবিষয়ে অধুনা অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

২২। আড্‌ভোকেট অব্ আসাম (Advocate of Assam)—বস্তির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটিতে তদীয় নিজ আবাসবাটিকায় আসিয়া 'ভিক্টোরিয়া প্রেস' সংস্থাপন পূর্ব্বক এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৯০৫ অব্দে প্রচারিত করেন। বেশ দক্ষতা

সহকারে আড্‌ভোকেট চলিতেছিল। কিন্তু সম্পাদক বরুয়া মহাশয় পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াতে পত্রিকাখানির সমূহ ক্ষতি ঘটিল। তদবস্থায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, কিয়ৎ-কাল অনিয়মিতরূপে চলিয়া ১৯১২ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

২৩। আসাম ক্রনিক্‌ল্—(Assam Chronicle) ডিব্রুগড় হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।* শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ 'ক্রনিক্‌ল' পত্রের অনুকরণে সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্প কয়েক সংখ্যার পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

২৪। দীপ্তি—যাঁহারা অরুণোদয় প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৯০৫ অব্দে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখান হইতে জুলাই ১৯০৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৭ পর্য্যন্ত দীপ্তি প্রচারিত হয়। তৎপর ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যোরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরকাল বন্ধ থাকিয়া সম্প্রতি গৌহাটি হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "২য় বছর ৭ম সংখ্যা" হওয়াতে দেখা যাইতেছে, গৌহাটি হইতে প্রচারিত "দীপ্তি" নূতন পর্য্যায়রূপে পরিগণিত হইতেছে। এইখানিও অরুণোদয়ের ন্যায় 'সচিত্র' মাসিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অরুণোদয় আকারে দ্বিগুণ ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া উহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত—তাই সাধারণ লোকেও আগ্রহ সহকারে তাহা নিত। কিন্তু 'দীপ্তি' খ্রীষ্টনীতি-বিষয়ক কথাতেই পূর্ণ থাকে; তাই সাধারণ্যে ইহার খবরও বড় কেহ রাখে না। সম্প্রতি মিশনারীগণ যত্ব-ণত্ব, হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ স্বীকার করিয়া অসমীয়া ভাষা লিখিতেছেন—ইহা পরম সুখের বিষয়। 'দীপ্তি' কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয়।

২৫। 'উষা'—জোনাকী ও বিজুলির নূতন উদ্যমও যখন তিরোহিত হইল, তখন তেজপুর হইতে ১৯০৭ অব্দে উষার আবির্ভাব হইল। উষার সম্পাদক আসাম বন্তির রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া মহাশয়। এই স্থানে ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেন; সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে লিটারেরি পেন্‌শন প্রাপ্ত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বরুয়া মহাশয় একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকপ্রণেতা এবং পত্রিকা-সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট যখন আসামে ব্যবস্থাপক-সভার প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন ইঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া এবং তৎপশ্চাৎ ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিংবদন্তী অনুসারে পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণরাজের রাজধানী এই তেজপুরেই ছিল (অসমীয়া 'তেজ'

---

* ইহা কোন্ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তাই টাইমস্‌হেরাল্ড, সিটিজন, আডভোকেট্ অব্ আসাম—এই সকল পত্রিকার সমশ্রেণীয় বলিয়া, ইহাদের পরেই এই-খানি উল্লেখযোগ্য মনে করিলাম।

অর্থ 'শোণিত'), তাই বরুয়া মহাশয় তাঁহার পত্রিকাখানির নাম বাণরাজের কন্যা 'ঊষা'র নামে রাখিয়াছিলেন। 'ঊষা' আসামের নূতন যুগের পত্রিকাগুলির অগ্রদূতী হইয়া প্রকৃতই প্রভাতসূচিকা 'ঊষা' নাম সার্থক করিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে কটন কলেজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে উচ্চশিক্ষার্থে আসামের বালবৃন্দের দূরদেশে যাইবার তেমন আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল—তাই অসমীয়া-সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের অনেকেই মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত যত্নবান্। এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকেরাই প্রধানতঃ ঊষার লেখক হইয়া দাঁড়াইলেন। 'জোনাকী' এবং "বিজুলী"ও কলিকাতায় অবস্থিত নব্য যুবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইত—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণিত ছিল—এখন অসমীয়া লেখক-সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। "ঊষার" পরে ক্রমশঃ তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রভা শেষ কয়ে বড়ই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা বর্ত্তমান অব্দে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি যুগপ্রবর্ত্তকরূপে ইহা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৬। বাঁহী (=বংশী)—কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাস হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ-বরুয়া বি এ কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রখানি সম্পাদিত হইতেছে। বেজ-বরুয়া মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার মাতৃভাষার সেবার নিমিত্তে প্রবল আগ্রহ বড়ই প্রশংসার্হ। অসমীয়া সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিহাসের আলাপে বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়—লেখা-পড়ায় নিম্নস্তরের লোকমধ্যে প্রচলিত আলাপ-প্রলাপের ভাষা ব্যবহার হওয়াতে হাস্য-কৌতুকের রচনা এই ভাষায় স্বভাবতঃই খুব স্ফূর্ত্তিলাভ করে। বেজবরুয়া মহাশয় আবার ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ চটুলরস-রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাঁহী তাই অসমীয়া সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ নব্যগণের বড়ই আমোদের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ অসমীয় মাসিকপত্রগুলির মধ্যে আজকাল বাঁহীরই প্রসার সমধিক বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) অসমীয়া পত্রিকায় বাঁহীতেই সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছে।

২৭। আলোচনী—'বাঁহী'র কিছুকাল পরেই ডিব্রুগড় হইতে "আলোচনী" ১৯০৯ অব্দের শেষভাগে (১৮৩১ শকের কার্ত্তিক মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চাংকাকতি। ডিব্রুগড়েই ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাও 'সচিত্র' অসমীয়া মাসিক পত্রিকা। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আসামের শিলালিপি-গুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

২৮। আসামবান্ধব—ইহা কামরূপনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালিত মাসিক অসমীয়া পত্রিকা। ১৯১০ অব্দ হইতে চলিতেছে। অসমীয়া ভাষার দুইটা ধারা আছে—এক উজানি অর্থাৎ উপর আসাম—শিবসাগর অঞ্চলের ভাষা; অপর ভাটি অর্থাৎ নিম্ন আসাম

—কামরূপ অঞ্চলের ভাষা। আসাম-রাজধানী শিবসাগরে থাকায় অসমীয়া-সমাজের পদ-পদার্থসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন—তাঁহাদের ভাষাই এখন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—যেমন বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের অথবা বর্ত্তমানে কলিকাতার ভাষা। পূর্ব্ব-বঙ্গীয়গণ যেমন 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহসিত হন, তেমন কামরূপ অঞ্চলের লোকেরাও 'ঢেকেরী' বলিয়া ঠাট্টার পাত্র হইয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা যেমন শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, শিবসাগরের ভাষাও তেমনি বড় মোলায়েম। অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা যেমন অধিক-তর সংস্কৃতমূলক—কামরূপের ভাষাও তেমনি—সংস্কৃত শব্দ-বহুল। যাহা হউক, 'বাঁহী' ও 'আলোচনী' উজানি অঞ্চলের অধিবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়া কামরূপবাসীরা তাঁহাদের নিজস্ব এই "আসামবান্ধব" প্রচারিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপাততঃ দলাদলির বিদ্বেষ প্রকটিত হইলেও পরিশেষে একটা আপোষ আপনা আপনিই হইয়া যাইবার কথা—হইতেছেও তাই; আমাদের বিশ্বাস, এখন 'উজান' ও 'ভাটি' উভয় অঞ্চলের লিখিত ভাষা প্রায় একরূপই হইয়া উঠিতেছে।

২৯। সম্মিলন—যখন অসমীয়া সাহিত্যে প্রাগুক্তরূপ আন্দোলন অনুশীলন চলিতেছিল, তখন নৌগাঁপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী উকীল—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু—"সম্মিলন" নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ১৯১০ অব্দে প্রচারিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলন ঘটে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে গৌরীপুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। যে কারণেই পত্রিকার নামকরণ হউক না কেন, ইহা স্বল্প দিন মাত্র জীবিত ছিল—অতএব ইহাদ্বারা অভীপ্সিত ফললাভ অতি অল্পই হইতে পারিয়াছে।

৩০। বিজয়া—কলিকাতায়ও এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি কলিকাতার 'বিজয়া'র অল্প পূর্ব্বে ১৯১১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে (১৩১৮ বৈশাখ) গোয়ালপাড়া জেলায় কোনও জমিদারবংশীয় কুমার বিপ্র-নারায়ণ বি এ কর্ত্তৃক ধুবড়ী হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৩১৯ সালের পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পারিজাত প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার বিপ্রনারায়ণ 'বিজয়া' নামে একটি প্রেস্ ধুবড়ীতে সংস্থাপন করেন। কিন্তু ঐ প্রেসে পত্রিকা ছাপান ঘটে নাই।

৩১। বিশ্ববার্ত্তা—ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় "বিশ্ববার্ত্তা" প্রকাশিত হয়। আসাম অঞ্চলের লোকসাধা-রণের উপকারার্থে ইহার একটি অসমীয়া সংস্করণেরও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় আসাম ও অসমীয়ার পরম সুহৃৎ, আসাম উপত্যকার কমিশনার মাননীয় কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে অসমীয়া "বিশ্ববার্ত্তা" ঐ বৎসরেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুত কালীরাম দাস বি এ অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতেই ইহাও মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইত। ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসাম পুনশ্চ বিযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববার্ত্তার এই অসমীয়া সংস্করণ সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসমীয়া সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ এখন অসমীয়া ভাষায় একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অত্রত্য লোকসাধারণ বড়ই অনুভব করিতেছে।

৩২। আসাম হেরাল্ড (The Assam Herald)—যিনি ইতঃপূর্ব্বে ডিব্রুগড় হইতে আসাম ক্রনিক্‌ল্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া মহাশয়ই ১৯১২ অব্দে নৌগাঁ হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু উৎসাহ অভাবে অচির-কালমধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

৩৩। আর্য্যদর্পণ—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৩১৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রচা-রিত হয়। ইহা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা—পরমহংস শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ স্বামীজীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া, ইহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর পরমহংসজী শিবসাগর যোড়হাটের অন্তর্গত কোকিলামুখের নিকটে একটি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম সংস্থাপন করিলে তদীয় শিষ্যগণ ১৩১৯ সালের (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ পুনঃ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাখানি বেশ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। যোড়হাটদর্পণ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

৩৪। আসাম-বিলাসিনী—নূতন পর্য্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ৺শ্রীদত্ত দেবগোস্বামীর আসামবিলাসিনীর নূতন পর্য্যায় বলা যাইতে পারে না। ঐখানি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান 'আসামবিলাসিনী' সেই উদ্দেশ্য—ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা—মুখ্যতঃ বজার রাখিয়া চলিতেছে না। ইহা একখানি অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—সচরাচর এবংবিধ পত্রে যাহা থাকে, তাহাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকায় করা হইতেছে। কেবল স্বর্গীয় গোস্বামীর সেই শ্লোকদ্বয়-সমন্বিত 'সিল্'টি শিরোনামে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে যোড়হাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। সেই 'ধর্ম্মপ্রকাশ' প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু প্রেসও আউনি-আটি সত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া যোড়হাটে আসিয়াছে।

৩৫। অকণ (= খোকা)—অসমীয়া ভাষাতে এ যাবৎ একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকার অভাব ছিল। বর্ত্তমান (১৯১৬) বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই 'অকণ'খানি চলিতেছে। এই সচিত্র পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। কলিকাতা 'শিশু' প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়—দেখিতেও 'শিশু'র স্থায়ই দেখায়। তদনুকরণেই বোধ হয়, ইহার নামকরণও হইয়াছে। যদিও ইতি-মধ্যেই এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না—তথাপি আমরা এই নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমাদের সামান্ত বিবরণীর উপসংহার করিতেছি।

পরিশিষ্ট

পার্ব্বত্য জেলাসমূহের পত্র-পত্রিকা

[আসাম প্রদেশের তিনটী প্রাকৃতিক বিভাগ আছে,—(১) প্রকৃত আসাম—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (২) পার্ব্বত্য জেলাসমূহ, (৩) সুর্ম্মা উপত্যকা—শ্রীহট্ট ও কাছাড়, যাহা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গপ্রদেশের একাংশ এবং এখনও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার বিবরণী মূল প্রবন্ধে দেওয়া হইল। তৃতীয় বিভাগের অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড়ের পত্র-পত্রিকার বিবরণ অপর লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ে প্রয়াস অনাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ পার্ব্বত্য জেলাগুলির সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি - নচেৎ স্বতন্ত্র আলোচনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম।]

গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয় পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়—এইগুলি 'পার্ব্বত্য জেলা।" তন্মধ্যে গারো পাহাড় আসাম উপত্যকার কমিশনারের অধীন, অপরগুলি সুর্ম্মা উপত্যকার কমিশনারের এলাকাভুক্ত। করদ-রাজ্য মণিপুরকেও পার্ব্বত্য প্রদেশের একতম বলিয়া গণনা করিতে পারি। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ "উত্তর-কাছাড়" সব্‌ডিভিশনও পার্ব্বত্যশ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়

শিক্ষা ও সভ্যতায় পার্ব্বত্য জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাই সর্ব্বপ্রথম। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকাখানি ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবক—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকা শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান লেখক তখন শিলং প্রবাসী—তাঁহার সহিত পত্রিকার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে চুঁচুড়ানিবাসী, তদানীং শিলংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম স্মরণীয়—তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় লেখক ব্যতীত বাঙ্গালার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথম দেড় বৎসর কাল বেশ সগৌরবে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পে শিলং সহর বিধ্বস্তপ্রায় হয়—তদবধি পত্রিকাখানি ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে থাকে—কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির স্থানান্তরে প্রস্থানেও ইহার ক্ষতি ঘটে। অবশেষে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে এই ভাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্যম।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলি খাসিয়া ভাষায়, ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে ;—*

---

* এই সকল পত্রিকার তালিকা শিলংপ্রবাসী সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি (শ্রীহট্টবাসী) বাঙ্গালী হইলেও খাসিয়া ভাষায় সম্যক্ অভিজ্ঞ।

১। নংকিট খবর (Nong Kit Khobor)—চেরাপুঞ্জি হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে ওয়েলশ্ মিশন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক খাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ পার্ব্বত্য জাতীয়দের মধ্যে খাসিয়াগণ ইংরেজী সভ্যতা বিষয়ে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অপর কোনও পার্ব্বত্য জাতি তেমন উন্নত হয় নাই। এই পত্রিকা ওয়েল্শ্ মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষার অক্ষর ইংরেজী—অন্যান্য পার্ব্বত্য ভাষায়ও ইংরেজী অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যাইত—এখন কদাচিৎ দেখা যায়।

২। পাতিং ক্রিষ্টিয়ান্ (Pating Kristian = Christian Age) উ জোয়েল্ লংপা নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৯৬ অব্দ হইতে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩। খাসিমিন্তা (Khasi Minta = Khasi of Date)—উ হমুরায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহা ১৮৯৬ হইতে ১৯১০ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৪। নং ইয়ালাম্ কাথলিক (Nong ialum Katholic = Catholic Leader) ফাদার এরিল্ নামক জনৈক পাদরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০২ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। নং ইয়ালাম্ খ্রীষ্টিয়ান্—(Nong ialum Kristian = Christian Leader)—রেভারেণ্ড্ জে সি ইভান্স্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা ১৯০২ অব্দের জুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

৬। উ নং ফিরা (U Nong phira = Watchman) শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নামক জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৩ অব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, অপর পত্রিকাগুলি সমস্তই খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক—কেবল ইহাতেই নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শিবচরণ বাবু খ্রীষ্টান নহেন; তাঁহার পিতা শিলংএর একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—কিন্তু ইনি গবর্ণমেণ্টের কাজে না গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধানে সতত সমুৎসুক বটেন।

৭। জয়ন্তীয়া—রেভারেণ্ড্ সিয়াং ব্লা নামক খ্রীষ্টান খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

৮। কা জিং শাই গস্পেল (Ka Jing Shai Gospel = Light of Gospel)—উজয়মোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৫ সালের জুন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে।

৯। লুর্ শাই (Lur Shai = Morning Star)—রেভারেণ্ড্ রীড্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

১০। রেইন্ বো (Rainbow অর্থাৎ রামধনু)—১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১১। কা সেং প্রেস্ বিটারিয়ান্ (Ka Seng Presbyterian = Presbyterian Union)—১৯১৬ অব্দের মার্চ্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারী গেজেট্ প্রভৃতিকে পত্রিকা-পর্য্যায়ে লওয়া বোধ হয় অসঙ্গত। তাই এ স্থলে এগুলির উল্লেখ করা হইল না। কোনও ইংরেজী পত্রিকা এ জেলা হইতে প্রচার হইয়াছে বলিয়া অবগত হই নাই।

গারো পাহাড়

গারো পাহাড় হইতে দুইখানি পত্রিকার খবর পাওয়া গিয়াছে।*

১। আচিক্-নি রিপেং (Aohik-ni repeng = Garo's Friend)—গারোরা নিজেদের 'আচিক' বলিয়া থাকে। গারো পাহাড়ে সুসমাচার প্রচারের ভার আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের দ্বারাই ১৮৭৯ অব্দে এই কাগজ প্রথম বৎসর হাতে লিখিয়া লিথো করিয়া বিলি হইত, পশ্চাৎ একটি প্রেস্ তুরায় আনিয়া তাহাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল পরে তুরাতে মুদ্রণের অসুবিধা হেতুক কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা গারো ভাষার কাগজ হইলেও প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৯০৬ অব্দ হইতে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ডাঃ এম্ সি মেসন এবং ডাঃ ই, জি ফিলিপস্, প্রথমাবধি ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত আছেন—মধ্যে তাঁহাদের অনুপস্থিতি সময়ে রেভাঃ উইলিয়ম্ ড্রিং, মিঃ ডব্লিউ সি মেসন্, মিস্ এফ্ সি বণ্ড্ প্রভৃতি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন।

২। ফ্রিং ফ্রাং (Phring phrang = Morning Star)। ইহা ১৯১২ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাও ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষায় লিখিত হইত এবং কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। ইহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচারই ছিল। প্রথমতঃ মিঃ এ মেকডনেল্ড এডিটার ছিলেন, পশ্চাৎ মিঃ মধুনাথজি মোমিন্ নামক জনৈক শিক্ষিত গারো ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত হন। গারো ভাষার শব্দগুলি বিশুদ্ধতর ভাবে ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্য ইহাতে প্রয়াস করা হইত এবং যাহাতে গারোগণ সুশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক স্বদেশের উন্নতিবিধানে যত্নপরায়ণ হয়, ইহাও এই কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ায় ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* তুরা ডেপুটি কমিশনার আফিসের শ্রীযুক্ত বিধুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন।

"আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা

৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বাঙ্গালা অরুণোদয় নামক পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পরিষৎ-পত্রিকার ঘটনাপঞ্জী কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে অরুণোদয়ের যে ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থনে কোথাও কিছু পাই নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত আমরা তিনখানি (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় উল্লিখিত দুইখানি নহে) অরুণোদয়ের সংবাদ পাইয়াছি। (১) ১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, জমীদার জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিচালিত (Long, *Return Relating to Publications in the Bengali Language till 1857.* Cal. 1859. p. xxxix; Long, *Return Relating to 515 Persons Connected with Bengali Literature,* Cal. 1855)। জন্মভূমি পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে ইহা ছয় মাস কাল মাত্র চলিয়াছিল। কলিকাতায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৫০০; বাহিরে ৭০। বার্ষিকমূল্য ১২৲। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ইহার পরিচালক ও সম্পাদকের নাম দিয়াছেন রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। (২) ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (Long, *Return etc.* 1859, p. xl)। লং তাঁহার *Return etc.* 1855 পুস্তিকায় ইহার সম্পূর্ণ নাম সংবাদ-অরুণোদয় এবং তারিখ ১৮৪৯ দিয়াছেন। লংএর মতে ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক ছিল। মহেন্দ্রবাবু লং সাহেবের চেয়ে বেশী কিছু বিবরণ দেন নাই। (৩) আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ইহা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র ছিল। লালবিহারী দে ইহারই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। (Long, *Return etc.* 1859. p. xliv; Murdoch, *Catalogue of Christian Vernacular Literature of India,* Madras 1870. p. 24)। ইহার উল্লেখ Blumhardt এর *Catalogue of Bengali Printed Books in the British Museum* এ (p. 79) পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ সংখ্যা (vol 1. no 19) ও তৃতীয় খণ্ডের ১৭, ২৩, ২৪, সংখ্যা (vol III. nos. 17, 23, 24) রক্ষিত আছে। উক্ত খণ্ডসমূহের তারিখ ১৮৫৮—৫৯; শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র (Murdoch, *Catalogue*)। এই পত্রিকা হইতে অসমীয় অরুণোদয়ের নামকরণ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৫৬। আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অরুণোদয় মাসিক পত্রিকার সংবাদ উক্ত ব্রিটীশ মিউজিয়মের তালিকায় পাওয়া যায়। (*Suppl. List.* p 192)। উহার আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও অলৌকিক রহস্য ("astrology and occult sciences")। সম্পাদকের নাম রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যে খণ্ড ব্রিটীশ মিউজিয়মে আছে, তাহার তারিখ, কলিকাতা ১৮৯০।

প্রবন্ধের ৭৪ পৃঃ উল্লিখিত বঙ্গদর্শক সংবাদপত্রটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সহিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত পত্রের প্রকাশাব্দ ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের অধিক পরমায়ু বলিয়া বোধ হয় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় লেখক "জুগ্যতদিপিতা ভাস্কর" নামক পঞ্চভাষান্বিত সংবাদপত্রের কথা ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আসামদেশীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ইহার ঠিক নাম কি? এই সংবাদপত্রের নাম, যাহা লেখক অনুমান করিয়াছেন, (যুগপৎ দীপয়িতা) তাহা নহে; ইহা "জগদ্দীপক (সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৫৯; জন্মভূমি ১৩০৪-৫) বা জগদ্দীপক (Long, *Return etc.* 1855. p. 146) বা জগদ্দীপ (Long, *Return etc.* 1859 p. xxxix) ভাস্কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নামটাই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ আড়ম্বরের সহিত কাগজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। কারণ, এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল আদৌ দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সম্পাদকের নাম লং দিয়াছেন—মৌলবি বাজের আলি (Bugerali, *Return* etc. 1859, p. xxxix; Buzurally, *Return etc.* 1855 p. 146)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জন্মভূমির উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেন যে, ইহার প্রকৃত নাম মৌলবি বার আলি। চারি ভাষায় লিখিত হইত—পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও ইংরাজী। প্রকাশাব্দ ১৮৪৬। মাসিক মূল্য ।০ চার আনা মাত্র। ইহার পুরাতন ফাইল এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং আর কিছু বেশী খবর পাওয়া যায় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা আসামীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকার বিবরণ দিতে হইলে বর্ত্তমান মন্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে; প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। তথাপি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ। তালিকায় উক্ত কয়েকটি পত্রিকার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয় নাই—যথা, সংবাদ-প্রভাকর, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-ভাস্কর, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-রসরাজ, সংবাদ-সাধুরঞ্জন। সজ্জনরঞ্জন নামে যে সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা সজ্জনরঞ্জন নহে, সুজন-রঞ্জন। ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৪৯ ও সম্পাদকের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। রসরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম সৃষ্টি। সুধাংশু—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-সুধাংশু নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।

শ্রীসুশীলকুমার দে

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা*

পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সংক্ষেপে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমি যে সব কথা বলিব, তাহা অনেক কালের পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র; নূতন কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না। তথাপি ভরসা এই যে, বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই।

আমি শব্দকোষের এক একটি শব্দ ধরিয়া, তাহার ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে না করিয়া, প্রাকৃত হইতে করিলে সহজ হয়, ইহা দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এইরূপে প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। রায় মহাশয় এই মত স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই, যুক্তি কি, এ সম্বন্ধে তিনি সেই পুরাণ কথা টানিয়া আনিয়াছেন; বাঙ্গালা কাহার সন্তান—সংস্কৃতের, না প্রাকৃতের—এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী, ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত, না প্রাকৃত মূল প্রদর্শন কর্ত্তব্য?"—৬৩ পৃঃ।

বাঙ্গালা প্রাকৃতজ, ইহাকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; অথচ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন,—"পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটা ভাষা। কেহ বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় প্রাকৃত-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি।" ইত্যাদি, ৬৫ পৃঃ, ২ প্যারা।

তিনি দুই জায়গায় দুই রকম মত প্রকাশ করিলেন,—আমরা কোন্‌টাকে তাঁহার খাঁটি মত বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রথমে "বাঙ্গালা প্রাকৃতজ", এই মতকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; আবার কিছু পরেই বলিলেন—সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ইত্যাদি। দ্বিতীয় মতই যদি তাঁহার খাঁটি মত হয়, তবে আমাদের আর কিছুই কহিবার নাই; আমাদের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এইখানেই নীরব হইতে পারি। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি বলেন,—"কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে।"—৬৩ পৃঃ। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করেন, প্রাকৃত সংস্কৃতকে পরাভূত করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহা তিনি কোষে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, প্রাকৃত যে "ইতর লোকের ভাষা"।—৬৩ পৃঃ। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, শকুন্তলা, সীতা প্রভৃতি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কি 'ইতর' লোক ছিলেন ? আর যাঁহারা সে কালের বড় বড় ঋষি-মহর্ষি, রাজা-মহারাজা—তাঁহারা কি প্রাকৃতে মোটেই কথা কহিতেন না ? * তবে "শিষ্ট প্রাকৃত" নাম আইল কোথা হইতে ? "আর্ষ প্রাকৃত" নামের সার্থকতা কোথায় ? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে সরস্বতীকে দিয়া প্রাকৃত ভাষায় পার্ব্বতীর স্তব করাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার পার্ব্বতী ও সরস্বতীকে ইতর-শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? শাতবাহন প্রাকৃত ভাষায় "সপ্তশতী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট বলেন,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, দশরূপকের ধনিকৃত টীকা এবং কাব্যপ্রকাশে "সপ্তশতী" হইতে অনেক শ্লোক তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয় কি ইহাকে ইতরের ভাষা বলিবেন ? আজ-কালকার বাঙ্গালার নানান্ রূপ প্রচলিত। টোলের পণ্ডিতের এক বাঙ্গালা, ইংরাজী-শিক্ষিতের এক বাঙ্গালা, সহুরে ভদ্র লোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য ভদ্রলোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য চাষার এক বাঙ্গালা,—কিন্তু বাঙ্গালা সবই। ইহার মধ্যে কেবল চাষার বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া যেমন সমস্ত বাঙ্গালাকে "ইতর" বলা উচিত নয়, সেইরূপ প্রাকৃতের কোন একটা রূপ দেখিয়া প্রাকৃত মাত্রকেই ইতর বলা ঠিক নহে। আর হইলই বা ইতর, ইতর হইতেই যদি বাঙ্গালা আসিয়া থাকে, তবে তাহা স্বীকার করিব না কেন ? ব্যাকরণে এক, কোষে আর—দুই জায়গায় দুই মত, ইহার অর্থ ত আমরা বুঝি না।

রায় মহাশয় তাঁহার শব্দকোষে বিদেশী শব্দ বাদে পনের আনা তিন পাই শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন। প্রাকৃতকে তিনি একেবারে আমলই দেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে যে কত দূর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা শব্দকোষ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি "আবরণ" শব্দ হইতে "উড়নী", "ওয়াড়" ও "ওহাড়ন", "নীবার" হইতে "উড়িধান" এমন কি, "সহস্র" হইতে "হাজারও" [ফা° হজারও দেখাইয়াছেন] কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি প্রাকৃতকে স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি বলেন,—"যে ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।"—৬৪ পৃঃ, ২য় প্যারা। যদি স্বীকারই করা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয়ে বঙ্গভাষা হইয়াছে, তবে তাহাতে দুইই থাকিবে—সংস্কৃতও থাকিবে, প্রাকৃতও থাকিবে ; প্রাকৃতের মূল প্রাকৃত, সংস্কৃতের মূল সংস্কৃত দেখাইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোষে তাহা দেখান নাই।

সংস্কৃত ভাষা অবশ্য একটা আদিম মূল-ভাষা নয়, তাহা ইহার 'সংস্কৃত' নাম হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃতের জন্মের পূর্ব্বে—পাণিনি প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে অবশ্য আর্য্যগণের

* ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষাতেই (মনুষ্যভাষাতেই) কথা কহিতেন এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ভাষাও (দেবভাষার) ব্যবহার করিতেন। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত উপনিষদ্‌বাক্য হইতে পাওয়া যায় ;—
"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণা উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাং।"

একটা ভাষা ছিল, যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়। সংস্কৃত হইল, কিন্তু সংস্কৃতের আগে যে ভাষা ছিল, সেটা কি মরিয়া গেল? পণ্ডিতেরা বলেন—না। সংস্কৃত জন্মিয়া তাহা সাহিত্যের ভাষা হইল। আগেকার ভাষা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার চলার শেষ হয় নাই; কোথায় শেষ হইবে, কে জানে? বাঙ্গালার যদি মূল ধরিতে হয়, তবে সংস্কৃতকে ধরিব কেন? সংস্কৃতের আগেকার সেই ভাষাকে ধরা উচিত নয় কি?

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান, ইহার মধ্যে সুবহু কাল চলিয়া যায়। আদিম মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন হয় নাই; কথ্য ভাষা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ভাষা মুখে মুখেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। পরে মানুষ শিক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাহিত্য হয়, তখন সাহিত্যে ও কহিবার ভাষায় বিশেষ তফাত থাকে না; সাহিত্যেও যা, মুখেও তা। ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলেই তাহা থাকিয়া যায়, অন্য দিকে মুখের ভাষা দিন দিনই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে যত দিন মুখের ভাষা থাকে, তত দিন উভয় ভাষা এক এবং সীমা ছাড়াইলেই দুই হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য বেদ।* বেদের ভাষাকে রাখিয়া তাঁহাদের কথ্য ভাষা চলিয়াছে, চলিতে চলিতে অনার্য্য-ভাষার সহিত মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, তখন লোকব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য একটি ভারত-জোড়া সাহিত্যের ভাষার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত—ইহা বলি কি করিয়া? সাহিত্যের ভাষা হইতে কোন কথ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ ত কোন দেশের ভাষায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কার সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে আজকালকার কথ্য বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বোধ হয়, এ কথা স্বীকার করিবেন না। সংস্কৃত যে সাহিত্যের ভাষা, ইহা কেবল আজ আমরাই বলিতেছি না, অনেক প্রাচীন পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

---

* আজকাল আমরা বেদের ভাষাকে যে আকারে পাইতেছি, ইহার রচনা-সময়ে যে ঠিক ইহা এই রকমই ছিল, তাহা বলা যায় না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহার কয়েক বার সংস্কার হইয়াছে। এই সকল সংস্কারে ইহার ভাষা অনেকটা সংস্কৃতমুখী হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বেদের ভাষাকে "বৈদিক সংস্কৃত" বলা হইয়া থাকে। নতুবা বৈদিক ভাষার "সংস্কৃত" নাম হইবার অপর কোন কারণ দেখা যায় না। তথাপি প্রাকৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

† সংস্কৃতং কৃত্রিমে লক্ষণোপেতে।—অমরকোষ। পাণিন্যাদিকৃত-ব্যাকরণ-সূত্রেণ উপেত উপগতো লক্ষণোপেতঃ সাধুশব্দঃ।—ঐ টীকায় ভরত। কৌমার-পাণিনেয়াদি-সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।—ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা। মহাকবি কালিদাসও ইহাকে "সংস্কার-পূত" বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক সংস্কৃত কোষে "সংস্কৃত" শব্দের উপযোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে।

অনেক পণ্ডিতের নিকট প্রাকৃতও সেইরূপ নিত্য ও পরিচিত ছিল। তাই তাঁহারা সংস্কৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। সংস্কৃতের যে চিত্র দেখিয়া তাহাকে আমরা নিত্য ও পরিচিত বলি, প্রাকৃতেরও সেইরূপ চিত্র যাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রাকৃতকে অনিত্য ও অপরিচিত বলেন না। কেবল সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে, কথ্য ও সাহিত্য, উভয় ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন না, এত বড় একটা দেশের এত বড় লীলাময়ী ভাষার পূর্ণ জ্ঞান এক জনের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার যতটুকু জ্ঞান, তিনি ততটুকু লইয়া ব্যাকরণ করিলেন; তাই প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্যই তাঁহারা সংস্কৃতের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। "অহং" অর্থে নানা দেশের প্রাকৃতে নানান্ রকম প্রয়োগ হইত; কোথাও হং, অস্মি, কোথাও হং স্মি, অহং, কোথাও হকে, হগে, হউ। সংস্কৃতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অস্মদ্ শব্দের একটি রূপ লওয়া হইল 'অহং'—তাহাও প্রাকৃত হইতে। ও দিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ হইতে আমি, আম্মি, মুই, মেঁ, মৈ, মী, মু, হুঁ, হাঁউ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল। কোষকার কি এই সকল পদকে অস্মদ্ শব্দের 'অহং' রূপ হইতে জাত বলিবেন? বাঙ্গালায় নানাবিধ প্রাকৃত শব্দের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা মূলতঃ মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। মাগধ অপভ্রংশের মূল—মাগধ প্রাকৃত, তাহার মূল শৌরসেন প্রাকৃত। সুতরাং উপরোক্ত সকল প্রাকৃতের শব্দ ও লক্ষণই বাঙ্গালায় পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ভাষার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিকটবর্ত্তী অনেক প্রাকৃতের শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে বাঙ্গালায় অন্যান্য প্রাকৃত শব্দও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বাঁশের অঙ্কুরকে "করাইল" বলে; ইহার মূল বা ইহার সহিত সমজাত শব্দ সে দিন গুর্জ্জরী প্রাকৃতে পাইয়াছি—"করিল"। কোথায় বাঙ্গালা—কোথায় গুজরাট! কিন্তু উপায় কি? অপভ্রংশ ভাষার নিয়মই এই। রায় মহাশয় যে "ওকিঅ" লইয়া এত কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও গুর্জ্জরী দেশী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি 'ওক' বা 'উকি'র মূলে বৈয়াকরণ পণ্ডিতের রচিত, সাহিত্যের সংস্কৃতের 'হিক্কা' ও "উদ্গার"ও দেখিয়াছেন।—(৬১ পৃঃ)। বাঙ্গালা, মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে যে মাগধ প্রাকৃতের শব্দ বা নিয়মই থাকিবে, অন্য প্রাকৃতের থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত বাঙ্গালা শব্দকোষে এইরূপে বাঙ্গালার মূল ধরিতে হইবে, যে শব্দ যত বার রূপ বদলাইয়া আসিয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার তত রূপ দেখাইতে হইবে। ইহাতে অদ্ভুত পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

"কোন্ দেশের কোন্ সময়ের প্রাকৃত",—(৬১ পৃঃ), ইহার কবুল জবাব দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান লাভ, ইহার মধ্যে অনেক কাল চলিয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষার সহিত মিশিয়া স্বাভাবিক

পরিবর্ত্তনের নিয়মে প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, এই পরিণতির ব্যাপারে হয় ত অনার্য্যভাষা-গুলি কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার অনেক কাল পরে, প্রাকৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃত যখন সাহিত্যে উঠিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয়; ইহার পূর্ব্বে তাহার পরিচয় আমরা পাই না। অথচ যে সময়ের সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই, সেই সময়েই সে হইয়াছে, তাহার আগে সে ছিল না, এমন কথাও বলা চলে না। সুতরাং "ইহা এই সময়ের প্রাকৃত", তামা-তুলসী ছুঁইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও এই একই কথা। ধরুন, 'জল' শব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু ইহা কোন্ সময়ের সংস্কৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? যে দিন সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই দিনই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি, ইহার আগে তাহার একটিও ছিল না, এ কথা কোন ভাষাবিৎ স্বীকার করেন কি? সুতরাং "ইহা কোন্ সময়ের প্রাকৃত", এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করা বৃথা। তবে, অমুক সময়ের লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায়—এরূপ বলা চলে। পক্ষান্তরে এ প্রশ্ন সংস্কৃত সম্বন্ধেও উঠিতে পারে।

রায় মহাশয় উপসংহারে বলেন,—"যখনই প্রাকৃত বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ 'প্রাকৃত' ভাষা।"—(৬৮ পৃঃ।) ইহা কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের মত বটে। ইঁহারা বলেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্।" অথবা "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্।" কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক দিন আগে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সংস্কৃত, ইহা বৈয়াকরণিকদের রচা কথা, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। আর সংস্কৃতের বিকারে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহার "প্রাকৃত" নাম না হইয়া "সাংস্কৃত", "বিকৃত" বা "বৈকৃত" এইরূপ একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যায়, উপরোক্ত মত সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্।" এই মতই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে। যে ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা সংস্কারাপন্ন নহে, তাহা প্রাকৃত। আদিম মানব-সমাজে যখন শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবই হয় নাই, তখন সংস্কৃত ভাষার স্থান কোথায়?

"অতিথ" শব্দ সম্বন্ধে দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক; সেখানে 'অতিথ' শব্দের "ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী" অর্থ একেবারে অপরিচিত। সেই ধারণাবশতই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গে ইহার মূল অর্থ একে-বারে গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও আছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বাঙ্গালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশবিশেষের শব্দকোষ, ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে।" "কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতরবিশেষ হয়",—(৬১পৃঃ) ঠিক কথা। অতএব, আউ প্রভৃতি শব্দেরও এককালে গৌরব ছিল, এককালে উহাও সাধু এবং শিষ্ট

বলিয়া পরিচিত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহার সেই অতীত শিষ্টতা ও সাধুতা লোপ করা কোষকারের উচিত নহে।

কথ্য বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী অনেক স্থলেই মৃদু উচ্চারণে অভ্যস্ত। তাই মৃদু উচ্চারণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক একটি গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া দেখুন, প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ কেমন কোমল হইয়াছে, আবার বাঙ্গালায় তাহা হইতেও কোমল হইয়াছে। সং ব্রাহ্মণ, প্রাং বাম্হণ, বাং বামন বা বামুন। কথ্য ভাষায় রেফাক্রান্ত যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হিসাবে কথ্য ভাষায় কর্ম্ম শব্দের পরিবর্ত্তে "কম্ম" ও "কাম" উচ্চারণই স্বাভাবিক। রায় মহাশয় বলেন,—"কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না।"—(৮২পৃঃ) আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারা দেখিয়া কাহার পক্ষে কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চারণ কোমল—তাহাই তাহার বিশিষ্ট ধারা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তরে রায় মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিলাম। পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আজকাল আর আপত্তি চলে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি, মানুষ প্রথমে শিক্ষিত হইয়া জন্মে নাই, ভাষাও প্রথমে সংস্কৃত হইয়া জন্মে নাই। মানুষ অশিক্ষিত হইতে শিক্ষিত হয়, ভাষাও অমার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিতের সাধুতা, শিষ্টতা, গৌরব ও অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার মূল যে "অমার্জ্জিত", এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক দিকে মার্জ্জিতের যেমন অসাধারণ গৌরব, অপর দিকে অমার্জ্জিতের তেমন চমৎকার সরলতা, প্রাণ-মন-ভুলান মধুরতা। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার নমুনা, "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পাইয়াছি, তার পাঁচ শ বছর পরের "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এখনও কি বলা চলে যে, বাঙ্গালা সংস্কৃতজ?

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা।৶,+১৪১। পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ॥ / শরণং / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী সহিত শংযোজিত হইয়া / সন ১২৪৪ শালে / কলিকাতা বিদ্যোদ প্রেষে / মুদ্রিত হইল॥ / এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেনের / ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধু বাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। / নং ৬৫ আহীরীটোলা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন৬। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্দ্ধশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাট্তি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আনা মাত্র।/ ইহার পত্রসংখ্যা ২+৯।০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পর্য্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-রচিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্র কি চিত্রে চিত্রে দহিলে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধুবাবুর 'গীতাবলী''র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্যে"র ১২৬৯ সালে

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সংকেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মনমুগ্ধুরির মনমোহনের চিত্রপট দর্শন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৪ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাদ্রিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পূষণি
পক্ষে নন্দসুতস্য নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণতিথৌ
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপায়ামারাখ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায় ॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।[১] নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

১। গীতরত্ন, পৃঃ ৸৹; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১।

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দুএকটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূরিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের দুএকটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ,

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯।

তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এত কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাদিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭১ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১১৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩৭৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১১২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ-সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার অন্ত ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নহৃদকুমদ"[১১] ২৬ পৃষ্ঠায়

১১। গায়নহৃদকুমদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্ট হইবে; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নহৃদ্‌কুমদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীত-সারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"য় (পৃঃ ২৯৪)

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[১২] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান পলক নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে॥

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"য় (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়! এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ[১৩] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[১৪]

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪৬১।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত "গীতাবলী"র উল্লেখ আছে; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসংখ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে বিরত রহিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৸৴০)

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭১৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সে[১৫] নিধুবাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবাবুর নিকট শিক্ষা করেন।[২০]

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৸/০। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ॥॰, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক ; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাধান ॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের ন্যায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতি-গীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা এবং

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।
২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২।৶৹।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পা গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্‌পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[২৩]

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার", "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"র প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রামু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতাময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর-সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। "সঙ্গীততানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি ও কবিগানের যেরূপ আদর, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যা-সুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অল্প-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাষা ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি দুএক জন গুণজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২৪]

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক অযথা অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২৪। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকায় 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি সুবিচারে উদ্যত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়া-ছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার জন্য দুঃখিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।২৬ অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনায় কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাদাসিদে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

২৬। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৵০-৶০।

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।২৭

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিতাই নিধুবাবুর গানের বিশেষত্ব।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুরলয়ে গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গীত-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নহে, আমরা নিধুবাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পা-গুলিই প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে ॥—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে ॥—(ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্য রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বস্তু। 'উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়।' (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥—(ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পূরে ॥

যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥—(গীতরত্ন, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—(ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—(ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি ॥—(ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।—(ঐ, পৃঃ ১১৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥২৮—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)

চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিম্নোদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধুবাবুর কি না সন্দেহ; কিন্তু বরাবর ইহা নিধুবাবুর নামের সহিত জড়িত; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধুবাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট ৫টি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই স্থান, সদত ঝুরিত আঁখি॥—(ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না॥—(ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন॥—(ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে।[২৯]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥

২৯। পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম ভুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে॥—৩০ (গীতাবলী বা নিধু-
বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে
কখন না পাসরিব জীবনে মরণে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৯)

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥—(ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে॥—(ঐ, পৃঃ ২৮)

কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৯)

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৯)

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১০)

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,[৩১]—'যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।……বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে ॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেই জন্য নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥

৩১। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩/০।

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে —(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

আদর—

স আদরাদর বা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর—(ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ॥—(ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—(ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—(ঐ, পৃঃ ৬)

চকের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—(ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩৭৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্য অন্য চিন্তা যত আমার আছিল
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে লো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭)
পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।—(ঐ, পৃঃ ৯৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—(বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২৯৫)

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইঁহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাঠীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধুবাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়ও খাটে। সেই জন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্ম্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৯৮)

শ্রীসুশীলকুমার দে

জঙ্গ-নামা*

"জঙ্গ-নামা" একখানি ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক কাব্য; ইহা মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ও বালিয়া পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রাম-নিবাসী মুন্শী মোহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম১ ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ 'ছন্দোবন্ধে' বীর ও করুণ রস-পূর্ণ এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জঙ্গ-নামার কবি, মুন্শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর, সেই সময় তিনি এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মুন্শী সাহেব বড়ই সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধু পুরুষদিগের দর্শন আশায় বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এক দরবেশের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারই নিকট তিনি 'মুরিদ'২ হয়েন৩। "জঙ্গ-নামার" মধ্যে তিনি ইহার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করিব।

হিজরীর প্রথম অব্দে, উময়্যা-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং)৪ প্রিয়তম দৌহিত্র, মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান(রা,)কে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন, এবং মহাত্মা হজরত ইমাম হোসায়েন(রা)কে কারবালার যুদ্ধে

---

* "জঙ্গ-নামা" ফার্সী ভাষার দুইটি পৃথক্ শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ বুঝায়। যে পুস্তকমধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাহাকেই জঙ্গনামা বলে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে "জঙ্গ-নামা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট যে পুস্তকখানি জঙ্গনামা নামে পরিচিত, তাহা কারবালার ঘটনাবলীতে পূর্ণ। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যুদ্ধসংক্রান্ত অপর কোন পুস্তককে "জঙ্গনামা" বলেন না। "জঙ্গনামা" বলিলে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কেবল কারবালার যুদ্ধের বিবরণ-পুস্তকই বুঝিয়া থাকেন।

১। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাঁহার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, অতীব সম্মানের সহিত সে নাম উল্লেখ করিতে হয়। "মরহুম" সেই সম্মানসূচক শব্দ।

২। মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করার জন্য সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাকে 'মুরিদ' হওয়া বলে।

৩। বসিরহাট, এবং সাতক্ষীরা মহকুমার কোন কোন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং) নাম উচ্চারণ করিয়াই "দরুদ-শরীফ" পাঠ করিতে হয়। 'দং' তাঁহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

স-বংশে হত্যা করেন১। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিজরীর প্রথম অব্দে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এবং "জঙ্গ-নামা" ১১০১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবালার ঘটনার প্রায় ১১১১ বৎসর পরে এই "জঙ্গ-নামা" পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দশম হিজরী অব্দে, ফার্সী ভাষায় লিখিত অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেন" বিরচিত হইয়াছিল। "জঙ্গ-নামা"র যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু এই "মোক্তাল-হোসেনে"র সহিত "জঙ্গ-নামা"র সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। "জঙ্গ-নামা"র কবি যে "মোক্তাল-হোসেনে"র কবির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; যথা,—

"তর্জমা করিয়া আমি কবিতা গাথিনু।
মোক্তল হোসেন হ'তে এ কাব্য লিখিনু॥"

"জঙ্গ-নামা" কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি। কবি, ইহার প্রথম অংশে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোস্তাফার জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি হজরতের প্রিয়তম দুহিতা, বিবি ফাতেমা খাতুনে-জিন্নাতের ও বীরবর মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন২। হজরত আলি(কঃ)র ও হজরত

১। পার্থিব অধিকারের লালসায় ও ক্ষমতা-প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায়, খলিফা এজীদ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসমধ্যে তাহা একান্তই বিরল। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাবলম্বীই, আপনাদের পয়গম্বরের পরিবারবর্গ ও বংশধরদিগের উপর এই ভাবে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণাভাব। কোন কোন আরবী গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনার কিছু কাল পরে, খলিফা এজীদের হৃদয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগিয়াছিল, এবং তিনি মুক্তির আশায় ইমাম-পুত্র, হজরত জয়নাল আবেদীনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন ভক্ত, খলিফা এজীদের পরকালে মঙ্গল হউক, সেরূপ কোন উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে নাকি নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিষেধ শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা কাহার বংশধর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? ক্ষমা করা না করা যাঁহার হাত, তিনিই তাহা বুঝিবেন। আমি উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে বাধ্য।" তিনি খলিফাকে বলিয়াছিলেন,—"যদি তুমি উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তিনটি "শবে-আশুরায়" বা-ওজু দুই রাকাত্ নফল নমাজ পড়িতে পার, এবং সেই ওজুতে পাপ-মুক্তির জন্য সারা-রাত্রি ধরিয়া খোদা-তায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে পার, তাহা হইলে হয় ত খোদা-তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন।" কিন্তু এজীদ মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।" কিছুতেই তিনি ওজু রক্ষা করিতে পারেন নাই। "ইবনে হাবিব" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্য আবু-তালেবের পুত্র। বালকদিগের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত

মোয়াবিয়া(রাঃ)র১ বংশ-পরিচয় ও ইঁহাদের জ্ঞাতি-বিরোধের মূল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইমাম ভ্রাতাদ্বয়ের কোন এক ঈদ্ পর্ব্বোপলক্ষে মাতামহের নিকট নূতন পোষাকের প্রার্থনা ও স্বর্গীয় দূত হজরত জীবরাইল আমিন্২ উভয় ভ্রাতার জন্য স্বর্গ হইতে দুইটি পোষাক লইয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়া, এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় যে ভাবে সেই পোষাক৩ গ্রহণ করেন, কবি তাহারও আলোচনা করিয়াছেন৪।

"জঙ্গনামা"র দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থকার যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এই বার আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব। কবি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, এই অংশে বলিয়াছেন যে, আবদুল জব্বর নামক এক ব্যক্তি আরবে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিবি জয়নাব। জয়নাব বিবি তৎকালীন আরব মহিলাদিগের মধ্যে পরমা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কোন উপায়ে, মোয়াবিয়া-পুত্র এজীদ তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হয়েন, এবং জয়নাব বিবিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়নাব বিবির স্বামী বর্ত্তমান থাকায়, এজীদের এই ইচ্ছা

আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দুহিতা ফাতেমা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে ও ফাতেমা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। উমায়্যাবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, হজরত মোয়াবিয়ার পুত্র। হজরত মোয়াবিয়া, হজরতের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন।

২। আমিন, স্বর্গীয় দূত জীব্রাইলের উপাধি। হজরত মোহাম্মদেরও এই উপাধি ছিল। খোদাতায়ালা জীব্রাইলকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং আরবের—মক্কার অধিবাসিবৃন্দ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন (হাদিস দ্রষ্টব্য)। আমিনের প্রকৃত অর্থ আমানত্দার। কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে, তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার করেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপ্রকাশ্য কথা বলিলে, তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন, অথবা কোন ব্যক্তির মারফৎ কাহারও নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি যদি সে সংবাদ অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তবেই তিনি 'আমিন' উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

৩। ঐতিহাসিক "ইব্নে হাবিব" লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সাহসী হজরত আব্দর রহমানের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, "হজরত বলিয়াছিলেন, এক দিন কোন এক ঈদ পর্ব্ব উপলক্ষে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় আমার নিকট নব বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয়কে নব বস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা তায়ালাকে তাহা জানাই। পরমুহূর্ত্তেই স্বর্গীয় দূত জীব্রাইল, একটি লাল ও একটি নীল বর্ণের পোষাক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়েন। ভ্রাতৃদ্বয় এই পোষাক দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ইমাম হাসান নীল ও কনিষ্ঠ ইমাম হোসায়েন লাল বর্ণের পোষাক গ্রহণ করেন। জীব্রাইল ইহা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন যে, যখন আপনি, আপনার কন্যা, জামাতা, আবুবকর, উমর ও উস্মান, কেহই এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজীদ, জ্যেষ্ঠ ইমামকে বিষপ্রয়োগে, এবং কনিষ্ঠ ইমামকে কারবালার যুদ্ধে হত্যা করিবে।"

৪। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত এই অংশের সহিত ইতিহাসের মিল আছে। তবে একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে মাত্র।

কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়। পরন্ত জয়নাবের চিন্তাতে ক্রমেই এজীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে। পুত্রের শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, এক দিন মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এজীদ পিতার নিকট জয়নাবের কথা প্রকাশ করেন। পুত্রের মুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মোয়াবিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং এজীদকে সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করেন। এজীদ মাতার১ নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং ক্রন্দন করিয়া সকল কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। এজীদের মাতা খলিফা মোয়াবিয়াকে এজীদের সহায়তার জন্ত অনুরোধ করেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, আমার একমাত্র পুত্র এজীদের২ সহিত যদি আপনি যে কোন উপায়ে জয়নাবের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এজীদ নিশ্চয়ই প্রাণে মারা যাইবে। খলিফা মোয়াবিয়া স্ত্রীর কথায় এজীদকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন। স্থির হয় যে, এজীদ নিজেই নিজের সুবিধা

১। "জঙ্গ-নামা"র কবি পুস্তকের প্রথমাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "যখন হজরত জীব্‌রাইল স্বর্গ হইতে পোষাক আনিয়া, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে দিয়াছিলেন, এবং উভয় ইমাম যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের পোষাক মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, আর ইহার পর হজরত জীব্‌রাইলকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, হজরত যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও হজরত জীবরাইল যখন যথার্থ কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত মোয়াবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনই বিবাহ করিবেন না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন তিনি মূত্র ত্যাগের পর এক খণ্ড শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা 'কুলুফ' লইতেছিলেন, এবং সেই মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যে একটি বৃশ্চিক লুক্কায়িত ছিল; সেই বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করে। তিনি এই দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করা হয়। চিকিৎসকেরা স্ত্রী-সঙ্গমই ইহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রভু হজরত মোহাম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মোয়াবিয়ার আবাসে যাইতেছিলেন। পথে জীবরাইল তাঁহাকে বলেন যে, আপনি মোয়াবিয়ার বিপদ্‌মুক্তির জন্ত কোন প্রকার আশীর্ব্বাদ না করেন, ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রায়। মোয়াবিয়াকে স্ত্রী-সহবাস করিতেই হইবে। প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দং) মোয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্ত্রী গ্রহণের জন্ত উপদেশ দান করেন। তখন মোয়াবিয়া বলেন যে, "আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এমন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধান করা হউক, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ একটি বৃদ্ধাকে আনয়ন করিয়া, যথা-নিয়মে মোয়াবিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি খোদার মর্জ্জিতে এক পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতির আকার ধারণ করিয়াছে। সেই গর্ভে এজীদের জন্ম হয়।" কিন্তু ইতিহাস ইহার সত্যতা স্বীকার করে নাই। আল্ আমিন্ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, এজীদ এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন সমবয়স্ক ছিলেন। খালিফা আবুবকর সিদ্দিকের পুত্র আব্দর রহমানের আত্ম-জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে, মোয়াবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এই গল্পটির মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২। আমির আলী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের মতে এজীদ ব্যতীত মোয়াবিয়ার আরও সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমর্‌রাবংশীয় তৃতীয় খালিফা এজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এজীদের ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

করিয়া লইবেন, খলিফা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেন না। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হওয়ায়, এজীদ আব্দুল্লা জব্বারকে, মোয়াবিয়ার নামের মোহরযুক্ত এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, "তুমি পত্র পাঠ দামাস্কে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" আবদুল্লা জব্বার এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, দামস্কে উপস্থিত হয়েন, এবং খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খলিফা আবদুল্লা জব্বারকে বলেন যে, আমার এক মাত্র কন্যাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি১। আবদুল্লা জব্বার, প্রথমে খলিফার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে যখন তাঁহাকে মিসর প্রভৃতি দেশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে বলিয়া খলিফা মত প্রকাশ করেন, এবং নগদ কিছু আশরফীও দেন, তখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আবদুল্লা জব্বার এই বিবাহে সম্মত হয়েন। বিবাহের দিন স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, আবদুল্লা জব্বার বরবেশে মজলিসে উপস্থিত হইলেন। কাজী মোল্লা আসিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। এজীদ 'ব্বকিল'২ হইলেন, দুই জন সাক্ষীও নির্দ্দিষ্ট হইল। এজীদ, এবং দুই জন সাক্ষী রাজকন্যার স্বীকারোক্তির জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "বিবি বলিতেছেন, 'আমি শুনিয়াছি, আবদুল্লা জব্বারের এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছেন। আবদুল্লা জব্বার যে, তাঁহার অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাসিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি তিনি সেই স্ত্রীকে "তালাক" দিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তবে আমি সম্মতি দান করিতে পারি।" আবদুল্লা জব্বার ইহা শুনিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে, জয়নাবকে তালাক দিলেন। তালাকের পর, এজীদ এই সুসংবাদ লইয়া, সাক্ষিদ্বয় সমভিব্যাহারে ভগিনীর অনুমতির জন্য পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমার ভগিনী আবদুল্লা জব্বারকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যাকে অনায়াসে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কাহারও ধন-সম্পত্তির লালসায় আমাকে ত্যাগ করিবে না, যদি কখন আমার পিতা মিসরাদি দেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে যে তিনি আমাকে এই ভাবে ত্যাগ করিবেন না, তাহারই বা বিশ্বাস কি?" অগত্যা বিবাহ হইল না। আবদুল্লা জব্বার ক্ষোভে, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জয়নাব বিবি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে, এজীদের পক্ষ হইতে জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সেই লোকের সহিত আক্কাস নামক এক

১। মোয়াবিয়ার কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই। খলিফা মোয়াবিয়া, হজরত আলীর সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তিনি জীবনে অপর কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনিই উমায়্যাবংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে আদর্শ খলিফা ছিলেন। তাঁহার সময় ইউরোপের অনেক স্থানে মোসলেম-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

২। ব্বকিল—উকিল। অধুনা সকলেই 'উকিল' উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'ব্বকিল'।

ব্যক্তির পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। আব্বাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রথমে এজীদের কথা বলিয়া, আমার কথা বলিও। বিবি যে উত্তর দেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা আমাকে শুনাইয়া যাইও।" দূত আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ ইমাম মহাত্মা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শেষে আমার জন্য প্রস্তাব করিও। যদি তিনি সম্মত হয়েন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমাকে বলিয়া যাইও।" দূত যথাসময়ে জয়নাব বিবির নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া, ইমামকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। যথাসময় মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহ হইয়া গেল। এজীদ ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে এজীদ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিলেন১।

জঙ্গ-নামার দ্বিতীয় অংশে আর একটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই,—"জয়নাব বিবির জন্য যে "এজীদ-ইমামে" ভীষণ মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা খলিফা মোয়াবিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে২, রোগশয্যায় শায়িত থাকার কালে, ইমামের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, "পূর্ব্ব-সন্ধি অনুসারে আমি তোমাকে মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা মনোনীত করিতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" কিন্তু এই পত্র ইমামের নিকট পৌঁছে নাই। এজীদ কৌশল করিয়া এই পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। খলিফা মোয়াবিয়া এই পত্র লিখার কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং এজীদ খলিফা হয়েন৩। খলিফা হইয়াই তিনি ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ও অপরাপর অভিজাতবর্গের নিকট বশ্যতা স্বীকার

১। "জঙ্গ-নামা"র বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের এই গল্পটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। সমসাময়িক কোন ইতিহাসেই এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল "মোক্তল-হোসেন", "শাহাদাৎ-নামা", "মাতম-হোসেন", "সহীদে-কারবালা" প্রভৃতি কয়েকখানি ফার্সী কাব্যে এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসে, ইমাম হাসানের জয়নাব নাম্নী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বীরবর হজরত আলী(কঃ)র জীবদ্দশায়, জয়নাব বিবির সহিত, ইমাম হাসানের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় জয়নাব বিবির সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং আততায়ীর হস্তে হজরত আলীর মৃত্যু হওয়ার পর এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। "জঙ্গ-নামা"র উল্লিখিত হইয়াছে যে, "খেলাফৎ" লইয়া হজরৎ আলীর সহিত হজরত মোয়াবিয়ার যে যুদ্ধ হয়, তাহা পরে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে, মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে ইমাম হাসানকে খালিফা মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই।

৩। খালিফা মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে এজীদকে খালিফা মনোনীত করিয়াছিলেন। 'ইব্‌নে হাবিব,' 'আব্দর রহমান,' 'আল্ আমির' প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করিয়া বয়েত১ হইবার জন্য পত্র লিখেন। অনেকেই সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন। কিন্তু ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এজীদের হস্তে বয়েত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হয়েন। ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রকার আচরণে, এজীদ নিজেকে অপমানিত বলিয়া মনে করেন, এবং ছলে বলে কৌশলে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ফলে, বিষপ্রয়োগে ও কারবালার যুদ্ধে ইমামদ্বয়কে নিহত করা হয়২।

"জঙ্গ-নামা"র তৃতীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে, কারবালার যুদ্ধের অবসান হইলে পর, যখন ইমাম হোসায়েনের পরিবারবর্গকে দামাস্কে সহরে লইয়া গিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন আম্বাজের অধীশ্বর, মোহাম্মদ হানিফা নামক ইমামের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এজীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মোহাম্মদ হানিফাকে জয়মাল্য প্রদান করেন, এবং ইমামের পরিবারবর্গ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। জয়নাল আবেদীন৩ মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খেলাফতি করিতে থাকেন৪।

১। কোন ব্যক্তিকে পার্থিব ও ধর্ম্মকার্য্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া, তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপদেষ্টা বা গুরু বলিয়া স্বীকার করা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাকে 'বয়েত' বলে। এজীদ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন না, এবং তিনি মহাপুরুষের শিক্ষা মত সাধারণ মুসলমান কর্ত্তৃক খালিফা নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। সুতরাং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার হস্তে বয়েত হওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

২। এই বয়েতের বিবরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই বয়েতের ব্যাপার লইয়াই যে, কারবালার মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এজীদ দাম্ভিক ও ক্ষমতাপ্রয়াসী ছিলেন। আধিপত্য করাকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন।

৩। মহাত্মা ইমাম হাসানের পুত্র। ইনি কারবালার যুদ্ধের সময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন নাই। ইঁহারই বংশধরেরা পরে "ফাতে মাইদ খলিফা" নামে মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪। "জঙ্গ-নামার" আম্বাজ সহরের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি গল্প মাত্র। ইতিহাসে আম্বাজ সহরের কোনই নামোল্লেখ নাই। মহাত্মা হজরত আলী(কঃ), প্রভুকন্যা বিবি ফাতেমা খাতুনের জীবদ্দশায় অপর কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ফাতেমা বিবির মৃত্যুর পর, তিনি আব্বাসীয়াবংশীয় এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। সেই মহিলার গর্ভে একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ হানিফার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন তরবারি স্পর্শ করেন নাই। কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কারবালার যুদ্ধের পর, কয়েক জন ধর্ম্মপরায়ণ ও ইমাম-ভক্ত ব্যক্তি, এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন, এবং তাঁহারাই কারাগার হইতে ইমাম-পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জঙ্গ-নামা-প্রণেতা বলিয়াছেন, হানিফার মাতার নাম হনুফা বিবি ছিল। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জঙ্গ-নামায়, মোসেব কাকা, কাকা মোসেব, উম্বর আলী প্রভৃতি যে সকল বীর ও রাজন্যবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিহাসে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, জয়নাল আবেদীন যে কোন দিন খালিফা হইয়াছিলেন, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

"জঙ্গ-নামা"র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকবর্গকে দিলাম, এবং তন্মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বলিলাম। এই বার আমরা "জঙ্গ-নামা"র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনার সন-তারিখ ইত্যাদি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

বটতলা, শিয়ালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, আমরা বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। "জঙ্গ-নামা" নামক কাব্যখানিও বটতলা প্রভৃতি স্থানের ছাপাখানায় ছাপা হয় ও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৩ কি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা প্রথমে "জঙ্গ-নামা" কাব্যখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইয়া, একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম। ১৩২১ সালে যখন প্রথমে মুসলমানী সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সর্ব্বপ্রথমে "জঙ্গ-নামা"র কথাই মনে পড়ে। তাই "জঙ্গ-নামা"র হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধানে, বঙ্গদেশের অনেক গ্রাম-পল্লী ভ্রমণ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিকে পত্রাদিও লিখি। যে স্থানে যে কোন প্রাচীন মুসলমানী পুথির সন্ধান পাইয়াছি, তথায় গমন করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি। এই ভাবে অনেক অনুসন্ধানের পর, বর্দ্ধমান জেলার রাইগ্রামে, এবং খুলনা জেলার বাঁশদহ ও ইস্-মাইলকাটী নামক গ্রামদ্বয়ে, জীর্ণ-দশাগ্রস্ত হস্তলিখিত তিনখানি "জঙ্গ-নামা" পুথির লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথি তিনখানি দেখিলে বোধ হয় উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তলিখিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার একখানিতেও লিপিকরের নাম-ধাম ও লিপির সাল তারিখ লেখা নাই। রয়েল সাইজের আট-পেজ আকারের টুকরা টুকরা হস্তনির্ম্মিত তুলট কাগজে উহা লিখিত। পুথির পাতা মুসলমানী কায়দায় সাজান; দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। হস্তাক্ষর বেশ বড় বড়। এক একটি অক্ষর প্রায় ½ ইঞ্চি বড় হইবে। রাই গ্রামে যে পুথিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পত্রাঙ্ক ৩১০, ইস্মাইলকাটীতে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৮০ ও বাঁশদহ গ্রামে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৬০। তিনখানি পুথির বর্ণনাই একরূপ, কোন প্রকার পার্থক্য নাই, এবং এই পুথি তিনখানির হস্তাক্ষর পুরাতন ধরণের। এই তিনখানি পুথিরই শেষভাগে "সায়েরের পরিচয়" নামক একটি অংশ আছে, কিন্তু বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা"র এ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন্ সময় এবং কাহার কর্তৃক যে এই অংশটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, প্রথমে যে পুথির লিপি দৃষ্টে "জঙ্গ-নামা"র মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই পুথি হইতে কোন ক্রমে বোধ হয় এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই হইতে এই "সায়েরের পরিচয়" অংশটি বাদ পড়িয়া আসিতেছে। আমরা, এই পুথি তিনখানির সহিত, মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা" মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল প্রুফ দেখার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সায়েরের পরিচয়টি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছি।

"সায়েরের পরিচয়।"

"জঙ্গ-নামার কথা ভাই সহদের সার।
খাদেম১ ইয়াকুব ভণে পরিচয় তার॥
বাশিয়া মোকাম ভাই জীরিকপুরে ঘর।
বাপের নাম শাহ চুন্দি২ দাদা মোজাফ্ফার॥
মুর্শিদ৩ বড়ে-খাঁ গাজী, মুরিদ৪ আমি তাঁর।
প্রথম দিদার৫ পাইনু, জঙ্গল মাঝার॥
চারি সহদর মোরা ভগিনী তিন জন।
পহেলা৬ সন্তান পিতার এই অভাজন॥
হামিদ শফিক আর নসিম ও করিম।
বহিন্৭ সাবেরা আর হাজেরা মরিয়ম॥
আপনার জনেরা সব যে যেখানে আছে।
আর যত আসিতেছে এ সকলের পাছে॥
দোওয়া৮ সবে কর ভাই যত মমিনান্৯।
এহি আর্জ্জি১০ পেশ১১ করে অধম ও নাদান্১২॥
বাঙ্গালার এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার১৩ সময় ফজর১৪॥
আল্লার মেহেরে১৫ আর নবিজীর তোফেলে১৬।
"জঙ্গ-নামা" সায় হ'ল ইয়াকুবেতে বলে॥
আল্লা আল্লা বল রে ভাই দিন ব'য়ে যায়॥
নাদান্ ইয়াকুব আলী সবাকারে কয়॥"

এই "সায়েরের পরিচয়" হইতে আমরা কবির নাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম,

১। সেবক।

২। বসিরহাট অঞ্চলে শাহচুন্দি নামক ফকিরের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কবি ইয়াকুব আলির পিতা কি না, তাহা জানা যায় না।

৩। গুরু, মুক্তির পথ-প্রদর্শক।

৪। মুরিদ—শিষ্য, ভক্ত।

৫। দিদার পাইনু—দর্শন লাভ করিনু।

৬। পহেলা—প্রথম।

৭। বহিন্—ভগ্নী।

৮। দোওয়া—আশীর্ব্বাদ।

৯। মমিনান্—ঈমানদার মুসলমানগণ, ধার্ম্মিক মুসলমান সকল।

১০। আর্জ্জি—দরখাস্ত, বর্ণনা-পত্র।

১১। পেশ—সম্মুখে উপস্থিত করাকে 'পেশ' করা বলে।

১২। নাদান্—নির্ব্বোধ, বোকা।

১৩। জুমা বার—শুক্রবার।

১৪। ফজর—প্রাতঃকাল।

১৫। আল্লার মেহেরে—আল্লার অনুগ্রহে।

১৬। নবিজীর তোফেলে—পয়গম্বর সাহেবের শু-দৃষ্টির ফলে।

এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম জানিতে পারিলাম। আর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগণা, এবং সেই পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেইখানে বাড়ী-ঘর ছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম১।

গ্রন্থকার প্রথমেই ঈশ্বর-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পহেলা বন্দিনু আল্লা পাক্-করতার।"

[অর্থাৎ "আমি এক, মহান্ ও পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে বন্দনা করিয়া, এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিতেছি।"] গ্রন্থকার তাহার পরই লিখিয়াছেন,—

"দ্বিতীয় বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাঁহার॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"দুতিয়া বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাহার॥"

[অর্থাৎ সেই মহান্, পবিত্র, অনাদি ও অনন্ত আল্লাহ্ তায়ালার দূতদিগের বন্দনা করিতেছি।] গ্রন্থকার ইহার পরই কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূতের নাম করিয়াছেন। যথা,—

"জীব্রাইল্, মিকাইল্, আর ইস্রাফিল্।
সালাম করিয়া বন্দিনু আজ্রাইল্॥
আর যত ফেরেশ্‌তারা আছেন আল্লার।
একে একে সবাকারে সালাম আমার॥"

গ্রন্থকার, তৃতীয় বন্দনা করিয়াছেন,—সমস্ত নবী, রসুল, পয়গাম্বর ও স্বর্গীয় গ্রন্থের। যথা,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে নবী ও রসুল যত পেনু॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে রসুল বন্দিনু যত পাইনু॥"

এই ভাবে বন্দনা সমাপ্ত করিয়া, কবি বলিয়াছেন,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা২ মোর হয়।
মেহের৩ করিয়া মাফ৪ করিবে সবায়॥

১। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কবিবর ইয়াকুব আলী বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশেও কেহ জীবিত নাই বলিয়া শুনা যায়। কবিবরের পিতৃবংশের কেহ জীবিত আছেন কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে।

২। খাতা—অপরাধ, ত্রুটি। ৩। মেহের—অনুগ্রহ, দয়া। ৪। মাফ্—মার্জ্জনা, ক্ষমা।

রচনার ঝুঁট১ সাচ্চা২ আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব যাঁর জানেন যে তিনি৩ ॥

কিন্তু বটুতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা মুখে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায় ॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥"

গ্রন্থকার আর এক স্থানে ইমাম-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"ইমামের পদ আশে,
ফকির ইয়াকুব ভাসে,
যেই শুনে ইমামের মওত৪।
নরক আজাব৫ তার,
কদাচ হবে না আর,
বেহেশ্‌ত পা'বে, শাহীদী মওত৬ ॥"

কবিবর, গ্রন্থের আরও কয়েক স্থানে তাঁহার মুর্শিদ ও পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত্‌৭।
বড়েখান্‌ গাজী যারে দিল মোলাকাত৮ ॥

* * * *

"বড়ে খাঁ গাজীর পায়, অধীন ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহ বড়েখান্‌ গাজী, নেক্‌কামে৯ রহে রাজী১০,
মেহের-নজরে১১ তাকাইয়া ॥"

১। ঝুঁট—মিথ্যা। ২। সাচ্চা—সত্য।

৩। এই স্থানেই কবিবর বোধ হয়, "মোক্তল হোসেনে"র গ্রন্থকারকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

৪। মওত—মৃত্যু। ৫। আজাব—যন্ত্রণা।

৬। শহীদী-মওত—ধর্ম্মযুদ্ধে কিম্বা কোন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, তাহাকে "শহীদী" মৃত্যু বলে। এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হইবে। কোন প্রকার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। হজরত ইমাম হোসায়েন শহীদ্‌ হইয়াছিলেন। যিনি স্থিরচিত্তে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, তিনিও শহীদী সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কবিবরের বোধ হয়, ইহাই বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য।

৭। কেতাবের-বাত—কেতাবের কথা। ৮। মোলাকাত—দর্শন।

৯। নেক কামে—মঙ্গল কার্য্যে, ধর্ম্ম কার্য্যে, উত্তম কার্য্যে। ১০। রাজী—সন্তুষ্ট।

১১। মেহের নজর—সু-দৃষ্টি।

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়েখান্ গাজীর পায়, অধীন্ ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহে বড়খান্ গাজী, নেক্‌কামে রহে রাজী,
মেহের নজরে তাকাইয়া॥"

"বাপ নাম শাহ-ছুন্দি আল্লার ফকির১।
ভাটিয়া সোল্‌তান্ গাজী বড়ে খাঁ২ পীর॥"

১। বোধ হয়, কবিবরের পিতাও একজন দরবেশ ছিলেন। আরও অনেক স্থানে এই ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এই বড়ে খান্ গাজী যে কে তাহা আজিও জানা যায় নাই। কিংবদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গাধিপতি শাহ সেকান্দারের এক পুত্রের নাম মোহাম্মদ গাজী। তিনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। উত্তরকালে তিনিই "বড়ে খান্ গাজী" নামে বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। একজন "বড়ে খান্ গাজী" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের ভাটী মুল্লুকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। শুনা যায়, আজিও নাকি 'বাদা' অঞ্চলে "বড়ে খান্ গাজীর" দোহাই দিলে, ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও এই জাগ্রত পীরের আস্তানার নির্দ্দেশ হয় নাই।

গোবরডাঙ্গার নিকট, চারঘাট নামক গ্রামে, মরা-যমুনা-তীরে, এক পীরের আস্তানা আছে। তাঁহার নাম শাহ ঠাকুরবর। পীরের সেবায়েৎদিগের নিকট শাহী আমলের যে সকল কাগজ-পত্র আছে, আমরা অনেক বার তাহা দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আজিও আমাদিগকে সে সকল কাগজ-পত্র দেখান নাই। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, শাহ ঠাকুরবর, মহারাজ মুকুটেশ্বরের পুত্র। গাজী সাহেবের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শাহ ঠাকুরবরের ভগ্নী চম্পাবতীর সহিত গাজী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, কিংবদন্তীতে প্রকাশ। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় "মাইচাম্পার দরগা" আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেখানেও কিংবদন্তীতে নাকি এইরূপ প্রকাশ যে, তিনি বড়ে খাঁ গাজী বা গাজী সাহেবের স্ত্রী। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা "জঙ্গ-নামা"র অপরাপর অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাবিচারের দিন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ), তাঁহার কন্যা মহামাননীয়া হজরত বিবি ফাতেমাতোজ্ জোহরা ও জামাতা বীরবর মহাত্মা হজরত আলী, এবং দৌহিত্রদ্বয়—মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, সমস্ত পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন। সকলকে সঙ্গে না লইয়া ইঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন না। খোদা তায়ালার নিকট ইঁহারা বলিবেন, "আলী ও ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের রক্তের বিনিময়ে, আমরা পাপীদিগকে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। যদি সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়, এ সম্বন্ধে এক পৃথক্ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বড়ে খাঁ ভাবিয়া দেলে১,
অধীন ফকির বলে,
শাহ-ছুন্দির পহেলা করজন্দ২।
কহেন বড়ে খাঁ গাজী
লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে সেই, যার যেমন নিবন্ধ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়খান্ ভাবিয়া দেলে, অধীন ফকির বলে,
সাহা ছুন্দির পহেলা করজন্দ।
কহেন বড়খান্ গাজী, লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে জার যেমন নিবন্ধ॥"

জঙ্গ-নামার কবি যে, এজীদ-ইমামের বিরোধের বংশগত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা কবির ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

"পহেলার বাত কহি শুন ভাই যত।
এজীদ ইমাম বৈরী হ'ল যেই মত॥
চারি পুরুষ আগেতে আব্দুল মন্নাফ।
জমজ দু-বেটা তারে দিল বারী আপ্॥
হইল সে দুই বেটা পিঠে পিঠে জোড়া।
বহুত খেঁচিল৩ পিঠ না হইল ছাড়া॥
আবদুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল শমশের৪ খেঁচি পিঠের উপরে॥
দুই জন জুদা৫ হইল হুকুমে আল্লার।
হাশেম একের নাম শুনহ খবর॥
উম্মিয়া৬ দুয়ের নাম বড়ই আকিল্৭।
দুনুরে ওস্তাদ হৈল বড়া খোস দিল্॥
হাশেম, উম্মিয়া দোন জাঁহাবাজ৮ হৈল।
দু-জনে ঝগড়া আর কাটাকাটি ছিল॥

১। দেলে—অন্তরে। ২। করজন্দ—সন্তান। ৩। খেঁচিল—আকর্ষণ করিল, টানিল।
৪। শমশের—তরবারী, তলওয়ার। ৫। জুদা—পৃথক্।
৬। ইঁহারই বংশধরেরা উমায়্যা বংশীয় কোরেশ নামে খ্যাত। উমায়্যা বংশীয় খালিফারা ইঁহারই বংশধর।
৭। আকিল—বুদ্ধিমান্। ৮। জাঁহাবাজ—কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন চালাক ব্যক্তিকে জাঁহাবাজ বলে।

হাশেমের বেটা ছিল আব্দুল মোতালিব।
বড়া নেক মর্দ্দ[১] ছিল আল্লার হবিব[২] ॥
উম্বিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব।
বড়া ধড়িবাজ ছিল আপনা গরজ ॥
মোতালিব হরবে জঙ্গ রাত দিন ছিল।
মোতালিবের বেটা আবু তালেব হইল ॥
হরবের বেটা হইল সুফিয়ান নাম।
আবু তালেবের সঙ্গে ঝগড়া মোদাম[৩] ॥
আবু তালেবের বেটা আলী জোরওয়ার[৪]।
সুফিয়ানের বেটা মোয়াবিয়া ইয়ার[৫] ॥
আলী আর মোয়াবিয়া ইয়ার দুজনে।
দোহেন্তে[৬] ঝগড়া ছিল পুসিদা[৭] বাতুনে[৮] ॥
রসুলের দাবে[৯] কেহ জাহের করিয়া।
না করিত ঝগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া ॥
আলীর ফরজন্দ হৈল হাসান, হোসেন।
মোয়াবিয়ার বেটা হৈল এজীদ কমিন্ ॥
সেলসেলা আইল এ্যায়সা ঝগড়া হইয়া।
ইমাম এজীদে জঙ্গ ইহার লাগিয়া ॥"

কিন্তু বটতলার পুস্তকে আছে,—

"এজীদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত।
পহেলার বাত কহি হইল জ্যায়সা ভাত ॥
চারি পুরুষ আগে ছিল আবদুল্লা মন্নাফ।
জনক দু'বেটা তার দেখিলেন্ আপ্ ॥
* * * *
আব্দুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল সমসের তার পিঠের উপরে ॥" ইত্যাদি।

"জঙ্গ-নামা"র কবি, ইমাম-এজীদে বিরোধের স্ত্রীলোক-ঘটিত যে কারণের উল্লেখ

১। নেক-মর্দ্দ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ২। হবিব—প্রিয়, বন্ধু।
৩। মোদাম সর্ব্বদাই, সকল সময়। ৪। জোরওয়ার—বলবান্, শক্তিশালী।
৫। ইয়ার—সহচর, পার্শ্বচর। ৬। দোহেন্তে—দুজনাতে, দুই জনে। ৭। পুশিদা—গুপ্তভাবে।
৮। বাতুনে—লুকান অবস্থায়। ৯। রসুলের দাবে—রসুলের ভয়ে।

করিয়াছেন, কবির ভাষায় তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। খলিফা মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তুমি বটে বেটা মোর এক জাহানেতে১।
তুমি বিনা বেটা বেটী নাহি দুনিয়াতে॥
যে কিছু মনের কথা কহনা আমারে।
হাসেল২ করিয়া দিব আল্লা যদি করে॥"

উত্তরে এজীদ বলিতেছেন,—

*　　*　　*　　*　　*

আলম্পানা৩ সালামত৪ কহি যনাবেতে৫॥
মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে আমি কহি যদি জীউ-আম্মা৬ পাই॥
জব্বারের বিবি৭ জয়নাব তার নাম্।
অতিশয় গুণবতী রূপে অনুপম্॥
এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে।
ছটফট করে জীউ নাহি রহে ধড়ে॥
শয়নে আরাম নাই ক্ষুধা নাই পেটে।
না দেখিয়া বিবিকে যে জীউ মোর ফাটে॥
তাহাকে করিতে নিকাহ্৮ মোর সাদ্।
তোমার হুকুম৯ হইলে, নহে পরমাদ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে যদি কহি আগে জীউ-আম্মা পাই॥
জব্বরের কবিলা জয়নাব তার নাম।
অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম॥" ইত্যাদি।

১। জাহানেতে—পৃথিবীতে, দুনিয়ায়।　　২। হাসেল—সম্পূর্ণ, ইচ্ছা পূর্ণ।
৩। আলম্পানা—পৃথিবীর রক্ষক।　　৪। সালামত—স্থায়ী হউক।
৫। যনাবেতে—হুজুরের নিকট।　　৬। জীউ-আম্মা—প্রাণ ভিক্ষা।
৭। বিবি—স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, সুন্দরী, ধর্ম্মপরায়ণা।
৮। নিকাহ্—বিবাহের ফার্সী নাম 'নিকাহ'। আরবী ভাষায় বিবাহকে 'আক্দ্' বলে। বিধবা অথবা তালাকী স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহকে যাঁহারা 'নিকাহ' ও কুমারী কন্যা বা যুবতীর সহিত বিবাহকে যাঁহারা বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।　　৯। হুকুম—আদেশ, অনুমতি।

খলিফা মোয়াবিয়ার আহ্বানে, আবদুল্লা জব্বার দামাস্কে উপস্থিত হইলে, খলিফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কবির ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"বলিল তোমাকে আমি ডাকি এথাতিরে১।
মোর এক বেটী আছে সুঁপিব২ তোমারে॥
দেহাজ করিব৩ তুঝে মেসের সহর।
এক লাখ্ দিব তুঝে৪ সোণার মোহর॥"

এজীদের কৌশলে ও প্রলোভনে আবদুল্লা জব্বার সম্মত হইলেন। বিবাহের সময়, এজীদ 'বকিল'-বেশে ভগিনীর সম্মতি আনয়ন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"কহিতে লাগিল আসি সভার হুজুরে।
কবুল না কৈল বিবি আব্দুল্লা জব্বারে॥
বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার।
পরম সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার॥
হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আমারে।
মোহাব্বাত৫ করিবেক দেলের৬ ভিতরে॥
যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।
তবে ত কবুল আমি করিব সেতাবী৭॥"

তালাকের পর এজীদ পুনরায় যাহা বলিলেন, কবি এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

* * * *

খড়ি এক বাদে আসি আবদুল্লাকে বলে॥
না করে কবুল তুঝে৮ শুনহ জব্বার।
এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার৯॥
মক্কারা বলিয়া তুঝে১০ বিবি যে কহিল।
মাল মুল্লুকের লোভে জয়নাবে ছাড়িল॥
বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমারে।
লায়েক আওরত১১ যে ছাড়িয়া নেকা করে॥

১। এথাতিরে—এ জন্য, এ কারণ। ২। সুঁপিব—সমর্পণ করিব, তোমার সহিত বিবাহ দিব।
৩। দেহাজ করিব—যৌতুক দিব। ৪। তুঝে—তোমাকে।
৫। মোহাব্বাত—প্রণয়ের ভালবাসা। ৬। দেলের—অন্তরের, হৃদয়ের।
৭। সেতাবী—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। ৮। তুঝে—তোমাকে। ৯। বেজার—অসন্তোষ, দুঃখিত।
১০। তুঝে—তোমাকে। ১১। আওরত—স্ত্রীলোক, পত্নী।

কদাচিত যদি বাবা মুল্লুক ছাড়ায়।
এসাই১ তালাক দিয়া ছাড়িবে আমায়॥
এমন মক্কারা লোকে কেবা কোথা চায়।
শুনিয়া তামাম২ লোক করে হায় হায়॥"

এজীদের দূত যখন জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ত যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে আব্বাস নামক এক জন ভদ্রলোকের সহিত দূতের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে, আব্বাস দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আব্বাস কহিল তবে করি মেহেরবাণী।
আমার পয়গাম৩ লিয়া জাহনা আপনি॥
এজীদের খবর আগে কহিয়া বিবিকে।
পশ্চাতে খবর মোর কহিবে তাঁহাকে॥"

দূতপ্রবর মুসা আসারী আব্বাসের নিকট বিদায় লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং হাসান দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"কত দূর গিয়া দেখা ইমামের সাথে।
হাসান্ নরমে বাত লাগিল পুছিতে॥
অনেক দিন পরে দেখা হইল মুসা ভাই।
কোথায় চলিয়াছ তুমি খুসিতে এসাই॥

ইহা শুনিয়া দূত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, এবং মহাত্মা হাসান্ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—

"শুনিয়া হাসান্ শাহ লাগিল কহিতে।
কহিয়ে পয়গাম মোর তাহার পিছেতে॥

এজীদ খলিফা হইয়া, মোসলেম-সাম্রাজ্যের সকল প্রধানগণকে যে আদেশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, "জঙ্গ-নামা"র কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"মুল্লুকে মুল্লুকে দিল ভেজিয়া পরওয়ানা৪।
আমি এবে হইনু বাদশা পাঠাও খাজানা॥
সকল মুল্লুকের বাদশা ডরে ডরাইয়া।
খাজানা ও নজরাণা সবে দিলেক ভেজিয়া॥

১। এসাই—এই প্রকার।　　২। তামাম—সমস্ত।
৩। পয়গাম—সম্বন্ধ।　　৪। পরওয়ানা—সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আদেশ।

মদিনা সহরেও এক লিখিল ফরমান্১।
লেখা নাহি যায় সেই না-ফরমানী২ বয়ান্॥
লিখিল হাসান শাহে আর ইমাম হোসেনে।
আব্দুল্লা উম্মর আর আব্দুল রহমানে॥
লিখিল লিখনে এইরূপ হকিকত শক্ত।
মাবিয়ার মৃত্যু হইল মিলিল মোরে তক্ত॥
সকল মুল্লুক এখন হইল যে আমার।
বয়েত হৈল মোর হাতে সাহেব সর্দ্দার॥
এবে এই লিখন যে লিখি তোমা বরাবর।
বাদশাই হুকুমকে দেলে জান মাতব্বর৩॥
আসিয়া এবে আমার সাতে করহ সাক্ষাৎ।
না আসিলে যে ফল পাইবে জানিবে পশ্চাৎ॥
যে জনা নাহিক আমার হইবে অনুগত।
মোর ক্রোধে হবে সেই বড়ই লাঞ্ছিত॥
তক্তের৪ উপরে বাদশা হৈয়াছি আমি।
এবে দুই ভাই মুঝে দেহ যে সালামী॥
এবে মেরা নামে খোতবা পড়হ দুই ভাই।
মক্কা ও মদিনা লইয়া করহ বাদ্শাই॥"

এই পত্র যথাসময় মদিনায় পৌঁছিলে, মদিনার প্রধানগণ পত্র পাঠ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :

'ভাল'ত কমজাত৫ হেন পাইল বাদ্শাই।
আমাদের উপরে লিখে লিখন এ্যায়সাই।
আব্দুল্লা-উমর বলে পোখা দিল হইয়া।
এজীদ কমজাত বুঝিবা শরাব৬ খাইয়া॥
আমাদের নিকটেতে লিখে এমন লিখন।
শুনিয়া বলেন তবে ইমাম ও হোসায়েন॥
এতেক যে দেমাগ্ হইল লেউণ্ডি৭ বাচ্চার।
এমন লিখন লিখে সেহ নাহি করি ডর॥

১। ফরমান—আদেশ-পত্র, হুকুমনামা।
২। না-ফরমানী—প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করাকে না-ফরমানী বলে।
৩। মাতব্বর—শ্রেষ্ঠ, বড়। ৪। তখ্তের—রাজসিংহাসনের। ৫। কম্জাত—নীচবংশজাত।
৬। শরাব—সুরা, মদ্। ৭। লেউণ্ডি—বাঁদি।

এত বলি মদিনাবাসী সকলে ডাকিয়া।
শুনাইলেন সবাকারে লিখন পড়িয়া॥
হোসায়েন বলেন তবে শুন ভাই সব।
মালুম করিলে সবে এজীদা মতলব॥
নানা যে মোর নুর নবী হবিব খোদার।
আলী শাহা বাপ মোর দুনিয়া সরদার॥
মোয়াবিয়ার বেটা যে এজীদ তার নাম।
আউওল আখের মোর নানার১ গোলাম॥
কমজাত মোদেরে আজি ভেজিল লিখন।
ইহার মসলত আমি করিব কেমন?
কি প্রকারে থাকিব মোরা এজীদের তাবে?
বিবেচনা করি তোমরা কহ ভাই সবে॥
জোড় হস্তে কহেন সবে শুনহে ইমাম।
বিচার নাহিক কোথা সাহেব ও গোলাম?
আপনি থাকেন সেথা হইয়া তাবেদার।
তোমাদের হুজুরেতে এজীদ কোন ছার?
বাপ যার খেদমতে২ আছিল হামেহাল৩।
তোমাকে খেদমেতে চাহে তাহার ছাওয়াল?
জেনা-কার৪ হারামজাদা সেই ত মাতাল।
পাইলে তাহারে মোরা চড়ায়ে ভাঙ্গি গাল॥"

এজীদের ষড়যন্ত্রে যখন মহাত্মা ইমাম হাসান্ জলের সহিত হীরকচূর্ণ পান করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া হোসায়েনকে ডাকিতে বলিলেন, কবি সেই সময়ের যে করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।

"শুন রে কাসেম আলী, সেতাবি৫ জাহনা চলি
হোসেনকে আনহ ডাকিয়া।
ভাইকে বলিবে তবে, হাসেন বিদায় হবে,
কেয়ামত৬ সফর৭ লাগিয়া॥
কান্দিয়া কাসেম চলে, ভিজিল আঁখির জলে
শুনিয়া বাপের এই কথা।

১। নানার—মাতামহের, দাদামহাশয়ের। ২। খেদমত—সেবা, আজ্ঞা পালন।
৩। হামেহাল—সদাসর্ব্বদা। ৪। জেনাকার—পরদারগমনকারীকে 'জেনাকার' বলে।
৫। সেতাবি—শীঘ্র। ৬। কেয়ামত—মহাবিচারের দিন।
৭। সফর—বিদেশ গমন, স্থানান্তরে গমন।

শোকেতে ফাটিল ছাতি, যেন কাঁকুড়ের ভাতি,
আইল হোসেন রহে যেথা ॥
হোসেন কাসেমে দেখে, মন্দা-মন্দা১ হাসি মুখে,
ভাতিজাকে২ করেন মস্কারি।
সবক৩ পড়িতে বুঝি, করিয়াছ দাগাবাজী,৪
বেজার৫ করেছে চড় মারি ?
হাত দিয়া ছাতি পরে, কাসেম আরোজ৬ করে,
চাচা৭ জান্ শুন মেরা বাত।
ইমাম-হাসান-আলী, সফর করিবে বলি,
বিদায় হইবে তেরা সাথ ॥
দু-আঁখি হয়েছে লাল, মুখেতে ভাসিছে লাল,
কহিলেন তারে আন গিয়া।
দেখ আসি চাচা মেরা, এতীম৮ হইনু মোরা,
বাবাজান্ চলিল ছাড়িয়া ॥
হোসেন এ কথা শুনে, আসিলেন ততক্ষণে,
সের-পাঁও৯ নাঙ্গা১০ যে করিয়া।
দেখেন ভায়ের তরে, হেঁট-সেরে১১ কয় করে,
কলেজা ছেদিছে বিষ্ গিয়া ॥
দেখিয়া হোসেন শাহা, মুখে বলে আহা আহা,
হায় হায় করে খাড়া১২ হৈয়া।
কহে শুন ভাই-জান্, জহর কে দিল কন্,
কহ দেই সের উড়াইয়া ॥
হাসান কহেন শুন, খোদার হুকুম মান,
তাহার কলম১৩ এই মত।
কবুল১৪ করহ ভাই, তবে কিছু সমঝাই১৫
শুটিকত বুঝে নসিহত১৬ ॥

১। মন্দা-মন্দা—মৃদু মৃদু। ২। ভাতিজা—ভ্রাতুষ্পুত্র। ৩। সবক—পাঠ।
৪। দাগাবাজী—প্রবঞ্চনা। ৫। বেজার—দুঃখ দেওয়া, অসন্তোষ করা।
৬। আরোজ—প্রার্থনা, নিবেদন। ৭। চাচা—পিতৃব্য, পিতার ভ্রাতা।
৮। এতীম—পিতৃহীন্। ৯। সের-পাঁও—আপাদ মস্তক। ১০। নাঙ্গা—অনাবৃত।
১১। হেঁট্-সেরে—নত মস্তকে। ১২। খাড়া—দাঁড়ান। ১৩। কলম—অদৃষ্টের লেখা।
১৪। কবুল—স্বীকার। ১৫। সম্‌ঝাই—বুঝাই। ১৬। নসিহত—উপদেশ।

পিইতে১ জহর২ মোরে, যে জন দিলেন তারে,
কিছু না বলিবে ভাই তুমি।
খোদার করম পর, চারা নাই বেরাদর,
কার পরে দিব দোষ আমি ?
কহি বাত তার পরে, মেরা লাড়কার৩ তরে,
মেহের৪ যে করিবে জেয়াদা৫।
আপনা ছাওালে হেন, পেয়ার৬ করিবা জান,
কদাচিত না বুঝিবা জুদা৭॥
যাহার মা-বাপ আছে, জাইয়া তাহার কাছে,
আফ্‌সোসের৮ দম নাহি ফেলে।
থাকিলে আমার বাপ, পিয়ার করিত আপ,
হেন যেন কভু নাহি বলে॥
দুস্‌রা কহিবে ভাই, শুনহ মেহের হই,
দফন করিবে যেই ভিতে।
নবীর রওজা৯ টেরে, দফন করিবে মোরে,
এই বাত রাখিবে যে চিতে॥
গোর দিয়া মোর তরে, কহিবে যে নানাজীরে,
যেন সে রহম করে নবী।
গোরের বরকত মোরে, যেন তিনি আতা করে১০,
তবে মেরা মউতের খুবি॥
দোস্ত১১ দুশ্‌মনের১২ সাথে, না থাকিবে আদাওাতে১৩
সবাকার নেকুই১৪ চাহিবে।
বেটা বেটী আগুলিয়া, গরীব এতীম হৈয়া,
দুনিয়াতে আপনি থাকিবে॥
কদ্‌বানু১৫ যে জহর, দিল মোরে বেরাদর,
কিছু না বলিবে তরেতার।

১। পিইতে—পান করিতে। ২। জহর—বিষ। ৩। লাড়কা—পুত্র।
৪। মেহের—অনুগ্রহ। ৫। জেয়াদা—অধিক। ৬। পেয়ার—স্নেহ।
৭। জুদা—পৃথক্। ৮। আফসোষ—আক্ষেপ।
৯। রওজা—পয়গম্বর, নবী, রসুল ও সিদ্ধপুরুষদিগের কবরের নাম রওজা।
১০। আতা করা—দান করা। ১১। দোস্ত—মিত্র, সুহৃদ্। ১২। দুশ্‌মন—শত্রু।
১৩। আদাওয়াৎ—বিরোধ। ১৪। নেকুই—মঙ্গল। ১৫। কদ্‌বানু—মহাত্মা হাসানের ভার্য্যা।

দুশমনের হিকমতে১, জহর দিয়াছে পিতে,
কিছু দোষ না আছে তাহার ॥
কান্দিয়া হাসান বলে, বারেক আইস কোলে,
বিদায় হইনু তোমা হৈতে।
হোসেন শুনিয়া শোকে, গলে গলে মুখে মুখে,
ধরি দোন লাগিল কান্দিতে ॥
এগানা২ জতেক আর, সাত'শ মহিলা আর,
কান্দিয়া কয়েন সবে সোর।
নাহি জানি কোন চারা, যেমন পাগল পারা,
সবে বলে কি হইল মোর ॥
ইমাম হাসান তবে, দেখিয়া লাড়কা সবে,
কান্দিয়া হইল জার জার৩।
আঁখেতে৪ পড়িছে পাণি, ডাকিছে মধুর বাণী,
আইস কোলে করি একবার ॥
ইলাহির চাহা হৈলে, আর না করিব কোলে,
আইস জাই মিটাইয়া সাধ।
এত বলি শিশুগণে, কোলে করি জনে জনে,
কাঁদে ইমাম ভাবিয়া বিষাদ ॥"

কারবালার ময়দানে কয়েক দিন জল অভাবে যখন হোসায়নের ছয় মাসের শিশু পুত্র মরণাপন্ন হইল, তখন সহরবানু প্রভৃতি তাঁবুর মধ্যে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাত্মা হোসায়েন তাঁবুর বাহিরে ছিলেন। তিনি ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পত্নী সহর বানুকে কহিলেন,—

"সহর বানুকে বলে গোশ্বা দেল হইয়া।
সোর-সার৫ বল এই কিসের লাগিয়া ॥
বিবি কহেন গোশ্বা৬ তুমি হইলে কেমনে।
কলেজা শুখায়ে জার সবার পাণি বিনে ॥
স্তন্ হইতে দুধ মোর গেল শুখাইয়া।
ছাওয়াল আজেজ৭ হৈল দুধ না পাইয়া ॥
খোদাই যে আনিয়া পাণি দাও এই বেলা।
বারেক যে পিইয়া পাণি তর করি গলা ॥

১। হেক্‌মতে—শঠতায়। ২। এগানা—আত্মীয়।
৩। জারজার—আকুল ও ব্যাকুল। ৪। আঁখেতে—চক্ষে। ৫। সোর-সার—গোলমাল।
৬। গোশ্বা—রাগ, ক্রোধ। ৭। আজেজ—অস্থির।

হোসায়েন কহেন সব মোনাফেক[১] গণ।
চাহিলেও আমাকে পানি না দিবে কখন॥
এত দিন কেহ মোরে মোনাফেক হইতে।
দেখিয়াছ কি কোন চিজ্ কখন চাহিতে?
কুফর কম্‌জাত্ পাণি দিবে যে আমারে।
এত্‌বার[২] কাহার কথায় হৈল তোমারে॥
বিবি কহেন যেরূপে আনিতে পার পাণি।
না আনিলে পেয়ারা[৩] মোর মরিবে এখনি॥
কান্দিয়া যে কহেন বিবি ইমামের পায়।
পাণি বিনা আমার ছাওয়াল মারা যায়॥
এক বিন্দু পাণি বিনা ছাওয়াল হয় খুন্।
হায় হায় মারা যায় যে মোর প্রাণধন॥"

ইহা শুনিয়া, মহাত্মা হোসায়েন সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণে এজীদ-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"শুন রে কাফের সব বেহায়া অধম।
কিছু নাহি কর মনে আখের শরম॥
খোদাকে পছন্দ নহে কহিবে তোমায়।
আখেরে খারাব হবে নাহি কিছু ভয়?
আলীর ফরজন্দ ও রসুলের নাতি।
ফতেমা আমার মাতা জান খুব ভাতি॥
খোদিজা, আয়েশা, সোলেমাঁ মোর নানি[৪]।
তা সবার মুখ চাহি দেহ থোড়া[৫] পানি॥
গোনা[৬] যদি হৈয়া থাকে আমার হইতে।
আমাকে না দেহ পানি শুন কহি ইতে॥
না করিল গুণা খাতা লাড়কা আমার।
থোড়া পাণি দেহ ভাই ওয়াস্তে খোদার॥
দুধের ছাওাল মোর হারায় পরাণ।
মেহের[৭] করিয়া তার জীউ দেহ দান॥
বে-গুণা সকলে কেন মার শুখাইয়া।
আখেরে পুছিবে আল্লা ইহার লাগিয়া॥
কাফের সকলে কহে শুন হে ইমাম।
তুমি যে হোসেন মোরা চিনিনু তামাম॥
যে দিন তোমার কাছে করিব চাকরী।
সে দিন করিব মোরা তেরা তাঁবেদারী॥[৮]

১। মোনাফেক—অবিশ্বাসী, ধর্ম্মে আস্থাহীন। ২। এত্‌বার—বিশ্বাস, প্রত্যয়।
৩। পেয়ারা—প্রিয়। ৪। নানি—মাতামহী। ৫। থোড়া—অল্প।
৬। গোনা—অপরাধ, পাপ। ৭। মেহের—অনুগ্রহ। ৮। তাবেদারী—আজ্ঞাপালন।

আজি তেরা বাত্ মোরা নাহিক শুনিব।
হৈলে আজেজ কাত্রা পাণি নাহি দিব ॥"

ইহা বলিয়া এজীদের সৈন্যগণ মহাত্মা হোসায়েনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শুনিয়া কাফের গিধি গোস্বায় অস্থির।
হোসেনের পরে খেঁচে মারিলেক তির।
হোসেনের কোলেতে যে ছাওাল আছিল।
হোসেনে না লাগি তির ছাওালে লাগিল ॥"

তীর শিশুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; শিশু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর হোসেন—পুত্র-শোকাতুর হোসেন—সেই মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও শিশুর গর্ভধারিণীকে কহিলেন,—

"মোর্দ্দার ছাওালে লিয়া ফিরিয়া আইল।
সহর বাম্বর কোলে ছাওয়ালেরে দিল ॥
কহেন ভেস্তের১ পাণি আমি খাওাইয়া।
আনিনু ছাওালে এই আম্বদা২ করিয়া ॥"

কিন্তু বট্তলার ছাপা জঙ্গ-নামায় নিম্নলিখিতরূপ আছে, যথা—

"মোর্দ্দার ছাওয়াল নিয়া ফিরিয়া আইল।
শহর-বানু৩ কোলে ছাওয়াল এনে দিল ॥
কহেন ভেস্তের পানি আমি খাওয়াইয়া।
আনিনু ছাওয়াল এই আম্বদা করিয়া ॥"

অতঃপর কার্‌বালা প্রান্তরে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা ইমাম হোসায়েনের আবদ ওহাব নামক জনৈক পার্শ্বচর করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "এজীদ-সৈন্য নদীর জল বন্ধ করিয়াছে; জলের অভাবে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। আপনি আদেশ করুন, আমি শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে জল লইয়া আসিতেছি।" মহাত্মা ইমাম তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন, তিনি শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে কহিলেন,—

"রসুল-আওলাদ মরে না-হক্৪ পানি বিনে।
আখেরেতে খারাব্ হ'বে কেয়ামতের দিনে ॥
আখেরের৫ ভালাই যদি চাহ রে কম্‌জাত।
পানির পথ যে ছাড়ি দেহ কহিতেছি বাত্ ॥"

বটতলার ছাপা পুস্তকে প্রথম দুইটি পদ নিম্নলিখিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুইটি পদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। যথা—

১। ভেস্ত অশুদ্ধ কথা, 'বেহেশ্‌ত' শুদ্ধ। ২। আম্বদা—প্রাণদান।

৩। শহর-বানু—ইমাম হোসায়েনের স্ত্রী। ৪। না-হক্—অনর্থক। ৫। আখেরের—পরকালের।

"রসুল আওলাদ মরে নাহিক পানি বিনে।
আখেরে খারাব হবে হেসাবের দিনে॥"

এজীদ-সৈন্য আব্দল ওহাবের এই উক্তির মৌখিক কোন উত্তর দিল না; তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক এজীদ-সৈন্য, ওহাবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে আব্দল ওহাব নিহত হইলেন। আব্দল ওহাবের পর ইমামের আরও কয়েক জন আত্মীয় ও পার্শ্বচর একে একে যুদ্ধে গমন করিলেন এবং সকলেই নিহত হইলেন। জঙ্গ-নামার কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"এইরূপে ছিলেন যতেক পাহাল্‌ওয়ান্।
শাহীদ হইলেন সবে আল্লার ফরমান্॥
ইমাম হোসায়েন তখন ডাহিন বামেতে।
দেখিতে লাগিল শাহা চাহি চারি ওরফেতে॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে, যথা—

"এইরূপে আছিল যতেক পাহাল্‌ওান্।
সহীদ্ হইল দেখ আল্লার ফরমান্॥
আমির হোসেন তবে ডাইন বামেতে।
নজর করিয়া শাহা লাগেন কহিতে॥"

মহাত্মা হোসায়েনের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, হাসান্-পুত্র মোহাম্মদ কাসেম১ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "চাচা! অনুমতি করুন, এই বার আমি যুদ্ধে যাইব।" কাসেম যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাসেমের মৃত্যুর পর, মহাত্মা হোসায়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর২ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলী আকবরের পর, হোসায়েনের অপর দুই পুত্র, আলী আস্‌গর ও আবদুল্লা আকবর একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন৩। জীবিত রহিলেন কেবল জয়নাল আবেদিন্৪।

অবশেষে মহাত্মা হোসায়েনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জঙ্গ-নামার কবি এই সময় হোসায়েনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইবনে হাবিব বলেন, এই সময় কাসেমের বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর ছিল।

২। আলী আকবরের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

৩। আলী আস্‌গরের বয়স ১৩ ও আবদুল্লা আকবরের বয়স ১২ বৎসর ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। জয়নাল আবেদিন এই সময় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারেন নাই।

"কেবল যাইয়া শাহা ময়দানে খাড়া হয়।
দেখিয়া যে বেইমান্ সবে হজিমত খায়১ ॥
হাকিল যে হয়দারী-হাঁক২ ভাবিয়া খোদায়।
বন্-বন্না পড়িল যেন কুফরের মাথায় ॥
কত জন পলাইয়া বাঁচে লস্করের মাঝে।
ভয়ে কম্পবান্ হয় সবে হাঁকের আওয়াজে ॥
হোসায়েন কহেন আছ কোন্ পাহালওয়ান।
যদি মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান্৩ ॥"

হোসায়েনের আহ্বানে এজীদ-সৈন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রথমে একে একে যুদ্ধ করিয়া যখন বিশেষ কোন সুফল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। কবি এই সময়ের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"চুনিন্দা সিপাহী আর যতেক সরদার।
কাটিয়া হোসায়েন শাহা করে সার-খার৪ ॥
পালায় কাফের সবায় কেহ নাহি টিকে।
আইল বলিয়া কেহ পশ্চাতে নাহি তাকে ॥"

এজীদের সকল সৈন্যই কেহ নিহত, কেহ আহত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তখন মহাত্মা হোসায়েন, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতরণ করিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল তুলিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের শোকে সে জল পান করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন। তখন শত্রুসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া প্রথমে দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হোসায়েন নদী-গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া একে একে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। শিমর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল। ইহার পর মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অনৈতিহাসিক।

বটতলার ছাপাখানাওয়ালাদিগের কল্যাণে যে "জঙ্গনামা" কাব্যখানি কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না। পৃথক্ প্রবন্ধে তুলনায় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কেহ ইচ্ছা করিলে বটতলার ছাপা জঙ্গনামার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। হজিমত খায়—ত্রাসিত হয়।

২। হজরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন। শত্রুসৈন্য এই শব্দ শ্রবণ করিয়া থরহরি কম্পিত হইত। হজরত আলীর অপর নাম হয়দার। সে কারণ এই শব্দের নাম হয়দারী।

৩। আগুয়ান—অগ্রসর। ৪। সার্-খার—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

-০০-

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই বৈশাখ ১৩২৪, ২৯শে এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

২৩শ বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—

১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়গণের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের সংবাদ জ্ঞাপন। ৫। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচন। ৭। সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন। ৮। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও (খ) ৺পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়ের তৈলচিত্র। ১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১১। প্রদর্শন—কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন। ১২। শোক-প্রকাশ—(ক) ৺গোবিন্দলাল দত্ত, (খ) ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবীর, (গ) ৺লোকনাথ দত্ত মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৩। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই এম্ এ,

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই এম্ এ, এল্ এল্ ডি,

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ | শ্রীযুক্ত রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ | " মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ | " রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্
" চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ | " মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্‌এ, বি এল্
„ কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বিএ, এম্ আর এ এস্
„ রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ
„ অমৃতলাল বসু নাট্টাচার্য্য
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ
„ বিপিনবিহারী বসু
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র বি এ এটর্ণি
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ
ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌এ, বি এল্
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
„ অক্ষয়কুমার বড়াল
„ ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
„ উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ
„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্‌এ পি এচ্ ডি
„ আশুতোষ মিত্র এম্ এ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ
„ অমরনাথ পালিত এম্ এ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ
„ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি টি
„ ললিতমোহন কর কাব্যনিধি, এম্ এ
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ সূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুশীলকুমার পাল এম্ এ
„ কিরণকুমার বসু এম্ এ
„ শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ রাখালরাজ রায় বি এ
„ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ
„ সুরেন্দ্রভূষণ সেন এম্ এস সি
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
„ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
„ রামহরি ভড় বি এল্
„ পঞ্চানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্
„ প্রভাসচন্দ্র দে বি এল্

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
„ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্
„ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মীরাট)
„ গৌরহরি সেন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ
„ ললিতমোহন মল্লিক
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ
„ কালীচরণ মিত্র
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
„ সরলকুমার বসু
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভবতারণ সরকার বি এ
„ বিক্রমকুমার বসু
„ বিপিনচন্দ্র রায়
„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
„ „ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ „ মথুরানাথ মজুমদার
„ „ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
„ „ মনোরঞ্জন সেন
„ „ অমূল্যচরণ বৈদ্যরত্ন
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
„ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ বিষ্ণুপদ রায় বি এ
„ ফণীভূষণ সিংহ বি এ
„ কালীপদ সিংহ
„ গুরুপদ রায়
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ অমলনাথ ঘোষ
„ ললিতমোহন পাল
„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে
„ কৃষ্ণনাথ সেন
„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী
„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কবিরঞ্জন
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত
„ শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
„ মন্মথনাথ রায়
„ কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
„ ডাঃ অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
„ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ যদুনাথ সেন গুপ্ত
„ বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ বিনোদবিহারী দত্ত
„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অনঙ্গমোহন পাল
„ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ শীতলচন্দ্র রায়
„ লক্ষ্মীনারায়ণ পাল
„ সুরেন্দ্রনাথ গুহ
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ হরপ্রসাদ মজুমদার
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ সুধীররঞ্জন রায় চৌধুরী
„ হেমচন্দ্র মজুমদার
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ হরিপদ মিশ্র
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ বামাচরণ মজুমদার
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন
„ নীরদবরণ সিংহ
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ কে চট্টোপাধ্যায়
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ নীরদকৃষ্ণ রায়
„ বিজয়লাল দত্ত
„ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু
„ সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
„ কমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্
„ প্রমথনাথ কাব্যনিধি
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ
„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
„ অচ্যুতচরণ সরকার
„ প্রবোধ ঘোষ
„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সরোজমোহন বসু
„ কালীকৃষ্ণ রায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কালীপদ মুখোপাধ্যায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, ডি এস্ সি, এম্ এ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দার্জ্জিলিঙ্গে থাকায় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত অষ্টম, নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐগুলি গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল মহাশয়ের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় তাঁহার অনুরোধক্রমে ও সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণের কতক অংশ পাঠ করেন। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পাদক মহাশয় নিজেই পাঠ করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিগত ৮ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কয়েক জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচনে নিয়মাবলীর ১৩ (খ) ধারা অনুসারে আপত্তি করেন এবং পরে উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এক অধিবেশনে প্রত্যাহার করেন। এই বিষয়টি পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণের যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হউক। যে ভাবে উহা লিপিবদ্ধ হইবে, তাহার বাক্য-যোজনা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।
প্রস্তাবটি এই,—

"বিগত ৮ম, ৯ম মাসিক অধিবেশনে প্রায় ৭০ জন ভদ্রলোকের পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইলে পরিষদের ১৩(খ) নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরিষদের ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে সেই বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ১৩২৩।১৭ই চৈত্র তারিখের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত দিন শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু উক্ত সভাতে তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং স্থির হইয়াছে যে, বার্ষিক অধিবেশনের পরে এই সমস্ত ব্যক্তির নাম নির্ব্বাচনার্থ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার অভিভাষণ বর্ত্তমানে পাওয়া গেল না। তিনি জানাইয়াছেন যে, আগামী জুন বা জুলাই মাসে এই অভিভাষণ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পাঠ করিবেন। এই সংবাদটিও সভাপতি মহাশয় সভার গোচরে আনিলেন।

৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব নিম্নলিখিত ভাবে গৃহীত হইল—

সভাপতি—সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি—

(ক) মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

(খ) মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(গ) মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

(ঘ) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

(ঙ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

(চ) শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ছ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(জ) মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

সমর্থক— „ চিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

(২) „ কিরণচন্দ্র দত্ত

(৩) „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৪) „ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

(৫) „ ললিতচন্দ্র মিত্র

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমর্থক— „ বিজয়লাল দত্ত

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কোষাধ্যক্ষ— „ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ— „ সুশীলকুমার দে

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ— „ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সমর্থক— „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

(খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্ত পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাব।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই জানাইলে, উহা উপস্থাপিত করা হইল না।

(গ) সম্পাদক মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্যগণ কর্ত্তৃক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ এই ভাবে জ্ঞাপন করিলেন ;—

"মোটের উপর আমরা ৫ পাঁচখানি ভোটিং-পত্র মালিকের ঠিকানা না পাওয়াতে ডাকঘর হইতে ফেরত পাই। কতকগুলি ভোট-প্রাপ্তির নির্দ্ধারিত দিবসের পরে পাওয়ায় ও কয়েকখানি ভোটিং-পত্রে ২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ায় ঐগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গৃহীত ভোটিং-পত্রের মধ্যে ২০ জন এই ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪৮২
২।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৪৬০
৩।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৩২
৪।	„ চিত্তরঞ্জন দাশ	৪১৭
৫।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৪০৩
৬।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩৫৮
৭।	„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৩৪৪
৮।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩০
৯।	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
১০।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	৩১৯
১১।	„ কুমার শরৎকুমার রায়	৩১৮
১২।	„ রমাপ্রসাদ চন্দ	২৭২
১৩।	„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী	২৪৫

১৪। শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর ২৩৯
১৫। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৩২
১৬। " মৃণালকান্তি ঘোষ ২৩২
১৭। " ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার ২২৫
১৮। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২১৯
১৯। " বিনয়কুমার সেন ২১৫
২০। " যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ২১২

তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পুনরায় সম্পাদক-পদে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করায় ভোটের ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত চারি জন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই চারি জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করায়—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুবাবু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার করিয়াও তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে থাকিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত চারুবাবু এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি উক্ত পত্র প্রত্যাহার করিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন। শ্রীযুক্ত চারুবাবু সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর নিম্নলিখিত পাঁচ জনের মধ্যে * চিহ্নিত সদস্যগণ ভোটের ক্রম অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

২১। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত* ২০৯
২২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত* ১৯৫
২৩। " যতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৮
২৪। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ* ১৮৬
২৫। " চারুচন্দ্র বসু* ১৮৪

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের শাখা-পরিষদগুলি হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩। " অনুকূলচন্দ্র শর্ম্মা
৪। " বোধিসত্ত্ব সেন
৫। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহার স্থলে একজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শাখাগুলি হইতে তাঁহার নির্ব্বাচন হইলে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইবে।

৫। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

৬। আজীবন-সদস্য—সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের হস্তে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে পরিষদের আজীবন-সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, "গত বর্ষের সহায়ক সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় জন সদস্যের ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় নিয়মানুসারে তাঁহারা সহায়ক সদস্য থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি।" প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
(২) „ „ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
(৩) „ বাণীনাথ নন্দী
(৪) „ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
(৫) „ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬) মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দুই জন নূতন সহায়ক সদস্য প্রস্তাব করিতেছি।

(৭) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
(৮) মৌলবী খয়র উল্ আনাম

এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

৮। বিশেষ কারণে সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য স্থগিত রহিল।

৯। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক (ক) ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও (খ) ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়ের চিত্রদ্বয় একে একে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তিনি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিলেন।

১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ।—

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই পুরস্কার ও পদক বিতরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত" নামক রচনার জন্য, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় "গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক" নামক প্রবন্ধ রচনায় জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "রূপকথা সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত এস্, দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত "কেদারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক" পাইয়াছেন।

(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় "শ্রীনিবাসের জীবনচরিত্র" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার" (২৫৲ টাকা) পাইয়াছেন।

(৫) শ্রীমতী আশালতা সেন মহাশয়া "জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য ৺প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতিপয় ভক্ত ও শিষ্যগণ-প্রদত্ত "প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার" (২৫৲ টাকা) পাইয়াছেন।

১১। প্রাচীন মুদ্রাগুলি প্রদর্শনের সুযোগ ঘটিল না।

১২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ৺গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় ও ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবীর মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন এবং সভাপতি মহাশয় ৺লোকনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

চতুর্বিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ৩রা জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র (ছাপরা)
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ বাণীনাথ নন্দী
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল রায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ বিশ্বেশ্বর সান্যাল
„ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত
„ প্রভারঞ্জন দাস গুপ্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ সাতকড়ি সাহা
„ মোহনলাল মিত্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে যে সকল মহোদয়-গণের সদস্যরূপে প্রস্তাবের আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনর্নির্ব্বাচন ও অন্যান্য সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব,—বর্ত্তমান ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—"ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।" ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ভদ্রার্জ্জুন" এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "লসং" ও "শক ও সংবৎ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্, (খ) বিপিনবিহারী রক্ষিত, (গ) রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর, (ঘ) তীর্থবাসী সিংহ রায় ও (ঙ) মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত প্রাপ্ত পুস্তক ও পুথিগুলির নামতালিকা ও উপহার-দাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন।

উপহারদাতৃগণের নাম সহ উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ	১। বাঙ্গালার কথা
সম্পাদক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ	২। আইস্‌লণ্ডের সাগা সাহিত্য
	৩। মীনচেতন
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪। চৈত্র মাসের সং (১৩২৩)
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকোল্লাস
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটী	৬। বেদান্ত-সংক্রান্ত উদ্বোধন-বক্তৃতা
	৭। „ ২য় „
	৮। „ ৩য় „
	৯। „ ৪র্থ „
	১০। আত্মানুভূতি
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	১১। গায়ত্রী
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ ভবতারণ ভট্টাচার্য্য	১৩। ফরিদপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন, মাদারীপুর অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

উপহৃত পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী	১। রাগমালা ও তালমালা (উদ্ধব দাস)
	২। নায়িকা-লক্ষণ
	৩। প্রাচীন পদাবলী (দ্বিজ রামচন্দ্র)

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী	৪। কর্ম্মলোচনাষ্টোত্তরশত শ্লোক
	৫। ঈশান-সংহিতা
অশ্বিনীকুমার দে	৬। শ্রীরামের ইতিহাস বা অভিষেক (দ্বিজ ভবানীনাথ)
	৭। শ্রীরামের স্বর্গারোহণ
	৮। একার পদ (গোবিন্দ দাস)
	৯। নামহীন পুথি (মনসা) (বৈদ্য শ্রীহরি)
	১০। গঙ্গার মাহাত্ম্য
	১১। চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)
	১২। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	13. Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Hony. Manager, The Bombay Humanitarian Fund.	14. The Sixth Annual Report of the B. H. Fund, Bombay.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	15. Report on Survey and Settlement Operation in Bengal for the year ending 30th September 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	16. Patent Office Journal, January to March, 1917.
Do　Do	17. Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, February, 1917.
Do　Do	18. Annual Report of the Board of Scientific Advice for India 1915—16.
Asst. Secy. to the Govt. of the Punjab, P. W. D.	19. Annual Progress Report of the Supdt. Hindu and Buddist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1916.
Director, Geological Survey of India	20. Records of the Geological Survey of India, Vol. XIVII Part 4th 1916.

উপহারদাতা		উপহৃত পুথি
Supdt. Govt. Press, Madras.	21.	South Indian Inscriptions, Vol. II. Part. V. 1917.
Do Do	22.	A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1915—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. II. Part I. Sanskrit A.
Do Do	23.	A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1215—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, vol. II. Part I. Sanskrit. B.
Do Do	24.	Do Do Sanskrit. C.
The Hon'ble Sir, J. G. Woodroff	25.	Wave of Bliss. Hymns to the Goddess. Greatness of Shiva. Tantra of the Great Libertion Principals of Tantra Part. I Do Do II Do Do III Tantrik Texts, vol I Do II Do III Do Iv Do v Do Iv
Librarian, Imperial Library	26.	Report on the Working of the Imperial Library for the period from 1st April 1915 to 31st March 1916.

প্রেস সেন্টিগ্রাফের আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একটি প্রেস সেন্টিগ্রাফ সাহিত্য-পরিষদের ব্যবহারের জন্য উপহার দেওয়ায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৩। কার্য্য-সূচীর তৃতীয় বিষয় আলোচনার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "গত বর্ষের ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে যে সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবিগণের সদস্যরূপে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে সদস্য-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য আমিই আজ পুনরায় প্রস্তাব করিতেছি।" তিনি আরও বলিলেন,

"ব্যক্তিগত ভাবে অযোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদিগকে পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া আমি তাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করি নাই এবং এখনও আমি সেরূপ ভাবিতেছি না। কোন বিশেষ কারণে, পরিষদের কোন ভাবী অমঙ্গলের বিষয় মনে উদয় হওয়ায় আমি পরিষদের সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য এই আপত্তি উত্থাপন করি। হয় ত আমার আশঙ্কা অমূলক বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, আমি কর্ত্তব্য-বোধেই উহা করিয়াছিলাম এবং পরিষদের নিয়মানুসারে উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি এই উপায় নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ছিল না। যদি কেহ আমার আপত্তিতে সেইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং সেই দুঃখ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এবং কার্য্যগতিকে বাধ্য হইয়া, আমি সে দিন যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহাতে যদি কোন অসৌজন্য প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার নিরাকরণের জন্য আমি নিজেই আজ তাঁহাদের নাম সদস্য হিসাবে প্রস্তাব করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত অধিবেশনে এই সকল নাম যাঁহারা প্রস্তাব ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার ও স্নেহের পাত্র। এই সকল প্রস্তাবিত সদস্যও বিশেষ সুযোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি, তাঁহারা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া পরিষদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হইবেন।" অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ৭৯ জন সদস্যের নাম ও তালিকা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচন-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্ব অধিবেশনে এই সকল নাম প্রস্তাবের সময় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার কারণ আপনাদিগকে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া এক্ষণে তিনিই এই সকল নাম পুনঃ প্রস্তাব করিতেছেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমর্থন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগের কোনও আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদিগকে সদস্য হিসাবে আমরা নির্ব্বাচন করিতে পারি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর ২৪শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচনার্থ কয়েক জন নূতন সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এল্ ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
		শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এল্, এটর্ণী ৩।১ দীনুরক্ষিত লেন।
		শ্রীঅসিতাকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্, এটর্ণী ১২।১ ওল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন, ক্লার্ক ৬ চাকুরিয়া রোড, কালীঘাট
„	„	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০ জোড়াপুকুর লেন
„	„	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
„	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত ১৯ গ্রে ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ৫ বি রামকৃষ্ণ বাগচি লেন
„	„	শ্রীললিতমোহন মল্লিক ১২।১ চোরবাগান লেন
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র বড়াল ৯ সাগর ধর লেন।
„	„	শ্রীচিনিবাস দাস ৮ সাগর ধর লেন।
„	„	শ্রীআশুতোষ সেন কাব্যবিনোদ ২২ কারনাকর ষ্ট্রীট
„	„	কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৪১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
„	„	শ্রীসতীন্দ্রলাল সেন ৫৩।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ৫৩ গিরিশ মুখার্জ্জী রোড
„	„	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট
„	„	বি, এম্, চাটার্জী বার-য়্যাট-ল ৩৬।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড
„	„	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তালজলা ষ্টেটের ম্যানেজার, [illegible]

প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু। সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল্
জজ কোর্টের উকীল, ময়মনসিংহ।

শ্রীরেবতীমোহন বসু
গোয়ালনগর, ঢাকা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দত্ত এল্ এম্ এস্
৫৫ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি এ
৫৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সান্যাল
৯০ হাজরা রোড।

শ্রীঅমৃতলাল সেন
১৫ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

শ্রীঅবনীনাথ সেন গুপ্ত বি এল্
উকীল, ময়মনসিংহ।

কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ সেন
৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট।

শ্রীবটুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২০ চুনাপুকুর লেন।

শ্রীবিমলাচরণ বটব্যাল
১৫৮৷৩ বৈঠকখানা রোড।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
২ কৈপুকুর লেন, শিবপুর।

শ্রীরামচন্দ্র
৪৪ কে, পুলিস হস্পিট্যাল্ রোড।

শ্রীতারিণীচরণ পাল
২৪৷১ রামমোহন সাহা লেন।

শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৫ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড।

শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য
৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী
১৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীভূপতিমোহন চট্টোপাধ্যায়
৫৪ এ চুনাপুকুর লেন।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত
৪৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
৭৩৷২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী
১৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল
৪৯ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীঅভয়াচরণ চৌধুরী
৬ নেবুতলা লেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
১৫ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড।

শ্রীআবুল মজফর, জামালুদ্দিন মহম্মদ
১৫৷১ রিপণ ষ্ট্রীট।

শ্রীবিজয়গোপাল বসু
৪৮৷১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট।

শ্রীনিরাপদ সেন
১০এ সরকার লেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৪ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৷২ রসারোড, সাউথ।

শ্রীরজনীকান্ত দাস

প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু। সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১।২ রসারোড, সাউথ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
যাদুঘর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী
যাদুঘর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমিয়লাল সেন
৫১।৪ অখিল মিস্ত্রী লেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১ সদর ষ্ট্রীট।

শ্রীউমাচরণ পাল
২৪।১ রামমোহন সাহা লেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০ হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

শ্রীমনোজকুমার ঘোষ
এসিষ্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার অফিস,
ডি, এস্, জি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী
কম্পেয়ারিং ক্লার্ক, নর্দান ডিভিসন,
পুলিস কোর্ট, জোড়াবাগান।

শ্রীশশিভূষণ সাহা, জমীদার
১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

শ্রীবিপিনবিহারী সাহা, জমীদার
১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, এটর্ণী
৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট।

শ্রীহরিদাস সাহা
৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট।

শ্রীতারকচন্দ্র বসু
সাতপুকুর, দমদম।

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন
২৫।১ মোহনবাগান রো।

শ্রীপ্রতাপকুমার সেন
২৫।১ মোহনবাগান রো।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় এম এ
পোঃ ইচাপুর, ঢাকা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
নাজির, মুন্সেফী কোর্ট, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

শ্রীবিনয়কুমার বসু
বেঞ্চ ক্লার্ক, চীপ প্রেসিডেন্সি
ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য বি এল
উকীল, যোড়াবাগান কোর্ট।

শ্রীগুরুদাস সিংহ
১৭ রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন।

শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭ ভুবন ব্যানার্জির লেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮।৯ চোরবাগান ২য় লেন।

শ্রীসুরদেব গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬।১এ সরকার লেন।

শ্রীসোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬।১এ সরকার লেন।

শ্রীপ্রমথনাথ প্রামাণিক
৮২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র বিএ
মিনার্ভা থিয়েটার।

শ্রীবরেন্দ্রমোহন ঘোষ
৭৯।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল ১৪ গোপাল বসুর লেন।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ	„	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু, এল্ এল্ বি উকীল, জাঁজগির পোঃ, বিলাসপুর, সি পি।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীহরিদাস মিত্র এম্ এ রাজঘাট, যশোহর।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা ১৪৮ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীনীরদবরণ সিংহ C/o শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ২৬ পদ্মপুকুর রোড।
„	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ ডাক ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন	„	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এল্ এম্ এস্ ১০ বি মাণিকতলা মেন রোড।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচমপাড়া, মীর্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকীল রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীগোপীমোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল ঐ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নায়েব রাজানগর, মির্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীননীগোপাল রায়	„	শ্রীমৃত্যুলাল দাস ২৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কুঞ্জলাল বসাক উকীল বাবুর বাটী। নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীআমিরচাঁদ পাল, হাইকোর্টের উকীল ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীগিরিজাকান্ত বসু বর্ম্মা ৪৫ নাজিরাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ অধ্যাপক এম্ সি কলেজ, শ্রীহট্ট।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমুরারিমোহন ভট্টাচার্য্য ৯ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ট্রানস্লেটাস´ আফিস, রাইটাস´ বিল্ডিং।
"	"	শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, বি এল্ উকীল, ছোট আদালত।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এল সি পি এস গাজিয়াবাদ, ই, আই, আর।
শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল যাদবলাল উচ্চ ইং স্কুলের শিক্ষক, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাত্র হেডমাষ্টার, মধ্য ইং বিদ্যালয়, খিজরী, মেদিনীপুর।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	"	শ্রীমুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় জমীদার, খালিয়া, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্যারীমোহন দেব বি এস্ সি সি, ই, কলেজ, শিবপুর।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম এ অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটী কলেজ।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল সলিসিটার, হাইকোর্ট।
"	"	শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত, এম এ ২৮ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী।
"	"	শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ, বার-এ্যাট-ল ভবানীপুর।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এস্ সি সলিসিটর, ১৬ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

৪। নিয়ম-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান নিয়মাবলীর ১৩(খ) সংখ্যক নিয়মটি এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হউক ;—"ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন না।" এবং তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় নানা কথা উত্থাপন করিয়া এই নিয়ম-পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন যে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে। সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, এই নিয়ম-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনেক বিবেচনা করিয়াই আনয়ন করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবের সপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে আজিকার এই দুর্য্যোগে উপস্থিত সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প দেখিতেছি এবং ইহাও বুঝিতেছি যে, অনেকের ইচ্ছা যে, আজ এই প্রস্তাবটির আলোচনা স্থগিত হউক। ডাঃ গফুর সাহেব এই ভাবে স্থগিত রাখিবার সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। এই সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় প্রস্তাবটির আলোচনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রহিল।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ভদ্রার্জ্জুন" নামক ৺তারাচাঁদ শিকদার-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "লসং" ও "শক ও সংবৎ" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল এবং

প্রবন্ধোক্ত তথ্যগুলি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তি আছে, তাহা তিনি সভাস্থলে জ্ঞাপন করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের অনুপস্থিতি বিধায় সেই সকল আপত্তি আলোচিত হইল না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শোক-প্রকাশ।—৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্, ৺বিপিনবিহারী রক্ষিত, রায় গৌরীশঙ্কর রায়বাহাদুর, তীর্থবাসী সিংহ, রায় মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে সভা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিলেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি অনেক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁহাকে আমরা ঠিকভাবে চিনিতে পারি নাই এবং তাঁহাকে উপযুক্তভাবে আদর করি নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহার জন্য আমরা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি। তিনি পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতি থাকিয়া, শাখা ও মূল-সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, আমাদের চিঠি ছাপা হইয়া যাইবার পর ডাঃ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্য কার্য্যতালিকায় তাঁহার নাম নাই। তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলেন যে, ডাক্তার মল্লিক সকল বিষয়েই বড় উপযুক্ত লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় আগামী মাসিক অধিবেশনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করেন। কারণ, অদ্যকার কার্য্যসূচীতে এই বিষয়ের উল্লেখ নাই এবং আগামী অধিবেশনে ৺ডাঃ মল্লিক মহাশয়ের কথা থাকিলে হয় ত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যোগদান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ডাক্তার মল্লিকের নানাবিষয়িণী প্রতিভার ও নানাবিষয়িণী পরীক্ষার সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অধ্যয়ন-প্রেম অনুকরণযোগ্য—এমন বহু দিক্‌প্রসারিণী প্রতিভা ও মনীষা প্রায় দেখা যায় না।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আগামী মাসিক অধিবেশনের প্রথমেই এই শোক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার ইন্দুমাধবের আন্তরিক চেষ্টা ছিল, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হওয়া দরকার। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মেডিক্যাল ক্লাব স্থাপিত হয়। আমি ও তিনি—উভয়ে, অন্য কয়েক জন চিকিৎসক বন্ধুর সহিত এই ক্লাব স্থাপনে যত্নবান্ ছিলাম এবং অনেক স্থলে আমরা একত্রে কার্য্য করিয়াছি। ছাত্রমণ্ডলীর স্বাস্থ্যোন্নতি জন্য ইন্দুমাধব বাবু যে বিশেষ ভাবে আলোচনা ও পরিশ্রম করিয়াছেন,

তাহা লর্ড হার্ডিং তাঁহার কাউন্সিলের বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একজন শিক্ষিত কর্ম্মীকে হারাইয়া আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি Hindu Marriage League এর সেক্রেটারী ছিলেন এবং বিবাহ-সংস্কার-কল্পে কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। তাঁহার সাহিত্যসেবা ও বিবাহসংস্কার ও পণ-প্রথা নিবারণ এবং ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

২৪শ বার্ষিক—দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১শে আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্	" করুণাচন্দ্র মজুমদার
হরিদাস বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ	সূর্য্যকুমার ঘোষাল
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
হেমচন্দ্র ঘোষ	সূর্য্যকান্ত মিশ্র
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	রামকমল সিংহ
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য
" অমৃতলাল দত্ত	

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ　} সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য-বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় প্রদত্ত দনুজমর্দ্দন দেবের রৌপ্য মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুরের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সমা-

লোচনার উত্তর" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "আর্য্যভট্ট" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, (খ) প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, (গ) নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, (ঘ) শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও (ঙ) অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয়ের প্রস্তাবে, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিগত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় যে সকল সদস্যের নির্ব্বাচনে পূর্ব্বে একবার আপত্তি করিয়া পরে গত অধিবেশনে তাঁহাদের নির্ব্বাচন স্বয়ং প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ঐ সকল সদস্যের নাম প্রস্তাবকালে যদি কোন কারণ দেখাইয়া থাকেন বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি-সংবলিত একখানি অনুরোধ-পত্র সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেকের নিকট পাঠান। সেই পত্রে সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সদস্যপদ গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মন্মথ বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন কি না ও সেই উপলক্ষে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন কি না, অনেক প্রস্তাবিত সদস্য তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের উক্তি, প্রত্যেক অনুরোধ-পত্রেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—আমি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন প্রস্তাবে আপত্তি হয়, সেই সেই আপত্তির জন্য কেহ কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখা যাইতেছে, উহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় গত অধিবেশনে তাঁহার আপত্তির কারণ দেখাইয়াছেন এবং উহা যে প্রস্তাবিত সদস্য-গণের প্রতি কোনরূপ ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধাসূচক নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া এ সম্বন্ধে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় পুস্তক উপহার-দাতৃগণের নাম ও পুস্তকের নাম পাঠ করেন। তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী	১। আমাদের সমাজ
„ পূর্ণচন্দ্র রায়	২। স্বাস্থ্য ও শক্তি
„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। মাতৃমন্দির
	৪। মেয়ে বোম্বেটে
	৫। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা
	৬। সীতার বনবাস
	৭। প্রতিশোধ
	৮। আর্য্যকীর্ত্তি

উপহারদাতা—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। তবলিগুল্ ইস্লাম
২। মফিদল হোজ্জাজ
৩। জান্ রওশন
৪। বেদারল গাফেলিন
৫। লাল্-বানু শাহাজামাল
৬। মিফ্তাহল জান্নাত
৭। বাহার দানেশ
৮। স্বপ্ননামা
৯। হাদিস দিল্ রওশন
১০। যামিনী ভান্
১১। ইউসুফ জেলেখা
১২। নসিহাতে ফরিমী
১৩। বাগ্ বাহার
১৪। সিরাতল মোমিনিন্
১৫। হায়রাতুল ফেকা
১৬। শের আলী
১৭। শশী-মুক্তা
১৮। ফজিলাতে হজ্
১৯। মুফিদল আকেলিন
২০। দারা সেকান্দরনামা
২১। সখী সোনা
২২। তারিখে জিন্নত
২৩। দরবেশনামা
২৪। মিন্হাজল ইস্লাম
২৫। আখ্বারস্সালাত
২৬। বিধবা-বিচ্ছেদ
২৭। সত্যপীর
২৮। নেক বিবি
২৯। পীর গোরাচাঁদ, (প্রথম)
৩০। শাহজালাল ও জামিলাখাতুন
৩১। দিল দিওয়ানা
৩২। ভানুমতীর লড়াই
৩৩। তারিখে আবুহানিফা
৩৪। কাঞ্চনমালা
৩৫। রাজকন্যা মধুমালা
৩৬। আখ্বারল ওজুদ
৩৭। নূরল ঈমান
৩৮। গঞ্জে মারেফৎ

৩৯। জঙ্গেরুম ও ইউনান্
৪০। হেদায়েতুল ইস্লাম
৪১। হায়রানামা
৪২। হুজ্জুতল ইস্লাম
৪৩। তালেনামা
৪৪। নসিহাতুল মখলুকাত
৪৫। নাসিরুল ইস্লাম
৪৬। বড় খাব্নামা
৪৭। মুগী কাসের
৪৮। ফাতেমার জহুরানামা
৪৯। ফাসেদ্নামা
৫০। জৈগুণ বিবি
৫১। সোল্তান বলখী
৫২। রাতকানা জামাই
৫৩। হদ্দমজার শ্বশুরবাড়ী
৫৪। বে-নজীর বদ্রে মুনির
৫৫। নব-চিকিৎসাবোধ
৫৬। আহকামুল জবেহ
৫৭। বড় খাবনামা
৫৮। মফিদুল ইস্লাম
৫৯। গোল্জারে মোমেনিন্
৬০। মনসুর হাল্লাজ
৬১। ইব্লিস্নামা
৬২। হাজার মস্লা
৬৩। নাজাতুল আরওয়াহ
৬৪। কজিলাতে বারচাঁদ
৬৫। খায়রে দোজাহান
৬৬। গেন্দে-গোল-হর্রোজ্
৬৭। মোনাই যাত্রা
৬৮। মৌলুদ শরীফ গোলজারে বাহারিয়া
৬৯। আহকামে শরীয়াত
৭০। চৌদ্দ উজীর।
৭১। সমির জালাল
৭২। দিল্বাহার গুলেস্তান
৭৩। জঙ্গে নওশাদ
৭৪। নসিহাতে আহলেকলী
৭৫। ফকিরবিলাস্
৭৬। বদিওজ্জমার লড়াই
৭৭। খয়বরের জঙ্গনামা
৭৮। শহীদে কারবালা
৭৯। তৃষ্ণবতী বিরাগুরু
৮০। মণিরুল হোদা
৮১। জঙ্গে হায়দার।
৮২। প্রেমতরঙ্গ
৮৩। শিরীঁ ফরহাদ
৮৪। গোল্-আন্দাম
৮৫। শাহকামাল সূর্য্যভানু
৮৬। সম্সমল মওয়াহেদিন
৮৭। আজায়েব সোলেমানী (১ম ভাগ)
৮৮। আজায়েব সোলেমানী (২য় ভাগ)
৮৯। হেদায়েতুস্ সায়েমীন
৯০। ফতাওয়া আখেরেজ্জোহর
৯১। দিওয়ান গুল্শানে হেদায়েৎ
৯২। পীর গোরাচাঁদ (দ্বিতীয়)
৯৩। লালমতি সয়ফল মুল্লুক
৯৪। এস্ক জহর
৯৫। দেলখোষ-গুল্জার
৯৬। হেদায়েতুস্ সালেহীন্
৯৭। তরিকায় মোস্তফা
৯৮। গোল্বা সানুওয়ার
৯৯। জেবল মুল্লুক ও সামারোক
১০০। তমিম গোলাম
১০১। সয়ফল মুল্লুক
১০২। পদ্মাবতী

১০৩। দাকায়েকল হেকায়েক
১০৪। ফেসানায়ে আজায়েব
১০৫। মাল্‌ফা-জোহরা বিবি
১০৬। রাঁড়ের মকর নামা
১০৭। দুষ্টমতি নারী
১০৮। গোলে বকাওলী
১০৯। বিবি জোবেদা খাতুন
১১০। বড় দোওয়া গাঞ্জাল আরশ
১১১। সয়ফল মুলুক (নকল)
১১২। হাসেন মফসুদ
১১৩। চৌত্রিশ অক্ষরের কজিলাত
১১৪। চোর চক্রবর্ত্তী
১১৫। কালুগাজী চম্পাবতী
১১৬। শেখ ফরিদ
১১৭। সূর্য্য উজাল বিবি
১১৮। গোল্‌-বা-বাহরাম
১১৯। সামৃতভান্‌ বিবি
১২০। পবন কুমারী
১২১। সোণাভান্‌ বিবি
১২২। বার বাসের পুঁথি
১২৩। গোলশানে মোহাব্বাত
১২৪। গোর্‌কী নামা
১২৫। নওখরিদ পাহালওয়ান্‌
১২৬। অভয় দুর্লভ
১২৭। আস্‌মান সিং
১২৮। শাশুড়ী জামাইয়ের ঝগড়া
১২৯। মনোরায় জাহানারা
১৩০। মধুমালা
১৩১। সোল্‌তান জমজমা
১৩২। নূরলবসর
১৩৩। গোল্‌জারে আজম
১৩৪। শ্যামসুন্দর পরিমালা
১৩৫। মল্লিকা আকার
১৩৬। গোল্‌আদি বিবি
১৩৭। জামাই শ্বশুরের ঝগড়া
১৩৮। শীত-বসন্ত
১৩৯। লজ্জাবতীর পুঁথি
১৪০। কেস্‌সা দেল পসন্দ
১৪১। ছিলছত্র রাজার জঙ্গ
১৪২। দেলারাম
১৪৩। ইমাম যাত্রা
১৪৪। ওমর উম্মিয়ার নকল
১৪৫। আলাওদ্দিন
১৪৬। কটুর মিঞা
১৪৭। সপ্তপয়কর
১৪৮। সহীদে কারবালা
১৪৯। লায়লী মজনু
১৫০। পীর ফরিদ
১৫১। কালুগাজী ও চম্পাবতী
১৫২। কলির নসিহত
১৫৩। ইস্‌লাম রবি
১৫৪। জৈগুণ বিবি
১৫৫। মেরাতুল কুলুব
১৫৬। তোহফাতল মোমাহেদিন
১৫৭। কল্‌মা মোনাজাত
১৫৮। আর্‌বা আর্‌বাইন্‌ হাদিস
১৫৯। ইমাম চুরি
১৬০। দিদার ইলাহী
১৬১। আস্‌রারস্‌ সালাত
১৬২। আম্বিয়াবাণী
১৬৩। বত্রিশধার লালকুমার
১৬৪। জহুরা বিবির কেস্‌সা
১৬৫। কেসানায় বেদারবাখ্‌ত
১৬৬। রজ বাহার

১৬৭। সেরাজুল ইস্‌লাম
১৬৮। শাহ-আলম নূরজাহান
১৬৯। হেদায়েতুল মোভাম্বেবীন
১৭০। ঝগড়া নামা
১৭১। নূরনামা ও হুলিয়ানামা
১৭২। একশতত্রিশ করজ
১৭৩। ওজুদনামা
১৭৪। রঙ্গীণ বাহার
১৭৫। দেলয়োবা-চার-চমন
১৭৬। নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা
১৭৭। সুরত জামাল
১৭৮। জাদল ওক্‌বা
১৭৯। জেঙ্গরাল ফাসেকীন্‌
১৮০। তরিকায়ে মোত্তাকী
১৮১। ফত্‌ওয়া আথেরে জোহর
১৮২। তক্‌বিয়েতুল ঈমান
১৮৩। রেসালায়ে তারাবীহ
১৮৪। হেদায়েতুল মোত্তাকীন্‌
১৮৫। মসায়েলে জরুরিয়া (১ম খণ্ড)
১৮৬। ঐ (২য় খণ্ড)
১৮৭। চমন বাহার
১৮৮। শাহ কলন্দর নামা
১৮৯। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী
১৯০। একদিল্‌ শাহ
১৯১। গুলশানে আজায়েব
১৯২। চাহার দরবেশ
১৯৩। মল্লিকার হাজার সওয়াল
১৯৪। গুলশানে রুম্‌
১৯৫। গুলে আন্দাম্‌
১৯৬। শাহ এমরান চন্দ্রবাম্‌
১৯৭। বক্ত তুতিনামা
১৯৮। বার মাসের পুথি
১৯৯। চন্দ্রাবলী
২০০। থানে নিয়ামত
২০১। কওলিল আরেফীন্‌
২০২। সুরতলাল বিবি
২০৩। জঙ্গে জামাল
২০৪। গোল্‌ সনুবর
২০৫। শ্যাম-নুরিমান
২০৬। নিজাম পাগ্‌লা
২০৭। বেদায়ল গাফেলীন
২০৮। সতী ময়না
২০৯। জিল্‌ফেয়ের পিয়ার জাহান
২১০। কলির চরিত্র কবিতা
২১১। বড় মউত নামা
২১২। মৌলুদ শরীফ বাহারিয়া
২১৩। নব চিকিৎসাবোধ
২১৪। জঙ্গে সোহরাব
২১৫। সতীবিবির কেস্‌সা
২১৬। সোলেমানী তালেনামা
২১৭। নূরবক্ত নওবাহার
২১৮। গুলশানে নওবাহার
২১৯। হুরনূর বিবির কেস্‌সা
২২০। শ্যাম সোহাগীর কেস্‌সা
২২১। রসম্‌নিসা কন্যা
২২২। চাঁদরাশী সায়েত নামা
২২৩। শাশুড়ী বোয়ের ঝগড়া
২২৪। নারী-পুরুষের অন্তরসের ঝগড়া
২২৫। মালতীকুসুমমালা
২২৬। দিনকানা শ্বশুরের কেস্‌সা
২২৭। মালঞ্চ কন্যার কেস্‌সা
২২৮। ভেলুওয়া সুন্দরী
২২৯। জঙ্গে বল্‌কান্‌
২৩০। গোলে হরমুজ

২৩১। আস্‌রারস্‌ সালাত (আসল)
২৩২। কেয়ামতনামা
২৩৩। নিয়েতনামা
২৩৪। হেদায়েতুন্‌নিসা
২৩৫। বাহরুল হেজাবী
২৩৬। বড়তুতি নামার কেস্‌সা
২৩৭। মফিদল খালায়েক
২৩৮। বে-নমাজী নারী
২৩৯। ফজিলাতে হজ্জ
২৪০। ফজায়েলে হরমায়েন
২৪১। দলিলুল আহকাম
২৪২। মকসুদল মোহিসিনিন্‌
২৪৩। এলাজে বাঙ্গালা (১ম ভাগ)
২৪৪। এলাজে বাঙ্গালা (২য় ভাগ)
২৪৫। এলাজে বাঙ্গালা (৩য় ভাগ)
২৪৬। মুসলমানী বাঙ্গালা বর্ণবোধ
২৪৭। জ্ঞানবৃক্ষ দ্বিতীয় শাখা
২৪৮। তারিখে রসুল
২৪৯। নাস্‌রোল-মোজতাহেদিন (১ম খণ্ড)
২৫০। দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা
২৫১। কেয়াসোল্‌ মোজতাহেদিন্‌
২৫২। ব-কারবালা মাতম হোসেন
২৫৩। গমের দরিয়া
২৫৪। বোন্‌বিবির জহুরানামা (আসল)
২৫৫। শাহ ঠাকুরবরের কেস্‌সা
২৫৬। ফয়সলে আহকাম (নকল)
২৫৭। মেফতাহল ইস্‌লাম
২৫৮। হাতেম তাই
২৫৯। শাহ ঠাকুরবরের কেস্‌সা
২৬০। নক্‌শে সোলেমানী (১ম ভাগ)
২৬১। ফতুহল মেসের
২৬২। ফতুহল আজম
২৬৩। ফতুহল এরাক
২৬৪। ফতুহশাম
২৬৫। দাস্তান আমীর হামজা
২৬৬। কাসাসোল আম্বিয়া
২৬৭। শাহনামা

ফার্সী-উর্দ্দূ গ্রন্থ

১। মৌলুদ আহ্‌ব্যালকুলুব
২। হাসিন্‌ রাধিকা
৩। হেদায়েতুল ইস্‌লাম
৪। গরুরে হুসন্‌
৫। হাবিস্‌ বিবি
৬। শোয়েখদিন্‌
৭। জহ্‌রী-সাঁপ্‌
৮। মজহারুল কাওয়ায়েদ
৯। নেজামুল মোশায়েখ্‌
১০। সোল্‌তান ও নাজুক আদা
১১। মোসাফেরে দায়েক্কী
১২। নওমেহালে চমন
১৩। হায়াত-জেব্‌উন্‌নিসা
১৪। গাজলিয়াৎ-সায়াদাৎ-আরা
১৫। মুন্তেখাবুল হেকায়েৎ
১৬। মেফতাহল-জান্নাত
১৭। আম্‌ সেপারা (আরবী)
১৮। আলেফবায় ফারসী
১৯। কোরাণ (প্রথম সিপারা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Asst. Secy to the Govt of India	1. Copy of Each of the Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta.
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot	2. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal with Brief Notes for the year. 1915.
Supdt. Govt. Printing, India	3. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1917.
	4. Archaeological Survey of India, Annual Report for 1913-15.
Manager, Govt. Central Press, Bombay,	5. Archæological Survey of India, Vol. XXXMII. Imperial Series, 1916.
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	6. Annual Report of the Royal Botanic Gardens and of the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling for 1916-17.
	7. Triennial Report on the Administration Department in Bengal for the three years ending 1916.
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	8. The Fatal Garland,
Chief Inspector of Explosives	9. Eighteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st. March 1917.
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	10. On Some Superstition regarding Drowning and Drowned Persons.
	11. On Some Beliefs in a Being or Animal which is supposed to guard Hidden Treasures.
	12. North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.
	13. Third Instalment of Indian Folk-lore Beliefs about the Tiger.
	14. Note of Curious Tradition Current in the Hatwa Raj.
	15. On a Case of Aghore-Panthism from the Saran District, Behar.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	16. On the Harparowari or the Behari-Womens' Ceremony for Producing Rain.
	17. On a Rain Ceremony from the district of Murshidabad, Bengal.
	18. On the Lizard in the Indian Superstition and Folk-medicine.
	19. Coincidences between some Bengali Nursery Story and South Indian Folk tales.
	20. Bengali and Behari Fock-lore about the Birds. Part 1.
	21. Do Do Part II.
	22. Riddles Current in Behar.
	23. An Accumulation Droll and Rhyme from Behar with Remarks on Accumulation Droll.
	24. On North Indian Folk-tales of the "Rhea-Sylvia" and Juniper Tree Type.
	25. On Some Indian Ceremonies for Disease-transference.
	26. On Secrecy and Silence in North Indian Agricultural Ceremonies.
	27. Riddles current in the district of Sylhet in Eastern Bengal.
	28. The New Reptile-house in the Calcutta Zoological Gardens.
	29. The Broadly Sculptures in Indian Museum.
	30. Original Scientific Research in Bengal.
	31. Notes from the Zoological Gardens.
	32. On the Behari Custom of placing Explanation on the Cross-ways.
	33. An Ancient Drama of the 10th century. A. D.
	34. Beheri Life in Behari Nursery.
	35. On the Ceremonies performed by the Kabirpanthi Mahunts of the Saran District, on thier Initiation

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	as chelas and on thier Succession to the Mahuntship.
	36. Further Notes on the Chowk Chanda and the Panchami Vrata.
	37. On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
	38. Notes on Clay-eating as a Racial Characteristic.
	39. Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part I. & II. and the Oriental Custom of Life-Giving Chwrity.
Officer in charge, Bengal Sacretariat, Book Depot.	40. Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1916.
Chief Commissioner, Central Province.	41. Descriptive Lists of Insciptions in C. P. and Behar.

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর উঁহারা পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস ১০২ বেলগেছিয়া রোড।
মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী	"	শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী এম্‌এ, বি এল্ বরাহনগর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাশ গোপালচন্দ্র দাশ এণ্ড কোং, ৭৪।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
	"	শ্রীদুর্গাচরণ ধর খিড়কীগলি, চুঁচুড়া।
	"	শ্রীঅমরনাথ বসু বৈদ্যবাটী।
		শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় চাটুয্যেপাড়া, বৈদ্যবাটী।
শ্রীসুশীলকুমার দে		শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১০৭।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ ৮।১ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
		শ্রীবসন্তকুমার বিশ্বাস সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত ৬ হাজি জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, ৭।১ পটুয়াটোলা লেন।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়		শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র বি এ ১২।৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, ২ বৃন্দাবন পাল লেন।
শ্রীঅমৃতচরণ ভট্টাচার্য	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩ তারক চাটুর্য্যের গলি।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ৮ হোগলকুড়িয়া গলি।
		শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী জেমো, ফকির চক, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীভোলানাথ ধর বি এল্, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীযুগলগোপাল সিংহ বি এল্ কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীভূতেশচন্দ্র ত্রিবেদী কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীগোপীকান্ত ত্রিবেদী বহড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল বি এ, জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ডাঃ শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত জেমো, বিশ্বাসপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় বি এল; কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঘডাঙ্গা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ চৌধুরী জমিদার, রসোড়া, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীরঘুনাথ কবিরাজ বি এ, হেডমাষ্টার, ছাপরা একাডেমী, ছাপরা।
ঐ	ঐ	শ্রীগোপীমোহন সিংহ বি এ, শিক্ষক, কান্দী স্কুল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ জমীদার, জরজাম, মুরশিদাবাদ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল এম এস, টেঞা, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীরামশরণ দত্ত বৈদ্যপুর, টেঞা, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্ এ, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীনীলরতন অধিকারী এল্ এম্ এস্ কামারহাটী, ২৪ পরগণা।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ এল্ এম্ এস্ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ বিশ্বাস বিশ্বাসপাড়া, জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্‌সিওরেন্স কোং, লিমিটেড। ১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ, অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
		শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ জয়জান, মুরশিদাবাদ।
		শ্রীগোপিকামোহন ঘোষ কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ডাঃ শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায় কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্ গোরাবাজার, বহরমপুর।
		শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বুলবুলচণ্ডী, মালদহ।
		শ্রীনীলকমল ত্রিবেদী জেমো, নূতনবাটী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
		শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, মুন্সেফ, ঝিনাইদহ, যশোর।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী		শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ব্যার-এট-ল ৬৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীসুনীতিকুমার পাল	আবদুল গফুর সিদ্দিকী	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্ এম্ এস্ রাণাঘাট, নদীয়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই হাওড়া।
		শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ ১০ থিয়েটার রোড।
		শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ভবানীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমরনাথ খাঁ ৯৬।১ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ বসু, ব্যারিষ্টার ১ হুকিয়াস্ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীহরিহর শেঠ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে বি এল্ বারাসত, চন্দননগর।
		শ্রীতিনকড়িনাথ বসু বি এল্ "রতন-লজ", খলিশিনী, চন্দননগর।
		শ্রীশ্রীশচন্দ্র সুর বি এল্ বাগবাজার, চন্দননগর।
		শ্রীবনকৃষ্ণ পাল সুরের পুকুর, চন্দননগর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা"র "পাঠ" সকলের সম্মুখে পাঠ করেন এবং বলেন যে, "এই মুদ্রার বিশেষ বিবরণ ১৩২৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। কৌতূহল হইলে আপনারা তাহা পাঠ করিতে পারেন। দনুজমর্দ্দন ও দনোজ মাধব পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন একই ব্যক্তি। কিন্তু পর পর এইরূপ দুইটি একটি করিয়া মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় বেশ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন—পৃথক্ দুই জন। দনুজমর্দ্দনদেব রাজা গণেশের প্রায় সমসাময়িক লোক, বাঙ্গালার কোন এক অংশে রাজত্ব করিতেন। আনুমানিক অব্দ ১৩৪০ শকাব্দা, রাখাল বাবুর (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ইহার সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।" তার পর মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয়ও মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"অদ্যকার কার্য্য-তালিকায় আরও দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ আষাঢ় মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাহা আর পাঠের প্রয়োজন নাই। একণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়-লিখিত "আর্য্য-ভট্ট" নামক প্রবন্ধ পঠিত হউক। প্রবন্ধলেখক কোন কারণবশতঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর পাঠের ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব হেমবাবু প্রবন্ধ পাঠ করুন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয় কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারায় সুআলোচিত হওয়াই উচিত। জানি না, এখানে কেহ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ আছেন কি না। যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কেও প্রবন্ধটির সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—"আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নহি, তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে যথাসাধ্য আমি দুই চারিটি কথা বলিব মাত্র। আর্য্য-ভট্ট, ভারতীয় জ্যোতিষের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্য্য ভট্ট সম্বন্ধে

অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উপর আর কেহ কিছু বলিতে পারিবেন কি না, জানি না। তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আর্য্য ভট্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষৎ কেবলই প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করেন, এইরূপ খ্যাতি বা অখ্যাতি উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়ের এ প্রবন্ধ অনেকেরই প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য জ্যোতিষীদিগের ন্যায় আর্য্যভট্টের কোন বৃহৎ গ্রন্থাদি পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু এরূপভাবে ১২৩টি মাত্র শ্লোকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বলা, বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবপর নয়। তাঁহার গ্রন্থে যাহাই থাকুক, জগতের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর গতি আছে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। আর্য্যভট্ট যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কোপার্ণিকাসের হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই তথ্যের আবিষ্কারের গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। তবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে, এ কথা আর্য্যভট্ট স্পষ্ট স্থির করিয়াছিলেন কি না, তাহা লইয়া প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনা আমি ঠিক অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার রচিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য বুঝা কষ্টসাধ্য। শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, বরাহ-মিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ দিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্যভট্টেরও পূর্ব্বে রচিত বলিয়াই গৃহীত হয়—ইহাই ত জানি। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মত সূর্য্যপ্রোক্ত বলিয়া খ্যাত, কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রচারকর্ত্তা, তাহা স্থির হইয়াছে কি? আর্য্যভট্টের মত পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা, এমন কি, জ্যোতিষীদের চূড়ামণি ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই—ইহা দুর্ভাগ্য। যাহা হউক, আমরা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের দ্বারায় আমরা অনেক বিষয় জানিবার অবকাশ পাইয়াছি। এ সকল প্রবন্ধে আর কিছু হউক না হউক, আমাদের হৃদয়ে ভারতের প্রাচীন গৌরব ফুটিয়া উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর সমকালে যে তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার হাজার বৎসর পরে (১৪শ শতাব্দীতে) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা আবিষ্কার করেন। বিশেষতঃ ইহা আমাদের বড় গৌরবের বিষয় যে, আমাদের ভারতবর্ষ সকল বিষয়েই উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। নূতন মত আবিষ্কারকগণকে অন্যান্য দেশে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার কিছুই হয় নাই। ইউরোপে পৃথিবীর গতি আবিষ্কারের জন্য কত জনকে কত কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

তার পর সভাপতি মহাশয় পরলোকগত অন্যান্য সভ্যগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের বহু সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আমি সে দিনেও

বলিয়াছি, আজিও বলিতেছি যে, ইন্দুমাধব ছাত্রগণের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের পীড়ার সময় দর্শনী লইতেন না, ঔষধের খরচ দিতেন, অধিকন্তু পথ্য পর্য্যন্ত দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি কেবলমাত্র ডাক্তারই ছিলেন না, তিনি বহু বিষয়ে এম্ এ ছিলেন এবং এম্ ডি ও বি এল্ ছিলেন। তার উপর তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজ সম্বন্ধে, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা নিবারণের জন্ম যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ম্যারেজ-রিফরম-লীগের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইকমিক কুকার আবিষ্কার করিয়া তিনি সকলের, পথিকের, বিশেষতঃ অম্বলের রোগীর বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত সেই পুস্তকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে বহু উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য।

সভাপতি মহাশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইলেন যে, গত কল্য অপরাহ্ণ ৪॥০টার সময় বঙ্গদেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে—স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি আই ই মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বহু গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি তখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অনেক সৎকর্ম্মে সহায়তা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। আগামী অধিবেশনে প্রতুলবাবুর জন্ম বিশেষভাবে শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বর্গগত পুলিশ ইনস্পেক্টর ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—তিনিই প্রথম ডিটেক্টিভ উপন্যাস-লেখক। তিনি ডিটেক্টিভ বিভাগে কার্য্য করিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন পূর্ব্বক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং অতি সদাশয়, পরোপকারী লোক ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলাম।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—আমি ইন্দুমাধবের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। ইন্দুমাধবের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ আমার দ্বারায় স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমি রিপণ কলেজে আসি। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। সেই বার ইন্দুমাধব দর্শনশাস্ত্রে এম্ এ পাশ করিয়াছেন। তার পর পদার্থবিদ্যায় এম্ এ দিবেন, কিন্তু এম্ এ পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বাকী, অথচ ফিজিক্স সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কিছুই জ্ঞান ছিল না। তখন তাঁহার ভবানীপুরে বাসা; প্রাতে ভবানীপুর হইতে এক্কা হইয়া মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া প্রাতঃকালের কার্য্য করিতেন। পরে আইন-ক্লাসে হাজির হইতেন, তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ ল্যাবরেটারীতে ফিজিক্স শিক্ষা করিতেন, তথা হইতে আসিয়া অপরাহ্ণে আমার নিকট অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি সেই তিন মাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়া সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমি তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিতাম, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটা গঙ্গার এ পারে হইলে সেটাও বাদ যাইত না। দর্শন-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় এম্ এ হইয়া পুনঃ

তিনি কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজী এবং বটানি, এই তিন বিষয়েও এম্ এ হন। পরে বি এল্ হইয়া ডাক্তারিতে এম্ ডি হন। বিলাতে যাইয়া "হাইজিন" ও "ব্যাকৃটিরিওলজি" আলোচনা করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্‌টিরিওলজিষ্ট ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। আমার সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ভাল করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে পারিতেন না; কিন্তু ৫।৬ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বই লিখিয়াছিলেন, ইহা কম ক্ষমতার কাজ নয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, এইরূপ আমার আশঙ্কা ছিল। তিনি অপরকে স্বাস্থ্য রক্ষায় উপদেশ দিতেন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এ দোষে আমরা সকলেই দোষী। তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে; তাঁহার স্থান পূরণ হইবে কি না, জানি না।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ইন্দুমাধব বাবুর "চীন-ভ্রমণ" বা "জাপান-ভ্রমণ"ই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শেষ নয়। তাঁহার বাঙ্গালা হাতের লেখা ভাল ছিল না বলিয়া আমি তাঁহার বাঙ্গালা লেখা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতাম। আমি তাঁহার "অপচয়" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। সেই সময় হইতে তাঁহার "ইক্‌মিক কুকারের" সৃষ্টি। ইক্‌মিক্‌কুকার প্রথম ২৪।২৫টি প্রস্তুত হয়, তিনি সেগুলি বিক্রয় করেন নাই, সহরের বিশিষ্ট লোকদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, অল্প জিনিষের দ্বারা অল্প খরচে কেমন করিয়া আমাদের সংসার চলিতে পারে, তাহা লইয়া তিনি বহু সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কেবল ছাত্রদিগেরই বন্ধু ছিলেন না, তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। দরিদ্রের নিকট স্থলবিশেষে তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজের বহু উপকার সংসাধিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত সদস্যগণের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনা-লিপি প্রেরিত হউক। পরলোকগত জষ্টিস স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য আগামী অধিবেশনে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইবে।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সভাপতি।

ভ্রমসংশোধন—২৩শ বার্ষিক, ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে ১৩২ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র নাগ বি এ এইরূপ ছাপা হইয়াছে। তৎস্থলে শ্রীভূষণচন্দ্র নাথ বি এ এইরূপ হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্বিংশ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সমাচার-দর্পণ	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	১৪৯
২।	মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্‌সি	১৭১
৩।	ঋকার-তত্ত্ব	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১৮১
৪।	ঋ সম্বন্ধে মন্তব্য	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্	১৯১
৫।	ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১৯৩
৬।	মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি	শ্রীপূরণচাঁদ নাহার এম্ এ	১৯৭
৭।	আর্য্যভট	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	২০১
৮।	আর্য্যভট সম্বন্ধে মন্তব্য	শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ	২১১
	কার্য্যবিবরণী		৪১—৪৯

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সভ্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই কর্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,— বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২॥০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড—১০৲, ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ ১৩০৫) "বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে[১] পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।[২] এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শমান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward* or *A History of the Serampur Mission.* 2 vols. London. 1859. vol II p. 161 ; Letter from J. C, Marshman to Dr.George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen.* 1898. pp. 230-33 ; *Calcutta Review.* XIII (1850), Art. *rly Bengal Language & Literature* ; *ibid* CXXIV.(1907), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey.* London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey.* London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ায় এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শমান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission,* Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে (*History of Bengal.* 1859 p. 251) ২৯ শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877) মার্শমান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থধৃত তারিখ যথাযথ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় (*Descriptive Catalogue.* 1855. p. 66) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ধৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।[৩] সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।[৪] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল[৫]। এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা[৬] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।—

"সমাচারদর্পণ।[৭]

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের | [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক[৮] [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক | [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা | [হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শম্যানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p 167 ; Marshman, *History of Bengal*. p. 251 ; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII ; Smith, *Life of Carey* ; *Friend of India*. 1850. Sep., 19 ; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু রেভারেণ্ড লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুকাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উদ্ধৃত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্যান্য স্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগ্দর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাঙ্গলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্দেশীয় | [লো]কেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]দ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী|[বর্ত্তে] এই সমাচারের পত্র ছা|[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে। | [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—|

[এই স]মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই স]মাচার দেওয়া যাইবে। |

[১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্‌কর[৯] | [ ]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য|[ক্ষেরদের] নিয়োগ।—|

[৪ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে ২ | [নুতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ করিবে]ন। |

[৩ ইংগ্লণ্ড] ও ইউরোপের অন্য ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নূতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ। | [এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্ত্তৃক | যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ | ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ[৯] থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি|হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।[১০] | ইহাতে যে লোকের বাসনা হই|বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা|হে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে। |"

প্রথম দুই সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ (২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

২। মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত)

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৩) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার" আছে,—"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার"—"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১।০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।" তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২ বার টাকা।

পৃঃ ২—১। প্রথম স্তম্ভ অত্যন্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে "রাজকর্ম্মে নিয়োগ" শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও
ওলাউঠা
যুবরাজের কন্তার মরণ (পৃঃ ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌঁছান খবর (heading নাই)
বাণিজ্যের সমাচার (২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপদ্বীপের ঝড়
মান্দরাজ (৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—(কয়েক লাইন খণ্ডিত)
ইংগ্লণ্ডে নূতন কল
সর্প কর্ত্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ (পৃঃ ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয় —হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ (৩য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত)

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) "ইস্তাহার" আছে—"এই সমাচারে[র পত্র] অতি ত্বরায় ছাপা হইল যে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃঃ ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও
বাদশাহের জন্মদিন
নাগপুরের রাজার বিবরণ
পেশোয়া

পৃঃ ২।—(১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না।)
চোড়িগড় অধিকার
২৩ আফরেল
বাণিজ্য
মরীচি উপদ্বীপ
উত্তর আমেরিকা

পৃঃ ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)
অক্রত সমাচার
বিবাহের নূতন ব্যবস্থা
ইংগ্লণ্ডের রাজকীয় ব্যায়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গৌড় নগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গৌড় সম্বন্ধে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অনুবৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সম্বন্ধে ইস্তাহার। (বর্ত্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোটে উদ্ধৃত)

সমাচারদর্পণের আকার ১৩"×৯॥"। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা (৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ[11] জানন্ত সমাচারস্ত দর্পণে॥" ৬৪ সংখ্যা (৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—"সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনকং সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদপত্র।"[12] ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা (৮ আগষ্ট ১৮১৮) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "সেরিফ সেল" বা "জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার" কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অত্যন্ত জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত (৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯)। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "বাজার ভাও"র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১৷৷৴০; "উত্তম গায়ে ঘৃত" ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৬৲; মধ্যম ভৈঁসা ১৫৲; নীল উত্তম ১৬০৲; অন্যপ্রকার নীল ১১০৲; কাশীর চিনি ১০৲, মধ্যম ৮৷৷০ ইত্যাদি। (১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬)।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার দুএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ (১১ শ্রাবণ, ১২২৫) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান (শব্দসিন্ধু) সম্বন্ধে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—"এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ানরীর

১১। "বৃত্তান্তানিহ" হইবে। এই ভুল ১৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৫, পৃঃ ২৫৯) "সর্ব্বহিতপ্রয়োজক" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মূলানুযায়ী নহে।

ন্যায় দেশীয় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ[ ]রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ]র তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা[ ] তবে মোং উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের (১৮ই আশ্বিন, ১২২৫) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—"নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্ম্মিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্দ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান মেগোজাক সাহেবের বাটীতে তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[১৪] ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নহে; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ (১১ আশ্বিন, ১২২৫) হইতে—

"কলিকাতায় নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিন্ধু গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়—"গগন গণেশভুজ শকর্ব্বভূমিতে। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পণ্ডিতে।" পুনশ্চ পৃঃ ৪৮৮—"বসু প্রত্যব্দভূমিঃ পরিগতগণনে শাক ঈদৃগ্বিজাতিঃ শ্রীযুৎপীতাম্বরাখ্যো বুধগণকিঙ্করঃ পুস্তকং শিল্পপাৎ" ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (title-page) "কলিকাতায় ছাপা হইল ১২২৪ সাল" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৯০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুকরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।"

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৮১৯ (১লা চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।[১৫]

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত যত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।"

২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯ (৮ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরে সাহেব

১৫। স্কুল সোসাইটী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ প্রথম স্থাপিত।

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ (২২শে চৈত্র, ১২২৫) ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"পুস্তক ছাপান।

* * * *

এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান[১৬] করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে নাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।"

২৯শে মে, ১৮১৯ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

"স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা (*sic*) গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ[১৭] সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয়

১৬। শব্দকল্পদ্রুম। (*see Second Report of the Cal. School Book. Society* 1819, p. 50)

১৭। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্দ্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার রীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল। (Long's *Introduction to Adam's Reports*: Lushington, *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity.* Cal. pp. 145-155)। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—"উপদেশ কথা (ইতিহাসের সুবচন) পরন্তু ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক কলিকাতা ১৮২০" ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।"

পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যায় (৫ই জুন, ১৮১৯। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) পুনশ্চ—

"স্কুল সোসৈয়েটী।

'কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে[১৮] তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।"

উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জ্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal*, London, 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী" নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা[১৯] ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংণ্ডীয় (*sic*) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।"

১৯শে জুন, ১৮১৯ (৬ই আষাঢ়, ১২২৩) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

"জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১৯। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এনসেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। পরিচ উলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্‌ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britanica by F. Carey. Assisted by Sreekanta Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820." শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (*History of Beng. Lang. & Lit.* p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে "Hadavali Vidya" (হাড়াবলী বিদ্যা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় "হারাবলী" স্থানে "হাড়াবলী" হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিদ্যা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অববোধ অমার্জ্জনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepageএ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে ধরিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উপরোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। (*Bengal Obituary*, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল বাদ্যেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬) ৮১ সংখ্যা হইতে—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

ইহার পূর্ব্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫) ৩২ সংখ্যা হইতে—

"সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অন্যান্য সংবাদের ন্যায় সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (৩রা আশ্বিন, ১২২৬) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

তারাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।'

স্কুল সোসায়েটীর উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসায়েটীর উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ (৬ই কার্ত্তিক, ১২২৭) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ অক্টোবর বুধবারে কলিকাতায় স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্নৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২০] শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার[২১] কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"

মেণ্ডিস্ (Mendies) সাহেবের[২২] অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ (১৬ই মাঘ, ১২২৭) ১৪১ সংখ্যায় ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসায়েটীর রিপোর্ট (*First Report of the School Book Society.* Cal. 1818, p. 61) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতেন।

২১। ইনি যে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে ফোর্টউইলিয়াম কালেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্ মুন্সী নিযুক্ত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College.* 1819. App III. p 48) উক্ত কলেজের ডাক্তার গিলক্রিষ্ট (Gilchrist) সাহেব যে ঈসপস্ ফেবলের ছয় ভাষায় (হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে (Roman Character) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [Preface to *Oriental Fabulist*, 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, *College of Fort William* 1805 p. 221]। উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে গিলক্রিষ্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটীর রিপোর্ট (১৮১৮, পৃঃ ৯) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press 1822."

"ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেণ্ডিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পহুঁছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।"[২৩]

[এই ইস্তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ৩১শে মার্চ্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিস কেরি সাহেব[২৪] ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা

২৩। ১৬৭ সংখ্যায় (৭ই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮) মেণ্ডিস সাহেব তাঁহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমুদয় কেতাব বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। "মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক শত বিশ পেজ ছাপা হইয়াছে এই অনুসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাঁহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।"

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সঙ্কলন করেন নাই, পরন্তু ফেলিক্স কেরী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান ভিন্ন অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary*. Cal. 1857, p 349; Wenger, *Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800*. Cal. 1908, Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত জিলিস্ বেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

২রা জুন, ১৮২১ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮) ১৫৯ সংখ্যায় "মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইস্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে "শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা" এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—"এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।" পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়েটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা২৫ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১৬৩ সংখ্যা। ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮),—

"নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি বর্ণ-পদ জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং বিভক্ত্যন্ত ও সুবন্তে ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও ণকার ও ষকার ও শকার ও বকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত [ ] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষদ্গ্রন্থাগারে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদশাহ বা তৎপরিবারের খবর, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের মফঃস্বল পর্য্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপমৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ঝড়, ভূমিকম্প, মাহেশের রথ, লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (২৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। দুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও[২৬] জানা যায়,—

"সুপ্রীম কোর্টের শেষ সিছিলের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রাণ্ডজুরি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিজ ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য অন্য কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্ত্তিক, ১২২৫)

পুনশ্চ— "কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক অনেক গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।" ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে,—

"মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।" (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

দুএকটা আজগুবি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। যথা,—

"আশ্চর্য্য চক্ষুলাভ।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্যগ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে

২৬। এই সংবাদ সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, Cal. 1888, p. 157)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্ট হইল।" ইত্যাদি (২৪শে মার্চ্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২২৭)

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও সুতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না।[২৭] বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; সুতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

"বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেণ্ট হেলিনা নামে উপদ্বীপে রুদ্ধ করিল সেথান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যথন বোনাপার্ট শুনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরারাধনার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অদ্যাপি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার যায় এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি (২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু যদ্যপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" (২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দ্বীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট গ্রহীনি পীড়াতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" (১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ১৮ই আশ্বিন ১২২৫)

২৭। এই সকল সমাচার আলোচনা করিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখা যায়।

"বোনাপার্ট।

মোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগস্তের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্ত্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরীবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।" (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা মন্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)
পেশোয়া (ঐ)
চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)
২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)
সোলাপুর (ঐ)
৩। চান্দাগড় (১০ জুন)
সুনরগড়দিগর দখল (ঐ)
রইগড় (ঐ)
নাগপুরের রাজা (ঐ)
পেশোয়া (ঐ)
৪। বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ (২০ জুন)
হসিংহবুাদ (ঐ)
৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (২৭ জুন)
রণজিৎ সিংহ (ঐ)
বাজিরাও (ঐ)
৯। [সিন্ধিয়া সম্বন্ধে—মূল খণ্ডিত] ২৫ জুলাই
১০। শ্রীত্রিম্বকজী দাংলিয়া (৮ আগষ্ট)
লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)
১১। গত যুদ্ধের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ
শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)
১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধবিবরণের] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগস্ত)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র (ঐ)

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র (ঐ)

১৩। শ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা (৫ সেপ্টেম্বর)—পূর্ব্বানুবৃত্তি

নর্ম্মদাতীরস্থ দেশের সমাচার [ঐ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ঐ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা—পূর্ব্বানুবৃত্তি (১২ সেপ্টেম্বর)

১৫। ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ (১৯ সেপ্টেম্বর)

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জ্জের বিষয় (২৬ সেপ্টেম্বর)

১৭। প্রিন্সস চার্লেট আফ ওএল্স (৩ অক্টোবর)

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া (ঐ)

নাগপুর (ঐ)

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর (১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর)

১৯। পশ্চিম দেশের [মহারাষ্ট্র] সমাচার (দীর্ঘ প্রবন্ধ) (২১ সেপ্টেম্বর)

গড় কোটা (ঐ)

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার (৫ ডিসেম্বর)

ওআহবিরদের বিষয় (ঐ)

২১। যুদ্ধের সমাচার (২৬ ডিসেম্বর)

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য (২০ জুন)

বেলুন (ঐ)

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় (ঐ)

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা (২৭ জুন)

৩। বর্ম্মার দেশ (৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯)

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ (১৮ জুলাই)

৫। পৃথিবী ও তাহার সন্তান (২৫ জুলাই)

৬। তর্পিদো কল বিষয় (১৫ আগষ্ট)

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)

৮। গ্রীনলণ্ডীয়েরদের ধর্ম্ম (১০ অক্টোবর)

৯। দ্বিতীয় লুট [নাদেরশার আক্রমণ—"ভো সাহেবের" পুস্তক হইতে] (১৭ অক্টোবর)

১০। শাহ আলম বাদশাহ (৭ নভেম্বর)

১১। গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা (২৮ নভেম্বর)

১২। ডৈঅজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য (ঐ)

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১২ ডিসেম্বর)

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রয় (১৯ ডিসেম্বর)

এই সকল সন্দর্ভাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে "ইতিহাস"[২৮] এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কৌতুককর চুট্‌কী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ন্যায় আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহুল্য ভয়ে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।" (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুষ্কাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল।[২৯] মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। "ইতিহাস" এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর "ইতিহাসমালা" বা তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in* 1857. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ফাইল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফাইল (অসম্পূর্ণ) পাইয়াছি। এই সকল ফাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

(১) ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) *Cal. Chr. Observer*, 1840, (February p 65-66) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মৃত্যু হয় নাই।

(৪) ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অদর্শন হইয়াছিল৩০ এবং ৩রা মে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে ফাইল আমরা পাইয়াছি, তাহার ৩রা মে তারিখের কাগজে ১ বালম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নূতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত মুখপত্র দেখা যায়,—

"সমচারদর্পণের নমস্কার।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুদিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।" ইত্যাদি (১ বালম। ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ৩রা মে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ)

(৫) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ পাদরীগণের সময়াভাববশতঃ হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রেতোদ্ধার মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অঃ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার লেখক কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই।' ১৮৫১ খৃঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে দর্পণের অদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, মার্শমান সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্য্যন্ত ইহার দ্বিভাষিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা প্রথম দ্বিভাষী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।৩১ *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মৃত্যু ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কণ্ঠদেশে লিখিত আছে,—"Serampur; Published every Saturday Morning।" এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—"Published Every Wednesday and Saturday Morning"। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampure every Saturday Morning।" ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শমান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী

৩১। পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ দ্বিভাষী হইয়াছিল। ইহা সম্ভব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই কণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌনসেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যার কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

"সেলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications.* 1859, p. xl) এবং ইহা বোধ হয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্তি হইয়াছিল (Long, *Return* etc. 1855. p. 141)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।[৩২]

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; বারান্তরে পরবর্ত্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্ত আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে অশেষ ধন্তবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

৩২। *Bengal Academy of Literature* পত্রিকায় (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্ত দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি*

১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রদহের ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিষ ও মানুষের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্ব্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বারুইপুরের[১] কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'।৬' ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২'।২৩' ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার[২] উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'।১৮' ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে[৩] উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'।১৯' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির[৪] কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'।৮' ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'।১৬' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুরুজের[৫] কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা ঝরঝরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'।১৪' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্ত্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনার[৬] স্থানবিশেষে উপরের ৪'।৫' ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'।৮' ফুট

---

* যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

১-৬। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ১২´।১৩´ ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জঙ্গলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল ছিল। জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উস্তির কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর শাদা বালি ও কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর ঈষৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার স্থূলতা ৩´ ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিন্যাসে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিন্যাসে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০´।১১´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩´।৪´ ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিশা যাইবার পথে এক স্থানে ২´।২.৫´ ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিশার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—"গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল?"

(৪) আলমপুর,[১] বুজি ও বজবজে, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দায়[২] এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পাঁক পর্য্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর[৩] নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩´।৪.৫´ ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাযুক্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজু অঞ্চলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গঙ্গার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতায়[৩] লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্ত্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিন্যাসের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।
২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।
৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

মগরার বালি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৬´ ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬।৭´ ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিয়ে প্রায় ৬।৭·৫´ ফুট ফেকাসে লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) তারকেশ্বরে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার[1] নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছায় ৩´ ফুট হইতে ৬´ ফুট নিয়ে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২″।৪″ ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা মুঠির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। সুলতানগাছার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩´ হইতে ৬´ ফুট গভীর। এই কর্দ্দমস্তর নিয়ভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই ফেকাসে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। সুলতানগাছায় বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বালির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করকচ (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎ-পাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুম্বক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করকচ দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুজবুজী দেয় না। প্রস্তর-গুটিকাগুলি ক্ষার-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান হয় ও অপরে জলস্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে লাটেরাইট বলা চলে। বালির গুটিগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৩ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সান্যাল এম্ এস্ সি মহাশয় মগরার বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। যাহাই হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে সুলতানগাছা, মানাদ ইত্যাদি স্থানের ভূতত্ত্বে আমার মোটামুটি ধারণা ছিল। প্রবন্ধ লিখিতে আর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সুলতানগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি ক্ষীণতাজ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বালির গুটির কাল অংশ বুড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্ব্বে, উপরোক্ত প্রস্তরগুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানা এগুলির চারিদিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাছার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা[১] প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—"Iron-stone shale"এর ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্দ্ধমানের[২] রাঙ্গা মাটি প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিন্যাসের কোন কোন অংশে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিন্যাসের উপর হইতে ২"।৩" ইঞ্চি নিম্নে ও কোন স্তর-বিন্যাসের ৪' ফুট নিম্নে দৃষ্ট হয়। বাঁকা নদীর শাখা খোসীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২' ফুট নিম্নে, ৪' ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের[৩] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২"।৩" ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও ঈষৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুঠির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ঈষৎ শক্ত ২'।৪' ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে প্রাচেট স্তুপের কর্দ্দম-প্রস্তর বর্ত্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে লাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে "Iron-stone shale" প্রস্তরও আছে। মগরায় বালির ভিতর যেরূপ প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও ক্ষুদ্র নালায় লাল বালির ভিতর ঐরূপ প্রস্তরগুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুটিকা ও স্থানীয় লাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দ্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) মজিলপুরের[৪] স্তর-বিন্যাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর নাই। উপরের ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭' ফুট আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিয়াছিলাম ও তাহাদের ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪'।৫' ফুট। লাল কর্দ্দমের বেশী কোথাও হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়।

(২) কুলীগোলায়[১] স্তর-বিন্যাসে লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬' ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর। আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) গিলারহাটে লাল আঁটাল কর্দ্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫' ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দ্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দ্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দ্দম-স্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে এই দেশের কর্দ্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটিয়াছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিদ্যমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্ব্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত রঙের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২"।৩"।৪" ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উভয় স্থানের বালিতে ক্ষার-প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরাইটের অংশ। দুই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচেট ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরাবলির[২] ভিতর দিয়া প্রবাহিত

[১] খিদিরপুরের ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

[২] The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিন্তু নিম্নে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাব, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মান্দু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাব সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের পূর্ব্ববিবৃত লাল কর্দ্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, আসানসোলের পাঁচেট, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ধ্বংস পদার্থ ও মৃৎপাত্রাংশ প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মান্দু, আমতা, মাকড়দা, এমন কি, মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অনুসারে প্রস্তরগুটিকা, মৃৎপাত্রাংশ, লাল বালি ও লাল কর্দ্দম বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে সুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচেট, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উস্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়দার জলস্রোত অতি কম থাকায় লাল কর্দ্দম-স্তর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মান্দু, আমতা, তারকেশ্বর, সুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকায় বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ যতই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্য্যন্ত বালি ও কর্দ্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্ব্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দ্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্ব্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দ্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব্ব অপেক্ষা কমিয়া আসা। ইহার বিষয় পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে অনতাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন যেরূপ শাদাটে বালি নিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতার জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মান্দুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি সন্নিকটে। বর্ত্তমান কানা নদী ও কুন্তল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পরিভূমির উপর মানাব,

সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মান্দু ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্তল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মান্দুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্ত্তমান দামোদরের উপর বা অতি সন্নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা যাইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্ত্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের শাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া বন্ধ হওয়ায় কেবল লাল কর্দ্দমময় জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (বাঁধ না থাকিলে) বহু দূর পর্য্যন্ত এখনও লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে[১] ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদধর ধরিয়া গেলে পাঁচেট বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাদা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনড়াল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্ব্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতে[২] ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইটময়[৩] দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন লাল কর্দ্দম আনিয়া দেয় ও পূর্ব্বেও দিত। মগরার পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল কর্দ্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল,[৩] অতীত-জঙ্গলময় দ্বীপগুলি কর্দ্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন[৪] প্রায় ৮।৯০ হস্ত বা ১২´।১৫´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে। গঙ্গা-দামোদর পলিভূমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতন[৫] যেরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তন মোটামুটি এক প্রকার ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে প্রারম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়, ‘৫৫০০/১২’ = ৪৫৮ বা ‘৫৫০০/১৫’ = ৩৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৪০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India (Raniganj section) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

৪। আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

মোটামুটি এক ফুট করিয়া কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটামুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১]

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অল্প কর্দ্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দ্দমস্তর প্রায় ৬।৭.৫´ ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অল্প কর্দ্দমস্তর ব্যতীত মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দ্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দ্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, যতটা দেশ হইতে লাল কর্দ্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে যতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দ্দম গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরে বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ায় কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ৮।৯´ ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর সঞ্চিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দ্দম, লাল কর্দ্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরেই বর্ত্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাত্রের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে ঐ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দ্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া যাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এরূপ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্তরবিন্যাসে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতি লাভ[১] হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪।৫´ ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দ্দম, অত্যন্ত ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লৌহ থাকিলে কর্দ্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দ্দমের রং ততই ফেকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দ্দম ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। যাহাই হউক, এই ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি ঈষৎ লাল আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অন্যটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটামুটি বলা যায়, ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—প্রবন্ধ।

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও যতটা লাল কর্দ্দম গঙ্গায় পূর্ব্বে আসিত ও পরে যতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলা ও রঙে অত্যন্ত ফেকাসে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্ব্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। মেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্য্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই১। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম-সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০´ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩´ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন ২৬২×১০=২৬২০, ২৬২×১৩=৩৪০৬। তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গায় লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩´ ফুট হইতে ২২´ ফুট গভীর। এখন ২৬২×১৩= ৩৪০৬, ২৬২×২২=৫৭৬৪। তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে। শেষ কথা—প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দ্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইট প্রস্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্যই মগরাহাটের যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, লাল এঁটাল কর্দ্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে মজারার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাদাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) সুলতানগঞ্জের বালি পত্তনের শেষ কাল, মনুষ্য-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দ্দম বহন করে। দামোদর লাটেরাইট প্রভৃতি প্রস্তরময় দেশের যতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অঞ্চলে বা কলিকাতায় এক অঞ্চলে দামোদর-পরিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইত ও প্রস্তর ধৌত হইত, এখন তত বৃষ্টি হয় না ও সেই জন্য প্রস্তরগুলিও তত ধৌত হইতে পারে না। প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী বৃষ্টি হইত ও বিশেষভাবে প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিতে ও ধৌত করিতে পারিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

পৃষ্ঠা—১৮০ক

গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি।

(গভর্মেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ ইঞ্চি=৪ মাইল

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী দামোদরের বিলুপ্ত শাখা — — — — —

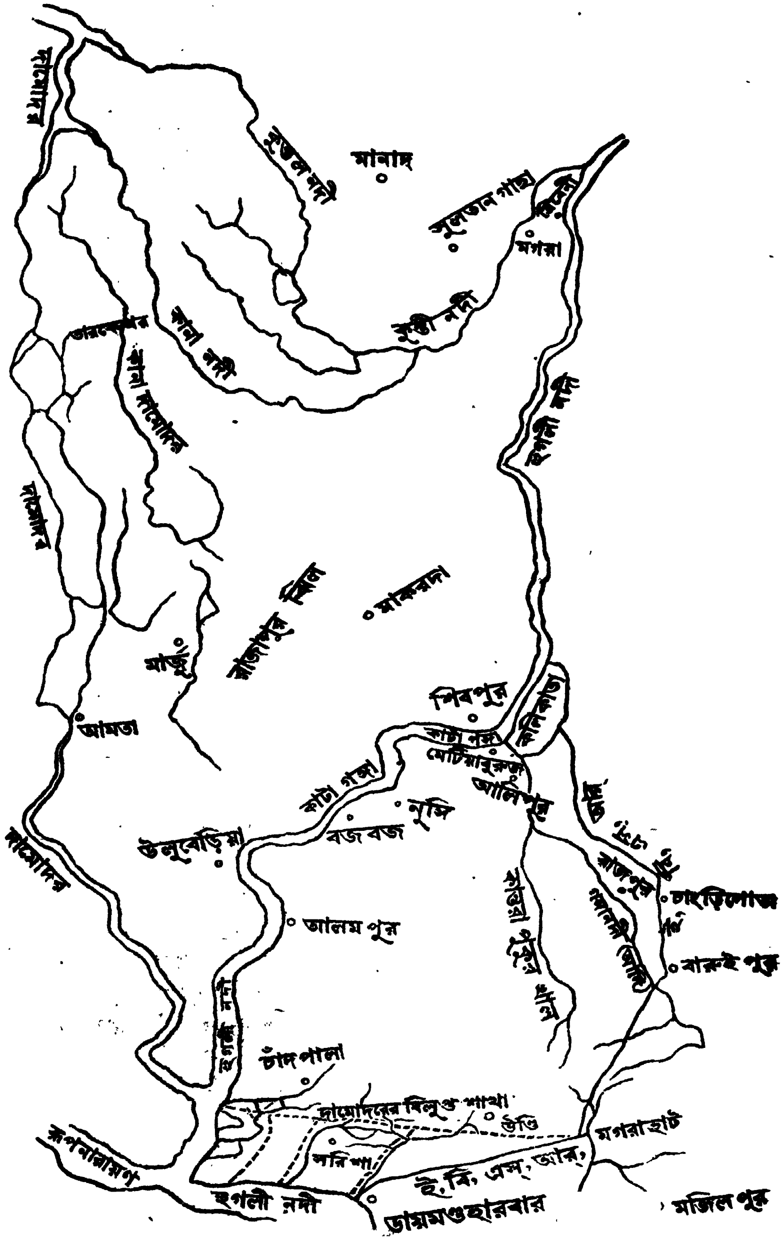

ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরে[১] এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আরো কিছু বলিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আমার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত বর্ত্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্যান্য বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষায় ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (ক র্+উ+তি) ক রো তি (ঋ॰)।

√ ভৃ „ (ভ র্+অ+তি) ভ র তি (ঋ॰)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

√ হৃ হইতে (জি-হি র্+স+তি) জি হী র্ষ তি (অথ॰)।

√ কৃ „ (চি-কি র্+স + তি) চি কী র্ষ তি (অথ॰)।[২]

√ কৄ[৩] „ কি র (ঋ॰, লোট্, ম॰ এক॰)।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (কু র্+উ+ম স্) কু র্মঃ (ঋ॰)।

„ „ (কু র্+উ+হি) কু রু (ঋ॰)।

„ „ (কু র্+উ) কু রু (=ঋত্বিক্), নিঘণ্টু, ৩. ১৮।

√ তৄ „ (ত—তু র্+ই) ত তু রি (ঋ॰, =বিজেতা, দ্রঃ—পা॰ ৭, ১,১০৩)।

√ ভৃ „ (ব-ভু র্+স+তি) বু ভূ র্ষ তি (ব্রা॰; দ্রঃ—√ মৃ হইতে মু মূ র্ষ তি, ইত্যাদি, পা॰ ৭, ১, ১০২)।

১। বাঙলার উচ্চারণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"সাক্ষণিকস্যাপ্যত্র গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ঋকার ঋকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি ঊকারান্ত ও ঋকারান্ত ধাতু হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের (বড় ও ছোট উভয়) বৈদিক ব্যাকরণেই বিদারণার্থক প্রচলিত দৄ ধাতুকে হ্রস্ব-ঋকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঋ = এর্, এরে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ অবেস্তায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবেস্তা
বৃ ক	বে হ্ র্ ক।[৪]
মৃ ত	* মে র্ ত, মে ষ।[৫]
পৃ ত না	* পে র্ ত না, পে ষ না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ ভৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঋ = র, যথা—

ঋ জু (ঋ০) হইতে র জি ষ্ঠ (ঋ০, অবেস্তা র জি স্ত ;
লৌকিক সংস্কৃত ঋ জি ষ্ঠ, পা০ ৬, ৪, ১৬২)।

√ কৃ হইতে ক্র তু (দ্রঃ—উণাদি, ১, ৮০)।

√ দৃ হ্ „ দৃ হ্য (ঋ০, লোট্. ম০ এ০), দৃ ঢ় (ঋ০),
কিন্তু দ্র হ্য ৎ (ঋ০, 'দৃঢ় করিয়া')।

√ দৃ শ্ „ দ্র ষ্টু ম্ (ঋ০), দ্র ক্ষ্য তি (ব্রা০)।

√ মৃ দ্[৬] হইতে ম্র দ (ঋ০)।

স্থ ক ন্ (ঋ০) ও স্র ক (ঋ০) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ = রি, যথা—

√ কৃ হইতে ক্রি য় তে (ঋ০)।

√ মৃ „ ম্রি য় সে (ঋ০)।[৭]

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এর্ শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্ত্তমান বিহারী ভাষায় (সর্ব্বরিয়া—বস্তি জেলা, ও মধেসী—চম্পারণ জেলা) ম হ তা রি (= মা, মা তৃ শব্দ হইতে) ;

৫। সংস্কৃত ত´ = অবেস্তা ষ, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part 1. § 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। √ মৃদ্ ও √ ম্রদ্ বস্তুত একই।

৭। √ ঋ (গতি) = √ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঋ=রু, যথা—

বৃক্ষ=রুক্ষ[৮] (ঋ০, ৬, ৩,৭)।[৯]

√দৃ (তুলঃ—দৃতি=চর্ম্ম বা চর্ম্মপুটক) অথবা √দৄ হইতে

দ্রু (ঋ০, দারু, দারুপাত্র), দ্রুম (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫,১১)।[১০]

(ঘ) ঋ=রে,[১১] যথা—

গৃহ হইতে * গ্রেহ, গেহ (বাজ০ সং০ ৩০,৯)।

গৃহ্য " * গ্রেহ্য, গেহ্য (ঋ০ ৩,৭০,৭; বাজ০ সং০, ১৬,৪৪)।

৮। সায়ণ এখানে ইহার অর্থ 'দীপ্ত' করিয়াছেন, কস্তু মূলে "ওষধী" শব্দের সহিত ইহার প্রয়োগ থাকায় বৃক্ষ অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃক্ষ স্থানে রুক্‌খ সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত রুক্ষ শব্দই পালি-প্রাকৃতের নিয়মে (অনাদিস্থিত ক্ষ=ক্‌খ) রুক্‌খ হইয়াছে। বৃক্ষের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—√বৃধ্‌—√ঋধ্‌, বৃদ্ধি—ঋদ্ধি, বৃষভ—ঋষভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে বুঝাইতে বৃষভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, দ্রঃ—লঘীয়স্ত্রয়, ১), বৃপোতি—উর্ণোতি।

১০। এই দ্রু শব্দ যে, √দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ √দৄ ('বিদীর্ণ করা' বা 'বিদীর্ণ হওয়া') হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-ধাতুমালায় (Aryan Roots) ইহা (√দের্‌, √দৃ) অন্যতম। সংস্কৃত ও অবেস্তার দ্রু, সংস্কৃত দারু (অবেস্তা দাউরু), দৃতি, তরু, গ্রীক *drus* (=বৃক্ষ, বিশেষভাবে ওক), *drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দ্রষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496; সংস্কৃতে দ্রু ও তরু শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরের টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত উণাদি সূত্র অনুসারে (১.১৭) দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—"দ্রবতি ঊর্দ্ধং, দ্রু গতৌ...ডুঃ," যেমন শতদ্রু, ইত্যাদি। তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি "তরতি, তরন্ত্যনেন ইতি বা (উণা০ ১.৭)। কিন্তু দারু শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—"দীর্য্যতে ইতি দারু।" পাণিনি দ্রুম শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৫.২.১০৮), দ্রু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ম প্রত্যয়; কিন্তু তিনি দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। এখানে দ্রু শব্দের অর্থ দারু বা কাঠ, অতএব দ্রু, অর্থাৎ দারু বা কাঠ আছে বলিয়া বৃক্ষ দ্রুম। দ্রুম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫.১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দারু অর্থে দ্রু শব্দই ছিল। পরে দ্রু আছে বলিয়া বৃক্ষ-অর্থে দ্রুম হইল। তাহার পরে আবার দ্রু, দ্রুম উভয়ই বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্য্যন্ত দ্রু দারু-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবিশেষে উভয় শব্দই বৃক্ষবাচী হইয়া পড়িলে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) সূত্রে দ্রুম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—"দ্রুর্বৃক্ষঃ সোঽস্যাস্তি প্রকৃত্যর্থেতি দ্রুমোঽপি বৃক্ষ এব" (!)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ণ হয় বলিয়াই কাষ্ঠ দ্রু, দারু। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উদ্ভিদ্‌ (√ভিদ্‌ বিদারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল অকার থাকে।

মৃ দু র হইতে * ম্রে দু র, মে দু র (শতপথ)।[১২]

ঋকারের এই রে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, (পূর্ব্বোল্লিখিত বা ঙ্‌লা র উ চ্চা র ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ষ্ণো হ সি (বাজ॰ সং, ২,১) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ষ্ণো হ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ জন্য লৌকিক সংস্কৃতের অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। স্বরাদি রূপ (§ ৩), যথা—

(ক) ঋ=অ র্‌ (অর), যথা—

√ মৃ হইতে ম র তি (পা॰); ম র ই (প্রা॰)।

(খ) ঋ=ই র্‌ (ইর), যথা—

√ গৄ হইতে গি র তি, গি ল তি (পা॰); গি র ই, গি ল ই (প্রা॰)।

(গ) ঋ=উ র্‌ (উর), যথা—

√ কৃ হইতে কু রু মা ন (পা॰)।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ (§ ৪)। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন (র) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।[১৩] উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=*র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে * ক্র ত, ক ত (পা॰), ক অ (প্রা॰)।

নৃ ত্য „ * ন্র ত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত বে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই √বৃত্‌ হইতে হইয়াছে,—√ বৃ ত + অ ন = * ব্রে ত ন = বে ত ন (তুলঃ—ব র্ত্ত ন, বৃ ত্তি)। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—√ বী + তন (উণা॰ ৩,১৫০)।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = *রি[14] = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা॰)।

ঋ তে „ রি তে (পা॰)।

শৃ ঙ্গ „ *শ্রি ঙ্গ, সিঙ্গ।

সৃ গা ল[15] হইতে * শ্রি গা ল, সি গা ল (পা॰), সি আ ল (প্রা॰)।

(গ) ঋ = *রু[14] = উ, যথা—

বৃং হ য় তি হইতে ব্রূ হে তি (পা॰)।[16]

বৃ দ্ধ „ * ব্রু ড্‌ঢ, বু ড্‌ঢ।

(ঘ) ঋ = * রে = এ

বৃ হ ৎ ফ ল হইতে * বে্‌ হ ৎ ফ ল, বে হ প্‌ ফ ল (পা॰)।

বৃ ন্ত হইতে * ব্রে ন্ত, বে ণ্ট (প্রা॰)।[17]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ॰ প্রা॰, ১·৮, কাশী॰ ৩৫ পৃ॰ ; বা॰ প্রা॰, ১,৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল[18] দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব র্স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ষ্ঠ, স্তা ল, সূ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ষ্ঠ, শ্যা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে 'বৃং' শব্দের গুরুমাত্রা স্থির রাখিবার জন্ত হ্রস্ব উকারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ণ্ট ও বি ণ্ট শব্দও হয় (চণ্ড, ২.৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯ ; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩ ; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩ ; বররুচি, ১.১০ ; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৬ ; ক্রমদীশ্বর, ২.৬৭)। বে ণ্ট হইতে বাঙ্‌লায় বেঁ ট, বে ট। বৃ ন্ত— *ব্র ন্ত—ব ণ্ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্‌লায় বাঁ ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ॰) বো ণ্ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বো ণ্ট ক—বো ণ্ট অ—) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত মুখের দুই পার্শ্বভাগ ("হনুশব্দ আস্তপার্শ্বভাগয়োর্বর্ত্ততে"—বৈদিকাভরণ-টীকা, তৈ॰, প্রা॰, ২. ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম ব র্স্ব।১৯

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধও আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্য—"স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋটুরষাঃ" (পাণিনি-শিক্ষা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মু খ বি ব রে র উ প রি ভা গ (তৈ° প্রা°, ২,৩৭, বৈদিকাভরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্স্ব, (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্ব্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্স্ব, এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের ন্যায় রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাজ° প্রা°, ১,৫৮; ঋ° প্রা°, ১ম পটল, ৩৬ পৃ°; যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা, শিক্ষাসংগ্রহ, কাশী° ৩১ পৃ°); এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাজ° প্রা° ১,৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ°) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বৎর্স্ব (বর্স্ব ?), ইহা বাৎর্স্ব্য[20] বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২.৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রের মধ্য-স্থান দিয়া দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধায়, (২) বর্স্বে ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্স্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্স্ব ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১৯। "ব র্স্বা নাম রেফ-টবর্গ-স্থানয়োর্মধ্যপ্রদেশাঃ,"—বৈদিকাভরণ-টীকা (তৈ, প্রা, ২,১৮); "ব র্স্বেষু ইতি দন্তপঙ্‌ক্তেরুপরিষ্টাদ্ উচ্চপ্রদেশেষু,"—ত্রিভাষ্যরত্ন-টীকা (ঐ)। [তুলঃ—ব ৎ স্ব (? ব র্স্ব) শব্দেন দন্তমূলাদ্ উপরিষ্টাদ্ উচ্ছূনঃ প্রদেশঃ,"—ঋ, প্রা, ১ম পটল, কাশী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উব্বট-ভাষ্য।

২০। বা ৎর্স্ব পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উব্বটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) ব র্স্ব বলিতে যাহা বুঝায়, বৎর্স্ব শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য টীকা, ১৯।

চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ° প্রা°, ১,৫৯-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন; ইহাদের যথাক্রমে নাম অ র্দ্ধ মা ত্রা (১/২), অ ণু মা ত্রা (১/৪), ও প র মা ণু মা ত্রা (১/৮)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা (১/৪), অন্তে আর এক অণুমাত্রা (১/৪) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা (১/২); এইরূপে মোট (১/৪ + ১/২ + ১/৪ = ১) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ("ঋৎবর্ণে রেফলকারৌ সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এ ক ব র্ণৌ"—বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬)।[২১] এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪; দ্রঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে।[২২]

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয় কাহার? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই (১/৪ + ১/৪) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর দুইটি ক ণ্ঠ্য ("কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...")। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ১,৬৫; ঋ° প্রা°, ১,৮, কাশী° ৩৫ পৃ°; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি° স° ৩১ পৃ°) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণ স্ব র ভ ক্তি র স্থলে (তৈ° প্রা° ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। দ্রষ্টব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাভরণ ব্যাখ্যায় (তৈ, প্রা, ২১,১৫) উদ্ধৃত বররুচি "ঋলোর্মধ্যে ভবত্যর্দ্ধমাত্রা রেফলকারয়োঃ"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ°,। ঋকারে যেমন রকার, ৯কারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অবেস্তার দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অবেস্তা বর্ণমালায় বহু স্থলেই এ-র্-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে। এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে একার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ন্যায় ইহা উচ্চারিত হয়। অবেস্তার একার তিনটি হ্রস্ব (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle); এ-র্-এ স্থলে হ্রস্ব।

শিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়।[২৩] "ব র্ হিঃ" (তৈ০ স০ ১,৬,৮), এখানে মধ্যবর্ত্তী রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে (বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না)। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঋকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় (বাজ০ প্রা০, ৪,১৭; তৈ০ প্রা০, ২১,১৫, টীকা)।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। 'সে পথে আ স তে-আ স তে (=আসিতে-আসিতে) পড়ে গেল', এখানে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হয়। যে ঘ না, বা দ না, এখানেও ঘকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, যে ঘ্না, বা দ্না বলা হয় কি?[২৪] যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনায় তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণু-মাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঋকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চায় নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেরূপে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌যন্ত্র যেরূপে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঋকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষায় এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্ (অর্), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্-অ (র) হইয়া পড়িল; যাঁহারা পূর্ব্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিলেন, তাঁহাদের নিকট অ-র্ (অর্) হইল, আর যাঁহারা পরবর্ত্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রায়

২৩। ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
চতুর্ভিরণুভির্মাত্রাপরিমাণমিতি স্মৃতম্॥

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট র্-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল,[২৫] কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৬। ঋকারের অন্যান্য পরিবর্ত্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্ব্বোক্ত অ-র্-অ, ইহাই ই-র্ (ইর্) ও র্-ই (রি), এবং উ-র্ (উর্) ও র্-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্ত্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, √ কৃ হইতে চি-কির্-স-তি, চি কী র্ষ তি; √ হৃ হইতে জি-হির্-স-তি হইতে জি হী র্ষ তি, √ কৄ হইতে কি র তি; এই সকল স্থলে ঋকার ই র্ হইয়াছে। আবার √ কৃ হইতে ক্রি য় তে, √ ভৃ হইতে ভ্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই র্ অথবা রি হয়।

√ কৄ (=ক্+অ-র্-অ)+অ+তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র প্রথম হইতেই উদ্যত হয়, যেমন কাহাকেও আঘাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ যাহা একই কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত রূপ অ-র্-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া ফেলে। ক্রি য় তে, ভ্রি য় তে এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ+য+তে, √ ভৃ+য+তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য যকার থাকায় বাগ্‌যন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠ্যের পরিবর্ত্তে তালব্য করিয়া ফেলে।

§ ১৭। ই র্ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (চিন্তনীয় গু ণ বি ধি) এ র্ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩,৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ র্ অথবা রু হইবার নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্ব্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্দ্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসন্নিধানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ষ ট্, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং ষকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-গুরু-ভেদে এই মাত্রাদ্বয়ের ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ ষকার ও টকারের মধ্যে ষকার অর্দ্ধমাত্রা ($\frac{1}{2}$) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্দ্ধম ($\frac{1}{2}$), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (তৈ, প্রা, ২১,১, ইত্যাদি)।

√ কৃ+উ (+হি) হইতে কুরু, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্‌যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে (তৈ০ প্রা০, ২,২৪), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌অ-এর পূর্ব্বের ভাগ উ র্‌ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে √ কৃ+উ+তি=(ইহার মধ্যবর্ত্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ায়) √ কৃ+ও+তি, এই জন্য ঋকার উর্‌ না হইয়া অর্‌-ই হয় ; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত ; অ কণ্ঠ্য ও উ ওষ্ঠ্য ; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠ্য অংশ অকার ; ইহারই প্রতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌-অ ইহার আদি অংশের, অণুমাত্রিক কণ্ঠ্য অকারের কোনো পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্‌ হইয়া যায়। √ ভৃ হইতে ব ভূর্ ষ তি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংস্পর্শে ঋকার উর্‌ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিধান হইতেছে (৭,১,১০২)—"উদ্‌ ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য।"

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যভিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্‌, ইর্‌, উর্‌ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে রু হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লি খি বা র সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও (বর্ণেও) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই।[২৬] এই জন্যই সিংহলী[২৭] ও বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২৬। অপভ্রংশে কচিৎ দুই একটা পদে দেখা যায়, কৃ বা (কৃপা), নৃ ব (নৃপ), কু, চ, ৮, ৮২, ৮৩।

২৭। ভারতের প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাসমূহের তত্ত্বালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে যে 'রুক্ষঃ' শব্দটি আছে, উহা 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। 'ওষধীষু' সপ্তমীতে আছে, আর 'রুক্ষঃ' প্রথমার পদে 'অগ্নিঃ' এই উহ্য কর্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, 'ওষধী' শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া 'বৃক্ষ' অর্থের সূচনা হয় না। 'রুক্ষঃ'—অর্থ 'দীপ্তঃ'; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্ত্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; আমাদের 'রুক্ষ মেজাজে' এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋক্‌টির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্-
বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাঁহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

'ঋ' অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বর্ণমালা' ও 'ব্যাকরণের সন্ধি' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। 'অ' স্বরের 'আ' যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে 'হ' উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন; 'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ 'ঋ', জ, শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ 'ঈ'রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। 'ঋ' স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে 'উর্' হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented 'উ' ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অন্তস্থ 'ব' অক্ষরটির উচ্চারণ যে 'উ-অ', তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ঋক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

ঋক্ষ শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃক্ষ হইতে হয় নাই, আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অন্য উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ঋক্ষ শব্দটি বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সায়ণ ঋক্ষ শব্দের অর্থ দীপ্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সায়ণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলা দরকার,—

"দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্
বৃষা ঋক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।"

সায়ণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু ঋক্ষ শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত (ঋক্ষে), এবং তাহাও আবার বহুবচনে (বৃক্ষেষু) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—'(কাম-) বর্ষণকারী (অগ্নি) বৃক্ষ ও ওষধি-সমূহে (তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময়) অত্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে।' পদপাঠ যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অন্যান্য মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্ব্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ স্পষ্ট হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মভঙ্গ হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যাতারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাউক—

"ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি
দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা।" ঋগ্বেদ, ৮,১১,১।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত "ঋক্ষ ওষধীষু" ইহার সহিত "দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা" ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানেও পদপাঠ আছে—

"দেবঃ (প্রথমান্ত) আ মর্ত্ত্যেষু আ।"

সায়ণের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানস্ত্বং মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্ম্মণাং রক্ষিতা ভবসি।" পাঠকগণ এখানে দেখিলেন, সায়ণ দেব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার যে

দুইবার নাই। মূলে দুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ=চ। সায়ণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া "মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্ত্তী ম র্ত্যে ষু পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকায় "দে বো দ্যো ত মা নঃ" বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক দুইটি আ-শব্দই সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৫,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চয়ার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ব্রতপা অসীতি পূর্ব্ববৎ।" *

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

"ছান্দস" ভাষায় অন্যত্র যদি রু ক্ষ না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākritism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক্ষ হইতে রু ক্খ (=রু ক্ষ) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,২,১২৭ ; বররুচি, ১,৩২ ; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭ ; সিংহরাজ, ৪,১ ; মার্কণ্ডেয় ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ্য করা যাইবে?

আদিস্থিত অন্তস্থ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। বৈ (=ভু+বৈ), তৈ, স, ১,৭,১,৪ ; ৬,২ ; ২,২,৪,৮ ; ইত্যাদি ; ষা ব (=তু+যাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮ ; ইত্যাদি ; অ স্ব র্তি যো (=অমু+ব র্তি যো) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে রু ক্ষ শব্দ বৃ ক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে রু ক্ষ (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অর্থে বাঙলার "রুক্ষ মেজাজ" ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সায়ণের মতে) রুক্ষ শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এই-রূপে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাফ দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের রু ক্ষ আমাদের বাঙলার ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

* এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদেও (১৯, ৫৯, ১) আছে, কিন্তু সায়ণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে এই একই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্ত্রভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূ ক্ষ শব্দ আছে (রু ক্ষ নহে)। ইহা √ রূ ক্ষ (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্নিগ্ধ, অচিক্কণ, ইত্যাদি। অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—"রূক্ষস্তপ্রেম্যাচিক্কণে।" এখন 'রূ ক্ষ মেজাজ', 'রূ ক্ষ স্নান', 'রূ ক্ষ কথা' ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্ত ঋগ্বেদের রু ক্ষ শব্দের সহিত যোগ অন্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূ ক্ষ শব্দই বাঙ্‌লায় (মারাঠিতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রু ক্ষ, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রু ক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত ম ক্ষু= লৌকিক সংস্কৃত মংক্ষু; ম য়ূ র প ক্ষী=ম য়ূ র প ং ক্ষী=ম য়ূ র প খী) প্রাকৃতে রূ ক্ষ হইতে রু ক্‌ খ হয়; তাহা হইতে বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে রু খা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রু ক্ষ শব্দ আলোচনায় তাঁহার নিজপক্ষ কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonautograph এর কথামাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, "দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।" কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, "উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রুক্ষ শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋক্ষ শব্দ রূক্ষ অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে আছে :—"ঋক্ষা বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকাময়ত। ওষধীভি-র্বনস্পতিভিঃ প্রজায়েয়েতি।" সায়ণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্ব্বে] অলোমকা (ওষধ্যাদি লোমরহিতা) এবং ঋক্ষা (মার্দবরহিতা, ক্রূরা) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]" এখানে সায়ণমতে ঋক্ষ অর্থে স্পষ্টতই মৃদুতারহিত—ক্রূর—রূক্ষ। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম। পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ-গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নাথুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অনুলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্ত্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপয়িতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অন্য দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, কার্য্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অন্য দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি যত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্ব্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্ত্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। "দয়াসিন্ধু দয়ারাম" কর্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপির। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পূর্ব্বের।

১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্ত্তু কালক্ষিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-
দেশে কৈলাসাবাসপাদাম্বুজদমিতসুধাসিক্তচিত্তা-
ন্তরাত্মা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-
মনাথেশ্বরায় প্রাদাদুত্তুঙ্গপতাকং পরং (পর) পদমতু
লং লব্ধু কামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল
শাকে রামগজাঙ্গেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে
উত্তরায়ণে সিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতি-
গুণিতে হায়ণে চারুগেহে প্রাদাৎ স্বর্গ্গীয় পিত্রোর্ম্মলিম-
য়বিলসদ্দীপ্যমানে ধরণ্যা(?) স্বর্ধুন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্য্যাং দ্বি-
জনৃপবিবুধৈর্ম্মন্যমানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-
খ্যো নিজগুণবিদিতো নির্ম্মলাত্মা সুশীলঃ

৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে
শাকে চ রসবর্জ্জিতে
দয়াসিন্ধু দয়ারাম(ঃ)
ভবায় ভবনং দদৌ

৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রী
ভবানীতনুসম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং

৬। শিব-মন্দির[1]

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র
বঙ্গভূমীন্দ্রভামিনী
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী
ভবানীশ্বরমন্দিরং

৭। দেবীপুর-মন্দির[2]

নবষণ্মিত্রমে শাকে
রামরুদ্রস্য কামিনী
মন্দিরং মোহিনীশস্য
নির্ম্মমে রামমোহিণী

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি একণে লোপ পাইয়াছে। তবে পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু কর্ত্তৃক ধৃত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

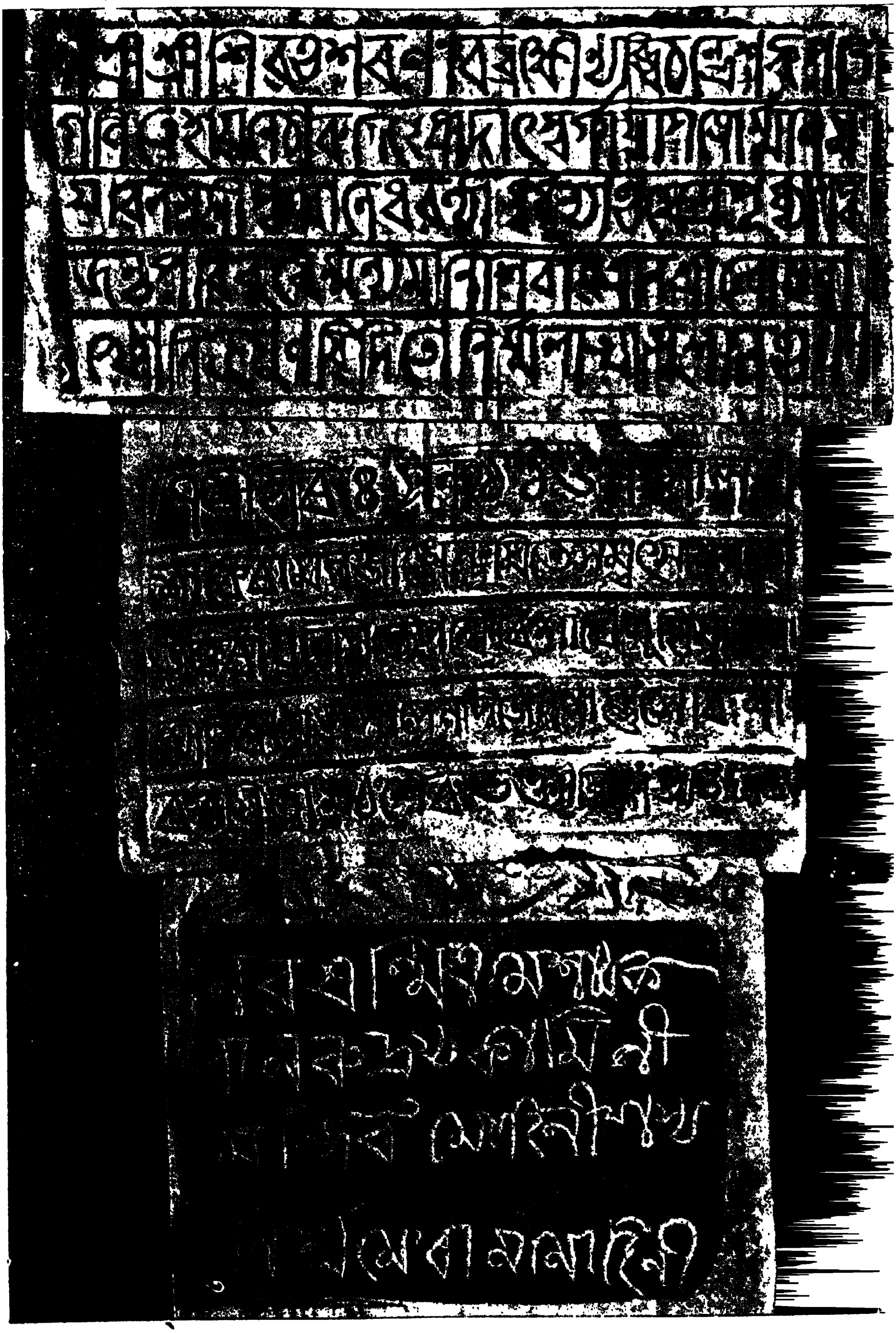

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। শিব-মন্দির। ৩। দেবীপুর-মন্দির

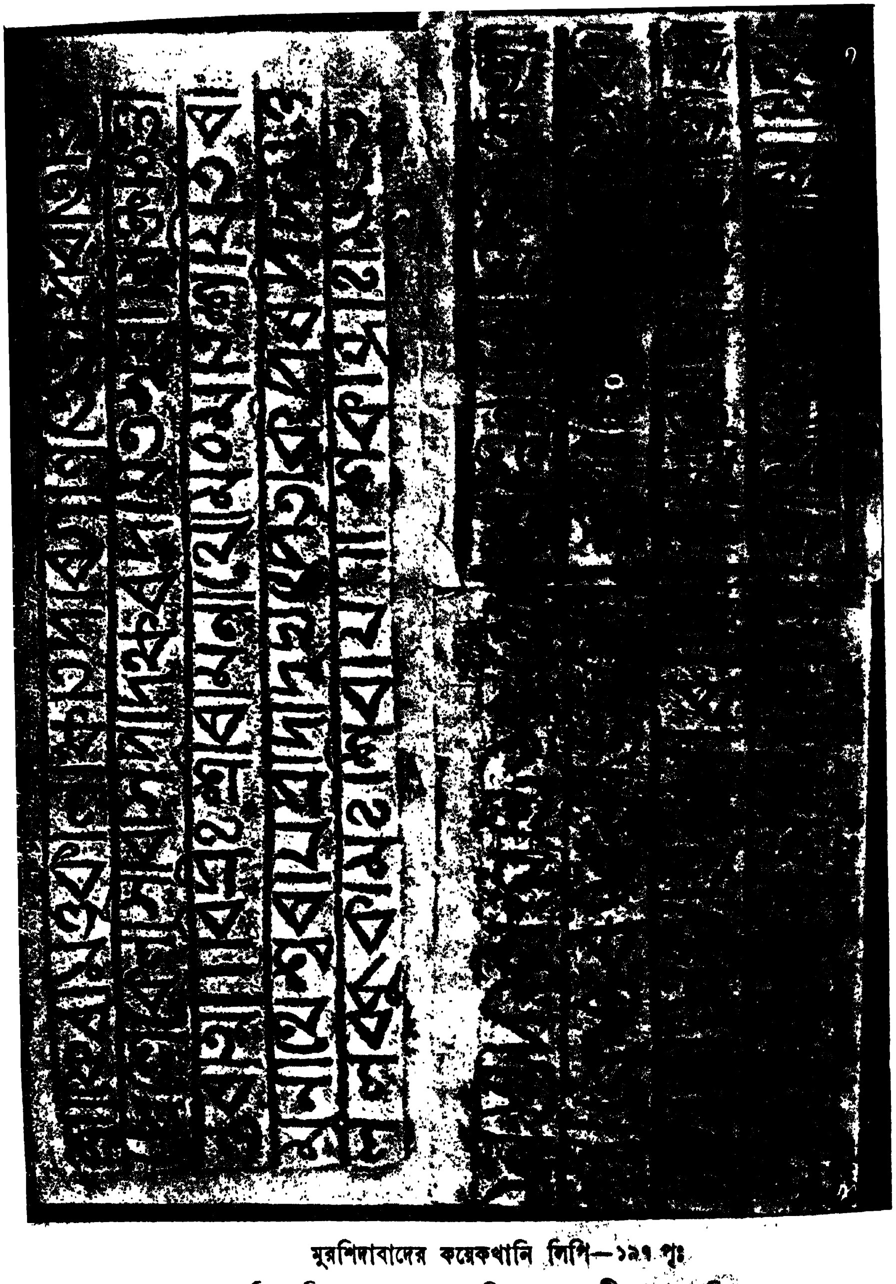

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। শ্রীগোপাল-মন্দির।

আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে[১] পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ-

---

১। কুঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্। ১। গী।

[সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে—

যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ শশি চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ কু ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্।
শনি ঢুঙ্বি ঘ্ব গুরু খ্রিচ্যুভ কুজ ভদ্লিঝ্নুখৃ ভৃগুবুধ সৌরাঃ॥

[এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০,

কারণ, খ্যু = ২,০০,০০
ঘু = ৩০,০০,০০
ঘৃ = ৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—৫৭,৭৫,৩৩,৩৬

কারণ, চ = ৬
= ৩০
গি = ৩,০০
য়ি = ৩০,০০
ঙু = ৫,০০,০০
শু = ৭০,০০,০০
ছ্লৃ = ৭,০০,০০,০০
ল = ৫০,০০,০০,০০ ;

কু অর্থাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কারণ, ঙি = ৫,০০
শি = ৭০,০০
বু = ২৩,০০,০০
ণ্লৃ = ১৫,০০,০০,০০,০০
ষৃ = ২,০০,০০,০০
খৃ = ৮০,০০,০০,০০ ;

শনির ভগণ—১৪,৬৫,৬৪

কারণ, ঢু = ১৪,০০,০০

গীতিকায় পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপাদের মধ্যে উভয় মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।২

	ঙি	=	৫,০০
	বি	=	৬০,০০
	ঘ	=	৪
	ষ	=	৬০;

গুরুর ভগণ—৩৬,৪২,২৪

কারণ,	খি	=	২,০০
	রি	=	৪০,০০
	চু	=	৬,০০,০০
	যু	=	৩০,০০ ০০
	ভ	=	২৪;

কুজের ভগণ—২,২৯,৬৮,২৪

কারণ,	ভ	=	২৪
	দি	=	১৮,০০
	লি	=	৫০,০০
	ঝু	=	৯,০০,০০
	সু	=	২০,০০,০০
	থৃ	=	২,০০,০০,০০;

ভৃগু এবং বুধের ভগণ সূর্য্যের ভগণের সমান।

আর্যভট্টের গীতিকাপাদের সংখ্যালিখন-প্রণালী—

(১) ক হইতে ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে ১ হইতে ২৫; যথা, ক=১, খ=২, ঙ=৫, দ=১৮, ব=২৩, ভ=২৪, ম=২৫।

(২) য=৩০, র=৪০, ল=৫০, ব=৬০ শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০।

(৩) কোন অক্ষরের পর অকার থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দ্দেশিত সংখ্যাকে "একক" স্থানে লিখিতে হইবে।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ ও, ঔ যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই হ্রস্ব স্বরের নির্দ্দেশিত সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

২। অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং॥ ৯ ॥ গো।

[নৌকাস্থিত কোন ব্যক্তি সম্মুখ দিকে যাইতে যাইতে তীরস্থ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদ্দিকে চালিত দেখে, লঙ্কায় অবস্থিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশমণ্ডলকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে।

উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি॥ ১০ ॥ গো।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্য্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসাধারণ প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে গ্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৩টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎপত্তি কথন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর "দশগীতিকা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালার পাঁচটি বর্গ আছে; তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে; সুতরাং পাঁচটি বর্গে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মান্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ স্বরের ঊর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩.১৪১৫৯৫... ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্ত্তী।৩ ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির ষড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ। ১০। গ।

[যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ

= (৪+১০০)×৮+৬২,০০০

= ৬২৮৩২।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

যাইতে পারে।[৪] তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যার্দ্ধের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি জানিবার ফল। ইহার দ্বারাই আর্য্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থূল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্য্যভট স্বীয় জন্মসময় ও আর্য্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা যাইতেছে।[৫]

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিম্নে পৃথিবী "মেধী" (খোঁটা)রূপে অন্তরিক্ষে বিরাজমান।[৬] ইহার পূর্ব্ব আর্য্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ত্তিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪। পরিধেঃ ষড়্‌ভাগজ্যাবিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা। ৯। গ।

[পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং দশগীতিকা মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৫। ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ। ১০। কা।

[গীতিকাপাদের তৃতীয় (ডাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্য্যভট বলিয়াছেন, ব্রহ্মার একদিন =১৪ মনু, ১ মনু=৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ) ; আর্য্যভটের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্য্যভটের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে ; সপ্তম মনুর সপ্ত-বিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্য্যভট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) "চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে" ; অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৬। ভানামধঃ শনৈশ্চরসুরগুরু-ভৌমার্কশুক্রবুধচন্দ্রাঃ।
তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা। ১৫। কা।

[নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ্যায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে স্থিত, ধান্যমর্দ্দক বলীবর্দ্দাদি বন্ধনার্থ স্থাপিত স্থূল শঙ্কু) রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অল্প দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।[৭] এরূপ লিখন সত্ত্বেও টীকাকার বাহ্বাস্ফোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্যরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই "মেধ" এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্ব্বাপর লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠক ভপঞ্জরে ভূগ্রহের ও অন্য গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।[৮] অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ যোজনে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমল্পমধস্তাৎ কালেনাল্পেন পূরয়তি চন্দ্রঃ।
উপরিষ্টাৎ সর্ব্বেষাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী ।১৩। কা।

[সকলের নিম্নে থাকাতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই জন্য চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়েই নিজ মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকাতে শনিকক্ষ্যার পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই জন্য মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অল্পে হি মণ্ডলেঽল্পা মহতি মহান্তশ্চ রাশয়ো জ্ঞেয়াঃ।
অংশাঃ কলাস্তথৈবং বিভাগতুল্যাঃ স্বকক্ষ্যাসু। ১৪। কা।

[অল্প মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অল্প বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে।

রাশি—যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ—যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণেরও অল্পাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্ম। ১১। গী।

ভপঞ্জরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ স্বরূপ) যাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাঽপক্রমো গ্রহাংশাঃ　*　।
*　*　*　।৩। গী।

[ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (=২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্যান্য গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic=24 degrees.

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহম্মদ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা ইউরোপীয়গণের মতে উহা ২৩।২৫।

প্রাণেনৈতি কলাং ভং খযুগাংশো গ্রহজবো ভবাংশেঽর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত।

(খ) গোলপাদের ৯।১০ আর্য্যার দ্বারা আর্য্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের "সগ্রহ" শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্য্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অন্য গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্য্যভটের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইঁহার ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি আর্য্য-ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অন্য বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আর্য্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্ত্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোডুগণঃ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যাঃ ন স্যাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥৬
অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমরংহসা ধ্বজাদীনাং।
নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথাল্পগা ভাৎ কথং ভ্রমতি ॥৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে আর্য্যভট পৃথিবীকে "মেধী"রূপ বলায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুম্ভকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই ফলই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাসস্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্ত্তনমত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্থিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্ব্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ যখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার "ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।
আবর্ত্তমানমুর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥ ১৭॥ তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইঁহাদের পরে লল্ল ও শ্রীপতিও বরাহের অনুরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট 'যুগ' শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন[৯]; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকায় ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্যযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন[১০]। ইহা মনুসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

৯। যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভগণ খু=২০০০০ যু=৩০০০০০ ঘৃ=৪০০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাঁহার অর্থবোধক আর্য্যা দ্রষ্টব্য।

১০। দিব্যং বর্ষসহস্রং গ্রহসামান্যং যুগং দ্বিষট্‌কগুণং।
অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাং॥৮॥ কা।

[আর্য্যভট পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ =১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্য যুগ (যখন সকল গ্রহ সমসূত্রে ফিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভটের মতে বুধবার মেষ রাশির আদিতে সত্যযুগের প্রবৃত্তি হয়, বৃহস্পতিবারে দ্বাপরের শেষ হয় এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন১১। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে১২। ইহা জ্যোতির্বী গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি দ্বাপরান্তে ও কলির প্রারম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহস্ফুট আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারাই তিনি আর্য্যভটের সত্য খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রন্থ; সুতরাং মনুষ্যোক্তি হইতে গরীয়ান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাগ্রে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অয়নগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অয়নচক্রের দোদুল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপন্যস্ত করিয়াছেন।

কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শখ গতাস্তে চ মনুযুগ ছনা চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ চ গুরু দিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।

[১ ব্রাহ্ম দিবস=১৪ মনুযুগ বা মন্বন্তর,
১ মন্বন্তর =৭২ যুগ,
১ যুগ =সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্বে ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

১১। গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।
* * * ।
* বুধাহ্ন্যজার্কোদয়াচ্চ লঙ্কায়াং। ২। গী।
[লঙ্কায় বুধবারে মেষ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ।]

১২। আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।

১৩। বিষুবৎক্রান্তিবলয়ঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণা সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে।

বরাহের এরূপ চাতুরী সত্ত্বেও আর্য্যভটের সত্য প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন ভ্রান্ত মত পুনঃ বলীয়ান্ হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের প্রথিতনামা টীকাকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১৪]। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমাদীশ্বরের রচিত ভ্রান্তমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্রবোহিত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১ ১/২৪ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনম্র ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তবে ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে তাহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও যশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ[১৫]। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।[১৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জলাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে তদ্ভগণা কল্পে গোঽঙ্গর্তু নন্দগোচন্দ্রা॥
যদ্যেষমনুপলব্ধোঽপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তত্বাৎ
আগমপ্রামাণ্যেন ভগণপরিধিরেবং কথং তৈতেনোক্তঃ।—ভাষ্য।

১৪। ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

১৫। আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদসদ্‌যৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য ।৫০। গো।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পঞ্চসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দুরধিগম্য অর্থাৎ "লোহার কড়াই" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধুনাতন কালের "বার্হস্পত্য" নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার যথার্থ অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পরে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।

"আর্য্যভট" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে "লঘু-আর্য্যভটীয়" নামক গ্রন্থোক্ত ভূভ্রমবাদমতের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভটীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Korn এর সংস্করণে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ১৩+৩৩+২৫+৫০=১৩+১০৮=মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির "আর্য্যাষ্টশতকম্" নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে যাহাই হউক্, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নির্ভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে—১৩+৩৩+২৭(?)+৫০=মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের যথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) "গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অক্ষদৈর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে", গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। "মণ্ডল" অর্থ যে বিম্ব নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা স্ব স্ব কক্ষ্যার অক্ষদৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আমরা যাহা জানিতে পারি, তদ্ব্যতীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই "পুরাতন সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭১৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্ত্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভটীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়েও (৬২৮ খ্রীঃ) যেন এই উভয় (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ভ্রান্ত) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভটের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্বেষ এবং অযাচিত কটুবাক্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভটীয় শাখার (Sohool of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভটীয়ের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও† বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

---

* ভারতী, আষাঢ় ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

(১) "আর্য্যভটীয়ম্"—Dr. Kern's Edition, 1875.
(২) আর্য্যভট সম্বন্ধে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
(৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II. pp. 364-365 ; pp. 420-429.
(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
(৮) Bulletin, Calcutta Mathemetical Society, Vol. III.
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২৩-২৪।
(১০) ভারতী, ১৩০০।—"মৃণ্ময়ী"র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১১) ভারতী, ১৩০১।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-জ্যোতিষীগণের বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

২৪শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি ডি

শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" পান্নালাল মল্লিক
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" বাণীনাথ নন্দী
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" নলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ
" শরৎচন্দ্র দেব বি এ
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র
" বিনয়কুমার সেন এম্ এ
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ
" টি, পি, মুখার্জ্জী
" শান্তিসাধন বিশ্বাস
" হীরালাল সিংহ
" চণ্ডীচরণ চন্দ্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্যনির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" ও (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে।" "১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।" ৬। শোক-প্রকাশ—

(ক) সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কে টি, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, (খ) বিশিষ্ট সদস্য সার জর্জ্জ বার্ড উড্, (গ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী, কবিরঞ্জন এবং (ঙ) হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। যথারীতি সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ ১৬ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ বায়লাইব্রেরী, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, জমীদার ৪০, অগস্ত্যকুণ্ড (বেনারস সিটি)।
	”	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন এম্ এ ফিজিক্সের অধ্যাপক, জি, বি, বি, কলেজ, মজঃফরপুর।
		শ্রীঅতুলানন্দ সেন এম্ এ ইতিহাসের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
		শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
		শ্রীক্ষেত্রপাল দাস এম্ এস্ সি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিজয়কুমার রায় এম্ এ অধ্যাপক রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
„	„	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি এল্ ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বি এল্ ঐ ঐ।
„	„	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভায়া এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীঅনন্তমোহন সেন এম্ এ Demonstrator Physics, জি, বি, বি, কলেজ। মজঃফরপুর।
„	„	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, সাজাহানপুর, ইউ, পি।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ইন্‌স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টেশন মাষ্টার, বক্সার, ই আই রেলওয়ে।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার সেন এম্ বি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, গয়া।
		ডাঃ বি, এন্, বসু এল্ এম্ এস্ সিভিল সার্জ্জন, হাজীপুর।
		শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল উকীল, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমলাকান্ত সরকার বি এ ১ হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তকুমার সরস্বতী পোঃ আউলীয়াবাদ, গ্রাম সুলতানপুর, শ্রীহট্ট।
„	„	শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মাচার্য্য পোঃ ও গ্রাম, কান্দাউক, জিঃ ত্রিপুরা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র নাগ ম্যানেজার, নাগ ব্রাদার্স কোং ৭।২ হ্যালিডে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	„	শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৫।১ নুরমহম্মদ সরকার লেন।
„	„	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	শ্রীউমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
„	„	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শ্রীযুক্ত শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের বাটী। চন্দ্রকান্ত ঘোষের রোড, ময়মনসিংহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	„	শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ বি এ ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলি পরিষদে উপহার পাওয়ায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় উহা সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডি, এম্, গুপ্ত	১। বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
" দামোদরদাস বর্ম্মণ	৪।	শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
" মোহিনীমোহন বসু	৫।	জীবের শিবত্বলাভের উপায়
" প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬।	শ্রীদক্ষিণেশ্বর
" অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭।	মোহন-মাধুরী
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮।	আলোচনা (১ম খণ্ড)
	৯।	ঐ (২য় খণ্ড)
" কালীকমল দত্ত	১০।	
	১১।	ক্ষেত্রপাল
	১২।	হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন বসাক	১৩।	ঢাকা জন্মাষ্টমী মিসিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৪।	কাঞ্চনতলার কাপ
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৫।	Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs. 1916.
Do	১৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the Official year 1916—1917.
Do	১৭।	Report on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign Colonies. 1916.
Registrar, Calcutta University.	১৮।	Calcutta University Minutes, Vol. L1X. Part VIII. 1915.
Do Do	১৯।	Do. Vol. LX. Part IV. 1916.
Do Do	২০।	Do. Senate and Faculties from 19th June to 31st Dec. 1915.
Surveyor General of India.	২১।	Survey of India, General Report, 1915—16.
Supdt. Govt. Press. U. P.	২২।	List of Sanskrit, Jain and Hindi Mss., Sanskrit College. Benares. 1915—16.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩।	Statistical Tables showing for each of the years 1901—'02 to 1915—16, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899—1900 to 1901——02 with, an Introductory Memorandum.
Do Do	২৪।	Monthly statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, April, 1917.
	২৫।	Do. May. 1917.
	২৬।	Patent Office Journal, April to June, 1917.
Secy. Indian Science Association.	২৭।	Report of the Indian Association for the Cultivation of Science. 1915.
	২৮।	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, vol. III, Pt. I. 1917
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৯।	What are the Tantras and Their Significance.
	৩০।	Origin of the Vajrayana Devatas.
	৩১।	A Study in Mantra Shastra.

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত সার পঠিত হইল এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

রামনিধি গুপ্ত-রচিত গীতরত্ন গ্রন্থের বিবরণ ও তাহা কত দূর প্রামাণিক, তাহার বিচার করা হইয়াছে। গীতরত্ন ১২৪৪ সালে নিধুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ তৎপুত্র জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গানের অন্যান্য সংগ্রহে যে সকল টপ্পা নিধুবাবুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় আলোচনাপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে যে, গীতরত্নই নিধুবাবুর টপ্পার আদি ও প্রামাণিক সংগ্রহ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং নিধু-

বাবুর টপ্পার বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে উক্ত টপ্পাসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। পাঠান্তে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ ও সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধের বিষয় কি বলেন, জানিতে পারিলে এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হইবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ" গ্রন্থের কতক অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আলোচনা করেন। এই আলোচনার উত্তর, কোষকার ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখানই উচিত। অথচ তিনি স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সেই অসংগতি দেখান হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত—ইহা স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, নিয়মাবলীর ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়মের যে সংশোধিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিলেন এবং পূর্ব্ব-নিয়ম কি ভাবে ছিল, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সদস্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গত বর্ষশেষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এইরূপ পরিবর্ত্তন সমীচীন বোধে অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ আবশ্যকবোধে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রস্তাবটি এই,—

বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।"

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় পর পর দুইটি

সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা যথারীতি সমর্থিত না হওয়ায় আলোচিত হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩ (ক) নিয়মটি এই ভাবে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন,—

"কোনও মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে প্রস্তাবিত সদস্য সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করায় সভার অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৩ (খ) ধারাটির পরিবর্ত্তন আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত ১৩ (খ) নিয়ম সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। যথা,—"স্থগিত রাখিয়া উহা" এই কয়েকটি শব্দের পর এবং "অব্যবহিত পরবর্ত্তী" এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হউক,— "পরবর্ত্তী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া"।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উহা গৃহীত না হইয়া পরিশেষে ১৩ (খ) ধারাটি এই ভাবে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

"১৩ (খ)—ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্ব্বাচন ব্যালট দ্বারা সাধিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে না।"

৬। শোকপ্রকাশ—(১) স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, "বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাস হইল, পরলোক-গমন করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গমাতার নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, স্বর্গীয় স্যার প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার প্রতিভা, মনীষা ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় সর্ব্বজন-বিদিত। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নয়—বাঙ্গালার সমস্ত সাহিত্য-সমাজ ও সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দশের, যে সকল সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনকালে উপস্থিত ছিল, সকলটাতেই তিনি বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন ও সভার এই শোকপ্রকাশ ও সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার আত্মীয়গণকে প্রেরিত হউক।" প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। (২) স্যার জর্জ্জ বার্ডউড—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি একজন উচ্চ

রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; দেশে যাইয়াও তিনি ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ভারতীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

(৩) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (৪) বিজয়কৃষ্ণ দাশ গুপ্ত, (৫) হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—এই কয়েক জন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিন জনের বিষয় কয়েকটি কথা জানাইয়া চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত বিজয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তাঁহারই রচিত একটি শোক-কবিতা পাঠ করিয়া সভাকে শুনাইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্রষ্টব্য

বিগত ১৩১৫ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষৎকে ১৩ খানি প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে তাঁহার এই উপহার-দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুথিগুলির নাম ও রচয়িতার নাম প্রভৃতি সেই কার্য্যবিবরণে ছাপা হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

১। বোস্তাঁ—সেখ সাদী
২। সিকান্দরনামা—নিজামী
৩। তারাবুস সিবিয়ান—মহম্মদ মুনীর
৪। আবুলফজলের পত্রাবলী—আফজল মহম্মদ সংকলিত
৫। বোস্তাঁ (১০৯১ হিজরী)—সেখ সাদী
৬। হাতেমতাই ও গুল্‌বাসনুওয়ার—আমির আলি
৭। মাদায়েনুল্ জওয়াহের—(হিজরী ৬০১)
৮। ইন্‌সুফজুলেখা—মোলানা জামি
৯। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১০। মিফতাহল আবওয়াব
১১। আরবী অভিধান (অর্থ পারসীতে লিখিত)
১২। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১৩। সংখ্যক পুথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

(১৩২৪, ২৫শে ভাদ্র হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংগৃহীত
ও ২৪শ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় স্বীকৃতের পর)

১৩২৪।	২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১২২৩/০
	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৫৲
	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২৲
	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
	ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
		১৩৩৩/০

ভ্রম-সংশোধন—ত্রয়োবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায় পরিষৎ মন্দির সংস্কার-কল্পে চাঁদার তালিকায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবিহারী বসু হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

নব-প্রকাশিত পরিষদ্‌-গ্রন্থ

১। **ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র)**।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ ও বিবৃতি প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় আহ্নিক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। অতি চমৎকার কাগজে রয়াল ৮ পেজী আকারে ছাপা। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৷৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৷০। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২। **সারদামঙ্গল**।—৺মুক্তারাম সেন বিরচিত ও মুন্‌সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভাষা প্রাচীন বটে, কিন্তু অতি প্রাঞ্জল। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৩। **জ্ঞানসাগর**।—আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। ভাষা অতি মনোরম এবং প্রাচীন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷৵০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ৷৶০, সাধারণ পক্ষে ৷৷০।

৪। **শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**।—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-কাহিনী শুনিয়া অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবি বাসুদেব তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় সেই কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৶০, সাধারণ পক্ষে ৷৵০।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৸৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

'সাহিত্য-পঞ্জিকা' বিভাগ

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"র প্রেসকাপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(১) **গ্রন্থকারগণ** অনুগ্রহ প্রকাশে নিজ নিজ জন্মের তারিখ, জন্মস্থান, বর্ত্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্ত্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকায় না থাকিলে তাহাও অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। **গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সঙ্কলনের সুবিধা হয়।**

(২) **দৈনিক ও সাপ্তাহিক** পত্রিকা-সম্পাদকগণ পত্রিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, স্বত্বাধিকারীদিগের নাম, যাঁহারা পত্রিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

(৩) **মাসিক ও ত্রৈমাসিক** পত্রিকা সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফায় লিখিত বিবরণ ব্যতীত নিজ নিজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সারসঙ্কলন করিয়া "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় দিতে পারি।

যে সকল পত্রিকা-সম্পাদকগণ পত্রিকা পান নাই, তাঁহারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

গত বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা দণ্ড লাগিয়াছে। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে প্রতি বৎসর এরূপ ব্যয় সম্ভবপর নহে। যাহাতে "সাহিত্য-পঞ্জিকা" নিজের পায় দাঁড়াইতে পারে, সকলের নিকটেই সে জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থকারগণ "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তাঁহাদিগেরও লাভবান্ হওয়া সম্ভবপর, আমারও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। মাসিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ বিনিময় বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দ্বারা পত্রিকা-প্রচারের সহায়তা করিলে উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়,
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

"পুষ্পল"

(ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল)

অনমুকরণীয় কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তুষার-শুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। স্নানান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মসৃণ ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুষমায় "পুষ্পলে"র পরিচয়। ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"পার্ল পাউডার"

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট টয়লেট্ পাউডার)

কতিপয় নির্দ্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্ম্মেও ইহা নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে পারে না। শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ৷১০ আনা।

"কোল্ড ক্রিম্ অব্ রোজেস্"

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস্-খস্ করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ।৵০ সাত আনা।

"এণ্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার"

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্নিগ্ধকর সুগন্ধে সুরভিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নূতন উপাদানে প্রস্তুত, নূতন ধরণের সুদৃশ্য কৌটা। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ ছয় আনা।

"কার্ব্বলিক্ টুথ পাউডার"

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ন্যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ তিন আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড্,

কলিকাতা

The English Works Of

Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Bazar Patrika.

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization······which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, (*Second edition, revised*)"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume···display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

6. Give the People back their own. (*An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India*)—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". (Reprinted from the *Westminister Review* and *East and West*)—Price 12 annas.

Apply to Messrs. W. Newman & Co

4. Dalhousie Square, Calcutta.

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৷৹, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গৌরপদতরঙ্গিণী

সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটদষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸৹, সাধারণ পক্ষে ১৷৷৹।

*৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵১০, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৶৹,

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৵০।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১।০।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৵০।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ॥৵০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২॥০।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১॥০।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২॥০।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৲টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ॥০।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ॥৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৸০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা*, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৫॥০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥⁄০, সাধারণ পক্ষে ১৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণের পক্ষে ৸৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।⁄০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ৵০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫১। সয়ফল-মোলুক্বদীউজ্জামাল—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে।০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধগান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে।৵০, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১.০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে।০, সাধারণ পক্ষে।৵০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্যগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১।০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পুরস্কারে —— এবং —— উপহারে

'—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

বাঙ্গালার
পবিত্র বই
ঠানদিদির থলে
বাঙ্গালার ব্রতকথা
রাজসংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
খোকা খুকুর খেলা ৷৵৹
প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত
আর্য্য-নারী ১৷৹
সরল চণ্ডী ৵৹

"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস
ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই
দাদামহাশয়ের থলে
বাঙ্গালার রসকথা
বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২৲, সুলভ বাঁধাই ১৷৹
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

—প্রকাশিত হইতেছে—
"ভারতবর্ষ"—"ইতিহাস-কথা"—"ইতিহাসের গল্প"

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোনার বই
ঠাকুরমার ঝুলি
বাঙ্গালার রূপকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
ছেলেদের উপন্যাস
চারু হারু ৵৹
আমাল্ বই ।৹
সোনার শৈশব ৷৹

"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠে,
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা
এবং
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—০-

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্	২১৩
	কার্য্যবিবরণী	...	৫১—১১২

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9. Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২॥০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড—১০৲, ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সভাপতির অভিভাষণ

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা এই দেখা যায় যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধান করিয়াছে। অন্য দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বহুধাভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথায় সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ ; তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান্ সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্য্যের মধ্যে সেই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিজ্ঞান-সেবীকে তাহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, আমার অভিভাষণে আগামী বৃহস্পতিবার দিন তাহা বলিব। তৎপূর্ব্বে পরিষদের ভবিষ্য উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব।

যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। এক দিকে সময়াভাব ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্য দিকে পরিষদে কোন কার্য্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্য অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে রেহাই দেন নাই। তখন স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে

পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল পুরাতন সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইয়া বর্ত্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদ্‌ভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে। আর সময়ে সময়ে যাঁহারা পরিষদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতায় সেই চেষ্টা নাকি বিফল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কাজ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।—

(১) বাহিরে পরিষদের বিশৃঙ্খলতার সম্বন্ধে যে নানান্ কথা উঠে, তাহার ভিত্তি কোথায়?

(২) ভবিষ্যতে এই সব বিশৃঙ্খলতার প্রতিবিধান কিরূপে হইতে পারে?

(৩) পরিষদ্‌ভবনের আবর্জ্জনা দূর করিয়া এখানে চিন্তাশীল শিক্ষার্থী-দিগের মৌলিক গবেষণার সাহায্য কিরূপে করা যাইতে পারে?

(৪) যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষৎকে কিরূপে রক্ষা করা যায়? এবং এই সব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে?

স্থায়ী ভাণ্ডার

এ বিষয়ে অনেক কথা উঠিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সব কথা সাধারণের জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে কখন কখন অন্যায় প্রশ্রয় পাইবে, কখন কখন বা অমূলক নিন্দা রটনার সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে। স্থায়ী ভাণ্ডারের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার একটা মোটামোটি হিসাব দিতেছি। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, এই ভাণ্ডারের জন্য মোট চাঁদা ৪৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লালগোলার রাজার প্রতিশ্রুতি ১৩ হাজার। রাজা বাহাদুর যখন এই শেষোক্ত টাকার জন্য দানপত্র করেন, তখন এই টাকার দ্বারা যাহাতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়,—এইরূপ সর্ত্ত করেন এবং সেই কারণে উহা স্বতন্ত্র স্থায়ী ভাণ্ডার ভাবে মজুত আছে।

প্রতিশ্রুত বাকী ৩০ হাজারের মধ্যে নানান্ সময়ে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। এই ১৩ তের হাজার পরিষদের সাধারণ স্থায়ী ভাণ্ডার। ইহা ব্যতীত পরিষদ্‌ভবনও স্থায়ী বিত্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরিষদ্‌ভবন নির্ম্মাণের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদা প্রতিশ্রুত হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার জন্য প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে ২৫০০৲ টাকা বহু চেষ্টাতেও আদায় হয় নাই। এ দিকে কণ্ট্রাক্‌টার নালিশ করিবার ভয় দেখাইলেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা অনন্যোপায় হইয়া স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইলেন। ইহা যে অন্যায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই; জানি না, এ জন্য কাহার দোষ অধিক—কর্ত্তৃপক্ষের অথবা যাঁহারা প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

তাহার পর পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ জন্য ১৩০৯ সাল হইতে ১৩২২ সাল অবধি এই ১৪ বৎসরে একুনে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ঋণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০০৲ টাকা ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সালের

আমি যে সব উন্নতির কথা বলিলাম, তাহা সাধন করিবার জন্য দুই জন সদস্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন,তাঁহাদেরই জন্য এতগুলি কাজ এত সত্বরে সাধিত হইয়াছে। এরূপ কর্ম্মঠ আর ২।৪টি যদি যোগদান করিতেন, তাহা হইলে পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহাকেও চিন্তিত হইতে হইবে না।

এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দলাদলি

জীবনে বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানান্ দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্ত্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দাম ভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয়, তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, সে জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুলরূপে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে

লিখিয়াছিলাম—"পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য নির্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যমাত্র।" আরও লিখিয়াছিলাম যে, "সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যশীল সভ্য নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ দুর্গতির কারণ হইবে।" এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্যানভাস হইয়া থাকে, পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠী উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকসিত হয়, তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

নবীন ও প্রবীণ

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ, ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও একস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্দ্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে—সে তো চিরনবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন অভিজ্ঞতা অভাবে হয় ত অতিদ্রুত চলিতে চাহে এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখে না। যাঁহারা বহু কাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয় ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়: প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এত দিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। এ দেশে যেখানে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীনের ও প্রবীণের কার্য্য-কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি এ কথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য্য সাধারণ সদস্যগণের নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারাই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাই প্রতি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয়, তবে তজ্জন্য যদি কেহ পরিষদের সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন, তবে সেটা ছেলেদের আব্দার ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা—অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোন নূতন চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

এ সব যে ত্রুটির কথা বলিলাম, তাহা একান্ত সাময়িক। বাদানুবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই তাঁহাদের মধ্যে কি কি বিষয় লইয়া বিসংবাদ, তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদের প্রকৃত কারণ কিছুই নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক, উভয় পক্ষ মিলিয়া দু-একটি নিয়ম পরিবর্দ্ধন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনারা গ্রহণ করিলে সমস্ত বিসংবাদের মূল চলিয়া যাইবে।

পরিষদ্‌গৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতি বার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চুনীলাল বসু, গণনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বনওয়ারিলাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবীদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পরিষদের এই উদ্যোগে তাঁহারা সহায়তা করিবেন, সন্দেহ নাই।

গত দুই বৎসরের সাহিত্য

বিগত দুই বর্ষের মধ্যে অথবা ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

কলাবিদ্যায়—	৩২	সাহিত্যে—	১৩৪
জীবনবৃত্তান্তে—	৩৪	দর্শনে—	২২
নাটকাদিতে—	৯৮	বিজ্ঞানে—	২৯
উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যে—	২৮৪	কাব্য ও কবিতায়—	১২৭
ইতিহাস-পুরাতত্ত্বে—	৯০	আইনে—	২৪
ধর্ম্মবিষয়ে—	১৪০	চিকিৎসায়—	৩৫
ভ্রমণবৃত্তান্তে—	১৩	বিবিধবিষয়ে—	৩১১

মোট ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) কলাবিদ্যা—এসম্বন্ধে ভাল বই লিখিবার চেষ্টা কমই হইয়াছে। তবে সাময়িক পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, গবেষণাপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ যথেষ্টই বাহির হইয়াছে।

(২) জীবনবৃত্তান্ত—গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন ধর্ম্মবীর, সাধু-সন্ন্যাসী, দুই চারিজন কর্ম্মবীর, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও কবির জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অমর কবি মধুসূদন রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতির জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। উইলিয়ম আরভিন শেষ মুগলবংশের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল; এবার তাঁহার জীবনের অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অধিকাংশ লেখক জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া উপকরণ সংগ্রহে যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(৩) নাটক, উপন্যাস, কথাসাহিত্য—কয়েকজন শক্তিশালী লেখক

কথাসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। মানব-মনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইঁহাদের কেহ কেহ সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিবার সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কথাসাহিত্য বিশেষকে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ অনুশীলনে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একখানি সুন্দর সামাজিক উপন্যাসও দেখা দিয়াছে। সাময়িক পত্র-গুলির মধ্যে ছোট গল্পও বাহির হইয়াছে।

(৪) ধর্ম্ম—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। কিন্তু মাসিক পত্রাদিতে কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবিষয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(৫) ভ্রমণ—পুস্তকের সংখ্যা কম হইলেও এবার মাসিক পত্রে ভ্রমণের অনেকগুলি কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর একদিকে শিলং ও কাশ্মীর ভ্রমণের কথা, অপরদিকে পারস্য ও নরওয়ে যাত্রার বিবরণ বাহির হইয়াছে। পুরুষের সুদূর অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ, য়ুরোপ-ভ্রমণ, সীমান্ত-ভ্রমণ, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব—বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অভিনব প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে মহারাষ্ট্রীয়গণের কয়েকটী জটিল রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে; বৌদ্ধ, পাল ও সেনরাজগণ, গুপ্ত, অন্ধ্র ও মুগল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। পাটনা, মিথিলা, চুনার, বীরভুম, নদীয়া প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক তথ্য সমালোচিত হইয়াছে। দু একটী ঐতিহাসিক সমস্যাপূরণের চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। কয়েকখানি তাম্রশাসন ও শিলালেখের আবিষ্কার-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। দিন দিন লেখক ও পাঠক যে পুরাতত্ত্ব-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে আশার কথা। আলোচ্য দুই বর্ষে মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। সাধারণ—ইতিহাস, ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী, ইতিহাসের উপদেশ, ইতিহাসের ধারা।

২। পুরাতত্ত্ব-কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনসম্বন্ধে আলোচনা, মহারাজ স্বামিদাসের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, নবাবিষ্কৃত অশোক অনুশাসনের পরিচয়, সাঁচি স্তূপের বিবরণ এবং বীরভূম ও নদীয়ার প্রত্নতত্ত্ব।

৩। প্রাচীন ইতিহাস—প্রাচীন ভারতে ব্যবহার, প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম কাণ্ড, বৌদ্ধধর্ম্ম, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ যুগ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি।

৪। মুসলমান যুগের ইতিহাস—মুসলমান রাজত্বে শিক্ষা বিস্তার, হামিদাবানু, জেব উন্নিসা, আকবর ও বেগম সমরু প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, আকবর বাদশাহ নিরক্ষর ছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বাদানুবাদ।

৫। অনুবাদ—কল্কি অবতারের ঐতিহাসিকত্ব, আর্য্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর, পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার শিবাজীসম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৈদিক যজ্ঞসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ‘বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)’ ও ‘সম সাময়িক ভারতে’র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বঙ্গসাহিত্যে দার্শনিক চিন্তার নূতন ধারা সমানয়ন করিয়াছেন। “সৌন্দর্য্যতত্ত্বের” সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ-সূচক গ্রন্থ, ‘প্রাণময় জগৎ’ ও ‘মনোবিজ্ঞান’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দর্শন-বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৮) বিজ্ঞান—বিজ্ঞানসম্বন্ধে মাত্র কয়েকটী আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন গ্রন্থ নাই।

(৯) সাহিত্য ও আলোচনা—এ বিভাগে মাত্র দুই একখানি ভাল বই বাহির হইয়াছে। তবে মাসিক পত্রে সাহিত্যে নানা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালা বানান, উচ্চারণ, ভাষা কিরূপ হওয়া

উচিত এসম্বন্ধে অনেক অনুশীলন হইয়াছে। অধিকাংশ মাসিক পত্রেই সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক ভাল প্রবন্ধ অল্প-বিস্তর বাহির হইয়াছে। 'সাময়িকী', 'আলোচনা', 'আলোচনী', বিবিধপ্রসঙ্গ', 'পঞ্চশস্য', 'কল্পতরু' প্রভৃতি নাম দিয়া কোন কোন সম্পাদক দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন।

(১০) প্রাচীন সাহিত্য—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। 'যুক্তিকল্পতরু' নামে একখানি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুস্তক এবং কবি চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনসম্বন্ধে দুই খানি এবং অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে ৪খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১) অনুবাদ-সাহিত্য—'ভাস', 'বাৎস্যায়ন', "বেদান্তের ভাষ্য" প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ১০খানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাময়িক পত্র ৩০০ হইতেও অধিক।

(১২) মুসলমান-সাহিত্য—বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক ও কয়েকটী মনোরম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান লেখক আর উর্দ্দু ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা সাহিত্য-রচনায় সাহিত্যের বাঙ্গালা যথাসম্ভব ব্যবহার করিতেছেন। 'আল-ইস্‌লাম' প্রভৃতি পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ এরূপ সুন্দর বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে যে, লেখকের নাম তুলিয়া দিলে হিন্দু কি মুসলমানের লেখা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অনেকের ভাষা বিশেষ সংযত ও সুলিখিত। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, ধর্ম্ম, জীবনবৃত্তান্ত, কবিতা ও সাধারণ সাহিত্য বিষয়েই মুসলমানগণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। কাজি ইম্‌দাদুল-হক্ 'নবীকাহিনী' লিখিয়াছেন, মোজাম্মেলহক্ 'হজরৎ মহম্মদ' নামে মহম্মদের জীবনকাহিনী ও মাহাত্ম্যের কথা কবিতায় রচনা করিয়াছেন। মহম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী 'ধর্ম্মের কাহিনী' লিখিয়াছেন। সাময়িক পত্রেও কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শোক-প্রকাশ।

এই দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি প্রথিত-নামা সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুর পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধাররূপে পরিষদের উন্নতিবিধানে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এবিষয়ে আমার বেশী বলিবার কিছু নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে। পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের অভাব হইয়াছে। ইঁহাদের স্থান পূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিক —যাঁহারা দেশের ও সাহিত্যের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন—তাঁহাদের পরলোকগমনে আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ঃ—

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, হেমেন্দ্রমোহন বসু, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, রবি দত্ত, সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর রায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়। ইঁহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।

উপসংহার।

সাহিত্য-পরিষদের এই দুই বৎসরের কার্য্য আশাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বাধার কারণ দূর হইয়াছে, এখন আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতাই ইহার গতিকে দ্রুততর করিবে। সদস্য-সংখ্যা গত বৎসরে এক সহস্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রত্যেক সদস্য যদি অন্ততঃ আর একটি নূতন সদস্যের নাম প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বহুলকার্য্য সাধিত হইতে পারে।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন; সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য্য লক্ষ করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিস্ফুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আশার কথা— আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন। দুর্দ্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব? দুই একটি আশার কথা আছে; তাহার মধ্যে আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ অন্যতম। আমাদের অযত্নে এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

পরিশিষ্ট

বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাবের প্রণালী।

আয়।

১।	চাঁদা	১০,৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক বিক্রয়	১০০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৬।	সুদ আদায়	৮০০৲
৭।	এককালীন দান	২২২৫৲
		১৫৭৭৫৲

ব্যয়।

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ	২৪০০৲
৩।	পুস্তকালয়	৫২৫৲
৪।	পুথিশালা	১৫০৲
৫	বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৬	চিত্রশালা	১৫০৲
৭	ডাকমাশুল	১১০০৲
	বাড়ী মেরামত	৩০০৲
৯।	অন্যান্য আসবাব ও আলো মেরামত	১০০৲
১০।	কমিশন	৭৫৲
১১।	ট্যাক্স	২৬২৲
১২।	ইলেক্‌ট্রিক্ আলোক ও পাখার বিল	৩০০৲
১৩।	ঘর ভাড়া	১২০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২০০৲
১৫।	নূতন আসবাব	১০০৲
১৬	বেতন	৪০০০৲
১৭	গাড়ী ভাড়া	১৫০৲
১৮	পোষাক	৫০৲
১৯	ছাত্রসঙ্ঘের পুরস্কার	৮০৲
২০	সম্মিলনের ব্যয়	৭৫৲
২১	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৫০৲
২২	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়	২৫৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	২০০৲
২৪।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	১০০০৲
		১৫৬১২৲

Printed by Pulin Bihari Das
from "Debakinandan Press"
66, Manicktola Street—Cal.

ভ্রম-সংশোধন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে বড় নগরের কয়েকখানি শিলালিপির ছাপ ও পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪ সংখ্যক লিপি (১৯৯ পৃষ্ঠা, ৩ ও ৪ পংক্তি) অর্থাৎ গণেশ-মন্দির-সংলগ্ন লিপিতে "রসবর্দ্ধিতে" স্থলে "রসবর্জিতে" হইবে এবং "দয়ারাম(:)" স্থলে "দয়ারামো" হইবে। যে অনবধান হইতে ভুল দুইটি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই ভুল দুইটি ধরিয়া দিয়াছে এবং তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই ভুলের কথা আমাকে জানাইয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রতি এ জন্য যারপর নাই কৃতজ্ঞ। পত্রিকার পাঠকেরা ছাপের সহিত পাঠ মিলাইলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উমর্য়্য-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়্মান যখন দমস্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হুজ্জাজ ভারতে ইস্লাম প্রচারের জন্য মহুম্মদ্ ইব্ন্-কাসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিন্ধু প্রদেশ জয় করে; এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্ত্তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বগ্দাদের অব্বাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সল্জুক্ ও অন্যান্য জাতীয় তুর্কীরা পারস্য, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অর্দ্ধসভ্য আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্প্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানস্থানের ঘজ্নহ্ বা ঘজ্নী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প্-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহ্মূদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহ্মূদ্ (মহ্মূদ্ ঘজ্নবী নামে বিখ্যাত) ষোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহ্মূদের শৌর্য্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহ্মূদ্ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্ব্বে কালঞ্জর পর্য্যন্ত সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন ঘজ্নীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে 'তুর্কী' শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্ম্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্ম্মের ও ভাবের প্রথম সঙ্ঘাত, তুর্কীরাই ভারতে আসাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানায় মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, যত দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই, তত দিন মুসলমান অর্থে 'তুর্ক্' বা 'তুরুক' শব্দই ব্যবহৃত হইত; এখনও এই অর্থে তামিলে 'তুলুক্ক' শব্দ প্রচলিত; কারণ, দক্ষিণের লোকেদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোর-প্রদেশের সূর-বংশীয় আফগানেরা 'অলাউ-দ্-দীন জহান্-সোজের নেতৃত্বে গজনী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান ঘোরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মু'ইজ্জু-দ্-দীন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিথোরা বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ ঘোরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অন্যতম কুতুবু-দ্-দীন অয়্বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র) মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। খল্‌জী-গোষ্ঠীয়েরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্‌তিয়ার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্‌তো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাকে, পারস্যে, খোরাসানে ও আফগানস্থানে, সল্‌জুক্ ও অন্য জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন; খল্‌জী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন; কিন্তু ইঁহারা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তুগলক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন; সয়্যিদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন। সয়্যিদ-বংশের পরে লোদী ও সূর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোগল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভারতের মোগল সম্রাট্‌গণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব ও হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্‌তো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-যুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুর্কী

ও পশ্‌তোর প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, খাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুর্চী, উর্দূ, চকমকী, কাবু, কোঁৎকা, মুচলকা। কিন্তু খুঁজিলেও পশ্‌তোর শব্দ দু চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠীতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান-সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারিটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমা তুর্কী ও উর্দূ। পশ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাকে তুর্কীদের ক্ষমতার পত্তন হইতেই তুর্কীরা সুসভ্য পারসীক জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইস্‌লামী চিন্তা ও ভাবরাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বগ্‌দাদের নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারসীক জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, খোরাসানে ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অভ্যুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রূদাগী, দকীকী, ফির্‌দৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যখণ্ডে, পারস্য খোরাসান, আফগানস্থান ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা সাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ব্বর মোঙ্গোল ও তাতারগণ নামিয়া আসিয়া খোরাসান, পারস্য ও ইরাকে পারসীক-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়

এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বগ্‌দাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চ্চা পারস্যে ও অন্যত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ-ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, ঘরে তুর্কীই ব্যবহার করুন বা পশ্‌তোই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্য্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটী আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাঙ্গালায় হাব্‌শী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সংস্কৃতের স্বস্কুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেমীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বগ্‌দাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন দাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী লইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৬০-এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন লাটিন, বাঙ্গালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চ্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال 'অল্' উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও 'অল্' উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcala, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক়াজ়ী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোর্বান্, ক়স্‌র্ (উর্দূ), হমর্ (উর্দূ), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক়লহ্ (উর্দূ), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী (ও আরবী) কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্ব্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজ-ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারণী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দনুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলক্‌শাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্ত্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্‌লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।" [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌ত্‌য়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বখ্‌ত্‌য়ার খ়লজী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গৌড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান গ্বিয়াসু-দ্-দীন (১২১১-১২২৬) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গৌড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি তীরহুত, কামরূপ ও বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইখ্‌তয়ারু-দ্-দীন য়ুজ্‌বক্ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুক্‌নু-দ্-দীন কৈকাউস শাহের সেনানী উলুঘ্-ই-আজম্ জফর খান বহ্‌রাম য়িৎগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শম্‌সু-দ্-দীন য়ুসুফ শাহের রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর, যাজনগর বা উড়িষ্যা) বহুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার 'ভুঁইয়া' রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইঁহাদের 'জমিদার' নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানুনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ঈরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজেতৃবংশসম্ভূত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্‌তো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অন্য শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমান শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চ্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মৌলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ ঘোরী ও কুতুবু-দ্-দীনের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরকল্প আফগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে "ভারতীয় মুসলমান" জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিবিষ্ট তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাগত মুসলমানগণ 'হিন্দী' বা হিন্দ্-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্ব্বী-পঞ্জাবী, ব্রজভাখা, মেবাতী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্ত্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয়; এবং দিল্লীর বাদশাহদের 'উর্দূ' বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে 'উর্দূ-এ-মুৎঅল্লহ্' বা 'উর্দূ' নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দী' আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন 'উর্দূ' নামেই পরিচিত হয়। 'হিন্দোস্তানী', 'হিন্দী' বা 'উর্দূ'র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে; তুর্কী, পশ্তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই 'হিন্দোস্তানী' ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দোস্তানী'র পত্তন; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা ("খড়ী-বোলী") হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশালে সৃষ্ট এই চলতি হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাখা বা অবধীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাখার পদ পাওয়া যায়; মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদুমাবত' কাব্য অবধী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা ঈরানী জাত্যভিমানী মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল; অন্য দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাখা বা অবধীতে মুসলমান-চিত্তের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হৈয়দর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উর্দূ সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে 'রেখ্‌তহ্‌' বা ফার্সী-'ছড়ান' হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি বলী ('বাবা-ই-রেখ্‌তহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্ত্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা 'খড়ী বোলী'; ব্রজভাখা, অবধী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন 'পড়ী বলী'। ইহার প্রচার মুসলমান-ক্ষমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান-প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক গিলক্রাইস্‌ট্‌ সাহেবের প্রযত্নে এই ভাষা যাহাতে হিন্দুরও আদরের ভাষা হয়, সেই চেষ্টা হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লল্লুজী-লালের 'প্রেমসাগর' রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল 'উর্দু'; (২) নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল 'হিন্দী'। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জন-সাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেশী আরবী-ফারসী-মিশাল, না বেশী সংস্কৃত-মিশাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তদ্ভব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই "বাজার-হিন্দী"কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পুরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মোগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার জন্য ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতায়াত করিয়া, মোল্লা, আলেম ও ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় স্থায়িরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, এতটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; 'শূন্যপুরাণে'র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্ম্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে—যেমন জঙ্গনামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উর্দূ বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ ভোল ফিরাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। 'আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, শেরেস্তা, খদ্দের (খ'দ্দার), মফস্বল, মজুর, ক্রোক, হেফাজৎ, জাহাজ, আক্কেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, যেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার 'সংস্কার' অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া ʻঅরব্ عرب, মুঘল্ مغل, ʻঅদালৎ عدالت, জ়মীন্‌-দার زمین‌دار, সর্‌রিশ্‌তহ্ سررشته, খরীদার, খ়রীদ্দার خریدار, মুফ়স্‌সল্ مفصّل, মজ়দুর مزدور, ক়ুর্ক় قرق, হ়িফ়জ়ৎ حفاظت, জহাজ় جهاز, ʻঅক়্ল্ عقل, হ়ুক্কৎ حقّه, ফ়ব্‌বারাহ্ فوّاره, অক্‌থর্ اذفر, ʻইত্‌র্ عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্য অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics এর) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিভের আড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিশুদ্ধ আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুসারী বানান যাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সুরা বা বচন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুট্‌কি বা অন্য কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাঙ্গালা হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন খ় ফ় জ়—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী ফুল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন খ. ফ., জ.; কিম্বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (ু) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে; যেমন খু ফু ধু—খ় ফ় ধ়। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিব্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

---

* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ض অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিভে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উষ্ম 'ধ' [ধ়] কানে 'দ' বা 'দ্বয়া' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ضالين শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জাল্লীন্' পড়া হয়; ض এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে z (জ়)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন্' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা ঈরানী কায়দায় 'জাল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন'এর মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ইস্‌লাম মোহাম্মদ রুহল কুদ্দুস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না।" বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত। এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপ্যন্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত একমত হন। আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংলাণ্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অন্য দুই একটি বিদ্বন্মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপ্যন্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল না বাধে। যেমন আরবীর ص ض ط বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন ṣ ḍ ṭ ; কিন্তু সংস্কৃতের ষ ড টকে ṣ ḍ ṭ রূপে লেখা হয়। দুই ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, বুঝি ص ض ط এবং ষ ড ট একই ধ্বনিবাচক। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ص ض طকে s̲ z̲ বা d̲, এবং t̲ বা t̤ রূপে,—ṣ ḍ ṭ হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে, লিখিবেন। আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোক্কো, আলজিরিয়া ও তুনিস্, ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক্, মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, ঈরানী ও হিন্দুস্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বানান ধরিয়া লিপ্যন্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাপারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দ্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার দরুন তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

আরবী (ও ফারসীর) উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) আলোচনা করিবার জন্য আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন দুই জন আরবী-ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী; ইহাঁরা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইহাঁদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক্, ইহাঁর বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্দ্ প্রদেশে (নজদ্ আরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি)। তদ্ভিন্ন ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেরো নগরে ইহাঁর বাড়ী; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্য ঈরানী কাহারও সহিত আলাপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ও ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাব্শী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic 'শেমীয়' ভাষা বলে। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ৯০০র পূর্ব্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪ সালে পালেস্তীনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুষ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি হ্রস্ব স্বর ছিল— a, i, u—অ্যা, ই, উ; ইহাদের দীর্ঘ (ā ī ū আ ঈ ঊ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই হ্রস্ব ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা 'ঈ' ও 'ঊ' জানান হইত, এবং দীর্ঘ আঁ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলেফ বা 'অলিফ' বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a'=ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আঁ ই উ'র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, দ, ক, ত, থ, দ'এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ্ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হম্জহ্। (ইহার সম্বন্ধে আরবীর অলিফ্ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর) জুড়িয়া এক একটি ধাতু; এই তিন ব্যঞ্জনের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন 'কৃত্‌ব্‌' (KTB كتب) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ 'লেখা'; 'কতব' (KaTaBa كَتَبَ)=সে লিখিয়াছিল, 'কিতাবু' (KiTa'Bu كِتَابٌ)=যাহা লেখা হইয়াছে, বই; 'কুতিব' (KuTiBa كُتِبَ)=লিখিত হইয়াছে; 'মক্‌তুবু' (maKTuWBu مَكْتُوبٌ)=যাহা লিখিত হইয়াছে; 'কাতিবু' (Ka'TiBu كَاتِبٌ) = যে লেখে, লেখক। ক্‌'ন্‌ * (K'N كان) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক; তাহা হইতে কান (Ka'aNa كَانَ) =সে ছিল; কাইনু=(Ka'-'i-Nu كَائِنٌ) = যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর ◌َ ◌ِ ◌ُ এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেমীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অন্য কোনও ভাষা যথাযথ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয় না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে 'হর দন তর গয়ল সন্ধ্যঅ হল পঅর কর অমঅরয়' বা 'নহ মঅতঅ নহ কন্যঅ নহ বধর সন্দরয় রূরপসয় হয় নন্দনবঅসনয় অরবশ' লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে' বা 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি' পড়া মুস্কিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ফের ঘটিবার পথ খোলা থাকে; কৈথী অক্ষরের 'ববুঅজমরগয়বড়বহভজদ' (বাবু অজমীর্‌ গিয়া, বড়া বহী ভেজ্‌ দো)'-কে 'বাবু আজ্‌ মর্‌ গিয়া, বড়ী বহু ভেজ্‌ দো' পড়ার মত নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্য, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্য হিব্রুর vowel point ও আরবীর ফত্‌হহ্‌, কস্‌রহ্‌, ধম্মহ্‌, তন্‌বীন, সুকূন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ 'হর দন তর গয়ল' ইত্যাদিকে—

অ ই　ই ⸌　অ ⸌　অ ⸌ অ　অ　অ　অ অ　　অ অ　অ উ⸌
হ র　দ ন　ত র　গ য় ল　স ন্ধ্যা অ　হ ল' বা 'ন হ্‌　ব ধ র

উ অ ই　উ　অ ই ⸌　অ ⸌　উ ⸌ অ ই
স ন্দ র য়　র র প স য়্‌, হ য়্‌　অ র ব শ' রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

* অব্যক্ত ধ্বনি (ء হম্‌জহ্‌) মাথায়-বসা কমা ' চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।

এক্ষণে আরবীর হ্রস্ব স্বর ধ্বনিগুলিকে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। পরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির একে একে বিচার করা যাইবে।

আরবীর হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটী; হ্রস্ব আঁ (َ), হ্রস্ব ই (ِ) এবং হ্রস্ব উ (ُ)।

َ এই চিহ্নের আরবী নাম 'ফৎহহ্', এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে 'জ়বর্' বলে। প্রাচীন আরবীতে ইহা হ্রস্ব আঁএর ধ্বনি জানাইত। এই হ্রস্ব আ, এবং প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের হ্রস্ব আ অর্থাৎ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ একই। অর্থাৎ ইংরেজী artistic, ফরাসীর patte এর a, সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে (প্রথম অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত) 'সীতা' শব্দের 'আ'কারের মত। আধুনিক আরবীতে সংস্কৃত 'অ'কারের মত আরবী ফৎহহের সংবৃত ধ্বনি (ইংরেজী but, hut, herএ u ও e র মত) আসিয়া গিয়াছে; এবং বহু স্থলে َ কে হ্রস্ব 'এ'কারবৎ উচ্চারণ করা হয়। রোমান লিপিতে এই ধ্বনি a বা e দিয়া লেখা হয়। বাঙ্গালায় 'অ'কার লিখিলে চলিবে; তাহাতে এই ধ্বনির ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত অ-কারের ইতিহাসের সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে।

ِ ইহা হ্রস্ব ইকারের ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন, ইহার আরবী নাম 'কস্রহ্'; এ দেশে 'জ়ের' নামই বেশী প্রচলিত। রোমান লিপিতে ইহা i দ্বারা লিখিত হয়। বাঙ্গালায়ও 'ই' বা 'ি' লিখিতে হইবে। আধুনিক আরবীতে স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব একারবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালা কথায় অনেক সময়ে এই একার উচ্চারণ অনুসারে 'জ়ের্'কে এ-কার লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ধরিয়া 'ই' লেখাই ভাল।

ُ ধ়ম্মহ্ বা জ়ম্মহ্ (ضمّه) চিহ্ন, ফারসী ও ভারতীয় নাম 'পেশ্'। ইহা হ্রস্ব 'উ' কার দ্যোতক—রোমানের u; ইহাকে 'উ, ু' লেখাই ঠিক, আধুনিক হ্রস্ব 'ও'র উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'ও' লেখা ঠিক নহে।

َ ِ ও ُ র পর যথাক্রমে ا , ی ও و অক্ষর থাকিলে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' লেখা উচিত।

ً ٍ ٌ তন্বীন্ চিহ্নত্রয়ের জন্য 'অন্' 'ইন্' 'উন্' লেখা চলে।

ا —অলিফ্। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বা থামিয়া আবার বলিতে লাগিলে, যদি প্রথমেই ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ না আসে, এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রযত্ন করা হয়, তাহা হইলে এই আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের সাড়া পড়িয়া যায়, বাগ্‌যন্ত্র ঈষৎ মৃদুভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আহত হয়, তাহাতে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি উদ্ভূত হয়। 'অলিফ্' অক্ষর' আরবী ও অন্যান্য শেমীয় ভাষাতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রকাশ করে। বাহ্য প্রযত্ন ঘটিলে এই ধ্বনি 'হ' বা অন্যান্য কণ্ঠধ্বনিতে সহজেই প্রকটিত হইয়া উঠে। আধুনিক আরবী লিপিতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ء হম্‌জ়হ চিহ্নের প্রচলন আছে; যেমন ءَ ءِ ءُ , أ إ أُ ; ء হম্‌জ়হ্ চিহ্ন আরবীর বিশেষ রূপে নিজস্ব কণ্ঠ্যধ্বনি ع 'অয়ন্' অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ; 'অয়্ন্' ع হইতে জাত

ʼ চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্‌জ়হ্‌ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে লাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে spiritus lenis অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংবৃত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিবৃত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী লাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ' ধ্বনিকে spiritus asper অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (h aspirate 'আশ্‌ আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে। অলিফ্‌ অক্ষরের ও ʼ যুক্ত أ إ অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে ا কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। أ إ ا কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'আ অি অী (অিয়্‌) অু অূ (অৃর্‌) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্‌ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র; 'য়মৃত য়ামি, য়িহার, য়ুত্তম, রাখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্‌জ়হ্‌-যুক্ত অলিফের বা হম্‌জ়হের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায়? গ্রীকে কথার আদিতে spiritus lenisএর (=অলিফ্‌ বা হম্‌জ়হের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে স্বরাদ্য শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে [ʼ] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয়; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে [ʻ] লেখা হয়; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ˧ ও ˫ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখার [ʼ] ও [ʻ] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোল্লো,' Arrianos=আরিয়ান্‌, এবং 'Omeros=হোমর, 'Ellas=হেল্লাস, 'Erodotos=হেরোদোতস।

গ্রীকের [ʼ] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও শেমীয় ভাষা-তত্ত্বের বইয়ে অলিফের (হম্‌জ়হের) এই অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে [ʼ] দিয়াই লেখা হয়; যেমন تَأَمُّل ta'ammul ত'অম্মুল্‌; تَوْءَم তব'অম্‌, مَلْأَك mal'akun মল্‌'অকুন্‌। বাঙ্গালায়ও [ʼ] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও

চলে ; কারণ, প্রাচীন আরবী ধরিয়া লিখিতে গেলে انور انُورُ কে 'অক্‌বরুন্, 'অন্‌রুরুন্ লিখিতে হয়। অলিফ্ বা হম্‌জহের ধ্বনি প্রাচীন আরবীতেও সব জায়গায় অটুট থাকিত না, ইহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া দিত। যেমন رَأْسٌ ra-'-sun র'সুন্=رَاسٌ রাসুন্ ; قُرْآنٌ qur-'a'-nun কুর্-'অ'-নুন= قُرَانٌ কুর্-'আনুন্ (কোরান) ; ذِئْب ধ্বি'ব্=ذِيب , ذِئب ধ্বীব্ ; سُؤْلٌ সু-'-ল্ سُؤل , سُول =সূল ; হম্‌জহ্ দীর্ঘ ধ্বনি আ এবং ঈ (ي) ও উ (و) তে পরিণত হয়। এই হেতু অলিফের স্বরমূর্ত্তি ধরিলেই চলিবে ; অর্থাৎ أ إ أ কে 'অ 'ই 'উ না লিখিয়া খালি অ ই উ লিখিলেই হইবে। কিন্তু যেখানে বিশেষ করিয়া হম্‌জহের ধ্বনি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, সেখানে ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; যেমন دَاؤُدْ দা'উদ, مَاءٌ মা' فَائِدَةٌ ফা'ইদহ্ (অর্থাৎ ফাই-দহ্ নহে), عَلَاءٌ ʿঅলা', اِمْرَأُ الْقَيْس 'ইম্‌রু'উ-ল্-কয়্‌স্ ইত্যাদি।

কতকগুলি কথায় দীর্ঘতা জ্ঞাপক অলিফ্ লেখা হয় না, দীর্ঘ আ-কারের ধ্বনি খাড়া জবরের দ্বারা (ا) জানান হয়। বাঙ্গালায় সে সকল কথায় আ লেখা উচিত ; যেমন اللّٰه অল্লাহ্ ('অল্লাহ) الرَّحْمٰن অর্-রহ্‌মান্ ('অর্-রহ্‌মানু), اِبْرٰهِيم ইব্‌রাহিম্, اِسْمٰعِيل ইস্‌মাʿঈল্, اِسْحٰق ইস্‌হাক্, عُثْمٰن ʿউথ্‌মান্ (ওস্‌মান্)

অলিফ্ মদ্দহ্, آ =বাঙ্গালা দীর্ঘ আ। আরবীতে ا বা ـا র্ উচ্চারণ স্থানে স্থানে এ-কারবৎ হয় ; তখন ইহাকে অলিফ্ ইমালহ্ বলে ; এবং ইহাকে এ-রূপে লেখা যায়—آمِن এমিন, تَاءٌ তা' কিম্বা তে।

ى অলিফ মক্‌সুরহ্=আ ; شمس الهدى শম্‌সু-ল্-হুদা, يحيى য়হ্‌য়া مولى মৱ্‌লা, মওলা বা মৌলা।

وصله রসলহ চিহ্ন (ٱ)—পূর্ব্ব পদ স্বরান্ত হইলে সাধারণতঃ অলিফের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরে এই লুপ্ত অলিফকে [-] হাইফেন্ দিয়া জানান যাইতে পারে। شَمْسُ الدِّين শম্‌সু-দ-দীন্, বা শম্‌সু-দ্দীন্ ; শমস-উদ্-দীন নহে।

পুরাণ আরবীতে কর্ত্তৃকারকে উ (বা উন্), কর্ম্মকারকে অ (বা অন্), এবং সম্বন্ধ কারকে ই (বা ইন্) প্রত্যয় হইত ; যেমন—শম্‌সু, বা শম্‌সুন্=সূর্য্যঃ ; শম্‌স, বা শম্‌সন্=সূর্য্যম্ ; শম্‌সি বা শম্‌সিন্=সূর্য্যস্য। আরবীর বাক্য-পদ—যথা شَمْسُ الدِّين শম্‌সু + অদ্-দীনি = সূর্য্যঃ তদ্ধর্ম্মস্য ; عَبْدُ اللّٰه ʿঅব্‌দু+অল্-লাহি (=দাসঃ তদ্দেবস্য) ; نُورُ الدِّين অন্‌রু+অদ্-দীনি (=জ্যোতিঃ তদ্ধর্ম্মস্য) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ 'উ'-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন 'অল্' ও 'অদ্' এর অলিফ লুপ্ত হয়, (এই লোপ রসূলহ্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়) ; 'অব্দু+অল্-লাহি='অব্দু-ল্লাহি, অন্‌রূরু+অদ্-দীনি=অন্‌রুরু-দ্দীনি ; পরে পদান্তস্থ ই-কারের লোপে—'অব্‌দুল্লাহ্, অনররুদ্দীন্।

আধুনিক আরবীতে কর্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক 'শম্‌স্' পদ দিয়া 'শম্‌সু, শম্‌স, শম্‌সি' তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃপদ 'শম্‌সু-(অ)দ্-দীনি', আধুনিক আরবীতে কেবল 'শম্‌স্ অদ্-দীন্' ; 'অল্' উপসর্গের পূর্ব্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা 'অল্' বা 'অদ্' এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبد الله 'অব্‌দু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبد الله 'অব্‌দ্-অল্লাহ্, তদ্রূপ 'অব্‌দ্-অর্‌রহ্‌মান্ ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণত পুরাণ আরবীর 'উ'-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু 'অল্' (ও অলের রূপভেদ 'অদ্', 'অর্', 'অৎ' 'অন্' প্রভৃতিতে), পূর্ব্বপদের কর্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া 'উল্, উদ্, উর্' প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

	বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান		অশুদ্ধ বানান
	প্রাচীন আরবী অনুসারে	আধুনিক আরবী অনুসারে	
تاج الدين	তাজু-দ্-দীনি, তাজু-দ্দীন্ [Tāju-d-Din(i)] ;	তাজ্ অদ্দীন্ [Taj ad-Din] ;	তাজ উদ্দীন [Taj Uddin]
نور الحق	নূরু-ল্-হক্কু [Nūru-l-Haqq(i)] ;	নূর্ অল্-হক্কু [Nūr al-Haqq] ;	নুর উলহাক্ [Nūr Ulhuque]
سراج الاسلام	সিরাজু-ল্-ইস্‌লাম্ [Sirāju-l-Islām (i)]	সিরাজ্ অল্-ইস্‌লাম [Siraj al-Islam]	সিরাজ উলিস্‌লাম্ [Siraj ul-Islam]
مظهر الحق	মজ্‌হরু-ল্-হক্কু [Mazharu-l-Haqq]	মজ্‌হর অল্-হক্কু [Mazhar al-Haqq]	মজহরোল্‌হাক্ [Mazharul Haque]

অলিফের ও ফৎহহের উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায় ; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহহের স্থলে e পাই ; যেমন انور অন্‌বর Anwar=Enver, شوكت শব্‌কৎ Shawkat=Chefket বা Shevket, جوهر জব্‌হর্ Jawhar=Djevher, فضل ফধ্‌ল্ বা ফজ্‌ল্ Faḍl, Fazl=Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে خ ر ص ض ط ظ غ ق আগে বা পরে থাকিলে ফৎহহ,

ফৎহুহ্-অলিফ্ ا- যথাক্রমে বাঙ্গালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর a ও ā-র) মত উচ্চারিত হয়। এই হেতু بَغْداد رَمَضان প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় 'বোগ্দাদ' 'রোমজান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর ص স়াদ্ ض ধ়াদ্, ط ত়া, ظ থ়া বা জ়া অক্ষরের নাম এই জন্য সোদ্ বা সোআদ, জ়োআদ, তোয়্, জ়োয়্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষত্ব না ধরিলেও চলিবে।

ب=বা' (বে)।—বাঙ্গালা ব ; اِبْن বা بِن ইব্ন্, বিন্ ; بدر বদ্র্, عبد ‘অব্দ, جبّار জব্বার, محبوب মহ্বুব্। রোমান b.

ت=তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تاریخ তারিখ়, تهور তহৱুর, فتّاح ফত্তাহ্, کرامت করামৎ।

ث=থ়া' (থে়)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম th—আমাদের মহাপ্রাণ থ (ত+হ, ত্হ) নহে। খাঁটী বদুইন্ আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ় উচ্চারণ বজায় আছে; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে 'ত' রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাষীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ব্ববঙ্গের চ় (ৎস্)এর ধ্বনি লইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s)-বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, t̲h̲, ṯ, ṭ, θ (এটী গ্রীক অক্ষর), þ (এটী অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্শন অক্ষর); এই সবগুলি ইহার থ় ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, s̤, s̱, ṡ লেখে। ثএর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাঙ্গালায় থ় (থ.) লেখা চলিতে পারে; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, খালি 'স' লিখিলেই চলিবে; তবে যাঁহারা খুঁটীনাটীর পক্ষপাতী এবং এই 'স'কে س ও ص এর 'স' হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স́ সঁ স. স̱ বা স̈ স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু _ ́ . দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না লইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপায় স. বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। সঁ লিখিলে মন্দ হয় না। ثاني থ়ানী (সাঁনী বা সানী), ثنا থ়না' (সঁনা', সনা), حديث হ়দীথ় (হ়দীসঁ, হদীস্), ثالث থ়ালিথ় (সাঁলিসঁ, সালিস্), نثار নিথ়ার্ (নিসাঁর, নিসার্), غياث ঘ়িয়াথ় (ঘ়িয়াসঁ, ঘ়িয়াস্)।

ج=গীম্, জীম্। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ'; جعفر جمع سراج جلجل প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গ‘ফর্, গম্‘অ, সিরাগ, গুল্গুল্। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী 'গ' ধ্বনি জানাইবার জন্য বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন: যেমন গ্রীকের Galenos (গালেনোস্), আরবীতে جالينوس ; (eu)angellos (এবাঙ্গেল্লোস্), انجيل ; Georgios (গেওর্গিওস্) جرجس ; theologia (থেওলোগিআ) ثولوجيا ; geographia (গেওগ্রাফিআ) جغرفيا ; eisagogia (এইসাগোগিআ) ايساغوجي ইত্যাদি ; ফারসীর گرگان—আরবীতে جرجان ; گرزبان—আরবী جرزجان ; আবার সংস্কৃত 'নারিকেল'—আরবীতে نارجيل (তামাক খাইবার নল, হুঁকা)। হিব্রুতে যেখানে 'গিমেল্' (=গ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائيل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও ياجوج ماجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে 'গাম্মা' (= গ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত— আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جُرهُم— গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama ; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও gর উচ্চারণ কণ্ঠ্য খ় ছিল ; جبل Gebel (উচ্চারণ 'জেবেল' নহে, খ়েবেল্) الخنجر alfange, الجوهر aljofar, الج elche (=এল্খ়ে), جلاب julepe. আরবীর جوهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گوهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি 'গ' ছিল। 'ক্বারী' বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন ; ইহাঁরা কিন্তু ج কে 'জ' উচ্চারণ করেন। কিন্তু বস্রহ্ নগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খ়লীল্-ইব্ন্-অহ্মদ্-অল্‌-ঽউমানী (যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও 'কিতাবু-ল্‌ঽঅয়্ন্' অভিধান লিখেন) ج কে ق (জিহ্বামূলীয় ক) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু 'জ'-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন ঽইরাক্ব প্রদেশে (উত্তর আরবে) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি 'জ'য়ে পরিণত হইয়াছিল ; কারণ, ফারসীতে সর্ব্বত্রই ج এর উচ্চারণ 'জ'। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ঝ় (zh) উচ্চারণ করে ; মক্কা প্রদেশেও 'জ', মোরোক্কোতে 'জ', এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-ঘেঁষা 'গ্য' বা 'দ্য' এর মত ধ্বনিই শুনা যায় ; আবার ইরাক্বে (বস্রহ্ অঞ্চলে) এখন 'য়' এর মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ্য বর্ণ 'গ', তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার 'গ্য' 'দ্য' 'জ', 'জ়', 'ঝ়' (zh), 'য়', এমন কি, কুত্রাপি 'শ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, ক্বুরয়্শ্-গোত্রীয়

আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ج এর ধ্বনি 'গ্য' বা 'গ্য' (এক প্রকার 'জ'-ঘেঁষা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল; আধুনিক কালের ক্বারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ 'জ' ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাষায়, এবং তুর্কী ফারসী পশ্‌তো ও উর্দুতে ج অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক ; অতএব বাঙ্গালায় ج র জন্য 'জ' লেখাই উচিত। তবে যাঁহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা 'গ' লিখিতে পারেন। ইউরোপে ج কে সাধারণতঃ j, dj, dsj, dj রূপে লেখা হয়; কেহ কেহ বা g, কিম্বা ġ, অথবা ǧ লেখেন ; এই শিখাযুক্ত ġ, ǧ লেখায় ইহার প্রাচীন কণ্ঠ্য উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্ম্মান লেখকেরা অনেকে জর্ম্মান বানান অনুসারে ج কে dsch (= জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা স্লাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dž (= dzh, জ) লেখেন। ج এর উদাহরণ— جلال জলাল (গলালুন্, প্রাচীন আরবীতে), جدّه জদ্দহ্, جهاد জিহাদ (গিহাদুন্), جمال জমাল, مسجد মস্‌জিদ্, نجد নজ্‌দ্ (নগ্‌দুন্), نجم নজ্‌ম্, مجيد মজীদ্, هجرى হিজ্‌রী حجّاج হুজ্জাজ ইত্যাদি।

ح = হ্ব' (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে 'ভারী' ধ্বনি—পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে 'টাকা' 'মোকর্দ্দমা' 'হাকিম' 'দেখ' 'জখম' 'রাখাল' প্রভৃতি শব্দের 'ক' বা 'খ' এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ه অক্ষর সাধারণ-'হ'-দ্যোতক, ইহাকে 'হ' লেখা উচিত। কিন্তু ح র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত (হ়) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। ح র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্টুগালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে ; আরবী حتّة, حُرّ পোর্ট্গীসে fata, forro ; البحيرة = albufeira, محمّد mafomet, المحلّة = almofalla. পারস্যে ও ভারতবর্ষে ح এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ 'হ'-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ḥ বা ḥ রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ—حميد হ়মীদ, احمد অহ়্‌মদ্, محمود মহ়্‌মূদ্, فتح ফৎহ়্, حكيم হ়কীম, رحمت রহ়মৎ, صبح সুব্‌হ়্, ريحان রয়্‌হ়ান্ ইত্যাদি।

ح কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত ; সুব্‌হ়ান্ (শোভান, সুভান) নহে।

خ = খ্ব' (খে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ ক্‌হ (ক্+হ) = খ নহে, জর্ম্মানের ও স্কচের ch এর মত এই خ খ় উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগাঁয় ক ও খ'র এই খ় উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দু ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি 'খ্‌হ' রূপে লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ্ লেখাই ভাল। خ বর্ণের রোমান রূপ kh, kh, h, বা h; কখনও x বা গ্রীক χ অক্ষর দিয়া লেখা হয়; এবং জর্ম্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خليل খ্লীল, اخلاق অখ্লাক্, اختيار ইখ্ৎয়ার, سير المتأخرين, সয়রু-ল্-মুত'অখ্খরীন্, زمخشري জমখ্শরী, خوارزم খ্বারিজ্ম্, خيّام খয়্য়াম ইত্যাদি।

د=দাল। বাঙ্গালা দ—জিভের আগা দিয়া উপরের পাটীর দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانيال দানয়াল, داؤد দা'উদ্, دين দীন, دبير দবীর, صادق সাদিক্, احد অহদ্, هدايت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ذ=ধ্বাল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th; ইহা আমাদের দ বা মহাপ্রাণ ধ নহে; ইহা কতকটা ধ ও জ় (z) মিলাইয়া সৃষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়; ইহা অঘোষ ث থ্ এর ঘোষ রূপ। ذ এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটী আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ذ কে ধ্ (বা ধ.) লেখা উচিত। সিরিয়া দেশের আরবীতে কিন্তু ذ কে জ় উচ্চারণ করে; এবং মিসরে د ذ দুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ذ=জ়। ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ় (জ়্) লেখা চলে; কিন্তু ذ ز ض ظ, আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারসো ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ় দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ذ র অনুরূপ বর্ণ dh, dh, d, đ (অ্যাঙ্গ্লোস্যাকসনের), বা গ্রীকের দেল্তা অক্ষর; জ়-ধ্বনি অনুসারে ż, z বা ẓ এর প্রয়োগ মিলে। ذوالفقار ধ্বু-ল্-ফিক়ার জ়ু-ল্-ফিক়ার, জ়ু-ল-ফিক়ার); بذل الرحيم বধ্লু-র্-রহীম্ (বজ়্লু-র-রহীম), ذكر ধ্বিক্র্, ذوالقعده ধ্বু-ল-ক়ৎদহ্।

ر=রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র': رحم রহ্‌ম, عرب ৎঅরব, بشير বশীর্, عبدالرب ৎঅব্দু-র্-রব্ব্। রোমান r.

ز=জ়া' (জ়ে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ়; زين الدين জ়য়্নু-দ্-দীন, عزيز ৎঅজ়ীজ়, رزّاق রজ়্জ়াক়্। রোমান z.

س=সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss: বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত: سراج সিরাজ্। سبحان সুব্‌হান্, يوسف য়ুসুফ, حسن হুসন, سيّد সয়্য়দ, رأس রাস্ ইত্যাদি। রোমান্ s.

মূল-উচ্চারণ দ্যোতক ৠ অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই ; এবং z ধ্বনি অনুসারে জ় লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ় লিখিলে ز জ়এর এবং ذ ض ঽ ও জ়-এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر ৠাহির (জ়াহির). ظلم ৠুল্‌ম্ (জ়ুল্‌ম্), ظفر ৠফর (জ়ফর্) معظم মু‘অৠ্‌ৠিম্ (মু‘অজ়্‌জ়িম). مظهر মৠ্‌হর মজ়্‌হর্, حافظ হাফিৠ (হাফিজ়) ইত্যাদি।

ع = ‹অয়্‌ন্। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে শেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটী বাহির হয় না ; ‹অয়্‌ন্ থাকিলে হয় পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক ; ইহা হম্‌জ়হ্, হা, ঘয়্‌ন্ ও ক্বাফের সহিত সম্বদ্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত 'য়'র মত শুনায়। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না ; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে ['], [ʿ], বা [ʿ] রূপে লেখে; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত ‹অয়ন্ অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটী ফুট্‌কী দিয়া জানান হয় ; যেমন ạ, ị, ụ ; তদনুকরণে হিন্দীতে অ় আ় ং ঈ় ঊ় ঋ় প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জন্য ['] লেখা যায় ; কিন্তু '] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্‌জ়হের চিহ্ন ['] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে ‹ চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাহি। বাঙ্গালা ঋ-ফলা (ৃ) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক্ বাদ দিয়া সৃষ্ট ‹ হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক < চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علي 'Ali বা 'Aly = ‹অলী ; عبد 'Abd = ‹অব্‌দ্, عرب 'Arab = ‹অরব্, عشق 'išq('ishq) = ‹ইশক্, عزت = ‹ইজ়্‌জ়ৎ

عنايت = ‹ইনায়ৎ, عثمان = ‹উৠ্‌মান (‹ওস্‌মান্), شاعر = শা‹ইর্, يعقوب = য়‹কূব্, سعيد = স‹ঈদ্, معراج = মি‹রাজ, معز = মু‹ইজ়্‌জ়্, لعل = ল‹ল, رفيع الدين = রফী‹উ-দ্-দীন্ (রফী‹-অদ্-দীন্), جامع = জামি‹, جمع = জম্‹অ বা জম‹।

غ = ঘয়্‌ন্। উম্ম ঘ্না এই ধ্বনি খ (خ)র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে গ্ না লিখিয়া ঘ লেখাই উচিত। [উম্ম ঘ্ ভিন্ন কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট গ ধ্বনি আছে (আমাদের বাঙ্গালা গ জিহ্বা-মূলীয়) ; এই কণ্ঠ্য গ হইতেছে ক ও ধ্বনির ঘোষ রূপ, এবং ইহা غ হইতে পৃথক্]। বাঙ্গালায় যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে, সে গুলিতে غ থাকিলে সাধারণতঃ গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা غ রূপে উচ্চারিত হয়; আল্‌জিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ও ক্ব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গ্‌. অপেক্ষা ঘ্র লেখা ভাল মনে করি; তদ্দ্বারা ইহার উষ্ম প্রকৃতি তথা ঘ-এর সহিত সম্বন্ধ দ্যোতিত হইবে। غيب ঘ্রয়্‌ব্‌, غلام ঘ্রুলাম, غياث ঘ্রিয়াস (ঘ্রিয়াস্‌), غازي ঘ্রাজ়ী, مُغنّي মুঘ্রন্নী, غني ঘ্রনী, غار দাঘ্র। রোমান বানানে ইহা gh, gh, g, ġ, ḡ রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উষ্ম ফ্‌, f, সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্‌হ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফ-এর উষ্মপূর্ণ উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জন্য ف ফ্‌ বা ب ব লিখিত হয়। فضل ফজ়্‌ল্‌, غفار ঘ্রফ্‌ফার, فريد ফরীদ্‌, ظفر জ়ফর, شريف শরীফ্‌, يوسف য়ূসুফ্‌ ইত্যাদি।

ق = ক্বাফ্‌। কণ্ঠ্য ক্ব (ক্ব)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'জ়' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, سرقه সির্‌চে, قريب জ়রীব্‌, قبلة জিব্‌লে ইত্যাদি; আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে غ য় এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্ত্তি k, ḳ, q. বাঙ্গালায় ক্ব লেখা উচিত; قطب ক্বুত্‌ব্‌, قمر ক্বমর, قاسم ক্বাসিম্‌, خالق খ্বালিক্ব, فقير ফক্বীর, باقي বাক্বী, اقبال ইক্ব্‌বাল।

ك = কাফ্‌। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোক্কোর স্থানে স্থানে ইহা হম্‌জ়হের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ায় ইহা 'চ' 'জ' বা 'ৎস' (পূর্ব্ববঙ্গের চ) বা 'কৃষ' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব্‌, كاتب চাত্তিব্‌, كلام চলাম, سلام عليكم স্লাম্‌ ৎঅলেচু, حكيم হ্জীম, كامل জামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক্‌'কে আরবেরা 'কশ্‌কশহ্‌' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c লিখেন। বাঙ্গালায় 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অক্‌বর্‌, كبير কবীর, كامل কামিল্‌, مالك মলিক্‌, مكان মকান্‌ ইত্যাদি।

ل = লাম্‌। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূর্দ্ধণ্য ল-হইয়া গিয়াছে। ت, ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ن এই কয়টী শম্‌সী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য ও বিশেষক ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ل সেই সেই অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ك, م, و, ه, ي, এই ক্বমরী বা 'চান্দ্র' বর্ণগুলির পূর্ব্বে থাকিলে ل এর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। الطاف অল্‌তাফ়, لطف লুত্‌ফ্‌, كامل কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইস্‌রাঈল্‌ ইত্যাদি। রোমান l,

م=মীম্। ম; রোমান m; ملك মলিক, محمد মুহম্মদ, نجم নজ্‌ম্, قاسم ক্বাসিম।

ن=নূন্। দন্ত্য ন। نظام নিযাম (নিজ্বাম), نور নূর, قرآن ক্বুর্‌'আন্ حسين হুসয়ন্, النبي অন্-নবী। ن যদি ب ব অক্ষরের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত; ফার্সী شنبه শুম্বহ্, استنبول ইস্তম্বোল ইত্যাদি।

و=ৱাৱ। ৱ (ব.) w, অন্তঃস্থ ৱ-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ৱ' (অন্তস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন و জানানই ভাল; ওয়া (oya), ওআ, ওা (oa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—وكيل ৱকীল্, واحد ৱাহিদ্, وزير ৱজীর, ولايت ৱিলায়ৎ, ولي ৱলী, انور অন্‌ৱর, اول অৱ্‌ৱল, تحرير তহৱ্‌ৱুর।

হম্‌জহ্ ফৎহহে-র পরে থাকিলে, ـَو=অৱ্; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ō (দীর্ঘ ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অৱ্, অও বা ঔ—তিনের এক লেখা চলে; مولى মৱ্‌লা, মওলা, বা মৌলা (mawlā, maula); جوهر জৱ্‌হর্, জৌহর; شوكت শৱ্‌কৎ, শৌকৎ; قوم ক্বৱ্‌ম, ক্বওম্, ক্বৌম্; اول অৱ্‌ৱল, অওৱল্, ঔৱল্।

স্বরবর্ণ و—পেশ চিহ্নের (ـُ) পরে থাকিলে, ـُو=ঊ; অর্থাৎ uw=ū (ঊ); محبوب মহ্‌বূব, ودود ৱদূদ্, منصور মন্‌সূর।

ه=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ্‌হর্, خواجه খ্ৱাজহ্, هند হিন্দ্, الله অল্লাহ্। হা-ই-মুখ্‌তফী—পদান্তস্থ অনুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপাদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'আঁ'কারের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ্' লেখার পক্ষপাতী। যেমন ملكه মলিকহ্ (বা মলিকা) سلطانه সুল্‌তানহ্ (বা সুল্‌তানা), فاطمه ফাতিমহ্ (বা ফাতিমা); [ফারসী دانه দানহ্ বা দানা, بنده বন্দহ্ বা বন্দা ইত্যাদি]। যেখানে অন্ত্য ه উচ্চারিত হয় সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য; الله অল্লাহ্। ة হা-তা—আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ত্ (ৎ)। جنة জিন্নহ্, জিন্নৎ; دولة দৱ্‌লহ্ দৌলৎ।

ى=য়া' (ইয়া) (য়া য়ে); সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইঅ বা ইয়; রোমানে y, জর্ম্মান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ و এর অনুরূপ। ব্যঞ্জন প্রয়োগ ي=য়—يحيى য়হ্‌য়া, يوسف য়ূসুফ, هدايت হিদায়ৎ, خيام খয়্যাম, سيد সয়্যিদ্, ضياء জ্বিয়া' (জ্বিয়া), كفايت কিফায়ৎ।

ـَيْ = অয়্ (ay, aj, ey), বা ঐ ai (বা দীর্ঘ এ) : خير খয়র্ (খৈর), زين জয়ন্ (জৈন্), حسين হুসয়ন্ (হুসৈন, হুসেন), حيدر হয়দর (হৈদর)।

ـِي = ঈ ; علي অলী, مجيد মজীদ, كريم করীম, باقي বাকী।

ফারসী (পারসী)

ভারতবর্ষে ফারসী কেতাবী ভাষা, মৌলবী ও আলেমগণের উপজীব্য মাত্র, কিন্তু ইহা পারস্য-দেশের জীবন্ত ভাষা। আধুনিক পারস্যের ফারসীতে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে—হাফিজ়, সঅ্দী (সাদী) ও ফির্দৌসীর ভাষা হইতে নবীন ফারসী উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে অন্য রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীর যে উচ্চারণ ছিল, ভারতে মৌলবীরা সেই উচ্চারণ ধরিয়া ফারসী পড়েন। উর্দুতে অধুনা যে সকল ফারসী কথা গৃহীত হয়, সেগুলি পুরান ফারসীর ঢঙেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে যে সকল ফারসী নাম পাওয়া যায়, তাহা এই পুরান উচ্চারণ ধরিয়া লেখাই ভাল।

ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে নাই, তজ্জন্য নূতন অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ফারসীতে সেইগুলি প্রকাশিত হয়। এই অক্ষরগুলি হইতেছে پ چ ژ گ.

ـَ ـِ ـُ = অ, ই, উ। ফারসী লিপিতে সাধারণতঃ এই তিন হ্রস্ব স্বর-চিহ্ন লেখা হয় না। ফারসীতে হম্জ়হের উচ্চারণ নাই। অলিফ্ ফারসীতে স্বরবর্ণ মাত্র : কথার আদিতে ا = অ (হিন্দীর অ, ইংরেজীর hut but এর u); অন্যত্র ا = আ। আদ্য ও মধ্য آ = দীর্ঘ 'আ' ; اسپ অস্প্, هزار হজ়ার, چراغ চিরাগ়্, انگور অঙ্গূর ; آب আব্, آتش আতিশ্ বা আতশ্, آرام আরাম, مهمان মহ্মান্। ا, ا = ই, উ : انگریز ইঙ্গরেজ়্, اُمّيد উম্মেদ্।

ب, ت = বে, তে : 'ব্' 'ত'; রোমান বানানে b, t : بابر বাবর, آب আব্, بهادر বহাদুর, تخت তখ্ৎ, زرتشت জ়র্তোশ্ৎ।

پ = পে : 'প'—p : پير পীর, پيغمبر পয়্গম্বর, پارسي পারসী, اسپنديار ইস্পন্দয়ার, اسپهان ইস্পহান, گشتاسپ গুশ্তাস্প্, پهلوان পহ্লবান্।

چ = চীম্ বা চে। 'চ' ; রোমান বানানে ch, ch, tch, tsch, tsj, tj, c, ć বা č ; چراغ চিরাগ়্, چين চীন, بلوچ বলোচ্, چشتي চিশ্তী, منوچهر মিনুচিহ্র্।

ژ = ঝ়ে। 'ঝ়' রোমান বানানে zh বা ž, ফরাসীর j ; منيژه মনীঝ়হ্।

گ = গাফ্। 'গ' = g: گيو গীউ, গীব ; گرگان গুর্গান্, گوهر গওহর্, بزرگ বুজ়ুর্গ্।

نگ = ঙ্গ : هوشنگ হোশঙ্গ, اورنگزيب অওরঙ্গ্জ়েব্, فرنگي ফিরঙ্গী।

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ث থ় ও ذ ধ় এর ধ্বনি সুপ্রাচীন ফারসীতে ছিল, এখনকার ফারসী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ق ص আরবী বানানে লেখা গুটি কয়েক ফারসী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ث ذ ح ص ض ط ظ ع ق এই অক্ষর গুলিকে আধুনিক ফারসীর বহির্ভূত বলা চলে, কেবল আরবী কথাতেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث = থ়। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবেস্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাণমুখ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে 'স' বা 'হ' উচ্চারণ করা হয়: کیومرس = کیومرث গয়োমর্ৎথ়—গয়ূমর্স্। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য স; এই স-কে রোমান ṡ'এর অনুকরণে সঁ লেখা চলে। স়, স়, স়., স়, স', স'—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দন্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ج = জ। جنگ জঙ্গ্, ازربیجان অজুরবৈজান্, یزدجرد য়জ্দ্‌জির্দ্। ج এর 'গ' উচ্চারণ ফারসীতে অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর গুরু উচ্চারণ করা হয় না।

خ = খ়। ফারসীতে خو এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটী ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়—খ় দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা = অন্তস্থ ব; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب খ়্বাব্ (= খ়াব্), خوارزم খ়্বারিজ়্ম্ (= খ়ারিজ়্ম্), خواجه খ়্বাজহ্ (= খ়াজা) ইত্যাদি।

د = দ। ذ = ধ়জ়। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবেস্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে 'জ়' উচ্চারণ করা হয়; তদ্রূপ আরবীর ض ظ (ধ়্ দ়্) র জ়-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দুতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, 'জ়' = z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'ধ়, জ়, দ়, থ়' লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দুর 'জ়' উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড় মুস্কিলের কথা। রোমান লিপিতে z = জ় অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া ż, ẓ, z̤, z̲, z̦, প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ ز ض ظ এর পার্থক্য জানান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ফুট্‌কি দিয়া জ় (= z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ়. জ় জ..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ় লেখাই ভাল; তবে যাঁহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাঁহারা এইরূপে লিখিতে পারেন; ز — জ় (যেমন আরবীতে আছে); ذ = জ়ঁ, (জ় এর মাথায় বিন্দু দিয়া—ث = সঁ এর অনুকরণে); ض = জ়্, এবং ظ — জ়।

ز ذ ض ظ—ইহাদের জন্য কখন যে জ, য, য় বা য় লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

ر س ش—র, স, শ—আরবীর মত। 'ছ' (= chh) দিয়া s এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়।

ص—স়, স; তুর্কী ফারসী উর্দুতে س ص এর কোন পার্থক্য নাই; ص র জন্য বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স় লেখা চলে।

ض এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=ত্ব ; ফারসীতে ط ও ت র তফাৎ নাই ; বাঙ্গালায় ইচ্ছামত ত্ব বা ত লেখা চলে।

ظ এর বিষয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ع—ফারসী, তুর্কী ও উর্দুতে ع এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ব্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ ঐ বিষয়ে তৎপর হইলেও সাধারণতঃ ع এর ধ্বনি অপরিচিত; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দু উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [ʿ] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

غ, ف—আরবীর মত=ঘ্, ফ্।

ق—আলেমগণ ইহার ক্ব উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ک ক এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ক্ব লেখাই ভাল।

ک, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ک এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

ن=ন; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ن চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই 'অনুনাসিক উচ্চারণ' (নূন্-ই-গ্‌ন্নহ্) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চন্দ্রবিন্দু লেখা যায়; যেমন جهان জহাঁ, شیرین শীরীঁ, نوشیروان নূশীর্‌রাঁন্ বা নোশের্‌রাঁ, چون চূঁ। نب=ম্ব।

و—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তোষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায়; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন و-কে ব লেখাই ভাল।

স্বরবর্ণ و এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে 'উ': فیروز ফীরূজ্, هندوستان হিন্দুস্তান্ نوروز নৌ-রূজ্, گوشت গূশ্‌ৎ ইত্যাদি; এই উচ্চারণকে معروف মৎরূফ্-উচ্চারণ বলে। و এর দীর্ঘ 'ও' উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই 'ও' উচ্চারণ (আজ কাল পারস্যে যাহাকে مجهول মজ্‌হুল্ বা 'অজ্ঞাত উচ্চারণ' বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজ্‌হুল্ বা 'ও'-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি তদনুসারে লেখাই ভাল; فیروز=ফেরোজ্, خسرو খ্‌সরো, هندوستان হিন্দোস্তান্, হিন্দোস্তাঁ।

او, ـَو=আরবী অৱ্; ফারসীতে অও, অউ বা ঔ; আধুনিক ফারসীতে 'ওউ', তুর্কীতে এভ্ (ev)। فردوسی আরবী ধরণে=ফির্‌দৱ্‌সী (Firdawsi); আধুনিক ফারসীতে—ফির্‌দোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফির্‌দৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফেদ্‌সী নহে), তুর্কীতে Firdevsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথায় ঔ লেখাই ভাল।

ه=হ। হা-ই-মুখ্‌তফী র সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ه স্থলে হ্ না লিখিলেও চলে; যেমন که=কি, چه=চি, نه=ন, به=বি।

; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য় ;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক (মা'রূফ) উচ্চারণ অনুসারে 'ঈ', পুরাতন (মজ্‌হূল) 'এ' দুইই লেখা চলে ; دلیر দিলের বা দিলীর ; جمشید জমশেদ্ বা জম্‌শীদ্ ; ایران এরান্ বা ঈরান্ ; شیر শের ; بیرونی বেরূনী, বেরোনী, বীরূনী ; بخشی বখ্‌শী।

ـَیـ অয়্ বা ঐ (ay, ai) ; (আধুনিক ফারসীতে ei এই) ; رَی রয়্, রৈ ; نَیشاپور নৈশাপোর, کَیخسرو কৈ খ্‌সরো, بَیرم বৈরাম ইত্যাদি।

ফারসীর কস্‌রহ্-ই-ইজাফৎকে -ই-, বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত। কিন্তু -ই- লেখাই ভাল। ইজাফৎকে পূর্ব্ব পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে।

-যেমন بختیار خالجی বখ্‌ৎয়ার-ই-খল্‌জী, محمود سبکتگین মহ্‌মূদ-ই-সবুক্তগীন, بادشاه هندوستان বাদ্‌শাহ্-এ-হিন্দোস্তান্ ইত্যাদি।

আরবী শেমীয় ভাষা; ফারসী ও পশ্‌তো এবং বলোচ্ তথা উর্দু, আর্য্যভাষা। তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্‌টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ;—হঙ্গেরীয় ও ফিন্, মাঞ্চু ও তুঙ্গুস্, মোঙ্গোল ও বুরিয়াৎ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। খিরঘীজ, উজ্‌বেগ্, সার্ত, য়াকুৎ, কাল্‌পাক্, কিপ্‌চাক্ প্রভৃতি তাতার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও স্বস্থানীয়। আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওস্‌মান্‌লী তুর্কী, এবং পূর্ব্বী বা চাঘ্‌তাঈ বা উইঘুর তুর্কী। ওস্‌মান্‌লী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটী উচু দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। চাঘ্‌তাঈ তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্ত্তমান আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্ব্বী তুর্কীই ছিল। তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাঘ্‌তাঈ তুর্কী ; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড়ে নাই ; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী ঢঙের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক্ নয়। তুর্কীতে স্পৃষ্ট ও উষ্ম, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না ; ت د ط ত দ ত়, ف پ ب ফ় প ব, چ ج চ জ, ک گ ক গ, ق غ ক় গ় এর অদল বদল দেখা যায়। স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ 'আ' বহু স্থলে বাঙ্গালা দীর্ঘ অ-কারের

মত (ইংরেজী awর মত) উচ্চারিত হয় ; چاق ماق, বাঙ্গালায় চক্‌মকী। তুর্কীতে বাঁকা 'উ, ও, আ' (=জর্ম্মানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না ; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই। و ও ي র 'ও' এবং 'এ' উচ্চারণ আছে। তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ض ط ظ ع ধ্বনি নাই ; কিন্তু ق খুবই মিলে ; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে। ফারসীর ژ নাই, এবং نگ র উচ্চারণ 'ঙ', ফারসীর মত 'ঙ্গ' (ঙ্‌গ) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে ; যেমন ايبك অয়্‌বক্, الپ ارسلان অল্প্‌ অস্‌লান্, هولاكو হুলাগূ, سبكتگين সবুক্‌তগীন্, يلدز য়িল্‌দিজ্‌, تغلق তঘ্‌লক্, طغرل তুঘ্‌রিল্, التمش অল্‌তমিশ্, يتگين য়িৎগীন্, الوغ উলুঘ্, خلجي খল্‌জী, چين قليچ চীন্ ক্লিলীচ, بغره বুঘ্‌রহ্‌ ইত্যাদি।

পশ্‌তো (পষ্‌তূ, পখ্‌তূ)

পশ্‌তো ঈরানীয় ভাষা, ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ইহাতে মিলে ; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী তুর্কী উর্দুতে মিলে না। কিন্তু পশ্‌তো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না ; সেই জন্য পশ্‌তোর ধ্বনি ও অক্ষর আলোচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটী পশ্‌তো নাম পাওয়া যায়, যেমন سور সূর, لودی লোদী, دراني দুর্রানী প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উর্দু (হিন্দোস্তানী)

উর্দু বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ পুরাতন ফার্সীর মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ذ ز ض ظ কে খালি জ় লিখিলেই ভাল ; তবে ع غ ق خ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উর্দুভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব বাঙ্গালা হরফে দেখান উচিত। ط, ص কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উর্দুর প্রাকৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত, যেমন ہے হৈ, বাঙ্গালায় 'হায়' বা 'হ্যায়' না লিখিয়া 'হৈ' লেখাই ভাল ; তদ্রূপ کیسے কৈসে= কৈসে, 'ক্যায়ছে' নহে ; ٹھٹھا ঠঠ্‌ঠা=ঠট্‌ঠা (ঠাট্টা নহে), پچھتانا পছতানা=পছ্‌তানা (পছাত্তা নহে), پھول ফুল=ফুল (ফুল নহে), تین তীন=তীন্ (তিন নহে), نہیں নহী=নহীঁ, پڑ পড়=পড়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

ব্যঞ্জন বর্ণ

(* চিহ্নিত বর্ণগুলি আরবীর নহে)

উচ্চারণ-স্থান	অব্যক্ত ঈষৎ-স্পৃষ্ট, সংবৃত, আভ্যন্তর-প্রযত্ন	অঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	অঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট সংবৃত	অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম সংবৃত	ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বিবৃত	উষ্ম sibilants [স-শ্লাষ্টিক] বিবৃত — অঘোষ	উষ্ম sibilants [স-শ্লাষ্টিক] বিবৃত — ঘোষ	ঘোষ অন্তস্থ (অর্দ্ধ-স্বর) সংবৃত	ঘোষ অনুনাসিক সংবৃত
কণ্ঠ	ء, ا = '	ق = ক়		خ = খ়	غ = ঘ়	ع = <	ح = হ়	ه = হ				
জিহ্বামূল [ও তালু]		ك = ক	ج = গ (প্রাচীন আরবী) *گ = গ									ق غ ك-এর পূর্ব্বস্থ ن
তালু		*چ = চ	ج = জ						ش = শ	*ژ = ঝ়	ي = য়	
দন্তমূল		ط = ত়		ظ = থ় (জ়)	ض = দ্ব় (দ়)				ص = স়			
দন্ত		ت = ত	د = দ	ث = থ়	ذ = ধ়				س = স	ز = জ়	ر = র ل = ল	ن = ন
ওষ্ঠ		*پ = প	ب = ব	ف = ফ় [দন্তোষ্ঠ্য]	و = ব়, w [v দন্তোষ্ঠ্য]						و = ব়, w	م = ম ب-র পূর্ব্বস্থ ن

স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	ـَ, أَ = অ	ـِ, إِ = ই	ـُ, أُ = উ	ـَيْ, ـَ = [আধুনিক আরবীতে] এ ٓ	ـُ [আধুনিক] = ও ٓ
দীর্ঘ	آ, ا = আ	اِي, يِـ, ـِي = ঈ	أُو, ـُو = ঊ	أَيْ, ـَيْ, ـَي = অয়্, ঐ বা দীর্ঘ এ]	أَوْ = ـَوْ = অৱ্, অও, ঔ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও আভিধানিক পণ্ডিত খলীল-ইব্‌ন্‌-অহ্‌মদ্‌ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন ;—[১] কণ্ঠ—ع, ح, ه, خ, غ, ق [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়—ک, ج [৩] স-গোষ্ঠিক—ش, ص, ض, س, ز [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—ط, د, ت, ظ, ذ, ث, ر, ل, ن [৫] ওষ্ঠ্য—ف, ب, م ; এবং [৬] অর্ধস্বর—و, ا, ى

প্রস্তাবিত লিপ্যন্তর-রীতিতে আরবী ফারসী বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ এই দাঁড়াইতেছে—

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ا ء	' (হম্‌জ়হ্‌)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	থ়	সঁ [স]
ج	জ [গ]	জ
چ	—	চ
ح	হ়	হ় [হ]
خ	খ়	খ়
د	দ	দ
ذ	ধ়	জ়ঁ [জ়]
ر	র	র
ز	জ়	জ়
ژ	—	ঝ়
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স়	স় [স]
ض	দ়ঁ [দ়]	ঝ়ঁ [জ়]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত়	ত় [ত]
ظ	ধ় [য়]	য় [য়]
ع	‹	‹
غ	ঘ়	ঘ়
ف	ফ়	ফ়
ق	ক়	ক় [ক]
ك	ক	ক
گ	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন়	ল, ম, ন
و	ৱ [ও]	ৱ [ও]
ه	হ	হ
ي	য়	য়
اَ اِ اُ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
وُ يِ	ঊ, ঈ	ঊ, ঈ
وْ یْ	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]
و ی	——	ও, এ ; ঊ, ঈ
ً ٍ ٌ	অন্, ইন্, উন্	——

প্রস্তাবিত বর্ণান্তর-রীতির প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র আরবী, ফারসী ও উর্দু, এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের নাম বাঙ্গালা বানানে মূলের সহিত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আরবী

সূরতু-ল্‌-ফাতিহহ্‌ (ক়ারী বা কোরান-পাঠকগণের পদ্ধতি অনুসারে বাক্যান্তস্থ হ্রস্ব স্বর অনুচ্চারিত রাখা গেল)।

بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم

مالك يوم الدين * إياك نعبد و إياك نستعين *

اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب

عليهم ولا الضالين * آمين *

বি-স্মি-ল্‌-লাহি-র্‌-রহ্‌মানি-র্‌-রহীম্‌ * 'অল্‌-হ়ম্‌দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্‌-ৎআলমীন্‌: * ৎ 'অর্‌-রহ্‌মানি-র্‌-রহীম্‌ * মালিকি য়ৱ্‌মি-দ্‌-দীন্‌ * 'ইয়্‌য়াক নৎবুদু, ৱ'ইয়্‌য়াক নস্তৎঈন্‌ * 'ইহ্‌দিনা-স্‌-সি়রাত়-ল্‌-মুস্তক়ীম্‌ * সি়রাত়-ল্‌-লধ়ীন 'অন্‌ৎঅম্‌ত ৎঅলয়্‌হিম্‌ গ়য়্‌রি-ল্‌-মগ়দ়ূবি ৎঅলয়্‌হিম্‌ ৱ লা-দ়্‌-দ়ালীন্‌ * আমীন।

অল্‌-মুৎঅল্লক়তু 'ইম্রু'ই-ল্‌-ক়য়্‌সি—

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها * لما نسجتها من جنوب و شمأل

ক়িফা নব্‌কি মিন ধ়িক্‌রা হ়বীবিন্‌ ৱ মন্‌যি়লি,
বিসক়্‌তি' লিল্‌ৱা বয়্‌ন-দ্‌-দখূ়লি ফ-হ়ৌমলি।
ফ-তূদ়িহ় ফ-ল্‌-মক়্‌রাতি লম্‌ য়ৎফু রসমুহা,
লিমা নসজত্‌হা মিন জনূবিন্‌ ৱ শম্‌'অলি ॥

ফারসী

গ়জ্ল্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী (জলালু-দ্-দীন্ রূমী)

چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نه میدانم
نه ترسا و یهودیئم نه گبرم نی مسلمانم *
نه شرقیئم نه غربیئم نه بحریئم نه بریئم
نه از ملک عراقیئم نه از خاک خراسانم *

هو الاول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن
بجز موجود یا من هو دگر چیزی نمیدانم *
مکانم لامکان باشد نشانم بینشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جان جانانم *

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنت نه ازدزخ
نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم *
الایا شمس تبریزی چرا مستی در این عالم
بجز مستی و مدهوشی دگر چیزی نمیدانم *

চি তদ্বীর্, অয়্ মুস্লমানান্ ? কি মন্ খ়্দ্-রা ন-মীদানম্।
ন অজ়্ তর্সা ব য়হূদীয়ম্, ন গব্রম্ ন-ঈ মুস্লমানম্॥
ন শর্ক়ীয়ম্ ন গ়র্বীয়ম্, ন বহ্রীয়ম্ ন বর্রীয়ম্,
ন অজ়্ মুল্ক্-ই-‹ইরাক়ীয়ম্, ন অজ়্ খ়াক্-ই-খ়ুরাসানম্।
"হুব-ল্-অব্বল, হুব-ল্-আখ়ির্, হুব-জ়্-জ়াহির্ হুব-ল-বাতিন্
বিজুজ়্ "মওজুহ্ য়া মন্ হু"—দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥
মকানম্ লা-মকান্ বাশদ্ ; নিশানম্ বী-নিশান্ বাশদ্ ;
ন তন্ বাশদ্, ন জান্ বাশদ্, কি মন্ খ়ুদ্ জান্-ই-জানানম্॥
ন অজ়্ ‹অর্শম্, ন অজ়্ ফর্শম্, ন অজ়্ জন্নৎ, ন অজ়্ দূজ়খ়্ ;
ন অজ়্ আদম্ ন অজ়্ হব্বা, ন অজ়্ ফির্দওস্-ই-রিজ়্ৱানম্॥
ইলায়া-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী, চিরা মস্তী দর্ ঈন্ ‹আলম্ ?
বিজুজ়্ মস্তী ব মদ্হুশী দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥

উর্দু

রুব্‌ৎআয়াৎ-ই-হালী।

کانٹا ہی ہریک جگر میں اٹکا تیرا
حلقہ ہی ہریک گوش میں لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہی ضرور
بھٹکے ہوے دل میں بھی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা হৈ হর্-ইক্ জিগর্-মেঁ অট্‌কা তেরা ;
হল্‌কহ্ হৈ হর্-ইক্ গোশ্-মেঁ লট্‌কা তেরা।
মানা নহীঁ জিস্ নে তুঝ্‌কো জানা হৈ জরূর্ ;
ভট্‌কে হুএ দিল্-মেঁ ভী হৈ খট্‌কা তেরা।

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

হিন্দু-নে সনম্-মেঁ জল্‌বহ্ পায়া তেরা ;
আতিশ্-প মুঘান্-নে রাগ্ গায়া তেরা।
দহ্‌রী-নে কিয়া দহর্-সে তৎবীর্ তুঝে ;
ইন্‌কার্ কিসী-সে বন্ ন আয়া তেরা।

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں
شر سے بچیں اور شر کے عوض خیر کریں
جو کہتے ہیں یہ کہ ہے جہنم دنیا
وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں

হিন্দু-সে লড়েঁ ন গব্‌র্-সে বৈর্ করেঁ—
শর্-সে বচেঁ, ঔর্ শর্-কে ৎইবজ্ খৈর্ করেঁ—
জো কহ্‌তে হৈঁ য়িহ্, কি 'হৈ জহন্নুম্ দুনিয়া'—
ৱুহ্ আএঁ, ঔর ইস্ বিহিশ্‌ৎ-কী সৈর্ করেঁ।

ہے عشق طبیب دل کے بیماروں کا
یا گھر ہے وہ خود ہزار آزاروں کا

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

ہم کچھہ نہیں جانتے - یہ اتنی ہی خبر
یک مشغلہ دلچسپ ہی بیکاروں کا

হৈ ʿইশ্‌ক্‌ তবীব্‌ দিল্‌-কে বীমারোঁ-কা ?
য়া খর্‌ হৈ বুহ্‌ খুদ্‌ হজার্‌ আজারোঁ-কা ?
হম্‌ কুছ্‌ নহীঁ জান্‌তে ; পহ্‌ ইৎনী হৈ খবর্‌—
ইক্‌ মশ্‌গলহ্‌ দিল্‌-চস্প্‌ হৈ বেকারোঁ-কা ।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণ

১ । দাস্‌ বংশ—

قطب الدین ایبک কুত্‌বু-দ্‌-দীন অয়্‌বক্‌

آرام আরাম্‌

التمش অল্‌তমিশ্‌

فیروز ফীরোজ্‌, ফেরোজ্‌

رضیه রজ্বিয়হ্‌, রজিয়হ্‌

بہرام বহ্‌রাম্‌

مسعود মস্‌ʿউদ্‌

محمود মহ্‌মূদ্‌

بلبن বল্‌বন্‌

کیقباد কৈ কু্‌বাদ্‌

২ । খল্‌জী বংশ—

جلال الدین فیروز জলালু-দ্‌-দীন ফীরোজ্‌

ابراهیم (ابرهیم) ইব্রাহীম্‌

علاء الدین محمد ʿঅলা'উ-দ্‌-দীন্‌ মুহম্মদ্‌

شهاب الدین عمر শিহাবু-দ্‌-দীন্‌ ʿউমর

مبارک মুবারক্‌

ناصر الدین خسرو নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ খু্‌সরো

৩ । তগ্‌লক্‌ বংশ—

تغلق তগ্‌লক্‌

محمد মুহম্মদ্‌

فیروز ফীরোজ্‌

ابوبکر অবূ-বক্‌র্‌

نصرت নস্‌রৎ

تیمور তীমূর, তৈমুর

৪ । সয়্যিদ্‌ বংশ—

خضر খিজ্‌র, খিজ্‌র্‌

عالم ʿআলম্‌

৫ । লোদী বংশ—

بہلول বহ্‌লোল্‌

سکندر সিকন্দর

৬ । আফগান (অফ্‌গান্‌) বংশ—

شیر شاه শের শাহ্‌

محمد عادل মুহম্মদ্‌ ʿআদিল্‌

৭ । মোগল (মুগ্‌ল্‌) বংশ—

بابر বাবর্‌

همایون হুমায়ূন্‌

اکبر অক্‌বর্‌

جہانگیر জহান্‌-গীর্‌

شاہ جہان শাহ্‌-জহান্‌

اورنگزیب عالمگیر অওরঙ্গ্‌জেব্‌ ʿআলম-গীর্‌

بہادر বহাদুর্‌

جہاندار জহান্‌-দার্‌

فرخ سیر ফর্‌রুখ্‌-সিয়র্‌

احمد অহ্‌মদ্‌

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনা-কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রধান অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসয়্ন্ সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

'অল্-হম্‌দু লি-ল্লাহি-
-ল্-লজী রহব লি-বলদিনা-ল্-কদীম্
শরফ় তমদ্দুনি দীনি ল্-ইস্‌লামি-ল্-করীম্;
র ফতহ় ‹অল্সা-ল্সিনতিনা-ল্-হিন্দিয়্যহ্
অধ্-ধ়খীরত-ল্-রসী‹অত-ল্-অল্‌ফাঝ়ি-ল্-‹অরবিয়্যহ্,
র-ল্-খ়জীনত-ল্-বহীজত মিন-ল্ কলিমাতি-ল্-ফারিসিয়্যহ্

ঈন্ রিসালহ্-ই-মুহ়ক্‌কর্-রা
ব-নাম্-ই-নামী-ই-খুদ্দাম্-ই-হ়কীকী-
ই-মাদরী-রত়ন্-ই-মহ়্বূব্,
র ‹উলমা-ই-ঞী শান্,
কি অজ় জ়বান্-ই-রুশঙ্গ্-ও-শীরীন্-ই-বঙ্গলহ্
মুহ়ব্বৎ ও উল্‌ফৎ দারন্দ্,
জ়ীনৎ বখ্‌শীদম্॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে

৭ই আশ্বিন ১৩২৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্
" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
" বিজয়লাল দত্ত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" তারিণীচরণ পাল
" প্রমথনাথ খান
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ
" মহম্মদ ইউসুফ আলী খাঁ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ
" ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা
" পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
" গণপতি সরকার
" শ্যামলধন মিত্র
" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" আশুতোষ দত্ত
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" রাধিকাভূষণ রায়
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" গোকুলচন্দ্র বড়াল
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ	শ্রীযুক্ত হবিবর রহমন
„ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্	„ বাণীনাথ নন্দী
	„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
„ বিপিনচন্দ্র পাল	„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	„ রায় বিনোদবিহারী বসু
„ রজনীরঞ্জন দেব বি এ	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ দামোদরদাস বর্ম্মণ্	„ শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য
„ রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্	„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
	„ শরচ্চন্দ্র মিত্র
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ	„ শশিকুমার মিত্র
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি	„ যোগেশচন্দ্র রায়
	„ আশুতোষ শাস্ত্রী
„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ	„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ যতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ	„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
„ সত্যচরণ বসু এম্ এ	„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	„ রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত
„ হরিপদ দত্ত	„ রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	„ প্রভাসচন্দ্র বসু
„ রামকমল সিংহ	„ গুরুপ্রসাদ বসু
„ ললিতমোহন পাল	„ মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভারম্ভে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি সংস্কৃত শোকগাথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক স্ব স্ব রচিত শোক-গাথাগুলি পঠিত হয়। (শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন।)

অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সভায়

কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।—মহারাজ গিরিজানাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই কাশিমবাজার, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বিদ্যানিধি, করুণাচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৎপরে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও স্তম্ভস্বরূপ, বঙ্গ-মাতার কৃতী সুসন্তান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, নানা বিদ্যার আধার, সর্ব্বসদ্‌গুণান্বিত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগে আমরা শোক-প্রকাশ করিয়া থাকি। কতক লোকের জন্য কেবল তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতক লোকের জন্য প্রতিবেশীরা, আর কতক লোকের জন্য সমস্ত দেশবাসী সকলেই শোক করিয়া থাকেন। সারদাচরণ এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী—ভারতবাসী তাঁহার জন্য শোক করিতেছে। আমি কথায় কি জানাইব; আপনাদের কাজের দ্বারায় তাহা প্রমাণ হইতেছে। যাঁহাদের জন্য আমরা বেশী শোক-প্রকাশ করি, তাঁহারা গৌরব চান না—আর যাঁহারা গৌরব চান, তাঁহাদের জন্য অধিক লোকে শোক-প্রকাশ করেন না। তিনি যে যে সৎকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, দেশবাসীকে সেই সেই কার্য্যে উদ্‌যোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কোনও কার্য্যোপলক্ষে আমি কলেজ-লাইব্রেরী-গৃহে আসি, তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু পাঠ-নিরত সারদা বাবুকে দেখাইয়া বলেন,—ঐ ছেলেটিকে দেখ; এ দেশের একটা মানুষ হবে। সহাস্য বদন, প্রকৃত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনচেতার ন্যায় চক্ষু উজ্জ্বল;—সেই ভাব তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সহিত মতান্তর হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনান্তর কখনও হয় নাই।

তাঁহার অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম-জীবনকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১। সাহিত্য-ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতিরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নানা সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বহু সাময়িক পত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী গভীর গবেষণাপূর্ণ। তিনি স্বার্থপর ছিলেন না—পরার্থপর ছিলেন। এই জন্য একলিপি-বিস্তারের বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন;—উদ্দেশ্য, একতা-বিস্তার। তিনি যেমন ভারত-প্রেমিক, তেমনই আবার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন।

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার টেগর ল-লেক্‌চার (Tagore Law Lecture) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিদ্যায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক মতাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র ন্যায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্য্যে স্বাধীনতা এবং ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে এবং আমাদের পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্ম্মী ছিলেন। বেশী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতেই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্য্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিবন্ধকতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী—৺প্রাণনাথ সরস্বতী। স্যার রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্য্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্য্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাল্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাঙ্গামার মোকদ্দমার কথা। রাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভারি কষ্ট। যেখানে আহার, সেখানে মলত্যাগ, সেইখানেই শয়ন। ইহারা হাই-কোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হয়; হঠাৎ এক জনের অসুখ হওয়ায় অন্য জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার। মোকদ্দমায় দুই জন জজের দুই রায় হইল। সারদা বাবু বলিলেন,—আমি 'সিনিয়ার' জজ, আমার মতই গ্রাহ্য হইবে। তিনি সকলকে জামিনে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে মেদিনীপুরে ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। বহু সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই জন্য তাঁহার পেন্সনাদি কিম্বা সর্ব্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সদ্গুণ এবং কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি অরগায়ে আমাকে বাড়ী হইতে আনেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেথেকে তাঁর উপকার যতটা করিতে পারি আর না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সৎসঙ্গ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সারদা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনলুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভার আমি একজন উদ্‌যোক্তা ছিলাম। সভার আহ্বানকারী ছিলেন—৺গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৺প্রাণনাথ সরস্বতী। সারদাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করলুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটীরে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সারদা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্যা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে মত দিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সারদা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড রাখিতে হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা দুষ্কর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে বহু বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অনুষ্ঠান জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্ম্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার

মধ্যে অসাধারণ ভাবে ছিল। কাজের অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ভেতর থেকে তাঁহাকে কর্ম্ম করাইত। তিনি আট বৎসরকাল সভাপতি ছিলেন। এত দীর্ঘ কাল কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, পরিষৎ তাঁহার মত নেতা না পাইলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত না! স্বাধীনচেতা, অল্পভাষী, জবরদস্ত হাকিমের মত যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য ঠিক অথচ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিচালনা করিতেন। সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে তাঁহার মত বহুবার সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য অন্য কেহ পরিচালনা করেন নাই। আট বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া পরিষৎ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত চিরগ্রথিত হইয়া থাকিবে। সারদা বাবুর তিরোভাবে দেশের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পরিষদের ক্ষতিও যথেষ্ট। সহকারী সভাপতি-রূপেও তিনি আমরণ বহু কার্য্যে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

পরে যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল মহাশয় এই উপলক্ষ্যে বলিলেন,—সারদা বাবুর জন্য শোক নহে—শোক আমাদের জন্য। তাঁহার উৎসাহ অনন্ত এবং নির্ভীকতা অনন্যসাধারণ ছিল—কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি অন্যত্র। আমার ধারণা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার একলিপি-বিস্তারের চেষ্টার আমি সমর্থন করি। তাঁহার প্রতিভা যথার্থ ই সর্ব্বতোমুখী। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে কার্য্য করিতেন।

পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহার দুএকটি বিশেষত্বের উল্লেখ মাত্র আমি করিব। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় Age of Consent Billএর আন্দোলনের সময়। যাক্ সে সকল কথা। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, তিনি বিদ্বান্—কিন্তু মরিতে প্রস্তুত, মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান, মরণকে উপেক্ষা তিনি ক'রেছেন। তিনি পিতামহের শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিশিষ্টতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব—ফল্গু-প্রবাহের মত তাঁহার জীবনে ছিল। পানিশেহোলায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—বাড়ী ঘর, ঠাকুরঘর, হিন্দুর ঘরের মত, মার্ব্বেল পাথর দেওয়া দুর্গাদালান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব চেয়ে ভাল। তিনি পল্লীবাসী ছিলেন। পল্লীজীবনই বাঙ্গালীর স্থায়ী জীবন বলিয়া বুঝিতেন। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালার মতন রাখাই চাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসী লোকদের সহিত আদান-প্রদান করিবার জন্য, একটা ভাবের জমাটের জন্য তাঁহার একলিপি-বিস্তারের প্রয়াস। কিন্তু তাঁহার আসল বিশিষ্টতা, যাহা পূর্ব্বেই বলিলাম, সেই অদ্ভুত পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, সেই মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এক কথায় তিনি পুরাতনের শেষ চিহ্ন। হিন্দুত্বই তাঁহার বিশিষ্টতা। বৈভবশালী এমন বিদ্বান্ পাইলেও, এমন খাঁটি বাঙ্গালী, এমন জীবন, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন মরণ বোধ হয়, আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মার নিকট বলি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ রকম ভাবে জীবন রেখে, হিন্দুত্ব রেখে, ঐ রকমে মরিতে পারি।

তোমার জীবন পারিজাত তুল্য, একটি স্যমন্তক মণি ভানুর দীপ্তির স্বরূপ। আর একটা কথা, তিনি পরিষদের বাহক, ধারক ও নায়ক ছিলেন—স্তম্ভ ছিলেন না,—ও কথাটায় কেমন বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ।

পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বায়রন, শেলী, সেক্‌স্‌পীয়ার পড়ে ও শেখে। কিন্তু সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এ দেশের ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।

তারপর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সারদা বাবু সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়েছেন। সুধু এখানে নয়—মফস্বলেও। তিনি একমাত্র সভাপতি—যিনি শাখা-সভাগুলির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শাখাপরিষৎগুলির পক্ষ হইতে যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর মত খাঁটি মানুষ, যথার্থ মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সঙ্গে কার্য্য ক'রে তাঁহার ভিতরের মানুষটাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেটা খুব বড়, খুব মহৎ।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সারদা বাবু সুধু স্বজাতীয় নহে, হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, সারদা বাবু দৃঢ়চিত্ত ও যথার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই সময় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,— স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—দেশের লোক অনেকেই তাঁহার গুণাবলীর বিষয়ে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার Strong Common Sense ছিল এবং সেই বলেই তিনি সকল বিষয়েই শীঘ্র একটা বিষয়ে উপনীত হইতে পারিতেন এবং সেই বলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক করিতে হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। ইহা যে কেবল পরিষদের

সদস্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা নহে; সারদা বাবুর গুণমুগ্ধ দেশবাসী পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক স্মৃতিসভা হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। এ বার সেরূপ না হয়। অন্ততঃ সকলে মিলিয়া একটা কিছু করুন।

শেষে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং একটা কথা বলি যে, Depressed class নিম্ন জাতির উন্নতি সাধনেও সারদা বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসম্মানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। অধিক রাত্রি হওয়ায় সভাপতি মহাশয় কিছুই বলিলেন না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৪ই আশ্বিন ১৩২৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি —

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস, আই এস্ ও (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
" রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
" রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্
" কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি
" প্রমথনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার
" সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার
" স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ
" শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" গৌরহরি সেন
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গুরুদাস সরকার এম্ এ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, কবিরত্ন
" হেমেন্দ্রনাথ রায়
" অমূল্যচরণ সেন
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" আনন্দনাথ রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" অমরনাথ খাঁ
" উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ
" বিষ্ণুপদ রায় বি এ
" দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ
" ফণিভূষণ সিংহ বি এ
" রমাপতি ত্রিবেদী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
" বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এস্ সি
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার
" শরৎলাল বিশ্বাস এম্ এস্ সি
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র
" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
" মন্মথনাথ রায়
" শরচ্চন্দ্র দেব বি এ
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" নিত্যানন্দ রায়
" শ্রীনিবাস দাস
" সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" হেমেন্দ্রনাথ বড়াল
" প্রমথনাথ সেন কবিরত্ন
" সুধীরচন্দ্র মজুমদার
" শরৎকুমার মিত্র বি এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
" বিধুভূষণ সেন
" ললিতমোহন মল্লিক
" প্রতিভাকুমার সেন
" বিজয়কুমার রক্ষিত
" সতীশচন্দ্র পাণ্ডা
" সুধাংশুবদন পাণ্ডা
" শ্রীশচন্দ্র বসু
" প্রসন্নকুমার সিংহ
" সুধীরকৃষ্ণ সিংহ
" রামকমল সিংহ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" নিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
" রামনাথ সেন
" ললিতমোহন পোদ্দার
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" গিরিজাভূষণ ঘোষাল
" ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
" কালীপদ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
" দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
" বঙ্কিমবিহারী ধরাই
" যতীনচন্দ্র রায় এম্ এ
" দেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত
" নীরদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী — সহকারী সম্পাদক
কিরণচন্দ্র দত্ত

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক", (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (গ) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। বিগত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে কতিপয় ভদ্র মহোদয় সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় আপত্তি করায় তাঁহাদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে। সেই সকল প্রস্তাবিত সদস্যের নাম উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে না থাকায়, উক্ত কার্য্যবিবরণ অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্য উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম সংযোজন পূর্ব্বক এই কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ব্রজনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

গত ১৪ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৯৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং সহকারী সভাপতি মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। তৎপরে পরিষদে যে সকল পুস্তক ও পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত	১। ইন্দুমতী
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২। ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান
	৩। সুনীতি-বিকাশ, ১ম ভাগ
	৪। ঐ ঐ, ২য় ভাগ
" রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন	৫। মানসী
" মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	৬। আর্য্য-পৌণ্ড্রক
	৭। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচ-নির্ণয়
অনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	৮। বিবাহ
	৯। সুসন্তান লাভের উপায়

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	১০। ডাক্তারী শিক্ষা, ১ম খণ্ড
	১১। সরল ধাত্রীশিক্ষা, ১ম-২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১২। উপাসনা
„ যশোদালাল তালুকদার	১৩। প্রেমবিলাস
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪। লক্ষ্যহীন
	১৫। বাল্য বিবাহ
	১৬। আচার্য্যের উপদেশ
	১৭। শ্রীকৃষ্ণের সংসার
ডাঃ „ সুকুমার পাকড়াশী	১৮। মা
	১৯। চণ্ডী
„ অক্ষয়কুমার বসু	২০। নিরুপমা
„ দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ম ভাগ)
Officer in Charge Bengal Sectt. Book Depot	1. Tenth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1914-15, 1915-16 and 1916-17.
Do	2. Report of the Sanitation in Bengal for the year 1916.
Do	3. Report of the Conference of Directors of Public Instruction, Delhi, Jan 1917.
Director, Geological Survey of India	4. Memoires of the Geological Survey of India, Vol XLV, Pt. I. 1917.
Registrar, Calcutta University	5. Calcutta University Minutes Vol. LX, Pt. V, 1916.
	6. Do Do Do Vol. LX, Pt. VI. 1916.
	7. Calendar Pt. III. 1917.
Secretary, Smithsonian Institution	8. Ethnobotany of the Tewa Indians.
	9. Cambrian Geology and Paleontology. III.
	10. Phonetic Transcription of Indian
	11. The Teeth of a monkey found in Cuba.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. Smithsonian Institution	12.	The Remarkable new species of Birds from Santo Domingo.
	13.	Three new Murine Rodents from Africa.
	14.	Maxonia, a new genus of Tropical American Ferns.
	15.	Bones of Mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo.
	16.	On the use of the Pyranometer.
Secy. Indian Science Association	17.	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol II. 1917.
Secy. Vivekananda Society	18.	Report of the Vivekananda Society, Calcutta, from Oct 1915 to Dec, 1916.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	19.	Lilamani.
	20.	The Murder of Captain Tryatt.
	21.	The Temple in the Tope.
	22.	War and the Weird.
	23.	The War Wedding.
	24.	Studies of Indian Life and Sentiment.
	25.	The Position of Women in Indian Life.
	26.	The War in Light.
শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ	27.	Relief-work of the Ramkrishna Mission during the flood and Famine in Bengal, Assam and in the United Provinces, 1915-16.
Officer in Charge, Bengal Secretariate, Book Depot	28.	Fifty Fifth Annual Report of the Govt, Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1916-17.
Supdt. Govt. Printing, India	29.	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June, 1917.
	30.	Statistics of British India. Vol V. Education, 1915-16.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	31	Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta, 1917.
রায় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি	32.	Textile Industry in Ancient India.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot	33.	Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal during the year 1916-17.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	34.	Manuals of Elementary Science —Electricity.
	35.	Highroads of History.
Supdt. Archæological Survey of India (Frontier Circle)	36.	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1916-17.
Supdt. Govt. Press, Madras	37.	The Progress Report of the Asst. Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle, 1916-17.
Curator, Govt. Book Depot Burmah,	38.	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1917.

৩। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১১২ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অদ্যকার সভায় ভোট দিতে পারিবেন কি না? তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর সদস্য-পদ স্বীকার করিয়া প্রবেশিকাদি জমা না দিলে, তাঁহারা সদস্যের কোনও অধিকার পাইবেন না। নিম্নে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বি এল্ ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ		শ্রীরাধাকিশোর ঘোষ এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ ১২।২ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		মিঃ রাসবিহারী সেন ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এইচ, সি, সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল্, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ দস্তিদার জমীদার, ঐ ঐ।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, নাজির ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, কবিরাজ আলোয়ারা পোঃ, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, পেশকার ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ডিমনষ্ট্রেটর, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ চম্পা নগর, ভাগলপুর।
শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র	„	শ্রীহরিপদ ঘটক নোয়াদা, আউটসাহী পোঃ, ঢাকা।
সার জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী ৩২ এলগিন রোড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযতীনচন্দ্র রায় এম্ এ ১১১ হার্ডিং হোষ্টেল।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ গণ মাটসিয়া, যশোহর।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এ ২৮ শিবপুর রোড, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এ, সি, ভট্টাচার্য্য পি এইচ্ ডি ২৪ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ৭২ জয়মিত্রের গলি।
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন ঐ ঐ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল, ৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭১ লোয়ার সারকুলার রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র ৫ নীলমণি সরকার লেন।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ৭ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
„	„	শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত ৭ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সী হবিবর রহমন ৫ কলিন লেন।
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী	„	ডাঃ শ্রীশ্যামাচরণ পাল সেওড়াফুলী, হুগলী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯।২ সাউথ রোড, ইটালী।
	„	শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল্ ১৪৪ আপার সার্কুলার রোড।
	„	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র বি এ ৩৯ বীডন ষ্ট্রীট।
	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালিকানন্দ ঠাকুর ৫৮ ম্যাকলিওড ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক—শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। রায় শ্রীনিশিকান্ত সেন বাহাদুর, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিশনাল অফিসার, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। শ্রীদাশরথি দত্ত এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীরোহিণীকান্ত মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। শ্রীমধুসূদন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, ঐ ঐ। শ্রীষষ্ঠিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীঅধরচন্দ্র রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক্ এম্ এ, বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, কাঁথি, মেদিনীপুর। মিঃ নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি এ, তমোলুক, মেদিনীপুর। শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেক্টর, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ঐ ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর ও এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর। শ্রীকরালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ঐ ঐ। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কলেক্টর, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ, মেদিনীপুর। শ্রীসত্যচন্দ্র জানা এম্ এ, বি এল্, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি ই, লহ্মাপুর, মেদিনীপুর। শ্রীরমণীমোহন সিংহ, বি ই, ইটামগরা, মেদিনীপুর। শ্রীতমসারঞ্জন দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। চৌধুরী শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, জমীদার, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদেবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, ঐ ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র মোক্তার, মেদিনীপুর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, ঐ ঐ। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র বেরা, ঐ ঐ। শ্রীপশুপতি সামন্ত, ঐ ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী কালেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীপৃথিবীনাথ ষড়ঙ্গী, নায়েব, রোহিণী, মেদিনীপুর। শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ম্যানেজার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত নবাবস্থান, মেদিনীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীঅনাথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীজনগর, আলমপুর, বর্দ্ধমান। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর। শ্রীহৃদ্‌কমল রায়, ম্যানেজার বি ব্রাদার্স এণ্ড

কোং, ১৮ ব্রজনাথ মিত্রের লেন। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সম্পাদক, হবিগঞ্জ লোন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীসতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, প্রতাপগড় ষ্ট্রীট, হুগলী, চুঁচুড়া। প্রস্তাবক—শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, ঐ ঐ। শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঐ ঐ। শ্রীঅমূল্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রিয়নাথ রায় এল্ এম্ বি, বনগ্রাম, যশোর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীসতীনাথ মিশ্র, সামটা, যশোর। শ্রীহরিনাথ চৌধুরী, ১২ বেলগেছিয়া রোড। প্রস্তাবক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ, কন্‌ট্রোলার ইণ্ডিয়ান ট্রেজারার, দিল্লী। পণ্ডিত শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ। শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীআদিনাথ সেন, ঐ ঐ। রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ, দীনবন্ধু লেন। শ্রীসতীনাথ রায় বি এল্। ডাঃ ডি এন্. রায় এম্ ডি, বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, জমীদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ডিমনষ্ট্রেটর অফ্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীপরেশলাল সোম বি এল্, ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীজগদিন্দু রায়, ৩৯ শীতলাতলা লেন, নর্থ, নারিকেলডাঙ্গা। শ্রীআশুতোষ পাল এম্ এস্ সি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীনিরাপদ সমাদ্দার এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ঐ ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এস্ সি, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ঐ ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস সি, ঐ ঐ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি, ৯৬।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীরাজেন্দ্রভূষণ বক্‌সী এম্ এ, ১৭ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীসুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৭৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, ৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০।১ এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—ঐ। সদস্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এল্ এল বি, উকীল, বিলাস-

পুর, সি, পি। শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, উন্নানী, ইউ, পি। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅমরনাথ বসু, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র গুপ্ত, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম এস্, ৬ রামহরি ঘোষের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক-শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীপয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৪৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়কুমার সেন বি এ, ইন্‌কাম ট্যাক্স আফিসের এসেসার। শ্রীসুধীর-কুমার সেন বি এ, ২৩।২৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত, এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্ণী, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈদ্যবাটী, বৈদ্যপাড়া, হুগলী। শ্রীঅম্বিকানাথ সেন, ঐ, ঐ। শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৩ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর লেন, ভবানীপুর। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস এম্ এ, চন্দননগর। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ২৩ স্কটস্ লেন। শ্রীকিরণকুমার সরকার, ৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৩ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ১১ যদুনাথ সরকার লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্, ৯ বীডন রো। শ্রীবরদাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিনিয়র ক্লার্ক, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং। শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইন্‌কাম্ টেক্স আফিসের ক্লার্ক, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট্। সমর্থক—শ্রীসত্যচরণ বসু, সদস্য—শ্রীকুমুদকান্ত সেন বি এল, ৩৪।১ গুলুওস্তাগর লেন। সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন, ৪।১ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅভয়কুমার মজুমদার এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীদেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল, কান্দী, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, ১৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১১০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রফুল্লধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, মহাদেবপুর, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরনাথ পালিত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীদ্বারকানাথ মুখো-পাধ্যায় এম্ এস্ সি, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ২ দর্জ্জিপাড়া বাই লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহেমনাথ দাশ গুপ্ত, ৬।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমনোজ-

কুমার বসু, ১১ মার্হাট্টা ডিচ্ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রাজসাহী, ৮ মধুসূদন গুপ্ত লেন। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর। শ্রীঅনিলবরণ রায়, হেতমপুর কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীহরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সিমলাগড়, হুগলী। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীআশুতোষ মিত্র,আভাবাগান লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল্, স্থায়রত্ন লেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে কার্য্য-তালিকার ৫ম দফা অর্থাৎ গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আলোচিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া হেম বাবুকে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলেন। হেমবাবু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তিতে যাঁহাদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট না থাকায় উক্ত কার্য্যবিবরণী অসম্পূর্ণ। যাহাতে কার্য্যবিবরণী সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ উক্ত সদস্যগণের নাম এবং যাঁহারা উক্ত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন ও সমর্থন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রোক্ত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নামগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নামের তালিকা পাঠ না করিলেও তাঁহার প্রস্তাব যখন বুঝিবার পক্ষে কাহারও বাধা হইতেছে না, তখন উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তালিকা মুদ্রিত হইবার কোনও বাধা থাকিবে না। হেমবাবু বলিলেন, উক্ত তালিকা এই প্রস্তাবের অংশীভূত; সুতরাং তিনি এই তালিকাপাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, তিনি সভাকে জানাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়া (under protest) তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। তৎপরে হেমবাবু ঐরূপ ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় অধ্যাপক রমেশ বাবু বলেন যে, এই তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলায় সভাপতির অধিকার নাই। সভাপতি মহাশয় রমেশবাবুকে বসিতে বলায় হেমবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবেন না, অদ্য উহা স্থগিত রাখা হউক। হেমবাবু

আসন গ্রহণ করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব যখন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, তখন প্রস্তাবকের ইচ্ছানুসারেই ইহার আলোচনা স্থগিত থাকিতে পারে না। তবে প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় হেমবাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত করার সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সভাপতি মহাশয় তালিকা-পাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে আদেশ দেন। হেমবাবু তখন সভাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরিষদের ৩৯(খ) নিয়মানুসারে তিনি এই প্রস্তাব মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতেছেন। হেমবাবু বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। ভ্রম দুই রূপে হইয়া থাকে, যথা—Error of Omission ও Error of Commission। এই কার্য্যবিবরণীতে দুইরূপ ভ্রমই হইয়াছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা এই কার্য্যবিবরণীতে নাই, এইটি Error of Omission। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা বলিয়া কতকগুলি সদস্যের নাম লেখা হইয়াছে। ইঁহারাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত নহেন। যাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারাও যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তালিকার নাম "প্রস্তাবিত তালিকা" না হইয়া "নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা" হওয়া উচিত ছিল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না এবং ইহাই Error of Commission, কিন্তু যে ভাবে তালিকা ছাপা হইয়াছে, ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা নহে, ইহা misleading। প্রথমতঃ তালিকা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, যে সমস্ত সদস্যের নামে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের নামও এই তালিকাতে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিজের এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে পরিষদে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সদস্যদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় অবগত করান। কোন সভাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা থাকে, সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যের নির্ব্বাচনে আপত্তি পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। সুতরাং এই ঘটনা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং কার্য্যবিবরণীতে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সেই মুষ্টিমেয় সদস্য ব্যতীত পরি-ষদের অধিকাংশ সদস্য সেই অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহার যথার্থ বিবরণ পাইলেন না। হেমবাবু আরও বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইতে পারে; প্রথম আপত্তি এই, পরিষদের ৯৪ সংখ্যক নিয়ম এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কার্য্য-

বিবরণ একবার গৃহীত হইবার পর তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নহে। ৯৪ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিয়ম কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহা "নিয়ম" সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পর তাহার পরিবর্ত্তন পরিষদে হইয়া থাকে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে এক নজীর আছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে,—"সুকবি বরদাচরণ মিত্রের পত্র পঠিত হইল।" কিন্তু এই পত্রখানি মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে বা মাসিক অধিবেশনের আদেশে হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যে পত্রখানি গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে ছিল না, তাহা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ কার্য্যবিবরণী একবার গৃহীত হইবার পরও তাহাতে অপর জিনিষ যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। পরিষদের অনেক মফস্বলবাসী সদস্য আছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের বিশেষ ঘটনাগুলির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানান উচিত। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়। এই সমস্ত নানা কারণে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন মন্মথবাবুর আপত্তিতে স্থগিত ছিল, তাঁহারা পরে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কি না? শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মন্মথবাবুর প্রস্তাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে তাঁহাদের নামের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত নামের সম্পূর্ণ তালিকা সহ উক্ত কার্য্যবিবরণী ২৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। হেমবাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়াছেন এবং সদস্যগণের নিকট সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হেম বাবুর প্রস্তাব অনুসারে এখন কার্য্য করিলে কি লাভ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মতামত দেওয়া কর্ত্তব্য। যে অধিবেশনে সদস্যদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, সেই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এক্ষণে সংশোধন করিলেও স্থগিত থাকায় যদি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এক্ষণে অন্যথা হইবে না। মন্মথবাবু যখন দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে নিজেই সেই সকল সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব কার্য্যের সংশোধন তাঁহার দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই। গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা মন্মথ বাবুর দুঃখপ্রকাশে এবং অদ্যকার হেমবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধীয় বিবরণ মুদ্রিত হইলেই কোনও সদস্যের

পরিষ্কাররূপে বুঝিবার আর বাধা থাকিবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব অনুসারে সেই সকল সদস্যের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণের নিকট প্রেরণে কোনও লাভ নাই। এই সকল কারণে তিনি হেমবাবুকে ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনকারিগণকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহার পরে সদস্যনির্ব্বাচনে আর কেহ কখনও এরূপ আপত্তি করিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মন্মথবাবু যে সকল নামের প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে মন্মথবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়া যাহা বলেন, সেই মন্তব্য এবং পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয়ও নিজে দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন এবং মন্মথবাবুর প্রস্তাব ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় কার্য্য-বিবরণী অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্থলে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণের ঐ অংশ সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—এ সম্বন্ধে করণীয় আর কিছুই নাই। মন্মথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না; কেবল মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে অনাবশ্যক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মাত্র। সকল সমিতিতেই সময়ে সময়ে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আমি জানি, তাহা কার্য্যবিবরণীভুক্ত করা হয় না। এ কথা বোধ হয়, হেমবাবুরও অবিদিত নাই। অতএব হেমবাবুকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য তিনি করযোড়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। হেমবাবু জানাইলেন যে, তিনি প্রমথ বাবু ও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তৎপরে রমেশ বাবু একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমেশ বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পয়েণ্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে বলিলেন, যে সভায় গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই সভায় হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়াও কোনও আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উক্ত কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই অবস্থায় অদ্যকার এই সভায় সেই ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করিবার প্রস্তাব আনিতে হেম বাবুর অধিকার আছে কি না, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা (Ruling) করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৫ই চৈত্র তারিখে ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ-লিখিত হইয়া গত ১৩ই বৈশাখ তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এমন কি, হেম বাবুও সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়াও সে সময়ে কেহ কোন আপত্তি বা সংশোধন-প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পর ৫ মাস পরে, ১৪ই আশ্বিন তারিখে সেই কার্য্যবিবরণীর

সংশোধন-প্রস্তাব হেম বাবু উপস্থিত করিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অভিমত কি, জানিতে ইচ্ছা করি এবং ঐ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, আমি সভাসমিতির সাধারণ নিয়মানুসারে এই সভার সভাপতিরূপে স্থির করিতেছি যে, হেম বাবুর অদ্যকার প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু অদ্য যে অবস্থার কথা সভার গোচরে এখন আনিলেন, ইহা যদি তাঁহার পূর্ব্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া আদৌ তর্ক তুলিতে দিতেন না; সর্ব্বপ্রথমেই তিনি ইহার মীমাংসা করিতেন যে, হেম বাবুর প্রস্তাব এই সভার বিচার্য্য বিষয়মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। রমেশবাবু সভাপতির এই Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সভাকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের (Ruling এর) বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের এই আপত্তি সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়া অন্য কোনও অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারেন। এ অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইতে পারে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ১ম প্রবন্ধ-পাঠের জন্য প্রবন্ধ-পাঠককে আহ্বান করেন। তখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা সভাপতির এই আদেশ মান্য করিয়া এই সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ। সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে শান্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রীরমেশ বাবু, শ্রীহেমবাবু শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ২৪।২৫ জন সদস্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চঞ্চলভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সভাপতি মহাশয়ের এই মীমাংসা (Ruling) মানেন না, ইহাও বলিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহার পরে সভার অবশিষ্ট কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় আদেশ দিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় "উত্তর-চরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় অবশিষ্ট কার্য্যগুলি স্থগিত করার জন্য সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সভাপতির আদেশক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধ ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, হয় এই সভাতে আজ যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, কার্য্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশ করা না হউক, আর যদি যথাযথ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করা

দরকার মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিয়মানুযায়ী যে Ruling দেন, তাহা অমান্য করিয়া যে সব সভ্যেরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যথাসম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত করা হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভায় কেহ যদি কিছু অসংযত ভাব দেখাইয়া থাকেন বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল প্রকৃত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল। তৎপরে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৪, ৫ই জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এল পি এস্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ

নন্দী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর এন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসাক, শ্রীযুক্ত রামানুজ শেঠ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (সহকারী সম্পাদক)।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভেই বলিলেন,—আমরা আজকে যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, তিনি এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে সংস্কৃত-ভাঙা ভিন্ন অন্যরূপ বাঙ্গালা কেহই পছন্দ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাঙ্গালাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর সেই ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি, দুই জনেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও কীর্ত্তনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন ; অক্ষয় বাবুর বাংলায় সেই কীর্ত্তনের সুর যেন বাঁধা ছিল। অক্ষয়বাবু যে সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ নেতা বহরমপুরে থাকিতেন। সেইখানেই বঙ্গদর্শনের গোড়া পত্তন হয়। অক্ষয়বাবু প্রথম প্রথম বঙ্গদর্শনে খুব লিখিতেন। তাঁহার "প্রাবৃ" একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাহার পর তিনি "সাধারণী" বাহির করেন। বঙ্কিমবাবু সাধারণীকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণীর লেখা পড়িবার জন্য সে কালের লোকে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইত। কি সরস লেখা—সহজ কথায় গভীর ভাবের প্রকাশ।

অক্ষয়বাবু ওকালতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় বাস করেন এবং সাহিত্য-সেবায়ই দিন কাটান। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন ; কতকগুলি শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গৃহিণী স্বর্গে গমন করেন। সেই শিশুগুলির প্রতিপালনের ভার তাঁহারই উপর পড়ে। তিনি একাধারে ছেলেগুলির বাপ ও মা দুইই

ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ খাটিয়া বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার বাড়ী বাংলা লেখকদিগের একটা জুড়াইবার জায়গা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ শত-ধারায় বহিত। তিনি অতি মৃদুভাবে তাঁহাদের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ত একজন আত্মীয়-স্বজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। আর সমস্ত বাংলা দেশই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমার বাল্যকালে "প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ" আমাদের বাড়ীতে আসিত—তাহাতেই সারদাবাবু ও অক্ষয়বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। দু জনকেই আজ আমরা হারাইলাম। তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে এক নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করেন; এ জন্যও বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি এই সময় "সাধারণী" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; সাধারণীর ভাষা গরম, দেশবাসীর মনে সে নিত্য নূতন ভাব জাগাইয়া দিত; এখনও আমি সাধারণীর সে ভাব ভুলিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণীই তখন বাঙ্গালীর প্রধান মুখপত্র ছিল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময় যখন শুনিলাম, সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়বাবু "নবজীবন" নামে কাগজ বাহির করিবেন, তখন আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি তখন মুমূর্ষু বা মৃত; এইরূপ সময়ে অক্ষয়বাবু কাগজ বাহির করিবেন, শুনিয়া আমি খুব আশান্বিত হইলাম। তখনই আমি গ্রাহক হইবার জন্য ৫১ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে নবজীবন আফিসে উপস্থিত হইলাম। এই সময়েই অক্ষয়বাবুকে আমি প্রথম দেখি। প্রতি মাসের আরম্ভে নবজীবনের জন্য চঞ্চল হইয়া থাকিতাম। কিছু দিন পরে বাঙ্গালা কাগজের চিরন্তন রীতি অনুসারে "নবজীবন" প্রকাশে অনিয়ম হইতে লাগিল।—চারি বৎসরে উহার পরমায়ু শেষ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস—খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয় বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়বাবু আমাকে সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করেন; তাহার মূল তথ্য এই।

অক্ষয়বাবু বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইল পড়া আমার রোগ ছিল। তাহাতে দেখিতাম, অক্ষয়বাবুর নামহীন অনেক প্রবন্ধ তাহাতে আছে। এইরূপ একটি প্রবন্ধের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি—তাহার নাম দশ মহাবিদ্যা। প্রবন্ধটি আপনারা পড়িবেন। সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা অক্ষয়বাবুর দশমহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা। অন্যান্য কয়েকটি অবস্থা গত হইয়াছে; সংপ্রতি ভারত-মাতা ধূমাবতীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ভারত মাতা বৃদ্ধা, বিধবা, তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; অন্নাভাবে শীর্ণ, ভগ্ন রথের ভগ্ন ধ্বজে কাক উপবেশন করিয়াছে; অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন, ভারত-মাতার এ অবস্থা থাকিবে না—অচিরেই তাঁহাকে কমলারূপে—রাজরাজেশ্বরীরূপে আমরা দেখিতে পাইব। "বন্দে মাতরম্" গানে বঙ্কিমবাবু এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর আর একটি প্রবন্ধ "স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।

অক্ষয়বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আর যাহা হউক আর না হউক, বাঙ্গালায় তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্কিম, হেম, বঙ্গ-সাহিত্যে মাতৃপূজার প্রচার করিয়াছেন; অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহাদের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত।—এই জন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করি। আমি তাঁহাকে সাহিত্য গুরু বলিয়া সম্মান করি।

অক্ষয়বাবুর মৃত্যুতে দেশের এবং জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদে আসিতেন এবং উপদেশ দিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কি কর্ত্তব্য সাধন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, মহাপ্রতিভাবান্, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—সংক্ষেপে একটি কথা বলিব

মাত্র। অক্ষয়বাবু আমার পিতার মত ছিলেন, আমি তাঁহাকে পিতার মত মান্য করিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত আমারও তিনি সাহিত্য-গুরু ছিলেন। অক্ষয় বাবু কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এক দিন তিনি আমাকে একটি বালগোপাল-মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। আমি বলিলাম, বালগোপাল-মূর্ত্তি দিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি আমাকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—দেখ, অক্রূর, অচ্যুত প্রভৃতিকে আমি বালগোপালরূপে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে সেবা করি। তুমি আমাকে একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দাও। কিন্তু তাঁহার এ বাসনা সিদ্ধ হয় নাই—আমি তাঁহাকে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি নাই। আমি আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অক্রূরচন্দ্র সরকার বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আর অধিক বলিতে চাই না—উপস্থিত অন্যান্য সকলে বলুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় আপনারা নলিনী বাবুর প্রবন্ধে শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যে সকল মনীষী বঙ্গদর্শনে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যব্রতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন আহিতাগ্নিকের মত সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র অবকাশ যাপনের জন্য সাহিত্য-সেবা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সেবী হইয়া পড়েন নাই; তাঁহার সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-ভক্তি ও জাতিপ্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল। দেশভক্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি সাহিত্যকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিরজীবন সেই সাধনের সাহায্যে সাধনা করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি যে সফল হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের জাগ্রত বঙ্গদেশই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট আমরা শুধু সাহিত্য-সেবার জন্যই কৃতজ্ঞ নই, তিনি যে জাতির নবজীবন সঞ্চারে এবং জাতীয় উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ যে বঙ্গদেশে—আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে—জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূলেও আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে দেখিতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র জীবিতকালে সাহিত্য-ব্রতে সফল হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেন—পথভ্রষ্ট সাহিত্য-সেবীদিগকে কর্ত্তব্য-পথে প্রবর্ত্তিত করিতেন। দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক, তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি এ দেশে অনেক সাহিত্য-সেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জন্য দেশ

তাঁহার নিকট ঋণী। এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে সাহিত্য-পরিষৎ যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করিতেছি।

তৎপরে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, অক্ষয়চন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটা শাখা দুই দিক্ দিয়া কেমন বিস্তৃত হইতেছিল। এ সব বিবরণ লিখিবার আর লোক নাই—শিবরাত্রির সলিতার মত এক শাস্ত্রী মহাশয় আছেন;—তিনিই লিখিতে পারেন। এক দিকে কেশব সেন, অপর দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি। এই উভয় শাখার তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। অনেকে অভিযোগ করেন, অক্ষয়চন্দ্র তেমন কোন বই লেখেন নাই। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, তিনি বই লিখিবার জন্ত আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন—ভাবের বিস্তারের জন্ত। সে বিষয়ে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে দেশ মাতাইয়া দিয়াছিল—রঙ্গলালের কবিতায়ও দেশে ভাবের বন্তা বহিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভাবধারা দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে ঢেউ বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ—তাহার ইতিহাস লেখার সময় হইয়াছে। এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আলোচনা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আলোচনা করিবে কে? আর ত লোক নাই। আজকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আছেন। তিনিই একমাত্র শিবরাত্রির সলিতা—তিনিই ইহা লিখিতে পারেন।

অক্ষয়চন্দ্রই আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করান। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যখন যে কাগজে সম্পাদক হইয়া গিয়াছি, আমার স্নেহের খাতিরে সেই কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম; প্রবন্ধটির নাম "কি খাই"; অমনি তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"ভস্ম খাও"। এই প্রবন্ধটির নাম দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু পড়িলে চোখের জল রাখা যায় না। আর একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম—"দাঁড়াই কোথা"। তিনি অমনি লিখিলেন—"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ বেড়া"। এইরূপে তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তিনি আমার অভিভাবক ছিলেন।

তিনি যখন চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির সংস্করণ বাহির করেন, তখন কেহ কেহ তাহাতে ভুল দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—বাপু হে, এখন ত তোমরা ছাপা বই দেখিয়া গালাগালি করিতেছ। কিন্তু বটতলা হইতে, সেই পুরাণ রাবিশের ভিতর হইতে ইহা তুলিল কে? মার্জ্জিত করিল কে? তখন ত তোমাদিগকে পাওয়া যায় নাই। আজকাল আমরা এইরূপই করিয়া থাকি; প্রাচীনদের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আমরা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টা করি না।

এক দিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া—দাশুরায়ের আলোচনা হইতেছে। বাবু বলিলেন—দেখ, দাশুরায় এবং তাঁহার সমসময়ে স্পষ্ট সাহিত্য দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বঙ্গদর্শন তাহা করিতে পারে নাই। কেন না, সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব; তাহাতে বিদেশীর বোটকা গন্ধ নাই। তোমরাও খাঁটি বাঙ্গালা লেখ; বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা লেখ; ইংরাজী লিখিও না। রামপ্রসাদ দেশের মত বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, বিদেশীর বাঙ্গালা লেখেন নাই; তাই তাঁহার এত আদর। আমিও অক্ষয়বাবুর কাছে তিন বৎসর কাল মক্স করিয়া তবে সায়েস্তা হইয়াছি।

এক দিন বক্রেশ্বরের "দাশুরায়" গান হইতেছে—অক্ষয়বাবু ও আমি বসিয়া আছি। চারি দিকে বি এ, এম্ এ, ব্যারিষ্টারের দল সব আছেন। গানের পরই থিয়েটার হবে। তাঁরা সব ভারি চঞ্চল—গানে মন উঠিতেছে না—কেবলই বলিতেছেন, পাঁচালী কি হবে, বন্ধ কর, বন্ধ কর। অক্ষয়বাবু বলিলেন—দেখ, এই পাঁচালী এক দিন হাজার হাজার লোকে শুনেছে, হাজার হাজার লোকে মেতেছে; এই পাঁচালী সমস্ত দেশ মাতাইয়াছে। আজ তোমরা ইহা শোন না—তোমাদের সে অভিনিবেশ-শক্তি নাই। তোমরা বাবু-ভেয়ের দল আজকাল সাহেব-সুবোর মত জাতি হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছ। যেটা আছে, আগে সেটাকে চেনো—তার পর পরিষ্কার করো—কিন্তু ভেঙ্গ না।

এই যে সহানুভূতি—এই যে প্রীতি—ইহা অক্ষয়চন্দ্র হইতে আসিয়াছে। রঙ্গলাল বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জাহ্নবী বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লেখে? একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ইহা লিখিতে পারেন এবং তাহাই অক্ষয়চন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, মহাশয় জনাইলেন যে, এইমাত্র একটি কবিতা ডাকযোগে পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ ভক্তের লেখা—লেখক নাম দেন নাই। তৎপরে তিনি কবিতাটি পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া ইহা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ২য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"মৃত মহাত্মা সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত ভাবে স্মৃতি রক্ষার বিধান করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি এই সভা সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—এই ২য় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ২য়

প্রস্তাবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু শোক প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল না—তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেই জন্য তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং একবার সাহিত্য-সম্মিলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের অনেক হিতচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর বিষয় যখন ভাবি, তখন মহাকবি গেটের একটি কথা মনে উদয় হয়। গেটে বলিতেন, সহযোগী (কন্টেম্পরারি) সাহিত্য পাঠ করিও না। কিন্তু অক্ষয়বাবুর জীবনে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। সহযোগী সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা, ভাল-মন্দ প্রবন্ধ, তিনি সমস্তই পড়িতেন ; এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। গত ২০ বৎসরের সংবাদ আমি জানি, এ বিষয়ে তাঁহার খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমার বোধ হয়, এই জন্যই—সহযোগী সাহিত্যের অনুশীলন জন্যই আমরা তাঁহার নিকট মৌলিক সাহিত্য পাই নাই। গেটের বাক্য এই হিসাবে সফল হইয়াছে। তিনি এক জন সহযোগী সাহিত্যের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী এবং নিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এ জন্যও তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। সহযোগী সাহিত্য-সেবীরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন,—আজ যে বাঙ্গালায় জাতীয়তার ভাব উত্থিত হইয়াছে, ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। "বন্দে মাতরম্" আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সমগ্র ভারতে ইহা স্বীকৃত। এমন কি, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণেও এই "বন্দে মাতরম্" উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই যে সারা ভারতের একতা—একজাতীয়তা, ইহারও অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। তিনি খাঁটী দেশী লোক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মহারাষ্ট্রে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—আমরা যে স্বরাজ স্বরাজ বলি, সেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশীর উপর। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই স্বদেশীকেই আমরা ঘৃণা করি। জাতীয় সাহিত্যে ঘৃণা আমাদের বহু কাল ছিল,—বাঙ্গালা ভাষাকে বহু কাল আমরা শ্রদ্ধা করি নাই। অক্ষয়চন্দ্র এই বাঙ্গালার পুরাতন সম্পদের উদ্ধার করেন। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি পল্লীগতপ্রাণ ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য সকলেই পল্লী ছাড়িয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র কখন পল্লী ছাড়েন নাই—তিনি বরাবর সেই কদমতলায়। আমি আশা করি, তাঁহার পল্লীতে চিরদিন প্রদীপ জ্বলিবে। পল্লী জাগিলে দেশ জাগিবে, পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি, ইহা তিনি চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা লেখা অতি চমৎকার ছিল। অক্ষয়বাবু যে গদ্য লিখিতেন, ইহা

আমি জানিতাম না। সে দিন তাঁহার লেখা একখানি গল্পের বই আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম, লেখা অতি চমৎকার। আমার বোধ হয়, তিনি যদি আর কিছু নাও লিখিতেন, তবে এই একটি গল্পের দ্বারাই তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—খাঁটি বাঙ্গালী হইবার জন্য তিনি লোককে শিক্ষা দিতেন। আমার বোধ হয়, আমরা যদি তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী হইতে শিক্ষা করি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভড় মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়বাবু যে রকমে মরিয়াছেন, এ রকমে মানুষে মরে না। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি মরেন নাই, তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া যদি ব্রাহ্মণকে তোলা না হয়; তবে দেশের উন্নতি হইবে না। তিনি জ্যোতিষ খুব ভাল জানিতেন এবং সেই জন্যই নিজ মরণকাল যে আসন্ন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, সেই জন্য আমি সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় ৩য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চুনীবাবু বলিলেন,—আমরা চাই, মৃতের পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে। সুতরাং আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—অতঃপর সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে চালান হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য এক বৈঠক বসিয়াছে। সভাতে সপরিকর বঙ্কিমবাবু ছিলেন। তন্মধ্যে আমিই সকলের ছোট, এক পাশে বসিয়া আছি। বৈঠকে আলোচনা হইতেছে—অতঃপর নাটক ও কাব্য কি ভাবে লিখিতে হইবে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, সুধু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেই হইবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার চাই—দেশহিতৈষিতা চাই। ইহার পর হইতেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি বইএর সৃষ্টি এবং ইহার আরও পরে নবজীবনের আবির্ভাব। নবজীবন অর্থে হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন—বাঙ্গালীর নবজীবন। নবজীবন প্রচারের সময়েই শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ। এক দিন বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু সকলে

নিজিহা তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতে যান। সেই সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে তিনি বলেন— বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আমার শিষ্য হইয়াছেন। এ কথায় তাঁহারা সকলেই একটু বিরক্ত হন এবং বলেন যে, তোমার হিন্দুধর্ম্ম এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্ম একটু তফাৎ। তোমাদের মত খাওয়া-দাওয়ার বাঁধাবাঁধি, আমাদের তত নাই। অথচ আমরা হিন্দু এবং খাঁটি হিন্দু। এই সময়কার বঙ্গবাসী, নবজীবন ও প্রচারে এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত।

অক্ষয়বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর "নবজীবনে" বঙ্কিম খুব উৎসাহ দিতেন। অক্ষয়বাবু শেষ জীবনে ঘরে বসিয়া সাহিত্যের প্রহরিস্বরূপ ছিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২শে পৌষ ১৩২৪, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, আই এস ও, এফ সি এস (সভাপতি), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, শ্রীদেবেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহরি-শ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনলিনচন্দ্র সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসেখ হবিবার রহমান মণ্ডল, শ্রীমোহাম্মদ দাউদার রহমান, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনোজমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীদ্বারিকা-নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসিন্ধুকুমার সরকার, শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীতারকচন্দ্র বসু, শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, (গ) দীনেশচন্দ্র রায়, (ঘ) বেণীমাধব সরকার, (ঙ) কালীপ্রসন্ন মৌলিক, (চ) করুণাচন্দ্র মজুমদার ও (ছ) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত রাখা হউক।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন ও উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই অধিবেশনে প্রায় ৬০০ নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম পাঠ করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্য শেষ হইবে না—এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নব-নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (সদস্যগণের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণের নাম ও গ্রন্থাদির নাম পাঠ করিলে উপহারদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অন্য সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। অন্য প্রবন্ধ-পাঠকের অভাবে তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(খ) সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধটি আয়তনে কিছু বড় হইয়াছে—প্রায় ৩২ পাতা। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে হইলে সদস্যবৃন্দের উপর উৎপীড়ন হইবে—বিশেষ ইহার মধ্যে "আরবী" উচ্চারণ-তত্ত্বের কচকচির ব্যাপার অনেক আছে। এই জন্য তিনি মুখে ইহার সার বলিয়া যাইবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক "আরবী", "ফারসী", "তুর্কী" ও "পুস্তু" এই চারি নূতন ভাষা আনয়নের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের মধ্যে "ফারসী"র ছাপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ করিয়াই পড়িয়াছিল। "তুর্কী" হইতে গোটাকয়েক কথা আসিয়াছিল মাত্র। "পুস্তু"র কোন প্রভাবই নাই। "আরবী"র প্রভাব যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ফারসীর ভিতর দিয়া। ফারসী ভাষা একবারে আরবীর আওতার পড়িয়া আছে। তুর্কী, পুস্তু ও ফারসীভাষী মুসলমানেরা ও তাঁহাদিগের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্রভাষা দাঁড়াইয়া যায়। ইহার নাম "উর্দ্দু" বা হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালায় যে সকল "আরবী" ও "ফারসী" কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দ্দু হইতে লওয়া। প্রবন্ধকার বলিলেন যে, যে সকল "আরবী" "ফারসী" কথা একবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, মুখ্যতঃ ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২।৪টি অক্ষর

যোগ করিয়া ফারসী, উর্দু, তুর্কী ও পুস্তুর লিপি। আরবীর অনেক অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা উচ্চারণ সহজ বা সম্ভব হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনি-বাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্ত তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"ফারসী ও আরবী লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের একটা বিধি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব-মত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লিপ্যন্তর সম্বন্ধে পরিষদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা গঠন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আমি ও আরও ২।৪ জন এই সমিতির সভ্য ছিলাম। নানা কারণে এই সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ২য় ভাগ লিখিবার সময় এই লিপ্যন্তর লইয়া আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এক "জ" দিয়া পারসী আরবী ৬টি অক্ষর লিখিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র Diacritical markযুক্ত অক্ষর রাখে না এবং সহজে নূতন চালাইতেও চাহে না। আরবী ও ফারসী বানান সম্বন্ধে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় আমাকে একবার একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আওরঙ্গজেব নামটি কি ভাবে লেখা উচিত। বাঙ্গালা দেশে ইহা ১০ রকমে লিখিত হইয়া থাকে, যথা—ঔরঙ্গীব, ঔরঙ্গজীব, ঔরঙ্গজেব, আরঙ্গীব, আরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরংদেব, আওরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব ও আরাঙ্গীব। আমি তখন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, নামটি আওরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজীব লেখা উচিত। তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। সাহিত্য-পরিষদে আমি ২।৩ বার আরবী ও ফারসী শিলালিপির মূল প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অন্ত প্রেস হইতে আরবী বা ফারসী মূল কম্পোজ করিয়া আনিয়া পরিষৎ-পত্রিকা ছাপাইতে হইয়াছে। পরিষৎ লিপ্যন্তর সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থা করিলে—বিশ্বকোষ প্রেসে যদি কিছু সামান্ত Diacritical markযুক্ত টাইপ চালাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেরও উপকার হয় ও পরিষৎ-পত্রিকারও উন্নতি হয়। বাঙ্গালা দেশে যে কয়জন লোক ফারসী ও আরবী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হওয়া উচিত। যে সমস্ত হিন্দু, ফারসী আরবীর চর্চ্চা করেন ও যে সমস্ত মুসলমান মৌলবী বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই সমিতির সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বহু পরিশ্রম করিয়া

এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি যে আরবীতে একরূপ ও ফারসীতে আর একরূপ উচ্চারিত হয়, সেই বিষয়টি সুনীতি বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মতই গৃহীত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমিতি এখান হইতে গঠিত হইতে পারে না। উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বলিলেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব সত্বরই পাঠাইবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার মতের সহিত প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিপ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধ, লিপ্যন্তর (transliteration) সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থ ও জেনিভার ওরিয়েণ্টেল কংগ্রেসে আলোচিত Transliteration System—এই সমস্ত একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাবিত উক্ত শাখা-সমিতিতে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, সুনীতিবাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি, তাঁহার আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি সুনীতিবাবুকে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন—আরবী ও ফারসী ভাষাতে যে তাঁহার এরূপ বিস্তৃত অধিকার আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। সুনীতিবাবু বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ফারসী ও আরবী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন জাতিগণের সম্মিলন ঘটিলে একের ভাষায় অন্যের ভাষার শব্দ গ্রহণ অনিবার্য্য। পৃথিবীর সকল স্থলেই সকল জাতির ভাষার মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভাষায় এইরূপ কোন নূতন শব্দ গৃহীত হয়, তখন সেই শব্দের মৌখিক উচ্চারণ রক্ষা করিয়া তাহার বানান লিখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে অনেক স্থলে অর্থ-বিভ্রম এবং অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাখালবাবু যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এই সমিতিতে কয়েক জন আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতের থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে আজিকার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাখালবাবু সম্পাদক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেই তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুনীতিবাবুকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ও রবি দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পত্র লেখা হউক—ইহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীরামহরি ভড়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ পাল এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ২০ রামমোহন সাহার লেন। প্রস্তাবক—ললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার T. C. 46017, C/o officer Commanding I. W. T. R. E। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ শ্রীবামাপদ বসু, ২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রস্তাবক—যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেশনাথ বিশি, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় লেন, শ্রীহরিপদ রায়, ৭ অক্রূর দত্ত লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র হালদার, ২৭ রোলেণ্ড রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীভূদেবচন্দ্র হালদার, ১৪০ আপার সারকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, সদস্য—এস, কে, বানার্জ্জি, রিপোর্টার ষ্টেটসম্যেন, ১৯৫ আপার সাকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে, পোষ্ট

আপিস ইন্‌স্পেক্টার, ১৬ রমাপ্রসাদ রায় লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—ইরচ জহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরবালা বি এ, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবিজয়কুমার রায়, সদস্য—রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর বি এল, খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। রায় বিপিনবিহারী সেন বাহাদুর বি এল, গবর্ণমেন্ট উকীল, খুলনা। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, খুলনা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, খুলনা। শ্রীরাসবিহারী সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস বি এল, খুলনা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ বসু বি এল, উকীল, খুলনা। শ্রীযতিপ্রসাদ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, নতুদা পোঃ, নদীয়া। শ্রীসুধীরকান্ত সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, সাদরা হাঁসপাতাল, গয়া। ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, হাজারীবাগ। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল্ এম্ এস্, ১০ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্, ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৪৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, ২৪।১।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সমর্থক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, বড় তরফ, ২৪ পরগণা। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, সেজো তরফ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মেজো তরফ, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা বি এ, ৯ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু জমীদার, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, ১২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীশমোহন সরকার বি এ, ৪৮।৬ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। শ্রীতারকেশ্বর রায়, ১৮ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮ রাজার লেন। শ্রীশশধর ঘোষ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ কলুপাড়া লেন, বরাহনগর। পি, সি, ঘোষাল, ৪ গৌরী-

শঙ্কর ঘোষালের লেন, নারিকেলডাঙ্গা। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্ত—শ্রীআমীমুদ্দিন খাঁ বি এল, ১৪ চেংলা হাট রোড। শ্রীমহম্মদ আলী এম্ এস সি, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্ত—শ্রীতারাপদ ঘোষ জমিদার, ১৪ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রস্তাবক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীভূদেব হালদার, ১৪৪ অপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীহেমন্তকুমার সেন এ এম্ আই এম ই, শিবপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীরমাঞ্জন ঘোষ বি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, ৭৭ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১০৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ, ৪ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী, উকীল, জজ কোর্ট, নবাববাজার রোড, ঢাকা। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী, বার-এ-টল, ডিব্রুগড়। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীতারিণীপ্রসাদ গুপ্ত, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসত্যেন্দ্রসেবক নন্দী, সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সেটেলমেণ্ট কাননগো, বিষ্ণুপুর কোয়াটার্স, কুমিল্লা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, কাশীপুর পোঃ, রাজনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬।১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, বরাহনগর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম এ, আন্দুল রাজবাটী, পোঃ আন্দুলমৌরী, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম্ এ, বি এল, বারলাইব্রেরী, দেওঘর। শ্রীহরিচরণ মুখার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীনন্দন রায়, ঐ। [illegible]ভোলানাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীতারাশঙ্কর চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীউমাচরণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ [illegible], ঐ। শ্রীকুমুদদাস চাটার্জ্জি, দেওঘর কোর্টের হেড ক্লার্ক। শ্রীরাখালদাস মুখার্জ্জি, [illegible] স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, দেওঘর হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট [illegible]। রায় সাহেব শ্রীরণজিৎচন্দ্র বানার্জ্জি, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পলিস, দেওঘর।

শ্রীনিতাইলাল মিত্র, হেল্‌থ অফিসার, দেওঘর। শ্রীআনন্দনাথ মুখার্জ্জি, ইন্‌সপেক্টর, সি আই ডি অফিস, খাকুভিলা, দেওঘর। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, উইলিয়ম টাউন, দেওঘর। শ্রীভোলানাথ বানার্জ্জি এম্ এ, বি এল্, পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, দেওঘর। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভাদুড়ী, বরদাবাড়ী, ঐ।

সমর্থক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সদস্য—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, বি এল্, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, যশোর। রায় বাহাদুর শ্রীরাধিকানাথ দত্ত বি এল্, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে বি এ, জমিদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ সিংহ, লকমপাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীরমণীভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীকিশোর সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ হাজরা, ঐ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখার্জ্জি, পাঁচথুপী। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীভাগ্যধর মল্লিক, ৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২ বলরাম বসু ১ম লেন। শ্রীবিরজাচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ, ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, দেওঘর, পুরাণদহ। শ্রীপতিচরণ চৌধুরী, ৩৪।৩৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার, ১৫৪ হরিশ মুখার্জ্জি রোড। শ্রীবামাপদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। শ্রীহরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমেদপুর, ই আই লুপ। শ্রীবসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লু ডি, জলপাইগুড়ি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, কে এন্ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীনলিনীকান্ত নাগ বি এ, ঐ, কাসিমবাজার। শ্রীভূপৎ সিং দুগড়, ১৬১ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীরণজিৎ সিং দুধোরিয়া ঐ ঐ। শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমোহিনীমোহন রায়, মুরশিদাবাদ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্ এ, মুন্সেফ, মালদহ। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্ এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ। শ্রীপ্রশনচাঁদ বাহাওয়াথ, আজিমগঞ্জ। ডাঃ শ্রীবিনয়লাল মজুমদার, ২০ নীলমণি দত্তের লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, ৩১ ডিকসন লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম্ এস সি, ১১ রাজার লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ী। শ্রীবিপিনবিহারী বানার্জ্জি বি এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিত্তালঙ্কার, বি এ, কে এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীবিনোদবিহারী মুখুটী। শ্রীযদুনাথ পাল চৌধুরী, ত্রিপুরা। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত চৌধুরী। শ্রীহীরালাল শ্রীমল, ১ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, বেলগেছিয়া, মেডিকেল কলেজ।

শ্রীভূপৎ সিংহ দুবাড় ও শ্রীরণজিৎ সিংহ দুধোরিয়া, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, বালীগঞ্জ এইচ, ই, স্কুল। শ্রীলালগোপাল পাল, জমিদার, রাণাঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীতারিণীচরণ পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশিভূষণ দাস, চম্পাপুকুর এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমৌলবী মোহম্মদ আব্বাচ আলী, ৩৩ বেলিয়াপুকুর রোড, ইটালী। প্রস্তাবক— শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু আই সি এস, বি এ (কেম্ব্রিজ), এফ আর ই এস, মাদারীপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি, এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কনজারভেটার অব ফরেষ্ট, দার্জ্জিলিং। প্রস্তাবক—শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ১০ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—ঐ। সদস্য—গোস্বামী মহারাজ দামোদরলাল কবিচূড়ামণি, ১৬৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীহরিদাস রায় চৌধুরী, জমিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমিদার, ২৪ পরগণা, শ্রীবসন্তকুমার বসু, ৭ বিশ্বকোষ লেন। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৮ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীহরিচরণ মিত্র, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, শ্যামরায় লেন, শ্যামবাজার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, টালা, বারাকপুর, ট্রাঙ্ক রোড। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবরদাকান্ত সরকার, উকীল ভাগলপুর। শ্রীসারদানাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভাগলপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ ঐ। শ্রীদেবব্রতচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী এল এম্ এস, ভাগলপুর। শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস, মোক্তার ঐ। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল, ঐ ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ। শ্রীনীরদবরণ রায়, ঐ ঐ। শ্রীললিতমোহন রায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, ঐ ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা, কণ্ট্রাকটার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকমল সিংহ, সুপারভাইজার, ঐ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। মহাশয় শ্রীঅমরনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ঐ। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী, উকীল, বাঁকা, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, জেনারেল রিসিভার, দেওঘর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দত্ত, স্কুল ইনস্পেকটার, ভাগলপুর। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী এল এম এস, ১২৭ হরিশ মুখাৰ্জ্জি রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীঅজিতকুমার রায়, ৫০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীসুরেশ্বর চৌধুরী, ৫ শুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, নওগাঁ, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীগৌরসুন্দর রায়, ১২ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এ, ৫৮ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ সেন সাহিত্যবিশারদ, সম্পাদক ২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ, (কাঁসারীপাড়া রোড)। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, ২ রিচী রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ নিয়োগী এম এস সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। শ্রীযদুনাথ সেন কবিরাজ, ১৪০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীরামলাল সেন এম্ এ, ৮৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশিশিরকুমার রায় এম এ, ২৩।১এ বানার্জ্জি লেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩ সাগর ধর লেন। শ্রীপঞ্চানন মজুমদার, ১২।১ চোরবাগান লেন। শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ৩৮ ক্রীক রো। শ্রীকুশামোদকুমার রায় এম এ, বি এল। শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী, এম্পায়ার অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদাচরণ কারফুন এম এ, বি এল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, বি এল। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা জমিদার, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী। শ্রীগোকুলচন্দ্র সাহা, জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীনটবর সরকার, পেস্কার, মুন্সেফ্ কোর্ট, জঙ্গিপুর, মুরশিদাবাদ। শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৮।২ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৯ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ৯৩।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, ১৫।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীবাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৩০।৬ মদন মিত্রের লেন। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়নাথ গাঙ্গুলী, ১২ গাঙ্গুলী লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ১৯ কুণ্ডু লেন। শ্রীশচন্দ্র রায়, ১ বকুলবাগান ফাষ্ট লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীললিতমোহন বক্সী। শ্রীসত্যপ্রকাশ সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীঅবনীকুমার দে, ৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীমহিমানাথ গুপ্ত, ৪৩ মনসাতলা লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপ্রমথেশ-চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুধীরকুমার বড়াল, ঐ। শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ঐ। শ্রীরামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনীলমণি পরামাণিক, ৩২ মনসাতলা লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ টি, এম, জি, আফিস, খিদিরপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০ মুন্সীগঞ্জ রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫ তরফদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৭৭ গড়পার রোড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে, ২৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায়, টি এম টি আপিস, বি এন্ আর, খিদিরপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৮৩ হরীশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১।১ হাজরা রোড। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ কুটরি রোড। শ্রীঅমৃতলাল রায়, ৮ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ তরফদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীরাম-কৃষ্ণ গোস্বামী, ৪৬।১ মনসাতলা লেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঐ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, ৭ লালমাধব মুখার্জ্জি লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন। কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, রঘু-নাথপুর। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক, ঐ। শ্রীসোহাগচন্দ্র রায় এম এ, ১৬ পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন। শ্রীকৃষ্ণধন চন্দ, ২৩ পার্ব্বতী-চন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ৮ প্রতাপ ঘোষের লেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ, ৩৭ পার্ব্বতীচন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীনয়নরঞ্জন গুপ্ত, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৫৪ সিমলা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন সেন, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথনাথ রায়, ২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস, ৪ উল্লিয়ম্‌স্ লেন। শ্রীবজ্রেশ্বর রায়। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৬৯ অরমিত্র লেন। শ্রীসবুজানাথ সেন বিএল, ৭০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ তেলীপাড়া লেন, শ্যামবাজার। শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীভবানী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ২।৩এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ, ৬২ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, ৩৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউমাচরণ ধর, ৩৬ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ বড়াল, ২৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি বি এস সি, ৩৮ পার্ব্বতী-চরণ ঘোষের লেন। শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি এল, ৩৭ ঐ। শ্রীহৃষীকেশ দে, ২৯ ঐ।

প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীচুর্ণভচন্দ্র দত্ত, ৪ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, ৩০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, ২৬ কালীসিংহ লেন, মির্জ্জাপুর। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস, ১৩ ষষ্ঠীরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শীল, ৩ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন। শ্রীভগবান্‌চন্দ্র বসু, ৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। শ্রীধ্রুবকুমার শেঠ, আপার চিৎপুর রোড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল্, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট।

*প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্র-*নাথ সেন গুপ্ত, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীহারাণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীকুমুদবন্ধু বসু, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নিয়োগী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন বি এ, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস সি, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন রায়, ঐ। শ্রীসারদাকুমার সেন বি এ, ৩৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীকাশীশ্বর রায় বি এল, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ৫৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩২ বেণীয়াটোলা লেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন সেন, এম এস সি, বি এল, ১৬ কপালিটোলা লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় লেন, জোড়াসাঁকো। শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, ১৩।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, C/o Gramophone Co Ltd, বেলিয়াঘাটা। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ২ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৭।২ আরপুলি লেন। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, Delivery Correspondence Department. জেনারেল পোষ্ট অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅমূল্যরতন দত্ত, ৭ ক্লাইভ রো। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাসগুপ্ত, ফটোগ্রাফার, কালীঘাট রোড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় C/o মাতৃভাণ্ডার, ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, ঐ। শ্রীকিশোরীমোহন মৌলিক। কবিরাজ শ্রীহেমরঞ্জন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীশশিমোহন রায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৩০ বাদুড়বাগান ২য় লেন। শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, বোরাই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, ২৯৭ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত, C/o কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বহুবাজার। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বসু, ১২ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীনীরোদকৃষ্ণ রায়, ১২ টেমার্স লেন। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীনরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুকীয়া ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, ৩৬ রামমোহন দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল, কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার, ৫৯।৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীজিতেন্দ্রজিৎ সেন গুপ্ত, ৩ পণ্ডিতিয়া

রোড, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীআশুতোষ দে, ২ সাগর ধর লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এল, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০ ডকটর্স লেন। শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, ১৬ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীরামনাথ মিত্র, ৩০ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কুচবিহার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ, ঐ। শ্রীঅক্রমন দাশ গুপ্ত এম এ, ঐ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, হেড মাষ্টার, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীচিন্তাহরণ সেন গুপ্ত, পশুচিকিৎসক, ঐ। শ্রীভুবনমোহন দাশ গুপ্ত, শিক্ষক, মেকলিগঞ্জ হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, শিক্ষক, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, ঐ। শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল, নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, C/o ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, উকীল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি এল, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাকুমার সোম, ঐ। শ্রীমদনমোহন বসাক, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীজানকীনাথ রায়, ৫২ কামারনগর, ঢাকা। শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, তাঁতিবাজার, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবাসুকি লেন, ঢাকা। শ্রীইন্দ্রমোহন বসু, ২।৬ গোয়ালনগর, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর রায়, ১২৭ মালীতলা, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ তরপদার বি এল, নরিন্দা, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীপ্রিয়নাথ দাস, গোয়ালনগর, ঢাকা। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসাক বি এল, ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস বি এল, উকীল, পুরাতন মোগলটুলী, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ১২৭ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ, ৪ আসক লেন, ঢাকা। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, C/o সেন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রিঘাট, ঐ। শ্রীতারণচন্দ্র মজুমদার বি এল, লালচাঁদ লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীভাগবতপ্রসন্ন শঙ্খনিধি, ঐ। শ্রীঅবনীমোহন সেন, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এল, মালীটোলা, ঐ। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি এল, ঐ। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীপ্রসাদ রায় জমিদার, কাশীমপুর, ঐ। ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ফুলবেরিয়া রোড, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন, কামারনগর, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন দাস গুপ্ত, নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঐ। শ্রীসুকুমার গুহ বি এল, উয়ারী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরতন গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীহরিরাম ধর বি এ, পগোজ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, সম্পাদক, বিশ্ববার্ত্তা, ঐ। শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি এ, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ, ঐ।

শ্রীঅনুকূল বসু, উকীল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বি এ, শিক্ষক, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ, ঢাকা ট্রেনিং কলেজ। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবসাক লেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, উকীল, মালীতলা, ঐ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ, কিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়ম। শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার বি এ, ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম এ, উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত বি এ, নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন বি এ, হেডমাষ্টার, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক বি এ, উকীল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যভূষণ দত্ত বি এ, সম্পাদক ঢাকা গেজেট, ঐ। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ফরিদপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, ঐ। শ্রীমনোমোহন বরারি, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বরারি, ঐ। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিশ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন এম এ, হেড মাষ্টার, ঐ। শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি এল, হেড মাষ্টার, উপাসী। শ্রীসীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ফরিদপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীরণজিৎ সেন, ঐ। শ্রীরাজকুমার রায় জমীদার, ঐ। ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন রায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি এ, হেড মাষ্টার, পালং হাই স্কুল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিজারিয়া, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, জজকোর্টের উকীল, বরিশাল। শ্রীপরেশনাথ সেন বি এ, জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এ, ডিমনষ্ট্রেটর, বি এম্ কলেজ, ঐ। শ্রীভুবনমোহন সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীবামাচরণ মুখো-পাধ্যায়, বি এল, উকীল, ভোলা। ডাঃ শ্রীগুরুপ্রসন্ন গুপ্ত, ঐ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, রংপুর। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গুহ, ঐ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীআশুতোষ সেন, হেডক্লার্ক, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নেত্রকোণা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে বি এল, উকীল, জজকোর্ট, কুমিল্লা। শ্রীবসন্তকুমার সেন, সাব ওভারসিয়ার, কোহিমা (নাগা হিল)। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, মিঃ ডি, এন দাস, বি এস সি, মানভূম। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্, হুগলী। শ্রীবিনোদবিহারী সেন, সেটেলমেন্ট অফিস, ময়মনসিংহ। শ্রীরেবতীমোহন সেন, বরিশাল। শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, গোয়ালন্দগর,

ঢাকা। শ্রীরাধারমণ পাল, বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, বি এল, শ্রীগণেন্দ্রকান্ত নাগ, ঐ। শ্রীঅম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীমন্মথনাথ দাশগুপ্ত, এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, খাগরা, বহরমপুর। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকান্ত সেন, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ, নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, কামারনগর, ঐ। শ্রীগৌরাঙ্গহরি ধর উকীল, শাখারিবাজার, ঐ। শ্রীনীরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া। শ্রীক্ষীরোদাকান্ত সেন গুপ্ত, উকীল, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকান্ত সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এলাহাবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, হেডমাষ্টার, লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল, কলমা, ঢাকা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, জলপাইগুড়ি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, এল এম এস, মেডিকেল অফিসার, দার্জ্জিলিং। শ্রীতারাকুমার সেনগুপ্ত, বি এল, মেকলিগঞ্জ, কোচবিহার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম এ, কোচবিহার। শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি এল, হেড ক্লার্ক, এবং সেরেস্তাদার, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ষ্টেট কাউন্সিল, সাধারণ বিভাগ, কোচবিহার। শ্রীকেদারনাথ জোয়ারদার বি এ, ঢাকা। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি এল, হেডমাষ্টার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, উকীল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। শ্রীকুলদাচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত বি এল, উকীল, নোয়াখালী। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমীদার, "রায়হাউস", আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। শ্রীশ্যামাশঙ্কর দাশগুপ্ত, বি এল, উকীল, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাজার দেউড়ী, ঐ। শ্রীঅনন্তহরি বসাক জমিদার, কাটাবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, সুত্রপুর, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার সেন, বি এল, উকীল, বাংলাবাজার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখুটী বি এল, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীশ্যামাচরণ সেন, এল এম এস, ময়মনসিংহ। শ্রীমনোমোহন দে বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক, দক্ষিণপাড়া, পণ্ডিতসর পোঃ, ফরিদপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, শিক্ষক, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ বি এ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। ডাঃ শ্রীঅবনীমোহন দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সাবডিভিসনাল অফিসার, বগুড়া। শ্রীঅমূল্যকুমার সেন, ওয়ারী, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, পুরুলিয়া। শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীউমাচরণ সেন, বি এল, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন বি এল, উকীল, ভোলা। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু, সাবডিভিশন্যাল অফিসার, রাণাঘাট। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বরিশাল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি এল, উকীল, হাজারী। শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, কন্ট্রাক্টার, হাজারীবাগ। ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র

গুপ্ত এম বি, সূত্রপুর, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, পাবনা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস, ফরিদপুর। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বি এ, ডেপুটি জেনেরল পোষ্ট মাষ্টার, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ এম এ, বি এল, ১৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। শ্রীহেরম্বচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ২০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মিত্র, ১৮ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীবিশ্বরঞ্জন গুহ বি এল, উকীল, গণ্ডারিয়া, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু বি এল, উকীল, নয়াবাজার, ঢাকা। মিঃ জে, এন বানার্জ্জি, জয়দেবপুর, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, সাবডেপুটি কলেক্টর, কাঁদি, মুরশিদাবাদ। রায় বাহাদুর শ্রীনৃত্যচরণ রায়, উকীল, বহরমপুর। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, কটক। রায় সাহেব শ্রীললিতমোহন সেন, ওয়ারী, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিগ্‌বাজার, ঢাকা। রায় সাহেব শ্রীরাইমোহন সেন, রাজপুর। শ্রীপদ্মিনীভূষণ রুদ্র এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পাল লেন। শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীসুধীরঞ্জন সেন, ২৩।৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীবিমলকুমার রায় এম বি, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীরাখালদাস রায়, ১১ পদ্মনাথ লেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত ক

Superintendent, Goverment Press, Madras—১। Annual Report of the *Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year* 1916-17.

Director General of Observations.—২। Report of the Administration of the Meteorological Department of the Goverment of India in 1916-17.

Superintendent, Government Printing, India.—৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1917. ৪। Do, *August 1917.* ৫। *Do, September 1917.* ৬। Patent Office Journal, July to September, 1917. ৭। Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1916.

Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—৮। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal *for the years 1914, 1915 & 1916.* ৯। Annual Report of the Veterinary *College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the* year 1916-17. ১০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1916. ১১। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June 1917. ১২। Report on Wards Attched and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. ১৩। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the

year 1916-17. ১৪। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for the year. 1916-17. ১৫। Indian Education in 1915-16.

Supdt of Archaeologly, Hyderabad.—১৬। The Journal of the Hyderabad Achaeological Society, 1917. ১৭। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions, 1315F-1915-16 A. D. ১৮। The Daulatabad Plates of Jagadekamala, A. D. 1017.

Director of Statistics in India.—১৯। Review of the Trade of India in 1916-17. ২০। Statistics of British India, Vol. III, Public Health 1915-16. ২১। Annual Report of Statistics Relating to Forest Administration in British India 1915-16.

Director, Geological Survey of India.—২২। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVIII. Part. 1, 1917. ২৩। Do. Part 2, 1917. ২৪। Memoirs of Geological Survey of India Vol. XLII. Part 2.

Agricultural Adviser to the Govt. of India.—২৫। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1916-17.

Secretary, Smithsonian Institution.—২৬। 31st Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1909-10. ২৭। A Contribution to the Comparative Histology of the Femur. ২৮। Preliminary Survey of Remains of the Chippewa Settlement on La Pointe Island, Wisconsin.

Secretary, Indian Science Association.—২৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III, Part II, 1917. ৩০। Do " " III " ৩১। Do " " IV " ৩২। Do " " V

Mr. A. J. Pugh এবং শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস। ৩৩। *A Joint Address from Europeans and Indians to His Excellency the Viceroy and Governor General* and the Right Honourable the Secretary of State for India.

Mr. H. G. Wyatt.—৩৪। Methods of School Inspection in England.

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—৩৫। Elie-Metchnikoff and his studies of Human Nature. ৩৬। Fresh Water in Bengal. ৩৭। Fish and Mosquito-Larvæ.

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দেব—৩৮। *Preservation of Cows.*

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী—৩৯। Origin of the Durga Puja. ৪০। Hindu Philosophy.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪১। Speeches and Minutes of the Hon'ble Kristodas Pal Ray Bahadur 1867-81.

শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত—৪২। An Account of the Principal Works of the Atreya School of Medione—1917.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১। সাধন-কণিকা, ২। সাধন-সংগ্রহ (২য় ভাগ), ৩। নীলাচলে ব্রজমাধুরী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার—৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত—৫। পাণ্ডবগীতা ও ভারত-সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম গুপ্ত—৬। শুভদৃষ্টি,

৭। ভালবাসা। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়চৌধুরী—৮। নিয়তি। শ্রীযুক্ত ডি এন্ চৌধুরী—৯। অপূর্ব্ব বিচার, ১০। নরনারী-জন্মতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১। ওঁ পিতা নোঽসি, ১২। শ্রীভগবৎকথা, ১৩। প্রাণের কথা, ১৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৫। আলাপ, ১৬। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষি-শিক্ষা, ১৭। আঁখিজল। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। পুণ্যপ্রতিমা। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ—১৯। স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত বনওয়ারি-লাল চৌধুরী—২০। স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্মস্মৃতি? ২১। ধর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—২২। তন্ত্রসার। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—২৩। খাদ্য।

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী—১। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি), ২। ঐ (মধ্য), ৩। ঐ (অন্ত্য), ৪। ঐ (আদি), ৫। ঐ (মধ্য), ৬। ঐ (মধ্য), ৭। গীতগোবিন্দ (সটীক), ৮। পদাঙ্কদূত (সটীক), ৯। ভগবদ্‌গীতা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—১০। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শারদাচরণ বিশ্বাস—১১। পদকল্পতরু। ক্রীত পুথি—১২। গুণাত্মিকা, ১৩। রাগময়ী কণা, ১৪। রসামৃতসিন্ধু, ১৫। গোলোক-বর্ণন, ১৬। আত্মবোধ, ১৭। ঐ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। নামহীন সংস্কৃত পুথি (ব্রতমালা), ১৯। ঐ (দশকর্ম্ম-পদ্ধতি), ২০। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, ২১। শ্যামাস্তোত্র ও শ্যামাকবচ, ২২। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক ও সূর্য্যস্তবরাজ।

৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৪, ১২ই জানুয়ারি, শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি—

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুবিরত্ন, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্, আই এস ও, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু,

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিক, শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসেখ হবিবর রহমান্, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুকুল, শ্রীগোলোকেন্দ্রনাথ দে, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকুরিয়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশিবপ্রসাদ দেব, শ্রীরাধারমণ পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবেশ চৌধুরী, শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়, শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, (সম্পাদক), শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রথমে এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন,—এই সাহিত্য-পরিষৎ যখন অতি শিশু, তখন ইহা যাঁহার আশ্রয়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করায় বঙ্গ-সাহিত্যের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অদ্য এই সভা আহূত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষাকল্পে চেষ্টা করার কথা আলোচনা হইলে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি এই, কোন সময়ে একজন কাশীবাসী ব্যক্তি তদীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কাশীধামে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখাইয়া, তাঁহার বন্ধুকে বলেন যে—"মাতৃস্তন্য পান করিয়া এই শরীরটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার মাতৃদেবীর নামে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্তন্য দুগ্ধের এক ধারের ঋণ বোধ হয় আমি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবমন্দিরটি ভূতলসাৎ হইল এবং আকাশবাণী হইল যে—"ওরে মূর্খ, মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ঋণ কেহ কখনই পরিশোধ করিতে পারে না;

পরিশোধ করার চেষ্টা বৃথা।" পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার প্রয়াস প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তথাপি আজ পরিষৎ যথাশক্তি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া বড় ভালই করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—আজ যে মহাত্মার স্মৃতি-সভায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবই অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভাই পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে পরিবর্ত্তিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের যে এত উন্নতি হইবে, ইহা তখন কেহই আশা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার স্থান হয় নাই—ইহা তখন অনাদৃত—উপেক্ষিত, এই সময়ে যিনি বাঙ্গালার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন উপমা দেওয়া যায় না। তিনি নিজ ভবনে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ২য় বর্ষ হইতে ইহার সদস্য হইয়াছি এবং তখন হইতে সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কার্য্যাবলীতে খুব তৃপ্ত হইতাম। কয়েক বৎসর পরে স্থির হয় যে, পরিষদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। পরিষৎ যখন নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহার যখন নাম-খ্যাতি হইয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা তিনি পরিষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য স্থাপন করেন নাই—পরিষদের ও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। তিনি এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—অন্যকে দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া পাঠ করাইতেন, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নির্ম্মল পাণ্ডিত্য সাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিলা হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাদেয় প্রবন্ধ লেখাইতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর রাজা বাহাদুর যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমন কি, অনেক ইংরাজকেও তিনি ন্যাণ্টার্ণ সাহায্যে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল—সে রকম লোক আজকাল দেশে বিরল। অমন বিনয়ী, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজে সভায় পাঠ করিতেন—অন্যে পড়িলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। যিনি এমন বিনয়ী, এমন সাহিত্যের পোষক, এমন সদ্‌গুণের আধার, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষদে থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়; তাহা সামান্য হইলেও আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমি বক্তৃতা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া আসি নাই; সুতরাং বেশী কিছু বলিব না। যে মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের

জন্য দুই এক কথা বলিব মাত্র। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পরে পরিষদে তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইতেছে। ইহা আরও অনেক পূর্ব্বে হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, পরিষৎ যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এ জন্য ধন্যবাদ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না ; কেন না, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত, তিনি তাহার কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের নেতৃবর্গ জাতীয় জীবনের উপযুক্ত সাহিত্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃদের মনেও তাহা জাগরূক ছিল। তাহার সফলতার জন্য যে গৌরব, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদেরও তাহা প্রাপ্য। এইরূপ পুরুষরত্নের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। এ জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নিকটে আমাকে পাঠান। আমি দুই দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি ; দুই দিনই তিনি আমার নিকট পরিষদের সকল বিষয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও পরিষদের উপরে তাঁহার স্নেহ কমে নাই।

তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সহিত অনেক দিন ধরিয়া একত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী দর্শন করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে যাহা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আজ আপনাদিগের নিকট বলিব। তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব—বিদ্যাচর্চ্চার ও শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, হয় তিনি কিছু লিখিতেছেন অথবা পাঠ করিতেছেন। বিশেষতঃ ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই তিনি খুব পড়িতেন এবং পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাঁহারই জন্য। এই জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে সভাবাজার ডিবেটিং সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। তখন কলিকাতায় এত সভা-সমিতি ছিল না—কাজেই সেই সভায় অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। সেই যে জ্ঞানচর্চা, সেই যে উন্নতি, তাহারই পরিণতিতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হয়। এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু কিছু বলিয়াছেন। সাহিত্য-সভার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে যে জ্ঞানরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ

করা। তাহা ছাড়া ইহার আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন নাই। সে উদ্দেশ্য এই যে, এই সভায় তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যতই সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারা তাহা যত দিন অনুমোদিত না হইবে, তত দিন সে সংস্কার-চেষ্টা সফল হবে না, সে সংস্কার হিন্দুসমাজে গৃহীত হইবে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। এই যে বিলাতযাত্রা লইয়া এত গোলমাল—প্রথমে ত কেহ বিলাতে যাইতেই চাহিতেন না এবং যিনি বিলাত হইতে আসিতেন, তাঁহাকেও কেহ সমাজে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। তিনিই প্রথমে এ সম্বন্ধে সভা করেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লইয়া বিলাতযাত্রা যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তাহা সপ্রমাণ করেন। কায়স্থ-সমাজে আজকাল যে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি এক রকম চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই উদ্‌যোগে। তিনি দেশের যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। তিনি বাঙ্গালায় বিজ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তাঁহারই উদ্‌যোগে এবং যত্নে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার কোন পুস্তকই সম্পূর্ণ হইত না। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী। তাঁহার চরিত্রে দ্বিতীয় বিশেষত্ব পরদুঃখকাতরতা। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলেই তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত—তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন। বাল্য বয়সেই তিনি "সভাবাজার দাতব্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরের অন্নসংস্থান এবং আরও অনেক রকমে সাহায্য করা হইত। তিনি এই সভা হইতে ছাত্রদেরও অনেক সাহায্য করিতেন। তিনি যাঁহাদের লেখা-পড়ার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই সব লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণের নাম কখন লুপ্ত হইবে না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি পরহিত-ব্রত যতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি, তাহা তাঁহারই সাহচর্য্যে এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া। শুধু মাসিক অর্থ-সাহায্য নয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে ভারতের যে কোন প্রদেশের অধিবাসীরা যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে সভাবাজার দাতব্য সভার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সভায় ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমি একযোগে কাজ করিয়াছি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য-ভাণ্ডারের অবশ্য পূর্ব্বের শ্রী আর নাই; তবে আমরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন রকমে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—মনের বল এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা; যাহা সচরাচর আমাদের দেশের লোকের মধ্যে মেলে না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। আমি একবার ব্রহ্মদেশে যাই, সে বার ব্রহ্মে বড় গোলমাল, ইংরাজরাজ সবে মাত্র ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে সামরিক বিভাগের

কার্য্যও করিতাম। একজন ব্রহ্মবাসীর গুলিতে একটি উত্তরপশ্চিমপ্রান্তনিবাসী সৈন্যের আঙ্গুলে ক্ষত হয়; এমন ক্ষত যে, আঙ্গুল বাদ না দিলে চলিবে না। তাহাকে ক্লোরোফরম করিতে গেলে সে বলিল—একটা আঙ্গুল কেন, পাঁচটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু আমি কখনই ক্লোরোফর্ম্ লইয়া বেহুঁস হইব না। তাহাই হইল, করাত দিয়া কর্ কর্ করিয়া বহু ক্ষণের পর আঙ্গুল কাটা হইল—সে ব্যক্তি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত করিল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঠিক এই রকম অদ্ভুত মনের বল দেখিয়াছি। একবার তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হয়—পিঠ যুড়িয়া একটা মালসার মত ব্রণ হইয়াছে, জীবন সঙ্কটাপন্ন। অনেক চিকিৎসার পর কাটাই ঠিক হইল—কিন্তু তিনি ক্লোরোফর্ম্ লইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন—আপনারা আমার মনের বল দেখুন, যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনারা অস্ত্র চালান, আমি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্তও করিব না। ঠিক তাই; এক ঘণ্টা ধরিয়া ব্রণ কাটা হইল, ব্রণের অধিকাংশ ভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, তিনি স্থির রহিলেন। আমরা তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার আর এক সৎসাহসের পরিচয় পাই, কলিকাতায় প্লেগের সময়। তখন সকলেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। গবর্ণেণ্ট বলিতেছেন, তোমরা পলাইও না; প্লেগের টীকা লও, তাহা হইলে আর প্লেগের ভয় থাকিবে না। এ কথা কেহই শুনিতেছে না। সকলেই কলিকাতা ছাড়িতে উৎসুক। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতে কখন প্লেগ হয় না এবং বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই বাহিরে যে কোন জায়গায় সপরিবারে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না এবং সকলে যাহাতে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্লেগের টীকা লয়, সেই জন্য তিনি নিজে সহধর্ম্মিণী ও পুত্র-কন্যাদিগের সহিত প্লেগের টীকা লইলেন। আমরা বলিলাম, আপনার টীকা লইবার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি টীকা লইলে সকলে বুঝিবে যে, ইহাতে কোন ভয় নাই; তখন অনেকেই এই টীকা লইবে। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত যে কত মহৎ, তাহা আপনারা সকলে বুঝিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা মনে হইলে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সব কথা বলিতে পারিলাম না—আরও অনেক বক্তা আছেন; তাঁহারা বলিবেন। আর একটা কথা বলি। তাঁহার বন্ধু-বৎসলতা অসাধারণ ছিল—বন্ধুর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার কপট বন্ধু অনেক জুটিয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত যে তিনি কত অশান্তি, অর্থব্যয় এবং অসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সহায়তা করিতে কখনই পশ্চাদ্পদ হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসর যাবৎ পরিচয়। তাঁহার গুণের কথা বলিতে গেলে আমাকে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিমহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণ বহু দিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মরণকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার

আয়োজন হইয়াছে। এ সভায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় অল্প সময়ে ঘটনার রেখায়, শ্রদ্ধার তুলিকায় এবং ভাবের বর্ণে স্বর্গীয় রাজার যে বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। অনেকে বলিয়াছেন—রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা' বলিলে সত্য অসম্পূর্ণ থাকে। তিনিই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মানস-দুহিতা না হইলেও তাঁহারই পালিত কন্যা। কথাটা এই, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য একবার দেওঘর গিয়াছিলেন। সেইখানে বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। সাহিত্য-পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবুর মনে বরাবরই সংকল্প ছিল। তিনি তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ভবনে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ রাজনারায়ণের মানসপুত্রী—রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ ইহার ধাত্রী হইয়াছিলেন। পরিষৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি ইহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন ও 'অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন' করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন—একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী এবং লিওটার্ড নামক একজন ইংরেজ তাঁহার সহযোগী ছিলেন—তখন ইহার নাম ছিল "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।" এই সভা হইতে প্রথমে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির হইত; বোধ হয়, লিওটার্ডই তাহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিবার জন্য সভা, কিন্তু সেই সভা এবং তাহার মুখপত্র পরিচালিত হয় ইংরাজী ভাষায়, এই বিষয় লইয়া তখন নব প্রতিষ্ঠিত একখানি মাসিকে এই উদ্ভট ব্যবস্থার প্রতিবাদ—বিদ্রূপগর্ভ কঠিন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ তখন ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর এই সভার সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়। এই সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র দাস আমাকে সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তখন আমি ইহার সভ্য হই নাই। পরে আমি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ পরিষৎকে লালন ও পালন করিতেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাঁহার বিশেষত্ব চিরকাল দেখিয়াছি। রাজা বাহাদুর একজন চমৎকার অর্গানাইজার (organiser) ছিলেন—'অর্গানাইজ' অর্থাৎ সংঘ-বদ্ধ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; ইহা আর কেহই পারিতেন না। আজ তাঁহার স্মরণ-সভায় একটা শোচনীয় ঘটনার কথাও বলি। স্নেহবশতঃ পরিষৎকে যেমন তিনি সস্নেহে লালন-পালন করিতেন, আবার তেমনই সময়ে সময়ে তাড়নাও করিতেন। স্নেহঃ পাপশঙ্কতে এবং হয় ত কল্যাণ কামনা করিয়াই, পরিষৎকে সুপথে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি চাণক্যের উপদেশের অপর

অংশেরও অনুবর্ত্তী হইতেন। কিন্তু অনেকে তাহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন, আজ তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; সত্য গোপন করিবার কোনও কারণও নাই। এই জন্যই তখন পরিষৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। যে অবস্থায় আমরা পরিষৎকে উঠাইয়া আনি, আজ বুঝিতেছি, তিনি যদি তাহার মূলে সংহতিশক্তি না দিতেন, তবে তাহা এইরূপ একটি বাস্তব অনুষ্ঠানে পরিণত হইত না। পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিয়া তিনি সহৃদয়তা ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ কখনও ভুলিতে পারিব না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কাজের জন্য তিনি তাঁহার অপ্রিয় ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন, কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিয়োগ এবং তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছেন। আমরা যদি পরিষদে তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, তবেই তাহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখিতে পারিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই রাজা বিনয়কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাহার অতিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেওঘরে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন। তিনি অনেককেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। বিনয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহাতেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের দিন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। যদি না আসিতেন, তবে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। তিনি যে আসিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সেবী, সকলেই রাজাবাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা মতভেদের কথা ভাবিব না। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিব। আমি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদের যাঁহারা ধুরন্ধর, তাঁহারাই ইহার সব নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রও এক দিন আমরা এইখানে দাঁড়াইয়া কোনও এক সভায় সমালোচনা করিব। আমাদের মতভেদ চিরকাল থাকিবে না—কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল থাকিবে। যখন সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তার লাভ করিবে—যখন দেশের সাহিত্য ও চিন্তার স্তম্ভস্বরূপ পরিষৎকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তখন সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব ও গৌরব সেই সঙ্গে লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহার দান এবং ছাত্রদের জন্য মঙ্গল কামনা জানিতে পারি। তিনি কলিকাতার উত্তর-বিভাগের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে ১৩০০০৲ টাকা দান করেন; সেই দানই মার্কাস স্কোয়ার নির্ম্মাণের বীজ-স্বরূপ। সকলেই জানেন, মার্কাস স্কোয়ার হইতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমি এমন কাহাকেও জানি না, যিনি রাজা বাহাদুরের সংস্রবে আসিয়া তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিকট পরিষদের যে ঋণ, তাহা অশোধ্য। তাঁহার বাড়ী হইতে যাঁহারা পরিষৎকে তুলিয়া আনেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তথাপি আমি বলি, পরিষদের কাহাকেও মনে করিতে হইলে, তাঁহাকেই অগ্রে মনে করা উচিত। তিনি পরিষদের জননী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ইহার মা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত হইয়া আজ পরিষৎ দাঁড়াইতে চলিতে শিখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজাই হউন, আর দ্বারকায় বংশবৃদ্ধিই করুন, নন্দঘোষ যে তাঁহার পালক পিতা, তাহা কখন ভুলিবার নয়। পরিষদের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে আজকাল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অনেকটা তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুতঃ পরিষৎ তাঁহার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠায় দেরি হইয়াছে বটে, তথাপি এত দিন পরে যে পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার অশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আনন্দিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আমি সে সব কিছুই বলিব না। আমি বলি, ছেলের নাম রাখিবার সময় পিতা প্রায়ই কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকেন। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের পিতা কি করিয়া তাঁর ঠিক নামটি রাখিয়াছিলেন? তিনি নামেও যা, কাজেও তাই। আমরা যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি আমাদিগকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। দুঃস্থ দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগকে তাঁহার মত অমন আর কেহ যত্ন করেন নাই।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮৮ সালে আমার প্রথম পরিচয়। আমি জীবনে যে সব বন্ধু লাভ করিয়াছি, তাহার অনেকই তাঁহার জন্য। সে কালের বড় লোকদের বৈঠকখানায় পণ্ডিত, লেখক, বক্তা, গায়ক প্রভৃতি সব থাকিত, তাহারা বড় লোকের সঙ্গে যেন জড়াইয়া থাকিত, বড়লোকেরা তাদের সাহায্য করিতেন। সমাজ-জীবনের এই যে একটা কেন্দ্র, ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য—বিবেচনা সমস্তই ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া যখন ঝগড়া, তখন আমি রাজা বাহাদুরের পক্ষে ছিলাম; আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, পরিষৎকে তোলা উচিত নয়। যাহা হউক, তিনি পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এখানে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বিনয়কৃষ্ণ কি ছিলেন, সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, ইহা আজকালকার যুবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা না হইলে—ছাই-চাপা দিলে চলিবে না। এই যে সব ছবি দেখিতেছি, ইহা কেন? ইঁহারা এক একজন জাতীয় ভাবের পুরোহিত—জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণশৃঙ্খল। তাই ইতিহাস খুলিবার জন্ত—জাতীয় ভাবের উন্মেষের জন্ত এই সব চিত্র আমরা রাখিয়াছি। আজ যদি রাজা বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-সভায় এই ঘর লোকে পূর্ণ দেখিতাম, তবে বড়ই আনন্দ হইত। সাহিত্য-পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবে; কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে যে ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা এখানে হয় না। প্লেগের সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ টীকা নিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিতে পারি নাই। আর একটি কথা বলি। প্লেগের সময় সকলেই পলাইতে ব্যস্ত, কিন্তু ট্রেন পায় কই? ষ্টেশনে ভারি ভিড়, শিশু ও রোগীরা খেতে পায় না, জল পায় না, পথ্য পায় না, ঔষধ ত পায়ই না। রাজা বাহাদুর যাত্রীদের এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঔষধ, পথ্য, খাবার, জল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন গ্রে ষ্ট্রীট দিয়া একটি প্লেগের মড়া লইয়া যাইতেছে। বাহকেরা অনেক দূর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আর পারে না—একেবারে অচল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও আমি সেই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়াই তাহাদের কষ্ট বুঝিলেন এবং সমস্ত বিষয়েই বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্ত যে সমাজ-সংহতি ছিল, তাঁহারা একে একে সব চলিয়া গিয়াছেন। সে রকম লোক আর হইতেছে না। যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আমাদের জন্ত এত করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কেবল চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে না। তাঁহার মহত্ব—তাঁহার চরিত্র দেশবাসীকে না বুঝাইয়া দিলে লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্ত এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে আধুনিক লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ অশেষ প্রকারে ঋণী। তাই পরিষদের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ছবি আটকাইয়া রাখিয়াই তাঁহার ঋণ পরিশোধ না করেন। সে পক্ষে যাহা ভাল কর্ত্তব্য, তাহা পরিষৎ করুন—যাহাতে তাঁহার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে উদয় হয়।

সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অনেক কাজ ফেলিয়া বহু পূর্ব্বেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কেন না, ভাবিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব করিয়া গেলেই গিয়া এমন জনতা দেখিব, যাহাতে পরিষদের সহকারী সভাপতির পক্ষেও অতি কষ্টে একটু স্থান লাভ করা অসম্ভব হইবে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হইয়াছে; ইহা আমার দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য। আমার আরও দুর্ভাগ্য, বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-চিত্র উন্মোচন-সভায় আমার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণ-বিজ্ঞাত কারণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ও

উচিত নয়। সুতরাং আমি বেশি কিছু বলিব না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, কয়েক জন ছাড়া প্রায় সকল আত্মীয়ই তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ইহা সত্ত্বেও কোন সংকার্য্যেই তিনি কখন পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। পরিষৎ হইতে তাঁহার স্মৃতি-সভায় যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রুফ যদি আমি দেখিতাম, তবে তাহাতে আমি তাঁহার বর্ণনায় "সাহিত্য-সেবী" লিখিতাম না—"সাহিত্যিক-সেবী" লিখিতাম। সাময়িক সাহিত্যের তিনি যে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। বিগত স্বদেশী অন্দোলনের ভিত্তি যে অদৃঢ়, ইহা তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেন নাই এবং তাঁহার দূরদর্শিত্বের প্রমাণ পরে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাহাতে যোগ দেই নাই। ইহাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আর এক কথা, বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে—রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যে সাহিত্যসাধনা-প্রবৃত্তি এখন বাড়িয়াছে, ইহা পরম সন্তোষের কথা; ইহা তিনিই আনয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। পরিষদে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আবরণ উন্মোচন-কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন

২৩শ বার্ষিক, ৮ম মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম ঐ অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমবশত মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে সেই নামগুলি ও প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীগুরুদাস সরকার, সদস্য—শ্রীমহীতোষ-কুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, সিটীকলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি, ৪৯ চাউলপটি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীকিশোরীপ্রসাদ জয়সওয়াল এম্ এ (অক্সন), ব্যারিষ্টার, বাঁকীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসিদ্ধকুমার বসু, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশিবরাম মৈত্র, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি.এ, ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

"পুষ্পল"

(ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল)

অননুকরণীয় কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তুষার-শুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। স্নানান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মসৃণ ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুষমায় "পুষ্পলে"র পরিচয়। ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"পার্ল পাউডার"

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার)

কতিপয় নির্দ্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্ম্মেও ইহা নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে পারে না। শরীরে আঁঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ।৹ আনা।

"কোল্ড ক্রিম্ অব্ রোজেস্"

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস্-খস্ করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ।৵৹ সাত আনা।

"এণ্টিসেপ্‌টিক্ টুথ পাউডার"

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্নিগ্ধকর সুগন্ধে সুরভিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নূতন উপাদানে প্রস্তুত, নূতন ধরণের সুদৃশ্য কৌটা। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵৹ ছয় আনা।

"কার্ব্বলিক্ টুথ পাউডার"

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ন্যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৵৹ তিন আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা

The English Works of

Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Bazar Patrika.

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization······which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, (*Second edition, revised*)"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume···display in a remarkable degree. wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

6. Give the People back their own. (*An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India*)—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". (Reprinted from the *Westminister Review* and *East and West*)—Price 12 annas.

Apply to Messrs. W. Newman & Co

4. Dalhousie Square, Calcutta.

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১।০।

* ৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে।০।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄১০, সাধারণ পক্ষে ৵০।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১।০।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ॥৶০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২॥০।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১॥০।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২॥০।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ॥০।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।৶০।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ॥৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২।৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা*, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৫॥০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৴০, সাধারণ পক্ষে ১৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণের পক্ষে ॥৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।৴০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৫১। সয়রুল-মোতাক্ষরীণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১৷৷০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৷০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৶০, সাধারণ পক্ষে ৷৷০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদিত মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৶০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৷৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৷০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

ছেলেদের
শ্রেষ্ঠ বই
সচিত্র
চারু ও হারু
ছেলেদের উপন্যাস
দ্বিতীয় সংস্করণ
রাজসংস্করণ—৸০

সচিত্র
শুবমুকুল
ছেলেমেয়েদের
পরম সুন্দর বই
মূল্য—।৵০

—কথা-সাহিত্যে—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"
রাজসংস্করণ—২৲; সুলভ বাঁধাই—১৷০

খোকাখুকুদের বিখ্যাত বই
আমাল বই
—যাহার জন্য পড়াই খেলা হইয়াছে—
কচি কথার দুধের সাগর
মূল্য চারি আনা

—প্রকাশিত হইতেছে—

"ইতিহাস-কথা"—ও—"ইতিহাসের গল্প"

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই
ঠাকুরমার
ঝুলি
বাঙ্গালার রূপকথা
পঞ্চম সংস্করণ
রাজ সংস্করণ পাঁচসিকা

সচিত্র
পূজার কথা
প্রতি গৃহের জন্য
অশেষ সুন্দর বই
মূল্য—৷৵০

—কথা-সাহিত্যে—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠে,
পুরস্কারে

আশুতোষ
লাইব্রেরী

সোল এজেণ্ট ও প্রকাশক
আশুতোষ লাইব্রেরী

আশুতোষ
লাইব্রেরী
অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নবপ্রকাশিত পরিষদ্‌গ্রন্থ

নেপালে বাঙ্গালা নাটক

(১) কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপ (৩) গণেশকৃত রামচরিত

(২) কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত (৪) ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুথিগুলি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি নেবারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের লেখা। তাঁহারা কিরূপে নেপালে গিয়া আপন ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, এই পুথিগুলি তাহারই একমাত্র নিদর্শন। বইগুলি নাটকের আকারে লেখা। ২৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১৵৹ ও সাধারণ পক্ষে ১।৹।

ন্যায়দর্শন (গৌতম-সূত্র)।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশী, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ, ভিনিস মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন,—

Government Sanskrit Library, Benares.
11th January, 1918.

Dear Panditji,

I must thank you for the kin gift of your Nayadarsana Volume I. It is a valuable contibution to the study of the Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welcome from all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume ("and I have not had time to do more than this so far), I have been impressed by your original and most useful Tepponi.

Wishing you all success with this and the succeeding volumes.

I remain, sincerely yours
A. Venis,

পত্রাঙ্ক—৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১॥৹, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥৹ টাকা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌, এ সম্পাদিত। পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া মূলের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচারসহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগসহ পদাবলি-শব্দকোষ, পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণটিকে পদাবলির বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে সার্দ্ধশতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ আকারের ৪০৮ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে মূল্য—সাধারণ পক্ষে ১॥৹, সদস্য পক্ষে ১৲, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১।৹।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে"। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

অভিমত

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Sir George A. Grierson, K.C.I.E., Ph, D., D. Litt., মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Will you also please convey my thanks to Babu Basanta Ranjan Roy for his most valuable work. It is a real pleasure to find the history of the Bengali language treated so sanely and scientifically, and to see that the importance of its connex with Magadhi Prakrit is so thoroughly recognized."

গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, রাখালবাবুর লিপিকাল-নির্ণয় এবং পদসূচী ৭৬ পৃঃ, মূল গ্রন্থ ৪০০ পৃঃ, বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৫১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফ্‌টোন চিত্র ৭ খানি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৲, শাখাসভার সদস্য-পক্ষে ২।০ এবং সাধারণের পক্ষে ২॥০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।